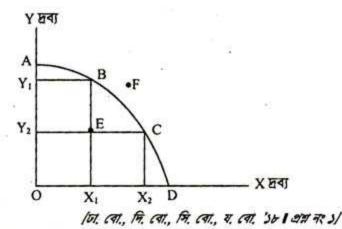
এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান

2





- ক, দৃষ্পাপ্যতা কাকে বলে?
- খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?
- গ. উদ্দীপকে যে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উপস্থাপিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ত্র অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বন্ধতা বা অপর্যাপ্ততাকেই অর্থনীতিতে দুম্পাপ্যতা বলে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সাধারণত স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থায় বাজার মূল্য নির্ধারিত হয়। তবে মূল্য নির্ধারণে মূদ্রাস্ফীতি বা মূদ্রাসংকোচনের সময় সরকারি হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।

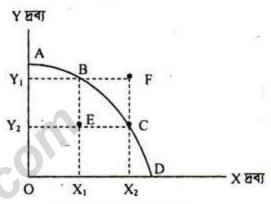
মিশ্র বর্ষব্যবস্থার ক্রেত্ত-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বক্তারে লাম নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে বাজারে চাহিদা ও যোগান ভূমিকা রাবে। দ্রব্যের লাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের ব্রতিরিক্ত উর্ম্বণতি সরকারি হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া ব্রত্যবস্থার দ্বাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। অর্থাৎ মিশ্র বর্ষব্যবস্থার দ্বাম ব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হলেও কিছু কিছু কেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)-এর মাধ্যমে অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা 'নির্বাচন' এর কথা উপস্থাপিত হয়েছে। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যার প্রতিটি বিন্দৃতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে দৃটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশিত হয়। তাই এই রেখার মাধ্যমে কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করা হবে, তা ব্যাখ্যা করা যায়।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)-এর B বিন্দুতে 'Y' দ্রব্য OY_1 ও 'X' দ্রব্য OX_1 পরিমাণ এবং C বিন্দুতে 'Y' দ্রব্য OY_2 ও 'X' দ্রব্য OX_2 পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। এখন, প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদককে নির্বাচন করতে হবে তিনি কোন বিন্দুতে উৎপাদন করবেন। যেমন— যদি 'X' দ্রব্যের প্রয়োজন বেশি হলে C বিন্দুতে এবং 'Y' দ্রব্যের প্রয়োজন বেশি B বিন্দুতে উৎপাদন করতে হবে। এভাবে PPC-এর মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা 'নির্বাচন' এর বিষয়টি উপস্থাপিত হয়।

য উদ্দীপকের চিত্রে উল্লিখিত E বিন্দু অদক্ষ অঞ্চল এবং F বিন্দু অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে বিদ্যমান থাকায় E ও F বিন্দুতে উৎপাদন করা যথাক্রমে অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

সাধারণত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার নিচের বা বামদিকে যেকোনো বিন্দুতে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। এজন্য এই অঞ্চলকে অদক্ষ অঞ্চল বলে। আর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে বা ডানদিকে যেকোনো বিন্দুতে বর্তমান প্রযুক্তিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। এ জন্য এই অঞ্চলকে অ–অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে লক্ষ করা যায়, E বিন্দুতে উৎপাদন করা হলে 'X' দ্রব্য OX1 এবং 'Y' দ্রব্য OY1 পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। এখন, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে 'X' দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন Y1Y2 বাড়ানো সম্ভব। অথবা 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে 'X', দ্রব্যের উৎপাদন X1X2 পরিমাণ বাড়ানো যায়। কাজেই E বিন্দুতে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। তাই 'E' বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌক্তিক হবে না।

আবার, F বিন্দুর ক্ষেত্রে 'X' দ্রব্য OX_2 এবং 'Y' দ্রব্য OY_2 পরিমাণ উৎপাদিত হবে। অর্থাৎ, F বিন্দুটি B ও C বিন্দুর চেয়ে বেশি উৎপাদন নির্দেশ করে। কিন্তু, বর্তমান প্রযুক্তিতে F বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, F বিন্দুতে উৎপাদন কাম্য হলেও নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে উৎপাদন করা অসম্ভব।

প্রশা ▶ ২ নিচের X ও Y নামক দুটি দ্রব্য উৎপাদনের একটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি দেওয়া হলো—

X-দ্ৰব্য	Y-দ্ৰব্য	সংমিশ্রণ
ъ	0	Α
¢	¢	В
0	ъ	С

/जा. त्वा., कृ. त्वा., ह. त्वा., व. त्वा. '५४ । अत्र नः ५/

- ক. ব্যক্টিক অর্থনীতি কী?
- খ. "নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে কোন ক্ষেত্রে উন্নত?" ব্যাখ্যা করো।
- গ্র উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অংকন করো। ৩
- প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অনুযায়ী উভয় দ্রব্য একই সজা ৮
 একক করে উৎপাদন করা সম্ভব নয় কেন? বিশ্লেষণ করো।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ত্র অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনৈতিক এককের আচরণ ও কার্যকলাপ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যক্টিক অর্থনীতি বলে।

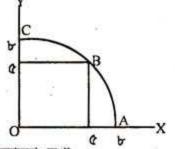
সামাজিক কল্যাণ অর্জনে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে উন্নত।

নিদেশমূলক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জনের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনীতির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুনাফা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বন্টন, ভোগ সর্বক্ষেত্রেই বেসরকারি পর্যায়ে সিম্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেন্টা করা হয়। এতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হতে পারে। তাই নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে উন্নত মনে করা হয়।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন
করা হলো:

উপকরণের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) সৃষ্টি হয়।

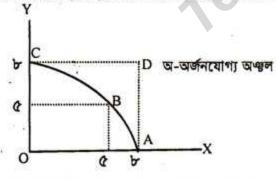
X দ্ৰব্য	Y দ্রব্য	বিন্দু
ъ	0	.A
0	¢	В
0	ъ	С



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

প্রদত্ত সূচির আলোকে বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু X দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৮ একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ৫ একক X দ্রব্য এবং ৫ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় B বিন্দুতে। এরপর C বিন্দুতে X দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৮ একক। এখন প্রাপ্ত A, B, C বিন্দুগুলো যোগ করে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকের আলোকে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

যা প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ক্ষেত্রে D বিন্দু (X = ৮ একক ও Y = ৮ একক) অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা সীমিত সম্পদ নির্দেশিত হয়। এ রেখার অ-অর্জনযোগ্য বিন্দুতে উৎপন্ন সংমিশ্রণ পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সম্পদের সীমাবন্ধতার জন্য তা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই যত খুশি উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।

চিত্রে লক্ষ করা যায়, উভয় দ্রব্য ৮ একক করে উৎপাদন তথা প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা D (৮,৮) বিন্দুটি কাজ্জিত হলেও অর্জনযোগ্য নয়। কারণ প্রদত্ত উপকরণ বা প্রযুক্তিতে D বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যেটিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, D বিন্দুতে উৎপাদন কাজ্ঞিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য উৎপাদন সম্ভব নয়।

2100

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
0	೨೦
২০	২০
೨೦	0

(ठा. त्वा. '३१। अश नः ३/

- ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কী?
- খ. অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন করো। 🥱
- घ. (X = ১০ একক, Y = ১০ একক) এবং (X = ৪০ একক, Y = ২০ একক) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

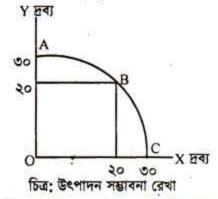
সমাজে অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। আবার সকল অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ব্যক্তিকে তার অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কোনো অভাব আগে এবং কোনো অভাব পরে পূরণ করতে হয়। এভাবেই মূলত, অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

বা উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করা হলো:

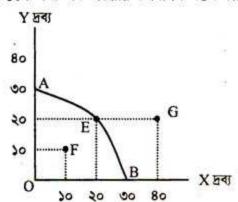
উপকরণের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) সৃষ্টি হয়।

X দ্ৰব্য	Y দ্রব্য	বিন্দু
0	೨೦	Α
२०	२०	В
೨೦	0	C



প্রদর্ত্ত সূচির আলোকে বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ২০ একক X দ্রব্য এবং ২০ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় B বিন্দুতে। এরপর C বিন্দুতে Y দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু X দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক। এখন প্রাপ্ত A, B, C বিন্দুগুলো যোগ করে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকের আলোকে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

য উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার F (X = ১০ একক ও Y = ১০ একক) বিন্দু অদক্ষ অঞ্চল এবং G (X = ৪০ একক ও Y = ২০ একক) অঅর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

উপরের চিত্রটির F বিন্দৃতে X ও Y দ্রব্যের ১০ একক উৎপাদন নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে এটি একটি অদক্ষ সংমিশ্রণ। অর্থাৎ যখন X = ১০ একক এবং Y = ১০ একক তখন F বিন্দু পাওয়া যায়; এটি গ্রহণযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে পড়েও এখানে সম্পদ অব্যবহৃত থাকবে এবং সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করবে।

আবার, G বিন্দুটি (X দ্রব্য ৪০ একক এবং Y দ্রব্য ২০ একক) অজ্ঞিত হলেও এটি অর্জনযোগ্য নয়। কারণ প্রদত্ত উপকরণ বা প্রযুক্তিতে G বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার F বিন্দৃতে উৎপাদন সম্ভব হলেও উপকরণ বন্টন অদক্ষ হওয়ায় উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নয় এবং G বিন্দৃতে উৎপাদন কাজ্জিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য উৎপাদন সম্ভব নয়।

প্রশ্ল ▶ 8 নিচে X ও Y দ্রব্যের উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো হলো—

X-দ্রব্য (একক)	Y-দ্রব্য (একক)	সংমিশ্রণ
0	9	A
3	2	В
9	0	С

/ता. ता. ५१1 अस नः ४/

- ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী?
- খ. 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।'— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের সূচিটি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন করো।
- ঘ. চিত্রের সাহায্যে (X = ১, Y = ২) এবং (X = ৩, Y = ৩) বিন্দু দুটির তুলনা করো।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় অর্থনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ব্যক্টিক অর্থনীতি বলে।

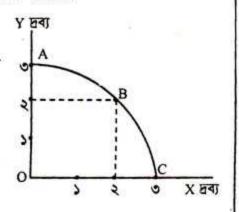
বা দৃষ্পাপ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করা যায় তা থেকেই বেশিরভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি।
মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ হলো: কী উৎপাদন করতে হবে,
কীভাবে তা করতে হবে এবং কার জন্য তা করতে হবে। এ সমস্যাসমূহ
উদ্ভবের কারণ হলো মানুষের অফুরস্ত অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা
বা দৃষ্পাপ্যতা। সম্পদ যদি অসীম হতো তবে মানুষের জন্য সব কিছুই

উৎপাদন করা যেত এবং কোনো সমস্যা থাকত না। তাই বলা যায়, সম্পদের দুম্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।

উদ্দীপকে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে নিচে একটি
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করা হলো:

চিত্রে, ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদের দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে X দ্রব্যের 0 একক ও Y দ্রব্যের ৩ একক উৎপাদন করা যায় চিত্রে যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

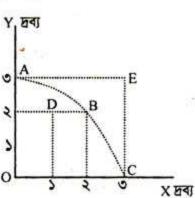
আবার X দ্রব্যের ২ ও ৩ একক উৎপাদন করলে Y দ্রব্যের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২ একক ও 0 একক যা চিত্রে যথাক্রমে B ও C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B ও C বিন্দুগুলো যুক্ত করে AC রেখাটি টানি। এটিই



হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

প্রপ্লের উত্তরদানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি পুনর্বার অভকন করা হলো। এখন চিত্রে দুটি বিন্দু D ও E নেওয়া হলো যার স্থানাভক যথাক্রমে হলো: (X = ১, Y = ২) এবং (X = ৩, Y = ৩)। এখন D ও E বিন্দু দুটির তুলনা করা যায়।

D বিন্দুতে X দ্রব্যের ১
 একক ও Y দ্রব্যের ২ একক
উৎপাদন নির্দেশিত হয়,
 যেখানে E বিন্দুতে X দ্রব্যের
 ও একক ও Y দ্রব্যেরও ৩
 একক উৎপাদন নির্দেশিত
হয়। E বিন্দুতে উৎপাদনের
 পরিমাণ D বিন্দু নির্দেশিত
উৎপাদনের চেয়ে বেশি।



- D বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা
 রেখা AC এর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত; E বিন্দু AC রেখার বাইরে

 ক্রম্পিক।
- ৩. D বিন্দৃটি AC রেখার অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদনের অদক্ষ অঞ্চল দেখায় সেখানে প্রদন্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়নি কিংবা অপচয় ঘটে। অন্যদিকে E বিন্দু AC রেখার বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদনের অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত। এ বিন্দৃটি প্রদন্ত সম্পদের চেয়ে অধিক সম্পদ ব্যবহার নির্দেশ করে য়া বাস্তবে অর্জনযোগ্য নয়।
- ৪. সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সম্ভাবনা রয়েছে এমন অবস্থা E বিন্দু দ্বারা প্রকাশ পায়। এ বিন্দু উৎপাদককে আরও তৎপর ও উদ্যোগী হতে বলে। অন্যদিকে, D বিন্দু উৎপাদককে সম্পদ ব্যবহারের বেলায় সতর্ক ও য়ত্রবান হতে বলে এবং তাকে দক্ষতা বাড়াতে উদ্বৃদ্ধ করে।

- ক. দুম্প্রাপ্যতা কী?
- খ: সুযোগ ব্যয়ের উদ্ভব ঘটে কেন?
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যাখ্যা করো।
- ঘ, 'উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থব্যবস্থায় যে পদ্ধতির সাহায্যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয় তা কি যথেন্ট? তোমার মতামত দাও।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই অর্থনীতিতে দুম্প্রাপ্যতা (Scarcity) বলে।

মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত হওয়ার দরুন নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। মূলত এখান থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার সৃষ্টি। কোনো একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্য দ্রব্যটির উৎপাদন/ভোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট।

ত্র উদ্দীপকে মানুষের প্রধান ৩টি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। অভাবের অসীমতা ও সম্পদের স্বল্পতার জন্য মানবজীবনে এসব অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলো হলো— কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে। নিচে এসব সমস্যা ব্যাখ্যা করা হলো—

- ১. কী উৎপাদন করা হবে: সম্পদের স্বল্পতার জন্য ব্যক্তি বা সমাজ তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য এক সাথে উৎপাদন করতে পারে না। সেজন্য অভাবের গুরুত্ব অনুসারে স্থির করতে হয়— কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করা দরকার। সম্পদ নিতান্তই কম বলে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে অন্যটি হাতছাড়া করতে হয়। কাজেই কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে তা নির্ধারণ করাই হলো যেকোনো সমাজের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।
- ২. কীভাবে উৎপাদন করা হবে: এটি হলো সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা। কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে এর পরেই এ সমস্যাটি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কী কী উপকরণ, কী কী অনুপাতে এবং কোন প্রযুক্তি বা পন্ধতি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। এটি একটি বিরাট সমস্যা যা সুষ্ঠভাবে সমাধান করতে না পারলে স্র্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।
- কার জন্য উৎপাদন করা হবে: সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ থাকে।
 সকল মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এক রকম নয়। এক্ষেত্রে কোন দ্রব্য
 কোন শ্রেণির মানুষের জন্য উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করাও
 একটি জটিল সমস্যা।

য় উদ্দীপকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দামব্যবস্থার মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, এরূপ সমাধান যথেন্ট নয়।

দাম প্রক্রিয়ার বদৌলতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে স্বার্থপর ও মুনাফাখোর উৎপানকারী/ব্যবসায়ীরা ভোক্তা সাধারণের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দাম আদায় করে এবং শ্রমিকদেরকে ন্যূনতম মজুরি দেয়। এর ফলে ভোক্তা ও শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দামব্যবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করে সামাজিক স্বার্থ/কল্যাণের জলাঞ্জলি দেয়।

দামব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভোক্তারা স্বাধীন থাকে।
প্রকৃতপক্ষে এখানে চটকদার বিজ্ঞাপন, ধূর্ত বিক্রয় প্রতিনিধি, দ্রব্যের কৃত্রিম
দুম্প্রাপ্যতা, বাজারের দূরত্ব ইত্যাদি দ্বারা প্রতিনিয়তই ভোক্তাগণ প্রতারিত
হয়। যে কারণে ভোক্তাকে পুরোপুরি স্বাধীন বলা যায় না।

তাছাড়া দাম প্রক্রিয়া সমাজে আয়-বৈষম্য বাড়ায়। ধনীরা অধিক দামে তাদের পছন্দসই দ্রব্যাদি ক্রয় এবং সম্পদ কুক্ষিণত করে বিলাসী জীবনযাপন করে। অনেকে আবার মনে করেন, দামব্যবস্থা খরচ ও উপকার ঠিকমতো পরিমাপ করতে পারে না। এটি কেবল উৎপাদনকারীদের খরচের হিসাব রাখে, কিন্তু কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে সমাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার হিসাব রাখে না। এছাড়া দামব্যবস্থা ব্যক্তিগত চাহিদা প্রকাশ করে, সামাজিক চাহিদা নয়।

উপরিউক্ত অসুবিধাগুলোর আলোকে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দামব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যথেষ্ট নয়।

প্রর ▶ । মি. রহিম একজন যুক্তিবাদী কৃষক। তার ১০ একর জমির ধান ও পাট উৎপাদন নিম্নরূপ—

জমির পরিমাণ	ধান মে. টন	পাট মে. টন
১০ (একর)	• • • •	0
30 "	20	20
٥٥ "	২০	રહ
٥٥ "	20	೨೦
30 "	0	૭૨

/इ. ता. 391 वन नः s/

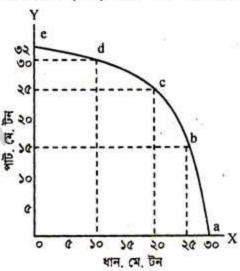
- ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবুস্থা কাকে বলে?
- খ. 'দৃষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন' কীভাবে সম্পর্কিত?
- গ. মি. রহিমের ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি উদ্দীপকের ভিত্তিতে অভকন করো।
- ঘ. উদ্দীপকে মি. রহিম ১০ মে. টন ধানে ১৫ মে. টন পাট উৎপাদন করবে না কেন? মতামত দাও।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

- ক নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
- আ অর্থনীতিতে দুম্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ধারণা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।
 মানুষের সব অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে দুম্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
 মানুষের অসংখ্য অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবন্ধতাই হলো দুম্প্রাপ্যতা।
 অপরদিকে, অসংখ্য অভাবের মধ্য থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাবের
 বাছাই হলো নির্বাচন। তাই মানুষকে সম্পদের দুম্প্রাপ্যতার জন্যই অসীম
 অভাবকে তীব্রতার মাত্রানুসারে নির্বাচন করতে হয়।

ত্রী উদ্দীপকের প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে মি. রহিমের ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্ঞকন করা হলো। চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে ধান এবং লম্ব (OY) অক্ষে পাট উৎপাদনের

পরিমাণ পরিমাপ করা
হয়েছে। সূচিতে দেখা
যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা
প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে
৩০ মে. টন ধান ও ০
মে. টন পাট উৎপাদন
করা যায়, চিত্রে যা a দ্বারা
নির্দেশিত হয়েছে। আবার
২৫, ২০, ১০ ও ০ মে.
টন ধান উৎপাদন করলে
পাট যথাক্রমে ১৫, ২৫,
৩০, ০ মে. টন উৎপাদন
করা যায় যা চিত্রে
যথাক্রমে b, c, d ও e



বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন ধান ও পাট উৎপাদনের পরিমাণে বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে ae রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অজ্ঞিত মি. রহিমের ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

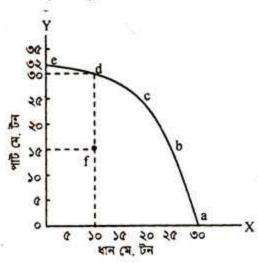
প্রপ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে মি. রহিমের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি আবার অজ্জ্বন করি। এখন চিত্রে একটি বিন্দু f নেওয়া হলো যার স্থানাজ্ক হলো যথাক্রমে X = ১০ (মে. টন ধান) এবং Y = ১৫ (মে. টন পাট)। এখন উৎপাদনের এ বিন্দুটিতে মি. রহিম উৎপাদন করবে না কেন সে সম্পর্কে আমার মতামত দেওয়া হলো:

প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যায়, f বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

ae এর অভ্যন্তর ভাগে
অবস্থিত। এ বিন্দুর
অবস্থান এমন হওয়ায়,
তা প্রদত্ত সম্পদের
অদক্ষ ব্যবহার কিংবা
অপচয় নির্দেশ করে।
মি. রহিমের কাছে যে
সম্পদ আছে সে তার
সুষ্ঠু ব্যবহার করেনি।
প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু

য্যবহার করলে সে ১০
মে. টন ধানে ৩০ মে.
টন পাট উৎপাদন করতে

উৎপাদন করবে না।



পারতো। অধিক পাট উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ করেনি। তাই এ বিন্দু মি, রহিমকে প্রদন্ত সম্পদ ব্যবহারে আরও তৎপর ও উদ্যোগী হতে বাধ্য করে এবং তার দক্ষতা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই বলা যায়, মি, রহিম ১০ মে, টন ধানে ১৫ মে, টন পাট প্রর ▶ ৭ 'A' দেশের নাগরিক মি. কলিন্স স্ব-উদ্যোগে উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সেদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য থাতসহ সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি অন্য একটি দেশ 'B'-তে গিয়ে সে দেশের অর্থনীতির উন্টো চিত্র অবলোকন করলেন। 'B' দেশে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টন সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ক, ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী?

খ. নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের কারণ কী?

গ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'A' ও 'B' দু'দেশের অর্থব্যবস্থার

মধ্যে তুলনা করো।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষুদ্র এককের বা গ্রুপের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়, তাই ব্যক্টিক অর্থনীতি।

সম্পদের স্বল্পতাই নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের প্রধান কারণ।
অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, এ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
ও অপচয় রোধ করা দরকার। এ কাজ করতে গিয়ে অর্থনীতিতে একটি
গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হলো নির্বাচন সমস্যা।
নির্বাচন সমস্যা বলতে বোঝায়, সম্পদের এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে
তার দ্বারা সমাজের বেশিরভাগ লোকের অধিকাংশ অভাব পূরণ করা।
তবে সম্পদের স্বল্পতার কারণে মানুষের সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব
হয় না। তাই কোন অভাবগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমে পূরণ করতে
হবে তা নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের
মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয়।

না উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি হলো ধনতান্ত্রিক। নিম্নে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্থীকৃত। ব্যক্তি
 তার প্রয়োজনমতো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে
 পারে। একজন ব্যক্তি তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যত ইচ্ছা সম্পদ
 ভোগ করতে পারে তাতে কোনো বাধা নেই।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় সব বিনিয়োগকারীই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।
- ব্যক্তিয়ার্থ ও পছন্দের য়াধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক
 পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী
 মনোভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে আলোচিত 'A' দেশে উৎপাদন কার্যক্রম ও ব্যবসা পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাছাড়া সেখানে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা উদ্দীপকে আলোচিত 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায় 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ধনতান্ত্রিক।

য উদ্দীপকে 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও 'B' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'A' ও 'B' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তাছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকায় উৎপাদনকারী তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এখানে জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয় না। ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়

সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয় না। এ কারণেই ধনী শ্রেণি আরও ধনী হয় ও দরিদ্র শ্রেণি আরও বেশি দরিদ্র হতে থাকে। এভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনের সকল উদ্যোগ রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। এখানে ভোক্তা নিজের ইচ্ছামতো দ্রব্য ভোগ করতে পারে না। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে সমাজের সকল ব্যক্তি উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের সকল উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে বলে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়। ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয় না।

উদ্দীপকে আলোচিত 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যক্ষথা বিদ্যমান। এ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যথাতসহ প্রায় সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত। তাই 'A' দেশে পরিচালিত অর্থব্যক্ষথার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয় না। যা কিনা শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, 'B' দেশের অর্থব্যক্ষথা সমাজতান্ত্রিক। এদেশে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টন সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন ঘটে, যা সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

প্রশ় ►৮ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও প্রযুক্তির সাহায্যে X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো:

X দ্ৰব্য	Y দ্রব্য	সংমিশ্রণ
0	200	A
80	- %o	В
po	৬০	C
320	0	D

शि. ता. '३१। श्रम नः ४/

ক. অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়?

ব্যক্টিক অর্থনীতিকে কি সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে পৃথক করা

যায়?

গ. উপরের উদ্দীপক হতে একটি উৎপাদন স্ফ্রাবনা রেখা (PPC) অঙকন করো।

 ঘূদি উৎপাদক ৪০ একক X দ্রব্যের সাথে ৬০ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে চায়, তা কি তোমার দৃষ্টিতে যৌত্তিক হবে? ব্যাখ্যা করো।

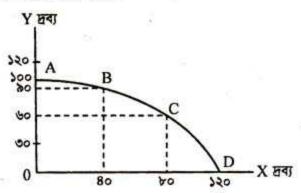
৮নং প্রশ্নের উত্তর

ত্র অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলতে, মানুষ অভাব পূরণের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে চায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়াকে বোঝায়।

ব্যষ্টিক অর্থনীতিকে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে পৃথক করা যায় না। এরা একে অপরের পরিপূরক।

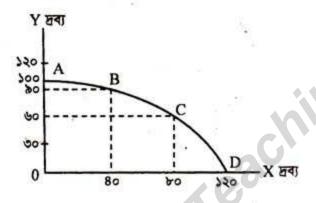
ব্যফিক অর্থনীতিতে অনেক সময় ক্ষুদ্রাংশের নির্ভুল বিশ্লেষণ হয় না বলে অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। আবার ব্যফিক আলোচনা ছাড়া কেবল সামষ্টিক আলোচনা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য যথেই নয়। কাজেই কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য ব্যফিক বা সামষ্টিক যেকোনো একটির ওপর নির্ভর করা যায় না। অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উভয়ের বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য ব্যফিক অর্থনীতিকে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে পৃথক করা যায় না। এ প্রসক্তো মার্কিন যুক্তরান্ট্রের অর্থনীতিবিদ পল এ, স্যামুয়েলসন বলেন, 'ব্যফিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই; উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়।'

ক্রি উদ্দীপকে প্রদত্ত উৎপাদন সূচিটি ব্যবহার করে নিচে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙকন করা হলো।



চিত্রে ভূমি অক্ষ X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে X দ্রব্যের ০ একক ও Y দ্রব্যের ১০০ একক উৎপাদন করা যায় চিত্রে যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার X দ্রব্যের ৪০, ৮০ ও ১২০ একক উৎপাদন করলে Y দ্রব্যের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৯০, ৬০ ও ০ একক যা চিত্রে যথাক্রমে B, C ও D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন X ও Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B, C ও D বিন্দগুলো যুক্ত করে AD রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

য যদি উৎপাদক ৪০ একক X দ্রব্যের সাথে ৬০ একক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে চায় আমার দৃষ্টিতে তা যৌক্তিক হবে না। যুক্তির প্রয়োজনে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AD পুনর্বার অঙকন করি।



প্রশ্নের প্রদত্ত সম্পদ সাপেক্ষে X দ্রব্যের ৪০ একক ও Y দ্রব্যের ৬০ এককের সংমিশ্রণটি উৎপাদন করা যৌত্তিক হবে কিনা তা দেখা যাক। চিত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে উৎপাদনের এ সংমিশ্রণ সূচক বিন্দু N চিহ্নিত করা হলো। চিত্রে দেখা যায়, N বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AD-এর ভেতরে অদক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত। এ বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌত্তিক নয়; কারণ প্রচলিত প্রযুক্তি ও প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদন অর্থাৎ X দ্রব্যের ৪০ একক এবং Y দ্রব্যের ৯০ একক উৎপাদন করা সম্ভব। চিত্রে এ অবস্থা B বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, যদি উৎপাদক ৪০ একক 🗴 দ্রব্যের সাথে ৬০ একক Y দ্রব্য উৎপাদনের সিন্ধান্ত নেন তবে সে অবস্থা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ➤ ৯ মি. 'K' একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি বাজারে চাল কিনতে গিয়ে দেখলেন যে, বাজারে চালের দাম কমে গেছে। তিনি ব্যবসায়ীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্যবসায়ী তাকে জানান যে, সরকার ১০ টাকা দরে চাল বিক্রি করায় বাজারে চালের নাম কমে গেছে। যুক্তরান্ট্রে চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হয়।

(স. বে. ১০। প্রস্ক নং ১)

- ক. দৃষ্পাপ্যতা কী?
- কান অর্থব্যবস্থায় দাম নিয়য়্রণে সরকারের কোনে ভূমিকা
 থাকে না?

- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'K'-এর দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান— ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির অর্থব্যবস্থা যুক্তরাস্ট্রের অর্থব্যবস্থার তুলনায় কোন দিক দিয়ে ভালো বলে তুমি মনে করো?

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই অর্থনীতিতে দুম্প্রাপ্যতা (Scarcity) বলে।

য ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে না।

ধনতন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে সরকার বা অন্য কোনো উৎস থেকে দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। বরং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

ত্র উদ্দীপকের আলোকে মি. 'K'-এর দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা
পাশাপাশি অবস্থান করে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। ধনতন্ত্র ও
নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রিত রূপই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ
অর্থব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়। বাজার
চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এখানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়।
কিন্তু কোনো বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রে অথবা কোনো বিশেষ অবস্থায়
সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

উদ্দীপকের মি, 'K' একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন যে চালের দাম কমে গেছে। তিনি ব্যবসায়ীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্যবসায়ী তাকে জানান যে, সরকার ১০ টাকা দরে চাল বিক্রি করায় বাজারে চালের দাম কমে গেছে। এখানে দেখা যায় মি. 'K' এর দেশে চালের দাম চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হলেও সরকার কর্তৃক কম দামে চাল বিক্রি করায় বাজারে চালের দাম কমে গেছে। এখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা ও সরকারি দাম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পাশাপাশি অবস্থান করছে। সূতরাং বলা যায়, মি. 'K' এর দেশের অর্থব্যবস্থায় মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

য় উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। নিম্নে মিশ্র অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় কোন দিক দিয়ে ভালো তা ব্যাখ্যা করা হলো—
মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা পাশাপাশি অবস্থান করে। এ অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে যেমন ভোক্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান, তেমনি কোনো বিশেষ অবস্থায় বা কোনো বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অন্যদিকে, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি বাধা ছাড়াই অবাধে দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বন্টনে চরম বৈষম্য বিরাজ করে। এখানে ধনিক শ্রেণি আরো ধনী হয় এবং দরিদ্র শ্রেণি আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। এজন্য পুঁজিপতিরা ভোক্তাকে জিম্মি করে বেশি দামে দ্রব্য বিক্রি করে কিন্তু কম মজুরি প্রদান করে শ্রমিকদের শোষণ করে। অন্যদিকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে দামব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুর্বলতা পরিহার করে এবং সুবিধাগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব কারণেই উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির অর্থব্যবস্থা যুক্তরান্ট্রের অর্থব্যবস্থার চেয়ে ভালো।

ইছে ১১০ মি. হারেক একজন সফল কৃষক। বর্তমানে তিনি কৃষিবিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার স্বল্প জমিতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দুটি ফসলের চাষাবাদ করে ব্যাপক লাভবান হয়েছেন। তার সামর্থ্য সীমিত বিধায় তিনি তার অনেক স্বপ্প বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। আবার, সম্পদ যাতে অপচয় না হয় সেদিকে যত্মবান থেকে তিনি একটি পণ্যের ফলন বাড়িয়ে অন্যটির ফলন কমাতে পারেন। বি. বো. ১৭ বিপ্ল বং ১/

ক. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কী?

খ. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ওপর কোন বিন্দুগুলো অধিক কাম্য বিন্দু?

 উদ্দীপকের আলোকে মি. হারেকের কৃষিবিষয়য়ক চাষাবাদ প্রক্রিয়াটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির সাহায়্যে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাপ্ত সূচি থেকে কীভাবে তা রেখাচিত্রের
 মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবে?

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।

ৰ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে অবস্থিত বিন্দুগুলো অধিক কাম্য বিন্দু।

সীমিত সম্পদ এবং অসীম অভাবের কারণে সৃষ্ট হয় অভাবের। অর্থনীতির এ সমস্যাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে দেখানো হয়। এ রেখার ভেতরের বিন্দু সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। কারণ ভেতরের বিন্দুতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দু অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলকে নির্দেশ করে। কারণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হলেও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দু সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। কারণ উক্ত বিন্দুগুলোতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়। সূতরাং, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দুগুলোই অধিক কাম্য।

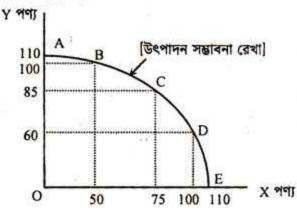
উদ্দীপকের মি. হারেক একজন সফল কৃষক। তিনি তার স্বল্প জমিতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দুটি ফসলের চাষাবাদ করেন। আবার, সম্পদের যাতে অপচয় না হয় সেদিকে যত্মবান থেকে তিনি একটি পণ্যের ফলন বাড়িয়ে অন্যটির ফলন কমাতে পারেন। উদ্দীপকের আলোকে মি. হারেকের কৃষিবিষয়ক চাষাবাদ প্রক্রিয়াটি একটি কাল্পনিক উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির সাহায্যে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

মি. হারেকের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি		
সংমিশ্রণ	X भेग	Y পণ্য
A	0	110
В	50	100
С	75	85
D	100	60
E	110	0

উদ্দীপকে মি. হারেকের উৎপাদিত দুটি পণ্য X ও Y দ্বারা নির্দেশ করা হলো। তিনি একটি পণ্যের ফলন বাড়িয়ে অন্যটির ফলন কমাতে পারেন, যা উক্ত সূচির মাধ্যমে দেখানো হলো। উক্ত সূচিতে দেখা যায়, তিনি তার সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করলে 110 একক X পণ্য অথবা 110 একক Y পণ্য উৎপাদন করতে পারেন। কিন্তু তার X ও Y দুটি পণ্যেরই প্রয়োজন থাকায় তিনি X এর কিছু পরিমাণ ও Y এর কিছু পরিমাণ উৎপাদন করতে পারেন। এখন তিনি X ও Y পণ্যের অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী উক্ত সূচির B, C ও D বিন্দুর কোন সংমিশ্রণটি উৎপাদন করবেন তা স্থির করবেন। অর্থাৎ X ও Y পণ্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয় তিনি B বিন্দুতে 50 একক X দ্রব্য অথবা 100 একক Y দ্রব্য, নাকি C বিন্দুতে 75 একক X দ্রব্য অথবা 85 একক Y দ্রব্য এবং D বিন্দুতে 100 একক X দ্রব্য অথবা 60 একক Y দ্রব্য উৎপাদন করবেন। এটিই হলো উদ্দীপকে বর্ণিত মি. হারেকের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি।

উপরে তৈরিকৃত সূচিটির ভিত্তিতে নিচে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা
রেখা অজ্জন করা হলো

-



চিত্রে ভূমি অক্ষে X পণ্য ও লম্ব অক্ষে Y পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি অনুযায়ী, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে X পণ্যের O একক ও Y পণ্যের 110 একক উৎপাদিত হয়। চিত্রে যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

আবার, একইভাবে সমপরিমাণ সম্পদ দ্বারা B সংমিশ্রণ অর্থাৎ X পণ্যের 50 একক ও Y পণ্যের 100 একক (চিত্রে B বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত)। C সংমিশ্রণ তথা X পণ্যের 75 একক ও Y পণ্যের 85 একক (চিত্রে C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) D সংমিশ্রণ তথা X পণ্যের 100 একক এবং Y পণ্যের 60 একক (চিত্রে D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) এবং E সংমিশ্রণ অর্থাৎ X পণ্যের 110 একক ও Y পণ্যের O একক (E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) উৎপাদিত হয়। এখন X ও Y পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B, C, D ও E বিন্দুগুলো যুক্ত করে AE রেখাটি টানা হলো। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ক. নিৰ্বাচন বলতে কী বোঝায়?

থ. 'সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো।

 ণ. 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. 'A' দেশে বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো?

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অনেকগুলো অভাবের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করার পন্থাকে নির্বাচন বলে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের সম্পদের বেশির ভাগই কিছু পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তাদের মালিকানায় থাকে বলে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিরা দরিদ্র শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কম মজুরিতে তাদের কাজে নিয়োজিত করে এবং মজুরির উদ্বৃত্ত অংশ আত্মসাৎ করে। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে পুঁজিপতিরা যেমন অধিক ধনসম্পদের মালিক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে দরিদ্র শ্রমিকরা দারিদ্য অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়।

রি' নেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার (সমাজতান্ত্রিক
অর্থব্যবস্থা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পন ও উৎপাননের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা সরকারি মালিকানা হাতে, তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জন নয় বরং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র হওয়ায় শ্রমিক তার কাজের ন্যায্যমূল্য পায়। তাছাড়া এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও বন্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্রের কেউ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে না। তেমনি 'A' দেশেও সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। সে দেশের নাগরিকরা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মজুরি পায়। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বন্টন পরিচালিত হয়।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের 'A' দেশটির সাথে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

ব 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। তাই 'A' দেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অনুরূপ অর্থব্যবস্থা প্রচলন করতে হলে যেসব ভিন্নমুখী পরিবর্তন সাধন করতে হবে সে সম্পর্কে আমার মতামত নিচে ব্যক্ত করা হলো:

সম্পদের মালিকানা: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানায় পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন— রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত মিল-কলকারখানার পাশাপাশি ব্যক্তি-মালিকানায় মিল-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে হবে।

বিনিয়োগ: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ দিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

পরিকর্মনা ও বাজার ব্যবস্থা কার্যকর করা: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সিম্পান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছাড়াও বাজার প্রক্রিয়ায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের সুযোগ থাকবে।

ভোগ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা: নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তারা ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা তার পছন্দ মতো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নির্দেশনা না রেখে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন করতে হবে।

অবাধ প্রতিযোগিতা: মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সূতরাং বলা যায়, 'A' দেশের তথা নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে 'A' দেশটিতে বাংলাদেশের ন্যায় অর্থব্যবস্থা প্রচলন করা যাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশা > ১২ 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশের কৃষক রহিম সাহেব নিজ উদ্যোগেই বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন করেন। তিনি ধান ও মশুর ডাল উৎপাদনের সিম্পান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে রহিম সাহেব শুধু মশুর ডাল উৎপাদন করলে ৮০ একক উৎপাদন করতে পারেন। পরবর্তীতে প্রতি এককে ধান উৎপাদন বৃন্ধির জন্য মশুর ডাল উৎপাদন করতে হলো যথাক্রমে ৭০, ৫০ ও ২০ একক; ধান উৎপাদন ৪ একক হলে মশুর ডাল উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু 'B' দেশের কৃষক করিম সাহেব নিজ উদ্যোগে রহিম সাহেবের মতো উৎপাদনের সিম্পান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র উৎপাদনের সিম্পান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। এছাড়া 'B' দেশে সুদ, ঘুষ ও মজুতদারি ব্যবস্থা নেই। সামাজিক নিরাপন্তাব্যবস্থা খুবই মজবুত। কোনো প্রকার অপচয় ও বিলাসকে এখানে সমর্থন করা হয় না। তদুপরি, উপার্জন ও উৎপাদন হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এখানে অনুসৃত হয়।

ক, মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কী?

খ. 'ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব' ব্যাখ্য' করে। ২

- গ. উদ্দীপকের আলোকে রহিম সাহেব-এর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙকন করো।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দেশের অর্থব্যবস্থা একই নয়, ভিন্ন— আলোচনা করো।

১২নং প্রশ্নের উত্তর

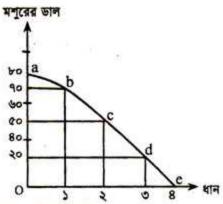
ক কোন কোন দ্রব্য কী পরিমাণে কোন পন্ধতিতে এবং কাদের ভোগের জন্য উৎপাদন করা হবে তা নির্বাচন করাই হলো সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

থ ধনতান্ত্ৰিক অৰ্থব্যবস্থায় একটি লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য হলো ভোক্তার সার্বভৌমতু।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা মূলত ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী, দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। ভোক্তারা নিজ নিজ সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী, তা ভোগ করে। এক্ষেত্রে ভোক্তারা যেকোনো দ্রব্য বা সেবা যেকোনো পরিমাণে এবং যেকোনো সময় অবাধে ভোগ করতে পারে। দ্রব্য ও সেবা ভোগের ব্যাপারে ভোক্তার এই অবাধ স্বাধীনতাই হলো ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

জ উদ্দীপকের আলোকে রহিম সাহেবের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অব্দেনের জন্য প্রথমে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি তৈরি করে পরে তার ভিত্তিতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অব্দন করি।

ধান (একক)	মশুরের ডাল (একক)	
0	po	
2	90	
2	(°o	
9	২০	
8	0	



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে ধান ও লম্ব অক্ষে মশুরের ডাল উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে প্রদত্ত সম্পদ দিয়ে ৮০ একক মশুরের ডাল ও ০ একক ধান (a বিন্দুর ছারা নির্দেশিক) উৎপাদন করা যায়। আবার মশুরের ডাল ৭০, ৫০, ২০ ও ০ একক উৎপাদন করলে ধান যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদন করা যায়। যা যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু ছারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন মশুরের ডাল ও ধান উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে ae রেখাটি অঙকন করা হলো। এটিই হলো রহিম সাহেবের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ভিন্ন। 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক ও 'B' দেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। 'A' দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। অন্যদিকে, 'B' দেশে উদ্যোক্তাদের উৎপাদন সিম্পান্ত গ্রহণে রাষ্ট্র ভূমিকা রাখে। এখানে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো— জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো পূরণ এবং সে লক্ষ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ। 'A' দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও স্থাগিত লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এখানকার সমাজ ঘুষ ও মজুতদারির মতো ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ৷ অন্যদিকে, 'B' দেশে সুদ হারাম ও অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়।

'A' দেশৈ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কোনো সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। কিন্তু 'B' দেশে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এমনটি করার জন্য সেখানে বায়তুল মাল, যাকাত, সদকা, ফেতরা ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। সর্বোপরি 'A' দেশে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন ও ভোগ যথেচ্ছায় চলায় সেখানে হারাম-হালালের বালাই নেই। কিন্তু 'B' দেশে উৎপাদন, উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের বিষয় কঠোরভাবে পালিত হয়।

প্রা ১১০ শাকিলা ও আফরোজা পরস্পর বান্ধবী। শাকিলা 'A' দেশে এবং আফরোজা 'B' দেশে বাস করে। প্রায়ই তাদের সাথে ফোনে কথা হয়। একদিন শাকিলা, আফরোজাকে ফোন করে এবং বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে।

শাকিলা : আফরোজা, তোমার দেশের আবহাওয়া কেমন?

আফরোজা : খুবই ভালো। তবে ধন বৈষম্য প্রকট।

শাকিলা : আচ্ছা আফরোজা, তোমার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

কীরূপ?

আফরোজা : এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

পরিচালিত হয় এবং দ্রব্যের দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়।

र्य ।

ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

মির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় য়য়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই
কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা
করো।

ঘ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে 'B' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। 8

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

বির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই। কারণ সেখানে দেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বরংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। কিন্তু নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা অনুপস্থিত। কারণ সেখানে 'আরোপিত দাম' অর্থাৎ যা কিনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে। এ জন্যই নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই।

ক্র উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, শাকিলার দেশে বা 'A' দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। কারণ 'A' দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাশু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। নিচে 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা করা হলো—

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান। দেশের সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্দেশমূলক অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শোষণহীন সমাজব্যকথা।
এ অর্থব্যকথায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই বলে পুঁজিপতি শ্রেণিও
থাকে না। ফলে শ্রমিক শোষণের কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই
এখানে সামাজিক অধিকার ভোগের সুযোগ পায়। নির্দেশমূলক
অর্থনীতিতে দেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যকথা সামাজিক কল্যাণের দিকে
লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যকথায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো
সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধন। এ অর্থব্যকথা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার
ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় দেশের সব অঞ্চলের
গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে সমাজের উন্নয়ন হয় সুষম।

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, 'A' দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

য উদ্দীপকে 'A' দেশে নির্দেশসূলক অর্থব্যবস্থা এবং 'B' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। উভয় অর্থব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

 যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা

- বজায় থাকে তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে। পক্ষান্তরে, যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিস্থাতন্ত্র্য বিদ্যমান তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।
- নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত।
- ৩. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হওয়ায় এখানে শ্রমিক শোষণের অবকাশ কম। এ সমাজে কিছু ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের দ্বারা ধনী হয় না বলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য কমে। অপরদিকে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায়। উৎপাদনকারী বা পুঁজির মালিক শ্রমিককে তার ন্যায়্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র এ দুই শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য বাড়ে।
- ৪. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ভোগে অবাধ স্থাধীনতা ভোগ করে না। কেননা দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃতি ও উৎপাদনের পরিমাণ সরকারের সিন্ধান্ত দ্বারা স্থির হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতা কয় করতে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে, ধনতন্ত্রে ভোগকারীর স্বাধীনতা বজায় থাকে। সমাজে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা ভোক্তাদের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদনকারী সে অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করে মুনাফা অর্জন করে।

উপরের সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অসম বন্টন ও শ্রেণিশোষণ সত্ত্বেও জনকল্যাণমুখী নীতি গ্রহণ ও অপচয় বন্ধ করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ঘটে। পক্ষান্তরে, নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন ও পরিকল্পিত উৎপাদন বাধাহীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নামে জনমানুষের উপর নিপীড়ণমূলক পদক্ষেপ আরোপিত হলে জাতীয় উন্নয়ন ক্ষুণ্ন হয়।

প্রশা > ১৪ ইমরান ও জেক দুই বন্ধু। তারা তাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলছে। ইমরান বলল, আমাদের দেশে উৎপাদন কর্মকান্ড ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়, বাজার প্রক্রিয়া কার্যকর এবং সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। জেক বলল, আমাদের দেশে উৎপাদন কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়, আইন করে প্রতিযোগিতা নিষিন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু কৃষিখাত এবং কিছু শিল্প সম্প্রতি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এতে উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাছেছে।

/য়ুল্লা: ১৬ বিশ্ব বং ১/ব

ক. অর্থনীতিতে নির্বাচন কী?

খ. অর্থনীতিতে 'কী কী দ্রব্য কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে' সমস্যার উদ্ভব হয় কেন?

 ইমরানের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ব্যাখ্যা করো।

 ছ. জেকের দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা করো।

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র অনেক অভাবের মধ্য থেকে সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে, সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করাকে অর্থনীতিতে নির্বাচন বোঝায়।

আরথনীতিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বল্পতা বা অভাবের জন্য 'কী কী দ্রব্য, কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে' সমস্যার উদ্ভব হর মানুষের অভাব অসীম কিবু তা পূরণের জন্য সম্পন্দের যথেন্ট স্বল্পতা স্থেছে। এ অবস্থায় অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য একই সাথে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন কর হবের নির্বাচন ও তার উৎপাদনের পরিমাণ নির্বারণ করতে হর এ কর্তেই অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে কে সমস্যর উদ্ভব হয়।

🜃 উদ্দীপকে ইমরানের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তি মালিকানা বজায় আছে। এজন্য উৎপাদন বিষয়ক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। যেখানে কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাপে এবং কোন পন্ধতিতে উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে ব্যক্তি পর্যায়েই সিন্ধান্ত গৃহীত হয়। যেসব দ্রব্য উৎপাদনে মুনাফা বেশি, উদ্যোক্তরা সেগুলোই উৎপাদন করে। অবশ্য এমনটি করতে গিয়ে তারা ক্রেতাদের ইচ্ছা, পছন্দ ও রুচি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

ইমরানের দেশে বাজারব্যবস্থা কার্যকর। সেখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা দ্বারা সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর থাকায় দ্রব্যাদির দাম তাদের নিজ নিজ চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ব্যয় ও দাম দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ইমরানের দেশে প্রচলিত উপরিব্লিখিত দিকগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ইমরানের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জেকের দেশে পূর্বে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তা ধীরে ধীরে মিশ্র অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় আছে। সরকার দেশে উৎপাদন ও বন্টনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে মৌলিক সিন্ধান্ত গ্রহণ করে। জেকের দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার এসব লক্ষণীয় দিক উপস্থিত থাকলেও একথা বলা যায়, সময়ের উত্তরণের সাথে সাথে তার দেশের অর্থব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে যা মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে ইঞ্জিত দেয়।

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য জেকের দেশের অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তনের পালা চলছে। সেখানে তার নিজের অর্থনীতির প্রয়োজনে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন আজ্ঞাক ও মাত্রায় নির্দেশমূলক অর্থনীতির নীতিমালা ও অবস্থা পরিবর্তন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কৃষি খামার ভেঙে সেগুলো ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণের সাথে বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। নির্দেশমূলক অর্থনীতির কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যে তাদের অর্থনীতি বিশ্বের জন্য উদ্মুক্ত করে দিয়েছে। তার দেশে বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে। সেখানে মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

সূতরাং বলা যায়, জেকের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তিত হয়ে মিশ্র অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

প্রর ১১৫ 'ক' একটি সম্ভাবনাময় দেশ। সেখানে শিল্প ও সেবাখাতের কিছু কিছু সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। যেমন প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, যোগাযোগ ডাক ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের একটা বড় অংশ সরকার করে থাকে। পাশাপাশি, প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। य. त्या. ५५1 अत्र मेर ४/

- ক. অর্থব্যবস্থা কী?
- একটি মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কীভাবে দাম নির্ধারিত হয়?
- 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নিরূপণ করো।
- 'ক' দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে তুমি কি মনে কর? ব্যাখ্যা করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে অর্থব্যবস্থা বলে।

যা মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের মতো স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়।

মিশ্র অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বাজারে চাহিদা ও যোগান এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হলেও দামস্তরের অতিরিক্ত উর্ধ্বগতি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

🚰 উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।

'ক' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার মতো সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানা রয়েছে। তাই প্রতিরক্ষা, প্রশাসনের মতো জনগুরত্বপূর্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন সরকারি মালিকানায় আছে তেমনি ব্যক্তি মালিকানাতেও শিব্ল সেবাখাতসহ <mark>অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাত আছে। এ ব্যবস্থা</mark>য় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা নির্বাচন ইত্যাদির স্বাধীনতা স্বীকৃত। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ অন্যান্য কিছু শিল্প-কারখানা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ওপর সরকারি বিধিনিষেধও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

'ক' দেশে মিশ্র অর্থনীতির মতো সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগও উপস্থিত। তাই সেখানে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের অস্তিত্বও দেখা যায়।

য 'ক' দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা, ভারী শিল্প, কিছু ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ অর্থনীতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় উদ্যোগেই উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সম্মিলিত উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক কাজকর্ম যথেষ্ঠ দক্ষ ও ফলপ্রস্ হয়। ফলে এখানে জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ প্রয়াসে একটি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তুরান্বিত হয়ে থাকে। আবার **এ** অর্থনীতিতে সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরির হার নির্ধারণ করে দেয়। বেসরকারি ও সরকারি খাতে শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ মজুরি হার ভিন্ন হয়। তাই অর্থনীতিতে শ্রমিক শোষণের মাত্রা কম।

মিশ্র অর্থব্যস্থায় ভোক্তা ও উৎপাদকের স্বাধীনতা বজায় থাকে। ভো<u>ক্তা</u>রা প্রয়োজনানুযায়ী, বাজার থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে; আবার উৎপাদকরাও ভোক্তাদের চাহিদার দিকে লক্ষ্ণ রেখে স্বাধীনভাবে দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার উল্লিখিত সুবিধাগুলোর জন্য জনকল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন ▶১৬ মি. রহিম সাহেব 'X' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন, সে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা এমনকি চিকিৎসা সেবাও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়। কিন্তু রহিমের দেশে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি ক্লিনিকও আছে। 15. त्वा. 351 अभ नः 9/

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কী?

খ. নির্বাচন সমস্যা কী কারণে সৃষ্টি হয়?

₹. গ. 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ। 0

ঘ. তুমি কি মনে কর, 'X' দেশের অর্থব্যবস্থা রহিমের দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনায় ভালো? তোমার মতামত দাও।

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থব্যবস্থায় কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়, তাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

ব অসীম অভাবের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি সর্বপ্রথম প্রণ করতে হবে তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে নির্বাচন সমস্যা। পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত, কিন্তু মানুষের অভাব অসীম। এজন্য মানুষ

তুলনামূলক প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করতে গিয়ে নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হয়। মূলত মানুষের অসীম অভাবের কারণেই নির্বাচন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশের অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।
নিচে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখা হলো—

- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ব্যক্তিগত
 মালিকানা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জমি, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ও
 উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত
 থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির অবাধ ভোগ-দখল, হস্তান্তর ও
 উত্তরাধিকারের অধিকার ভোগ করে।
- ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারি অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না বললেই চলে।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
 প্রতিযোগিতার ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং
 উৎপাদনের খরচ হাস পায়। আবার ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার
 মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

য আমি মনে করি, 'X' দেশের অর্থব্যবস্থা রহিমের দেশের অর্থব্যবস্থার তুলনায় ভালো নয়।

রহিমের দেশের অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই স্বীকৃত। এ অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের একটি সংমিশ্রিত রূপই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এখানে ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা অর্জন এবং ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে, আবার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক খাতসমূহ এবং কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে।

অপরদিকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা বা ভোগকারীর ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং ভোগকারীর ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। এ অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে উৎপাদন, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পণা কর্তৃপক্ষ থাকে না, বরং একটি স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে সেহেতু এটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে উত্তম।

প্রশ > ১৭ রাবেয়া ও সুমি হরিপুরে বাস করে। হঠাৎ করে হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। সেই গ্যাস উত্তোলন করে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করতে চায়। তবে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিছে, কারণ বিদ্যুৎ অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

/ব. বো. ২০১৬ বিপ্লা বং ১/৪

- ক. দুম্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন বলতে কী বোঝায়?
- খ. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলতে কী বোঝায়?
- গ. গ্যাস এর সাহায্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ব্যক্তি বা সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই সব অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্ব্যসামগ্রী অপ্রতুল। সম্পদের এ অপ্রতুলতাকে দুম্প্রাপ্যতা বলে। আবার, অনেক অভাবের মধ্য থেকে গুরুত্ব অনুসারে কিছু অভাব বাছাইকে নির্বাচন বলে।

বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত দুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দেশ করা হয়, তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) বলে।

মনে করি, একটি সমাজ তার সীমাবন্ধ সম্পদের সাহায্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম তৈরি করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে কলম উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব। এভাবে সীমিত সম্পদের সাহায্যে দৃটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে দেখানো যায়।

গ্যাস এর সাহায্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মূল কারণ হলো বিদ্যুৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি যা দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। র্যুয়মন— শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, গৃহস্থালির কাজে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচছে। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারলে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের প্রবৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। পৃথিবীর যেসব দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি সেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী। আবার বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্যতা থাকায় কম মূল্যে বিদ্যুৎ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার সুযোগ ব্যয় ধারণার মাধ্যমে গ্যাস এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে।

ত্ব 'বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অভাব পূরণ সম্ভব' উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিক যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিসীম। বিদ্যুৎ ছাড়া বর্তমান যুগ কল্পনা করা যায় না। এছাড়াও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য। আবার প্রাকৃতিক গ্যাস যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হবে। যার কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। যেমন:

i. শিল্পক্তে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যার ফলে দেশের শিল্পদ্রের অভাব পুরণ সম্ভব হবে।

ii. কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষিপণ্যের অভাব পূরণ হবে।

- iii. চিকিৎসাক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসার আধুনিকায়ন সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিদ্যুতের আওতায় আসবে।
- iv. শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নত হবে।
- অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন: ব্যবসায়, বিনোদন, যোগাযোগ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য।

সূতরাং বলা যায় যে, গৃহস্থালির কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের তুলনায় বিদ্যুৎক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে বেশি সংখ্যক অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন > ১৮ নির্দিষ্ট সম্পদের অধীনে একজন উৎপাদকের 'X' ও 'Y'
দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিম্নের তালিকায় দেওয়া হলো:

x দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
0	৬০০
200	(00
२०० '	900
900	0

/ति. त्वा. '३७ । अत्र नः ३/

ক, ব্যক্ষিক অর্থনীতি কী?

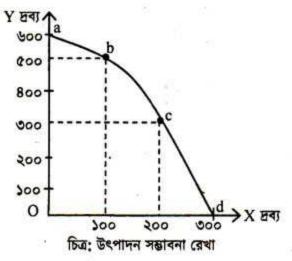
- খ. অর্থনীতিতে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কেন?
- গ্র উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জ্বন করো।
- ঘ. (X = ১০০, Y = ৪০০) সংমিশ্রণটি উৎপাদন করা যৌত্তিক হবে কি না ব্যাখ্যা করো।

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থশান্ত্রের যে শাখায় অর্থনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যক্ষিক অর্থনীতি বলে। যেমন– একজন ভোক্তার আচরণ।

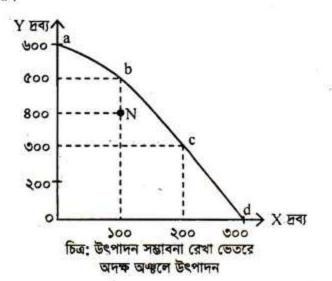
অর্থনীতিতে সকল অভাব এক সাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না কারণ অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অপ্রতুল।
সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ অভাবের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। একটি অভাব পূরণ হলে নতুন আর একটি অভাব নতুনরূপে দেখা দেয়। মানুষ সম্পদের সাহায্যে তার অভাব পূরণ করে।
কিন্তু অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সীমিত এ সম্পদ দিয়ে মানুষ তার এরকম অসংখ্য অভাবের সামান্যই মেটাতে পারে।
এ জন্য মানুষের পক্ষে সব অভাব এক সাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

ত্র উদ্দীপকে প্রদন্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করা হলো—
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।



চিত্রে, ভূমি অক্ষে 'X' দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে 'Y' দ্রব্য পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে 'X' দ্রব্যের ০ একক ও 'Y' দ্রব্যের ৬০০ একক উৎপাদন করা যায়, চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার 'X' দ্রব্যের ১০০, ২০০ ও ৩০০ একক উৎপাদন করলে 'Y' দ্রব্য যথাক্রমে ৫০০, ৩০০ ও ০ একক উৎপাদন করা যায়, যা চিত্রে যথাক্রমে ৮, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে ad রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

য (X = \$00, Y = 800) সংমিশ্রণটিতে উৎপাদন করা যৌক্তিক হবে না। নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো— প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ad অজ্কন করি।



এখন বিদ্যমান পরিস্থিতিতে 'X' দ্রব্যের ১০০ ও 'Y' দ্রব্যের ৪০০ এককের সংমিশ্রণটি উৎপাদন করা যাবে কিনা তা দেখা যাক। ১০০ একক 'X' দ্রব্য এবং ৪০০ একক 'Y' দ্রব্য সংমিশ্রণ সূচক বিন্দু হচ্ছে N। N বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা ad রেখার ভেতরে অদক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত। N বিন্দুটি কম উৎপাদন নির্দেশ করে যা উৎপাদনকারীর জন্য অলাভজনক। ফলে একজন উৎপাদনকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও পুঁজির সাপেক্ষে ad উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে অবস্থিত যেকোনো বিন্দুতে উৎপাদন পরিচালনা করবে। N বিন্দুতে উৎপাদন করা যৌক্তিক নয়; কারণ প্রচলিত প্রযুক্তি ও প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদন অর্থাৎ X = ১০০ ও Y = ৫০০ একক উৎপাদন সম্ভব চিত্রে যা চ বিন্দু ভারা নির্দেশিত হয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, প্রস্তাবিত সংমিশ্রণটিতে উৎপাদন করা যৌক্তিক হবে না।

প্রর ১১৯ 'ক' দেশের নাগরিকগণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন। সে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং চাহিদা-যোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। 'ক' দেশের একজন ব্যবসায়ী 'খ' দেশে গিয়ে দেখলেন যে, সেখানে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগসহ সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ক. দুষ্প্ৰাপ্যতা কী?

খ. 'ব্যন্টিক ও সামন্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক'— কথাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, 'ক' দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি
নির্ণয় করো এবং বৈশিষ্ট্য লিখ।

ছ, উদ্দীপক অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হওয়ার কারণে 'খ' দেশের জনগণ কী কী সুবিধা পাবে? বিশ্লেষণ করো।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

🔯 দৃষ্প্রাপ্যতা হলো অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততা।

যা কিছু কিছু অনৈক্য, অমিল ও বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্যক্ষিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল।

ব্যক্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একজন ভোক্তার আচরণ বা একক ফার্মের আচরণ, চাহিদা, ভোগ, সঞ্চয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয় হলো একটি দেশের মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, মোট চাহিদা, মোট যোগান, সাধারণ দামস্তর ইত্যাদি। তাই ব্যক্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পৃথকভাবে একটি অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কারণ সামষ্টিককে বাদ দিয়ে যেমন ব্যক্টিক আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি ব্যক্টিককে বাদ দিয়ে সামষ্টিক আলোচনা নিরর্থক। তাই বলা যায়, ব্যক্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি একে অপরের পরিপুরক।

প্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। নিচে এর প্রকৃতি নির্ণয় করে বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো:

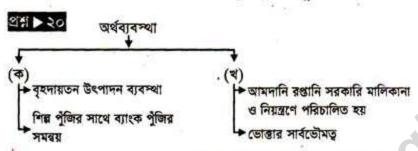
যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদান ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়, তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এ ছাড়া এ অর্থব্যবস্থার অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে। প্রতিটি পণ্য, সেবা ও উপকরণের দাম তাদের স্ব-স্ব চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' দেশের নাগরিকগণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং সকল খাতই ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এছাড়া, দেশটিতে চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে পণ্যের বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়। কাজেই বলা যায়, উল্লিখিত 'ক' দেশে ধন্তান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এ অর্থব্যবস্থায় উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত এবং এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অপচয় কম হয় ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশটির জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দুত অর্জিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্য সমাজের মানুষের কাজের পরিমাণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিশিত হয়। এ অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিত করে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জন করা। এছাড়া উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন প্রভৃতি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে সম্পদের অপচয় কম হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' দেশের একজন ব্যবসায়ী 'খ' দেশে গিয়ে দেখলেন, সেখানে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে এখানে শ্রেণিবৈষম্য উদ্ভব হয় না। অর্থাৎ 'খ' দেশটির অর্থব্যবস্থা, শ্রেণিহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে।

আবার, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাস্ট্রের আঞ্চলিক উন্নয়নের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈষম্য লক্ষ করা যায় না। সব অঞ্চল সমানভাবে গুরুত্ব পায় বিধায় সামগ্রিক উন্নয়ন তুরান্বিত হয়। অর্থাৎ এখানে অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক ও আঞ্চলিক বন্টন সুষম হয়। এভাবেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয়। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হওয়ায় 'খ' দেশের জনগণ উপর্যুক্ত সুবিধাসমূহ পেয়ে থাকে।



(ताजरेक रेखता भरतम करमज, जाका । अन्न नः ऽ/

- ক, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাকে বলে?
- थ. श्वरःक्रिय मृलावावञ्या धार्रणां वाशा करता।
- গ. উদ্দীপকের 'ক' অংশে যে অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে তার ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. "'ক' অর্থব্যবস্থা অপেক্ষা 'খ' অর্থব্যবস্থা উত্তম" বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখা বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।

সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতীত যখন চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে কোনো পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় তখন তাকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। স্বয়ংক্রীয় মূল্যবর্তস্থায় চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে পণ্যের দাম নির্ধারিত হবে এবং সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায়, বাজারব্যবস্থায় যে অদৃশ্য হাত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে তাকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে।

ত্ব উদ্দীপকের 'ক' অংশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। নিচে এর ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা।
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জমি, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য
উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার
সম্পত্তির অবাধ ভোগ-দখল, হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের অধিকার ভোগ
করে। ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে
পরিচালিত হয়। উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি

উদ্যোগের প্রাধান্য থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে

সরকারি অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না বললেই চলে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। প্রতিযোগিতার ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের খরচ হ্রাস পায়। আবার ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

য় উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' অর্থব্যবস্থা হলো যথাক্রমে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা উত্তম।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই স্বীকৃত। এ অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের একটি সংমিশ্রিত রূপই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এখানে ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে, আবার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক খাতসমূহ এবং কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে।

অপরদিকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা বা ভোগকারীর ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং ভোগকারীর ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। এ অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে উৎপাদন, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় পরিকর্মনা কর্তৃপক্ষ থাকে না, বরং একটি স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে সেহেতু এ অর্থব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণ বেশি হয়। এজন্য বলা হয়ে থাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে উত্তম।

অথ ▶ 57

ক-দেশ	খ-দেশ
 বাজারে দাম স্থির থাকে ভোক্তার ইচ্ছানুযায়ী অতিরিক্ত ভোগের সুযোগ নেই। 	i. দামের উত্থান-পতন বিদ্যমান ii. অতি-উৎপাদন বা স্বল্প উৎপাদন হতে পারে

[निर्देत एवस करनान, गाँका । श्रम नः ১]

ক. ৰ্যাষ্ট্যক অৰ্থনীতি কী?

খ. 'কীভাবে উৎপাদন করা হবে' সমস্যার উদ্ভব হলো কেন?

গ. উদ্দীপকের কোন দেশে 'স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা' বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? মতামত লিখ।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনৈতিক এককের আচরণ ও কার্যকলাপ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যক্টিক অর্থনীতি বলে।

থ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য কীভাবে উৎপাদন করা হবে সমস্যার উদ্ভব হয়।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে উৎপাদন কৌশল হয় শ্রম নিবিড় অথবা পুঁজি নিবিড় অর্থাৎ যে দেশে পুঁজি অপেক্ষা শ্রমের সরবরাহ বেশি, শ্রমের মূল্য সন্তা, সে দেশে উৎপাদন কৌশল শ্রম নির্ভর হয়। অন্যদিকে যে দেশে পুঁজির পরিমাণ বেশি, শ্রমের মজুরি বেশি, সে দেশে উৎপাদন কৌশল পুঁজিনির্ভর হয়। যেমন- উন্নত দেশগুলোতে উৎপাদন কৌশল পুঁজি নিবিড়: অন্যদিকে অনুনত ও উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন কৌশল শ্রম নিবিড় হয়। কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে, এ সিন্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোন সমাজে কী পরিমাণ এবং কোন ধরনের উপকরণ অধিক পরিমাণ আছে, তার প্রেক্ষিতে স্থির করা হয়। সম উৎপাদন রেখার সাহায্যে সমস্যাটির বিশ্লেষণ করা হয়ে।

া উদ্দীপকে 'খ' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ উদ্দীপকের 'খ' দেশটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্গত।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তি মালিকানা বজায় আছে। এজন্য উৎপাদন বিষয়ক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। যেখানে কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে এবং কোন পন্ধতিতে উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে ব্যক্তি পর্যায়েই সিম্থান্ত গৃহীত হয়। যেসব দ্রব্য উৎপাদনে মুনাফা বেশি, উদ্যোক্তারা সেগুলোই উৎপাদন করে। অবশ্য এমনটি করতে গিয়ে তারা ক্রেতাদের ইচ্ছা, পছন্দ ও বুচি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

'খ' দেশে বাজারব্যবস্থা কার্যকর। সেখান ময়ংক্রিয় দামব্যবস্থা দ্বারা সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ম্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর থাকায় দ্রব্যাদির দাম তাদের নিজ নিজ চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ব্যয় ও দাম দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ, নির্ধারিত হয়। 'খ' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার উপরিল্লিখিত দিকগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকে 'খ' দেশে ম্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা কার্যকর আছে।

য উদ্দীপকের দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উদ্দীপকের 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং 'খ' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে, যার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয় মিশ্র অর্থনীতি বা বাংলাদেশের অর্থনীতি। যে অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে গড়ে ওঠে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বিশুন্ধ ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কোনোটিই সমাজের কাম্য উন্নয়নের জন্য এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে বাজার কার্যক্রমের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন সরকারি নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকে। তেমনি বর্তমানে অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও সীমিত পর্যায়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

উদ্দীপকের 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এ দিক থেকে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিলকরণ করলে দেখা যায়, সমাজতন্ত্রে ভোক্তার বা ক্রেতার চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর্প অবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই উৎপাদন নির্ধারণ করে এবং এগুলো ক্রেতা ক্রয়ে বাধ্য থাকে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায়ও সরকার চাইলে কোনো দ্রব্যের দাম ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্যদিকে উদ্দীপকের 'খ' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। যেখানে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার নির্ধারিত হয়। একইভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় আছে। এর ফল সমাজের অসীম চাহিদার সাথে সীমিত সম্পদ তথা যোগানের কিয়া প্রতিক্রিয়ায় বাজারে দাম নির্ধারিত হয়।

সূতরাং উদ্দীপকের দৃটি দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সম্পর্ক আছে।

전체 > 55

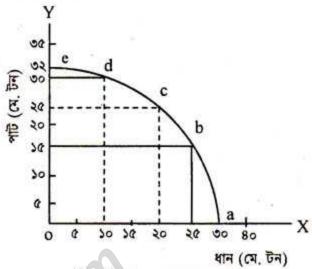
জমির পরিমাণ	ধান (মে. টন)	পাট (মে. টন)
১০ একক	. 00	ο,
১০ একর	২৫	20
১০ একর	২০	રહ
১০ একর	70	೨೦
১০ একর	0	૭૨

/छिकातूननिमा नून म्कून এक करमज, ठाका । श्रभ नः ऽ/

- ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?
- খ. দৃষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন কিভাবে সম্পর্কিত?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করো। ৩
- ঘ. ১০ মে. টন ধান এবং ১৫ মে. টন পাট উৎপাদন করা কি সম্ভবং তোমার মতামত দাও।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

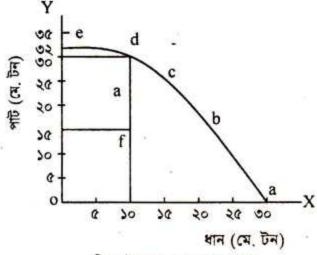
- ক যে অর্থব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয় তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে।
- য সূজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।
- ক্র উদ্দীপকের প্রদত্ত উৎপাদন সূচিটি ব্যবহার করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন করা হলো-



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) ধান এবং লম্ব (OY) অক্ষে পাট উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে ৩০ মে. উনু ধান ও ০ মে. উন পাট উৎপাদন করা যায়, চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ২৫, ২০, ১০ ও ০ মে. উন ধান উৎপাদন করলে পাট যথাক্রমে ১৫, ২৫, ৩০, ৩২ মে. উন উৎপাদন করা যায় যা চিত্রে যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন ধান ও পাট উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে 'ac' রেখা টানি। এটি হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

প্র প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে পুনরায় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি অঙ্কন করি। এখন চিত্রে র একটি বিন্দু নেওয়া হলো। যার স্থানাঙ্ক যথাক্রমে X = 50 মে. টন ধান এবং Y = 50 মে. টন পাট। উৎপাদনের এ বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব কি না সে সম্পর্কে নিচে মতামত প্রদান করা হলো-



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যায়, 'ae' উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে 'F' বিন্দুটি অবস্থিত যা প্রদত্ত সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার কিংবা অপচয় নির্দেশ করে। যাতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে না। প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা ১০ মে. ধানে ৩০ মে. টন পাট উৎপাদন করা যায়। অধিক পাট উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকায় সম্পদ ব্যবহারে সে আরও তৎপর ও উদ্যোগী হবে।

কাজেই বলা যায়, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্যই ১০ মে. টন ধানে ১৫ মে. টন পাট উৎপাদন করবে না।

24 > 20

X- দ্ৰব্য	Y-দ্রব্য	সংমিশ্রণ
0	90	A
20	২০	В
90	0	C

|वीताश्रष्ठं नृत त्यारायम भावनिक करमज, ठाका | श्रप्त नः ऽ/

- ক. নিৰ্বাচন বলতে কী বোঝায়?
- খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন কর।
- घ. (X=১০ একক, Y=১০ একক) এবং (X = ৪০ একক, Y = ২০ একক) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

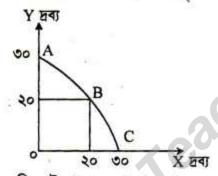
ক নির্বাচন হলো অসংখ্য অভাবের মধ্য থেকে গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় অভাব বাছাই করা।

ব ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় একটি লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য হলো ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা মূলত ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী, দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। ভোক্তারা নিজ নিজ সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী তা ভোগ করে। এক্ষেত্রে ভোক্তারা যেকোনো দ্রব্য ও সেবা যেকোনো পরিমাণ এবং যেকোনো সময় অবাধে ভোগ করতে পারে। দ্রব্য ও সেবা ভোগের ব্যাপারে ভোক্তার এই অবাধ স্বাধীনতাই হলো ভোক্তার সার্বভৌমত্ব।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন
করা হলো

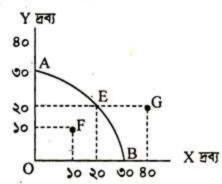
উপকরণের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সৃষ্টি হয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচির আলোকে, বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার ২০ একক X দ্রব্য এবং ২০ একক y দ্রব্য উৎপাদন করা যায় B বিন্দুতে। এরপর C বিন্দুতে Y দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু X দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক। এখন প্রাপ্ত A, B, C বিন্দুগুলো যোগ করে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকের আলোকে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ঘ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (X = 50 একক ও Y = 50 একক) F বিন্দু অদক্ষ অঞ্চল এবং (X = 80 একক Y = 50 একক) G অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

উপরের চিত্রে, F বিন্দুতে 'X' ও 'Y' দ্রব্যের ১০ একক উৎপাদন নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে এটি একটি অদক্ষ সংমিশ্রণ অর্থাৎ X = ১০ একক, Y = ১০ একক অবস্থায় F বিন্দু পাওয়া যায়। এটি গ্রহণযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে পড়েও এখানে সম্পদ অব্যবহৃত থাকবে ও সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করবে।

আবার, G (X দ্রব্য ৪০ একক এবং Y দ্রব্য ২০ একক) অঙ্কিত হলেও এটি অর্জনযোগ্য নয়। কারণ প্রদত্ত উপকরণ বা প্রযুক্তিতে G বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার 'F' বিন্দৃতে উৎপাদন সম্ভব হলেও উপকরণ বন্দীন অদক্ষ হওয়ায় উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নয় এবং 'G' বিন্দৃতে উৎপাদন কাঞ্জ্বিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য উৎপাদন সম্ভব নয়।

প্রশা ▶ ২৪ জাহিদ এবং নিক্সন দুই বন্ধু। তারা তাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলছে। জাহিদ বলল, 'আমাদের দেশে উৎপাদন কর্মকাণ্ড ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়, বাজার প্রক্রিয়া কার্যকর এবং সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত।' অন্যদিকে নিক্সন বলল, 'আমাদের দেশে উৎপাদন কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়, আইন করে প্রতিযোগিতা নিষিম্প করা হয়েছে। কিন্তু কৃষিখাত এবং কিছু শিল্প সম্প্রতি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

- क. विनिभग्न कारक वरल?
- খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে ৩টি পার্থক্য লিখ।
- গ. জাহিদের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. নিক্সনের দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা করো।

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভাব পূরণের নিমিত্তে, অর্থ বা কোনো পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোনো পণ্য আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়াকে বিনিময় বলে।

আ অর্থনীতির দুটি ধারণা অর্থাৎ ব্যক্ষিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি উভয়ই সমমর্যাদাসম্পন্ন হলেও এদের মধ্যে কিছু সুস্পন্ট পার্থক্য রয়েছে। নিচে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

- অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ব্যক্টিক অর্থনীতি।

 অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তথা দেশ বা

 বিশ্বের সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ব্যক্টিক অর্থনীতির বিষয়সমূহ হলো— ব্যক্তিগত চাহিদা, ভোগ, আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ইত্যাদি। অন্যদিকে সামষ্টিক অর্থনীতি মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, সামগ্রিক চাহিদা, জাতীয় সঞ্চয় প্রভৃতি বৃহৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- ব্যক্টিক অর্থনীতিতে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়
 না। কিন্তু সামগ্রিক অর্থনীতিতে দেশের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে।
- গ্র সৃজনশীল ১৪নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।
- য সৃজনশীল ১৪নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৫ অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পড়তে বসে আনন্দ জানতে পারলো যে,
'X' দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এমনকি উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিয়্বাধীনতা ভোগ করে। একটি অদৃশ্য হাত এর মাধ্যমে নাকি এ অর্থনীতির সকল সমস্যার সমাধান ঘটে থাকে। আবার 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থায় আনন্দ পুরো ভিন্ন রূপ দেখতে পেল। সে দেখলো 'Y' দেশটির উৎপাদন, বউন ও ভোগ এসবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(তাকা ক্মার্স কলেজ। প্রশ্ন লং ১/

- ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে?
- খ. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ধারণা দাও।
- গ. উদ্দীপকের 'X' দেশটির অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ঘ. শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'X' ও 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করো।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনৈতিক এককের আচরণ ও কার্যকলাপ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যক্ষিক অর্থনীতি বলে।

বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত দুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দেশ করা হয়, তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) বলে।

মনে করি, একটি সমাজ তার সীমাবন্ধ সম্পদের সাহায্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম তৈরি করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে কলম উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব। এভাবে সীমিত সম্পদের সাহায্যে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (PPC) সাহায্যে দেখানো যায়।

প্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি হলো ধনতান্ত্রিক। নিম্নে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তি
 তার প্রয়োজনমতো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে
 পারে। একজন ব্যক্তি তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যত ইচ্ছা সম্পদ
 ভোগ করতে পারে তাতে কোনো বাধা নেই।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় সব বিনিয়োগকারীই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।
- ৩. ব্যক্তিয়ার্থ ও পছদের য়াধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে আলোচিত 'X' দেশে উৎপাদন কার্যক্রম ও ব্যবসা পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাছাড়া সেখানে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে য়য়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়। সূতরাং বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় য়ে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা

উদ্দীপকে আলোচিত 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সজাতিপূর্ণ। তাই

বলা যায় 'X' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ধনতান্ত্রিক।

উদ্দীপকে 'X' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও 'Y' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'X' ও 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তাছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকায় উৎপাদনকারী তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এখানে জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয় না। ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয় না। এ কারণেই ধনিক শ্রেণি আরও ধনী হয় ও দরিদ্র শ্রেণি আরও বেশি দরিদ্র হতে থাকে। এভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের সকল উদ্যোগ রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। এখানে ভাক্তা নিজের ইচ্ছামতো দ্রব্য ভোগ করতে পারে না। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে সমাজের সকল ব্যক্তি উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের সকল উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে বলে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়। ফলে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয় না।

উদ্দীপকে আলোচিত 'X' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ প্রায় সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। তাই 'X' দেশে পরিচালিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয় না। যা কিনা শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক। এদেশে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টন সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন ঘটে, যা সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

প্রশ্ন > ২৬

বস্ত্র (মিটার)	খাদ্য (মেট্রিক টন)
0	ьо
80	90
90	80
bo	0

|व्यावमून कामित त्यावा त्रिधि करनव, नत्रत्रिश्मी । अञ्च नः ১/

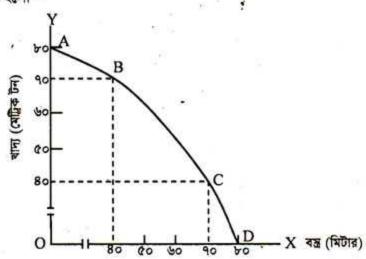
- ক, সামষ্টিক অর্থনীতি কী?
- খ. 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ'— বুঝিয়ে লিখ।
- গ্, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করো।
- ঘ. (বস্ত্র = ৪০, খাদ্য = ৪০) এবং (বস্ত্র = ৭০, খাদ্য = ৭০) হলে উৎপাদন যৌক্তিক হবে কি না? বিশ্লেষণ করো। 8

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণা বা ঘটনাকে সামগ্রিকভাবে তথা জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।

বা দুষ্প্রাপ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করা যায় তা থেকেই বেশির ভাগ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি।
মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ হলো: কী উৎপাদন করতে হবে,
কীভাবে তা করতে হবে এবং কার জন্য তা করতে হবে। এ সমস্যাসমূহ
উদ্ভবের কারণ হলো মানুষের অফুরন্ত অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা
বা দুষ্প্রাপ্যতা। সম্পদ যদি অসীম হতো তবে মানুষের জন্য সব কিছুই
উৎপাদন করা যেত এবং কোনো সমস্যা থাকত না। তাই বলা যায়,
সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।

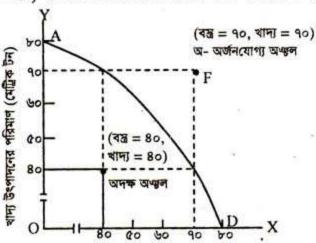
উদ্দীপকের সূচি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অংকন
করা হলো



চিত্র : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ (মিটারে) এবং লম্ব আক্ষে (OY) খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টনে) পরিমাপ করা হয়েছে। বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ যখন ০ মিটার তখন খাদ্যের উৎপাদন হয় ৮০ মেট্রিক টন। যা চিত্রে ম বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার বস্ত্রের উৎপাদন যখন ৪০ মিটার, ৭০ মিটার ও ৮০ মিটার তখন খাদ্যের উৎপাদন যখাক্রমে ৭০ মেট্রিক টন (B বিন্দু), ৮০ মেট্রিক টন (C বিন্দু) ও ০ মেট্রিক টন (D বিন্দু)। এখন খাদ্য ও বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশক ম, B, C ও D বিন্দুসমূহ যোগ করে মা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই মূলত প্রদন্ত সূচির ভিত্তিতে অঙ্কিত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ঘ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (বস্ত্র = 80, খাদ্য = 80) এবং (বস্ত্র = ৭০, খাদ্য = ৭০) হলে উৎপাদন যৌক্তিক হবে কিনা তা যাচাই করা হলো—



বন্ধ উৎপাদনের পরিমাণ (মিটার)

চিত্রে E বিন্দৃতে বন্ধ এবং খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ মিটার এবং ৪০ মেট্রিক টন। যেহেতু বিন্দৃটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AD এর ভিতরে অবস্থিত তাই এটি অদক্ষ অঞ্চলের একটি সংমিশ্রণ। আবার F বিন্দৃতে বস্তু ও খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০ মিটার ও ৭০ মেট্রিক টন। যেহেতু বিন্দৃটি AD উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে অর্থাৎ অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত সেহেতু এই সংমিশ্রণে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভিতরে E বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব হলেও উপকরণ বন্টন অদক্ষ হওয়ায় উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নয়। আবার F বিন্দুতে উৎপাদন কাজ্জিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য তা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন > ২৭ নিচের উদ্দীপকটি পড়:

সংমিশ্রণ	X দ্রব্য	Y দ্ৰব্য
A	00	2000
В	200	900
С	600	900
D	960	800
E	3000	00

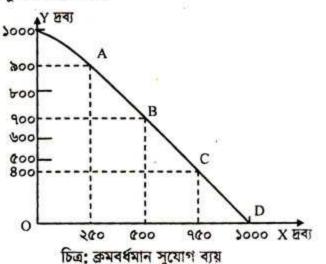
|जानम यास्म करनजः, यग्रयनिश्ह । अश्र नः ऽ/

- क. निर्वाहन की?
- খ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সুযোগ ব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
- গ্র উদ্দীপক হতে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি অঙকন করো।
- ঘ. ২৫০টি 'X' দ্রব্য ও ৯০০টি 'Y' দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব কি?
 মন্তব্য করো।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

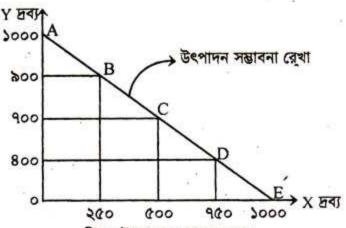
 সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অনেকগুলো অভাবের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করার পন্থাকে নির্বাচন বলে।

ব উদ্দীপকে ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো একটি পণ্য নির্দিষ্ট হারে বাড়াতে থাকলে অপর একটি পণ্যের উৎপাদনের সুযোগ যদি ক্রমশ বেশি হারে ছাড়তে হয় তবে তাকে ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় বলে।



এখানে উদ্দীপকের তথ্যের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় অজ্জন করা হয়েছে। যেখানে সুযোগ ব্যয় রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল হয়।

ত্ত উদ্দীপকে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন করা হলোউৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দৃতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তির সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।

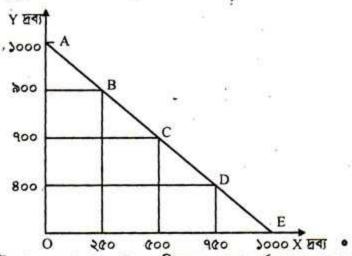


চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে 'X' দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে 'Y' দ্রব্য পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে 'X' দ্রব্যের ০ একক ও 'Y' দ্রব্যের ১০০০ একক উৎপাদন করা যায়, যা চিত্রে 'A' বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার 'X' দ্রব্যের ২৫০, ৫০০, ৭৫০ এবং ১০০০ একক উৎপাদন করলে 'Y' দ্রব্যের যথাক্রমে ৯০০, ৭০০, ৪০০ এবং ০ একক উৎপাদন করা যায়, যা চিত্রে যথাক্রমে B, C, D, ও E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন A, B, C, D ও E বিন্দুগুলো যুক্ত করে AE রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

য় (X = ২৫০, Y = ৯০০) সংমিশ্রণটিতে উৎপাদন করা সম্ভব। নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-

প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AE অঞ্জন করি।



চিত্র : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার 'B' বিন্দুতে অথবা অর্জনযোগ্য অঞ্চলে উৎপাদন

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে 'X' দ্রব্যের ২৫০টি এবং 'Y' দ্রব্যের ৯০০টি সংমিশ্রণে উৎপাদন করা যায় কিনা দেখা যাক। ২৫০টি এবং ৯০০টি দ্রব্যের সংমিশ্রণে উৎপাদনযোগ্য অঞ্চলটি হলো 'B' যা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার দক্ষ বা পূর্ণমাত্রার উৎপাদন অঞ্চলে অবস্থিত। 'B' বিন্দুতে উৎপাদে করলে তা উৎপাদনকারীর জন্য লাভজ্ঞনক হবে। ফলে একজন উৎপাদনকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও পুঁজির সাপেক্ষে AE উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে অবস্থিত যেকোনো বিন্দুতে উৎপাদন পরিচালনা করবে।

সূতরাং বলা যয়, ২৫০টি 'X' দ্রব্য এবং ৯০০টি 'Y' দ্রব্যের সংমিশ্রণসূচক 'B' বিন্দুতে উৎপাদনকারীর উৎপাদন পরিচালনা সম্ভব হবে।

2

9

প্রিচালিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। অন্যদিকে, মি. আবিরের দেশে সরকার সব সম্পদের মালিক এবং কেন্দ্রীয় পরিকয়নার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মি. আজাদের দেশে মি. আকাশ ও মি. আবিরের দেশের অর্থব্যবস্থার সমন্বয় ঘটেছে।

সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া । প্রায় নং ১/

ক. দুষ্প্ৰাপ্যতা কী?

খ. অভাবের নির্বাচন করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশ ও মি. আবিরের দেশের অর্থব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। 8

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবজীবনে সীমাহীন অভাবের প্রেক্ষিতে সমাজে বিদ্যমান সম্পদের অপর্যাপ্ততাই হলো দুম্প্রাপ্যতা।

বা সমাজে অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় অভাবের নির্বাচন করতে হয়।

মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। আবার সকল অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ব্যক্তিকে তার অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কোনো অভাব আগে এবং কোনো অভাব পরে পূরণ করতে হয়। এভাবেই মূলত, অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

- া উদ্দীপকে মি, আবিরের দেশে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা এবং মি, আকাশের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। উভয় অর্থব্যস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
- যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে। পক্ষান্তরে, যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।
- নিদেশমূলক অর্থাব্যবস্থায় উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত।
- ৩. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হওয়য় এখানে শ্রমিক শোষপের অবকাশ কম। অপরদিকে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় উৎপাদনকারী বা পুঁজির মালিক শ্রমিকদের তার ন্যায়্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র এ দুই শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য বাড়ে।
- ৪. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ভোগে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে না। অন্যদিকে, ধনতন্ত্রে ভোগকারীর স্বাধীনতা বজায় থাকে। সমাজে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা ভোক্তাদের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদনকারী সে অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করে মুনাফা অর্জন করে।

উপরের সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অসম বন্টন ও শ্রোণিশোষণ সত্ত্বেও জনকল্যাণমুখী নীতি গ্রহণ ও অপচয় বন্ধ করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ঘটে। পক্ষান্তরে, নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন ও পরিকল্পিত উৎপাদন বাধাহীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক।

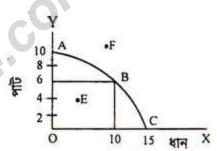
য উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আকাশ ও মি. আবিরের দেশ দুটিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দুটি দেশের সংমিশ্রণে মি. আজাদের দেশের অর্থব্যবস্থা তথা বাংলাদেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

ধনতান্ত্রিক ও নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এখানে উভয় অর্থব্যবস্থার দোষগুলো পরিহার ও গুণগুলো গ্রহণ করে উন্নততর এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তাই এটি মিশ্র অর্থব্যবস্থা নামে পরিচিত। শুধু সরকারি কিংবা শুধু বেসরকারি খাতের একক প্রয়াসে কোনো দেশের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ প্রয়াসে একটি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যায়।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। অন্যদিকে নির্দেশ্যুলক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ফলে অর্থব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশপাশি চলে। তাই এখানে উভয় খাতের সম্মিলিত উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। কিন্তু নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় এ ধরনের ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন স্বাধীনতা না থাকায় দুত সিম্প্রান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগে, পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা নির্বাচন ইত্যাদির স্বাধীনতা স্বীকৃত। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ অন্যান্য কিছু শিল্প-কারখানা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ওপর সরকারি বিধিনিষেধণ্ড নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উল্লিখিত সুবিধাগুলোর জন্য ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় এটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

প্রশ্ন > ২৯



/वगुड़ा क्रान्छेनरयन्छे भावनिक म्कून এङ करनज । अग्र नः ১/

ર

ক. দুষ্প্ৰাপ্যতা কী?

খ. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য কী কী?

গ. উদ্দীপক হতে সুযোগ ব্যয় ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের E, B ও F বিন্দুতে উৎপাদনের সম্ভাবনার ব্যাখ্যা দাও।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই অর্থনীতিতে দুম্প্রাপ্যতা বলে।

য অর্থনীতির ধারণা দুটি অর্থাৎ ব্যক্ষিক ও সামস্টিক অর্থনীতি উভয়ই সমর্যাদাসম্পন্ন হলেও এদের মধ্যে সুস্পন্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

- ব্যক্ষিক অর্থনীতি অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।
 অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তথা দেশ বা বিশ্বের
 সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।
- ব্যক্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়সমূহ হলো: ব্যক্তিগত চাহিদা, ভোগ, আয়, বয়য়, সঞ্চয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামষ্টিক অর্থনীতি মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, সামগ্রিক চাহিদা, জাতীয় সঞ্চয় প্রভৃতি বৃহৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

🚳 উদ্দীপকে সুযোগ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে।

একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে গিয়ে অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণে ছাড়তে হয় সে ছাড়ার পরিমাণই হচ্ছে সুযোগ ব্যয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদন ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য সুযোগ ব্যয় ধারণা ব্যবহার করেন। সমাজে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। কিন্তু এসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনের উপকরণ দুষ্প্রাপ্য। তাই মানুষ তার পছন্দের সবকিছু একসাথে উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু সম্পদের বিকল্প ব্যবহার করা যায়। একটি সম্পদ দ্বারা দুই বা ততোধিক দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি তার জমিতে সব শ্রম ও মূলধন পাট উৎপাদনে নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় 10 একক, কিন্তু ধানের উৎপাদন হয় 0 একক। এভাবে ধানের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যক্তি সব শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে 15 একক ধান উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পাটের উৎপাদন হয় 0 একক। কিন্তু সে যদি শ্রম ও মূলধন উভয় খাতে ব্যয় করে তবে 6 একক পাট এবং 10 একক ধান উৎপাদন করতে পারবে।

ব একজন কৃষকের পক্ষে F বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তবে একজন কৃষক E বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারলেও তা সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না তবে একজন কৃষকের পক্ষে শুধু B বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো একটি অর্থনীতির প্রযুক্তি দেওয়া সাপেক্ষে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুটি পণ্যের সম্ভাবনা সর্বাধিক উৎপাদন সংমিশ্রণের সঞ্চারপত্র। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, এ রেখার প্রতিটি বিন্দুতে সীমিত সম্পদ দ্বারা দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পেলেও এ রেখার বাইরের কোনো বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয় বলে প্রকাশ করে। এজন্য এ রেখা অনেক সময় উৎপাদনের অর্জনযোগ্যতার সীমানা রেখাও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে E বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কারণ এখানে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হবে না। আবার F বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়; কারণ এখানে সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। চিত্রে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা, যার ওপর B বিন্দু অবস্থিত। AC রেখার অভ্যন্তরে E বিন্দুটি অবস্থিত। কিন্তু এই E বিন্দুতে উৎপাদন করা যায় না। কারণ এই বিন্দুতে উৎপাদন পরিচালিত হলে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয়। আবার AC রেখার বাইরে F একটি বিন্দু। F বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয়; কারণ এখানে সম্পদের সীমাবন্ধতা রয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, একজন কৃষকের পক্ষে শুধু B বিন্দুতে পাট ও ধান উৎপাদন করা সম্ভব কিন্তু E ও F বিন্দুটি উৎপাদনের জন্য লাভজনক নয়।

প্রশ্ন > ত০ জামিল বাংলাদেশি নাগরিক। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে 'A' দেশে গিয়ে দেখলেন সেখানে উৎপাদনের সকল উপকরণ ব্যক্তি মালিকানায় রয়েছে। ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি কোন হস্তক্ষেপ করে না। এখানে উৎপাদন ও ভোক্তা স্বাধীনতা ভোগ করে। দাম নির্ধারণে ক্রেতা বা বিক্রেতা এককভাবে প্রভাব খাটাতে পারে না।

(४१ का का केनरमचे भावनिक ज्वन ७ करनल । अप्र नः ३४)

- ক. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কী?
- খ. উদ্দীপকে 'A' দেশে দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়?
- গ. উদ্দীপকের 'A' দেশে যে অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান তার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. জামিলের দেশে যে অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান তা A দেশের অর্থব্যবস্থা থেকে কি উন্নত? তোমার মতামত দাও।

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

যা উদ্দীপকের 'A' দেশ অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়।

ষয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বা অনিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা ধনতত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এখানে সরকার বা অন্য কোনো উৎস থেকে দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয় না বরং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান এর মিথস্ক্রিয়ায় পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। যেমন-বাজারে কোনো পণ্যের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হলে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা কম হলে দাম হ্রাস পাবে। অর্থনীতিতে এর্প দাম ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলা হয়।

প্র উদ্দীপকে 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার লক্ষণীয় দিকগুলো ফুটে উঠেছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তি মালিকানা বজায় আছে। এজন্য উৎপাদন বিষয়ক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। যেখানে কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে এবং কোন পন্ধতিতে উৎপাদন করা হবে সে সম্পর্কে ব্যক্তি পর্যায়েই সিন্ধান্ত গৃহীত হয়। যেসব দ্রব্য উৎপাদনে মুনাফা বেশি, উদ্যোক্তারা সেগুলোই উৎপাদন করে। অবশ্য এমনটি করতে গিয়ে তারা ক্রেতাদের ইচ্ছা, পছন্দ ও রুচি দ্বারা যথেন্ট প্রভাবিত হয়।

উদ্দীপকের 'A' দেশে বাজার ব্যবস্থা কার্যকর। সেখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা দ্বারা সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা কার্যকর থাকায় দ্রব্যাদির দাম তাদের নিজ নিজ চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ব্যয় ও দাম দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারের কোনো বাধা-নিষেধ থাকে না।

উদ্দীপকের 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার উপর্যুক্ত দিকগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকে জামিলের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও 'A'
দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। নিম্নে মিশ্র অর্থব্যবস্থা
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় কোন দিক দিয়ে উন্নত তা ব্যাখ্যা করা
হলো-মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা পাশাপাশি
অবস্থান করে। এ অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য
নির্ধারিত হয়। এখানে যেমন ভোক্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান, তেমনি কোনো
বিশেষ অবস্থায় বা কোনো বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকার দ্রব্যমূল্য
নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অন্যদিকে , ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি বাধা ছাড়াই অবাধে দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনে চরম বৈষম্য বিরাজ করে। এখানে ধনিক শ্রেণি আরো ধনী হয় এবং দরিদ্র শ্রেণি আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। এজন্য পুঁজিপতিরা ভোক্তাকে জিন্মি করে বেশি দামে দ্রব্য বিক্রি করে কিন্তু কম মজুরি প্রদান করে শ্রমিকদের শোষণ করে। অন্যদিকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে দামব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুর্বলতা পরিহার করে এবং সুবিধাপুলার সমন্বয়ের মাধ্যমে সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব কারণেই উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ বা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার চেয়ে ভালো।

প্রশ্ন ▶৩১ নিচের সূচিটি পর্যালোচনা করে প্রশ্নগুলের উত্তর দাও :

আখের উৎপাদন (মে. টন)	ভুট্টার উৎপাদন (মে. 🚈।	দুৰোর সংমিশ্রণ
0	Ø0	m
20	80	n
80 .	×	0
00	5	р

चित्र स्टिन समाव । अभ गः ऽ/

- ক. মিশ্ৰ অৰ্থব্যবস্থা কাতে হলে?
- খ, ব্যক্টিক অর্থনীতি ও সম্বিক ক্রান্টিত পরস্পর পরিপূরক মতামত দাও।
- গ. উদ্দীপকের আলেকে উম্পাদন স্কুত্রু রেখা অধ্কন করো। ৩
- ঘ. যদি উদ্দীপক্তর ৪০ একক কুইদে উৎপাদনের সাথে ৩০ একক কুইদে উৎপাদনের সাথে ৩০ করো।

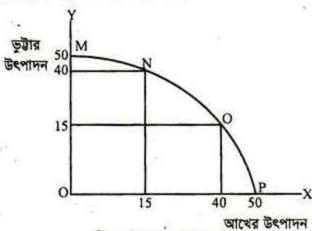
৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজমান থাকে, তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে।

হা ব্যক্ষিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক। ব্যক্ষিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি পৃথকভাবে একটি অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কারণ সামষ্টিককে বাদ দিয়ে ব্যক্ষিক আলোচনা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি ব্যক্ষিককে বাদ দিয়ে সামষ্টিকের আলোচনাও নিরর্থক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ যেকোনো একটির ওপর নির্ভর করে না; সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উভয় পশ্বতির সমন্বয় আবশ্যক।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন করা হলো-

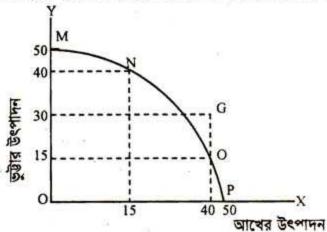
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলে এমন একটি রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ দেখানো হয়।



চিত্র : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আখের উৎপাদন 0(laignigen) হলে ভুটার উৎপাদন হয় 50 মেট্রিক টন। যা উপরের চিত্রে M বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে আখের উৎপাদন 15, 40, ও ৫0 (শূন্য) মেট্রিক টন হলে ভুটা 40, 15 ও 0 মেট্রিক টন উৎপাদন করতে হয়। যা চিত্রের যথাক্রমে N, O ও P বিন্দুগুলো যোগ করে MP উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়।

য উদ্দীপক অনুযায়ী যদি ৪০ একক আখের উৎপাদনের সাথে ৩০ একক ভূটার উৎপাদন সংমিশ্রণ বিন্দৃটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়। সাধারণত একটি দেশের বর্তমান প্রযুক্তি ও সম্পদের সাপেক্ষে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় দুটি দ্রব্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়। তাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে বর্তমান প্রযুক্তি ও সম্পদ দিয়ে উৎপাদন সম্ভব নয়। এজন্য এই অঞ্চলকে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল প্রশ্ননানুযায়ী যদি ৪০ মেট্রিক টন আখের সাথে ৩০ মেট্রিক টন ভূটার উৎপাদন করা হলে তা উপরের চিত্রের G বিন্দুকে নির্দেশ করে। যা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে অবস্থিত। এই G বিন্দুতে বিদ্যমান প্রযুক্তি ও সম্পদ দ্বারা উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, ৪০ একক আখের সাথে ৩০ একক ভূটার উৎপাদন করতে চাওয়া যৌক্তিক হবে না

প্রশা > ৩২

খাদ্য উৎপাদন (লক্ষ টন)	পোশাক উৎপাদন (পিস)	সমন্বয়
0	20	ক
9	25	য
æ	0	গ

|जारुमाम डैकिन भारु भिभू निरक्छन स्कूल ७ करलज, भारेबान्सा । अग्र नः ७/

- ক. বায়তুল মাল কী?
- খ. সকল অভাব একসজো পূরণ না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপক ভিত্তিক রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা করে।
- ঘ. প্রাপ্ত রেখাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

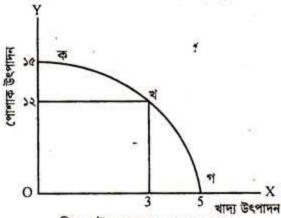
৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি রাশ্ট্রে বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাশ্ট্রের কোষাগারে . জমাকৃত অর্থই বায়তুল মাল।

অর্থনীতিতে সকল অভাব এক সাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অপ্রতুল।
সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ অভাবের সাথে সংগ্রাম করে আসছে। একটি অভাব পূরণ হলে নতুন আর একটি অভাব নতুনরূপে দেখা দেয়। মানুষ সম্পদের সাহায্যে তার অভাব পূরণ করে। কিন্তু অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সীমিত এ সম্পদ দিয়ে মানুষ তার এরকম অসংখ্য অভাবের সামান্যই মেটাতে পারে। এ জন্য মানুষের পক্ষে সব অভাব এক সাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন
করা হলো:

উপকরণের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) সৃষ্টি হয়।

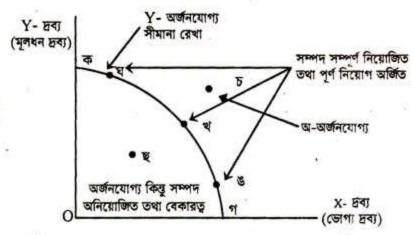


চিত্র : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

প্রদত্ত সূচির আলোকে বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু 'X' দ্রব্য বা খাদ্য উৎপাদন করা যায় ৫ একক যা গ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার ৩ একক 'X' দ্রব্য খাদ্য উৎপাদন এবং ১২ একক 'Y' দ্রব্য বা পোশাক উৎপাদন করা যায় খ বিন্দুতে। এরপর ক বিন্দুতে 'X' দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধূ 'Y' দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ১৫ একক। এখন প্রাপ্ত ক, খ, গ বিন্দুগুলো যোগ করে কগ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকের আলোকে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

য উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হলো—

 বেকারত্ব ও পুর্ণনিয়োগ নির্ধারণ: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায়্যে প্রদত্ত সম্পদ ও প্রযুক্তির প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত দ্রব্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্ধারণ সম্ভব।



চিত্র: অর্জনযোগ্য ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল এবং বেকারত্ব নির্ধারণ।

পূর্বোক্ত চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রদত্ত সম্পদ সাপেক্ষে X ও Y দ্রব্যের উৎপাদন চ বিন্দুতে অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু ছ বিন্দুতে অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু ছ বিন্দুতে অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু তা হবে অপূর্ণ নিয়োগ যা বেকারত্ব নির্দেশ করবে। পক্ষান্তরে ঘ, খ, ঙ বিন্দুতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত তথা পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা নির্দেশ ক্রা হয়; এ বিন্দুগুলোর যে কোনোটিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন করা যায়। তাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাকে অর্জনযোগ্য উৎপাদন সম্ভাবনা সীমান্ত (Production Possibility Frontier বা PPF) রেখা বলা হয়।

২. ষপ্পতা ব্যাখ্যা : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা স্বল্পতা–সমস্যার পুঞ্জানুপুঞ্জ ব্যাখ্যা করে। সীমাবন্ধ সম্পদের দ্বারা কোন কোন দ্রব্য সর্বাধিক কী পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব তা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) থেকে জানা যায়।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) ব্যাখ্যা: সুযোগ ব্য়য়কে PPC এর
মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল থেকে একটি
পণ্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য অপর পণ্যটি কত একক
ছেড়ে দিতে হয় তা জানা যায়।

৫. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) ব্যাখ্যা : উৎপাদন
সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে সম্পদের প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রযুদ্ভিগত
বিকাশ নির্দেশ করা হয়।

21 >00

X দ্ৰব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
0	
2	3
9	0

|कारिनरभक्ते करमज, कृभिद्या । अभ नः ऽ/

- ক. দৃষ্পাপ্যতা কী?
- খ. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন কর।
- ঘ. (x = ১ একক, y = ১ একক) এবং (x = ৪ একক, y = 2 একক)
 সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

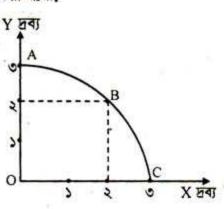
৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব জীবনে সীমাহীন অভাবের প্রেক্ষিতে সমাজে বিদ্যমান সম্পদের অপর্যাপ্ততাই হলো দুম্প্রাপ্যতা।

য স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলতে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে বোঝায়।

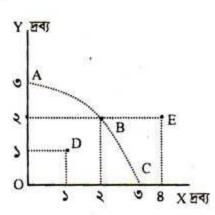
যোগান অপেক্ষা চাহিদা অধিক হলে দাম বৃদ্ধি পাবে, বিপরীত অবস্থায় দাম দ্রাস পাবে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুক্ত বাজারভিত্তিক উৎপাদন চালু থাকায় কখনও কখনও অতি উৎপাদন সমস্যা দেখা দেয় এবং বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে। সুতরাং, বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের যৌথশক্তি দ্বারা দাম নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। উদ্দীপকে প্রদর্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচিটি ব্যবহার করে নিচে একটি
 উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন করা হলো:

চিত্রে, ভূমি অক্ষে 'X' দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে 'Y' দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রদত্ত সম্পদের দ্বারা প্রচলিত প্রযুক্তির অধীনে 'X' দ্রব্যের ০ একক ও 'Y' দ্রব্যের ৩ একক উৎপাদন করা যায় চিত্রে যা 'A' বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।



আবার 'X' দ্রব্যের ২ ও ৩ একক উৎপাদন করলে 'Y' দ্রব্যের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২ একক ও ০ একক যা চিত্রে যথাক্রমে B ও C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন 'X' ও 'Y' দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক A, B ও C বিন্দুগুলো যুক্ত করে AC রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

থা প্রশ্নের উত্তরদানের প্রয়োজনে প্রদত্ত উৎপাদন সম্ভাবনা সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে প্রথমে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি পুনর্বার অঙ্কন করা হলো। এখন চিত্রে দুটি বিন্দু D ও E নেওয়া হলো যার স্থানাঙ্ক যথাক্রমে হলো: (X=3, Y=2) এবং (X=8, Y=2)। এখন D ও E বিন্দু দুটির তুলনা করা যায়।



 D বিন্দৃটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AC এর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত; E বিন্দু AC রেখার বাইরে অবস্থিত।

৩. D বিন্দুটি AC রেখার অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদনের অদক্ষ অঞ্চল দেখায় সেখানে প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়নি কিংবা অপচয় ঘটে। অন্যদিকে E বিন্দু AC রেখার বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদনের অ-অর্জনয়োগ্য অঞ্চলে অবস্থিত। এ বিন্দুটি প্রদত্ত সম্পদের চেয়ে অধিক সম্পদ ব্যবহার নির্দেশ করে যা বাস্তবে অর্জনযোগ্য নয়।

৪. সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সম্ভাবনা রয়েছে এমন অবস্থা E বিন্দু দ্বারা প্রকাশ পায়। এ বিন্দু উৎপাদককে আরও তৎপর ও উদ্যোগী হতে বলে। অন্যদিকে, D বিন্দু উৎপাদককে সম্পদ ব্যবহারের বেলায় সতর্ক ও য়ত্রবান হতে বলে এবং তাকে দক্ষতা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্ররা ১০৪ 'ক' দেশের নাগরিক জোবায়ের স্ব-উদ্যোগে উৎপাদন ও ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। সেদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সকল খাতই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি অন্য একটি দেশ 'খ' তে গিয়ে সেদেশের অর্থনীতির উল্টো চিত্র অবলোকন করলেন। 'খ' দেশে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টন সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। /আল-আমিন একাডেমী স্কুল এক কলেজ, চাঁদপুর । প্রা বং ১/

- ক, ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী?
- খ, নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয় কেন?

- গ. 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় কর এবং এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ঘ. শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'ক' ও খ' দু'দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনা কর।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনৈতিক এককের আচরণ ও কার্যকলাপ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে ব্যক্টিক অর্থনীতি বলে।

সম্পদের স্বল্পতাই নির্বাচন সমস্যা উদ্ভবের প্রধান কারণ।
অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত, সেহেতু এ সীমিত সম্পদের সর্বোভম
ব্যবহার ও অপচয় রোধ করা দরকার। এ কাজ করতে গিয়ে অর্থনীতিতে
একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা হলো নির্বাচন সমস্যা।
নির্বাচন সমস্যা বলতে বোঝায়, সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করা যাতে তার
দ্বারা সমাজের বেশির ভাগ লোকের অধিকাংশ অভাব পূরণ করা যায়। তবে
সম্পদের স্বল্পতার কারণে মানুষের সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না।
তাই কোন অভাবগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমে পূরণ করতে হবে তা
নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য
বিধান করতে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয়।

ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ৩টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো— প্রথমত, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তি তার প্রয়োজনমতো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারে। একজন ব্যক্তি তার কর্মতংপরতার মাধ্যমে যত ইচ্ছা সম্পদ ভোগ করতে পারে তাতে কোনো বাধা নেই।

দ্বিতীয়ত, এ অর্থব্যবস্থায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তাই এখানে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় সব বিনিয়োগকারীরাই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিস্বার্থ ও পছন্দের স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে আলোচিত 'ক' দেশে উৎপাদন কার্যক্রম ও ব্যবসায় পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাছাড়া সেখানে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ধনতান্ত্রিক।

য উদ্দীপকে 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং 'খ' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'ক' ও 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তাছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকায় উৎপাদনকারী তার ইচ্ছেমতো পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এখানে জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করা হয় না। ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজে আয় ও সম্পদের সৃক্ষ বন্টন নিশ্চিত হয় না। এ কারণেই ধনী শ্রেণি আরও ধনী হয় ও দরিদ্র শ্রেণি আরও বৈশি দরিদ্র হতে থাকে। এভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমাজে শ্রেণিবৈষ্ধম্যের সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, সমাজতাত্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনের সকল উদ্যোগ রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। এখানে ভোক্তা নিজের ইচ্ছেমতো দ্রব্য ভোগ করতে পারে না। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে সমাজের সকল ব্যক্তি উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের সকল উপকরণের ওপরে সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে বলে আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়। ফলে সমাজে গ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয় না।

উদ্দীপকে, আলোচিত 'ক' দেশে উৎপাদন পরিচালিত হয় ব্যক্তি খাতে যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক। এদেশের উৎপাদন, বন্টন, ভোগ সবই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমাজে এ অর্থব্যবস্থা দ্বারা আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন করা যায়, যা শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

প্রশ্ন ➤০৫ হাসান মিয়া তার ১ একর জমির সম্পূর্ণ ধান চাষ করে ৬০ মণ ধান উৎপাদন করেন। পরবর্তী বছর তিনি তার জমির কিছু অংশ পাট চাষেও ব্যবহার করেন এবং ৪৫ মণ ধান ও ১০ মণ পাট উৎপাদন করেন। পরবর্তী বছর তিনি অর্ধেক জমিতে ধান ও অর্ধেক জমিতে পাট চাষ করেন এবং ধান ও পাট উৎপাদনের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৩০ মণ ও ২০ মণ। এ বছর পাটের বাজার ভালো হওয়ায় তিনি তার জমিতে শুধুই পাট চাষ করবেন বলে সিন্ধান্ত নেন। তিনি আশা করছেন সমস্ত জমি থেকে ৪০ মণ পাট পাওয়া যাবে।

ক. নিৰ্বাচন কী?

খ. সুযোগ ব্যয় সৃষ্টি হয় কেন?

গ. উদ্দীপক অনুসারে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙকন করো। ৩

 উদ্দীপকের আলোকে ৩০ মণ ধান, ১০ মণ পাট এবং ৩০ মণ ধান, ৪০ মণ পাট উৎপাদনের ওপর মন্তব্য করো।

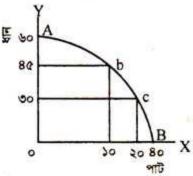
৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অনেক অভাব থেকে অধিক প্রয়োজনীয় অভাব বাছাই করা।

যানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত হওয়ার দরুন নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। মূলত এখান থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার সৃষ্টি। কোনো একটি দ্রব্য পাওয়ার জন্য অন্য দ্রব্যটির উৎপাদন/ভোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। উদাহরণম্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে ২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে ১০ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে ২০ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো ১০ কুইন্টাল পাট।

া উদ্দীপকের তথ্যে আলোকে প্রয়োজনীয় পরামিতি গ্রহণ করে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা (PPC) রেখা অজ্জন করা হলো:

যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে দুটি দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ দেখানো হয়, তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলা হয়।

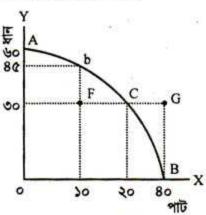


চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, হাসান মিয়া ১ম বছর তার সম্পূর্ণ জমি (১ একর) ব্যবহার করে ৬০ মণ ধান উৎপাদন করেন, যা উপরের চিত্রে A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। পরবর্তী বছর ৪৫ মণ ধান ও ১০ মণ পাট উৎপাদন করেন। যা চিত্রে ৮ বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়। এর পরের বছর হাসান মিয়া ৩০ মণ ধান ও ২০ মণ পাট উৎপাদন করেন, যা ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এ বছর সম্পূর্ণ জমিতে শুধু পাট ৪০ মণ উৎপাদন করেন, যা ৪ বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন প্রাপ্ত A, b, c ও B বিন্দুগুলো যোগ করে পাওয়া যায় AB উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

ত্র উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী ৩০ মণ ধান ও ১০ মণ পাটের সংমিশ্রণ বিন্দু অদক্ষ অঞ্চলে এবং ৩০ মণ ধান ও ৪০ মণ পাট অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত। এ জন্য উক্ত সংমিশ্রণে উৎপাদন করা যথাক্রমে অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

সাধারণত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) কোনো সমাজ বা অর্থনীতিতে বর্তমানে বিদ্যমান সম্পদ ও প্রযুক্তির প্রেক্ষিতে কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্দেশ করে। এ জন্য PPC-এর নিচে বা ভেতরে কোনো বিন্দুতে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে। তাই এ অঞ্চল অদক্ষ অঞ্চল। আর, PPC-এর বাইরে বা উপরে কোনো বিন্দুতে কাজ্জিত হলেও বর্তমান সম্পদ ও প্রযুক্তিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই এ অঞ্চলকে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী অভিকত উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, ৩০ মণ ধান ও ১০ মণ পাট সংমিশ্রণটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC)-এর ভেতরে অবস্থান করে। যা চিত্রে F বিন্দু ছারা নির্দেশিত। এই F বিন্দৃতে বিদ্যমান সম্পদ ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। কারণ বর্তমান সম্পদ ও প্রযুক্তি দিয়ে ৩০ মণ স্থিরে রেখে পাট ১০ মণ থেকে বৃদ্ধি করে ২০ মণ উৎপাদন করা যায়। অথবা পাট ২০ মণে স্থির রেখে ধান ৩০ মণ থেকে ৪৫ মণে বাড়ানো যায়। তাই F বিন্দৃটি অদক্ষ অঞ্চল নির্দেশ করে। আবার, ৩০ মণ ধান ও ৪০ মণ পাট সংমিশ্রণটি চিত্রে G বিন্দু ছারা নির্দেশ করা হয়েছে। যা কাজ্জিত হলে বর্তমান সম্পদ ও প্রযুক্তির প্রেক্ষিত উৎপাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ G বিন্দৃটি অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে বিদ্যমান।

প্রশ্ন ১০৬ 'X' দেশের জনগণ সরকারি হাসপাতালে ১০ টাকার বিনিময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করতে পারে, আবার ধনী শ্রেণিরা ব্যক্তি মালিকানাধীন অত্যাধুনিক হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে 'Y' দেশে শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যখাতসহ সকল অর্থনৈতিক খাত সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়।

- ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে?
- খ. 'সম্পদের পরিমাণ অসীম হলে নির্বাচন সমস্যা থাকত না'— কেন?
- গ. 'X' দেশে কী ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।
- घ. 'X' ও 'Y' দুটি দেশের কোনটিতে শ্রেণিবৈষম্য অধিক? ব্যাখ্যা করো।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

সমাজে অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়। সম্পদের পরিমাণ অসীম হলে এই নির্বাচন সমস্যা থাকত না। মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিকে তার অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কোনো অভাব আগে এবং কোনো অভাব পরে পূরণ করতে হয়। মূলত এভাবেই অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়। সম্পদের পরিমাণ অসীম হলে এ সমস্যা থাকত না। তখন একসাথে সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হতো।

া উদ্দীপকের 'X' দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
মিশ্র অর্থনীতি হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বিশৃন্ধ
ধনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। সাধারণত এ অর্থব্যবস্থায়
ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। কিন্তু

সম্পদ ব্যক্তিমালিনাকায় এবং কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে।
মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা তার পছন্দ অনুযায়ী, পণ্যসামগ্রী ভোগ করতে
পারে। তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার চাইলে কোনো দ্রব্যের ভোগ ও
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বেশির ভাগ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে
প্রতিযোগিতা বিরাজ করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ উৎপাদনকারীই
বাজারে টিকে থাকে। মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের উৎপাদন কার্যক্রম
মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে চালিত হয়। এখানে বেসরকারি খাত ব্যাপক
স্বাধীনতা ভোগ করলেও জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক
সময় বেসরকারি খাতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

উদ্দীপকের মিশ্র অর্থব্যবস্থায় পরিচালিত 'X' দেশের জনগণ যেমন কম খরচে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারে, তেমনি অধিক টাকার বিনিময়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ 'X' দেশে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত সহ-অবস্থান করে। এখানে সরকারি খাত বেসরকারি খাতের সহায়ক ও পরিপুরক হিসেবে কাজ করে।

য উদ্দীপকের 'X' দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং 'Y' দেশে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এদের মধ্যে 'X' দেশটিতে অর্থাৎ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় পরিচালিত দেশটিতে শ্রেণিবৈষম্য অধিক।

সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তাই অধিকাংশ সম্পদের মালিকানা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ফলে দেশের অধিকাংশ লোক অল্প পরিমাণ সম্পদ ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। এতে করে সম্পদের অসম বন্টন পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তীতে শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকের 'Y' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যখাতসহ সকল অর্থনৈতিক খাত সরকারি মালিকানায় পরিষ্ঠালিত হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত: হয়। উৎপাদন, বন্টন ও উন্নয়নের সকল পরিকল্পনা জনগণের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কতৃপক্ষই নির্ধারণ করে। এ অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সিন্ধান্তে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফার আশায় উৎপাদনের কোনো সুযোগ থাকে না। বৃহৎ শিল্প কারখানাসহ অন্যান্য খাতের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে বলে ব্যক্তিমালিকানার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই ধনী শ্রেণি, সর্বহারা শ্রেণি এরূপ কোনো বিভেদও থাকে না। ফলে শ্রেণিবৈষম্যও নেই। কিন্তু 'X' দেশটিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিরাজ করে वर्ल সেখানে সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত বলে দেশের বেশির ভাগ সম্পদ কিছু পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তার মালিকানায় চলে যায়। সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিরা দরিদ্র শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কম মজুরিতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করে এবং মজুরির উদ্বন্ত অংশ আত্মসাৎ করে। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে পুঁজিপতিরা যেমন অধিক সম্পদের মালিক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে দরিদ্র শ্রমিকরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বলে শ্রেণিবৈষম্যের উদ্ভব ঘটে, যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না। প্রা > ৩৭ রানা ও সেন্টপল একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। তারা দু'জনে যথাক্রমে X ও Y দেশের নাগরিক। পারস্পরিক আলোচনায় সেন্টপল জানায় তার দেশে দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগে স্বাই স্বাধীন। কোনো প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং য়য়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ হয়। রানা জানায়, তার দেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ থাকলেও দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।

[मात वागुरजाय मतकाति करनन, ठग्रेशाय । अश नः ऽ/

- ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?
- খ. 'নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার গুরুত্ব নেই'— ব্যাখ্যা কর।
- গ. সেন্টপলের দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রানার দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সেন্টপলের দেশের অর্থব্যবস্থার কোনো পার্থক্য রয়েছে কি? যুক্তিসহ মতামত দাও।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ব যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।
- বির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই। কারণ সেখানে দেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। কিন্তু নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা অনুপস্থিত। কারণ সেখানে 'আরোপিত দাম' অর্থাৎ যা কিনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে। এ জন্যই নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার গুরুত্ব নেই।

উদ্দীপকে সেন্টপলের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে।
যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পদের মালিকানা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলা হয়। এটি হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা যে অর্থব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাধীন উপকরণ বিক্রি করে এবং তার আয় দিয়ে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে। এজন্য এ ব্যবস্থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যবস্থা বলা হয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বাজার প্রক্রিয়া বা মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন পণ্য ও উপকরণের বাজার পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে গঠন করে বাজার প্রক্রিয়া। তেমনিভাবে বিভিন্ন পণ্য ও উপকরণের মূল্য পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে গঠিত হয় মূল্যব্যবস্থা। সূতরাং, যে অর্থব্যবস্থায় সকল উপকরণে ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়, তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। আবার এ ধরনের অর্থনীতিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিও বলা হয়।

য উদ্দীপকে রানার দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে যা সেউপলের দেশের অর্থব্যবস্থা বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার থেকে যথেন্ট পৃথক। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় মালিকানা স্বীকৃত। ধনতত্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যেমন- উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ইত্যাদি কার্যক্রম ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাদি সরকারি উদ্যোগেও পরিচালিত হয়। ধনতত্ত্বে প্রত্যেক ভোক্তা তার নিক্তম্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভাগ করতে পারে ভেক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগে অবাধে স্বাধীনতা ভোগ করতে সরকার প্রয়োজনবোধে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পত্তে

উদ্দীপকের সেন্টপল 'Y' দেশে বাস করে। 'Y' দেশের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'Y' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। 'Y' দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেশি এবং সেখানে মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারি অনুমতি নিতে হয় না। তাছাড়া কোনো প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অন্যদিকে রানার দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। মিশ্র অর্থব্যবস্থা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বেসরকারি ও সরকারি উভয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে।

অতএব বলা যায় ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থব্যবস্থার মধ্যে সপষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ➤ ৩৮ সালাম সাহেব 'A' দেশে বেড়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন সে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা এমনকি চিকিৎসা সেবাও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়। কিন্তু সালামের দেশে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি ক্রিনিকও রয়েছে।

/কর্ম্বাজার সরকারি কলেজ । প্রশ্ন নং ১/

- ক. দুষ্প্ৰাপ্যতা কী?
- খ. 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতাই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ।' ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
- তুমি কি মনে কর 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা সালামের দেশের
 অর্থব্যবস্থার তুলনায় ভালো? তোমার মতামত দাও।

 ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভাবের তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই অর্থনীতিতে দুম্প্রাপ্যতা (Scarcity) বলে।

অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ হলো সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা।
মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদের
কারণে মানুষ তার সকল অভাব একসাথে পূরণ করতে পারে না।
অভাবের তুলনায় সম্পদের এই সীমাবন্ধতাকেই দুষ্প্রাপ্যতা বলে।
দুষ্প্রাপ্যতা থেকেই সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত। কারণ সম্পদ
অসীম হলো মানুষ তার সকল অভাব পূরণ করতে পারতো এবং কোনো
সমস্যাই সৃষ্টি হতো না।

ন উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। নিচে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখা হলো—

- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ব্যক্তিগত
 মালিকানা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জমি, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ও
 উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত
 থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির অবাধ ভোগ-দখল, হস্তান্তর ও
 উত্তরাধিকারের অধিকার ভোগ করে।
- ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত
 হয়। উৎপাদন, বিনিময়, বউন ও ভোগ সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি
 উদ্যোগের প্রাধান্য থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্তে
 সরকারি অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না বললেই চলে।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
 প্রতিযোগিতার ফলে নতুন নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব হয় এবং
 উৎপাদনের খরচ হাস পায়। আবার ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার
 মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

আমি মনে করি, 'A' দেশের অর্থব্যবস্থা তথা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সালামের দেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থার তুলনায় ভালো নয়। সালামের দেশের অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই স্বীকৃত। এ অর্থনীতিতে সরকারি ও বিসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। এখানে ধনতত্ত্বের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা অর্জন এবং ব্যক্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে, আবার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক খাতসমূহ এবং কিছু কিছু বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে।

অপরদিকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা বা ভোগকারীর ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং ভোগকারীর ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। এ অর্থব্যবস্থার ভিত্তি হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে উৎপাদন, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না, বরং একটি স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে সেহেতু এটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে উত্তম।

প্রসা > ৩৯

X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
0	30
२०	২০
0 0	0

|क्राक्तिरयके करनन, घरणात । अस नः ऽ/

- क. निर्मिग्मनक जर्थवादम्था की?
- খ. অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয় কেন?
- উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করো। ৩
- ঘ. (X = ১০ একক, Y = ১০ একক) এবং (X = ৩০ একক, Y = ৩০ একক) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

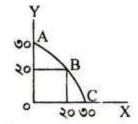
সমাজে অভাবের তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অভাব পূরণের সম্পদ সীমিত। তাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব হয় না, আবার সকল অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ব্যক্তিকে তার অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কোনো অভাব আগে এবং কোনো অভাব পরে পূরণ করতে হয়। এভাবেই মূলত, অভাব পূরণে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয়।

বি উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অজ্জন করা হলো—

উপকরণের দক্ষ বণ্টনের মাধ্যমে দুটি পণ্যের উৎপাদনযোগ্য সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়েই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সৃষ্টি হয়।

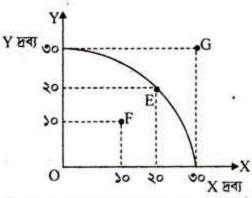
x দ্ৰব্য	Y দ্ৰব্য	বিন্দু
0	೨೦	A
২০	२०	В
30	0	C



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

প্রদত্ত সূচির আলোকে, বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু 'Y' দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক, যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার, ২০ একক X দ্রব্য এবং ২০ একক 'Y' দ্রব্য উৎপাদন করা যায় B বিন্দুতে। এরপর C বিন্দুতে 'Y' দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু 'X' দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ৩০ একক। এখন প্রাপ্ত A, B ও C বিন্দুগুলো যোগ করে AC উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায় এটিই উদ্দীপকের আলোকে অভিকত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

য় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার F বিন্দু (X = ১০ একক এবং Y = ১০ একক) অদক্ষ অঞ্চল এবং G বিন্দু (X = ৩০ একক এবং Y = ৩০ একক) অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।



চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল উপরের চিত্রটি F বিন্দুতে 'X' ও 'Y' দ্রব্যের ১০ একক উৎপাদন নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে এটি একটি অদক্ষ সংমিশ্রণ। অর্থাৎ যখন 'X' = ১০ একক এবং 'Y' ১০ একক তখন F বিন্দু পাওয়া যায়। এটি গ্রহণযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে পড়েও অব্যবহৃত সম্পদ ও অদক্ষ ব্যবহারকে নির্দেশ করে।

আবার, G বিন্দুটি (X দ্রব্য ৩০ একক এবং Y দ্রব্য ৩০ একক) অঙ্কিত হলেও এটি অর্জনযোগ্য নয়। কারণ প্রদত্ত উপকরণ বা প্রযুক্তিতে G বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার চ বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব হলেও উপকরণ বন্টন অদক্ষ হওয়ায় উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নয়। আবার G বিন্দুতে উৎপাদন কাঞ্জিত হলেও বিদ্যমান উপকরণের স্বল্পতার জন্য উৎপাদন সম্ভব নয়।

211 ▶80

সংমিশ্রণ	x দ্ৰব্য	Y দ্ৰব্য
A	0	. 75
В	25	70
С	50	50
D	70	25
E	75	0

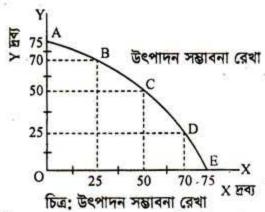
[विजयक मादीन करनन, ठडेंग्राम | अन्न नः ऽ/

- ক, ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী?
- স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অভকন কর।
- ঘ. সূচির আলোকে (X = ২৫, Y = ২৫) এবং (X = ৯০, Y = ৫০) সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। 8

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

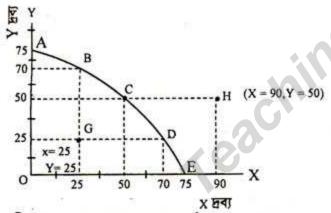
- ক অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় অর্থনীতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যক্টিক অর্থনীতি বলে।
- সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতীত যখন চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে কোনো পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় তখন তাকে শ্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। শ্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত পণ্যের দাম নির্ধারিত হবে এবং সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায়, বাজারব্যবস্থায় যে অদৃশ্য হাত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে তাকে শ্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে।
- প উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙকন করা হলো

যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুদ্ভির সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ নির্দেশ করা হয়, তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলে।



উদ্দীপকের সূচিতে লক্ষ করা যায়, 'X' দ্রব্য উৎপাদন না করে শুধু 'Y' দ্রব্যের 75 একক পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। যা চিত্রে 'A' বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে, 'X' দ্রব্যের 25, 50, 70 ও 75 একক উৎপাদনের সাথে 'Y' দ্রব্যের যথাক্রমে 70, 50, 25 ও 0 একক পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। যা চিত্রে যথাক্রমে B, C, D ও E বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন, A, B, C, D ও E বিন্দুগুলো যোগ করে পাওয়া যায় AE উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

প্রশন্ত সূচি অনুযায়ী 'X' দ্রব্য 25 একক ও 'Y' দ্রব্য 25 একক এবং 'X' দ্রব্য 90 ও 'Y' দ্রব্য 50 একক সংমিশ্রণ দুটি যথাক্রমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ এবং অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থান করে। নিচে এ দুটি সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা আলোচনা করা হলোঃ একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার প্রতিটি বিন্দুতে প্রাপ্ত সম্পদ ও প্রযুক্তির সাপেক্ষে দুটি দ্রব্যের সর্বোচ্চ উৎপাদনের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ নির্দেশিত হয়। এজন্য এই রেখার নিচের কোনো বিন্দুতে উৎপাদন অদক্ষতা নির্দেশ করে। তাই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার নিচের অঞ্চলকে অদক্ষ অঞ্চল বলে। আর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা উপরে বা বাইরে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয় বলে উক্ত অঞ্চলকে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে।



চিত্র: PPC এর অদক্ষ ও অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

প্রশ্নানুসারে অভিকত উপরের চিত্রে লক্ষ্য করা যায়, 'X' দ্রব্যের 25 এককের সাথে 'Y' দ্রব্যের 25 একক উৎপাদন সংমিশ্রণটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (PPC) এর নিচে বা ভেতরে অবস্থান করে। যা G বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এই G বিন্দুটি যেহেতু অদক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত, সেহেতু এই সংমিশ্রণে উৎপাদনের যৌক্তিকতা নেই। কেননা, এই বিন্দুর ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে অন্যটির উৎপাদন বাড়ানো যায়। আবার, ২য় সংমিশ্রণ তথা 'X' দ্রব্যের 90 এককের সাথে 'Y' দ্রব্যের 50 একক উৎপাদন সংমিশ্রণটি (H বিন্দু) PPC এর বাইরে বা উপরে অবস্থিত হওয়ায় তা উৎপাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ H বিন্দুতে উৎপাদন-কাম্য হলেও অর্জনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন > 85 জনাব মনিরুল ইসলাম যুক্তরান্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছেন। তার পঠিত বিষয়ের সাথে আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব, বন্দন তত্ত্ব, সাধারণ দাম তত্ত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্ব ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট। মনিরুল সাহেবের বন্ধু জনাব হাসান একই বিষয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছেন। তবে বিষয়বন্ধুর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা আছে। যেমন তিনি চাহিদা তত্ত্ব, উৎপাদন ও ব্যয় তত্ত্ব, কল্যাণ অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করছেন। প্রাইডিয়াল ক্ষুল এচ কলেজ, মতিকিল, ঢাকা। প্রশ্ন বং ১/

- ক. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় য়য়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই
 কেন —ব্যাখ্যা করো।
- উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে —ব্যাখ্যা
 করো।
- উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থনীতিতে কোন গুরুত্ব বহন করে
 কিনা —মতামত দাও।
 ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই। কারণ সেখানে দেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা অনুপস্থিত। কারণ সেখানে 'আরোপিত দাম' অর্থাৎ যা কিনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে। এ জন্যই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার গুরুত্ব নেই।

উদ্দীপকে ব্যক্ষিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা দুটি ফুটে উঠেছে। অর্থনীতির বিষয়গুলোর আলোচনার পন্ধতিগত দিক থেকে বিবেচনা করে অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- ব্যক্ষিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি। অর্থনীতির যে শাখায় তার একক-উপাত্তসমূহের কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে আণুবিক্ষণিক পর্যালোচনা করা হয়, সেই শাখাকে ব্যক্ষিক অর্থনীতি বলে। যেমন- ব্যক্তি বা কোনো ফার্মের উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, ভোগ, দাম, মূল্য, মজুরি, আয়-ব্যয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ, সপ্তয়, অভাব ইত্যাদি চলকসমূহ ব্যক্ষিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়।

অন্যদিকে, অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনীতির তত্ত্ব উপাত্তগুলোকে অত্যন্ত বৃহৎ পরিসরে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে। যেমন- জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় বন্টন, জাতীয় ভোগ, দামস্তর, মজুরি স্তর, নিয়োগ স্তর, জাতীয় সঞ্চয় ইত্যাদি চলকসমূহ সামষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। সর্বোপরি বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা সংগতিপূর্ণ,

য অধ্যাপক র্যাগনার ফ্রিশ অর্থনীতিকে ব্যক্ষিক ও সামষ্টিক দু' ভাগে ভাগ করেন। উদ্দীপকে এ বিষয় দুটি উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে এদের পারস্পরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো-

ব্যক্টিক অর্থনীতি যেখানে অর্থনীতির এককের বিশ্লেষণ করে, সামষ্টিক অর্থনীতি সেখানে সামগ্রিক বিষয়ের বিশ্লেষণ শেখায়। অতএব, অর্থনীতির বিভিন্ন এককের যোগফল তথা সমষ্টিই সামগ্রিক অর্থনীতি। তাই এর প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি অচল। অর্থাৎ ব্যক্টিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সামষ্টিক বিশ্লেষণ এবং সামষ্টিক বিশ্লেষণ ব্যতীত ব্যক্টিক বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ব্যক্টিক অর্থনীতি যেখানে মূল্য নির্ধারণ করে, সামষ্টিক অর্থনীতি সেখানে মূল্যস্তর ও কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশ করে। সূত্রাং, ব্যক্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি পরস্পরের বিকল্প নয় বরং পরিপুরক হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় আয় ব্যাখ্যা করতে হলে ব্যক্তিগত আয় বিবেচনা করতে হয়। অন্যদিকে দেশের মোট উৎপাদন বিশ্লেষণের জন্য প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন জানা প্রয়োজন। সূতরাং, কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উভয়ের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— বিনিয়োগ স্তরে ফার্মগুলার কাম্য মূলধন স্টকের ওপর নির্ভর করে এবং কাম্য মূলধন স্টক ফার্মের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তাই সামষ্টিক অর্থনীতি উপলব্ধির জন্য ব্যক্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সূতরাং, মানবজীবনের অর্থনৈতিক ঘটনাবলি আলোচনার জন্য উভয় শাখা বা পদ্ধতির সমন্বয় প্রয়োজন।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়টির পারস্পরিক গুরুত্ব রয়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক ও যথার্থ।

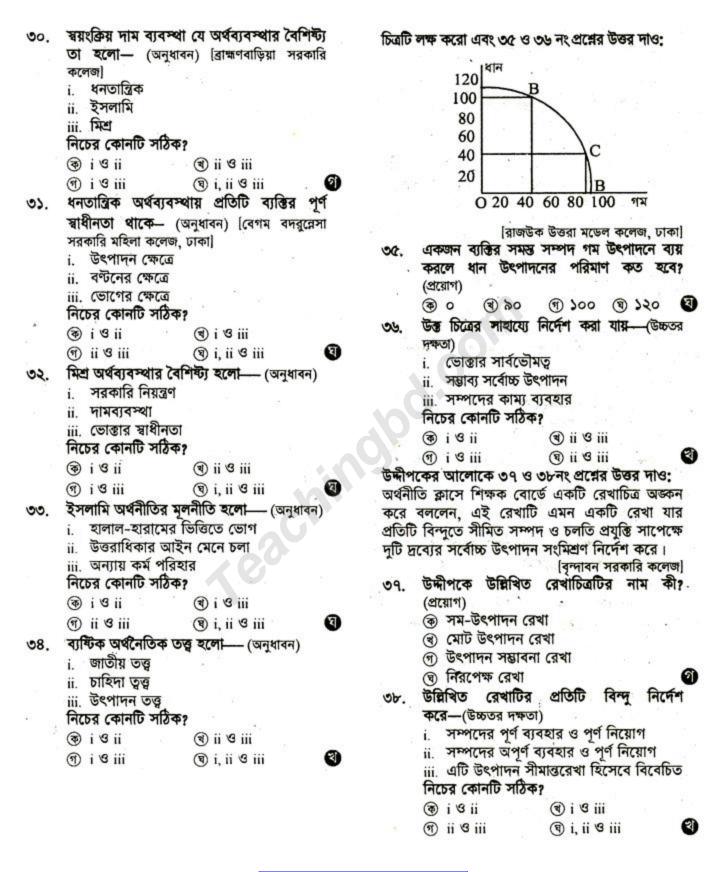


অধ্যায়-১: মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান

- মানব জীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি? (জ্ঞান) [ঢাকা কমার্স কলেজ; ঢাকা সিটি কলেজ]
 - ⊕ ২টি ৩ ৩টি ৩ ৪টি ৩ ৫টি €
- অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবস্থতাকে কী বলে? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাও সরকারি মহিলা কলেজ]
 - বিকল্প ব্যবহার
 - কুম্প্রাপ্যতানির্বাচন
- ক) চাহিদা
 ত নির্বাচন
 ত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে
 কোনটি? (অনুধাবন) [মৌলভীবাজার সরকারি
 কলেজ।
 - সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও সীমাহীন অভাব
 - উৎপাদন ও ভোগ
 - দুম্পাপ্যতা ও ভোগ
 তি নির্বাচন ও উৎপাদন
 কি
- একজন কৃষক তার জমিতে ধান উৎপাদন না করে গম উৎপাদন করার সিন্ধান্ত নেয়। এখানে গম উৎপাদনের সিন্ধান্ত নেয় কীসের ভিত্তিতে? (প্রয়োগ) মিতিঝিল মডেল স্কুল এড কলেজ, ঢাকা]
 - 📵 চাহিদার
- থাগানের
- পুযোগ ব্যয়ের
- থ দ্রব্যের দামের
- যে সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় কম তাকে কোন সম্পদ বলে? (জ্ঞান)
 - সম্পদের ম্বল্পতা
 সম্পদের বিকল্প
 - পূর্মীমিত সম্পদ
 পুরুষ্পাণ্য সম্পদ
- ৬. অর্থনীতিকে দুম্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান বলেছেন কে?
 (জ্ঞান) [বেগম বদরুরেসা সরকারি মহিলা কলেজ,
 ঢাকা; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী]
 - অ্যাডাম সিমথ
- এল রবিক
- পার্শাল
- স্যামুয়েলসন
- সমাজের সম্ভাব্য বিকল্প পছন্দসমূহের তালিকা প্রকাশ করে কোন রেখা? (অনুধাবন) রিজিশাহী সরকারি মহিলা কলেজ।
 - 📵 সুযোগ ব্যয় রেখা 📵 নিরপেক্ষ রেখা
 - বাজেট রেখা
- 🕲 উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা 🔇
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় যে কোনো বিন্দু কী নির্দেশ করে? (অনুধাবন) নিটর ডেম কলেজ, ঢাকা;

- চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ
- অপূর্ণ নিয়োগ
- পূর্ণ নিয়োগ প্রত্রা
- ণ্) বেকারত্ব
- ষল্প উৎপাদন
- দুম্প্রাপ্যতা ও নির্বাচনের সমস্যা হতে কয়টি মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হয়? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]
 - ⊕ ২টি ৩ ৩টি ৩ ৪টি ৩ ৫টি
- ১০. মানুষ নির্বাচন করতে বাধ্য হয় বলেই অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়' মন্তব্যটি কোন অর্থনীতিবিদ করেছেন? (জ্ঞান) সিরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল; ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ
 - এল. রবিস
- থে অধ্যাপক বেনহাম
- পিএ স্যামুয়েলসন
 অধ্যাপক মার্শাল
- 'अर्थनीिठ ख्ला निर्वाहत्नत्र विख्वन' (क व्लाट्न? (ख्बन)
 - ক বেনহাম
- স্যামুয়েলসন
- ণ্) কার্ল মার্কস
- খে এল. রবিন্স
- ১২. সুযোগ ব্যয় কত প্রকার? (জ্ঞান) [চয়ৢগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]
- ক দুই (ব) তিন (ব) চার (ব) পাঁচ (১৩. 'কোনো জিনিসের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে পরবর্তী সর্বোন্তম বিকল্প দ্রব্যটির উৎপাদন পরিহারে ব্যয়' উক্তিটি কার? (জ্ঞান) সিমসূল হক খান স্কুল এভ কলেজ, ঢাকা।
 - অধ্যাপক বেনহাম (ৰ) অধ্যাপক মার্শাল
 - ন্য এল, রবিন্স
- 📵 অধ্যাপক ফিসার
- ১৪. বিশ্বে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় জারতয়্ত্রের পতনের মাধ্যমে সমাজতয়্ত্রের সূচনা হয় কত সালে? (জ্ঞান) [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল]
 - अ ७०००८ कि ५००८ कि ५०००अ ०००००अ ००००अ ००००अ ००००अ ०००००अ ०००००अ ०००००<
- ১৫. ধনতারে অদৃশ্য হাত বলতে কোন প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; নিউ গভ, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী
 - স্বয়ংক্রিয় মৃল্য ব্যবস্থাকে
 - ভাহিদাকে
 - থাগানকে
- 📵 বাজার ভারসাম্যকে 🚱

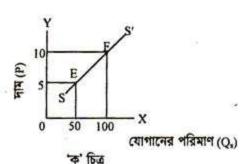
۵७.	ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য কি? (জ্ঞান) বিগম বদরুরেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]~		কলেজ, ঢাকা; ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ; সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
	ক্রি সুষম উন্নয়ন	₹¢.	নি, এ বিল তি জে, এম, কেইল তি অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত
١٩٤	ধনতক্ত্রে 'অদৃশ্য শক্তিকে' কী বলা হয়? (জ্ঞান) ক্তি সরকারি পরিকল্পনা ক্তি দামব্যবস্থা	(2.	করেন কোন অর্থনীতিবিদ? (জ্ঞান) [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
	জনশক্তি ত্বি সামাজিক কল্যাণ বি		 জ জে.এফ র্যাগান (৩) অ্যাডাম স্মিথ
24.			 অধ্যাপক এল, রবিঙ্গত্ব অধ্যাপক মার্শাল সামন্টিক অর্থনীতির জনক কে? (জ্ঞান) [সামসূল
10	(রাজবাড়ী সরকারি কলেজ।	ર હ.	হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] জ জে. এম. কেইন্স পি.এ স্যামুয়েলসন
	 ইসলামি অর্থনীতি		 প্র এস কুটসোয়ানিস ত্বি অধ্যাপক ফিসার
38.	কত সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে? (জ্ঞান)	૨૧.	অর্থনীতিকে অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান বলেছেন কে? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
	 ১৯৩০ বা ১৯৪০ বা ১৯৬৫ বা ১৯৮৫ বা 		 স্যামুয়েলসন মার্শাল
२०.	বাং লাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত? (জ্ঞান) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা; বেগম বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা কলেজ]	২৮.	বিন্থাম বির্বিস বির্বাপ বিরব্বাপ বির্বাপ বির্বাপ
	ইসলামিমশ্র		জীবনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—
	প্র ধনতান্ত্রিকপ্র নির্দেশমূলক	点 张	(অনুধাৰন) [সামসুল হক খান স্কুল এড কলেজ,
২১.	কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার অনেক সময় বিনিয়োগের উচ্চসীমা নির্ধারণ করে দেয়? (জ্ঞান) [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]		ঢাকা i. অসীম অভাব ii. দুম্প্রাপ্য সম্পদ
	 পুঁজিবাদী সমাজতান্ত্রিক 		iii. সীমিত সম্পদের পরিপূরক ব্যবহার নিচের কোনটি সঠিক?
	ন্ত মিশ্ৰ ত্ ইসলামি ব		ક્રિ i લ !! કો લ !!!
22.	ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জমির ফসলের ওপর		(9) ii (9) iii (10) iii (10)
	কোনটি আদায় করা হয়? (জ্ঞান) বিগম বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা	২৯.	ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যে অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হয় তার বৈশিষ্ট্য হলো—
	 যাকাত থ খাজনা প্র জিজিয়া ছি উশর 		(উচ্চতর দক্ষতা) (রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ,
২৩.	'বায়তুল মাল' অর্থ কী? (জ্ঞান)		ঢাকা
	 বেসরকারি তহবিল গঠন 	7.0	 অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান সরকার নির্ধারিত দ্রব্যাদি ভোগ
12	সরকারি তহবিল গঠন		ii. বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ
	ন্ত্র ব্যক্তিগত তহবিল গঠন	-	निटिंद कानि गठिक?
	ত্ত্ব অংশীদারি তহবিল গঠন		(8) i (8) ii (8) iii
₹8.	কোন অর্থনীতিবিদ সর্বপ্রথম ব্যক্ষিক ও সামক্ষিক শব্দ দুটি ব্যবহার করেন? (জ্ঞান) নিটর ডেম	- 18	9 i 3 iii 9 ii 3 iii 9

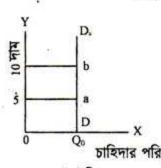


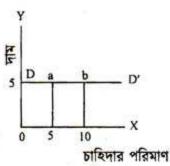
এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-২: ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ









[ज. ता., मि. ता., मि. ता., र. ता. '১৮ । अम नः २/

- ক, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?
- খ. পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার সম্পর্ক কীরুপ?
- গ. উদ্দীপকের 'ক' চিত্রের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো। ৩
- ঘ, উদ্দীপকের 'খ' ও 'গ' চিত্রের প্রদর্শিত চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক কোনো দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়— এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।
- থ পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধারণত যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করা যায় এবং প্রায় সমান উপযোগ লাভ করা যায়। তবে দ্রব্য দুটিকে পরস্পর পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। এ ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দাম বৃদ্ধি পেলে অপরটির চাহিদা বেড়ে যায়। যেমন— চা ও কফি এর মধ্যে যদি চায়ের দাম বৃদ্ধি পায় তবে কফির চাহিদা তথা ভোগ বৃদ্ধি পাবে। এজন্য পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।
- বা উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে নিচে 'ক' চিত্রের যোগান স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো।

কোনো দ্রব্যের দামের শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের যোগানের যে শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্ত হয় এ দুয়ের অনুপাতকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। সূতরাং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_s = rac{ ext{ iny (যাগানের শতাংশিক পরিবর্তন}}{ ext{ iny (মর শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

অথবা,
$$E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_s}$$

উদ্দীপকের 'ক' চিত্রে লক্ষ করা যায়, বিবেচ্য দ্রব্যের দাম (P) 5 টাকা থেকে বেড়ে 10 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ (Q_c) 50 একক থেকে বেড়ে 100 একক হয়। এক্ষেত্রে,

দামের শতাংশিক পরিবর্তন =
$$\frac{\Delta P}{P} \times 100\%$$
= $\frac{10-5}{5} \times 100\%$
= 100%

এবং যোগানের শতাংশিক পরিবর্তন =
$$\frac{\Delta Q_s}{Q_s} \times 100\%$$

= $\frac{100-50}{50} \times 100\%$
= 100%

সুতরাং, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

অর্থাৎ নির্ণেয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' চিত্রে শূন্য স্থিতিস্থাপকতা এবং 'গ' চিত্রে অসীম স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শিত হয়েছে। নিচে এদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে যদি ঐ দ্রব্যের চাহিদার কোনো পরিবর্তন না হয়, তাকে শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অন্যদিকে, দাম স্থির থেকে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে তাকে অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা বিশৃদ্ধ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'খ' চিত্রে দাম 5 টাকা থেকে বেড়ে 10 টাকা হলেও চাহিদার পরিমাণ QQo-এ স্থির থাকে। এক্ষেত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{O}{5} \times \frac{5}{OQ_0} = O$: পক্ষান্তরে, 'গ' চিত্রে দামের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই তথা 5 টাকায় স্থির থেকে চাহিদা ৫ একক থেকে বেড়ে ১০ একক হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার দাম

$$E_p = \frac{10-5}{O} \times \frac{5}{5} = \infty.$$

আবার, শূন্য স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। কিন্তু অসীম স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে। এ জন্য সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার ঢাল এককের সমান এবং বিশুন্ধ স্থিতিস্থাপক চাহিদার রেখার ঢাল শূন্য হয়।

প্রশ্ন ▶২ নিচের চাহিদা সূচি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

দাম (P) (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (Q) (একক)
· ·	- 80
20	. 90
20	২০

ता. ता., कृ. ता., ह. ता., व. ता. १४ । अभ नः २/

ক. অপেক্ষক কী?

খ, "আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয়"— ব্যাখ্যা করো। ২

উপরিউক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন করো।

ঘ, উদ্দীপকে দাম স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায় তবে কি চাহিদা রেখার কোনো পরিবর্তন হবে? মতামত দাও।

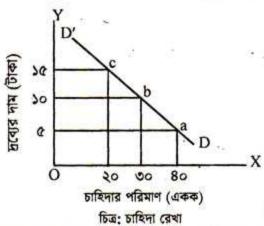
২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক দুই বা দুয়ের বেশি চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার বিষয় যখন গাণিতিক উপায়ে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে অপেক্ষক বলে।
- খ আয়ের সাথে চাহিদার ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তায় আয় বাড়লে তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার দরুন সে বেশি ক্রয় করবে। সেক্ষেত্রে দাম স্থির থাকা সত্ত্বেও ভোক্তার কাছে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। একইভাবে, ভোক্তার আয় কমলে চাহিদা কমে। তাই বলা যায়, আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয়।

ক্র উদ্দীপকের ছকে প্রদত্ত মান অনুসারে নিচে চাহিদা রেখা অংকন করা হলো—

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার
পরিমাণ ও OY অক্ষে
দ্রব্যের দাম দেখানো
হয়েছে। a বিন্দৃতে ৫
টাকা দামে দ্রব্যের
চাহিদার পরিমাণ ৪০
একক। দাম বৃদ্ধি পেয়ে
১০ ও ১৫ টাকা হলে
চাহিদার পরিমাণ কমে
৩০ ও ২০ একক হয়।

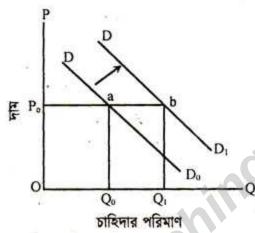


যা b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD' রেখা পাওয়া যায়। এই DD' রেখাটিই হলো সূচির তথ্যের আলোকে অভিকত চাহিদা রেখা।

য উদ্দীপকের দামসমূহ স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায় তবে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বাড়তে বা কমতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা কমাকে চাহিদার হ্রাস এবং চাহিদা বাড়াকে চাহিদার বৃদ্ধি বলা হয়।

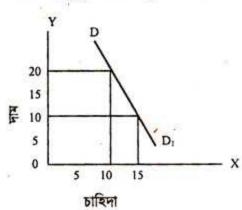
প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে
চাহিদার পরিমাণ এবং
লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ
করা হয়েছে। চিত্রে
DD, হলো কোনো
দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা
রেখা। OP, ও OQ,
হলো যথাক্রমে প্রাথমিক
দাম ও চাহিদার
পরিমাণ, যা DD,
রেখার a বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত হয়েছে।



চিত্র: চাহিদা রেখার স্থানান্তর

এখন দাম OP_o-তে স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে ভোক্তার চাহিদা বেড়ে OQ₁ হয়। যা ডানদিকে স্থানান্তরিত চাহিদা রেখা DD₁এর b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। কাজেই বলা যায় দাম স্থির থাকা
অবস্থায় ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত
হয় এবং চাহিদার পরিমাণ Q_oQ₁ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রার ১৩



/ता. ता., कृ. ता., ह. ता., त. ता. ५४ । अश्र नः ८/

ক, রেখার ঢাল কাকে বলে?

খ. চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন?

গ, উদ্দীপকের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকের দ্রব্যটি কি বিলাসজাত দ্রব্য? কেন?

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রেখার উন্নম্ব বা উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঐ রেখার ঢাল বলে। ত্ব চলক ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ধ্রুবক একটি নির্দিষ্ট বা স্থির মান গ্রহণ করে। তাই চলক ও ধ্রুবক এক নয় বরং ধ্রুবক হলো চলকের বিপরীত অবস্থা।

সাধারণত যে রাশি বা প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। অন্যদিকে, ধ্বুবক হলো এমন এক ধরনের রাশি, যার মান স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন— চাহিদা সমীকরণ Q=a-bP এর ক্ষেত্রে P এর মান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। a হলো স্বয়ম্ভূত ভোগ বা চাহিদার পরিমাণ। যা নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ P এর মান শূন্য হলেও a পরিমাণ চাহিদা থাকে। কাজেই বলা যায় চলক ও ধ্বুবক হলো পরস্পর বিপরীত অবস্থা।

গ নিচে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তথা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয় তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তনকে ঐ দ্রব্যটির দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়।

আমরা জানি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে লক্ষ করা যায়, বিবেচ্য দ্রব্যটির দাম 10 টাকা থেকে বেড়ে 20 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ 15 একক থেকে কমে 10 একক হয়। কাজেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_P = \frac{-5}{10} \times \frac{10}{15}$$
 $= -\frac{1}{3}$
 $= -0.33$
ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে
 $\therefore E_P = 0.33$
 $\therefore \Delta P = 20 - 10 = 10$
 $Q_1 = 15$ একক
 $Q_2 = 10$ একক
 $\therefore \Delta Q = 10 - 15 = -5$

ত্রী উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P = 0.33) একক এর চেয়ে ছোট হওয়ায় এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদাকে নির্দেশ করে। তাই বিবেচ্য দ্রব্যটি বিলাসজাত নয়।

সাধারণত যে সকল দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (E_P) এককের চেয়ে বড় হয় তাদেরকে বিলাসজাত দ্রব্য বলে। অর্থাৎ এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের সামান্য পরিবর্তন হলে চ্নাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের E_P এককের ছোট হয়। অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার সামান্য পরিবর্তন হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বিবেচ্য দ্রব্যটির ক্ষেত্রে দাম 10 একক পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিমাণ 5 একক পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ দ্রব্যটির দামের শতকরা পরিবর্তন চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে বেশি। যেমন— দ্রব্যটির দাম 10 থেকে ২০ টাকা হলে চাহিদা ফ্রাস পায় 15 একক থেকে 10 একক। এক্ষেত্রে দামের শতকরা পরিবর্তন,

$$\frac{\Delta P}{P} \times 100\% = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

এবং চাহিদার শতকরা পরিবর্তন,

$$\frac{\Delta Q}{Q} \times 100\% = \frac{5}{15} \times 100\% = 33.33\%$$

কাজেই $E_P=\frac{33.33\%}{100\%}=0.33<1$; যা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে। আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল, লবণ, তেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর্প চাহিদা দেখা যায়। তাই বলা যায়, বিবেচ্য দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য নয়। বরং এটি হলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রন ▶৪ একজন ভোক্তার চাহিদা সূচি নিম্নরূপ—

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৬	. В
Q.	70

(जा. त्वा. '391 अम नः २/

9

- ट एन्ट्रिट डेन्याग की?
- হ গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি চাহিদা বিধি প্রযোজ্য হবে?
- গ্র উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো।
- ঘ. স্থিতিস্থাপকতার আলোকে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) বলে।

থিকেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি প্রযোজ্য হয় না।
চাহিদা বিধিতে বলা হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের
দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু গিফেন
দ্রব্যের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, দাম বাড়লে দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং
দাম কমলে চাহিদা কমে যায়। অর্থাৎ, গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা
উর্ধ্বগামী। কাজেই গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি প্রযোজ্য হবে না।

া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিম্নে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো:
মনে করি, চাহিদা সমীকরণ, D = a - bp(১)
যেখানে, D = চাহিদার পরিমাণ, a = ছেদক, b = ঢাল, p = দাম।
টেবিলে প্রদত্ত তথ্যে লক্ষ করা যায়, দ্রব্যটির ৬ টাকা দামে চাহিদা ৮ একক এবং ৫ টাকা দামে চাহিদা ১০ একক। এই তথ্যগুলো ১নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

২য় ক্ষেত্ৰ: ১০ = a - b × ৫

(৩) নং সমীকরণ থেকে (২) নং বিয়োগ করে পাই,

$$a-@b=50$$

b এর মান (২)নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$a-6\times 2=b$$

এখন, a ও b এর মান (১) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই

D = 20 - 2P; এটিই হলো নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ।

য নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যটির স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো। আমরা জানি, দাম স্থিতিস্থাপকতা,

(Ep) =
$$\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

বা, Ep = $\frac{\lambda}{-\lambda} \cdot \frac{\omega}{b}$

= $-\frac{\omega}{\lambda} = -\lambda \cdot \alpha$

∴ Ep = $\lambda \cdot \alpha$ [ঝণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

অর্থাৎ, Ep = $\lambda \cdot \alpha > \lambda$

এখা	
ΔQ	= চাহিদার পরিবর্তন
	= 20 - A
	= 3
ΔΡ	= দামের পরিবর্তন
	= @ - &
	=-7
P (2	াথমিক দাম) = ৬ টাকা
	গ্রাথমিক চাহিদা) = ৮ এব

Ep > ১ হওয়ায় বলা যায়, দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক, তথা দ্রব্যটি হলো বিলাসজাত। অর্থাৎ, দ্রব্যটির দাম সামান্য স্ত্রাস পেলে চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায়। কিংবা দাম সামান্য বাড়লে চাহিদা অধিক ফ্রাস পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত দ্রব্যটি হলো বিলাসজাতীয়। এর দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় চাহিদা তার চেয়ে অধিক হারে পরিবর্তিত হয়।

27100

Z

9

দ্রব্যের দাম (P) (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (Qd) (একক)	যোগানের পরিমাণ (Qs) (একক)	
70	900	200	
২০	200	200	
90	200	900	

[जा. त्वा. '३१। श्रम नः ७/

ক, চাহিদার সংকোচন কী?

খ. যোগান রেখা কি সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়?

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

ঘ. ১০ টাকা ও ৩০ টাকা দামে বাজার পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করো। ৪

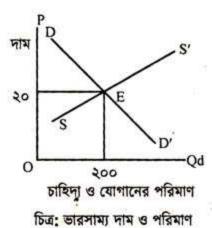
৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে যখন চাহিদার পরিমাণ দ্রাস পায় তখন তাকে চাহিদার সংকোচন বলা হয়।

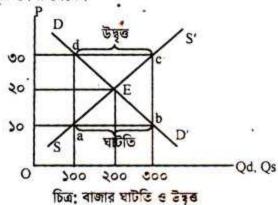
যোগান রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।
কারণ যোগান বিধি অনুযায়ী, দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক
বিদ্যমান। আবার যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে, যোগান রেখা তখন
উর্ধ্বগামী না হয়ে বরং ভূমি বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। যেমন—
দুর্লভ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যোগান লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে।
আবার শ্রমের যোগান রেখা বামদিকে পশ্চাংগামী হয়ে থাকে। সুতরাং
যোগান রেখা সর্বদা ভানদিকে উর্ধ্বগামী হয় না।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য
দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

উদ্দীপকের তথ্য হতে অভিকত
চিত্রে লক্ষ করা যায়, চাহিদা রেখা
DD' এবং যোগান রেখা SS'
পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে।
তাই ভারসাম্য বিন্দু হলো E। এই
বিন্দুতে দাম ২০ টাকা এবং
পরিমাণ ২০০ একক। অর্থাৎ, ২০
টাকা দামে যোগান ও চাহিদার
পরিমাণ একই (২০০ একক)।
কাজেই প্রদত্ত চিত্রে ভারসাম্য দাম
২০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ
২০০ একক।



যা উদ্দীপকে উল্লিখিত ১০ টাকা দামে বাজারে পণ্য ঘাটতি ও ৩০ টাকা দামে পণ্য উদ্বৃত্ত দেখা দেবে।



চিত্রে লক্ষ করা যায়, ১০ টাকা দামে চাহিল ৩০০ একক কিন্তু যোগান ১০০ একক। অর্থাৎ Qd=৩০০ > Qs = ১০০ ফলে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা বা ঘাটতি দেখা দেয়। অর্থাৎ ১০ টাকা লামে ভারসাম্য অর্জিত হয় না এবং ab (২০০ একক) পরিমাণ পদ্য হাটতি খেকে যায়। আবার, ৩০ টাকা দামে চাহিদা ও যোগান হস্কুক্তমে ১০০ একক ও ৩০০ একক। এখানে চাহিদার চেয়ে যোগান বেলি হত্তমে বাজারে cd (২০০ একক) পরিমাণ উদ্ভ দেখা দেবে তাই ১০ টাকা ওভায় মূল্যস্তরই বাজারকে অস্থিতিকীল করে তুলাবে

প্রশা ১৬ মি. Y মাসিক ২০,০০০ টাকা আয় অবস্থায় ১০০ টাকা দামে ১টি পণ্যের ৩ একক ক্রয় করেন। আয় স্থির থেকে দাম বেড়ে ২০০ টাকা হলে তিনি ঐ পণ্যের ২ একক ক্রয় করেন। । । বা. বো. ১৭। প্রশা নং ২/

क. ठलक की?

- খ. ঋতু পরিবর্তন চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অজ্জন করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। 8

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

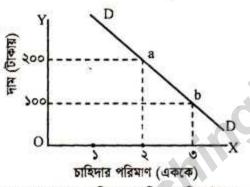
ক গণিতশান্ত্রে যেসব বিষয় বা রাশির মান পরিবর্তিত হয় সেগুলোকে চলক বলে।

খ খতু পরিবর্তন চাহিদাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।
কোনো দ্রব্যের নিজম্ব দাম ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিষয় দ্বারা তার চাহিদা
প্রভাবিত হয় তার মধ্যে ঋতু পরিবর্তন অন্যতম। শীতকালে বরফের দাম
একই থাকা সত্ত্বেও তার চাহিদা হ্রাস পায়। গ্রীষ্মকালে উল ও পশমী
জাতীয় পোশাকের চাহিদা হ্রাস পায়। বর্ষাকালে ছাতার চাহিদা বৃদ্ধি
পায়। তাই বলা যায়, ঋতু পরিবর্তন কোনো জিনিসের উপযোগ বাড়িয়ে
বা কমিয়ে তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

র উদ্দীপকের আলোকে নিচে একটি চাহিদা রেখা অঙকন করা হলো। রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে তার দাম পরিমাপ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা অবস্থায় মি.

Y ১০০ টাকা দামে কোনো দ্রব্যের ৩ একক ক্রয় করেন যা চিত্রে b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার তার আয় স্থির থাকা অবস্থায়, ২০০ টাকা দামে তিনি গুই দ্রব্যের ২ একক ক্রয় করেন যা চিত্রে a বিন্দু



দ্বারা নির্দেশিত। এখন দ্রব্যের দাম ও তার চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a ও b বিন্দু যুক্ত করলে DD রেখাটি পাওয়া যায়। এটিই হলো উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী মি. Y-এর কোনো দ্রব্যের চাহিদা রেখা।

য উদ্দীপকের মি. Y এর ক্রয়কৃত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করে দ্রব্যটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হলো-প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে:

দাম ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ টাকা হওয়া অবস্থায়:

P = 500, $P_1 = 200$... $\Delta P = (P_1 - P) = (200 - 500) = 500$ আবার, Q = 0 $Q_1 = 2$... $\Delta Q = (Q_1 - Q) = (2 - 0) = -5$ এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র (E_d) অনুযায়ী—

$$E_d = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{200}{9} \times \frac{-2}{200}$$
 [সূত্রে মান বসিয়ে]

$$=\frac{-3}{9}=\frac{3}{9}<3$$
 [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম হলে, সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। অন্য কথায় বলা যায়, দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন কম হয়। এ রকম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এখানে দামের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলেও চাহিদার পরিবর্তন হয় সামান্য। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এর্প চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সেগুলোর চাহিদা হয় অস্থিতিস্থাপক। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. প এর ক্রয়কৃত দ্রব্যের চাহিদা হলো অস্থিতিস্থাপক এবং দ্রব্যটি একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

211>9

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (TU) টাকা	প্রান্তিক উপযোগ (MU) টাকা	
2	20	20	
ર	20	30	
9	೨೦	· ·	
8	೦೦	0	
¢	20	-0	

ति. ता. '३१। ११ वर नः ७/

ক. ঢাল কাকে বলে?

- খ, উপকরণ দামের সাথে যোগানের পরিমাণ কীভাবে সম্পর্কিত? ২
- গ. উপরিউক্ত সূচির ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঞ্চন করো। ৩
- ঘ. উপরিউক্ত মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি? সূচির আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

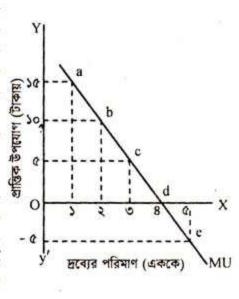
ক কোনো অপেক্ষকের দুটি সম্পর্কিত চলকের মধ্যে স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে ঢাল বলে।

ত্ব উপকরণের দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক বিপরীত।
কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উপকরণের প্রয়োজন পড়ে। এ জন্য
উৎপাদনকারীকে তা সংগ্রহ ও তার জন্য ব্যয় করতে হয়। উপকরণের
দাম বাড়লে তাই তার উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যায়। ফলে দ্রব্যের দাম
স্থির থাকলেও উৎপাদন তথা যোগানের পরিমাণ কমে যায়। আবার
বিপরীত অবস্থায় যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উপকরণ দামের সাথে যোগানের পরিমাণ সরাসরি বিপরীতভাবে সম্পর্কিত।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে নিচে একটি প্রান্তিক উপযোগ
রেখা অজ্জন করা হলো:

রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে ভোগকৃত
দব্যের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে
প্রান্তিক উপযোগ রেখা অংকন
করা হয়েছে। ভোগকৃত দ্রব্যের
১ম একক থেকে ১৫ টাকা ট্রি
(চিত্রে ৪ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত),
২য় একক থেকে ১০ টাকা ট্রি
(চিত্রে ৪ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত)
এভাবে ভোক্তা ভোগকৃত দ্রব্যের
তয়, ৪র্থ ও ৫ম একক থেকে
যথাক্রমে ৫ টাকা (৫ বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত), ০ টাকা (৫ বিন্দু
দ্বারা নির্দেশিত) এবং - ৫ টাকা
(৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) এর
সমান উপযোগ লাভ করে।



এখন ভোগকৃত দ্রব্যের একক ও প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশক a, b, c, d, ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে MU রেখা টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে অভিকত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

য় উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো-

প্রদত্ত উপযোগ সূচিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমন্তাসমান হারে বৃদ্ধি পেলেও একসময়ে তা সর্বোচ্চ (৩০ টাকা) হয় এবং পরে ব্রাস পায়। আর প্রান্তিক উপযোগ প্রথম থেকেই ব্রাস পায়, একসময়ে শূন্য হয়ে যায় এবং পরে তা ঝণাত্মক (-৫) হয়ে পড়ে। এ দু'ধরনের উপযোগ পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করলে দেখা যায়, মোট উপযোগের সর্বোচ্চ (৩০ টাকা) অবস্থায়, প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) হয়। মোট উপযোগ ব্রাস পেলে (৩০ টাকা থেকে ২৫ টাকা) প্রান্তিক উপযোগ ঝণাত্মক (-৫ টাকা) হয়ে পড়ে।

সূতরাং, মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায় নিমন্ত্রপ:

- মোট উপযোগ হলো ভোগকৃত কোনো দ্রব্যের সকল এককের উপযোগের সমষ্টি; আর প্রান্তিক উপযোগ হলো মোট উপযোগের অতিরিক্ত এক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। তাই প্রান্তিক উপযোগ হলো মোট উপযোগের একটি অংশ।
- ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ কী হারে বৃদ্ধি
 পায় তা প্রান্তিক উপযোগ প্রকাশ করে।
- কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ ক্রমন্তাসমান হারে বৃদ্ধি পায়; কিব্রু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে ত্রাস পায়।
- 8. মোট উপযোগ সর্বাধিক হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।
- মোট উপযোগ হ্রাস পেলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।
 এভাবে উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে
 ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়।

প্রর >৮ রিম দোকানে গিয়ে ১টি কলম কিনল। কলমটি থেকে সে ৪ ইউটিল উপযোগ পেল। রিম ২টি কলম থেকে উপযোগ পায় ৭ ইউটিল। পরবর্তীতে ৩টি কলম থেকে উপযোগ পায় ৯ ইউটিল। বিক্রেতা আরও কলম কিনতে বলায় সে ৪টি কলম কিনে উপযোগ পেল ১০ ইউটিল।

/मि. त्या. '39 1 अता मः २/

- ক, উপযোগ কী?
- খ. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মোট উপযোগ রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও।
- ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর যে, প্রান্তিক উপযোগ ক্রমন্ত্রাসমান।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

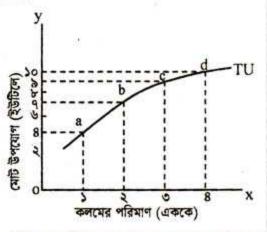
ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায়, যা দ্বারা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব হয়।

শেটি উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়।
ভান্তা কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করতে থাকলে
তার নিকট উক্ত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তরে কমতে থাকে। এক
পর্যায়ে সে আর ঐ দ্রব্যটি ভোগ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ভোক্তার
নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,
একজন ভোক্তার লিচু খাওয়ার ইচ্ছা হলো। এখন সে প্রথম লিচুটি যে
আগ্রহ নিয়ে ভোগ করে পরেরটি ভোগের ক্ষেত্রে তার সে আগ্রহ কমে
যায়। অর্থাৎ প্রথম লিচুর তুলনায় দ্বিতীয় লিচু থেকে সে কম উপযোগ
পায়। তৃতীয় লিচুর ক্ষেত্রে উপযোগ আরো হ্রাস পায়। এভাবে এক
পর্যায়ে তার লিচু খাওয়ার আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। ফলে সে আর
লিচু গ্রহণ করবে না। এ অবস্থায় ভোক্তার নিকট লিচুর মোট উপযোগ
সর্বোচ্চ হলেও প্রান্তিক উপযোগ হয় শূন্য।

া মোট উপযোগ রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানোর জন্য প্রথমে প্রদত্ত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে একটি মোট উপযোগ রেখা (TU) অংকন করা হলো।

রিম একইভাবে ২টি, ৩টি ও ৪টি কলম কিনলো যেগুলো থেকে সে যথাক্রমে

চিত্রে, ভূমি অক্ষে কলম ক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ (TU) পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকে রিম দোকানে গিয়ে প্রথমে ১টি কলম কিনল, যা থেকে সে ৪ ইউটিলের সমান উপযোগ পেল। এ অবস্থা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। এরপর



৭ ইউটিল, ৯ ইউটিল ও ১০ ইউটিল উপযোগ লাভ করলো। এ অবস্থাগুলো যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করলে মোট উপযোগ রেখা (TU) পাওয়া যায়। এভাবে উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মোট উপযোগ রেখা চিত্রের সাহায্যে

যা উদ্দীপকে দোকান থেকে রিমের পর্যায়ক্রমে কলম ক্রয় এবং তা থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। দৃশ্যকর অনুসারে রিম ১ম কলমটি থেকে ৪ ইউটিল সমান প্রাপ্তিক উপযোগ পায়। এরপর সে যখন ২য় কলমটি ক্রয় করে তখন তা থেকে প্রাপ্তিক উপযোগ পায় (৭–৪) = ৩ ইউটিলের সমান। আবার যখন ৩য় কলমটি ক্রয় করে তখন তা থেকে প্রাপ্তিক উপযোগ লাভ করে (৯–৭) = ২ ইউটিলের সমান। রিম কলমের ক্রয়ের পরিমাণ আরো বাড়ালে সে ৪র্থ কলমটি থেকে (১০–৯) = ১ ইউটিলের সমান প্রাপ্তিক উপযোগ লাভ করে।

অর্থাৎ রিম ১ম কলমটি থেকে ৪ ইউটিল, ২য়টি থেকে ৩ ইউটিল, ৩য়টি থেকে ২ ইউটিল এবং ৪য়টি থেকে ১ ইউটিল এর সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে যেখানে তার মোট উপযোগ হয় (৪ + ৩ + ২ + ১) = ১০ ইউটিল। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কলমের ক্রয় বৃন্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ বৃন্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ (MU) ক্রমেই হ্রাস পায়।

সুতরাং উদ্দীপকের তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, প্রান্তিক উপযোগ ক্রমন্ত্রাসমান।

প্রশ্ন ⊳৯ একটি দ্রব্যের দাম ও চাহিদার তথ্য টেবিলে প্রদত্ত হলো:

সংমিশ্রণ	দাম	চাহিদার পরিমাণ
A	8	২০
В	ъ	১৬
C	25	25
D	- 26	ъ

/मि. त्वा. '३१। अभ नः ७/

ক, চাহিদা কী?

দেখানো যায়।

ক্রতার আয় বৃদ্ধি পেলে মোবাইলের চাহিদার কীর্প পরিবর্তন
হবে?

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে চাহিদা রেখা অংকন করো।

 উদ্দীপকের C ও D বিন্দু বিবেচনা করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

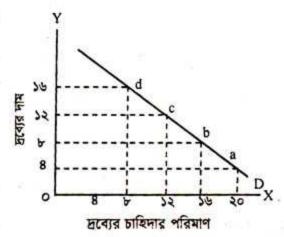
৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাকে সে দ্রব্যের চাহিদা বলে।

ব্র ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে মোবাইল ফোনের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।
মোবাইল ফোন একটি স্বাভাবিক বা সাধারণ পণ্য আর স্বাভাবিক পণ্যের
ক্ষেত্রে ভোক্তার আয়ের সাথে চাহিদার সরাসরি বা ধনাত্মক সম্পর্ক
বিদ্যমান। অর্থাৎ ভোক্তার আয় বাড়লে স্বাভাবিক পণ্যের চাহিদা বাড়ে;
আর আয় কমলে চাহিদা কমে। তাই বলা যায়, ক্রেতার আয় বাড়লে
মোবাইল ফোনের চাহিদা বাড়বে।

প্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে একটি চাহিদা রেখা অংকন করা হলো—

রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে
দ্রব্যের চাহিদার
পরিমাণ এবং লম্ব
অক্ষে তার দাম
পরিমাপ করা হয়েছে।
তথ্য টেবিল অনুযায়ী
দ্রব্যের দাম ৪, ৮,
১২ ও ১৬ হলে তার
চাহিদার পরিমাণ হয়
যথাক্রমে ২০, ১৬,
১২ ও ৮ যা চিত্রে



যথাক্রমে a, b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দুসমূহ যুক্ত করে D রেখাটি টানি। এটিই হলো টেবিলে প্রদত্ত দ্রব্যের দাম ও চাহিদার তথ্যের ভিত্তিতে অংকিত চাহিদা রেখা।

য কোনো দ্রব্যের প্রকৃতি কীরূপ তা জানতে হলে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান জানা প্রয়োজন। যদি বিবেচিত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ (একক) এর অধিক হয় সে ক্ষেত্রে দ্রব্যটিকে বিলাস জাতীয় দ্রব্য বলে চিহ্নিত করা যায়। এ ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের মাত্রার চেয়ে চাহিদার পরবর্তনের মাত্রা অধিক হয়। অন্যদিকে, যদি বিবেচিত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ (একক) এর কম হয় তবে তাকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে সনাক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের মাত্রার চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। আবার কখনও এমন হতে পারে যে, বিবেচিত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ (একক) এর সমান; সেক্ষেত্রে দ্রব্যটি বিলাস জাতীয় বা নিত্য প্রয়োজনীয় কোনোটিই হবে না। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দামের ও চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা একই হবে। এমন ধারণার আলোকে উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো— উদ্দীপকের টেবিলে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম C সংমিশ্রণে নির্দেশিত ১২ টাকা থেকে বেড়ে ১৬ টাকা হয় যা D সংমিশ্রণে নির্দেশ করা হয়েছে। এ অবস্থায় দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ১২ একক থেকে কমে দাঁড়ায় ৮ এককে। এখন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা যাক। P = ১২ টাকা, P1 = ১৬ টাকা

∴
$$\Delta P = (P_1 - P_2) = (36 - 32)$$
 টাকা
= 8 টাকা

আবার, Q = ১২ একক, Q₁ = ৮ একক ∴ΔQ = (Q₁ – Q) = (৮ – ১২) একক = – ৪ একক

$$\therefore \text{Ed} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{52}{52} \times \frac{-8}{8} = -5$$

= ১ [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

এক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ (একক) হওয়ায় বলা যায়, দ্রব্যটি বিলাস জাতীয়ও নয়, আবার নিত্যপ্রয়োজনীয়ও নয়।

প্রশ্ন ▶১০ চাহিদা অপেক্ষক Q_d = 10 – P যোগান অপেক্ষক Q_s = −2 + 2P

যেখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = যোগানের পরিমাণ

এবং P = দাম।

कि. ता. 391 वन नः 8/

- ক. যোগান কী?
- খ, বক্র রেখার ঢাল কি স্থির? ব্যাখ্যা করো।
- উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়
 করো।
- ঘ. দাম 6 টাকা হলে, তখন বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকে তাকে অর্থনীতিতে যোগান বলে।

বক্তরেখার ঢাল স্থির নয় বরং এর প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল ভিন্ন হয়। কোনো রেখার ঢাল হলো ওই রেখার স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাত। তবে বক্ত রেখার উল্লম্ব ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্য ভিন্ন হয়। যার ফলে এর ঢাল স্থির থাকে না।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা অপেক্ষক ও যোগান অপেক্ষকের আলোকে নিম্নর্পভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো— বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ (Q_d) ও যোগানের পরিমাণ (Q_s) পরস্পর সমান হয়; অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায়,

$$Q_d = Q_s$$

বা $10 - P = -2 + 2P$
বা $-P - 2P = -2 - 10$
বা $-3P = -12$
বা $3P = 12$

∴P=4 টাকা, এটি ভারসাম্য দাম।

এখন \overline{P} এর দাম প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান অপেক্ষকে বসিয়ে পাই— $Q_d=10-P$ $Q_s=-2+2P$

= 10 – 4 [P এর মান বসিয়ে] = – 2 + 2×4 [P এর মান বসিয়ে] = 6 একক = 6 একক

∴ Q_d = Q_s = Q = 6 একক

∴ভারসাম্য পরিমাণ = Q = 6 একক

ত্ব উদ্দীপকের ভিত্তিতে চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 10 - P$ এবং যোগান অপেক্ষক $Q_s = -2 + 2P$ প্রদত্ত অবস্থায় ভারসাম্য দাম P = 4 টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ 6 একক নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন কারণে বাজার ভারসাম্য অবস্থার পরবর্তন ঘটতে পারে, তখন দামেরও পরিবর্তন ঘটবে। এখন যদি P = 6 টাকা ধরা হয় তবে Q_d ও Q_s এর মান দাঁজায় নিম্নরূপ:

এক্ষেত্রে $Q_d \neq Q_s$ হওয়ায় বাজারে ভারসাম্য অর্জিত হবে না; বরং তাতে ভারসাম্য পরিম্থিতি বিনস্ট হবে এবং বাজার অম্থিতিশীল হয়ে উঠবে। কারণ দাম 6 টাকা হলে চাহিদা থেকে যোগান অনেক বেশি হয় তাই অনেক বিক্রেতারই দ্রব্য অবিক্রিত থেকে যাবে। এ অবস্থায় কিছুটা কম দাম হলেও তারা দ্রব্যটি বিক্রয় করতে চাইবে। বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগতার দরুন দাম কমবে এবং বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দিবে। এ অবস্থায় দাম ও পরিমাণ উভয়ই ত্মনির্ধারিত থেকে যাবে। সুতরাং বলা যায়, দাম 6 টাকা হলে বাজারে চাহিদা ও যোগানের অসমতা পরিলক্ষিত হবে। ফলে ভারসাম্য বিদ্নিত হবে। এক্ষেত্রে বাজারে বির্প প্রভাব পড়বে।

প্রাটের কুইন্টাল যখন ২,৪০০ টাকা, তখন চাহিদা ছিল ৫০০ কুইন্টাল। কমলার দাম প্রতি ডজন যখন ২০০ টাকা, তখন কমলার চাহিদা ছিল ১০০ ডজন। বর্তমানে প্রতি কুইন্টালে পাটের দাম ২,৮০০ টাকা হওয়ায় পাটের চাহিদা কমে হয় ৩০০ কুইন্টাল। অথচ দেখা গেল কমলালেবুর চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

/কু. লো. ১৭ । প্রালং ২/

ক. প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে?

খ. উপকরণ দাম কীভাবে যোগানের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে পাটের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

ঘ. পাটের দাম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কমলালেবুর চাহিদার পরিবর্তন হলো না কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। 8

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) বলে। 🔞 উপকরণের দাম যোগানের পরিমাণকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। কোন দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধি পেলে উক্ত দ্রব্যের মোট উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের কাঞ্জিত যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য কম হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। এতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে পর্যাপ্ত যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায় ও উপকরণের দাম হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। এভাবে উপকরণের দাম সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করে।

ন্ত্র উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে পার্টের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (E_p) নির্ণয় করা হলো:

পাটের দাম কুইন্টালপ্রতি ২৪০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮০০ টাকা হওয়া অবস্থায়:

P = ২৪০০ টাকা, P1 = ২৮০০ টাকা

Q = ৫০০ কুইন্টাল, Q1 = ৩০০ কুইন্টাল

এখন চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (Ep) এর সূত্র অনুযায়ী:

$$E_P = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta Q}$$

$$= \frac{2800}{e \circ o} \times \frac{-200}{800} [সূত্রে মান বসিয়ে]$$

$$= \frac{-32}{e}$$

$$= \frac{32}{e} [ঝণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]$$

∴ উদ্দীপকের ভিত্তিতে পাটের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হলো ২.৪

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, সম্পর্কহীন বা স্বাধীন দুটি দ্রব্য, পাট ও কমলালেবুর মধ্যে পাটের দাম ২৪০০ টাকা থেকে বেড়ে ২৮০০ টাকা হলেও কমলালেবুর চাহিদা ১০০ ডজনেই স্থির রয়ে গেছে। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (Ea) এর মান শূন্য হয়। এক্ষেত্রে P; (পাটের প্রাথমিক দাম) = ২৪০০ টাকা,

P;1 (পাটের পরিবর্তিত দাম) = ২৮০০ টাকা

Q_o (কমলালেবুর প্রাথমিক চাহিদা) = ১০০ ডজন,

Q₀₁ (কমলালেবুর পরিবর্তিত চাহিদা) = ১০০ ডজন

সূতরাং
$$\Delta P_j = (P_{j1} - P_j)$$
= (২৮০০ – ২৪০০) টাকা
= ৪০০ টাকা
$$\Delta Q_o = (Q_{o1} - Q_o)$$
= (১০০ – ১০০) ডজন
= ০ ডজন

এখন আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (Ec) নির্ণয় করি:

$$E_c = \frac{P_i}{Q_o} \times \frac{\Delta Q_o}{\Delta P_j}$$

$$= \frac{2boo}{200} \times \frac{o}{800}$$

$$= o [সূত্রে মান বসিয়ে]$$

এখানে পাটের প্রেক্ষিতে কমলালেবুর আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান হলো o (শূন্য)।

সূতরাং বলা যায়, পাটের দামের প্রেক্ষিতে কমলালেবুর আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ০ (শূন্য) হওয়ায় পাটের দাম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কমলালেবুর চাহিদার পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রশ্ন ১১২ কক্সবাজারে গত মাসে মাছের চাহিদা ও যোগানের নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়-

দাম প্রতি কেজি	চাহিদার পরিমাণ	যোগানের পরিমাণ
২০০ টাকা	১০ কেজি	৩০ কেজি
350 "	20 "	20 "
3 60 "	२० "	२० "
\\$0 "	٧٥ "	Se "
১২০ "	ు ం "	30 "

/कू. त्वा. '३१। अश्र वर ७/

ক, চলক কাকে বলে?

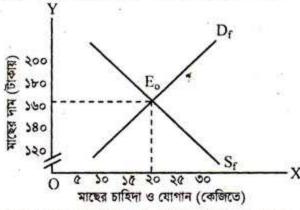
- খ. বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? ২
- গ্র উদ্দীপকের ভিত্তিতে কক্সবাজারের মাছের চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিহ্নিত করো।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণিতশাস্ত্রে যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল, সেসব রাশিকে চলক (Variable) বলে।

ব বিলাসজাত দ্রব্য আভিজাত্যের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সে কারণে এতে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। এটি চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম বলা যায়। যে সমস্ত দ্রব্য সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় (যেমন- দামি গাড়ি, সৌখিন গহনা ইত্যাদি) সেগুলোর দাম বাড়লেও চাহিদা না কমে বরং বাড়ে। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। এ সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। কাজেই বলা যায়, বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

বা উদ্দীপকের সূচিতে বিভিন্ন দামে কক্সবাজারে মাছের চাহিদা ও যোগান দেখানো হয়েছে। এ সূচির ভিত্তিতে মাছের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



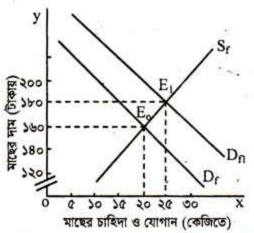
প্রদত্ত চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে মাছের মোট চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব (OY) অক্ষে মাছের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে মাছের বাজার চাহিদা রেখা D_f ও বাজার যোগান রেখা S_F অংকন করা হয়েছে।

বাজার ভারসাম্যের শর্তানুসারে মাছের বাজারে যে দামে মাছের মোট চাহিদা ও যোগান সমান হয় সেখানে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। চিত্রে এ অবস্থা D_f ও S_f রেখাদ্বয়ের ছেদ বিন্দু Eo তে অর্জিত হয়েছে। ঐ বিন্দুতে দেখা যায়, কক্সবাজারে মাছের ভারসাম্য দাম ১৬০ টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ ২০ কেজি নির্ধারিত হয়েছে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃন্ধি পেলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে নিচে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রশ্নতরের প্রয়োজনে প্রথমে চাহিদা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চাহিদা রেখা D_f ও যোগান রেখা S_f অংকন করা হলো। রেখাদ্বয় পরস্পরকে E_o বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে মাছের ভারসাম্য দাম ১৬০ টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ ২০ কেজি নির্ধারিত হয়েছে।

ধরা যাক, যোগান স্থির অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি পেল। এ অবস্থায় মনে করি D_f রেখা ওপরে ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে মাছের নতুন চাহিদা রেখা D_f তে রূপান্তরিত হলো। চিত্রে দেখা যায়, পরিবর্তিত চাহিদা রেখা



 D_n অপরিবর্তিত যোগান রেখা S_f কে E_i বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে সেখানে নতুন ভারসাম্য দাম ১৮০ টাকা ও পরিমাণ ২৫ কেজি নির্ধারিত হয়। এখন লক্ষ করলে দেখা যায়, এ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পূর্বের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের চেয়ে বেশি।

সূতরাং বলা যায়, উল্লিখিত অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে; ফলে সৃষ্ট নতুন ভারসাম্য অবস্থায় মাছের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

প্রশা >১৩ দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে আলীম সওদাগরের দ্রব্যের যোগানের পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন দামের প্রেক্ষিতে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ নিচের সূচিতে দেখানো হলো—

প্রতি কেজি দ্রব্যের (টাকা)	দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ (কেজি)
200	200
770	300
250	220
	ं हि. ता. ५१। अस नर २/

- ক, রেখার ঢাল কী?
- খ. ভোক্তার আয় কীভাবে চাহিদাকে প্রভাবিত করে?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি যোগান রেখা অভকন করো।
- ঘ. উদ্দীপকে দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

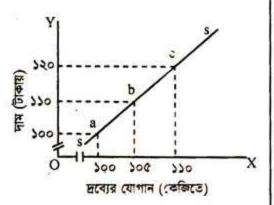
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে রেখার ঢাল বলে।

যা চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে আয় অন্যতম। কারণ আয় বাড়লে ক্রেতার চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে চাহিদা কমে। আয় বাড়লে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার কারণে চাহিদা বাড়ে। আবার আয় কমলে তার ক্রয়ক্ষমতা কমার কারণে চাহিদা কমে। যেমন- ভোক্তার আয় বাড়লে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে। এভাবে ভোক্তার আয় চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

প্রত্তি উদ্দীপকের আলোকে নিচে একটি যোগান রেখা অজ্জন করা হলো— চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে তার দাম পরিমাপ করা হয়েছে।

যোগান সূচি অনুযায়ী
দ্রব্যের দাম ১০০ টাকা,
১১০ টাকা ও ১২০ টাকা
হলে তার যোগান হয়
যথাক্রমে ১০০ কেজি
(চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত), ১০৫ কেজি
(চ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত)
এবং ১১০ কেজি (c



বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দু যুক্ত করে SS রেখাটি টানি। এটিই উদ্দীপকের ভিত্তিতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

য উদ্দীপকে দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে দ্রব্যটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো: দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P_o) ১০০ টাকা এবং পরিবর্তিত দাম (P₁) ১০৫ টাকা হওয়া অবস্থায়—

 P_o = ১০০ টাকা হলে প্রাথমিক যোগান (Q_o) = ১০০ কেজি। P_1 = ১১০ টাকা হলে পরিবর্তিত যোগান (Q_1) = ১০৫ কেজি। এক্ষেত্রে ΔP = $(P_1 - P_o)$ = (550 - 500) = 50 টাকা।

 $\Delta Q = (Q_1 - Q_0) = (30৫ - 300) = ৫ কেজি$ এখন যোগান স্থিতিস্থাপকতার সূত্র অনুযায়ী,

$$E_s = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$= \frac{200}{200} \cdot \frac{C}{20} \quad [সূত্রে মান বসিয়ে]$$

$$= \frac{2}{2} < 2$$

কোনো দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। অর্থাৎ দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়; এ রকম যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে অস্থিতিস্থাপক যোগান বলে। এখানে দামের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলেও যোগানের সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান স্থিতিস্থাপকতা হয়। এ হিসাবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যটি হলো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রর ▶১৪ বিভিন্ন দামের প্রেক্ষিতে কোনো পণ্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নিম্নের সূচিতে দেয়া হলো—

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
2	70	2
2	ъ .÷	9
•	¢	· · ·
8	2	৬

15. ता. 391 अम नर o/

ক, প্রান্তিক উপযোগ কী?

খ. চাহিদা রেখা কেন উর্ধ্বগামী হতে পারে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে লেখচিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম পরিমাণ নির্ণয় করো।

 উৎপাদনের উপকরণের দাম ব্রাসের কারণে প্রতি একক দামে যদি যোগান দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তবে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

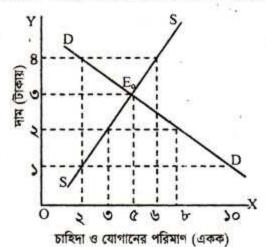
ব বিভিন্ন কারণে চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হতে পারে।

কোনো দ্রব্যের পরিবর্তক দ্রব্যের দাম তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে; যেমন, চিনি ও গুড়ে ক্ষেত্রে চিনির দাম বাড়লে তার পরিবর্তক দ্রব্য গুড়ের চাহিদা বাড়ে। সেক্ষেত্রে গুড়ের চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। আবার, ভোক্তার আয় বাড়লে সাধারণত সে কোনো দ্রব্য বেশি ক্রয় করে; যেমন— তার আয় বাড়লে মিন্টির চাহিদা বাড়ে। এমন ক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হয়। সুতরাং বিভিন্ন কারণে চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হতে পারে।

🛐 উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিবেচ্য পণ্যের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া দেখানো হলো।

চিত্রে DD ও SS *হলো* যথাক্রমে পণ্যটির বাজার চাহিদা ও যোগান রেখা।

প্রথম অবস্থায় পণ্যের দাম ১ টাকা থেকে ২ টাকা হলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৮ একক ও ৩ वकक। একেত যোগানের চেয়ে চাহিদা অনেকবেশি হওয়ায় দাম বাড়বে এবং স্থিতিশীল হবে না।



আবার পণ্যের দাম ৪ টাকা হলে চাহিদা ও

যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২ একক ও ৬ একক। এক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়ায় দাম কমবে ও স্থিতিশীল হবে না। শুধুমাত্র দাম যখন ৩ টাকা হবে তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ উভয়ই ৫ একক হওয়ায় চাহিদা ও যোগান সমান হবে। এক্ষেত্রে দাম বাড়বেও না, কমবেও না, তা স্থিতিশীল হবে। চিত্রে E, বিন্দুতে এমন অবস্থা অর্জিত হবে। এ অবস্থায় পণ্যের বাজারে ভারসাম্য বিরাজ করবে: ভারসাম্য দাম ৩ টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ ৫ একক নির্ধারিত श्द्व।

য় উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখচিত্রের মাধ্যমে বিবেচ্য পণ্যটির ভারসাম্য দাম ৩ টাকা ও পরিমাণ ৫ একক নির্ধারিত হয়েছে। এ অবস্থায় পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের সমতা অর্জিত হয়েছে। এখন উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, উপকরণের দাম হ্রাসের কারণে প্রতিটি দামে পণ্যের যোগান দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা ও ৪ টাকা দামে যোগানের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ একক, ৬ একক; ১০ একক ও ১২ একক। এখন উদ্দীপকের প্রগ্নানুসারে বাজার ভারসাম্য অবস্থা বিবেচনা করা যাক:

দাম ১ টাকায় চাহিদার পরিমাণ ১০ একক ও যোগানের পরিমাণ ৪ একক: এক্ষেত্রে যোগান থেকে চাহিদা বেশি হওয়ায় দাম বাড়বে ও তা স্থিতিশীল হবে না। ২ টাকা দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ একক ও ৬ একক: এক্ষেত্রেও চাহিদা যোগান থেকে বেশি হওয়ায় দাম বাড়বে ও তা স্থিতীশীল হবে না।

দাম ৩ টাকায় চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে হয় ৫ একক ও ১০ একক: এবার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়ায় দাম কমবে ও তা স্থিতিশীল হবে না। সবশেষে ৪ টাকা দামে চাহিদা ও যোগান হয় যথাক্রমে ২ একক ও ১২ একক; এ অবস্থায় চাহিদার তুলনায় যোগান অনেক বেশি হয়ে পড়ায় দাম দুত কমবে ও স্থিতিশীল হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, যোগানের পরিবর্তিত পরিস্থিতি উল্লিখিত কোনো দামেই তা চাহিদার সমান হবে না। তাই বাজারে এক ভারসাম্যহীন অবস্থা বিরাজ করবে দাম ওঠা-নামা করতেই থাকবে।

প্ররা > ১৫ নিচে একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি দেয়া হলো—

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
٥	৪ টাকা
2	৩ টাকা
9	২ টাকা
8	১ টাকা
œ	০ টাকা
৬	–১ টাকা

क. जनक की?

খ, উপকরণের দাম দ্বারা দ্রব্যের যোগান কীভাবে প্রভাবিত হয়?

উপরের উদ্দীপক হতে মোট উপযোগ সৃচি তৈরি করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

🔕 গণিতশাস্ত্রে যেসব বিষয় বা রাশির মান পরিবর্তিত হয় সেগুলোকে চলক (Variable) বলে।

ব কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উৎপাদনকারীকে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। প্রয়োজনীয় উপ<mark>করণসমূহের দাম বাড়লে তার উৎপাদন ব্যয়</mark>ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও উৎপাদন তথা যোগানের পরিমাণ কমে যায়। উৎপাদনের উপকরণের দাম দ্বারা দ্রব্যের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়।

প্র প্রদত্ত উদ্দীপকে একজন ভোক্তার উপযোগ দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে নিচে মোট উপযোগ সূচি তৈরি করা হলো:

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (TU)
3	৪ টাকা
2	৭ টাকা
9	৯ টাকা
8	১০ টাকা
e	১০ টাকা
4	৯ টাকা

ঘ উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য প্রদত্ত উপযোগ সৃচি নিম্লাক্তভাবে সম্প্রসারিত করা হলো:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MU)	মোট উপযোগ (TU)
2	৪ টাকা	৪ টাকা
٦	৩ টাকা	৭ টাকা
9	২ টাকা	১ ৯ টাকা
8	১ টাকা	১০ টাকা
Q	০ টাকা	১০ টাকা
٠ ৬	-১ টাকা	৯ টাকা

এখন সম্প্রসারিত উপযোগ সূচির ভিত্তিতে বলা যায়, ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়লেও একসময়ে তা সর্ব্বেচ্চি (১০ টাকা) হয় এবং পরে হ্রাস পায়। আর প্রান্তিক উপযোগ প্রথম থেকেই হ্রাস পায়, একসময় শূন্য হয়ে যায় এবং পরে তা ঋণাত্মক (-১ টাকা) হয়ে পড়ে। এ দুই ধরনের উপযোগ পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করলে দেখা যায়, মোট উপযোগের সর্বোচ্চ (১০ টাকা) অবস্থায়, প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০ টাকা) হয়। মোট উপযোগ হ্রাস পেলে (১০ টাকা থেকে ৯ টাকা) প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (-১ টাকা) হয়ে পড়ে। সূতরাং মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

- প্রান্তিক উপযোগ হলো মোট উপযোগের একটি অংশ।
- ২. ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ কী হারে বৃদ্ধি পায় তা প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা প্রকাশিত হয়।
- ৩. কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়; কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।
- 8. মোট উপযোগ সর্বাধিক হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়ে পড়ে।
- মোট উপযোগ হ্রাস পেলে প্রান্তিক উপযোগ ঝলক্ষক হয়। এভাবে উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও শ্রন্থিক উপযোগের মধ্যে াসি, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২/ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রন > ১৬ দেয়া আছে, Q_s = 10 + 5P যেখানে P = দাম, Q_s = যোগানের পরিমাণ

मि. ता. 391 वन नः ७/

- ক. চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?
- খ. চাহিদা কি শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভরশীল?
- গ. প্রদত্ত সমীকরণ হতে যোগান রেখা অঙকন করো।
- ঘ. উপরের সমীকরণে ছেদক 5 হলে যোগান রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন হবে বলে তুমি মনে করো?

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ছাড়াই ক্রেতার আর্থিক আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে, এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।

য চাহিদা শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল নয়।

কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার দাম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন কোনো দ্রব্যের পরিবর্তক বা পরিপূরক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটলে দ্রব্যটির চাহিদা পরিবর্তিত হতে পারে। ক্রেতার রুচি, পছন্দ, আয় ইত্যাদি পরিবর্তিত হলেও দ্রব্যটির চাহিদা বাড়ে বা কমে। আবার ঋতু পরিবর্তন, বাজারে ক্রেতার সংখ্যার পরিবর্তন, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দ্বারা চাহিদা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই চাহিদাকে শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল বলা যায় না।

প্র প্রদত্ত সমীকরণ Q_s=10+5P ব্যবহার করে একটি যোগান সূচি

তৈরি করে তার আলোকে নিচে একটি যোগান রেখা অভকন করা হলো—

P	Q,
0	10
2	20
4	30
6	40

তৈরিকৃত সূচিতে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম 0 টাকা, 2 টাকা, 4

(KI		50		S
9 6				ď
4			/6	į
2		/b		
	0 5 10	15 20	25 30 3	5 40

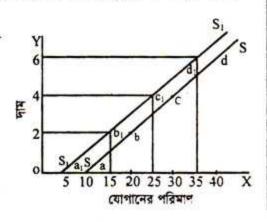
টাকা ও 6 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে 10 একক, 20 একক, 30 একক ও 40 একক; যা চিত্রে যথাক্রমে a, b, c, ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক a, b, c, ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে SS রেখাটি টানি।

এটিই হলো প্রদত্ত সমীকরণ হতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

প্রদত্ত সমীকরণে ছেদক হলো 10। এখন উদ্দীপক অনুসারে ছেদক যদি 5 হয় তবে যোগান সমীকরণটির পরিবর্তিত রূপ হবে $Q_{s1}=5+5P$ । এর ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙ্কন করলে তাতে যে ধরনের পরিবর্তন হবে তা দেখার জন্য পূর্বের সমীকরণের ভিত্তিতে যোগান রেখা SS পুনর্বার অঙ্কন করা হলো। এখন নতুন যোগান সূচি নিম্নরূপভাবে তৈরি করে তার ভিত্তিতে চিত্রে নতুন যোগান রেখা S_1S_1 অঙ্কন করা হলো।

P	Q.,
0	5
2	15
4	25
6	35

নতুন যোগান সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করলে a, b, c ও d বিন্দুসমূহ পাওয়া



যায়। বিন্দুগুলো যোগ করে নতুন যোগান রেখা S_1S_1 অঙকন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, যোগান সমীকরণের ছেদক 5 হওয়ায় নতুন যোগান রেখা S_1S_1 উপরে অর্থাৎ বামদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রতিটি দামে পূর্বের তুলনায় পণ্যের যোগান হ্রাস পেয়েছে।

প্রম ▶১৭ কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অপেক্ষক নিম্নরূপ—

Qd = 9 - 2P এবং

Qs = -1 + 3P

/म.त्स. ३१ । अत्र मः २/

ক. চলক কাকে বলে?

- খ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে দ্রব্যন্বয়ের সম্পর্ক কীরূপ হবে?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রে দেখাও। ৩
- ঘ. সরকার সর্বনিম্ন দাম ৩ টাকা ধার্য করলে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রতীক বা রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। যেমন— P, X, Y, π, η ইত্যাদি।

যা আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে সম্পর্কিত দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়।

পরিপূরক দ্রব্য, যেমন— চা ও চিনি। এর্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদা ব্রাস পায়। যেমন— চা পাতার কেজি যখন ৪০ টাকা তখন চিনির চাহিদা ১০০ একক। চা পাতার দাম বৃদ্ধি পেয়ে কেজি ৬০ টাকা হলে চিনির চাহিদা ব্রাস পেয়ে ৫০ একক হয়।

প্রি উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা (Qd) ও যোগান (Qs) পরস্পর সমান হয়। সুতরাং, ভারসাম্য অবস্থায়,

$$Q_d = Q_s$$

 $= -1 + 3P$

∴ P = 2, এটি হলো ভারসাম্য দাম। 🚁

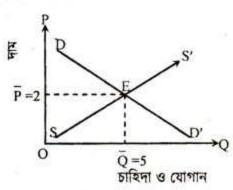
এখন P এর মান প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$Q_d = 9 - 2P$$

= $9 - 2(2)$
= $9 - 4$
= 5
 $Q_s = -1 + 3P$
= $-1 + 3(2)$
= $-1 + 6$
= 5

∴ $Q_d = Q_s = \overline{Q} = 5$, এটি হলো ভারসাম্য পরিমাণ ι ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (OQ) এবং লম্ব অক্ষে দাম (OP) নির্দেশ করা হয়েছে। DD' চাহিদা রেখা ও SS' যোগান রেখা। চাহিদা ও যোগান রেখাদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে যেখানে চাহিদা ও যোগান সমান। E বিন্দুতে



ভারসাম্য দাম হলো 2 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো 5 একক।

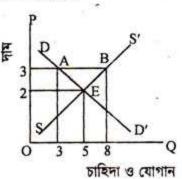
চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 9$ -2P এবং যোগান সমীকরণ $Q_s = -1 + 3P$ প্রদত্ত অবস্থায় ভারসাম্য দাম P = 2 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ছিল Q = 5 একক। সরকার সর্বনিম্ন দাম Q = 5 এবং মান হবে $Q_s = 5$ এব

$$Q_2 = 9 - 2P$$

= $9 - 2(3)$ [মান বসিয়ে]
= $9 - 6 = 3$
 $Q_3 = -1 + 3P$
= $-1 + 3(3)$ [মান বসিয়ে]
= $-1 + 9 = 8$

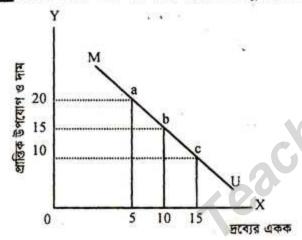
এ অবস্থায় $Q_d \neq Q_s$ হওয়ায় বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে না; বরং তাতে বাজার ভারসাম্য পরিস্থিতি বিদ্নিত হবে। ফলে বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দেবে। নিম্নে দাম যখন 3 টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো—

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (OQ) এবং লম্ব অক্ষে দাম (OP) নির্দেশ করা হয়েছে। ভারসাম্য অবস্থায় দাম ছিল 2 টাকা এবং পরিমাণ ছিল 5 একক। এখন দাম 3 টাকা ধার্য করায় চাহিদার পরিমাণ কমে 3 একক হয়। কিন্তু যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ একক হয়। এমতাবস্থায় AB পরিমাণ দ্রব্যের অতিরিক্ত যোগান দেখা যায়।



সূতরাং, দাম 3 টাকা নির্ধারিত হওয়ায় চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হবে এবং অনেক বিক্রেতারই দ্রব্য অবিক্রীত থেকে যাবে। এ অবস্থায় বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে, যার ফলে দাম ও পরিমাণ উভয়ই অনির্ধারিত থেকে যাবে।

প্রয় > ১৮ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/व. त्वा. ५९१ अम नः २/

- ক. উপযোগ কাকে বলে?
- খ. প্রান্তিক উপযোগ কখন বাড়তে থাকে?
- উদ্দীপকের চিত্র থেকে কীভাবে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করবে?
- উদ্দীপকের চিত্রের MU রেখাটি ভূমি অক্ষকে ছেদ করে আরো
 নিচে গমন করলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগের কীর্প পরিবর্তন
 ঘটবে?
 ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

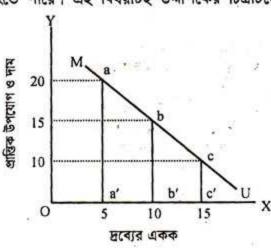
ক কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলে।

ভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে।
অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য ভোগ করলে মোট উপযোগে যে বৃদ্ধি হয় তাকে
প্রান্তিক উপযোগ বলে। যদি ভোক্তা একই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াতে
থাকে তবে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। তবে ভোক্তা
যখন শূন্য থেকে ভোগ বাড়ায় তখন প্রথম পর্যায়ে মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান
হারে বাড়ে, অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। সূতরাং বলা যায়, ভোগের
প্রাথমিক অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে।

প্র উদ্দীপকের আলোকে নিচে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো —

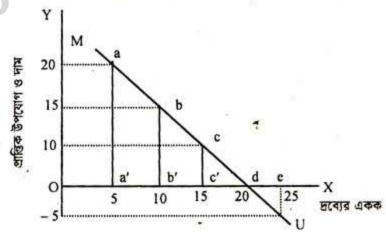
ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক বিধি অনুযায়ী, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি একটি দ্রব্যের যত বেশি পরিমাণ ভোগ করে, তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এমনকি একসময় তা শূন্যও হতে পারে। এই বিষয়টিই উদ্দীপকের চিত্রটিতে

বর্ণনা করা হয়েছে। রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ ও দাম পরিমাপ হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় দ্রব্যের যখন 20 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হলো 5 একক:



প্রান্তিক উপযোগ হলো aa'। দাম কমে যখন 15 টাকা হলো তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে হলো 10 একক, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে হয়েছে bb'। আবার দাম আরও কমে যখন 10 টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে হয় 15 একক এবং প্রান্তিক উপযোগ আরও কমে হয়েছে cc'। সূতরাং এখানে বলা যায়, দাম কমার ফলে কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের যত বেশি পরিমাণ ভোগ করে তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে অর্থাৎ এখানে ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

যা উদ্দীপকের চিত্রের MU রেখাটি ভূমি অক্ষকে ছেদ করে আরও নিচে গমন করলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ উভয়টিই ঋণাত্মক হবে।



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় দ্রব্যের দাম যখন 20 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হলো 5 একক এবং প্রান্তিক উপযোগ হলো aa'। দাম কমে যখন 15 টাকা হলো তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে হলো 10 একক, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে bb' হয়েছে। আবার দাম আরো কমে যখন 10 টাকা হয়েছে তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে 15 একক হয়েছে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ আরো কমে cc' হয়েছে।

এখন দ্রব্যের দাম আরও কমে গেলে দ্রব্যের চাহিদা আরও বেড়ে যাবে এবং প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্যও হতে পারে, যা চিত্রে ৫ বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এরপর যদি দ্রব্যের চাহিদা আরও বাড়ানো হয় তাহলে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম উভয়ই ঋণাত্মক হবে। যা চিত্রের e বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রটির MU রেখাটি যখন ভূমি অক্ষকে ছেদ করে তখন দাম ও প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় আর যখন রেখাটি ভূমি অক্ষকে ছেদ করে নিচে গমন করে তখন দাম ও প্রান্তিক উপযোগ উভয়টিই ঋণাত্মক হয়।

প্রস ১১৯ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দাম (P) (টাকা)	১নং দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (Q _I) একক	২নং দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (Q2) একক
10	50 80	50 5
পরিবর্তন ২০%	60%	10%

/व. ता. '391 am नः o/

- ক, চাহিদা অপেক্ষক কী?
- খ. দামের সাথে বিলাসজাত এবং নিত্যপ্রয়োজীয় দ্রব্যের সম্পর্ক কীরপ হয়?
- গ. উদ্দীপক থেকে উভয় প্রকার দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর মন্তব্য করে। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উভয় প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি নির্বাচন করে
 তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস, বিকল্প দ্রব্যের দাম) থাকলে দ্রব্যের দাম (P) ও চাহিদার (Q) মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তা যখন গাণিতিক উপায়ে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা অপেক্ষক বলে।

ব দামের সাথে বিলাসজাত দ্রব্যের সমমুখী এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে।

বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যকার সম্পর্ক সমমুখী হয়।
কেননা বিলাসজাত দ্রব্য সমাজে ভোক্তার মর্যাদা বৃদ্ধি বা আভিজাত্য
দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এসব দ্রব্যের দাম বাড়লেই ক্রেতা
আরো বেশি ক্রয় করতে চায়। আর অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা
অবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে তার
চাহিদা বৃদ্ধি পায় আর দাম বৃদ্ধি পেলে তার চাহিদা হ্রাস পায়।
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যে এ বিপরীতমুখী
সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

 গ্রন্থার দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার পরিমাণের সাড়া দেওয়ার মাত্রা হলো চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

উদ্দীপকের ১ নং ও ২ নং দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর মন্তব্য করা হলো —

১ নং দ্রব্যের দাম 10 টাকা হতে ৪ টাকা হওয়া অবস্থায় —

$$P_0 = 10, P_1 = 8, \therefore \Delta P = (10 - 8) = -2$$

$$Q_0 = 50$$
, $Q_1 = 80$, $\Delta Q = (80 - 50) = 30$

$$\therefore \ E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{30}{-2} \cdot \frac{10}{50} = \frac{300}{-100} = -3 < 1$$

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম এবং এ রকম চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হয়।

২ নং দ্রব্যের দাম 10 টাকা হতে ৪ টাকা হওয়া অবস্থায় —

$$P_0 = 10, P_1 = 8, :: \Delta P = (10 - 8) = -2$$

$$Q_0 = 50, Q_1 = 5, \therefore \Delta Q = (5 - 50) = -45$$

$$\therefore E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{-45}{-2} \cdot \frac{10}{50} = \frac{-450}{-100} = 4.5 > 1$$

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে বেশি হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয় এবং এ রকম চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হয়।

য উদ্দীপকের আলোকে ১ নং ২ নং দ্রব্যের প্রকৃতি নির্বাচন করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করা হলো —

উদ্দীপকের ১নং দ্রব্যটি হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। কেননা এর স্থিতিস্থাপকতা -3 < 1 নির্দেশ করে। আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম। এ রকম চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। অর্থাৎ যদি দ্রব্যের দাম। একক ফ্রাস পায় তাহলে দ্রব্যের চাহিদা । এর চেয়ে কম বাড়বে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা হয়। কেননা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও চাহিদার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না।

উদ্দীপকের ২নং দ্রব্যটি হলো বিলাসজাতীয় দ্রব্য। কেননা এটি স্থিতিস্থাপকতা 4.5 > 1 নির্দেশ করে। আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা 1 এর চেয়ে বেশি হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয়। এরকম চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমনটা পরিলক্ষিত হয়। বিলাসজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজমান থাকে।

প্রস ▶২০ দেয়া আছে, Q = 12 – 2P

(ज. ता. ५७। अम नः २/

ক. চলক কী?

খ. মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ সর্বদা বৃদ্ধি পায় না— ব্যাখ্যা করো।

- গ. প্রদত্ত সমীকরণ থেকে চাহিদা সূচি তৈরি করে চাহিদা রেখা অংকন করো।
- দ্রব্যের দাম ২ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ টাকা হলে
 স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চলক হলো এমন কতগুলো রাশি যা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে। সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকের বর্ণগুলো চলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন— P, Q, R, X, Y, Z তবে অন্য ভাষার বর্ণও চলক হতে পারে; যেমন— গ্রিক বর্ণ π, η ইত্যাদি।

আমরা জানি, মোট উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বলা যায়— নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

যেমন— X দ্রব্যের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ বৃন্ধি পেয়ে যথাক্রমে হয় ২০, ২৫, ২৯ ও ৩২ ইউটিল। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ হবে যথাক্রমে ১ম এককে ২০ ইউটিল, ২য় এককে (২৫ — ২০) = ৫ ইউটিল, ৩য় এককে (২৯ — ২৫) = ৪ ইউটিল এবং ৪র্থ এককে (৩২ — ২৯) = ৩ ইউটিল। অর্থাৎ X দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে মোট উপযোগ বৃন্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

প্রশ্নানুযায়ী, প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ থেকে একটি চাহিদা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে নিচে একটি চাহিদা রেখা অজ্জন করা হলো: চাহিদা সমীকরণ: Q = 12 - 2P

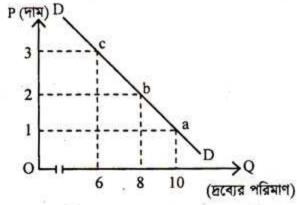
ধরি, P = 1, 2, 3

যখন P = 1, তখন Q = 12 - 2(1) = 10 একক।

যখন P = 2, তখন Q = 12 - 2(2) = 08 একক।

যখন P = 3, তখন Q = 12 - 2(3) = 06 একক।

চিত্রে ভূমি অক্ষে
(Q) দ্রব্যের
পরিমাণ এবং লম্ব
অক্ষে (P) দ্রব্যের
দাম নির্দেশ করা
হয়েছে। সূচি



এবং P=3 হলে Q=06 (বিন্দু c) হয়। এখন P ও Q সমন্বয়সূচক a, b ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে DD চাহিদা রেখাটি টানা হলো। এটিই প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

য় দ্রব্যের দাম ২ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ টাকা হলে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যটি হলো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P₀) 2 টাকা এবং পরিবর্তিত দাম (P₁) 3 টাকা হওয়া অবস্থায়

 $P_0=2$ হলে; প্রাথমিক চাহিদা (Q_0) হয়: $Q_0=12-(2\times 2)=8$ একক। $P_1=3$ হলে; পরিবর্তীত চাহিদা (Q_1) হয়: $Q_1=12-(2\times 3)=6$ একক। এক্ষেত্রে, $\Delta P=(P_1-P_0)=(3-2)=1$ টাকা।

 $\Delta Q = (Q_1 - Q_0) = (6 - 8) = -2 \text{ Upoly}$

এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Ed) এর সূত্রানুযায়ী:

চাহিদার স্থিতিস্থাপক (E_d) = $\frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}$ $\frac{\text{চাহিদা পরিবর্তন }(\Delta Q)}{\text{প্রাথমিক বা মূল চাহিদা }(Q)}$ $\frac{\text{প্রাথমিক বা মূল চাহিদা }(Q)}{\text{প্রাথমিক বা মূল দাম }(P)}$ $\frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$ $= \frac{-2}{1} \cdot \frac{2}{8} \left[\text{সূত্রে মান বসিয়া}\right]$ $= \frac{-1}{2} = \frac{1}{2} < 1$

[ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে।

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়; অন্য কথায় দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন কম হয়। এরকম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এখানে দামের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলেও চাহিদার পরিবর্তন হয় খুবই সামান্য। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এরকম হয়। অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা হয় অস্থিতিস্থাপক। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যটি হলো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় বা স্বাভাবিক দ্রব্য।

প্রশ় ▶২১ নিম্নে বাজার ভারসাম্যের একটি কাল্পনিক তালিকা দেয়া হলো:

দ্রব্যের দাম (P) (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Qd) (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (Qd) (কেজি)
٥.	80	২০
2	೨೦	೨೦
9	২০	80
8	70	60

/जा. त्या. '361 अत्र नर a/

ক. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে?

 খ. দাম স্থির থেকে রুচির পরিবর্তন হলে চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে?

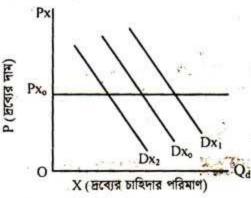
গ. উপরোক্ত উদ্দীপকে ১ টাকা দামে এবং ৩ টাকা দামে কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় প্রতিটি দাম স্তরে যোগান ২০ একক করে হ্রাস পেলে ভারসাম্যের ওপর কীর্প প্রভাব পরিলক্ষিত হবে? ব্যাখ্যা করো।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

বাজার ভারসাম্য বলতে বাজারে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণকে বোঝায়। বাজারের দুটি প্রধান চলক চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এ অবস্থাকে বাজার ভারসাম্য বলে। বা দাম স্থির থেকে রুচির পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা রেখা ডানে ও বামে স্থানান্তরিত হবে।

চিত্রে ধরা যাক, Dx_o
হলো X দ্রব্যের
প্রাথমিক চাহিদা রেখা।
দাম স্থির (Px_o) থেকে
রুচির পরিবর্তনের দরুন
চাহিদা বাড়লে চাহিদা রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়ে Dx₁ হতে পারে। আবার দাম স্থির (P_o)



থেকে রুচির পরিবর্তনের দর্ন চাহিদা কমে গেলে চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়ে Dx_2 হতে পারে।

উপরিউক্ত উদ্দীপকে ১ টাকা দামে ও ৩ টাকা দামে দ্রব্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটবে এবং বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। বিবেচ্য দ্রব্যটির ২ টাকা দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয়। এ অবস্থায় বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং দাম কিংবা পরিমাণ পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা থাকে না। এখন ধরা যাক, কোনো কারণে দাম ২ টাকা থেকে কমে ১ টাকা হলো। এ অবস্থায় দ্রব্যটির চাহিদা হয় ৪০ কেজি যখন তার যোগান হয় ২০ কেজি। এক্ষেত্রে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হওয়ায় ক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যটি পাওয়ার প্রতিযোগিতার দরুন দাম উর্ধ্বমুখী হবে। এ অবস্থায় বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দেবে এবং দাম ও পরিমাণ পরিবর্তনের প্রবণতা থাকবে।

আবার কোনো কারণে দ্রব্যটির দাম ২ টাকা থেকে বেড়ে ৩ টাকা হলে তখন চাহিদা হবে ২০ কেজি এবং যোগান হবে ৪০ কেজি। এক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়ে পড়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করার প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। এর ফলে দাম নিম্নমুখী হবে। এ অবস্থাতেও বাজারে অস্থিতিশীলতা ঘটবে। সূতরাং বলা যায়, ১ টাকা দামে এবং ৩ টাকা দামে বাজারে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং তখন দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ পরিবর্তনের প্রবণতা থাকবে।

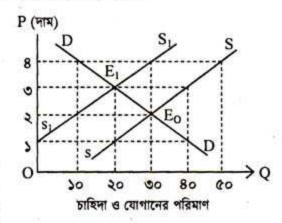
উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় প্রতিটি দামস্তরে যোগান ২০ একক
করে প্রাস পেলে উক্ত নতুন তালিকাটি হবে নিমন্ত্রপ—

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ [†] (Q _d) (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (Q,) (কেজি)	-
, ,	80	0	
ર	೨೦	20	
9	- \$0	२०	
8	-30	90	

উদ্ধিখিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি দামস্তরে যোগান ২০ একক করে ব্রাস পাওয়ায় দ্রব্যের দাম ১ টাকায় যোগানের পরিমাণ ০ একক, তেমনি ২, ৩ ও ৪ টাকা দামে যথাক্রমে যোগান হয় ১০, ২০, ও ৩০ একক।

এখন উপরিউক্ত তালিকার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের উপর যে প্রভাব পড়ে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—

যোগান অপরিবর্তিত
অবস্থায় চাহিদা রেখা
DD ও যোগান রেখা
SS অজ্জ্বন করা
হয়েছে। DD ও SS
রেখা পরস্পরকে E₀
বিন্দুতে ছেদ করায়
সেখানে ভারসাম্যে দাম
২ টাকা ও পরিমাণ ৩০
কেজি নির্ধারিত হয়েছে।



এখন প্রশ্নানুসারে চাহিদা প্রদত্ত অবস্থায় প্রতিটি দামে যোগানের পরিমাণ ২০ কেজি করে দ্রাস করা হলো। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে নতুন যোগান রেখা S_1S_1 অজ্জন করা হলো। এখন চিত্রে দেখা যায়, নতুন যোগান রেখা S_1S_1 অপরিবর্তিত চাহিদা রেখা DD কে E_1 বিন্দৃতে ছেদ করে। এখানে চাহিদা ও যোগান সমান হওয়ায় ভারসাম্য দাম ৩ টাকা ও পরিমাণ ২০ কেজি নির্ধারিত হয়। ভারসাম্য দাম বাড়ে ১ টাকা ও পরিমাণ কমে ১০ কেজি। সূতরাং বলা যায়, প্রতিটি দামস্ভরে যোগান ২০ একক করে শ্রাস পেলে।

প্রশ্ন > ২২ চাহিদা সমীকরণ: D = ২০ - ২P
যোগানের সমীকরণ: S = -8 + ২P
এখানে P = দাম, D = চাহিদার পরিমাণ, S = যোগানের পরিমাণ।

ক. প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝ?

খ. 'দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা সমমুখীন'- ধারণাটি বুঝিয়ে লেখো।

/जा. त्वा. '५७ । अञ्च नः २/

- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা সমীকরণ হতে চাহিদা রেখা অভকন করো।
- ঘ. দাম যখন ৪ টাকা হয়, তখন উদ্দীপকের আলোকে বাজারে কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা ব্যাখ্যা করো।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

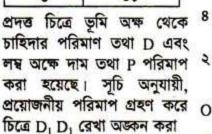
- ক কোনো দ্রব্য বা সেবার অতিরিক্ত একক ভোগ করলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
- বৈদনন্দিন জীবনে কেনা-কাটার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, কোনোদ্রব্য বা সেবার দাম বাড়লে তার যোগানের পরিমাণ বাড়ে। দাম মুনফা
 বাড়ায় এমনটি হয়। আবার কোনো দ্রব্য বা সেবার দাম কমলে তার
 যোগানের পরিমাণ কমে। দাম কমলে মুনাফা কমে যায় কিংবা ক্ষতি হয়
 বলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, দামের সাথে যোগানের
 পরিমাণের সম্পর্ক রয়েছে। আর এ সম্পর্ক হলো প্রত্যক্ষ বা সমমুখী।
- প্র প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কনের জন্য দাম (P) এর বিভিন্ন মানে চাহিদার পরিমাণ (D) নির্ণয় করে একটি চাহিদা সূচি তৈরি করা হলো। পরে তার ভিত্তিতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো।

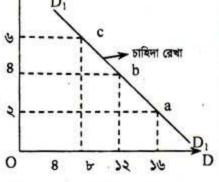
$$P = 8$$
 হলে $D = 20 - 2(8) = 22$

$$P = 4$$
 হলে $D = 20 - 2(4) = 0$ ৮

এখন P ও D এর বিভিন্ন মানে যে চাহিদা সূচি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

P (টাকায়)	D (এককে)
2	১৬
8	25
৬	. 02.





হয়। এটিই হলো উল্লিখিত চাহিদা সমীকরণ হতে অভিকত চাহিদা রেখা।

য বিবেচ্য দ্রব্যটির দাম যখন ৪ টাকা হয় তখন বাজারে কী ধরনের প্রভাব পরে তা বিবেচনার জন্য প্রথমে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় :

$$D = S$$

P = 6 টাকা অকম্থায়, D = 20 - 2P = 20 - 2(6) = 6 একক। S = -8 + 2P = -8 + 2(6) = 6 একক।

সুতরাং বলা যায়, P = 8 টাকা হওয়ার পূর্বে বাজার ভারসাম্য অবস্থায় ভারসাম্য দাম ৬ টাকা এবং পরিমাণ ছিল ৮ একক। এখন দাম তথা P = 8 টাকা হলে:

$$D = 20 - 2(8) = (20 - b) = 32$$
 একক হয়।
 $S = -8 + 2(8) = -8 + b = 8$ একক হয়।

এক্ষেত্রে D > S হওয়ায় অনেক ক্রেতাই দ্রব্যটি ক্রয় করতে পারবে না।
তাদের মধ্যে কেউ কেউ চাহিদা পূরণের স্বার্থে ৪ টাকা থেকে কিছুটা
বেশি দাম দিয়ে হলেও দ্রব্যটি পেতে চাইবে। এর ফলে বাজারে দাম
বাড়ার প্রবণতা দেখা দিবে এবং এক অস্থিতিশীল পরিস্থতির সৃষ্টি
হবে। দাম বাড়া রোধ এবং অস্থিতিশীল বাজার পরিস্থিতি তখনই দূর
হবে যখন দাম বেড়ে ৬ টাকা হবে।

প্রস় ▶২৩ বিভিন্ন দামে লেবুর চাহিদা ও যোগান সূচি নিম্নরূপ:-

দাম (টাকায়)	মোট চাহিদা (একক)	মোট যোগান (একক)
2	৯০	೨೦
8	৬০	৬০
৬	90	৯০

/मि. त्वा. '३७ । अत्र नः २/

ক, প্রান্তিক উপযোগ কী?

- খ. চাহিদার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দুটি উপাদানের ব্যাখ্যা দাও।২
- গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে চিত্রের সাহায্যে লেবুর ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রে দেখাও।
- ঘ, লেবুর দাম ও চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগান যথাক্রমে ৪০, ৭০ এবং ১০০ একক হলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে তা চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

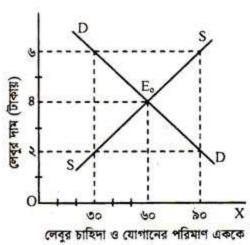
কানো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

থ কোনো দ্রব্যের চাহিদার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দুটি উপাদান হলো: ১. দ্রব্যের নিজম্ব দাম ২. ক্রেতার, আয়।

দ্রব্যের নিজস্ব দামের ওপর চাহিদা বহুলাংশে নির্ভরশীল। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে, আবার দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে; অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক ঋণাত্মক। আবার, আয়ের সাথে চাহিদার পরিমাণের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর ভোক্তার আয় ব্রাস পেলে দ্রব্যের চাহিদা ব্রাস পায়।

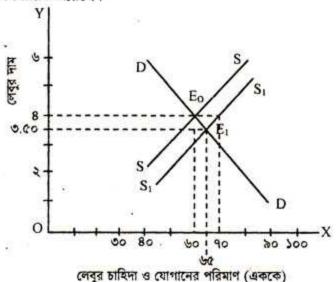
া উদ্দীপকের সূচিতে বিভিন্ন দামে লেবুর চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে লেবুর ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো: চিত্রে, ভূমি অক্ষে লেবুর মোট চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে তার দাম পরিমাপ করা হয়েছে। প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে লেবুর বাজার চাহিদা রেখা DD ও বাজার যোগান রেখা SS অঙকন করা হয়েছে।

চিত্রে দেখা যায়, ২ টাকা
দামে লেবুর চাহিদা (D) হয়
৯০ একক এবং লেবুর
যোগান (S) হয় ৩০
একক। এক্ষেত্রে লেবুর
চাহিদা, লেবুর যোগান
অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ D>S
হওয়ায় দাম বাড়বে এবং তা
অনির্ধারিত থেকে যাবে।
আবার, ৬ টাকা দামে লেবুর



চহিন ৩০ একক এবং লেবুর যোগদান ৯০ একক। এখানে লেবুর যোগান, লেবুর চাহিদা অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ, S>D হওয়ায় দাম কমবে ও তা অনির্ধারিত থেকে যাবে। কিন্তু চিত্রের Eo বিন্দুতে যখন লেবুর দাম ৪ টাকা হবে তখন লেবুর চাহিদা ও যোগান উভয়ই ৬০ একক অর্থাৎ D = S হওয়ায় দাম বাড়া কিংবা কমার প্রবণতা থাকবে না ও তা স্থিতিশীল হবে। এটি হবে নির্ধারিত ভারসাম্য দাম; আর এ দাম ভারসাম্য পরিমাণ হবে ৬০ একক।

লবুর দাম ও চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগান যথাক্রমে ৪০, ৭০ এবং ১০০ একক হলে ভারসাম্য দাম কমবে এবং পরিমাণ বাড়বে। প্রথমে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে লেবুর বিভিন্ন দামে তার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো। চিত্রে দেখা যায়, লেবুর চাহিদা রেখা DD ও যোগান রেখা SS পরস্পর Eo বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য দাম ৪ টাকা ও পরিমাণ ৬০ একক নির্ধারিত হয়েছে।



চিত্র: ভারসাম্যের ওপর যোগান বৃদ্ধির প্রভাব

এখন দাম ও চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে লেবুর যোগান যথাক্রমে ৪০, ৭০ ও ১০০ একক হলে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণপূর্বক নতুন যোগান রেখা S₁S₁ অভকন করা হলো। চিত্রে দেখা যায়, S₁S₁ রেখা DD রেখাকে E₁ বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে চাহিদা ও যোগান সমান হয় এবং ভারসাম্য দাম ৩.৫০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ৬৫ একক নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম কমে ও পরিমাণ বাডে।

প্রশ় > ২৪ নিম্নে একজন ভোক্তার একটি উপযোগ সূচি দেয়া আছে:

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ
প্রথম একক	১০ একক
দ্বিতীয় একক	১৮ একক
তৃতীয় একক	২২ একক
চতুৰ্থ একক	২৪ একক
পঞ্চম একক	২৪ একক
ষষ্ঠ একক	২২ একক

कि. ता. १७१ वस मह र

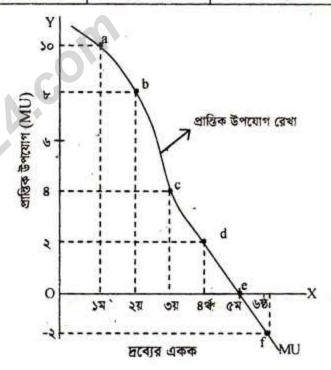
- ক, যোগান বিধি কী?
- খ. চাহিদা বিধি কি সর্বদা কার্যকর? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উপরোক্ত উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অডকন করো।
- ঘ. উপরোক্ত উদ্দীপকে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর কিনা— মূল্যায়ন করো।

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিধির সাহায্যে দাম ও যোগানের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়, তাকে যোগান বিধি (Law of Supply) বলে। বা চাহিদা বিধি (Law of Demand) সর্বদা কার্যকর হয় না।
সাধারণত চাহিদা বিধিতে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে বিপরীত
সম্পর্ক বিদ্যমান তা প্রকাশ পায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা বিধির
ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন— গিফেন দ্রব্য ও বিলাসজাতদ্রব্যের
ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। এক্ষেত্রে
চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

কানো দ্রব্যের ভোগের (Consumption) পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের মোট উপযোগের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) বলে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অন্তকন করা হলো—

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (একক)
প্রথম একক	১০ একক	20
দ্বিতীয় একক	১৮ একক	03-
তৃতীয় একক	২২ একক	- 08
চতুর্থ একক	২৪ একক	०२
পঞ্চম একক	২৪ একক	00
ষষ্ঠ একক	২২ একক	-03



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা হয়েছে। সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে MU রেখা অঙকন করা হয়েছে। এটিই হলো উদ্দীপকের সূচির আলোকে অঙকিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

য উপরিউক্ত উদ্দীপকে ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর কিনা তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

উপযোগ সূচি

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (একক)
১ম	30	30
২য়	72	р.
৩য়	22	8
৪র্থ	₹8	2
৫ম	28	0
৬ষ্ঠ	રર	-2

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো ভোক্তা যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে তখন দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ ভোক্তার নিকট ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের (Alfred Marshall) মতে, 'কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের মজুদ বৃন্ধির ফলে যে বাড়তি উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃন্ধির সাথে সাথে ক্রমশ প্রাস পায়।' যেমন সূচিতে দেখা যায়, ভোক্তা বিবেচ্য দ্রব্যটির ১ম একক হতে ১০, ২য় একক হতে ৮, ৩য় হতে ৪, ৪র্থ একক হতে ২, ৫ম একক হতে ০ এবং ৬ষ্ঠ একক হতে (—) ২ একক পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্য ভোগের একক বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ বাড়ে, তবে তা ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে। এতে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ প্রাস পায়। প্রান্তিক উপযোগ প্রাস পেয়ে ৫ম এককে তা শূন্য হয় এবং ৬ষ্ঠ এককে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

সূতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ (Law of Diminishing Marginal Utility) বিধিটি কার্যকর।

প্রা > ২৫ X ও Y দ্রব্যের কাল্পনিক চাহিদা সূচি নিম্নরূপ:

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
2	. ৬
9	8

Y দ্ব্য

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
2	৬
9	3

क्. ता. ५७। वश नः ७/

- ক. আয় স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দাও।
- খ. সময় ও আবহাওয়া কীভাবে কোনো দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করে?
- গ. X দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণটি নির্ণয় করো।
- ঘ. স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র ক্রেতা বা ভোক্তার আর্থিক আয়ের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন ঘটে তার অনুপাতকৈ আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity) বলে।

বিষয় দারা প্রভাবিত হয় তার মধ্যে সময় ও আবহাওয়ার পরিবর্তন অন্যতম।

সময়ের ওপর যোগান নির্ভরশীল। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) ও স্থিতিস্থাপক (elastic) প্রকৃতির হয়ে থাকে। সময়ের পাশাপাশি যোগান আবহাওয়ার ওপরও নির্ভরশীল। অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে দ্রব্যের বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে যোগানও বৃদ্ধি পায়। আবার প্রতিকূল আবহাওয়া তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়, অর্থাৎ যোগানও হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে নিম্নোক্ত উপায়ে X দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ গঠন করা যায়:

দেওয়া আছে, দ্রব্যের প্রাথমিক দাম যখন ২ টাকা, তখন এটির চাহিদার পরিমাণ ৬ একক। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৩ টাকা হলে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ ৪ একক হয়।

এমতাবস্থায় চাহিদা সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে:

$$\frac{Q_{d} - Q_{1}}{Q_{1} - Q_{2}} = \frac{p - p_{1}}{p_{1} - P_{2}}$$

যেখানে Qd = দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ,

Q1 = প্রাথমিক চাহিদা পরিমাণ = ৬,

Q2 = পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ = 8, P = দ্রব্যের দাম,

 $P_1 =$ প্রাথমিক দাম = ২ ও $P_2 =$ পরিবর্তিত দাম = ৩

এখন চাহিদা সমীকরণে প্রদত্ত মানগুলো বসিয়ে পাওয়া যায়:

$$\frac{Q_d - b}{b \times 8} = \frac{p - \lambda}{\lambda \times 0}$$
at
$$\frac{Q_d - b}{\lambda} = \frac{p - \lambda}{\times \lambda}$$
at
$$-Q_d + b = \lambda P - \delta$$
at
$$-Q_d = \lambda P - \lambda 0$$
at
$$Q_d = \lambda 0 - \lambda P$$

∴ নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ হলো: Q_d = ১০ – ২P

য স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করার জন্য প্রথমে দ্রব্য দুটির স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা প্রয়োজন। (১) X দ্রব্যের দাম ২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ টাকা হলে:

$$P=2$$
, $p_1=0$.. $\Delta P=P_1-P=(0-2)=3$ $Q=6$, $Q_1=8$.. $\Delta Q=Q_1-Q=(8-6)=-2$ এখানে,

 $\Delta P = HINA MARTON$

 ΔQ = চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (Elasticity of Demand) সূত্রানুযায়ী,

$$E_{d} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$= \frac{2}{6} \cdot \frac{\times 2}{3}$$
 [সূত্রে মান বসিয়ে]
$$= \frac{\times 2}{9}$$

= 💐 < ১ [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

(২) Y দ্রব্যের দাম ২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ টাকা হলে:

$$P=\xi$$
, $p_1=\emptyset$ \therefore $\Delta P=P_1-P=(\emptyset-\xi)=\xi$ $Q=\emptyset$, $Q_1=\xi$ \therefore $\Delta Q=Q_1-Q=(\xi-\xi)=-\emptyset$ এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্রানুযায়ী

$$E_{d} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$= \frac{2}{6} \cdot \frac{\times @}{2} = \times \frac{@}{6}$$

 $=\frac{c}{c}>$ ১ [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। এরকম চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হয়। এক্ষেত্রে X দ্রব্যের চাহিদা ১ এর চেয়ে কম হওয়ায় তার চাহিদা হয় অস্থিতিস্থাপক। দ্রব্যটি তাই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। আবার, কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে বেশি হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয়। এরকম চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হয়। এক্ষেত্রে Y দ্রব্যের চাহিদা ১ এর চেয়ে বেশি হওয়ায় তার চাহিদা হয় স্থিতিস্থাপক। দ্রব্যটি তাই বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রশ ▶২৬ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
ъ	. ৩০০	900
æ	000	600
9	800	900

/य. त्वा. '36 I अत्र नः २/

- ক, চাহিদা বিধি কী?
- দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা বিধির ওপর কী প্রভাব পড়বে?
- গ, সূচির আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রে দেখাও।
- ঘ. উদ্দীপকে যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিটি দামের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক করে বাড়লে ভারসাম্য অবস্থার কী পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা করো।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে চাহিদা বিধি (Law of Demand) বলে।

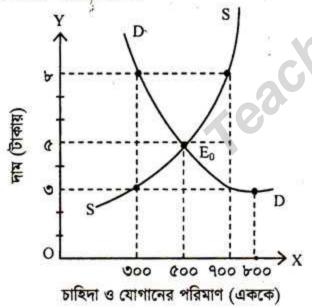
থ দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

চাহিদা বিধি অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত (ভোক্তার আয়, ভোক্তার রুচি, সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা) থাকা অবস্থায় দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। তাই দাম স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদাও অপরিবর্তিত থাকার কথা। কিন্তু দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে তার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার দরুন সে বেশি ক্রয় করবে। সেক্ষেত্রে দাম স্থির থাকা সত্ত্বেও ভোক্তার কাছে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নিচের চিত্রে দেখানো হলো—

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ও OY অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। সূচিতে প্রদন্ত মানের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা (DD) ও যোগান রেখা (SS) অভকন করা হলো।

প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ৮ টাকা হলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৩০০ একক ও ৭০০ একক। এক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণের চেয়ে যোগানের পরিমাণ বেশি।



আবার দাম যখন ৩ টাকা তখন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হয় যথাক্রমে ৮০০ একক ও ৩০০ একক। এক্ষেত্রে যোগানের পরিমাণের চেয়ে চাহিদার পরিমাণ বেশি। কিন্তু দাম ৫ টাকা হলে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান উভয়ই ৫০০ একক অর্থাৎ সমান। তাই এ অবস্থায় দ্রব্যের দাম কমবেও না, বাড়বেও না; তা স্থিতিশীল হবে। চিত্রানুযায়ী, E_0 বিন্দু ভারসাম্য অবস্থা নির্দেশ করে। কেননা E_0 বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান রেখা একে অপরকে ছেদ করেছে। এ ছেদ বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান। ফলে ভারসাম্য দাম ৫ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ৫০০ একক। এভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিটি দামের ক্ষেত্রে
চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক করে বাড়লে ভারসাম্য অবস্থার যে
পরিবর্তন ঘটবে নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

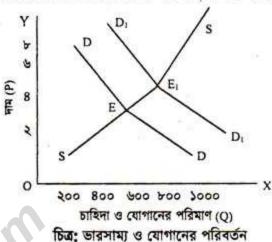
যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিটি দামের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক করে বাড়লে প্রদত্ত সূচিটি হয়—

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
ъ	800	900
æ	900	(00
9	०००	900

প্রদত্ত সূচির আলোকে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে

(OY) দ্রব্যের দাম
দেখানো হয়েছে।
SS ও DD যথাক্রমে
প্রাথমিক যোগান ও
চাহিদা রেখা এবং
ভারসাম্য বিন্দু হলো
E। যোগান
অপরিবর্তিত
অবস্থায় চাহিদা
রুদ্ধি পেলে চাহিদা
রেখা হয় D₁D₁
এবং ভারসাম্য



অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে E, হয়। এভাবে যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার পরিবর্তনে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ যোগানের পরিবর্তন না হলে, প্রতিটি দামের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ভানদিকে স্থানান্তরিত হয় এবং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই পরিবর্তিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।

[5. ता. '361 अम मर 8]

क. ठलक की?

খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. দাম বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের ওপর কীর্প প্রভাব পড়বে?
 তোমার মতামত দাও।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে রাশ্ বা প্রতীক একই মানে অবস্থান না করে ভিন্ন ভিন্ন মান ধারণ করতে পারে তাকে চলক (Variable) বলে।

য দাম অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে।

আয় বাড়লে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার দরুন চাহিদা বাড়ে। আবার আয় কমলে তার ক্রয়ক্ষমতা কমার কারণে চাহিদা কমে। তাছাড়া আয় পরিবর্তিত হলে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও ফ্যাশন বদলায়। সে ক্ষেত্রে তার চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। আবার কোনো সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা বাড়ে। এভাবেই আয় চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

প উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণের ভিত্তিতে নিম্নরূপভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো-

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা (Qd) ও যোগান (Qs) পরস্পর সমান হয়। সূত্রাং ভারসাম্য অবস্থায়,

$$Qd = Qs$$

বা, 50 – 10P = 10 + 10P [সূত্রে মান বসিয়ে]

$$41$$
, $-10P - 10P = 10 - 50$

 $\overline{P} = 2$, এটি হলে ভারসাম্য দাম।

এখন \overline{P} এর মান প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

 \therefore Qd = Qs = \overline{Q} = 30

.: ভারসাম্য দাম হলো, 2 টাকা

এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো 30 একক।

য় উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ Qd = 50-10P এবং যোগান সমীকরণ Qs = 10 + 10P এর প্রেক্ষিতে ভারসাম্য দাম $\overline{P} = 2$ ও পরিমাণ $\overline{Q} = 30$ নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় দাম বৃদ্ধি পেল; ধরা যাক, দাম বৃদ্ধি পেয়ে 4 টাকা হলো। এখন P = 4 চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসালে Qd ও Qs এর মান হবে নিম্নরূপ:

এ অবস্থায় Qd ≠ Qs হওয়ায় বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে না; বরং তাতে বাজার ভারসাম্য পরিস্থিতি বিদ্নিত হবে। ফলে বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দিবে। যেমন 4 টাকা দামে চাহিদা থেকে যোগান যথেষ্ট বেশি হওয়ায় অনেক বিক্রেতারই দ্রব্য অবিক্রিত থেকে যাবে। এ অবস্থায় কিছুটা কম দাম হলেও তারা তাদের অবিক্রিত দ্রব্য বিক্রিকরতে চাইবে। বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম কমে 2 টাকা হলে বাজারে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, দাম বৃদ্ধি পেলে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে, যার ফলে দাম ও পরিমাণ উভয়ই অনির্ধারিত থেকে যাবে।

প্ররা ⊳২৮ ধরা যাক,

$$Q_{\rm S} = -30 + 4{
m p}$$
 $Q_{\rm S} =$ যোগানের পরিমাণ $Q_{\rm d} = 20 - 6{
m P}$ $Q_{\rm d} = {
m p}$ চাহিদার পরিমাণ, $P = {
m p}$ দাম /ব. বে. ১৬ ব প্রশ্ন নং ২/

ক. ধ্ৰবক কী?

খ. রেখার ঢাল বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমীকরণছয়ের আলোকে ভারসাম্য পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. এক্ষেত্রে দাম ১২ টাকা হলে ভারসাম্য অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণিতশাস্ত্রে যেসব রাশি বা প্রতীকের মান পরিবর্তিত হয় না তথা অপরিবর্তিত থাকে তাকে ধুবক (Constant) বলে।

থ একটি রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল (Slope) বলতে ঐ বিন্দু থেকে স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে বোঝায়।

অর্থাৎ রেখার ঢাল = নির্ভরশীল চলকের পরিবর্তন স্বাধীন চলকের পরিবর্তন

সাধারণত স্বাধীন চলককে ভূমি অক্ষে এবং নির্ভরশীল চলককে লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হয়। সূতরাং, একটি সরলরেখা বরাবর লম্ব অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই হলো ঐ রেখার ঢাল।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত সমীকরণদ্বয়ের আলোকে নিম্নর্পভাবে ভারসাম্য পরিমাণ নির্ণয় করা যায়:

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ (Qd) ও যোগানের পরিমাণ (Qs) পরস্পর সমান হয়; অর্থাৎ বাজার ভারসাম্য অবস্থায়,

এখন P এর মান প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$Qd = 20 - 6P$$
 এবং $Qs = -30 + 4P$
 $= 20 - 6(5)$ $[\overline{P}$ এর মান বসিয়ে] $= -30 + 4(5)$
 $[\overline{P}$ এর মান বসিয়ে]
 $= 20 - 30$
 $= -10$
 $= -10$

∴ Qd = Qs = Q = −10 = 10 [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

∴ ভারসাম্য পরিমাণ (Q) = 10 একক।

তাহিদা সমীকরণ (Qd) = 20 - 6P এবং যোগান সমীকরণ (Qs) = -30 + 4P প্রদত্ত অবস্থায় ভারসাম্য দাম $\overline{P} = 5$ ও ভারসাম্য পরিমাণ $\overline{Q} = 10$ একক নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন কারণে বাজার ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। তখন দামেরও পরিবর্তন ঘটে। এখন যদি P = 12 টাকা হয়, তবে Qd ও Qs-এর মান দাঁড়ায় নিম্নর্প:

এক্ষেত্রে Qd ≠ Qs হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হবে না; বরং তাতে বাজার ভারসাম্য পরিস্থিতি বিদ্নিত হবে এবং বাজার অস্থিতিশীল (Unstable Market) হয়ে উঠবে। যেমন- দাম 12 টাকা হলে যোগান থেকে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় বহু ক্রেতারই চাহিদা অপূর্ণ থেকে যাবে। এ অবস্থায় কিছুটা বেশি দাম দিয়ে হলেও তারা দ্রব্যটি কিনতে চাইবে। ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম বাড়বে এবং বাজারে দ্রব্যের দামে অভারসাম্য দেখা দিবে। এ অবস্থায় দাম ও পরিমাণ উভয়ই অনির্ধারিত থেকে যাবে।

প্রনা >২৯ বাজারে আলুর দাম 8 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ২০ একক এবং মোট ব্যয় ৮০ টাকা। বাজারে নতুন আলু উঠায় আলুর দাম ৩ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ৪০ একক এবং মোট ব্যয় ১২০ টাকা।

/व. त्वा. २०३७। श्रम नः ७/

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী?

খ. মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন?
গ. আলুর দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

ঘ, তথ্য বিশ্লেষণ করে স্থিতিস্থাপকতার ওপর মন্তব্য করো।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে মাত্রা বা হারে পরিবর্তিত হয় তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity) বলে।

য স্থিতিস্থাপক চাহিদার (Elasticity of Demand) ক্ষেত্রে দ্রব্যের দামের সামান্য পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয়। মূল্যবান দ্রব্য সাধারণত ধনী লোকেরাই বেশি ক্রয় করে। তবে মধ্যবিত্তের

¹ স্থিতিস্থাপক দ্রব্য হলো- সৌখিন আসবাবপত্র, ফ্রিজ, কম্পিউটার, দামি মোটরগাড়ি ইত্যাদি।

লোকদেরও তা ক্রয়ের ইচ্ছা থাকে, যদিও এমনটি করার জন্য তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনেক সময় থাকে না। যখন এরকম দ্রব্যের দাম কমে তখন ধনী ও মধ্যবিত্তের লোক মিলে তা বেশি করে ক্রয়। অর্থাৎ এসব দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা অধিক ফ্রাস পায় এবং দাম ফ্রাস পেলে চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা হয় স্থিতিস্থাপক।

া চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার (E_P) সূত্রানুযায়ী নিচে আলুর 'দাম স্থিতিস্থাপকতা' নির্ণয় করা হলো:

আমরা জানি, দাম স্থিতিস্থাপকতা (Ep) এর সূত্র নিম্নরূপ:

$$E_P = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$
 [যেখানে, $Q =$ প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ; $P =$ প্রাথমিক দাম, $\Delta Q =$ চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন, $\Delta P =$ দামের পরিবর্তন)

এখন সূত্রানুযায়ী নিম্নাক্তভাবে E_P বের করা হলো: উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, আলুর প্রাথমিক দাম (P)=8 টাকা ও পরিবর্তিত দাম $(P_1)=9$ টাকা

া দামের পরিবর্তন (ΔP) = (৩ - 8) = -3 আবার, আলু প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ (Q) = ২০ একক ও পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ (Q_1) = ৪০ একক

∴ চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (△Q) = (80 – ২০) = ২০ এখন সূত্রে মান বসিয়ে পাওয়া যায় :

$$E_{P} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{8}{20} \cdot \frac{20}{-3}$$

$$= -8$$

= 8 [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

আলুর দাম স্থিতিস্থাপকতা হলো 8।

উদ্দীপকটির তথ্য থেকে জানা যায়, আলুর দাম ৪ টাকা হলে, তার চাহিদার পরিমাণ হয় ২০ একক। তা ক্রয়ের জন্য মোট ব্যয় হয় ৮০ টাকা। আলুর দাম কমে ৩ টাকা হলে তার চাহিদা বেড়ে হয় ৪০ একক। এখন তা ক্রয়ের জন্য মোট ব্যয় হয় ১২০ টাকা। এ অবস্থায় আলুর দাম পরিবর্তনের ফলে তার জন্য ক্রেতার মোট ব্যয় পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আলুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর মন্তব্য করা যায়। আমরা জানি, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪)

আমরা জানি, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪) প্রদন্ত চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের মোট ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী, 'কোনো দ্রব্যের দাম কমার ফলে তা ক্রয়ের জন্য ক্রেতার মোট ব্যয় যদি পূর্বাপেক্ষা বাড়ে তাহলে তাকে এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক বা স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।'

স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম সামান্য কমলে তার চাহিদা পরিমাণে বাড়ে। এক্ষেত্রে আলুর দাম মাত্র ১ টাকা কমায় তার চাহিদা বেড়েছে ২০ একক। সুতরাং আলুর চাহিদা হলো স্থিতিস্থাপক।

প্রা ১০০ নিম্নে X ও Y নামক দুটি পণ্যের দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

X দ্রব্যের দাম (টাকায়)	X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (একক)	Y দ্রব্যের দাম (টাকায়)	Y দ্রব্যের চাহিদা পরিমাণ (একক)
30	200	70	200
ه	250	8	206

कि. ता. २०३७। अप नः २/

- ক. উপযোগ বলতে কী বোঝায়?
- খ. ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে X দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙকন করো।
- ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে x ও Y দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করো।

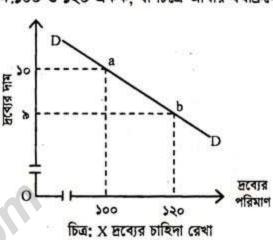
৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে তার উপযোগ বলে।

ভাগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয়।
দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের ভোগ শুরু হওয়ার পর থেকে ভোক্তা ঐ দ্রব্যটির ভোগ যতই বাড়ায় তার ভোগকৃত এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ততই হ্রাস পায়। অন্যকথায়, কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃন্ধির সাথে সাথে তার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। প্রান্তিক উপযোগ রেখা ভোগের এ প্রবণতা প্রকাশ করে। তাই এ অবস্থা কেবল বামনিক থেকে ডাননিকে নিম্নগামী রেখা দ্বারা দেখানো সম্ভব।

া উদ্দীপকের সূচি থেকে নিচে X দ্রব্যের চাহিদা রেখা অজ্জন করা হলো। রেখাচিত্রে ভূমি X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে তার দাম পরিমাণ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, X দ্রব্যের দাম ১০ ও ৯ টাকা হলে তার চাহিদা হয় যথাক্রমে.১০০ ও ১২০ একক, যা চিত্রে আবার যথাক্রমে

a ও b বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত হয়েছে।
এখন দাম ও
চাহিদার পরিমাণ
নির্দেশক a ও b
বিন্দু দুটি যোগ
করে DD রেখাটি
টানা হয়েছে। এটিই
হলো X দ্রব্যের
চাহিদা সূচির
ভিত্তিতে অভিকত
চাহিদা রেখা।



য উদ্দীপক অনুযায়ী, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে X ও Y দুব্যের মধ্যে তুলনা করার জন্য প্রথমে দ্রব্য দুটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হলো।

i. X দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ

দাম ১০ থেকে ৯ টাকা হওয়া অবস্থায়:

$$P = \lambda 0, P_1 = \lambda$$

$$\Delta P = (P_1 - P) = (\delta - \delta \circ) = -\delta$$

$$\Delta Q = (Q_1 - Q) = (\lambda 20 - \lambda 00) = 20$$

এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Ed) এর সূর্ত্র অনুযায়ী—

$$E_d = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$=\frac{50}{500}\times\frac{50}{-5}$$
[সূত্রে মান বসিয়ে]

= - ২ = ২ [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

ii. Y দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ

$$P = 50, P_1 = 8$$

$$Q = 300$$
, $Q_1 = 300$

$$\Delta P = (P_1 - P) = (\delta - \delta \circ) = -\delta$$

$$\therefore \Delta Q = (Q_1 - Q) = (200 - 200) = 0$$

$$\therefore E_d = \frac{P}{Q} \times \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

$$=\frac{700}{70} \times \frac{-7}{6} = \frac{5}{-7}$$

 $=\frac{5}{5}$ [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

এখন X ও Y দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে দ্রব্য দুটির মধ্যে নিম্নোক্তভাবে তুলনা করা যায়:

 কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর অধিক হলে তার চাহিদা হয় স্থিতিস্থাপক; আর দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর কম হলে তার চাহিদা হয় অস্থিতিস্থাপকতা। প্রয় >৩১ চালের বাজারের কাল্পনিক চাহিদা ও যোগান সূচি নিম্নর্প:

চালের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)	
· ·	২০	. 0 ,	
20	20	œ ·	
20	20	70	
২০	a	20	

मि. ता. २०३७। वस नः ७/

- ক, রেখার ঢাল কী?
- খ, চাহিদা রেখা কখন উর্ধ্বগামী হয়?
- . গ. উদ্দীপকের তথ্যানুসারে চালের বাজারের ভারসাম্য অবস্থা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করো।
- ঘ. তালিকায় প্রদত্ত প্রতিটি দামে চালের যোগানের পরিমাণ ১০ কেজি করে বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য অবস্থার ওপর কী প্রভাব পড়বে আলোচনা করো।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

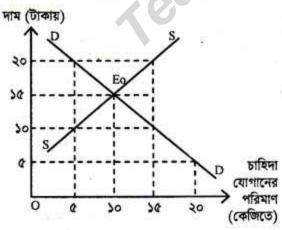
ক্র একটি রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল বলতে ঐ বিন্দু থেকে স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে বোঝায়।

ত্ব চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ক্ষেত্রগুলোতে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

চাহিদা রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকৈ নিম্নগামী হয়। চাহিদা বিধির কার্যকারিতার জন্য এমনটি হয়। তার চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়া সত্ত্বেও ক্রেতা তা অধিক পরিমাণে ক্রয় করে। যেমন— সখের দ্রব্য, দুর্লভ চিত্রকর্ম, মূল্যবান অলংকার ইত্যাদির দাম বাড়লেও ধনী ব্যক্তিরা আভিজাত্য দেখানোর জন্য তা বেশি করে ক্রয় করে। এ অবস্থায় ডানদিকে উর্ধ্বগামী রেখা দ্বারাই দেখানো সম্ভব।

ত্র উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণপূর্বক চিত্র অঙকন করে চালের বাজারের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হলো।

চিত্রে DD ও SS
হলো যথাক্রমে
চালের বাজার
চাহিদা ও যোগান
রেখা। প্রথম
অবস্থায় চালের
দাম ৫ টাকা হলে
চাহিদা ও যোগানের
পরিমাণ হয়
যথাক্রমে ২০ ও ০
কেজি। এক্ষেত্রে



যোগানের চেয়ে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় দাম বাড়াবে এবং তা স্থিতিশীল হবে না। এখন দাম কিছুটা বেড়ে ১০ টাকা হলেও যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হওয়ায় দাম বাড়বে এবং তা স্থিতিশীল হবে না। আবার দাম ২০ টাকা হলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৫ ও ১৫ কেজি। এক্ষেত্রেও চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়ে পড়ায় দাম কমবে এবং স্থিতিশীল হবে না। একমাত্র দাম যখন ১৫ টাকা হবে তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ উভয় ১০ কেজি হওয়ায় চাহিদা ও যোগান সমান হবে। এ দাম বাড়বেও না; আবার কমবেও না। তা স্থিতিশীল হবে। চিত্রে E_0 বিন্দুতে এমন অবস্থা অর্জিত হবে এটি হলো চালের বাজারের ভারসাম্য অবস্থা সেখানে ১৫ টাকা হবে ভারসাম্য দাম এবং ১০ কেজি হবে ভারসাম্য পরিমাণ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় প্রতিটি দামে যোগানের পরিমাণ ১০
কেজি করে বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের ওপর যে ধরনের প্রভাব পড়বে তা
নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

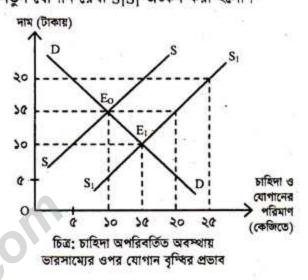
প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনে প্রথমে যোগান অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চাহিদা রেখা DD ও যোগান রেখা SS অঙ্কন করা হয়েছে। DD ও SS

অঙ্কন রেখাদ্বয় পরস্পরকে E_0 বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য দাম ১৫ টাকা ও পরিমাপ ১০ কেজি নির্ধারিত হয়েছে।

এখন প্রশ্নানুসারে, চাহিদা প্রদত্ত অবস্থায় প্রতিটি দামে যোগানের পরিমাণ ১০ কেজি করে বৃদ্ধি করা হলো। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে নতুন যোগান রেখা S₁S₁ অভকন করা হলো।

এখন পরিবর্তিত
চিত্রে দেখা যায়,
নতুন যোগান রেখা
S₁S₁ অপরিবর্তিত
চাহিদা রেখা DD
কে E₁ বিন্দুতে
ছেদ করে। এখানে
চাহিদা ও যোগান
সমান হওয়ায়
নতুন ভারসাম্য
দাম ১০ টাকা ও

পরিমাণ ১৫ কেজি



নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম কমে ও পরিমাণ বাড়ে।

প্রসামত তাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র হিমেলের কোনো একদিনের আইসক্রিম থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য নিচের টেবিল দেওয়া আছে:

আইসক্রিমের	একক	মোট উপযোগ	
2		৪ ইউটি	ोल :
2		৭ ইউটি	ेन -
9		🦿 ৯ ইউটি	ेल
8		৯ ইউটি)ल
. @		৭ ইউটি	ेल

|णका करनज । श्रभ नः २/

0

- ক. অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কী বোঝায়?
- খ্র গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন?
- গ্র উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্য থেকে মোট উপযোগ রেখা আঁক।
- উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্য অর্থনীতির কোন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
 উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে চিত্রসহ তা বিশ্লেষণ করো।

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব মোচনের ক্ষমতাকে বোঝায়।

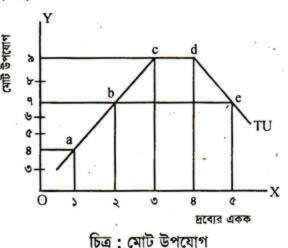
য চাহিদা ও দামের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

মানুষের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছু দ্রব্য রয়েছে, যা ব্যবহার না করলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন- চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি। এরকম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। এই গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়তে পারে এই আশন্তনা থেকে চাহিদা অনেক সময় বেড়ে যায়। আবার দাম কমলে চাহিদাও কমে যায়। অর্থাৎ গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। যার ফলে এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে নিচে মোট উপযোগ (TU) রেখা অভকন করা হলো।

পাশের চিত্রে OX
অক্ষে দ্রব্যের তথা
আইসক্রিমের
একক এবং OY
অক্ষে মোট
উপযোগ দেখানো
হয়েছে। প্রদত্ত
সূচিতে লক্ষ করা
যায়, হিমেল
একটি আইসক্রিম
থেকে ৪ ইউটিল

পাওয়া যায়।

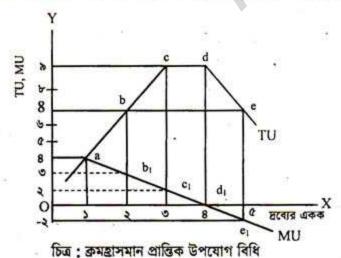


উপযোগ লাভ করে। যা পাশের চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে ২টি, ৩টি, ৪টি ও ৫টি আইসক্রিম থেকে হিমেল মোট উপযোগ লাভ করে যথাক্রমে ৭ ইউটিল, ৯ ইউটিল, ৯ ইউটিল ও ৭ ইউটিল। যা চিত্রের যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন প্রাপ্ত a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উপযোগ রেখা TU

য উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য অর্থনীতির ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে বলা হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে ওই দ্রব্যের মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ ক্রমণ ত্রাস পায়।

আইসক্রিমের একক	মোট উপযোগ (ইউটিল)	প্রান্তিক উপযোগ (ইউটিল)
٥	8	8
. 2	٩	9
9	8	2
8	8	0
¢	٩	-3



উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত উপরের সূচি চিত্রে লক্ষ করা যায়, হিমেলের ১ম আইসক্রিম থেকে প্রাপ্ত প্রাপ্তিক উপযোগ (MU) হলো ৪ ইউটিল। ভোগ বৃদ্ধি করলে ২য় আইসক্রিম থেকে প্রাপ্ত MU হলো (৭-৪) বা ৩ ইউটিল। একইভাবে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম আইসক্রিম থেকে MU হলো যথাক্রমে ২, ০ (শূন্য) ও -২ ইউটিল। অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ (TU) বাড়লেও প্রান্তিক উপযোগ (MU) ক্রমান্তরে কমছে, যা ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে।

প্রসা>৩০ নিচের টেবিলে B দেশের X পণ্যের সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া আছে:

X দ্রব্যের দাম (P _X)	় চাহিদার পরিমাণ (X _D)	্যোগানের পরিমাণ (X _S)
20	೨೦	70
20	২০	২০
೨೦	70	೨೦

|जिका करनज । अन्न नः ७/

ক, রেখার ঢাল বলতে কী বোঝায়?

নত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কেমন হবে?
 ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'X' দ্রব্যের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, দাম ১০ টাকা ও ৩০ টাকা হলে 'X' দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করো।

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রেখার উল্লম্ব ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে রেখার ঢাল বলে।

র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে কম (E_P <
1) হয়।

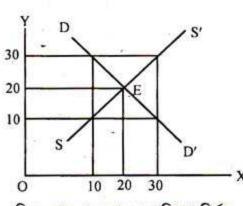
কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার বিশেষ বা তেমন কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন— চাল, ভাল, লবণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ ধরনের স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়। অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের চেয়ে বড়, কিন্তু একের ছোট হয়। যেমন— একটি দ্রব্যের দাম ২০ টাকা থেকে কমে ৫ টাকা হলে চাহিদা ১০০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১০ একক হয়। এক্ষেত্রে,

$$E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = |-0.13| = 0.13 < 1$$

ক্র উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্র অঙকন করে নিচে 'X' দ্রব্যের ভারসাম্য দাম (২০ টাকা) ও পরিমাণ (২০ একক) নির্ণয় করা হলো।

যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও মোগান পরস্পর সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। আর ভারসাম্য দামে নির্ধারিত পরিমাণ হলো ভারসাম্য পরিমাণ।

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে অভিকত পাশের চিত্রে লক্ষ করা যায়, 'X' দ্রব্যের চাহিদা (DD') রেখা এবং যোগান (SS') রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করে। অর্থাৎ E বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান সমান হয়। তাই ভারসাম্য বিন্দু হলো E বিন্দু। এই বিন্দুতে দাম

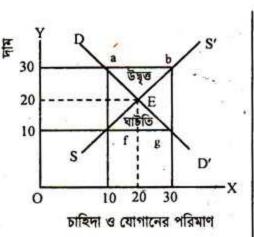


চিত্র: ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়

ও পরিমাণ যথাক্রমে ২০ টাকা ও ২০ একক। অর্থাৎ ২০ টাকা দামে 'X' দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান উভয় ২০ একক তথা সমান হয়। তাই বলা যায়, ভারসাম্য দাম হলো ২০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ২০ একক।

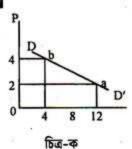
ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী, দাম ১০ টাকা এবং ৩০ টাকা হলে 'X' দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজারে যথাক্রমে ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। সাধারণত, কোনো দ্রব্যের একটি দামে যদি চাহিদার চেয়ে যোগানের পরিমাণ কম হয়, তখন বাজারে ঘাটতি দেখা দেয়। আবার, চাহিদার চেয়ে যোগানের পরিমাণ বেশি হলে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়।

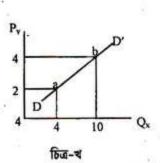
পাশের চিত্রে লক্ষ করা
যায়, 'X' দ্রব্যের দাম ১০
টাকা হলে চাহিদা ও
যোগান যথাক্রমে ৩০
একক ও ১০ একক হয়।
এক্ষেত্রে যোগানের চেয়ে
চাহিদা বেশি হওয়ায়
বাজারে (৩০-১০) বা ২০
একক ঘাটতি দেখা দেয়।
আবার দাম ৩০ টাকা হলে
'X' দ্রব্যের চাহিদা ১০



একক এবং যোগান ৩০ একক। তাই এক্ষেত্রে যোগানের চেয়ে চাহিদা কম হওয়ায় বাজারে (৩০-১০) বা ২০ একক উদ্বৃত্ত থাকে। পরিশেষে বলা যায়, ১০ টাকা দামে বাজারে ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়। আবার, ৩০ টাকা দামে বাজারে উদ্বৃত্ত থাকে এবং এর ফলে দ্রব্যটির দাম কমে।

21:1 > ○8





|ताजडेक डेंडता घरडम करमज, जाका | श्रप्त गर २।

- ক, উপযোগ কী?
- খ. সময়ের পরিবর্তনে যোগানের পরিবর্তন ঘটে —ব্যাখ্যা করো i ২
- গ্র চিত্র-ক এর আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো।
- ঘ. চিত্র-খ এ বিবেচ্য দ্রব্য দুটির সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ণয় করো। 8

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্য বা সেবার ঐ বিশেষ গুণকে বোঝায়, যা দ্বারা মানুষের বিশেষ অভাব মেটানো সম্ভব হয়।

বা কোনো দ্রব্যের যোগানের ক্ষেত্রে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ সময় ভেদে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে দাম বাড়া কিংবা কমা সত্ত্বেও কোনো দ্রব্যের যোগান কমতে বা বাড়তে অথবা একেবারেই পরিবর্তিত না হতে পারে।

অতি স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের দাম বাড়লে বা কমলে উৎপাদন তথা যোগান মোটেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। আর দীর্ঘকালীন সময়ে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে পরিপূর্ণরূপে উৎপাদনের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় বলে এসময়ে দামের পরিবর্তনের সাথে যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। সুতরাং বলা যায়, সময় যোগানকে প্রভাবিত করে।

চিত্র-ক এর আলোকে নিচে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো।
দাম ও চাহিদার মধ্যকার বিপরীত সম্পর্ক যে সমীকরণে দেখানো হয়,
তাকে চাহিদা সমীকরণ বলে। একটি একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ D =
a – bp যেখানে, a হলো দাম শূন্য হলে যে চাহিদা হয়; b হলো চাহিদার
ঢাল এবং p হলো দাম।

উদ্দীপকের চিত্র-ক এ লক্ষ করা যায়, দাম 2 টাকা থেকে বেড়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ 12 একক থেকে কমে 4 একক হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্রানুসারে,

$$\begin{split} &\frac{Q_d-Q_1}{Q_1-Q_2} = \frac{P-P_1}{P_1-P_2} \\ & = 1, \frac{Q_d-12}{12-4} = \frac{P-2}{2-4} \\ & = 1, \frac{Q_d-12}{8} + \frac{P-2}{-2} \\ & = 1, -2Q_d+24 = 8P-16 \end{split}$$

ৰা,
$$-2Q_d = 8P - 16 - 24$$

ৰা, $Q_d = \frac{8P - 40}{-2}$

ৰা, $Q_d = \frac{8P}{-2} + \frac{40}{2}$

ৰা, $Q_d = -4P + 20$

ৰা, $Q_d = 20 - 4P$
 $\therefore Q_d = 20 - 4P$

অতএব, নিৰ্ণেয় চাহিদা সমীকরণ $D = 20 - 4P$ ।

ত্ব উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে নিচে Y দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো।

চিত্র-খ অনুযায়ী, Y দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা, Qy = 4 একক।

Y দ্রব্যের পরিবর্তিত চাহিদা, Qy, = 10 একক।

∴ Y দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন, ∆Qy = (Qy₁ – Qy)

= (10 - 4) একক (মান বসিয়ে পাই)

= 6 একক।

আবার, X দ্রব্যের প্রাথমিক দাম, Px = 2 টাকা।

X দ্রব্যের পরিবর্তিত দাম, Px1 = 4 টাকা।

∴ X দ্রব্যের দামের পরিবর্তন,

 $\Delta Px = (Px_1 - Px) = (4 - 2)$ টাকা (মান বসিয়ে)

= 2 টাকা।

এখন চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার (Ec) সূত্র অনুসারে,

$$E_c = \frac{\Delta Qy}{\Delta Px} \cdot \frac{Px}{Qy} = \frac{6}{2} \times \frac{2}{4}$$
 [মান বসিয়ে]

 $=\frac{3}{2}>o$ (ধনাত্মক)

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (Ec) ধনাত্মক অর্থাৎ Ec > 0 হলে সম্পর্কিত দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিবর্তক হয়। সে হিসেবে এক্ষেত্রে X ও Y দ্রব্য পরস্পরের পরিবর্তক হবে।

প্রশ্ন ▶৩৫ কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অপেক্ষক নিম্নরূপ :

Qd = 9 - 2P

Qs = -1 + 3P

যেখানে Qd = চাহিদার পরিমান, Qs = যোগানের পরিমাণ, P = দাম /রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা 🛭 প্রশ্ন নং ৩/

- ক, চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা কাকৈ বলে?
- খ. বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? ২
- ্ গ্র উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
 - ঘ. সর্বনিয় দাম । টাকা ও সর্বোচ্চ দাম 3 টাকা হলে ভারসাম্যের উপর কী প্রভাব পড়বে— তা ব্যাখ্যা করো।

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ছাড়াই ক্রেতার আর্থিক আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে, এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।

বিলাসজাত দ্রব্য আভিজাত্যের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সে কারণে এতে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। এটি চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম বলা যায়। যে সমস্ত দ্রব্য সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় (যেমন- দামি গাড়ি, সৌখিন গহনা ইত্যাদি) সেগুলোর দাম বাড়লেও চাহিদা না কমে বরং বাড়ে। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। এ সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। কাজেই বলা যায়, বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

ত উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা (Q_d) ও যোগান (Q_s) পরস্পর সমান হয়। সূতরাং, ভারসাম্য অবস্থায়,

$$Q_d = Q_s$$

বা, 9 - 2P = -1 + 3P

বা, –2P – 3P = –1 – 9

∴ P = 2, এটি হলো ভারসাম্য দাম।

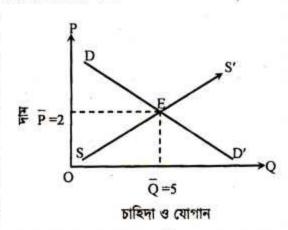
এখন P এর মান প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$Q_d = 9 - 2P$$

= $9 - 2(2)$
= $9 - 4$
= 5
 $Q_s = -1 + 3P$
= $-1 + 3(2)$
= $-1 + 6$
= 5

 \therefore $Q_d = Q_s = \overline{Q} = 5$, এটি হলো ভারসাম্য পরিমাণ। ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

চিত্রে ভূমি অক্ষে
চাহিদা ও যোগানের
পরিমাণ (OQ) এবং
লম্ব অক্ষে দাম (OP)
নির্দেশ করা হয়েছে।
DD' চাহিদা রেখা ও
SS' যোগান রেখা।
চাহিদা ও যোগান
রেখাদ্বয় পরস্পর E
বিন্দুতে ছেদ করেছে
যেখানে চাহিদা ও



যোগান সমান। E বিন্দুতে ভারসাম্য দাম হলো 2 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো 5 একক।

য় উদ্দীপক অনুযায়ী সর্বনিম্ন দাম ১ টাকা ও সর্বোচ্চ দাম ৩ টাকা হলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এবং বাজারে যথাক্রমে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত দেখা দিবে।

চিত্রে লক্ষ করা যায়, ১ টাকা
দামে চাহিদা ৭ একক কিন্তু
যোগান ১২ একক। অর্থাৎ Qd
= ৭ > Qs = ২। ফলে বাজারে
অতিরিক্ত চাহিদা বা ঘাটতি
দেখা দেয়। অর্থাৎ, ১ টাকা
দামে ভারসাম্য অর্জিত হয় না
এবং ab (৫ একক) পরিমাণ
পণ্য ঘাটতি থেকে যায়।

আবার, ৩ টাকা দামে চাহিদা ও যোগান যথাক্রমে ৩ একক ও ৮ একক। এখানে চাহিদার চেয়ে



চিত্র: বাজার ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত

যোগান বেশি হওয়ায় বাজারে cd (৫ একক) পরিমাণ উদ্বৃত্ত দেখা দেবে। তাই ১ টাকা ও ৩ টাকা উভয় মূল্যস্তরই বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

প্রশা > ৩৬

ভোগের একক (Q)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	16
2	12
- 3	8
4	4
5	0

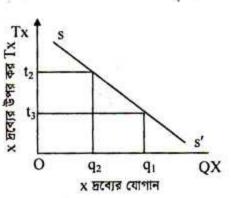
|निर्णेत (छम करमज, जाका | श्रञ्ज नः २/

- क. जान की?
- খ, যোগান রেখা কখন নিম্নগামী হয়?
- গ্র উদ্দীপক হতে মোট উপযোগ রেখা অংকন কর।
- ঘ. অর্থনীতির কোন বিধির সাথে সূচির সম্পর্ক খুঁজে পাও? বিশ্লেষণ কর।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে ঢাল বলে। য কর আরোপ, ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধির অধীনে (শিল্পজাত) যোগান বিধি কার্যকর হয় না। ফলে

যোগান রেখা নিম্নগামী হয়।
করের প্রভাবে যোগানের
পরিমাণ প্রভাবিত হয়।
কর আরোপ করলে অথবা
আরোপিত করের পরিমাণ
বৃদ্ধি করলে উক্ত দ্রব্যের
যোগানের পরিমাণ হ্রাস
পাবে। এছাড়া উৎপাদন
উপকরণের দাম বাড়লে
উৎপাদন খরচও বাড়ে।



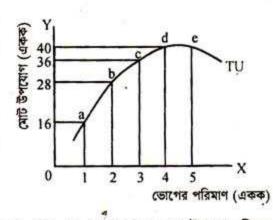
তাই পূর্বের দামে একই পরিমাণ যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না বলে যোগান রেখা নিম্নগামী হয়।

ক্রী উদ্দীপক হতে মোট উপযোগ (TU) রেখা অজ্জন করতে প্রথমে মোট উপযোগের (TU) সূচি নির্ণয় করা প্রয়োজন। তাই উদ্দীপকের তথ্য থেকে প্রথমে মোট উপযোগ নির্ণয় করি।

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	16	16
2	28	12
3	36	8
4	40	4
5	40	0

উপরিউক্ত সূচিত্রে মোট উপযোগের মানের ভিত্তিতে নিম্নে মোট উপযোগ রেখা অঙকন করা হলো-

চিত্রে ভূমি অক্ষে ভোগের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ নির্দেশিত হয়েছে। 1 একক ভোগের সময় মোট উপযোগ 16 একক। যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে 2, 3, 4 ও 5 একক ভোগের ক্ষেত্রে



মোট উপযোগ যথাক্রমে 28, 36, 40 ও 40 হয়। যা উপরের চিত্রে যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে মোট উপযোগ রেখা (TU) পাওয়া যায়।

য উদ্দীপকের সূচিটি অর্থনীতির ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে আমি মনে করি। নিচে প্রমাণ করা হলো-উপযোগ সূচি:

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (একক)
1	16	16 .
2	28	12
3	36	8
4	40	4
5	40	0

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো ভোক্তা যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে তখন দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ ভোক্তার নিকট ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের (Alfred Marshall) মতে, কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে যে বাড়তি উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ দ্রাস পায়।' যেমন সূচিতে দেখা যায়, ভোক্তা বিবেচ্য দ্রব্যটির ১ম একক হতে 16, ২য় একক হতে 12, ৩য় হতে ৪, ৪র্থ একক হতে 4, ৫ম একক হতে ০ পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ (MU) লাভ করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্য

ভোগের একক বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ বাড়ে, তবে তা ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে। এতে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। সূতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ (Law of Diminishig Marginal Utility) বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

প্রশা > ৩৭

X দ্রব্যের দাম	🗙 দ্রব্যের চাহ্দা	Y দ্রব্যের চাহিদা
5	20	40
10	10	20

/निर्वेत एडम करनज, ठाका 🛚 श्रञ्ज नः २/

- ক. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি কী?
- খ. কীরূপ রেখার সকল বিন্দুতে ঢালের মান সমান?
- গ. উদ্দীপক হতে X দ্রব্যের চাহিদা বিধি প্রমাণ কর।
- ঘ. উদ্দীপক হতে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার প্রেক্ষিতে দ্রব্যের প্রকৃতির উপর মন্তব্য কর।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

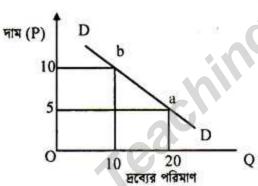
কোনো দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষকে যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হয়, তার মধ্যে আলাচ্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় শুধু মাত্র অন্যান্য বিষয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয়, তাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে।

সরলরেখার প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল একই।

কোনো রেখার স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় এ দুয়ের অনুপাতকে ঢাল বলে। আর একমাত্রিক সরলরেখার প্রতিটি বিন্দুতে স্বাধীন চলকের পরিবর্তন ও অধীন চলকের পরিবর্তন সর্বদা সমান হয়। তাই বলা যায়, সরলরেখার সকল বিন্দুতে ঢাল সমান হয়।

া উদ্দীপক হতে 🗙 দ্রব্যের চাহিদা বিধি প্রমাণের জন্য চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশিত হয়েছে। সূচিতে বিভিন্ন দামে দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ পাওয়া যায় তা চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। যেমন দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন দ্রব্য বা চাহিদার পরিমাণ 20 একক প্রাপ্ত



চিত্র: x স্তব্যের চাহিদা বিধি

বিন্দু a। দাম বৃদ্ধি পেয়ে 10 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ব্রাস পেয়ে 10 একক হয়, যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন a ও b বিন্দুকে যোগ করে DD চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। যে রেখাতে দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ ব্রাস পায় এবং দাম ব্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি অর্থাৎ চাহিদা বিধি কার্যকর হওয়াকে নির্দেশ করে।

দুটি সম্পর্কযুক্ত (পরিবর্তক বা পরিপূরক) দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যুটির চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে। আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। যেমন- $E_c > 0$ (ধণাত্মক) হলে পরিবর্তক দ্রব্য; $E_c < 0$ (ঋণাত্মক) হলে পরিপূরক দ্রব্য; $E_c = 0$ (শূন্য) হলে সম্পর্কহীন দ্রব্য।

$$E_{c} = \frac{\Delta Q_{v}}{\Delta P_{x}} \times \frac{P_{x}}{Q_{y}}$$
$$= \frac{-20}{5} \times \frac{5}{40} = -\frac{1}{2}$$

উদ্দীপক হতে,
$$\Delta P_x = 10 - 5 = 5$$

$$\Delta Q_y = 20 - 40 = -20$$

$$P_x = 5$$

$$Q_v = 40$$

$$\therefore E_c = -\frac{1}{2} < 0$$

অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত X ও Y দ্রব্য দুটি পরিপুরক।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ দেওয়া আছে Qs = 10 + 5P যেখানে P = দাম, Qs = যোগানের পরিমাণ

[िकाबूनिमा न्न स्कृत এड करनज, जाका | श्रम नः २/

- ক. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

 খ. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়—
- वाशा कृत।
- গ. প্রদত্ত সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অজ্জন কর।
- ছ উপরোক্ত সমীকরণে ছেদক 5 হলে যোগান রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

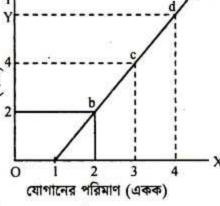
ক দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয়, এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা বলে।

মাট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।
মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় ও
মোট উপযোগ ক্রমহাসমানে হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস
পায়। আবার, মোট উপযোগ যখন সর্বাধিক, প্রান্তিক উপযোগ তখন
শূন্য হয়। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোট উপযোগ বৃদ্ধি
পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কমতে থাকে।
কাজেই মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

গ্র উদ্দীপকে যোগান সমীকরণ দেওয়া আছে Qs = 10 + 5P। এই সমীকরণ থেকে একটি যোগান সূচি তৈরি করে তার আলোকে নিচে একটি যোগান রেখা অঞ্জন করা হলো-

P	Qs
0	10
2	20
4	30
6	40

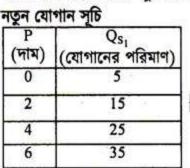
তৈরিকৃত সূচিতে দেখা যায়, हि हित्तुत দাম 0, 2, 4, 6 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে 10, 20, 30 এবং 40 একক যা চিত্রের a, b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন দব্যের'দাম ও

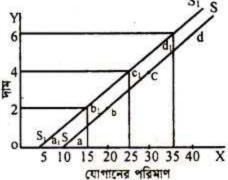


যোগানের পরিমাণ নির্দেশিত এই a, b, c,ও d বিন্দুগুলো যোগ করে যে SS রেখাটি পাওয়া যায় তাই হলো যোগান রেখা। অতএব উদ্দীপকের সমীকরণ হতে অজ্ঞিত যোগান রেখাটি SS দ্বারা

निर्मि कता श्राह ।

ত্র উদ্দীপকের সমীকরণে ছেদক হলো 10। এখন উদ্দীপক অনুসারে ছেদক যদি 5 হয় তবে যোগান সমীকরণটির পরিবর্তিত রূপ হবে $Q_{s1} = 5+5P$ । এর ভিত্তিতে যোগান রেখা অন্তকন করলে তাতে যে ধরনের পরিবর্তন হবে তা দেখার জন্য পূর্বের সমীকরণের ভিত্তিতে যোগান রেখা SS পুনর্বার অন্তকন করা হলো। এখন নতুন যোগান সূচি নিম্নরূপভাবে তৈরি করে তার ভিত্তিতে চিত্রে নতুন যোগান রেখা S₁S₁ অন্তকন করা হলো।





নতুন যোগান সূচির ভিত্তিতে যোগানের পরিমাণ প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করলে a₁, b₁, c₁ ও d₁ বিন্দুসমূহ পাওয়া যায়। বিন্দুগুলো যোগ করে নতুন যোগান রেখা S₁S₁ অভকন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, যোগান সমীকরণের ছেদক 5 হওয়ায় নতুন

যোগান রেখা S₁S₁ উপরে অর্থাৎ বামদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রতিটি দামে পূর্বের তুলনায় পণ্যের যোগান হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন > ৩৯

দাম (P) টাকা	১নং দ্রব্যের চাহিদা একক	২নং দ্রব্যের চাহিদা একক
10	50	50
8	80	5

| जिकातुननिमा नुम स्कुल এस करनज, छाका । अन्न नः ७।

- ক. চাহিদা অপেক্ষক কী?
- খ. দাম অপরিবর্তিত থেকে ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা বিধির কী প্রভাব পড়বে?
- গ. উদ্দীপক থেকে উভয় প্রকার দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
- ঘ. উদ্দীপরের আলোকে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মানের প্রেক্ষিতে উভয় প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি নির্বাচন করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস) থেকে দ্রব্যের দাম (P) ও চাহিদার (Q) মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তা যখন গাণিতিক উপায়ে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা অপেক্ষক বলে।

য দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

চাহিদা বিধি অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত (ভোক্তার আয়, রুচি, সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা) থাকা অবস্থায় দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে। তাই দাম স্থির থাকা অবস্থাায় চাহিদাও অপরিবর্তিত থাকার কথা। কিন্তু দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে তার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার দরুন সে বেশি ক্রয় করবে। সেক্ষেত্রে দাম স্থির থাকা সত্ত্বেও ভোক্তার কাছে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

প্র দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার পরিমাণের সাড়া দেওয়ার মাত্রা হলো চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

উদ্দীপকের ১নং ও ২নং দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো-১নং দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে ৪ টাকা হওয়া অবস্থায়,

$$P_0 = 10, P_1 = 8$$

$$\triangle P = (8-10) = -2$$

$$Q_0 = 50, Q_1 = 80$$
 $\therefore \Delta Q = (80-50) = 30$

$$\therefore \text{ Ed} = \frac{\Delta \dot{Q}}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{30}{-2} \times \frac{10}{50} = \frac{300}{-100} = -3 < 1$$

∴অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে কম যা অস্থিতিস্থাপক চাহিদাকে নির্দেশ করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা এরকম হয়। ২নং দ্রব্যের 10 টাকা, ৪ টাকা হওয়া অবস্থায়-

$$P_0 = 10, P_1 = 8$$

$$\triangle P = (8-10) = -2$$

$$Q_0 = 50, Q_1 = 5$$

$$\triangle Q = (5-50) = -45$$

$$\Delta Q = (5-30) = -4$$

$$\therefore Ed = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{-45}{-2} \cdot \frac{10}{50} = \frac{-450}{-100} = 4.5 > 1$$

অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে বেশি। বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ১নং ও ২নং দ্রব্যের প্রকৃতি নির্বাচন করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করা হলো-

উদ্দীপকের ১নং দ্রব্যটি হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। কারণ এর স্থিতিস্থাপকতা –3>1 নিদেশ করে। আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা । এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদা পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। এরকম চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। কেননা এসব দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও চাহিদার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না।

উদ্দীপকের ২নং দ্রব্যটি হলো বিলাসজাতীয় দ্রব্য। এটির স্থিতিস্থাপকতা 4.5 > 1। নির্দেশ করে। আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের স্থিতিস্থপকতা। এর চেয়ে বেশি হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনে চাহিদা পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয়। এরকম চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। বিলাসজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

সূতরাং উদ্দীপকের ১নং দ্রব্য দ্বারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আর ২নং দ্রব্য দ্বারা বিলাসজাত দ্রব্য নির্দেশিত। এদের মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান।

প্রন্ন ▶৪০ নিচের সূচিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) একক	
¢ .	80	
20	•00	
20	२०	

|वीतव्यर्ष नृत त्यारामाम भावनिक करनजः, ठाका | श्रन्न नः २/

- ক, প্রান্তিক উপযোগ কী?
- খ. চলক ও ধ্ৰুক একই নয় কেন?
- গ. উপরিউক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন ও ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে দাম স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায় তবে কি চাহিদা রেখার কোন পরিবর্তন হবে? মতামত দাও।

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

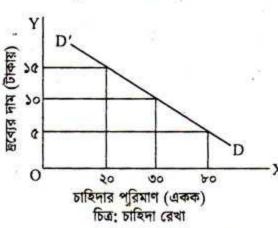
ক একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের শেষ একক ভোগ থেকে যে উপযোগ লাভ করেন, তাই প্রান্তিক উপযোগ।

🔞 চলক ভিন্ন ভিন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ধ্রুবক একটি নির্দিষ্ট বা স্থির মনে গ্রহণ করতে পারে। তাই চলক ও ধ্রুবক এক নয়। বরং ধ্রবক হলো চলকের বিপরীত অবস্থা।

সাধারণত যে রাশি বা প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন মনে গ্রহণ করে তাকে চলক वल। जनामितक धुवक राला अभन अकिंग त्रामि, यात्र भरन स्थित वा নির্দিষ্ট। যেমন— চাহিদা সমীকরণ Q = a - bp এর ক্ষেত্রে P এর মনে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। a হলো স্বয়ভূত ভোগ যা নির্দিষ্ট বা স্থির থাকে। কাজেই বলা যায়, চলক ও ধ্রুবক হলো পরস্পর বিপরীত অবস্থা।

গ্রী উদ্দীপকের ছকে প্রদত্ত মান অনুসারে নিচে চাহিদা রেখা অংকন করা

হলো– চিত্রে, OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। a বিন্দুতে ৫ টাকা দামে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ৪০ একক। যথাক্রমে দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১০ ও ১৫ টাকা হলে

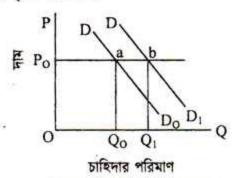


চাহিদার পরিমাণ কমে ৩০ ও ২০ একক হয়। যা b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD' রেখা পাওয়া যায়। এই DD' রেখাটিই হলো প্রদত্ত সূচির তথ্যের আলোকে অজ্ঞাত চাহিদা রেখা।

য উদ্দীপকে দামসমূহ স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায় তবে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বাড়তে বা কমতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা কমাকে চাহিদার থ্রাস এবং চাহিদা বাড়াকে চাহিদা বৃদ্ধি বলা হয়।

প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে DD_o হলো কোনো দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা রেখা। OPo ও OQo হলো যথাক্রমে প্রাথমিক দাম ও চাহিদার পরিমাণ যা DDo রেখার a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন দাম OPo তে



চিত্র: চাহিদা রেখার স্থানান্তর

স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে ভোক্তার চাহিদা বেড়ে OQ, হয়

যা ডানদিকে স্থানান্তরিত চাহিদা রেখা DD_1 এর b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। কাজেই বলা যায়, দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয় এবং চাহিদা Q_0Q_1 পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ 85 চাহিদা অপেক্ষক Q = 50 – 10 P

যোগান অপেক্ষক S = 10 +10 P

যেখানে Q = চাহিদার পরিমাণ, S = যোগানের পরিমাণ এবং দাম।

[বীরপ্রেষ্ঠ নূর যোহামাদ পাবদিক কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ৩]

ক, যোগান বিধি কী?

খ, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর।

দাম বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের ওপর কীর্প প্রভাব পড়বে?
 তোমার মতামত দাও।

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক যে বিধির মাধ্যমে দেখানো হয় তাই যোগান বিধি।

ব কোনো দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়, এই দুয়ের অনুপাতই হলো চাহিদার দাম স্পিতিস্থাপকতা।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয় তাই চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতাই বোঝায়। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপক $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণের ভিত্তিতে নিম্নর্পভাবে
ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা (Q_d) ও যোগান (Q_s) পরস্পর সমান হয়। সূতরাং ভারসাম্য অবস্থায় $Q_d = Q_s$

বা, 50 - 10P = 10 + 10P [সূত্রে মান বসিয়ে]

বা, -10P-10P=10-50

বা, - 20P = - 40

বা, P = 2

ightharpoonup
i

 $Q_d = 50 - 10P$

এবং Q, = 10 + 10P

=50-10(2)

= 10 + 10(2)

= 50 - 20

= 10 + 20

HIN THO

= 30

 $\therefore Q_d = Q_s = \overline{Q} = 30$

সুতরাং এখানে ভারসাম্য দাম হলো 2 টাকা এবং ভারসাম্যের পরিমাণ হলো 30 একক।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ $Q_d=50-10P$ এবং যোগান সমীকরণ $Q_s=10+10P$ এর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হলো যথাক্রমে 2 টাকা ও 30 একক। এ অবস্থায় দাম বৃদ্ধি পেল, ধরা যাক দাম বৃদ্ধি পেয়ে 4 টাকা হলো। এখন P=4 চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসালে Q_d ও Q_s এর মান হবে নিম্নরূপ—

 $Q_d = 50 - 10P$

= 50 - 10(4) [P এর নতুন মান বসিয়ে পাই]

=50-40=10

 $Q_s = 10 + 10P$

= 10 + 10(4) [P এর নতুন মান বসিয়ে]

= 10 + 40 = 50

এ অবস্থায় $Q_d \neq Q_s$ হওয়ায় বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে না। বরং তাতে বাজার ভারসাম্য পরিস্থিতি বিদ্নিত হবে। ফলে বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দিবে যেমন 4 টাকা দামে চাহিদা থেকে যোগান যথেষ্ট বেশি হওয়ায় অনেক বিক্রেতারই দ্রব্য অবিক্রিত থেকে যাবে। এ অবস্থায় কিছুটা কম দাম হলেও তারা তাদের অবিক্রিত দ্রব্য বিক্রি

করতে চাইবে। বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম কমে 2 টাকা হলে বাজারে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, দাম বৃদ্ধি পেলে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠবে, যার ফলে দাম ও পরিমাণ উভয়ই অনির্ধারিত থেকে যাবে।

প্রশ্ন ▶৪১ নিম্নে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ ও তা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের একটি তালিকা:

আপেল ভোগের একক (Q)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১ একক	৩ টাকা
২ একক	২ টাকা
৩ একক	১ টাকা
৪ একক	০ টাকা
৫ একক	—১ টাকা

|न्यायनान व्यारेजिय़ान करनक, चिनगाँउ, ठाका | अश्र नः २/

ক, ভারসাম্য কাকে বলে?

2

9

খ. ভেবলেন দ্রব্য বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপক হতে TU রেখা অঙকন করো।

ঘ. উদ্দীপক হতে MU রেখা অংকন করে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো।

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো পণ্য বা সেবার মোট চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হলে তাকে ভারসাম্য বলে।

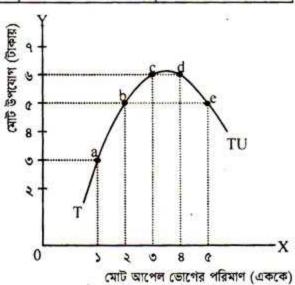
য যেসব পণ্য মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, দেখতে জাঁকজমকপূর্ণ সেসব দ্বব্যকে ভেবলেন দ্বব্য (Veblen goods) বলা হয়।

হীরকখচিত জুয়েলারি, বিশেষ মডেলের গাড়ি ইত্যাদি হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় ভেবলেন দ্রব্য। এসব দ্রব্যের তুলনামূলক কম দামি বিকল্প দ্রব্য থাকলেও একটি হীরককচিত জুয়েলারি পরিধান বা বিশেষ মডেলের গাড়ি চালানোর মধ্যে যে মর্যাদা থাকে তা বাকি সব বিকল্প দ্রব্য ব্যবহারে থাকে না। মূলত ভেবলেন দ্রব্যের তেমন অতিরিক্ত কোনো উপযোগিতা থাকে না। তবে সমাজে মান-সম্মান বা মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্র উদ্দীপকে আপেল ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগের ক্রমন্ত্রাসমানতা একটি সূচির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। মোট উপযোগ (TU) রেখা অজ্কনের জন্য প্রথমে উদ্দীপকের সূচির আলোকে একটি মোট উপযোগ সূচি তৈরি করা হলো:

আপেল ভোগের একক (Q)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)	মোট উপযোগ (TU)
১ একক	৩ টাকা	৩ টাকা
২ একক	২ টাকা	৫ টাকা
৩ একক	১ টাকা	৬ টাকা
৪ একক	০ টাকা	৬ টাকা
৫ একক	–১ টাকা	৫ টাকা

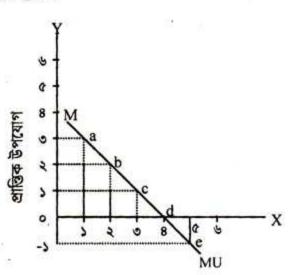
পাশের সূচিটির আলোকে মোট উপযোগ (TU) রেখা অংকন করি: চিত্ৰে X-অক মোট ভোগের পরিমাণ এবং Y-অঞ মোট উপযোগ (TU) দেখানো হয়েছে। ১ একক আপেল ভোগের ক্তে



মোট উপযোগ ৩ টাকা। এ অবস্থাটিকে চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। একইভাবে ২ একক, ৩ একক, ৪ একক ও ৫ একক আপেল ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ যথাক্রমে ৫ টাকা; ৬ টাকা, ৬ টাকা ও ৫ টাকা। যা চিত্রে যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। প্রাপ্ত a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে অঙ্কিত TU রেখাটিই মোট উপযোগ (TU) রেখা।

য উদ্দীপকের সূচিটিতে আপেলের প্রতি একক ভোগ বৃদ্ধিতে এর ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অঙ্কন করে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা হলো—

ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি একটি দ্রব্যের যত বেশি পরিমাণ ভোগ করে, তার নিকট ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এমনকি একসময়



তা শূন্যও হতে
পারে। এই বিষয়টিই উদ্দীপকের সূচিটিতে লিপিবন্ধ করা হয়েছে। উক্ত
সূচির আলোকে নিচে একটি প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অভকন করি।
উপরের চিত্রটিতে X-অক্ষে আপেলের ভোগের পরিমাণ এবং Y-অক্ষে
প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। এখানে ১ একক, ২ একক, ৩ একক,
৪ একক ও ৫ একক পরিমাণ আপেল ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ
যথাক্রমে ৩ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ০ টাকা ও — ১ টাকা। যা যথাক্রমে
a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লিখিত বিন্দুগুলো যোগ
করে প্রাপ্ত MU রেখাটিই প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলম্রেড মার্শালের মতে, কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের মজুদ বাড়নোর ফলে যে বাড়িত উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ ব্রাস পায়। যেমন উদ্দীপকের সূচি এবং উপরে অভিকত প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা চিত্রটিতে দেখা যায়, ভোক্তা আপেলের ১ম একক হতে ৩ টাকা, ২য় একক হতে ২ টাকা, ৩য় একক হতে ১ টাকা, ৪র্থ একক হতে ০ টাকা এবং ৫ম একক হতে —১ টাকা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ ভোগ করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্য ভোগের একক বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ বাড়ে; তবে তা ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে। এতে করে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ প্রাস পায়। প্রান্তিক উপযোগ স্ত্রাস পেতে পেতে ৪র্থ এককে তা শূন্য হয় এবং ৫ম এককে গিয়ে ঝণাত্মক হয়ে পড়ে।

সূতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ (Law of Diminishing Marginal Utility) বিধিটি কার্যকর।

প্রশ্ন > ৪৩ চাহিদা সূচি:

Px	Qy
50	20 একক
100	10 একক

/गाभनाम जाइंडिग्राम करमज, श्रिमगीछ, ठाका । अग्र नः ७/

- ক. চলক কাকে বলে?
- খ. 'ভূমি অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার ঢাল শূন্য' প্রমাণ করো। ২
- গ. উদ্দীপক হতে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্য দুটির মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ— ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে এমন পরিবর্তনশীল রাশিকে চলক বলে। থ একটি রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে রেখার ঢাল বলে। ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল সর্বদা শূন্য হয়।

আমরা জানি, কোনো সরলরেখা X-অক্ষের বা ভূমি অক্ষের ধনাত্মক দিকের সজো যে কোণ উৎপন্ন করে সে কোণের ত্রিকোণোমিতিক ট্যানজেন্ট ($Tan\theta$)- কে উক্ত সরলরেখার ঢাল বলে। কোণের $tan\theta$ হলো $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ বা লম্ব \div ভূমি। ভূমি বা X-অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা। ভূমি বা X-অক্ষের সাথে কোনোরূপ কোণ উৎপন্ন করে না। এর ফলে ΔY শূন্য হয়। এর ফলে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল শূন্য হয়।

ন্ত্র উদ্দীপকের সূচিটি দ্বারা চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করা হয়েছে।

সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিষয় স্থির থেকে কোনো একটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে সম্পর্কিত অন্য দ্রব্যের চাহিদার যে আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটে, তার মাত্রাকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে। উপরের তথ্যের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপকের সূচিটি লক্ষ করে দেখা যায়, X-দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে Y-দ্রব্যে চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে। X-দ্রব্যের দাম যখন 50 টাকা তখন Y দ্রব্যের চাহিদা 20 একক। দাম বেড়ে X-দ্রব্যের দাম যখন 100 টাকা হয় তখন Y-দ্রব্যের চাহিদা দ্রাস পেয়ে 10 এককে নেমে আসে। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা জানি, চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা.

 $E_{C} = rac{Y দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}{X দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন$

Υ দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন (ΔQ_Y)

<u>Υ দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ (Q_Y)</u>

<u>Χ দ্রব্যের দামের পরিবর্তন (ΔP_x)</u>

<u>Χ দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P_x)</u>

$$= \frac{\frac{\Delta Q_Y}{Q_Y}}{\frac{\Delta P_x}{P_x}} = \frac{\Delta Q_y}{Q_Y} \times \frac{P_x}{\Delta P_x} = \frac{\Delta Q_Y}{\Delta P_X} \times \frac{P_X}{Q_Y}$$

উদ্দীপকের সৃচি অনুযায়ী,

$$P_X = 50$$
 টাকা

$$P_{X_1} = 100$$
 টাকা $Q_{Y_1} = 10$ একক

$$\Delta P_X = (P_{X1} - P_X) = (100 - 50)$$
 ৰা 50 টাকা

$$\Delta Q_Y = (Q_{Y1} - Q_Y) = (10 - 20)$$
 বা -10 একক

সুতরাং চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকে মান বসিয়ে পাই,

$$E_C = \frac{\Delta Q_Y}{\Delta P_X} \cdot \frac{P_X}{Q_Y} = \frac{-10}{50} \times \frac{50}{20} = -\frac{1}{2}$$

য উদ্দীপকের সূচিটিতে উল্লিখিত দ্রব্য দুটি পরিপূরক দ্রব্য। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটি ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

সাধারণ অর্থে, একটি দ্রব্য ব্যবহার করতে যখন আরেকটি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তখন সেই দ্রব্যদ্বয়ের একটিকে অপরটির পরিপূরক দ্রব্য বলে। সিম ও মোবাইল, ডিজেল ও গাড়ি, চা ও চিনি একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য। সাধারণত পরিপূরক দ্রব্যগুলোর একটির দাম বাড়লে অপরটির চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

সাধারণত কোনো পণ্যের চাহিদা তার দামের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ চাহিদা ও দামের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এ সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। একইভাবে, দুটি দ্রব্য যখন একে অপরের পরিপূরক হয় তখন একটির দাম বাড়লে অপ্রটির চাহিদা কমে এবং একটির দাম কমলে অপরটির চাহিদা বেড়ে যায়। উদ্দীপকের X ও Y দ্রব্য দুটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

যে, X-দ্রব্যের দাম যখন 50 টাকা তখন Y-দ্রব্যের চাহিদা ছিল 20 একক। পরবর্তীতে X-দ্রব্যাটির দাম বৃদ্ধি পেয়ে 100 টাকা হওয়ার পর Y-দ্রব্যের চাহিদা দ্রাস পায় এবং নতুন চাহিদার পরিমাণ হয় 10 একক। অর্থাৎ X-দ্রব্যের 50 টাকা দাম বৃদ্ধিতে Y-দ্রব্যের চাহিদা 10 একক পরিমাণ দ্রাস পায়। অর্থাৎ একটি দ্রব্যের দামের সাথে অপর দ্রব্যাটির চাহিদার মধ্যে একটি বিপরীতধর্মী সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে।

সূতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, $X \otimes Y$ পরস্পর পরিপূরক দ্রব্য । অর্থাৎ X এর দাম বৃদ্ধি পেলে Y এর চাহিদা প্রাস পাবে এবং X এর দাম প্রাস পেলে Y এর চাহিদা বেড়ে যাবে ।

প্রা ▶ 88

দ্রব্য	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম একক	১০ ইউটিল	১০ ইউটিল
২য় "	74	b "
৩য় "	₹8 "	৬ "
৪র্থ "	२४ "	8 "
৫ম "	90 "	٦ "
৬ষ্ঠ "	90 "	0 "
৭ম "	২৮ "	-3 "

|णका क्यार्म करनज । श्रा नः २।

- ক. চলক কাকে বলে?
- খ. রেখার ঢাল বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপকের তথ্য হতে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অন্তক্ষন করো।
- ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করো।

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

😎 যে বিষয় বা রাশির মান পরিবর্তিত হয়, তাকে চলক বলে।

স্বাধীন চলকের (Independent Variable) সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের (Dependent Variable) যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত যদি রেখার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়, তাকে ওই রেখার ঢাল (Slope of a Curve) বলা হয়।

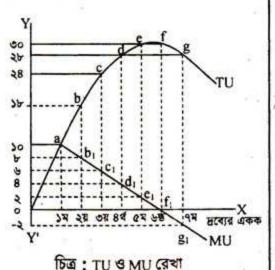
অর্থাৎ রেখার ঢাল = নির্ভরশীল চলকের পরিবর্তন স্বাধীন চলকের পরিবর্তন

সাধারণত স্বাধীন চলককে ভূমি অক্ষে এবং নির্ভরশীল চলককে লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হয়। সূতরাং, একটি সরলরেখা বরাবর লম্ব অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষভিত্তিক চলকের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই হলো ওই রেখার ঢাল। এখন লম্ব অক্ষভিত্তিক পরিবর্তন ΔX ধরলে,

রেখার ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$ [যেখানে $\Delta = \overline{\Delta}$ ত ক্ষুদ্র পরিবর্তন]

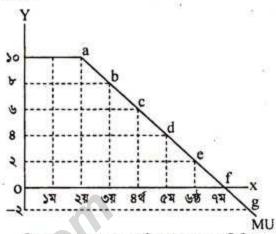
া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে মোট উপযোগ (TU) এবং প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অজ্জন করা হলো।

দব্যের একক ও মোট
উপযোগের সম্পর্ক যে
রেখার মাধ্যমে দেখানো
হয় তাকে TU রেখা
এবং দব্যের একক ও
প্রান্তিক উপযোগের
সাথে সম্পর্ক যে রেখার
মাধ্যমে দেখানো হয়,
তাকে MU রেখা বলে।
উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিতে
লক্ষ করা যায়, ভোক্তা ১ম
দ্রব্য ভোগ হতে মোট
উপযোগ ১০ ইউটিল



এবং প্রান্তিক উপযোগ ১০ ইউটিল লাভ করে। যা চিত্রের a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম একক হতে যথাক্রমে TU ১৮ ইউটিল, ২৪ ইউটিল, ২৮ ইউটিল, ৩০ ইউটিল, ৩০ ইউটিল ও ২৮ ইউটিল। যা যথাক্রমে চিত্রের b, c, d, e, f ও g বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c, d, e, f ও g বিন্দু গুরা যায়। আবার ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম দ্রব্যের একক হতে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৮, ৬, ৪, ২, ০ ও -২ ইউটিল পাওয়া যায়। যা চিত্রে ৮, ৫, ৫, ৫, ৫, ৫ ৪ বিন্দুগুলো যোগ করে নিম্নগামী MU রেখা পাওয়া যায়।

য উপরিউক্ত উদ্দীপকে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-



চিত্র : ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

ক্রমপ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো ভোক্তা যখন একই দ্রব্য ক্রমাণতভাবে ভোগ করতে থাকে তখন দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ ভোক্তার নিকট ক্রমান্তরে প্রাস্ত পয়। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের (Alfred Marshall) মতে, 'কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃন্ধির ফলে যে বাড়তি উপযোগ লাভ করে তা ভোগ বৃন্ধির সাথে সাথে ক্রমশ প্রাস পায়।' উপরের চিত্র এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিতে দেখা যায়, ভোক্তা বিবেচ্য দ্রব্যটির ১ম একক হতে ১০, ২য় একক হতে ৮, ৩য় হতে ৬, ৪র্থ একক হতে ৮, ৫ম একক হতে ২, ৬ষ্ঠ একক হতে ০ এবং ৭ম একক হতে —২ একক পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যু ভোগের একক বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ বাড়ে, তবে তা ক্রমহাসমান হারে বাড়ে। এতে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ প্রাস্ত পায়। প্রান্তিক উপযোগ শ্রাস পেয়ে ৬ষ্ঠ এককে তা শূন্য হয় এবং ৭ম এককে প্রান্তিক উপযোগ শ্বাদ্মক হয়।

সূতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদন্ত সূচিটিতে প্রান্তিক উপযোগ দ্রাসের দরুন মোট উপযোগ ক্রমন্ত্রাসমাস হারে বাড়ে। অর্থাৎ তথ্যে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তি উপযোগ (Law of Dimninishing Marginal Utility) বিধিটি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ 8৫ দেয়া আছে, D = 20 - 4P যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ, P = দাম /তাকা কমার্স কলেজ । প্রশ্ন নং ৩/

- ক, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?
- খ. সময় ও আবহাওয়া কীভাবে কোনো দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করে?
- গ, উদ্দীপক হতে চাহিদা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অংকন করো।
- ঘ. ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকে প্রাপ্ত চাহিদা রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে বলে তুমি মনে কর? রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে তার অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) বলে। বিষয় দারা প্রভাবিত হয় তার মধ্যে সময় ও আবহাওয়ার পরিবর্তন অন্যতম।

সময়ের ওপর যোগান নির্ভরশীল। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে অস্থিতিস্থাপক ও স্থিতিস্থাপক প্রকৃতির হয়ে থাকে। সময়ের পাশাপাশি যোগান আবহাওয়ার ওপরও নির্ভরশীল। অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে দ্রব্যের বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে যোগানও বৃদ্ধি পায়। আবার প্রতিকূল আবহাওয়া তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়, অর্থাৎ যোগানও হ্রাস পায়।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ থেকে একটি চাহিদা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে নিচে একটি চাহিদা রেখা অজ্জন করা হলো: চাহিদা সমীকরণ D = Q = 20 - 4P

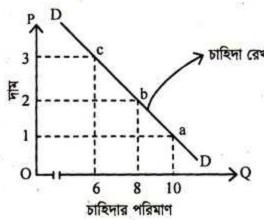
ধরি, P = 1, 2, 3

যখন P = 1, তখন Q = 20-4(1) = 16 একক

যখন P = 2, তখন Q = 20-4(2) = 12 একক

যখন P = 3, তখন Q = 20-4(3) = 8 একক

হিদা সূচি	
P	Q
1	10
2	08
3	06



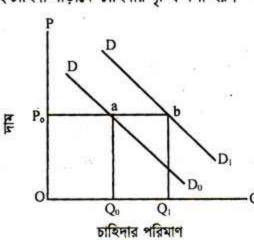
চিত্রে ভূমি অক্ষে (Q)
চাহিদার পরিমাণ এবং
লম্ব অক্ষে (P) দ্রব্যের
দাম নির্দেশ করা
হয়েছে। সূচি অনুযায়ী,

P=1 হলে Q=16 (বিন্দু a), P=2 হলে Q=12 (বিন্দু b), এবং P=3 হলে Q=8 (বিন্দু c) হয়। এখন a, b, ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে DD রেখাটি টানা হলো। এটিই প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে অভিকত চাহিদা রেখা।

য উদ্দীপকের দামসমূহ স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায় তবে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বাড়তে বা কমতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা কমাকে চাহিদার হ্রাস এবং চাহিদা বাড়াকে চাহিদার বৃদ্ধি বলা হয়।

পাশের চিত্রে ভূমি
অক্ষে চাহিদার পরিমাণ
(Q) এবং লম্ব অক্ষে
দাম (P) করা হয়েছে।
চিত্রে DD, হলো
কোনো দ্রব্যের
প্রাথমিক চাহিদা রেখা।
OP, ও OQ, হলো
যথাক্রমে প্রাথমিক দাম
ও চাহিদার পরিমাণ,



যা DD, রেখার a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন দাম OP,-তে স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে ভোক্তার চাহিদা OQ, থেকে বেড়ে OQ1 হয়। যা ডানদিকে স্থানান্তরিত চাহিদা রেখা DD1-এর b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। কাজেই বলা যায়, দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয় এবং চাহিদার পরিমাণ হয় OQ1।

প্রয় > 8৬ চাহিদা অপেক্ষক, Qd = 9 - 2P যোগান অপেক্ষক, Qs = -1 + 3P ·

> |आवमून कामित (याचा त्रिकि कलाव, नतित्रशी । अञ्च नः २/ क. धुवक की?

খ. উপকরণ দাম কীভাবে যোগানের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? বুঝিয়ে লিখ।

গ, ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করো।

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণিতশাস্ত্রে যেসব বিষয় বা রাশির মান সব অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকে, তাকে ধ্রুবক (Constant) বলে।

বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উৎপাদনকারীকে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উৎপাদনকারীকে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের দাম বাড়লে তার উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও উৎপাদন তথা যোগানের পরিমাণ কমে যায়। উৎপাদনের উপকরণের দাম দ্বারা দ্রব্যের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো। বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা (Q_d) ও যোগান (Q_s) পরস্পর সমান

হয়। <mark>সুতরাং, ভারসাম্য অবস্থায়,</mark>

 $Q_d = Q_s$ al, 9 - 2P = -1 + 3P

 $\sqrt{4}$, -2P - 3P = -1 - 9

41, -5P = -10

বা, P = 2

∴ P = 2, এটি হলো ভারসাম্য দাম।

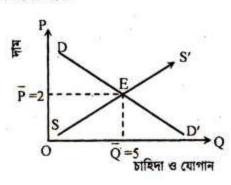
এখন P এর মান প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$Q_d = 9 - 2P$$

= $9 - 2(2)$
= $9 - 4$
= 5
 $Q_s = -1 + 3P$
= $-1 + 3(2)$
= $-1 + 6$
= 5

∴ $Q_d = Q_s = \overline{Q} = 5$, এটি হলো ভারসাম্য পরিমাণ। ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (OQ) এবং লম্ব অক্ষে দাম (OP) নির্দেশ করা হয়েছে। DD' চাহিদা রেখা ও SS' যোগান রেখা। চাহিদা ও যোগান রেখায়র পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে যেখানে চাহিদা ও যোগান সমান। E বিন্দুতে



ভারসাম্য দাম হলো 2 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো 5 একক।

সরকার আলুর প্রতি কেজিতে সর্বনিম্ন দাম ১ টাকা এবং সর্বোচ্চ দাম ৩ টাকা ধার্য করলে চাহিদাও যোগানের পরিবর্তন হবে। সর্বনিম্ন দাম (P = 1 টাকা) হলে

সর্বনিম্ন দাম (P = 1 টাকা) হলে, আলুর চাহিদা, $Q_d = 9 - 2(1) = 7$ কেজি

আলুর যোগান $Q_s = -1 + 3(1) = 2$ কেজি

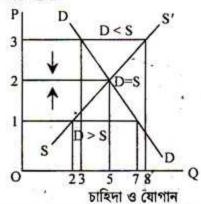
এক্ষেত্রে $Q_d > Q_s$ হওয়ার ভারসাম্য অর্জিত হবে না এবং দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার সর্বোচ্চ দাম $(P=3\ \mbox{Union})$ হলে,

আলুর চাহিদা, $Q_d = 9 - 2(3) = 3$ কেজি

আলুর যোগান, $Q_s = -1 + 3(3) = 8$ কেঞ্চি

এক্ষেত্রে $Q_d < Q_s$ হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হবে না এবং দাম কমবে।

নিচে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—
চিত্রে, ভূমি অক্ষে চাহিদা ও
ত্রের সাহায্যে চিত্রে, ভূমি অক্ষে চাহিদা ও
ত্রের ভূমি অক্ষে চাহিদা ও
ত্রের পরিমাণ (OQ) এবং
ত্রুর অক্ষে দাম (OP) নির্দেশ
করা হয়েছে। ভারসাম্য
ত্রবংপরিমাণ ছিল ২ টাকা
এবং পরিমাণ ছিল ১ কেজি।
এখন সরকার সর্বনিম্ন দাম 1
টাকা ধার্য করলে আলুর চাহিদা
ও যোগানের পরিমাণ হয়



যথাক্রমে 7 কেজি ও 2 কেজি। চাহিদা ও যোগান যোগান চাহিদার তুলনায় কমে এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। আবার, সর্বোচ্চ দাম 3 টাকা ধার্য করা হলে, চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ দাঁড়ায় 3 কেজি এবং ৪ কেজি। এক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হবে না এবং দাম কমবে।

কাজেই বলা যায়, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম ধার্য উভয়ক্ষেত্রেই বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে না।

প্রশ্ন ▶ 89 বাজারে খেজুরের প্রাথমিক দাম যখন প্রতি কেজি ১০০ টাকা তখন প্রাথমিক চাহিদা ছিল ১০ কেজি এবং আপেলের প্রাথমিক দাম যখন প্রতি কেজি ২০০ টাকা তখন আপেলের চাহিদা ছিল ২০ কেজি। বর্তমানে প্রতি কেজি খেজুরের দাম ১৫০ টাকা হওয়ায়, খেজুরের চাহিদা কমে হয় ৫ কেজি। অথচ দেখা গেল আপেলের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয়নি। (আবদুল কাদির মোলা সিটি কলেজ, নরসিংদী । প্রার্থ বং ৩/

ক. উপযোগ কী?

খ, প্রান্তিক উপযোগ কখন বাড়তে থাকে?

গ, খেজুরের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

ঘ. খেজুরের দাম পরিবর্তন সত্ত্বেও আপেলের চাহিদার পরিবর্তন হলো না কেন? বিশ্লেষণ করো।

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

উপযোগ হলো কোনো দ্রব্য বা সেবার এমন ক্ষমতা, যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।

থ ভোক্তার রুচি, অভ্যাস ও আয় পরিবর্তিত হলে প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে পারে।

সাধারণত ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে যে সকল বিষয় অনুমিত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার যেকোনো একটি বা সব কয়টি পরিবর্তন হলে প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে পারে। তাছাড়া নেশাজাতীয় দ্রব্য, শখের জিনিস প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রান্তিক উপযোগ না কমে বাড়তে পারে।

প উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে খেজুরের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো।

কোনো দ্রব্যের দামের শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়, এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা

$$E_P=rac{\Delta Q}{Q} imes 100$$
 এখানে, $P=$ প্রাথমিক দাম $Q=$ প্রাথমিক চাহিদা $\Delta P=$ দামের পরিবর্তন $\Delta Q=$ চাহিদার পরিবর্তন । বা, $E_P=rac{\Delta Q}{\Delta P} imes rac{P}{Q}$

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, খেজুরের প্রাথমিক দাম ১০০ টাকা, প্রাথমিক চাহিদা ১০ কেজি এবং বর্তমানে খেজুরের দাম ১৫০ টাকা হওয়ায় চাহিদা ৫ কেজি। কাজেই

$$E_P = \frac{-5}{50} \times \frac{100}{10}$$
 এখানে, $\Delta Q = 5 - 10 = -5$ $\Delta P = 150 - 100 = 50$

বা, $E_{\rm P} = -1$

∴ E_P = 1 [(–) চিহ্নকে উপেক্ষা করে]
অর্থাৎ খেজুরের ক্ষেত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান।

থেজুর ও আপেল দুটি সম্পর্কযুক্ত (পরিবর্তন বা পরিপূরক) নয় বলে খেজুরের দামের পরিবর্তনে আপেলের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাধারণত, দুটি সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের পরিবর্তন হলে অন্যটির চাহিদার পরিবর্তন হয়। যেমন- চা ও কফি দুটি পরিবর্তক দ্রব্য। এক্ষেত্রে চায়ের দাম বাড়লে কফির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চায়ের দাম কমলে কফির চাহিদা কমে। আবার, চা ও চিনি দুটি পরিপূরক দ্রব্য হওয়ায়, চায়ের দাম বাড়লে চিনির চাহিদা কমে এবং চায়ের দাম কমলে চিনির চাহিদা বাড়ে। এ জন্য পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ($E_{\rm C}$) শূন্যের চেয়ে বড় হয়। আবার, $E_{\rm C}<0$ হয় পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এবং $E_{\rm C}=0$ হয় সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে। উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী খেজুর ও আপেলের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_{C} = \frac{\Delta Q_{x}}{\Delta P_{y}} \times \frac{P_{y}}{Q_{x}}$$
 এখানে, $x = \text{আপেল}$ $y =$ খেজুর $= \frac{200 - 200}{150 - 100} \times \frac{200}{100}$ $= \frac{0}{50} \times \frac{200}{100}$ $= 0$ $\therefore E_{C} = 0$

অর্থাৎ, খেজুর ও আপেল দুটি সম্পর্কহীন দ্রব্য। তাই খেজুরের দামের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আপেলের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ নিচের উদ্দীপকটি পড়:

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
3	20
2	70
• 9	a
8	0
Q.	-0

|जानन त्यारन करनज, यग्रयनिश्रह । श्रप्त नः २/

ক. উপযোগ কী?

খ. কখন প্রান্তিক উপযোগ রেখা বাম হতে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়?:

গ. উদ্দীপক হতে মোট উপযোগ নির্ণয় কর।

ঘ, দ্রব্যের একক বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ সবসময় কমে না ব্যাখ্যা কর।

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলে।

ভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে।
অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য ভোগ করলে মোট উপযোগে যে বৃদ্ধি হয় তাকে
প্রান্তিক উপযোগ বলে। যদি ভোক্তা একই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াতে
থাকে তবে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে স্তাস পায়। তবে ভোক্তা
যখন শূন্য থেকে ভোগ বাড়ায় তখন প্রথম পর্যায়ে মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান
হারে বাড়ে, অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। সূতরাং বলা যায়, ভোগের
প্রাথমিক অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে।

ত্রী উদ্দীপকে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ (MU) সূচি দেওয়া আছে। নিচে প্রান্তিক উপযোগগুলো যোগ করে একটি সূচি তৈরি করার মাধ্যমে মোট উপযোগ নির্ণয় করা হলো:

কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MU)	মোট উপযোগ (TU)
2	20	76+0 = 76
2	70	20+20 = 50
9	¢ ,	২৫+৫ = ৩০
8	О	vo+o = vo
· ·	-0	00+(-0) = 20

উপরের সূচি হতে দেখা যায় যে, প্রান্তিক উপযোগ ১৫, মোট উপযোগ TU (১৫ + ০) = ১৫, পরবর্তীতে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ১০, ৫, ০ ও –৫ হয়। আর মোট উপযোগ ১৫ + ১০ = ২৫, ৩০, ৩০ ও ২৫ নির্দেশ করে। এভাবে মোট উপযোগ নির্ণয় করা যায়।

য প্রাথমিক পর্যায়ের দ্রব্যের একক বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ কমে না। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

অতিরিক্ত একক দ্রব্য ভোগ করলে মোট উপযোগের যে বৃদ্ধি হয়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। যদি ভোক্তা একই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তবে ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তরে প্রান্ত বাড়াতে থাকে তবে ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তরে প্রান্ত যখন দ্রব্যের একক বৃদ্ধি করেছে তখন প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তরে প্রান্ত পেয়ে খাণাত্মক মান ধারণ করেছে। অন্যদিকে ভোক্তা যখন শূন্য থেকে ভোগ বৃদ্ধি করে তখন প্রাথমিক পর্যায়ে মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বৃদ্ধি পাবে, যা একমাত্র উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ের সাথে যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে উপযোগ বা দ্রব্যের একক বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তর্যে প্রান্ত উপযোগ বা দ্রব্যের একক বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তর্যে প্রান্ত স্থান্তির হবে।

সুতরাং বলা যায়, ভোগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রান্তিক উপযোগ থাকে। ফলে দ্রব্যের একক বৃন্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ সবসময় কমে না প্রামাণিত হয়।

প্রসা > 8% চাহিদা অপেক্ষক Q_d = 100 – 20P এবং যোগান অপেক্ষক Q_s = 20 + 20P যেখানে P = দাম। /আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ । প্রশ্ন নং ৩/ক. চাহিদা কী?

খ, কখন চাহিদা রেখা বাম হতে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়?

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. ভারসাম্য অবস্থায় যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ হলে ভারসাম্যে কী পরিবর্তন হবে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাকে সে দ্রব্যের চাহিদা বলে।

য চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ক্ষেত্রগুলোতে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

সাধারণত চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়; কারণ দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন, গিফেন দ্রব্য, বিলাসজাত দ্রব্য, বিকল্প দ্রব্যের দাম পরিবর্তন প্রভৃতি। এক্ষেত্রে দাম ও চাহিদা পরিমাণের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা অপেক্ষক ও যোগান অপেক্ষকের আলোকে নিম্নর্পভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো-বাজার ভারসাম্য অবস্থা চাহিদা পরিমাণ (Qd) এবং যোগানের পরিমাণ (Qs) পরস্পর সমান হয়। অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায়, Qd = Qs

বা, 100 - 20P = 20 + 20P

বা, -20P - 20P = 20 - 100

বা, -40P = - 80

বা, 40P = 80

বা, $P = \frac{80}{40}$

· P=2

∴ ₱=2 টাকা, এটি ভারসাম্য দাম।

এখন P এর মান প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান অপেক্ষকে বসিয়ে পাই-

Qd = 100 - 20P

Qs = 20 + 20P

= 100 - 20.2 [মান বসিয়ে পাই]

= 20 + 20.2 [মান বসিয়ে পাই]

= 60 একক

= 60 একক

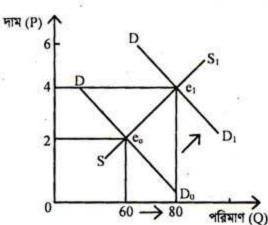
:. Qd = Qs = 👰 = 60 একক

∴ ভারসাম্য পরিমাণ = 👰 = 60 একক

ভারসাম্য অবস্থায় যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ একক হলে ভারসাম্য অবস্থায় যে পরিবর্তন হবে, তা জানার জন্য প্রথমে একটি ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদার পরিবর্তন প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো-

দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়, রুচি, পছন্দ, অভ্যাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পেলে এবং ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে, দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ভারসাম্য অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত
প্রভাব বলে। এর
প্রভাবে চাহিদা রেখা
ডানদিকে
স্থানান্তরিত হয়,
ভারসাম্য দাম ও
পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি
পায়। চিত্রে ভূমি
অক্ষে চাহিদা ও
যোগানের পরিমাণ,
লম্ব অক্ষে দাম, SS'
যোগান রেখা, DD
প্রাথমিক চাহিদা



চিত্র : যোগান স্থির থেকে চাহিদার পরিবর্তন প্রভাব

রেখা, e, ভারসাম্য বিন্দু; প্রাথমিক দাম ২ টাকা এবং পরিমাণ ৬০ একক। যদি যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পায় (D₁D₁), তবে ভারসাম্য বিন্দু পরিবর্তন হয়ে e, হয়, দাম বৃদ্ধি পেয়ে 4 টাকা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ একক হয়। এভাবে যোগান স্থির থেকে চাহিদার বৃদ্ধি ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রসা > ৫০ একটি পেন্সিলের দাম ৫ টাকা থেকে বেড়ে ৭ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ২৫ একক থেকে কমে ১৫ একক হয়।

[अत्रकाति व्याभिष्मुन २क करनण, रमूज़ 🛮 श्रञ्ज नर २/

ক, যোগান কী?

খ. প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয় কেন? — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা করো।

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিক্রেভা বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকে তাকে অর্থনীতিতে যোগান বলে।

ভাগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিয়্নগামী হয়।

দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের ভোগ শুরু হওয়ার পর থেকে ভোক্তা ঐ দ্রব্যটির ভোগ যতই বাড়ায় তার ভোগকৃত এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ততই হ্রাস পায়। অন্যকথায়, কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃন্ধির সাথে সাথে তার প্রাপ্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। প্রাপ্তিক উপযোগ রেখা ভোগের এ প্রবণতা প্রকাশ করে। তাই এ অবস্থা কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী রেখা দ্বারা দেখানো সম্ভব।

গ্র চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (E_P) সূত্রানুযায়ী নিচে পেনিলের দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো-

আমরা জানি, দাম স্থিতিস্থাপকতা সূত্র নিম্নরূপ :

 $E_P = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$ [যেখানে Q = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ, P = প্রাথমিক দাম, $\Delta Q =$ চাহিদার পরিমাণের পরিবর্ত, $\Delta P =$ দামের পরিবর্তন] এখন সূত্রানুযায়ী নিম্নোক্তভাবে E_P বের করা হলো- উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী পেন্সিলের প্রাথমিক দাম $(P) = \ell$ টাকা ও পরিবর্তিত দাম $(P_1) = 9$ টাকা।

∴দামের পরিবর্তন (△P)=(৭-৫)= ২ টাকা আবার, পেন্সিলের প্রাথমিক চাহিদা পরিমাণ (Q) = ২৫ একক ও পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ (Q₁) = ১৫ টাকা

∴ চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (△Q) = ১৫ – ২৫ = –১০ একক

এখন সূত্রে মান বসিয়ে পাওয়া যায়ঃ

$$E_P = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{\alpha}{2\alpha} \cdot \frac{-2\alpha}{2} = \frac{-\alpha\alpha}{\alpha\alpha} = -2$$

∴ E_p = ১ [ঋণাত্মক মান অবজ্ঞা করে]

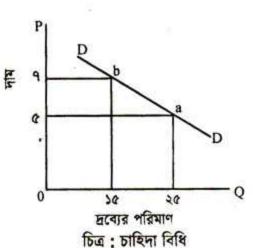
: পেঙ্গিলের দাম স্থিতিস্থাপকতা হলো ১

য় উদ্দীপকে আলোচিত পেন্সিলের চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা করতে প্রথমে চাহিদা সূচি আঁকা প্রয়োজন। তাই প্রথমে উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে পেন্সিলের চাহিদা সূচি সাজানো হলো-

দাম (P) টাকায়	চাহিদার পরিমাণ (Q)
· ·	20
٩	20

সূচিতে লক্ষ করা যায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা দ্রাস পায়। যা চাহিদা

বিধির শর্তকে পূরণ করে।
উপরের সূচির ভিত্তিতে
নিচে চাহিদা রেখা
অংকন করা হলো
চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা
পরিমাণ (Q) ও লম্ব
অক্ষে দাম (P) নিদের্শ
করা হয়েছে। চিত্রের
DD রেখা হলো চাহিদা
রেখা। দ্রব্যের দাম
যখন ৫ টাকা তখন
চাহিদার পরিমাণ ২৫
একক, যা a বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত হয়েছে। দাম



বৃদ্ধি পেয়ে ৭ টাকা হলে চাহিদা প্রাস পেয়ে ১৫ একক হয়, যা ১ বিন্দু দ্বারা নির্দেশ হয়েছে। এখন চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a ও ১ বিন্দু যোগ করে যে DD রেখা পাই তাই-ই চাহিদা রেখা। এখানে দেখা যায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা প্রাস পায় এবং দাম প্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা চাহিদা বিধিকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ►৫১ মি. গণি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ। শাক-সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি এদিন শাক-সবজি ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। কিন্তু চাল ক্রয় করতে গিয়ে দেখলেন মজুদ বেশি হওয়ায় দাম কমলেও বাজারে চালের যোগান বেড়েছে। তাই তিনি বেশি চাল ক্রয় করলেন।

সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৩/

- ক, উপযোগ কী?
- খ, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ্র মি, গণির সবজি ক্রয় হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. "দাম ও যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক"— উদ্দীপকে তথ্যের সত্যতা যাচাই কর এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে তার উপযোগ বলে।

য অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

যে বিধির সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে চাহিদা বিধি বলে। চাহিদা বিধির একই শর্ত হলো কোনো দ্রব্যের দাম ব্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো দ্রব্যের ১০ টাকা দামে বাজার চাহিদা ছিল ১৫ একক। যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম ব্রাস পেয়ে ৫ টাকা হয় তবে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০ একক হয়। সুতরাং বলা যায়, দাম কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

প্রামি. গনির সবজি ক্রয় হ্রাস পাওয়ার কারণ হলো সবজির দাম বৃদ্ধি। নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো—

চাহিদা বিধি অনুযায়ী, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের দাম প্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা প্রাস পায়। সুতরাং দামের প্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্যের চাহিদা নির্ধারিত হয়। বাজারে দ্রব্যের মজুত বর্তমান থাকা অবস্থায়ও যদি দামের বৃদ্ধি ঘটে তবে চাহিদা প্রাস পাবে। সুতরাং চাহিদা নির্ধারিত হয় দ্রব্যের দাম প্রাস-বৃদ্ধির ওপর।

উদ্দীপকে মি. গণি একজন নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ। তিনি প্রত্যহ বাজার থেকে শাক-সবজি ক্রয় করেন। একদিন বাজারে শাক-সবজির দাম বেড়ে যাওয়ায় তিনি শাক-সমজির ক্রয় পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। মূলত এ অবস্থা থেকেই বোঝা যায় যে, মি. গণির শাক-সবজি ক্রয়ের পরিমাণ কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো শাক-সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়া।

শাম ও যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক'— কথাটির সত্যতা আছে বলে আমি মনে করি। নিচে যুক্তিটির পিছনে আমার মনোভাব ব্যক্ত করা হলো— কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের যোগান উক্ত দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যদি কোনো দ্রব্যের দাম বাড়ে তবে তার যোগান বাড়বে, দাম কমলে যোগান কমবে। এজন্য যোগান ও দামের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। দাম ও যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক হওয়ার প্রধান কারণ হলো— পণ্যের দাম। কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কারণ দাম বাড়লে মুনাফা বাড়ে, দাম কমলে মুনাফা কমে। এসব কথা বিবেচনায় রেখে উৎপাদক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে পণ্যের যোগান বাড়িয়ে দেয়।

উদ্দীপকে গণি মিয়া বাজারে গিয়ে দেখলেন, চালের মজুদ বেশি হওয়ায় দাম কমলেও বাজারে চালের যোগান বেড়েছে। এক্ষেত্রে তিনি যোগান বেশি হওয়ায় অন্য দিনের তুলনায় অধিক চাল ক্রয় করলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বাজারে চালের দাম নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে চালের মজুদ। তাই উৎপাদক দাম ও যোগানের ওপর সজাতি রেখেই তার পণ্য বিক্রয়ে সচেষ্ট হন।

সূতরাং বলা যায়, 'দাম ও যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক' কথাটি প্রমাণিত হয়।

|वगुष्ठा क्रान्डिनरघन्डे भावनिक म्कुन ७ करनक । अग्र नः २/

- ক. যোগান কী?
- খ. চাহিদা রেখা ডানে নিম্নগামী হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের চাহিদা ও যোগান অপেক্ষকের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ কর।
- ঘ. ভারসাম্য দাম । টাকা ও 3 টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে ব্যাখ্যা কর।

৫২ নুং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিক্রেতা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকে তাকে অর্থনীতিতে যোগান বলে।

য অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দামের সাথে চাহিদার যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ পায়, সে কারণে চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী হয়। চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামিতার কারণ হলো-

- (ক) ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি: কোনো দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হলে, নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের ভোগ বৃন্ধির সাথে প্রান্তিক উপযোগ প্রাস পায়। কাজেই দাম যখন কমে তখন চাহিদার পরিমাণ বৃন্ধি পায়। দাম ও চাহিদার এর্প বিপরীত সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।
- (খ) প্রকৃত আয় প্রভাব: কোনো দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে ভোক্তার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। তখন ভোক্তা পূর্বের অর্থ দ্বারাই অধিক পারমাণ দ্রব্য ভোগ করতে পারে। এ কারণে চাহিদা ভানদিকে নিম্নগামী হয়।
- (গ) পরিবর্তক প্রভাব: পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে (চিনি-চা) কোনো একটি উপাদানের দাম বাড়লে উক্ত দ্রব্যের চাহিদা দ্রাস পায়। যেমন-চিনির দাম বাড়লে চায়ের চাহিদা দ্রাস পায়। এ কারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা অপেক্ষক (Qd) ও যোগান অপেক্ষকের (Qs) আলোকে নিম্নরূপভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো-বাজার ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ (Qd) ও যোগানের পরিমাণ

(Qs) পরস্পর সমান হয়; অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায়-

Qd = Qs

বা, 25-5p = 5 + 5P

বা, -5p - 5p = 5-25

বা,-10p = -20

বা, P =

বা, P = 2

∴ P = ২ টাকা, এটি ভারসাম্য দাম।

এখন (P) এর দাম প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান অপেক্ষকে বসিয়ে পাই-

Qd = 25 - 5P	Qs = 5 + 5P
= 25 - 5(2) [P এর মান বসিয়ে]	= 5 + 5(2) [P এর মান বসিয়ে]
= 25-10	= 5+ 10
= 15 একক	= 15 একক

- ∴ Qd = Qs = Q = 15 একক
- ∴ ভারসাম্য পরিমাণ Q = 15 একক

য বিবেচ্য দ্রব্যটির দাম যখন ৷ টাকা ও 3 টাকা হয় তখন বাজারে কীরূপ প্রভাব পড়বে তা বিবেচনার জন্য প্রথমে বাজার ভারসাম্যের দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বাজার ভারসাম্য অবস্থায় : P = 2 টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ 15 একক নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় বাজার ভারসাম্যে দামের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এখন P = 1 হলে Od ও Os এর মান দাঁড়ায় নিমন্ত্রপ:

 $Q_d = 25 - 5P$

Qs = 5+5P

= 25-5(1) [p = 1 হলে]

= 5 + 5(1) [P এর মান বসিয়ে]

= 20 একক

= 10 একক

এক্ষেত্রে $Q_d > Q_s$ হওয়ায় যোগানের তুলনা চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাজারে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য হাতের নাগালে পাবে না।

অন্যদিকে P = 3 হলে Qd ও Qs-এর পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ-

Qd = 25 - 5P

Qs = 5 + 5P

= 25 - 5.3 [P = 3ইলে] = 5 + 5.3 [P = 3 ইলে]

এক্ষেত্রে Qd < Qs হওয়ায় চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাজার পণ্যের দাম হ্রাস পাবে। সূতরাং ভারসাম্য দাম। ও 3 টাকা হলে বাজার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

প্রস ▶৫৩ নিচের সূচিটি পর্যালোচনা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
2	760	200
2		700
۰	900	
8		. 0
¢	200	

[मिनाजपुत मतकाति करमज । अभ नः २/

ক. ঢাল কাকে বলে?

থ. যোগান রেখা কি সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়?

গ. উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ তালিকাটি সম্পূর্ণ কর।

ঘ্ উদ্দীপকের আলোকে সম্পূর্ণ তালিকা থেকে রেখাচিত্র অজ্জন করে প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় এ দুয়ের অনুপাতকে ওই অপেক্ষকের ঢাল বলে।

 যোগান রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। কারণ যোগান বিধি অনুযায়ী, দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে, যোগান রেখা তখন উর্ধ্বগামী না হয়ে।বরং ভূমি বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। যেমন— দুর্লভ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে যোগান লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়ে থাকে। আবার শ্রমের যোগান রেখা বামদিকে পশ্চাৎগামী হয়ে থাকে। সূতরাং যোগান রেখা সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় না।

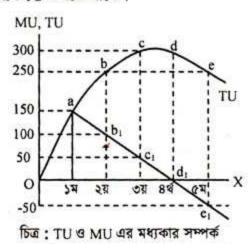
গ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ তালিকাটি নিচে সম্পূর্ণ করা হলো। সর্বশেষ একক থেকে ভোক্তা সে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। আর একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। তাই প্রান্তিক উপযোগ MU = TU_{p-1} - TU_p এবং মোট উপযোগ TU = MU1 + MU2 + MUn ।

দ্রব্যের এ <mark>ক</mark> ক	মোট উপযোগ (একক) (TU = MU _n + TU _{n-1})	- প্রান্তিক উপযোগ (একক) (MU = TU _n - TU _{n-1})
١	760.	760
২	२৫०	200
9	900	¢o.
8	900	. 0
œ	200	-60

ঘ উদ্দীকের আলোকে সম্পূর্ণকৃত তালিকা হতে নিচে রেখাচিত্র অঙকন করে প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা रला।

সাধারণত দ্রব্যের বিভিন্ন একক হতে প্রাপ্ত মোট উপযোগ যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে মোট উপযোগ (TU) রেখা এবং প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখায় দব্যের একক দেখানো হয়। প্রথমে TU ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে এবং MU শূন্য হলে TU সর্বোচ্চ হয়। পরবর্তীতে MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে।

প্রদত্ত তালিকাটি সম্পূর্ণ (গ নং-এ) লক্ষ করা যায়, ১ম একক হতে মোট উপযোগ একক, যা পাশের চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত रसार्छ। একইভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম, একক হতে উপযোগ যথাক্রমে 250, 300, 300 ও 250 একক। या ठिटा यथाक्रस्य b, c,



d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন এই বিন্দুগুলো যোগ করে TU রেখা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে a, b_i, c_i, d_i, ও e_i বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, ৪র্থ এককের পূর্ব পর্যন্ত TU ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে এবং MU কম থাকে। ৪র্থ এককে যখন MU শূন্য হয় তখন TU সর্বোচ্চ হয়। আবার, ৪র্থ এককের পরে যখন MU ঋণাত্মক হয়, তখন TU কমতে থাকে।

প্রশ্ন ▶৫৪ নিচের সমীকরণ দুইটি লক্ষ কর:

Qd = 150 - 10P, Qs = 10 + 4P[मिनाजभूत मतकाति करनज । अम नः ७/ ক. উপযোগ কী?

- খ, চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হতে পারে কিনা? ব্যাখ্যা কর।
- 2 গ্র উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ঘ. দাম ১২ টাকা হলে তখন বাজারে কি প্রভাব পড়ে? চিত্র অজ্জন করে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে উপযোগ বলে।

হাহিদা বিধির ব্যতিক্রম হলে তথা পরিবর্তক দ্রব্য, ভোক্তার আয় ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হতে পারে। কোনো দ্রব্যের পরিবর্তক দ্রব্যের দাম তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে; যেমন, চিনি ও গুড়ের ক্ষেত্রে চিনির দাম বাড়লে তার পরিবর্তক দ্রব্য গুড়ের চাহিদা বাড়ে। সেক্ষেত্রে গুড়ের চাহিদা রেখা ভানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। আবার, ভোক্তার আয় বাড়লে সাধারণত সে কোনো দ্রব্য বেশি ক্রয় করে; যেমন-তার আয় বাড়লে মিন্টির চাহিদা বাড়ে। এমন ক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হয়। সুতরাং চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হতে পারে।

গ উদ্দীপকের আলেকে চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে নিচ্চে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

যে অবস্থায় বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান হয়, তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলে। এই অবস্থায় নির্ধারিত দাম ও পরিমাণকে বলা হয় ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ। অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থা-

Qd = Qs
বা, 150 - 10P = 10 + 4P
বা, 150 - 10 = 4P + 10P
বা, 140 = 14P
বা, 140 = 14P

বা,
$$P = \frac{140}{14}$$

বা, $= P = 10$

এখন, Po-এর মান উদ্দীপকের উল্লিখিত চাহিদা বা যোগান সমীকরণে বসালে পাওয়া যায় ভারসাম্য পরিমাণ।

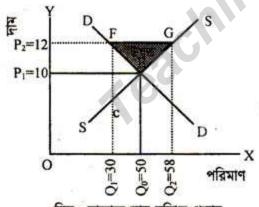
∴ Q_o = 50 একক।

∴ নির্ণেয় ভারসাম্য দাম ও পরমািণ যথাক্রমে 10 একক ও 50 একক।

দাম ১২ টাকা হলে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। নিচে তা উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে চিত্র অঙকন করে বিশ্লেষণ করা হলো। সাধারণত ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি দামে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হয় বলে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। এর ফলে দাম কমবে।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অভিকত পাশের চিত্রে লক্ষ করা যায়, দাম 10 টাকা থেকে 12 টাকা থলে চাহিদা $OQ_1 = P_2F$ যোগান $OQ_2 = P_2G$ হয়। গাণিতিকভাবে, চাহিদা $Qd = (150 - 10 \times 12)$ বা 30 একক এবং 0 যোগান, $Qs = 10 \times 12$

(10 + 4×12) বা 58



চিত্র: বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রভাব

একক। এক্ষেত্রে Qd < Qs হওয়ায় বাজারে (58 - 30) বা 28 একক পরিমাণ যোগান উদ্বৃত থাকে। ফলে দাম কমে পুনরায় 10 টাকা হবে। চিত্রানুযায়ী 12 টাকা দামে EFG পরিমাণ মোট উদ্বৃত্ত দেখা দেয়।

প্রশ্ন ▶৫৫ সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ও তার চাহিদার পরিমাণ নিচের টেবিলে প্রদত্ত হলো—

X দ্রব্যের দাম (Px)	Y দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (Qy)
œ .	200
20	200
20	900

|बारमाम উम्मिन भार भिशु निरकछन स्कूल ७ करलब, भारेंवान्था । अग्र नः ১/

ক. কোন শর্ত ভারসামস্য দাম পাওয়া যায়?

খ. কৃপণ ব্যক্তির চাহিদাকে চাহিদা বলা যায় না কেন?

গ. উদ্দীপক ভিত্তিক রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দ্রবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়, সে শর্তে ভারসাম্য দাম পাওয়া যায়।

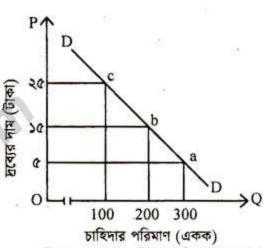
যা কৃপণ ব্যক্তি অর্থ লিন্সা বেশি থাকে। এ অবস্থায় সে দ্রব্য ক্রয়ে অনিচ্ছুক থাকে। কৃপণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না। মনে করি মি, আলম সাহেব ধনী মানুষ। কিন্তু ভীষণ কৃপণ। তার গাড়ি

কেনারও ইচ্ছা আছে। টাকা ব্যয় করে গাড়ি কেনার ইচ্ছা নেই। তার এই ইচ্ছাকে চাহিদা বলা যাবে না। কারণ একজন ভোক্তার কোনো দ্রব্যের ইচ্ছাকে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে। যেমন: কোনো দ্রব্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা। ধনী ব্যবসায়ী আলম সাহেবের গাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকলেও তিনি তার পুঁজি ব্যবসায় অধিক লাভের আশায় ব্যয় করতে চান। গাড়ি কেনার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে তিনি অনাগ্রহী। তাই আলম সাহেবের গাড়ি কেনার ইচ্ছাকে চাহিদা বলা যাবে না।

উদ্দীপকের ছকে প্রদত্ত মান অনুসারে নিম্নে চাহিদা রেখা অভকন করা

হলো-

চিত্রে OQ (ভূমি)
অক্ষে 'Y' দ্রব্যের
চাহিদার পরিমাণ ও
OP (লম্ব) অক্ষে 'X'
দ্রব্যের দাম দেখানো
হয়েছে। a বিন্দৃতে ৫
টাকা দামে দ্রব্যের
চাহিদার পরিমাণ
৩০০ একক। দাম
বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ ও
২৫ টাকার হলে
চাহিদার পরিাণ মে



চিত্র: Y দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (একক)

হয়। যা b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা করা হয়েছে। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাটিই হলো সূচির তথ্যের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

য উদ্দীপকের দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করা যায়। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো একটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন ফলে সম্পর্কিত অন্য দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের যে আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটে। তার মাত্রাকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপক বলে।

চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

$$(Ec) = \frac{Y \, \text{দ্রব্যের চাহিদা পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{X \, \text{দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}$$

> X দ্রব্যের দামের পরিবর্তন (ΔΡ_χ) X দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (Ρ_χ)

$$\frac{\Delta Q_{v}}{Q_{v}} = \frac{Q_{v}}{\Delta P_{x}}$$

$$= \frac{\Delta Qy}{Qy} \cdot \frac{Px}{Px}$$

$$= \frac{\Delta Qy}{Qy} \cdot \frac{Px}{Px}$$

$$= \frac{\Delta Qy}{\Delta Px} \cdot \frac{Px}{Qy}$$

সুতরাং উদ্দীপকের দ্রব্যের প্রবৃত্তি হলো একে অপরের পরিবর্তক।

২

প্রর ►৫৬ দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে আলীম সওদাগরের দ্রব্যের যোগানের পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন দামের প্রেক্ষিতে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ নিচের সূচিতে দেখানো হলো:

প্রতি কেজি দ্রব্যের (টাকা)	দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ (কেজি)	
300	, 300	1
770	200	7
750	220	7

|क्रान्टिनरपर्ने करनज, कृषिवा । श्रप्त नः २/

- ক. রেখার ঢাল কী?
- খ. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়— ব্যাখ্যা কর।
- গ্র উদ্দীপকের আলোকে একটি যোগান রেখা অজ্জন কর।
- ঘ. উদ্দীপকের দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

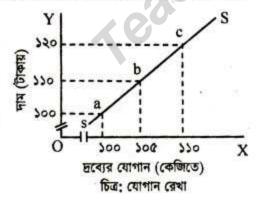
ক একটি রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিমাণ পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে রেখার ঢাল বলে।

মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়।
ভোক্তা কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করতে থাকলে
তার নিকট উক্ত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এক
পর্যায়ে সে আর ঐ দ্রব্যটি ভোগ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ভোক্তার
নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,
একজন ভোক্তার লিচু খাওয়ার ইচ্ছা হলো। এখন সে প্রথম লিচুটি যে
আগ্রহ নিয়ে ভোগ করে পরেরটি ভোগের ক্ষেত্রে তার সে আগ্রহ কমে
যায়। অর্থাৎ প্রথম লিচুর তুলনায় দ্বিতীয় লিচু থেকে সে কম উপযোগ
পায়। তৃতীয় লিচুর ক্ষেত্রে উপযোগ আরো হ্রাস পায়। এভাবে এক
পর্যায়ে তার লিচু খাওয়ার আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। ফলে সে আর
লিচু গ্রহণ করবে না। এ অবস্থায় ভোক্তার নিকট লিচুর মোট উপযোগ
সর্বোচ্চ হলেও প্রান্তিক উপযোগ হয় শূন্য।

গ্র উদ্দীপকের আলোকে নিচে একটি যোগান রেখা অভকন করা হলো-

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে
দ্রব্যের যোগানের
পরিমাণ ও লম্ব (OY)
অক্ষে তার দাম পরিমাপ
করা হয়েছে।
যোগান সূচি অনুযায়ী
দ্রব্যের দাম ১০০ টাকা,
১১০ টাকা ও ১২০ টাকা
হলে তার যোগান হয়

যথাক্রমে ১০০ কেজি



(চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত), ১০৫ কেজি (b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত) এবং ১১০ কেজি (c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দু যুক্ত করে SS রেখাটি অংকন করি। এটিই উদ্দীপকের ভিত্তিতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে দ্রব্যটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো: দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P_o) ১০০ টাকা এবং পরিবর্তিত দাম (P₁) ১১০ টাকা হওয়া অবস্থায়—

P_o= ১০০ টাকা হলে প্রাথমিক যোগান (Q_o) = ১০০ কেজি।
P₁= ১১০ টাকা হলে পরিবর্তিত যোগান (Q₁) = ১০৫ কেজি।
এক্ষেত্রে ΔP = (P₁ - P_o) = (১১০ - ১০০) = ১০ টাকা। $\Delta Q = (Q_1 - Q_o) = (১০৫ - ১০০) = ৫ কেজি$

এখন যোগান স্থিতিস্থাপকতার সূত্র অনুযায়ী,

$$E_s = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{200}{200} \cdot \frac{Q}{20}$$
 [সূত্রে মান বসিয়ে]
$$= \frac{2}{2} < 2$$

কোনো দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। অর্থাৎ দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়; এ রকম যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে অস্থিতিস্থাপক যোগান বলে। এখানে দামের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলেও যোগানের সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান অস্থিতিস্থাপকতা হয়। এ হিসাবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যটি হলো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন > ৫৭ মি. Y মাসিক ২০,০০০ টাকা আয় অবস্থায় ১০০ টাকা দামে ১টি পণ্যের ৩ একক ক্রয় করোন। আয় স্থির থেকে দাম বেড়ে ২০০ টাকা হলে তিনি ঐ পণ্যের ২ একক ক্রয় করেন।

/क्रान्टेनरघन्टे करनण, कृषिद्या । अन्न नः ७/

- क. ठलक की?
- খ. ঋতু পরিবর্তন চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙকন কর।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। 8

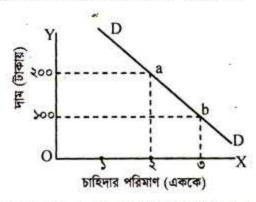
৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণিত শান্ত্রে যে সব রাশির মান পরিবর্তন হয় সেগুলোকে চলক বলে।

খা খাতু পরিবর্তন চাহিদাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।
কোনো দ্রব্যের নিজস্ব দাম ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিষয় দ্বারা তার চাহিদা
প্রভাবিত হয় তার মধ্যে ঋতু পরিবর্তন অন্যতম। শীতকালে বরফের দাম
একই থাকা সত্ত্বেও তার চাহিদা ব্রাস পায়। গ্রীষ্মকালে উল ও পশমী
জাতীয় পোশাকের চাহিদা ব্রাস পায়। বর্ষাকালে ছাতার চাহিদা বৃদ্ধি
পায়। তাই বলা যায়, ঋতু পরিবর্তন কোনো জিনিসের উপযোগ বাড়িয়ে
বা কমিয়ে তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকের আলোকে নিচে একটি চাহিদা রেখা অঙকন করা হলো।

রেখাচিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে
দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ও
লম্ব (OY) অক্ষে তার দাম
পরিমাপ করা হয়েছে।
উদ্দীপকে প্রদত্ত
তথ্যানুযায়ী, মাসিক আয়
২০,০০০ টাকা অবস্থায়
মি. Y ১০০ টাকা দামে
কোনো দ্রব্যের ৩ একক



ক্রয় করেন যা চিত্রে b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার তার আয় স্থির থাকা অবস্থায়, ২০০ টাকা দামে তিনি ওই দ্রব্যের ২ একক ক্রয় করেন যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন দ্রব্যের দাম ও তার চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a ও b বিন্দু যুক্ত করলে DD রেখাটি পাওয়া যায়। এটিই হলো উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী মি. Y-এর কোনো দ্রব্যের চাহিদা রেখা।

য উদ্দীপকের মি. Y এর ক্রয়কৃত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করে দ্রব্যটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হলো-

প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে: দাম ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ টাকা হওয়া অবস্থায়:

$$P = \lambda 00$$
, $P_1 = \lambda 00$

$$\therefore \Delta P = (P_1 - P) = (200 - 200) = 200$$

$$\therefore \Delta Q = (Q_1 - Q) = (2 - 0) = -2$$

এখন, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র
$$(E_d)$$
 অনুযায়ী $-E_d=\frac{P}{Q}\cdot\frac{\Delta Q}{\Delta P}$
$$=\frac{200}{0}\times\frac{-2}{200}$$
 [সূত্রে মান বসিয়ে]
$$=-\frac{2}{300}=\frac{2}{300}<2$$
 [ঋণাত্মক চিহ্ন অবজ্ঞা করে]

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম হলে, সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। অন্য কথায় বলা যায়, দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের কম হয়। এ রকম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এখানে দামের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলেও চাহিদার পরিবর্তন হয় সামান্য। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এর্প চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সেগুলোর চাহিদা হয় অস্থিতিস্থাপক। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. প এর ক্রয়কৃত দ্রব্যের চাহিদা হলো অস্থিতিস্থাপক এবং দ্রব্যটি একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ চাহিদা অপেক্ষক Q_d = 10 – P

যোগান অপেক্ষক $Q_s = -2 + 2P$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = যোগানের পরিমাণ, P = দাম

/प्रान-प्रामिन এकार्राक्षी म्कून এक करनज, ठाँपभुत 🛭 श्रप्त नः २/

- ক, অপেক্ষক কী?
- খ. চাহিদা রেখা নিম্নগামী হয় কেন?
- গ্রাগান সমীকরণ হতে যোগান রেখা অংকন করে তার বর্ণনা দাও।৩
- ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৪

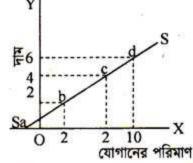
৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা দুয়ের বেশি চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার বিষয় যখন গাণিতিক উপায়ে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে অপেক্ষক বলে।

চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামীতার প্রধান কারণ হলো চাহিদা বিধি।
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দামের সাথে চাহিদার যে বিপরীত
সম্পর্ক প্রকাশ পায়, সে কারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।
দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক তথা চাহিদা রেখা ডানদিকে
নিম্নগামীতার কারণ হলো ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি, প্রকৃত
আয় প্রভাব, পরিবর্তক প্রভাব, ঋণাত্মক ঢাল। এসব কারণেই চাহিদা
রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রপ্রত সমীকরণ, $Q_s = -2 + 2P$ ব্যবহার করে একটি যোগান সূচি তৈরি করে তার আলোকে একটি যোগান রেখা অংকন করা হলো—

দাম P	যোগানের পরিমাণ
_	Qs
0	-2
4	6
6	10



তৈরিকৃত সূচিতে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম 0 টাকা, 2 টাকা, 4 টাকা ও 6 টাকা হলে যোগানের

পরিমাণ হয় যথাক্রমে – 2 একক, 2 একক, 6 একক ও 10 একক। যা চিত্রে a, b, c, d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে SS রেখাটি টানি।

এটিই হলো প্রদত্ত সমীকরণ হতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

য উদ্দীপকে উন্নিখিত চাহিদা অপেক্ষক ও যোগান অপেক্ষকের আলোকে নিম্নরূপভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো— বাজার ভারসাম্য অবস্থায়, চাহিদার পরিমাণ (Q_d) যোগানের পরিমাণ (Q_s) পরস্পর সমান হয়। ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$ বা, 10 - P = -2 + 2P

P = 4

: ভারসাম্য দাম P = 4

এখন P এর দাম প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান অপেক্ষকে বসিয়ে পাই—

$$Q_d = 10 - P$$
 $Q_s = -2 + 2P$
= 10 - 4 $= -2 + 2(4)$
= 6 $= -2 + 8$
= 6

∴ Q_d = Q_s = Q
= 6 একক।

.: ভারসাম্য পরিমাণ Q = 6 একক।

প্রস্না > ৫১ A ও B দ্রব্যের কাল্পনিক চাহিদাসূচি নিম্নরূপ:

দাম	চাহিদা পরিমাণ
2	৬
9	8

1	দাম	চাহিদা পরিমাণ
ſ	٤ .	৬
	৩	2

|जान-जायिन এकारक्यी म्कून এक करनका, ठांपभुत्र । अथ नः ७/

ক, আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কী?

খ. চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী?

গ. A দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণটি নির্ণয় কর।

ঘ. স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে A ও B দ্রব্যের প্রকৃতির উপর মন্তব্য কর।

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় স্থির থেকে কোনো একটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে সম্পর্কিত অন্য দ্রব্যের চাহিদার যে আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটে, তার মাত্রাকে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

তা চলক ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ধ্রুবক একটি নির্দিষ্ট বা স্থির মান গ্রহণ করে। তাই চলক ও ধ্রুবক এক নয় বরং ধ্রুবক হলো চলকের বিপরীত অবস্থা।

সাধারণত যে রাশি বা প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। অন্যদিকে, ধ্রুবক হলো এমন এক ধরনের রাশি, যার মান স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন— চাহিদা সমীকরণ Q = 2 – bP এর ক্ষেত্রে P এর মান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। a হলো স্বয়স্কৃত ভোগ বা চাহিদার পরিমাণ। যা নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ P এর মান শূন্য হলেও a পরিমাণ চাহিদা থাকে। কাজেই বলা যায় চলক ও প্রবক হলো পরস্পর বিপরীত অবস্থা।

ন্য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিম্নে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো—

মনে করি, চাহিদা সমীকরণ, D = a - bp (i)
যেখানে, D = b চাহিদার পরিমাণ, a = b ছেদক, b = b লৈ, P = b দাম।
টেবিলে প্রদত্ত তথ্যে লক্ষ করা যায়, A দ্রব্যটি ২ টাকা দামে চাহিদা ৬ একক এবং ৩ টাকা দামে চাহিদা ৪ একক। এই তথ্যগুলো ১নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

২য় ক্ষেত্ৰে, 8 = a - b × ৩

$$8 = a - 9b$$

(iii)নং সমীকরণ হতে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

a - 0b = 8

এখন (b) এর মান (ii)নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,
a – ২ × ২ = ৬
বা, a – ৮ = ৬
বা, a = ৬ + 8
∴ a = ১০
এখন, a ও b এর মান (i)নং সমীকরনে বসাই,
D = ১০ – ২P
∴ এটিই হলো নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ।

নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত A ও B দ্রব্যটির স্থিতিস্থাপক ভিত্তিতে প্রকৃতির ওপর বস্তব্য করা হলো।

আমরা জানি,

∴ A দ্রব্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা ক্ষেত্রে,
$$E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{-2}{3} \times \frac{2}{6} = \frac{-8}{6}$$

$$= -0.69$$
∴ $E_P = 0.69 < 3$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

B দ্রব্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{-\alpha}{3} \cdot \frac{2}{3}$$

$$= \frac{-\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

$$= \frac{-\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

$$= \frac{-\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

$$= \frac{-\alpha}{3} = \frac{\alpha}{3}$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{\alpha}{3}$$

$$= \frac{2$$

কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম হয়। এর কম চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপকতা চাহিদা বলে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হয়। তাই A দ্রব্যটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে বেশি হলে সেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয়। এরকম চাহিদাকে বিলাসজাত দ্রব্য বলে। তাই B দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রর ►৬০ নিম্নে এ<mark>কটি প্রান্তিক উপযোগ সূচি দেওয়া হলো:</mark>

ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MU) (ইউটিল ২০	
১ম		
' ২য়	20	
৩য়	20	
8র্থ	¢	
৫ম	0	
৬ষ্ঠ	- @	

|मच्ची पुत्र मतकाति करमण । श्रम नः २/

ক. চাহিদা সূচি কী?

খ. গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন?

গ. উদ্দীপক অনুসারে একটি মোট উপযোগ সূচি নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে চিত্রের সাহায্যে মোট উপযোগ (TU) এবং প্রান্তিক উপযোগ (MU) এর মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিদা সূচি হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে ক্রেতা বা ভোক্তা একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে তার তালিকা।

য দামের সাথে চাহিদার সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। সাধারণত চাহিদা বিধি অনুযায়ী দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত

সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু গিফেন বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। কারণ এ সকল দ্রব্য ব্যবহার না করলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জন্য গিফেন দ্রব্যের দাম বাড়লে ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে এই সম্ভাবনা থেকে ভোক্তা বা ক্রেতা দ্রব্যটির ক্রয় বাড়িয়ে দেয় তথা চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে এ ধরনের দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদাও কমে যায়। এ জন্যই মূলত গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

ন উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, নিচে প্রান্তিক উপযোগ থেকে মোট উপযোগ সৃচি তৈরি করা হলো:

মোট উপযোগ সচি:

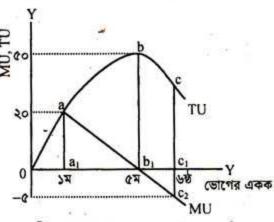
ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ (MU) (ইউটিল)	মোট উপযোগ (TU = TU ⁿ⁻¹ + MU ⁿ) (ইউটিল)
১ম	২০	- ২০
২য়	70	90
৩য়	70	80
8র্থ	œ.	. (0
৫ম	0	60
৬ষ্ঠ	- 0	8¢

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ভোক্তা ১ম একক থেকে উপযোগ পায় ২০ ইউটিল। তাই ১ম এককে প্রান্তিক উপযোগ (MU) এবং মোট উপযোগ (TU) উভয়ই ২০ ইউটিল। ২য় একক ভোগ করলে প্রাপ্ত MU হলো ১৫ ইউটিল। তাই এক্ষেত্রে মোট উপযোগ TU = (২০ + ১৫) বা ৩৫ ইউটিল। একইভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক থেকে প্রাপ্ত TU হলো যথাক্রমে ৪৫, ৫০, ০ (শূন্য) ও –৫ ইউটিল।

ত্র উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে মোট উপযোগ (TU) এবং প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অজ্জন করে এদের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো।

TU এবং MU এর মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো- ১. প্রথমে MU কমতে থাকলে TU ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে, ২. MU শূন্য হলে TU সর্বোচ্চ হয় এবং ৩. MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে।

উদ্দীপকের তথ্য অজ্ঞিত অনুসারে পাশের চিত্রে লক্ষ করা যায়, ভোগের থেকে 71 এককের পূর্ব পর্যন্ত MU হ্রাস পেলে TU ক্রমন্ত্রাসমান বাড়ে। ৫ম এককের ক্ষেত্রে MU-এর মান হলে <u> भ</u>ुना সর্বোচ্চ হয়। আর ৫ম এককের



চিত্র; TU ও MU এর মধ্যকার সম্পর্ক

MU ঋণাত্মক হয়, তখন TU কমতে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের দরুন মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একপর্যায়ে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয় এবং পরবর্তী ভোগ আরও বাড়ানো হলো প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়, তখন মোট উপযোগ কমতে থাকে।

প্রা >৬১ নিম্নে চিনির চাহিদা সূচি দেওয়া আছে:

চিনির দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি	
¢o.	b	
00	•	
৬০	8	

/ठवेवाय करनक । वस नः २/

- ক, রেখার ঢাল কাকে বলে?
- খ. স্বর্ণের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন?
- গ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য থেকে একটি রেখাচিত্র অজ্জন করো।৩
- ঘ চিনির দাম ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা হলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রেখার উলম্ব (উচ্চতা) ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ওই রেখার ঢাল বলে।

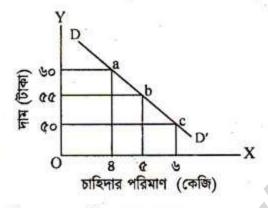
যেসব দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তনের হার অপেক্ষা দামের পরিবর্তনের হার কম হয়, তাদেরকে চাহিদা স্থিতিস্থাপক দ্রব্য বলা হয়। ম্বর্ণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যটির দাম সামান্য হ্রাস পেলে চাহিদা অনেক বেড়ে যায় এবং দাম সামান্য বৃদ্ধি পেলে চাহিদা অধিক হ্রাস পায়। অর্থাৎ স্বর্ণের চাহিদা পরিবর্তনের হার অপেক্ষা দাম পরিবর্তনের হার কম হয়। তাই স্বর্ণের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। সাধারণ বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে।

প্রাধারণ অর্থে কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্কাকে চাহিদা বলে। অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের আকাঞ্চা পুরণের জন্য সামর্থ্য বা অর্থ এবং সেই অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা।

নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে একটি চাহিদা রেখা অঙকন

করা হলো:

চিত্রে 'X' অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং 'Y' অক্ষে (চিনি) দেখানো হয়েছে। ৬০ চাহিদার টাকা দামে পরিমাণ ৪ কেজি। একে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম কমে ৫৫ ও ৫০ টাকা হলে চাহিদার বেড়ে



যথাক্রমে ৫ কেজি ও ৬ কেজি। b ও c বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন a, b ও c বিন্দু তিনটি যোগ করে প্রাপ্ত DD' রেখাটি হচ্ছে চাহিদা রেখা। যা পণ্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক নির্দেশ করে। অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে।

ঘ নিচে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তথা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো। কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয় তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তনকে ওই দ্রব্যটির দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়।

অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

এখানে, ΔQ = চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন

 $\Delta P = HINA MARTON$

Q = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ

P = প্রাথমিক দাম

উদ্দীপকের চাহিদা সূচিতে দেখা যায়, চিনির দাম ৫৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ৫ কেজি থেকে কমে হয় ৪ কেজি।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$
 এখানে, $P_1 = \ell \ell$ টাকা $P_2 = 60$ টাকা $\therefore \Delta P = P_2 - P_1 = (60 - \ell \ell)$ টাকা $= \ell$ টাকা । $= \ell$ টাকা ।

সূতরাং, উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী চিনির দাম ৫৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হলে এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হবে ২.২।

প্রশ় ▶৬২ চাহিদা ও যোগান সমীকরণ নিম্নরূপ:

 $Q_d = 20 - 2P \, 44 \, Q_s = -4 + 4P$ |मसी पुत मतकाति करनज । अग्र नः ७/ ক. যোগান বিধি কী? খ. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হয় কেন?

গ. উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. বাজার দাম P=3 এবং P=6 হলে বাজার ভারসাম্যের ওপর

কী প্রভাব পড়বে তা ব্যাখ্যা কর।

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিধিতে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্ক দেখানো হয়, তাকে যোগান বিধি বলে।

যা সম্পর্কহীন দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দামের পরিবর্তন হলে অন্যটি চাহিদার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হয়।

সাধারণত, একটি দ্রব্যের দামে শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে অন্য একটি দ্রব্যের চাহিদার যে শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়, এ দুয়ের পরিবর্তনকে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

অর্থাৎ,
$$E_c = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$
 [এখানে, $x = y$ দুটি দ্রব্য]

পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ${
m E_c} > 0$ এবং পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ${
m E_c} < 0$ হলেও সম্পর্কহীন বা মুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে E_c = 0 হয়। কারণ, এক্ষেত্রে y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও x দ্রব্যের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই $\Delta Q_x = 0$ হয়। ফলশ্রুতিতে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতাও শুন্য হয়। যেমন $E_c = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x} = 0$ [এখানে, $\Delta Q_x = 0$]।

বা উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান হলে বাজারে ভারসাম্য অর্জিত হয়। এই ভারসাম্য অবস্থায় যে দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়, তাকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ বলে। তাই বাজার ভারসাম্যের শর্তানুসারে,

[উদ্দীপক হতে, Qd = 20 – 2P এবং Qs = –4 + 4P]

বা, 20 + 4 = 4P + 2P

বা, 24 = 6P

 $a_1, P = \frac{24}{6}$

বা, 🕸 = 4

∴ **P** = 4

এখন, 🖗 এর মান Qa বা Qs এ বসিয়ে পাই,

$$Q_d = 20 - 2P$$
 $Q_s = -4 + 4P$
 $A = 20 - 2 \times 4$
 $A = 20 - 2 \times 4$
 $A = 20 - 8$
 $A = 20 - 8$

অর্থাৎ, নির্ণয় ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে P = 4 একক ও Q = 12 একক।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী দাম, P = 3 একক হলে বাজারে ঘাটতি এবং দাম, P = 6 একক হলে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে তথা বাজারে ভারসাম্য বিঘ্লিত হবে।

বাজারে কোনো নির্দিষ্ট দামে বাজারে চাহিদার চেয়ে যোগান কম হলে ঘাটতি দেখা দেয়। এতে বাজারে দ্রব্যের দাম বাড়ে। আবার, কোনো নির্দিষ্ট দামে বাজারে চাহিদার চেয়ে যোগানের পরিমাণ বেশি হলে উদ্বন্ত দেখা দেয়। এতে বাজারে বিবেচ্য দ্রব্যটির দাম কমে।

বাজার দাম, P = 3 একক হলে উদ্দীপকে প্রদত্ত চাহিদা ও যোগান সমীকরণ হতে পাই,

চাহিদা, Qd = 20 - 2P

ৰা, $Q_d = 20 - 2 \times 3$

বা, Qd = 20 - 6

বা, Qd = 14

.: চাহিদার পরিমাণ 14 একক।

এবং যোগান, Q_s = -4 + 4P

বা,
$$Q_s = -4 + 4 \times 3$$

বা, Q_s = 8

যোগানের পরিমাণ ৪ একক।

অর্থাৎ, P=3 একক দামে চাহিদার চেয়ে যোগান কম। ফলে বাজারে (14-8) বা 6 একক ঘাটতি দেখা দেয়। একইভাবে, P=6 একক দামে চাহিদা ও যোগান যথাক্রমে 8 একক ও 20 একক হয়। এক্ষেত্রে $Q_d < Q_s$ হওয়ায় বাজারে ভারসাম্য বিত্নিত হবে এবং (20-8) বা 12 একক উচ্চত্ত দেখা দেবে, ফলে দ্রব্যের দাম কমবে। তাই পরিশেষে বলা যায়, দাম 3 একক এবং 6 এককে বাজারে ভারসাম্য বিত্নিত হবে বা অভারসাম্য দেখা দেবে।

প্রশ্ন >৬৩

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
9	po	90
æ	Q0	@o
ь	೨೦	po

|मात जामुरजाय मतकाति करनज, ठडेशाम । श्रम नः २/

ক. ধ্রবক কী?

্খ. বিকল্প দ্রব্যের দাম পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যের আলোকে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের বিষয়টি চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

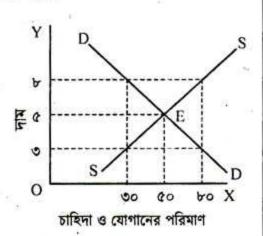
৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে বস্তু বা বিষয়ের মান পরিবর্তিত হয় না, অর্থাৎ স্থির এবং নির্দিষ্ট থাকে তাকে ধ্রুবক বলে।

ব কোন দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের দাম তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে।
কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার বিকল্প দ্রব্যের
দামেরও যদি অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে, তবে সেক্ষেত্রে চাহিদা বিধি
কার্যকর হয় না। যেমন- চায়ের দাম কমার সাথে সাথে যদি তার বিকল্প
দ্রব্য কফির দামও কমে তবে চায়ের চাহিদা বাড়ে না। এক্ষেত্রে তখন
চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে চিত্র অঙ্কন করে ভারসাম্য দাম (Equilibrium Price) নির্ধারণ সম্ভব।

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX)
চাহিদা ও যোগানের
পরিমাণ এবং (OY) লম্ব
অক্ষে দাম নির্দেশ করা
হয়েছে। DD ও SS হলো
যথাক্রমে কোনো দ্রব্যের
চাহিদা ও যোগান রেখা।
প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের
দাম ৩ টাকা হলে চাহিদা
ও যোগানের পরিমাণ হয়
যথাক্রমে ৮০ একক ও



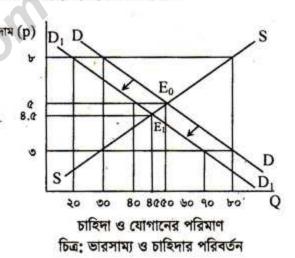
৩০ একক। এখানে যোগানের চেয়ে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় দাম বাড়বে এবং স্থিতিশীল থাকবে না। আবার দাম যখন ৮ টাকা তখন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হয় যথাক্রমে ৩০ একক ও ৮০ একক। এক্ষেত্রে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হওয়ায় দাম কমবে এবং স্থিতিশীল হবে না। কিন্তু দাম যখন ৫ টাকা তখন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হওয়ায় দ্রব্যের দাম কমবেও না, বাড়বেও না বরং তা স্থিতিশীল হবে। তাই চিত্রের E বিন্দুতে ভারসাম্য দাম p = 5 নির্ধারিত হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার
পরিমাণ ১০ একক কমালে নতুন তালিকাটি হবে নিম্নরূপ:

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
9	90	೨೦
œ	80 .	@o
ъ	২০	90

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায়, প্রতিটি দামস্তরে চাহিদা ১০ একক করে কমালে দ্রব্যের দাম ৩ টাকায় যোগানের পরিমাণ ৭০ একক, তেমনি ৫ ও ৮ টাকায় পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ একক। এখন উপরিল্লিখিত তালিকার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের উপর যে প্রভাব পড়ে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-

চিত্রে ভূমি অক্ষে
(OX) দ্রব্যের
চাহিদা ও
যোগানের
পরিমাণ ও লম্ব
অক্ষে (OY)
দ্রব্যের দাম
দেখানো হয়েছে।
SS ও DD
যথাক্রমে প্রাথমিক
যোগান ও চাহিদা
রেখা এবং



ভারসাম্য বিন্দু হলো E। যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা হয় D_1D_1 এবং ভারসাঁম্য অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে E_1 হয়। এভাবে যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার পরিবর্তনে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। যেখানে নতুন ভারসাম্য দাম ৪.৫ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ৪৫ টাকা।

অর্থাৎ যোগানের পরিবর্তন না- হলে, প্রতিটি দামের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেলে চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয় এবং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই পরিবর্তিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন >৬৪ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: দেওয়া আছে,

S = -4 + 2P

যেখানে.

S'= যোগানের পরিমাণ

P = দ্রব্যের দাম।

|भारत जामुराज्य मतकाति करनान, ठाउँधाय । अन्न नः ७/

- ক, আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কী?
- খ. বক্ররেখার ঢাল কি স্থির? ব্যাখ্যা কর।
- গ. প্রদত্ত সমীকরণ থেকে যোগান সূচি তৈরি করে যোগান রেখা অংকন কর।
- ঘ. দ্রব্যের দাম 4 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ টাকা হলে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় কর। 8

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ব**লে**।

স্ব বক্ররেখার ঢাল স্থির নয় বরং এর প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল ভিন্ন হয়। কোনো রেখার ঢাল হলো ওই রেখার স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাত। আর বক্র রেখার উল্লঘ্ধ ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্য ভিন্ন হয়। যার ফলে এর ঢাল স্থির থাকে না।

থ উদ্দীপকের প্রদত্ত যোগান সমীকরণ থেকে একটি যোগান সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে নিচে একটি যোগান রেখা অঙকন করা হলো-যোগান সমীকরণ, S = -4 + 2p

$$P = 6$$
 RCM, $S = -4 + 2.6 = 8$

$$P = 8$$
 RC9, $S = -4 + 2.8 = 12$

এখন P ও S এর বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে যে যোগান সূচি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

দাম (p)

যোগান সূচি	
P (টাকায়)	S (একক)
4	4
6	8
8	12

8 6

সূচির ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙকন হলো-

চিত্রে ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম -

(P) নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 4 টাকা, তখন যোগানের পরিমাণ 4 একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে দাম বেড়ে 6 ও 8 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪ ও 12 একক হয়, চিত্রে যা যথাক্রমে b ও c বিন্দু দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এখন সংযোগ স্থাপনকারী a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে যে SS রেখা পাই তাই চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ দ্রব্যের দাম 4 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 6 টাকা হলে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দ্রব্যটি হলো একটি শিল্পজাত বা বিলাসজাত দ্রব্য

দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (Po) 4 টাকা এবং পরিবর্তিত দাম (Pi) 6 টাকা হওয়া অবস্থায়—

P₀=4 হলে; প্রাথমিক যোগান (Q₀) হয়: Q₀=−4+2×4=4 একক। P₁ = 6 হলে; পরিবর্তীত যোগান (Q₁) হয়: Q₁ = −4+2×4=8 = একক। এক্ষেত্রে, $\Delta P = (P_1 - P_0) = (6 - 4) = 2$ টাকা ।

$$\Delta Q = (Q_1 - Q_0) = (8 - 4) = 4 4 5$$

এখন, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (E_s) এর সূত্রানুযায়ী:

যোগানের আপেক্ষিক পরিবর্তন যোগান স্থিতিস্থাপক (E,) দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন

যোগানের পরিবর্তন (ΔQ) প্রাথমিক বা মূল যোগান (Q) দামের পরিবর্তন (ΔP) প্রাথমিক বা মূল দাম (P)

$$= \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

 $=\frac{4}{2}\cdot\frac{4}{4}$ [সূত্রে মান বসিয়া]

E_s > 1; যা এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা। সাধারণত শিল্পজাত বা বিলাসজাত দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। অর্থাৎ দ্রব্যটি হলো বিলাসজাত দ্রব্য।

27 > 60

ভোগের একক	মোট উপযোগ	
১ম	a	
২য়	7	
৩ য়	25	
8র্থ	78	

|कब्रवाजात भतकाति कल्ला | क्रश्न गः २/

ক. যোগান বিধি কী?

খ. কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাজ্ঞা থাকলে কি চাহিদা বলা যায়? ২

প্রদত্ত সূচি হতে প্রাম্ভিক উপযোগ রেখা অভকন কর।

ঘ. সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রাম্ভিক উপযোগের মধ্যে চারটি পার্থক্য নিরূপণ কর।

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিধির সাহায্যে দাম ও যোগানের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়, তাকে যোগান বিধি বলে।

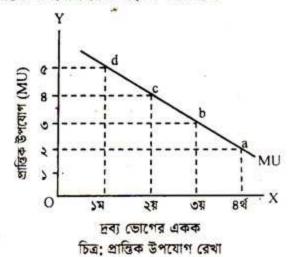
কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাজ্জা থাকলেই তাকে চাহিদা বলা যায় না। একজন ভোক্তার কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছাকে চাহিদা বলতে গেলে তার তিনটা শর্ত পুরণ করতে হবে। যথা-১. দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা ২. দ্রব্যটি ক্রয়ের সামর্থ্য এবং ৩. <mark>অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা। এ তিনটি শর্তের</mark> একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে চাহিদা বলা যাবে না। অর্থাৎ ভোক্তার কোনো দ্রব্য কেনার ইচ্ছাকে সব সময় চাহিদা বলা যাবে না। যদি ভোক্তা সেই দ্রব্য ক্রয় করার ইচ্ছার সাথে তার সামর্থ্য ও অর্থব্যয়ের ইচ্ছা থাকে, তাহলে অর্থনীতিতে তা চাহিদা সিহেবে গণ্য করা হবে।

গ্রপত সূচি হতে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ নিরূপণ করা হলো-

ভোগের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	a	¢
২য়	৯	8
৩ য়	25	9
8র্থ	78	2

প্রাপ্ত সূচির ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অংকন করা হলো-

চিত্রে, ভূমি (OX) অক্ষে দ্রব্য ভোগের একক ও লম্ব (OY) অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ (MU) পরিমাপ করা হয়েছে। বিন্দুতে ভোক্তা ১ম একক দ্রব্য ভোগ করলে তার প্রান্তিক উপযোগ হয় ৫ একক। পরবর্তী ২য়,



৩য় ও ৪র্থ একক ভোগ্যের জন্য ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ হয় যথাক্রমে ৪ একক (c বিন্দু), ৩ একক (b বিন্দু) ও ২ একক (a বিন্দু)। এখন প্রান্তিক উপযোগ ও ভোগের পরিমাপ নির্দেশক a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ রেখা (MU) পাওয়া যায়।

য প্রাপ্ত সূচির আলেকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযেগের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো-

প্রথমত, ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ বাড়তে (৫<৯<১২<১৫) থাকলেও প্রান্তিক উপযোগ কমতে (৫>**8>৩>**২) থাকে।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্য ভোগের ৪র্থ এককে মোট উপযোগ যখন সর্বাধিক (১৪ একক) প্রান্তিক উপযোগ তখন সর্বনিম্ন (২ একক)

তৃতীয়ত, ভোক্তা দ্রব্যের ভোগ ৪র্থ এককের পরে আরো বাড়ালে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়ে পরবে। এক্ষেত্রে দ্রব্য ভোগের পরিমাণ যখন সর্বোচ্চ হবে প্রান্তিক উপযোগ তখন ০ ভাগে পৌছায়।

চতুর্থত, প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরেও দ্রব্য ভোগের একক বৃদ্ধি করা হলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হবে। এক্ষেত্রে মোট উপযোগ ঋণাত্মক না হলেও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

এভাবে উদ্দীপকের আলোকে আমরা মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারি।

প্রশ্ন > ৬৬

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার প্রিমাণ	যোগানের পরিমাণ
9	70	২০
2	20	, 70
2	২০	20

/कश्चवाजात मतकाति करनज । श्रम नः ७/

- ক. চলক কী?
- খ. আয় কিভাবে চাহিদাকে প্রভাবিত করে?
- গ. বর্ণিত তথ্যের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
- ঘ. প্রতিটি দামে যোগান ১০ একক বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।

৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

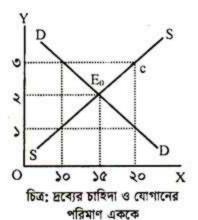
ক যে প্রতীক বা রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। যেমন- P, X, Y, λ, η ইত্যাদি।

চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে আয় অন্যতম। কারণ আয় বাড়লে ক্রেতার চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে চাহিদা কমে। আয় বাড়লে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার কারণে চাহিদা বাড়ে। আবার আয় কমলে তার ক্রয়ক্ষমতা কমার কারণে চাহিদা কমে। যেমন- ভোক্তার আয় বাড়লে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে। এভাবে ভোক্তার আয় চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের সূচিতে বিভিন্ন দামে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।

চিত্রে, ভূমি অক্ষে দ্রব্যের মোট চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে তার দাম পরিমাপ করা হয়েছে। প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা DD এবং বাজার যোগান রেখা SS অক্তন করা হয়েছে।

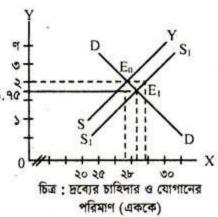
চিত্রে দেখা যায়, ১ টাকা দামে দ্রব্যের চাহিদা (D) হয় ২০ একক এবং দ্রব্যের যোগান (S) হয় ১০ একক। একক। একেত্রে দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ D>S হওয়ায় দাম বাড়বে এবং তা অনির্ধারিত থেকে যাবে। আবার ৩ টাকা দামে দ্রব্যের যোগান ২০ একক। এখানে দ্রব্যের যোগান, দ্রব্যের থাগান, দ্রব্যের



চাহিদা অপেক্ষা বেশি। অর্থা, S>D হওয়ায় দাম কমবে ও তা অনির্ধারিত থেকে যাবে। কিন্তু চিত্রের Eo বিন্দুতে যখন দ্রব্যের দাম ২ টাকা হবে তখন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান উভয় ১৫ একক অর্থাৎ D = S হওয়ায় দাম বাড়া কিংবা কমার প্রবণতা থাকবে না ও তা স্থিতিশীল হবে। এটি হবে নির্ধারিত ভারসাম্য দাম, আর এ দামে ভারসাম্য পরিমাণ হবে ১৫ একক।

প্রতিটি দামে দ্রব্যের যোগান ১০ একক বৃদ্ধি করলে পরিবর্তীতে যোগান হবে যথাক্রমে ৩০ একক, ২৫ একক এবং ২০ একক। প্রথমে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে তার চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানে হলো। চিত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের চাহিদা রেখা DD ও যোগান রেখা SS পরস্পর Eo বিন্দু ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য দাম ২ টাকা ও পরিমাণ ১৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

এখন দাম ও চাহিদা
অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের
যোগান যথাক্রমে ২০, ২৫,
ও ৩০ একক হলে
প্রয়োজনীয় পরিমাপ
গ্রহণপূর্বক নতুন যোগান
রেখা S₁S₁ অভকন করা
হলো। চিত্রে দেখা যায়,
S₁S₁ রেখা DD রেখাকে E₁
বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে



চাহিদা ও যোগান সমান হয় এবং ভারসাম্য দাম ১.৭৫ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমান ২৮ একক নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ বাড়ে।

প্রশ্ন >৬৭ নিমের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দ্রব্যের দাম (P) (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (D) (একক)	যোগানের পরিমাণ (S) (একক)
70	900	200
20	- ২০০	200
90 ·	300	900

|क्रान्डेनरमन्डे करनज, सरगात । श्रम नः २/

ক, চাহিদার সংকোচন কী?

খ্য যোগান রেখা কি সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়?

গ্র উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রে দেখাও।৩

ঘ. ১০ টাকা ও ৩০ টাকা দামে বাজার পরিস্থিতির ওপর মন্তব্য করো।

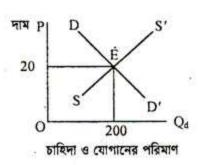
৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে যখন চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় তখন তাকে চাহিদার সংকোচন বলা হয়।

যে যোগান রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ভানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। যোগান বিধি অনুযায়ী, দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার যোগান বিধির ব্যতিক্রম অবস্থায় যোগান রেখা উর্ধ্বগামী না হয়ে বরং নিম্নগামী, ভূমি বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। আবার শ্রমের যোগান রেখা বামদিকে পশ্চাৎগামী হয়ে থাকে। তাই যোগান রেখা সর্বদা ভানদিকে উর্ধ্বগামী হয় না।

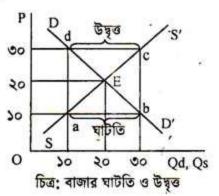
া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপকের তথ্য হতে অভ্কিত চিত্রে লক্ষ্য করা যায়, চাহিদা রেখা DD' এবঙ যোগান রেখা SS' পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তাই ভারসাম্য বিন্দু E. এই বিন্দুতে ভারসাম্য দাম ২০ এবং ভারসাম্য পরিমাণ ২০০ একক অর্থাৎ ২০ টাকা দামে চাহিদা ও যোগানের



পরিমাণ একই হওয়ায় এখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। কাজেই প্রদত্ত চিত্রে ভারসাম্য দাম ২০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ২০০ একক। য় উদ্দীপকে উল্লিখিত ১০ টাকা দামে বাজারে পণ্য ঘাটতি এবং ৩০ টাকা দামে পণ্য উদ্বন্ত দেখা দিবে।

চিত্রে লক্ষ্য করা যায় ১০ টাকা
দামে চাহিদা ৩০০ একক কিন্তু
যোগান ১০০ একক। চাহিদার
তুলনায় যোগান কম থাকায়
অতিরিক্ত চাহিদা বা ঘাটতি দেখা
দেয়। অর্থাৎ ১০ টাকা দামে
ভারসাম্য অর্জিত হয় না এবং ab
পরিমাণ পণ্য ঘাটতি থেকে যায়।
আবার, ৩০ টাকা দামে চাহিদা ও
যোগান যথাক্রমে ১০০ একক ও



৩০০ একক। এখানে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হওয়ায় বাজারে cd (২০০ একক) পরিমাণ উদ্বৃত্ত দেখা দিবে।

তাই ১০ টাকা ও ৩০ টাকা মূল্যস্তর উভয়ই বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

প্রা ▶৬৮ নিমের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (TU) টাকা	প্রান্তিক উপযোগ (MU) টাকা
2	20	26
ર	રહ	20
9	೨೦	· ·
8	೨೦	0
Q	20	-0

|क्राक्रियमचे करनजः, सर्गात । श्रन्न नः १/

- ক, ঢাল কাকে বলে?
- খ. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপক কেমন হয়?
- গ. উপরোক্ত সূচির ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙকন করো।৩
- ঘ. উপরোক্ত মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি? মতামত দাও।

৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

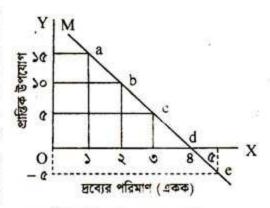
ক কোনো অপেক্ষকের দুটি সম্পর্কিত চলকের মধ্যে স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে ঢাল বলে।

য সাধারণত অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদার তেমন পরিবর্তন হয় না। যেমন— লবণ ও ঔষুধ অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এ সকল দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে নিচে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙকন করা হলো—

রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে ভোগকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা হয়েছে। ভাগকৃত দ্রব্যের ১ম একক থেকে ১৫ টাকা, ২য় একক থেকে ১০ টাকা, ৩য় একক থেকে ৫ টাকা, ৪র্থ একক থেকে ০ টাকা



এবং ৫ম একক থেকে — ৫ একক উপযোগ লাভ করে যা যথাক্রমে a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। প্রাপ্ত এই বিন্দুগুলের সমন্বয়ে যে MU রেখা পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

সূতরাং এই MU রেখাটি হচ্ছে উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে অভিকত প্রান্তিক উপযোগ রেখা। উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ এর মধ্যে
সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো

প্রদত্ত উপযোগ সূচিটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমপ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলেও এক সময় তা সর্বোচ্চ (৩০ টাকা) হয় এবং পরে প্রাস পায়। প্রান্তিক উপযোগ প্রথম থেকেই প্রাস পায়, এক সময়ে শূন্য হয়ে যায় এবং পরে তা ঋণাত্মক (–৫) হয়ে পড়ে। এ দু'ধরনের উপযোগ পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করলে দেখা যায়, মোট উপযোগের সর্বোচ্চ (৩০ টাকা) অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) হয়। মোট উপযোগ ৩০ টাকা থেকে ২৫ টাকায় প্রাস্ত পেলে প্রান্তিক উপযোগ –৫ অর্থাৎ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

সুতরাং মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নর্প—
উপযোগ হলো ভোগকৃত কোনো দ্রব্যের সকল এককের উপযোগের
সমষ্টি। অন্যদিকে প্রান্তিক উপযোগ হলো মোট উপযোগের অতিরিক্ত
এক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। তাই প্রান্তিক উপযোগ হলো মোট
উপযোগের একটি অংশ। তাছাড়া ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে
মোট উপযোগ কী হারে বৃদ্ধি পায় তা প্রান্তিক উপযোগ প্রকাশ করে।
কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ ক্রমন্তাসমান হারে বৃদ্ধি
পায় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তয়ে প্রাস পায়। মোট উপযোগ যখন
সর্বোচ্চ তখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য। মোট উপযোগ প্রাস পেলে প্রান্তিক
উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

এভাবেই উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়।

প্রসা>৬৯ সেতু ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কমলা লেবু কিনে যথাক্রমে ২০, ১৫, ১০ এবং ৫ টাকায়।

[मिकिडेबिन मतकात এकारक्यी এङ करनज, शाजीपुत । अभ नः २/

- ক, শূন্য স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?
- খ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে প্রধান একটি পার্থক্য বর্ণনা কর।
- শ. সেতুর ১ম থেকে ৫ম একক পর্যন্ত কমলা লেবুর মোট ও প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় কর।
- ঘ. সেতুর প্রদত্ত তথ্যের মাধ্যমে অর্থনীতির কোন বিধিটি বিশ্লেষণ করা যায়? সেই বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে যদি উক্ত দ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের কোনো রকম পরিবর্তন না হয়, তবে তাকে শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বলে।

থ একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। পরপর ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, শেষ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। ভোগ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

গ্র মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিশেষ দ্রব্যের অভাব সসীম। এজন্য একটি দ্রব্যের কিছু ভোগ করার পর ঐ দ্রব্যের অভাব বোধের তীব্রতা কমে আসে। সেতু প্রথম কমলালেবু যে আগ্রহ নিয়ে ভোগ করে পরেরটি ভোগ করতে তার সে আগ্রহ থাকে না।

দ্রব্যের কমলালেবু) পরিমাণ (একক)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
2	20	20
2	80	20
૭	৬০	20
8	90	70
¢	90	· ·

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সেতুর কমলালেবু ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কমলালেবু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে এবং ৫ম একক থেকে সেতু ৫ একক প্রান্তিক উপযোগ পাচ্ছে। কারণ তার প্রয়োজন/অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সেতু কমলালেবু ভোগের প্রতি অতৃপ্তি (disutility) দেখা দিবে। য সৈতৃর প্রদত্ত তথ্যের মাধ্যমে অর্থনীতির ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ করা যায়।

ভোক্তার অভাব অসীম হলেও তার একটি বিশেষ অভাব সসীম অর্থাৎ তার পরিতৃপ্তি সম্ভব। ভোগের ক্ষেত্রে এ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উত্তব। এ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য ক্রমাণত যতই ভোগ করতে থাকে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ততই কমতে থাকে। বিধিটি বর্ণনা প্রসজ্যে অর্থনীতিবিদ এ. মার্শাল বলেন, 'কোনো দ্রব্যের মজুদ বাড়ার ফলে একজন ব্যক্তি যে অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করে তা ঐ দ্রব্যের মজুদের প্রতি একক বাড়ার সাথে সাথে কমে।'

সূতরাং, ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি সেতুর ১ম থেকে ৫ম একক পর্যন্ত কমলালেবু ভোগের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। এই বিধিটি কিছু অনুমিতি শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যেমন— ভোগকৃত দ্রব্যের উপযোগ সংখ্যা অথবা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য, ভোক্তা প্রতিটি এককের ভোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করে, ভোগের সময় ভোক্তার আয়, রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকে, দ্রব্যের বিভিন্ন একক সমজাতীয়, ভোক্তার আচরণ যুক্তিপূর্ণ, ভোগের একক পর্যাপ্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৭০ নিচের উপযোগ সূচিটি লক্ষ করো।

দ্রব্যের পরিমাণ	মোট উপযোগ (ইউটিল)	
١	· ·	
২	8	
9	75	
8	78	
¢	20	
৬	20	
٩	78	

| अत्रकाति (वर्गम तात्क्या करनका, तः भुत । श्रभ नः २/

- ক. উপযোগ কী?
- খ. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শুন্য হয় কেন? ২
- গ. উপযোগ সূচি অবলম্বনে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকে যে বিধির প্রকাশ ঘটেছে তা সর্বদাই কার্যকর কিনা? ব্যাখ্যা করো।

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলে।

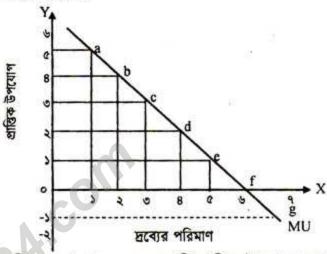
মাট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়।
ভোক্তা কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করতে থাকলে
তার নিকট উক্ত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্তরে কমতে থাকে। এক
পর্যায়ে সে আর ঐ দ্রব্যটি ভোগ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ভোক্তার
নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। উদাহরণম্বরূপ বলা যায়,
একজন ভোক্তার লিচু খাওয়ার ইচ্ছা হলো। এখন সে প্রথম লিচুটি যে
আগ্রহ নিয়ে ভোগ করে পরেরটি ভোগের ক্ষেত্রে তার সে আগ্রহ কমে
যায়। অর্থাৎ প্রথম লিচুর তুলনায় দ্বিতীয় লিচু থেকে সে কম উপযোগ
পায়। তৃতীয় লিচুর ক্ষেত্রে উপযোগ আরো হ্রাস পায়। এভাবে এক
পর্যায়ে তার লিচু খাওয়ার আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। ফলে সে আর
লিচু গ্রহণ করবে না। এ অবস্থায় ভোক্তার নিকট লিচুর মোট উপযোগ
সর্বোচ্চ হলেও প্রান্তিক উপযোগ হয় শূন্য।

া উদ্দীপকের উপযোগ সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা যায়। একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করলে সর্বশেষ এককটিকে বলা হয় প্রান্তিক একক। এ প্রান্তিক একক থেকে ভোক্তা যে উপযোগ পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

অর্থাৎ, প্রান্তিক উপযোগ = $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q} = \frac{$ মোট উপযোগের পরিবর্তন Q দ্রব্যের পরিবর্তন প্রান্তিক উপযোগ সূচি

দ্রব্যের পরিমাণ	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
3	¢	· ·
. 3	8	8
9	75	9
8	78	2
œ ·	20	2
৬	20	0
٩	78	- 2

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা



উপরের চিত্রে দেখা যায়, MU রেখাটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা। চিত্রে প্রান্তিক উপযোগ af অংশে ক্রমন্ত্রাসমান, f বিন্দুতে শূন্য এবং g বিন্দুতে ঋণাত্মক হয়। এ রেখার নিম্নগামীতাই ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি প্রকাশ করে।

য় উদ্দীপকের বিধিটি অর্থাৎ ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি সর্বদাই কার্যকর নয়। কারণ ক্রেতার আয় ও রুচি, সময়ের ব্যবধান, দ্রব্যের গুণ গতমান, শথের দ্রব্য, পরিবর্তক এবং পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না। নিচে আলোচনা করা হলো—

একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভোক্তার আয়, রুচি-ও পছন্দ ইত্যাদি স্থির ধরা হয়। এগুলোর যেকোনো একটি পরিবর্তন হলে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই দীর্ঘকালে এ বিধির কার্যকারিতা নেই। ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হতে হলে দ্রব্যের একক পর্যাপ্ত মাত্রায় হওয়া প্রয়োজন। যেমন- একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ছোট বাটিতে ভাত দেওয়া হলো, পরে আরও এক বাটি ভাত দেওয়া হলো। ছোট বাটি হওয়াতে ১ম বাটির তুলনায় ২য় বাটির ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ কমবে না বরং বৃদ্ধি পাবে। সূতরাং, দ্রব্যের একক উপযুক্ত না হলে এ বিধির কার্যকারিতা হারায়।

শথের দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না। বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেট, বিভিন্ন মূদ্রা সংগ্রহের আকাঙ্কা ভোক্তার নিকট কমে না বরং বাড়তে পারে। কোনো দ্রব্যের উপযোগ কেবল দ্রব্যের নিজের ওপরই নির্ভর করে না, তা অন্যান্য পরিবর্তক দ্রব্যের ওপরও নির্ভরশীল। যেমন- কফির দাম কমে গেলে এবং যোগান বেশি থাকলে মানুষ চা ভোগ না করে কফি ভোগে সচেন্ট হবে। আবার পরিপূরক দ্রব্যের ওপরও ভোক্তার উপযোগ নির্ভর করে। যেমন- এক পাটি জুতা পেলে চলবে না ভোক্তা একজোড়াই পেতে চায়। এভাবে কালি-কলম, মোটর গাড়ি-পেট্রোল ইত্যাটি একটির ওপর অপরটি নির্ভরশীল। এছাড়াও কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি হলে বিধিটি কার্যকর হবে না।

সূতরাং উপরের কারণগুলোর জন্য ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধি সর্বদাই কার্যকর হবে না।



অধ্যায়–২: ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ রিখার মাধ্যমে 'খে তালিকা ও রেখার মাধ্যমে কোনো জিনিসের অভাব পুরণের ক্ষমতাকে কী 08. রিমার ১২ রিম কাগজ প্রয়োজন। বাজারে কাগজের ¢3. বলে? (জ্ঞান) [রাজবাড়ী সরকারি কলেজ] দাম কম থাকায় একই দামে ১৫ রিম কাগজ 🕸 উৎপাদন বিনিয়োগ किना मक्य रामा। এতে की श्रमानं रामा? ত্ব উপযোগ (প্রয়োগ) ণ ভোগ দাম কমায় চাহিদা বেড়েছে উপযোগের সাথে কোনটির সম্পর্ক নেই? (জ্ঞান) চাহিদা বাড়ায় দাম কমেছে [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] চাহিদা ও দাম উভয়ই কমেছে ক) ন্যায়-অন্যায় কৃপ্তি পাওয়া মোট চাহিদাও প্রকৃত চাহিদা কমেছে অভাব পূরণের ক্ষমতা উপকারিতা কোন দ্রব্যের কেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর নয়? œ2. ৪১. কোন দ্রব্যের মধ্যে অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কী [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী] বলে? (জ্ঞান) [ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ] 📵 শ্বাভাবিক দ্রব্য অম্বাভাবিক দ্রব্য ক) চাহিদা ভ) ভাগ ন) উপযোগ ন) মূল্য গিফেন দ্রব্য মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক গিফেন দ্রব্য ও সৌখিন দ্রব্য 82. উপযোগ তখন কী হয়? (জ্ঞান) [ঢাকা কমার্স সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কোন দ্রব্য ভোগের രം. কলেজ মাধ্যমে? (অনুধাবন) [শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী] গিফেন দ্রব্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক সর্বোচ্চ প্র সর্বানয় ত্বি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য 🚳 ৰ ঝণাত্মক ভবলের দ্রব্য গু শূন্য চাহিদা রেখা কী? (অনুধাবন) কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগ করে যে €8. 80. চাহিদার জ্যামিতিক প্রকাশ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাকে কী বলে? চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশ (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ] প্রব্যের দামের জ্যামিতিক প্রকাশ প্রান্তিক উপযোগ শেট উপযোগ 🕲 চাহিদা সূচির গাণিতিক প্রকাশ পরিমাণগত উপযোগ্ পর্যায়গত উপযোগ চাহিদা বিধির বা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী cc. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ কী 88. বলে? (জ্ঞান) হয়? (জ্ঞান) [বেগম বদরুরেসা সরকারি মহিলা কলেজ, চাহিদার তালিকা চাহিদা রেখা ঢাকা ক সবনিম্ন ভারসাম্য রেখা ঘাগান রেখা **(1)** अ সমান চাহিদা সূচি কীসের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান) ত্বি সর্বাধিক ৫৬. প্রান্তিক উপযোগ কখন শূন্য হয়? (অনুধাবন) 奪 দাম ও সময় ভাহিদা রেখা 8¢. মোট উপযোগ বাড়তে থাকলে চাহিদা অপেক্ষক তি চাহিদা সমীকরণ মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে কোন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক? (জ্ঞান) 49. পি মোট উপযোগ কমতে থাকলে [আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী] ত্ব মোট উপযোগ সর্বনিম্ন হলে ক্ত অলংকার অ লবণ কে সর্বপ্রথম ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন 84. 🕲 বিলাস জাতীয় দ্রব্য 🔇 ণ আইসক্রীম বিধিটির ধারণা প্রদান করেন? (জ্ঞান) [বেগম কলম ও কালি পরিপূরক দ্রব্য। ধরা যাক, Cb. বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা] কলমের দাম কমার ফলে তার চাহিদা ও ব্যবহার বাড়ল। এখন কালির দাম বাড়লেও তার চাহিদা না ল বেনহাম 🕲 স্যামুয়েলসন কমে বরং বাড়বে। এ অবস্থায় নিচের কোনটির প্রান্তিক উপযোগ কত প্রকার? (জ্ঞান) সামসুল 89. অকার্যকারিতাকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ) রিজশার্থ হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] সরকারি মহিলা কলেজ) 📵 ২ প্রকার 📵 ৩ প্রকার ক চাহিদা বিধি প্রান্তিক উপযোগ থে ৫ প্রকার প) ৪ প্রকার আগান বিধি ত্বি ভোগবিধি ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবন্তা কে? 86. দামের শতকরা পরিবর্তনে চাহিদার শতকরা (জ্ঞান) [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] পরিবর্তনকে চাহিদার—স্থিতিস্থাপকতা বলার কিশার 📵 আলফ্রেড মার্শাল হয়? (অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ] থ এল. রবিন্স ণ্য কেইন্স ক আয় . আড়াআড়ি অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত কয়টি? (জ্ঞান) [সরকারি 88. ণ্য বিন্দু থ দাম সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল] বাজারে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার (4) O **19** 8 10 সমষ্টিকে কী বলে? (জ্ঞান) চাহিদা সূচি দেখানো হয় কীসের মাধ্যমে?

🕲 তালিকার মাধ্যমে

ব্যক্তিগত চাহিদা

বাজার চাহিদা

সামাজিক চাহিদা

জাতীয় চাহিদা

CO.

ক চিত্রের মাধ্যমে

	প্রিকৃতিক দ্বা কীও (onta)		0 : 0 ::	@ : 	
62.	পরিবর্তক দ্রব্য কী? (St. 100 St. 10	(iii & iii	_
	প্রয়োজনীয় দ্রব্য				(B) i, ii (S) iii	
	পরিবর্তনশীল দ্রব		্র 🛈 নিচের	অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩-	৭৪নং প্রশ্নের ডব্র দা	3:
७२.		র গুড় একে অপরের ।	का? जनार	রমিজ একজন	ব্যবসায়া। তান	प्र द्या भरनर
	(জ্ঞান)	a water		ক টাকার মালিক হ		
	পরিপূরক			কেনার স্বপ্ন দেখা	ছন। শাহ মখদুয	। কলেজ,
	📵 সম্পূরকু	® সম্পক্ নেহ	্ থ রাজশ			-0
60 .		ন্ম মধ্যে গাণিতিক সম্পর			গাড়ি কেনার স্বপ্ন	गारमात्र
		ও সরকারি মহিলা কলেজ		একটি শর্ত পূরণ ব		
	📵 অপেক্ষক		_	সামঞ্জস্য	(খ) সামথ্য	_
	সহণ . . .	ত্ত্য- পরামিতি	_	পরিবেশ	ত্ত্ব অভাব	U
48.	যে রাশির মান পরি	বিতীতে হয় না তাকে	কী 98.	জনাব রমিজের গ	াড়ি কেনার ইচ্ছাবে	চাহিদা
	বলৈ? (জ্ঞান) শাহ মথ			বলা হতো না যদি-	–(উচ্চতর দক্ষতা)	9.73
	ক্ত চলক	ৰ ধুবক		i. পর্যাপ্ত টাকা না	থাকত	
	ণ্য অপেক্ষক	পরামিতি	3	ii. টাকা ব্যয় করা	র ইচ্ছা না থাকত	
W .	কোন দ্রব্য দুটির ছ	মাড়াআড়ি স্থিতিস্থাপ	কতা	iii. যদি বেশি টাক	া থাকত	(160)
		বদরুল্লেসা সরকারি ম		নিচের কোনটি সঠি	ক?	inte:
	কলেজ, ঢাকা]			ii 😵 i 🔞		
	⊕ টিভি ও চিনি	(ৰ) চা ও কফি			(Ti, ii (B) iii	₫
		ত্ত্বি কোক ও সেভেনআ	প 🚱 সমীব	দ্রণটির আলোকে ৭৫		
66.	একটি চাহিদা বেখাৰ	র ঢাল শূন্য। এতে বে		= a - bp [आकृ		
00.	যায়— (অনুধাৰন) [ঢা		নরসিঃ	मी	THE CHIEF ISIN	Actel,
		থেকে ভানদিকে উর্ধ্বণ			ন ধরনের চলক? (প্র	যোগ)
	 চাহিদা রেখা ভূমি 		1141		ন প্ৰধুবক স্ব	St. A. St. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co
	(ব) চাহিনা রেখা ভূমি ভ চাহিনা রেখা রাম	থেকে ডানদিকে নিম্নগ	ামী ১১			
			ামা ৭৬.		দাধ্যমে — (উচ্চতর দ	401)
	ত্ত্ব চাহিদা রেখা লম্ব			i. চাহিদা রেখা নির্ণ ii. যোগান রেখা	विक्या वाव	
69.		কোনটি স্বাধীন চম্	147	iii. ঋণাত্মক মান গ	भाज्या गास्त	127
	(জ্ঞান) [বরগুনা সরকারি	র কলেজা		নিচের কোনটি সঠি		250
	⊕ দাম				O :	
	न एान		•	⊕ i €ii		9
66.		বেশি? (অনুধাবন) রিজ	াউক	Tii 8 iii	(1) i, ii (2) iii	
	উত্তরা মডেল কলেজ, ঢ			र एटच ११ ७ १४न१	প্রশ্নের ডন্ডর দাও:	r fr
		ি ব্য লম্ব অক্ষের সমান্তর		Y ₁ D	, ,	
	ভানদিকে নিম্নগা	মী 📵 ভূমি অক্ষের সমান্তর	ान 🕙	1	/3	7-2
4b.	স্থিতিস্থাপকতা মূলত	কান শাস্ত্র থেকে উ	30 ?		/	
	(জ্ঞান)			P	¥E	5
	রসায়নবিজ্ঞান	পদার্থবিজ্ঞান		/		
	প্র মনোবিজ্ঞান	ত্ব ভৌতবিজ্ঞান	3	16	n s	Ti-
90.		ার ক্ষেত্রে যোগান রে	খার	3	v	194
	আকৃতি কীরূপ হয়			U	T ^	T (e)
	কলেজ, সিলেট	((() () () () ()			চিত্ৰ –১	de la
	 ভূমি অক্ষের সমা 	त्रु तान		•	1958-84	
	 ক্র লম্ব অক্ষের সমার 		99.	ठिख-५ थ य थ	রণাটিকে নির্দেশ	করে তা
	বাম থেকে ডাদন			হলো— (প্রয়োগ)	200	
	ত্বি বাম থেকে ডাদন		a	ভারসাম্য নির্ধার	ৰণ 💮	F
•				ভারসাম্য দাম	ও পরিমাণ নির্ধারণ	F0.)
42.	সরকারি মহিলা কলেজ,	হলে— [বেগম বদরু	নেশা	ভারসাম্য উৎপ	দিন নির্ধারণ 🔭 🖠	1 0 3
		, अका		ভারসাম্য উপেরে	যাগ নির্ধারণ	100
	377d 378 BBB 538 530		96.	'E' বিন্দুতে চাহিদা	10 mm - 10 mm	10) ×
	ii. সংখ্যাবাচক	बाह्रे चादि		2 11 200 011 411		র দক্ষতা)
	iii. স্কেলভিত্তিক ও		Y	i. চাহিদার চেয়ে		6
	নিচের কোনটি সঠিক			ii. চাহিদা ও যোগ		# 1 to
	i & ii	iii & i	_	iii. চাহিদার চেয়ে		
141	Tii V iii	(B) i,ii (C) iii	€	নিচের কোনটি সঠি	Φ?	nk ye.
92.	বাজার চাহিদা হলো–	— (অনুধাবন)		® i S ii	® ii	Lane To A
25.30	i. $D = D_1 + D_2$	ii. $D = D_1 - D_2$		12.77.5		A
	iii. ব্যক্তিগত চাহিদার			ரு ii பiii	(1) i, ii (3) iii	2) 5 3
	নিচের কোনটি সঠিক	?				

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৩: উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

231>3

উৎপাদন (Q)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
1	4	
2	10	1
3	14	-77
4	30	
5	50	

মোট স্থির ব্যয় (TFC) = 10

[ज. ता., मि. ता., मि. ता., य. ता. '३४ । अम नः ७/

- ক, প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন?
- গ. উদ্দীপক থেকে AC বের করো।
- ঘ় উদ্দীপকের সাহায্যে AC ও MC এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। 8

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ত উৎপাদনক্ষেত্রে অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যে পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

সাধারণত পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম স্থির থাকে বলে AR = MR হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) সমান হয়।

া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে সূচির মাধ্যমে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। যেখানে মোট ব্যয় হলো মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি।

গড় ব্যয় সচি:

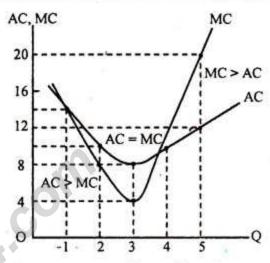
55		מול. אנו או	•	
উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
1	10	4	14	14
2	10	10	20	10
3	10	14	24	8
4	10	30	40	10
5	10	50	60	12

উপর্যুক্ত সূচিতে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন (Q) এক এককের ক্ষেত্রে TFC = 10 ও TVC = 4. কাজেই TC = (10 + 4) = 14 একক। এখন, TC কে Q দ্বারা ভাগ করলে $AC = \frac{14}{1} = 14$ একক পাওয়া যায়। একইভাবে, 2, 3, 4 ও 5 একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় যথাক্রমে 10, 8, 10 ও 12 একক।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)
নির্ণয় করে এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সূচি:

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $\left(AC = \frac{TC}{O}\right)$	প্রান্তিক ব্যয় $\left(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta O} \right)$
1	14	14	14
2	20	10	6
3	24	8	4
4	40	10	16
5	60	12	20



উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত সূচি ও অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই কমতে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে MC-এর চেয়ে AC বেশি থাকে। এক পর্যায়ে AC রেখাকে MC রেখা ছেদ করে। এক্ষেত্রে AC সর্বনিম্ন এবং AC = MC হয়। এরপর, উৎপাদন বাড়াতে থাকলে AC এবং MC উভয়ই বাড়তে থাকে। তবে, এ অবস্থায় AC অপেক্ষা MC বেশি হয়। অর্থাৎ, MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে।

প্রশ্ন > মি. 'খ' তার কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধু শ্রম বৃদ্ধি করে। যার ফলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়:-

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ জন ও ১০০ টাকা	-১২ একক	১২ একক
২ জন ও ১০০ টাকা	২২ একক	১০ একক
৩ জন ও ১০০ টাকা	৩০ একক	৮ একক
৪ জন ও ১০০ টাকা	৩৬ একক	৬ একক

/जा. त्वा., कृ. त्वा., ठ. त्वा., व. त्वा. ५४ । अस नः ०/

- ক, উৎপাদন কী?
- খ. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR সমান হয় না কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি খামারে মোট উৎপাদন রেখা অংকন করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খামারে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? বিধিটি কোন ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর? মতামত দাও। 8

২ নং প্রশ্নের উত্তর

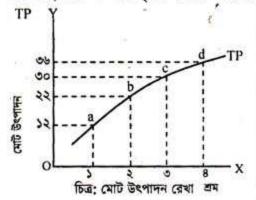
- ক বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণে কোনো দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা যার বিনিময় মূল্য আছে তাকে উৎপাদন বলে।
- যু মূলত একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা বা উৎপাদক দাম পরিবর্তন করে বাজারে যোগান দ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। যার ফলশ্রুতিতে এ বাজারে প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) বা দাম সমান হয় না। বরং AR>MR হয়।

একচেটিয়া কারবারে মোট আয় (TR) বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দাম কমালে AR ও MR হ্রাস পায়। তবে গড় আয় যে হারে হ্রাস পায় প্রান্তিক আয় তার চেয়ে বেশি হারে হ্রাস পায়। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারে AR ও MR রেখা উভয় নিম্নগামী হলেও MR রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করে। এজন্যই এ বাজারে AR ও MR সমান হয় না।

গ্র উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিচে কৃষি খামারে মোট উৎপাদন (Total Production) রেখা অঙ্কন করা হলো।

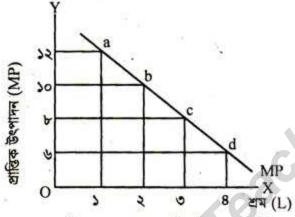
চিত্রের ভূমি অক্ষে (OX)শ্রম এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট উৎপাদন দেখানো হয়েছে। প্রদত্ত সূচিতে লক্ষ করা যায়, মি. 'খ' তার কৃষি খামারে অন্যান্য

উপকরণ ও কলাকৌশল
স্থির রেখে ১ একক শ্রম
নিয়োগ করে ১২ একক
উৎপাদন পেয়ে থাকেন।
যা চিত্রের a বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত হয়েছে। এখন,
শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি করে ২
একক হলে মোট
উৎপাদন দাঁড়ায় ২২
একক। যা চিত্রের b বিন্দু



দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে ৩ এবং ৪ একক শ্রম নিয়োগ করে যথাক্রমে মোট উৎপাদন ৩০ এবং ৩৬ একক পাওয়া যায়। যা চিত্রে যথাক্রমে c এবং d বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন, প্রাপ্ত a, b, c এবং d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা TP পাওয়া যায়।

য় উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে খামারটিতে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে। এটি কৃষি ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।



চিত্ৰ: ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উৎপাদন বিধি

উপরের চিত্রটি প্রদত্ত তথ্যের আলোকে অজ্জ্বন করা হয়েছে; যেখানে OX অক্ষে শ্রম (L) এবং OY অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) নির্দেশিত হয়েছে। প্রদত্ত সূচি ও উপরের চিত্রে লক্ষ্ক করা যায়, মূলধন ১০০ একক স্থির রেখে শ্রম নিয়োগ ১ একক থেকে ২ একক করা হলে মোট উৎপাদন ১২ একক থেকে বড়ে ২২ একক হয়। এক্ষত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ১২ একক থেকে কমে ১০ একক হয়। এখন, শ্রম নিয়োগ আরও বৃদ্ধি করা হলে তথা ২ একক থেকে ৩ একক এবং ৩ একক থেকে ৪ একক করা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১০ একক থেকে ৮ একক এবং ৮ একক থেকে ৬ এককে হ্রাস পায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে ক্রমতে থাকে। যা ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

সাধারণত ভূমির যোগান ও উৎপাদন কৌশল স্থির থাকা সাপেক্ষে কৃষি ক্ষেত্রৈ ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বেশি কার্যকর। তাছাড়া কৃষি প্রজনন সমন্ধীয় কাজ হওয়ায় এটি প্রকৃতি, আবহাওয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদি দ্বারা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা প্রভাবিত হয়। তথা একই জমি বারবার ব্যবহারের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন দ্রাস পায়। যার ফলে মোট উৎপাদন ক্রমন্ত্রসামান হারে বাড়ে এবং মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হওয়ার পর তা দ্রাস পেতে শুরু করে। কাজেই বলা যায়, উপর্যুক্ত কারণগুলোর জন্য অন্যান্য খাতের (যেমন শিল্প সেবা) তুলনায় কৃষি খাতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি অধিক কার্যকর।

প্রশা>৩

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (টাকা)
٥	200	৬০
2	300	200
. 0	200	২৬০
8	200	000

/जा. त्वा. ५१। अस नः ८/

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?

খ, 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপক থেকে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অজ্জন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কারিগরি জ্ঞান খাটিয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে অর্থনীতিতে তাকেই উৎপাদন বলে।

যু মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন বলে। এ অর্থে কারখানা দ্বর, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ, এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং সরাসরি ভোগ করা যায় না তবে মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়ে ও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়; এটি তখনই মূলধনে রূপান্তরিত হবে যখন মানুষ চেন্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে তুলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদান বলা হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করতে হলে প্রথমে সূচি তৈরি করা প্রয়োজন। তাই নিচে সূচি তৈরি করা হলো—

মোট ব্যয় (TC) কে উৎপাদন (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। আর অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাই হলো প্রান্তিক ব্যয় (MC)।

সূচি:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
٥	300	৬০	360	360	360
2	300	200	200	200	80
9	200	২৬০	৩৬০	120	360
8	200	600	500	200	280

উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায়, ১ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে TFC ও TVC যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৬০ টাকা। তাই মোট ব্যয় TC = (TFC + TVC) = (১০০ + ৬০) = ১৬০ টাকা। একইভাবে, ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদনে মোট ব্যয় (TC) যথাক্রমে ২০০, ৩৬০ ও ৬০০ টাকা। এখন, TC কে Q দ্বারা ভাগ করে AC পাওয়া যায়। যেমন, ১ একক

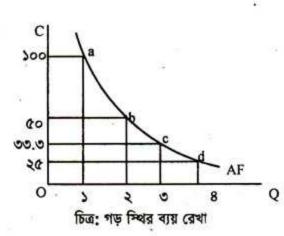
উৎপাদনে $AC = \frac{560}{5} = 560$ টাকা। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে AC যথাক্রমে ১০০, ১২০ ও ১৫০ টাকা। আবার, ১ একক থেকে ২ একক উৎপাদন বৃদ্ধি করলে TC বৃদ্ধি পায় (২০০ — ১৬০) = ৪০ টাকা। তাই MC হলো ৪০ টাকা। একইভাবে, ৩ ও ৪ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে MC যথাক্রমে ১৬০ ও ২৪০ টাকা।

নিচে উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে গড় স্থির ব্যয় (AFC) অঙকন করে রেখাটির আকৃতির উপর মন্তব্য করা হলো—
মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদন (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয়
(AFC) পাওয়া যায়। যেমন, ১ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে AFC = TFC

= $\frac{500}{5}$ = 500 টাকা। একইভাবে, ২, ৩ ও ৪ এককে AFC যথাক্রমে ৫০, ৩৩.৩৩ ও ২৫ টাকা। এখন উৎপাদন (Q) এর সাপেক্ষে AFC এর মানগুলোর দ্বারা অভিকত রেখাই হলো AFC রেখা। যার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার।

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় (AFC)
٥	700	700
N	700 .	(°C)
9	700	99.99
8	200	२०

চিক্র ও সূচিতে লক্ষ করা যায়, ১ একক উৎপাদনে AFC श्ला ১०० प्रकाः या bिद्ध a विन्नु নিৰ্দেশিত দ্বারা হয়েছে। এরপর ২ উৎপাদনে একক টাকা: ¢0 এককে 00.00 টাকা এবং এককে ২৫ টাকা या यथाकरम b, c



এবং d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এই a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা পাওয়া যায়। এই রেখাটি সমপরাবৃত্তাকার এবং ডানদিকে নিম্নগামী।

27 > 8

উৎপাদন	মোট ব্যয়
2	20
2	২০
. 0	২8
8	૭૨
a -	80
9	৬০

|ता. ता. '391 अत्र नः 8/

- ক. পরিবর্তনীয় ব্যয় কী?
- খ. উৎপাদনকারীকে কখন স্থির খরচ (FC) বহন করতে হয়?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) বের করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখার তুলনামূলক অবস্থান পর্যালোচনা করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যেসব ব্যয় পরিবর্তিত হয় সেগুলোই হলো পরিবর্তনীয় ব্যয়।

উৎপাদনকারীকে স্বল্পকালে স্থির খরচ (FC) বহন করতে হয়। কোনো ফার্মের মোট খরচ হলো, মোট স্থির খরচ ও মোট পরিবর্তনীয় খরচের সমষ্টি। স্বল্পকালে ফার্ম যখন উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে তখন তাকে এ দু'ধরনের খরচই মেটাতে হয়। কিন্তু কোনো কারণে ফার্ম স্বল্প সময়ের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখলে তাকে আর পরিবর্তনীয় খরচ মেটাতে হয় না, কেবল স্থির খরচই মেটাতে হয়। সূত্রাং কেবল স্বল্পকালে কিছু সময়ের জন্য ফার্ম উৎপাদন বন্ধ রাখলেও তাকে স্থির খরচ (FC) বহন করতে হয়।

প্রপত্ত উদ্দীপকের অন্তর্গত ব্যয় সূচিতে কোনো ফার্মের একটি মোট ব্যয় সূচি দেওয়া আছে। তার ভিত্তিতে নিচে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) বের করা হলো:

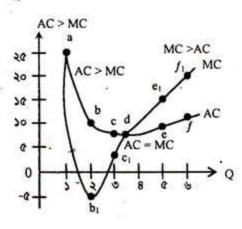
উৎপাদন	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
2	20	. ২৫	20
2	২০	, 30	-0
9	ર 8	ь	8
. 8	৩২	ъ	ъ
æ.	80	8	- 70
৬	40	30	76 .

যেকোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ১ম এককের তুলনায় ২য় একক থেকে মোট ব্যয় বা TC অল্প হলেও বাড়বে। কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায় ২য় এককে মোট ব্যয় ঋণাত্মক, যা বাস্তবে লক্ষ করা যায় না। বোর্ড এর প্রশ্নে উল্লিখিত তালিকায় মোট ব্যয়ের সংখ্যাগত মানগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান করে তালিকাটি সংশোধিতরূপে নিচে দেখানো হলো—

উৎপাদন	মোট ব্যয়
- 7	20
ે ર	- 80
٥	85
8	৬০
¢	90
৬	১৯৬

য উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির আলোকে গড় ব্যয় (AC) প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা অংকন করে এদের তুলনামূলক অবস্থান পর্যালোচনা করা হলো-

চিত্রে, ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (C) পরিমাপ করা হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ যখন ১ একক তখন গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় হয় ২৫ যা চিত্রে ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। উৎপাদনের পরিমাণ যখন ২ একক তখন গড় ব্যয় হয় ১০ এবং



প্রান্তিক ব্যয় হয় —৫ যা চিত্রে যথাক্রমে ৮ ও b, বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এখন উৎপাদনের পরিমাণ যখন ৩ একক তখন AC আরো দ্রাস্থার ৮ হয়, কিন্তু MC বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪ যা চিত্রে যথাক্রমে ৫ ও ৫,। বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। ৪ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে AC = MC = ৮ হয় যা ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। আবার, উৎপাদনের পরিমাণ যখন ৫ এককে পৌছে তখন AC হয় ৯ এবং MC হয় ১৩ যা চিত্রে যথাক্রমে ৫ ও ৫, বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। ৬ এক উৎপাদনের ক্ষেত্রে AC ও MC যথাক্রমে ১০ ও ১৫ হয় যা চিত্রে যথাক্রমে f ও f, বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন চিত্রে নির্দেশিত বিন্দুসমূহ যোগ করে AC ও MC রেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ a, b, c, d, e ও f বিন্দুসমূহ যোগ করে AC রেখা ও a, b, c, d, e, ও f, বিন্দুসমূহ যোগ করে AC রেখা ও a, b, c, d, e, ও f, বিন্দুসমূহ যোগ করে AC রেখা ও a, b, c, d, e, ও f, বিন্দুসমূহ যোগ করে MC রেখা পাওয়া যায়।

- d বিন্দুতে উভয় রেখা মিলিত হওয়ায় এক্ষেত্রে AC = MC হয়।
- d বিন্দুর পূর্বে AC ও MC উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে। তবে AC এর
 তুলনায় MC দুত হ্রাস পাওয়ায় AC > MC হয়। এক্ষেত্রে AC
 রেখার ঢাল অপেক্ষা MC রেখার ঢাল বেশি হয়।
- d বিন্দুর পরে AC ও MC উভয়ই বৃদ্ধি পায় তবে AC এর তুলনায় MC দুত বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের এ পর্যায়ে MC > AC হয়। ফলে MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে।

প্রা ►৫ জিনাত একজন কৃষক। তিনি ২ বিঘা জমি চাষ করেন। ২০১০ সালে তিনি ১,০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ৩০ মণ ধান উৎপাদন করেছিলেন। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে ২,০০০, ৩,০০০ ও ৪,০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করে জিনাতের ধানের উৎপাদন হচ্ছে ৫০, ৬৫ ও ৭৫ মণ।

ক. উৎপাদন কী?

- খ. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের সকল উপাদান কি স্থির? ব্যাখ্যা করো।
- গ্র উদ্দীপকের ভিত্তিতে মোট উৎপাদন রেখা অঙকন করো।
- ঘ. উদ্দীপকের প্রান্তিক উৎপাদন কি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ— আলোচনা করো।

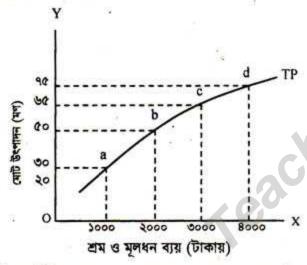
৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন (Production) বলে।

য স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের সকল উপাদান স্থির থাকে না; ন্যুনতম একটি উপাদানের পরিবর্তন হয়।

ন্য বিদ্যাল বিশাসনের শার্মবর্তন হয়। যে উৎপাদন অপেক্ষকে কিছু উপাদান স্থির থেকে এক বা একাধিক উপাদান পরিবর্তন করা যায়, তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন— $Q = f(L, \bar{K}) = 4L + 3$ একটি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক। এখানে মূলধন স্থির থেকে শ্রমের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। তাই বলা যায়, স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সকল উপাদান স্থির থাকে না।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে পাশে জিনাতের ধানের মোট উৎপাদন
রেখা অংকন করা হলো—



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম ও মূলধন ব্যয় এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জমিতে শ্রম ও মূলধন বাবদ ১,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা ব্যয় করলে মোট ধান উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৩০ মণ, ৫০ মণ, ৬৫ মণ এবং ৭৫ মণ। চিত্রে এ অবস্থাসমূহ যথাক্রমে a, b, c ও d বিন্দুগুলো দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন শ্রম ও মূলধন ব্যয় এবং ধানের মোট উৎপাদনের পরিমাণসূচক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে TP রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে (ধানের) মোট উৎপাদন রেখা।

 উদ্দীপকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ।

দৃশ্যকরে কৃষক জিনাতের ২ বিঘা জমিতে প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও মূলধন ব্যয়ের দর্ন ধানের মোট উৎপাদনের তথ্যাদি দেওয়া আছে। তাতে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ স্থির ধরে ধানের মোট উৎপাদনের ওপর বর্ধিত শ্রম ও মূলধন ব্যয়ের প্রভাব দেখানো হয়েছে। প্রদন্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, শ্রম ও মূলধন বয়য় বৃদ্ধির সাথে সাথে ধানের মোট উৎপাদন বাড়লেও তা উপকরণ নিয়োগের তুলনায় কম হারে বেড়েছে। যেমন- ধানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করলে দেখা যায় ১,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা শ্রম ও

মূলধন বাবদ বিনিয়োগের দরুন ধানের প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায় যথাক্রমে ৩০ মণ, ২০ মণ, ১৫ মণ ও ১০ মণ। ধানের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ১,০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে ধানের প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে ৩০ মণ হলেও পরবর্তীতে ২,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগের ফলে ধানের প্রান্তিক উৎপাদন কমে হয় যথাক্রমে ২০ মণ, ১৫ মণ ও ১০ মণ। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ধানের মোট উৎপাদন বাড়লেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্তর্যাই কমে এসেছে। সুতরাং, শ্রম ও মূলধনের বিনিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমন্তরাং, শ্রম ও মূলধনের বিনিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমন্তরাং, তাই বলা যায়, উত্ত

প্রায় ►৬ শরীফ সাহেব একটি চিনিকলে কাজ করেন। সব সময়
চিনিকলের কাঁচামাল পাওয়া যায় না। তাই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়
কারখানাটিতে চিনি উৎপাদন বন্ধ থাকে। কিন্তু তখনও কিছু কিছু খরচ
বহন করতে হয়। আবার কিছু খরচ আছে যা চিনির উৎপাদন বন্ধ
হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়।

/দি. বো. '১৭ । প্রায় বং ১১/

উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর।

क. উৎপাদনের উপকরণগুলো की की?

খ্র উৎপাদনে স্বল্পকালের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

গ. কারখানা বন্ধ থাকলে কী ধরনের ব্যয় বহন করতে হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ, 'উৎপাদন বন্ধ ব্যয় বন্ধ'— কথাটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপকরণগুলো হলো— ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

স্বান্ধ বিশ্বর উপকরণগুলোর পরিবর্তন ছাড়াই কেবল পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর পরিবর্তন ছাড়াই কেবল পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর পরিবর্তন দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারে। স্বল্প করে পারি কর্মচারী, কারখানার আয়তন ইত্যাদির মতো স্থির উপকরণগুলোর কোনো পরিবর্তন ঘটানো যায় না; তাই এগুলোর জন্য যে ব্যয় হয় তা স্থির থাকে। তবে এ সময়ে মজুরি, কাঁচামাল, পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মতো উপকরণগুলোর পরিমাণের পরিবর্তন ঘটানো যায়। এগুলোর জন্য যে ব্যয় হয় তা হয় পরিবর্তনীয় ব্যয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে যত সময় পর্যন্ত এ দু'ধরনের ব্যয়ের অন্তিত্ব থাকে তত সময় পর্যন্ত মেয়াদকে স্বল্পকাল বলা হয়।

কারখানা বন্ধ থাকলেও স্থির ব্যয় বহন করতে হয়। স্বল্পকালে কোনো কারখানার উৎপাদন ব্যয় দু'রকম হয়; যথা— স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়। স্থির ব্যয় হলো ঐ ব্যয় যার পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ কারখানা খোলা বা বন্ধ যেকোনো অবস্থায় এই ব্যয় বহন করতে হয়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে বা কমলেও এ ব্যয় একই থাকে। অন্যদিকে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে যে ব্যয় বাড়ে আবার উৎপাদনের পরিমাণ কমলে যে ব্যয় কমে তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ব্যয়েরও পরিবর্তন ঘটে।

ষল্পকালে কোনো কারখানার উৎপাদন বন্ধ থাকলে তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে হয় না, তবে তার স্থির ব্যয় অবশ্যই বহন করতে হয়। যেমন— যে কারখানার ভবন বা জমিতে উৎপাদন কাজ চলে সেটি যদি ভাড়া নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে জমির বা ভবনের জন্য যে খাজনা দিতে হবে সেটি স্থির ব্যয়। উৎপাদনের পরিমাণ কমলে বা বাড়লে বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও খাজনা দিতে হবে। তেমনি কারখানা পরিচালনা করতে গিয়ে যে ঋণ নেওয়া হয় তার সুদ বাবদ যে বয়য় হয় তা স্থির বয়য়য়র অন্তর্গত। উৎপাদনের পরিমাণের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই; নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা পরিশোধ করতেই হবে।

সূতরাং বলা যায়, যদি কারখানা বন্ধও থাকে তারপরও স্থির ব্যয় বহন করতে হয়। ত্ব 'উৎপাদন বন্ধ ব্যয় বন্ধ' কথাটি উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

শরীফ সাহেব যে চিনিকলে কাজ করেন তার কাঁচামাল বিশেষ করে আখ কেবল একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে পাওয়া যায়, সব সময় পাওয়া যায় না 🕇 আই বছরের যে সময়ে আখ পাওয়া যায় না, সে সময়ে কারখানাটিতে চিনি উৎপাদন বন্ধ থাকে। <mark>কারখানার উৎ</mark>পাদনের এমন অবস্থাতেও কারখানাটি টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু কিছু খরচ করতে হয়। যেমন- চিনিকলে আধুনিক ও ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে; তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত কিছু খরচ করতেই হয়। কারখানটিতে দু'ধরনের কর্মচারি কাজ করে: অস্থায়ী ও স্থায়ী। কারখানা বন্ধ থাকলে অস্থায়ী কর্মচারিদেরকৈ বেতন-ভাতা না দিলেও স্থায়ী কর্মচারিদেরকে দিতে হয়। তাছাড়া চিনিকলের বীমা করা আছে; নিয়মিত তার কিস্তি প্রদান আবশ্যিক। <mark>আ</mark>বার কারখানাটিতে যখন উৎপাদন চলে তখন তার যন্ত্রপাতির ক্ষয় হয়, কিছু যন্ত্রপাতি অকেজোও হয়ে পড়ে। সেগুলো নিয়মিতই পুন:স্থাপন করা প্রয়োজন ৷ এজন্য কর্তৃপক্ষকে অবচয় জনিত ব্যয় বাবদ কিছু অর্থ খরচ করতে হয়। এছাড়া কারখানাটি স্থাপন করতে গিয়ে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের ঋণ নিতে হয়েছে; নিয়মিত তার সুদ পরিশোধ করতেই হয়। এভাবে দেখা যায়, কারখানাটি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকলেও তার জন্য একটি মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়।

সূতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'উৎপাদন বন্ধ ব্যয় বন্ধ' কথাটি সঠিক নয়। কারণ, কারখানার উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ব্যয় বন্ধ থাকে না।

প্রা ► ৭ একটি ফুটবল তৈরির কারখানায় উৎপাদন ও ব্যয়ের তথ্য নিয়রূপ:

উৎপাদন	মোট স্থির খরচ (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
٠,	200	200
2	200	. ৩৫০
9	200	820
8	200	৫৬০
¢	200	940

कि. ता. 391 वस मेर 8/

- ক, মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা একই হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে ফুটবল তৈরির কারখানার গড় ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সূচি তৈরি করো।
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফুটবল তৈরির কারখানার গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্য়য় রেখা অংকন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদিত পণ্যের দাম নির্দিষ্ট থাকায় গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা একই হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য নির্দিষ্ট দামে কেনাবেচা করে। এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের মোট চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই নির্ধারিত দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। দাম (P) = গড় আয় (AR) হওয়ায় এ বাজারে গড় আয় সব সময় একই থাকে, ফলে প্রান্তিক আয় ও (MR) একই হয়। এজনাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা একই হয়।

প্র উদ্দীপকের আলোকে নিচে ফুটবল তৈরির কারখানার গড় ব্যয় (AC) ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের (AVC) সূচি তৈরি করা হলো:

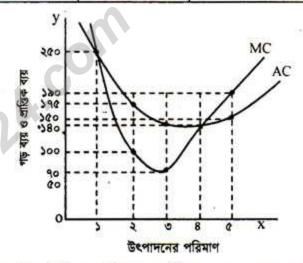
(AC) ও গড় পারবতনার ব্যয়ের (AVC) সূচে তোর করা হলো:
কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে
ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। অন্যদিকে, উৎপাদন বৃদ্ধি
পেলে যে ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় (VC) বলে। আর মোট
পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় পরিবর্তনীয় বয়য়

(AVC) পাওয়া যায়। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরিকৃত ফুটবল তৈরির কারখানার গড় ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সূচিটি হবে-

উৎপাদন (এককে)	গড় ব্যয় (AC) (লক্ষ টাকায়)	গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) (লক্ষ টাকায়)
2	200	250
٤	290	770
9	280	৯৬.৬৬
8	\$80	309.0
•	260	258

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর একটি সূচি তৈরি করা হলো। পরে তার ভিত্তিতে AC ও MC রেখা অঙকন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো।

উৎপাদন	গড় ব্যয় (AC) (লক্ষ টাকায়)	প্রান্তিক ব্যয় (MC) (লক্ষ টাকায়)
2	२৫०	200
2	390	200
9	280	90
8	280	780
¢	200	290



তৈরিকৃত সূচির ভিত্তিতে অভিকত লেখচিত্রে AC ও MC রেখাদ্বয় হলো
যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। রেখা দুটির আকৃতি পর্যালোচনা
করে বলা যায়, উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে AC রেখা যখন নিম্নগামী
হয়, তথন MC রেখাও নিম্নগামী হয় এবং তা AC রেখার নিচে অবস্থান
করে। এ পর্যায়ে MC < AC হয়।

উৎপাদনের দ্বিতীয় পর্যায়ে AC রেখা সর্বনিম্ন অবস্থায় MC রেখা AC রেখাকে ছেদ করে; এখানে AC = MC হয়। এরপর সর্বশেষ স্তরে AC রেখা উর্ধ্বগামী হলে MC রেখাও উর্ধ্বগামী হয় এবং AC রেখার উপর অবস্থান করে। এ পর্যায়ে MC > AC হয়।

প্রসা > কানো ফার্মের বিভিন্ন একক উৎপাদনে মোট খর্চ নিম্নের সূচিতে দেয়া হলো—

উৎপাদন (একক)	মোট খরচ (টাকা)
2	30
ર	72
٥	২8
8	૭૨
e	80

/ठ. त्वा. '३१ **।** श्रम नः ४/

- ক, মাত্রাগত উৎপাদন কী?
- খ. শিল্পক্তে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় না কেন?
- গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক খরচ রেখা অঙ্কন করো।
- ঘ. গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে লেখচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বা Returns to Scale বলে।

শিল্পক্তে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচনের সুবিধা পাওয়া যায়। উৎপাদন যতই বাড়ানো হয় ততই স্থির উপকরণগুলোর সাথে পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর সমন্বয় ঘটে, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার সম্ভব হয়, কম দামে কাঁচামাল ও পরিবহন সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় ও ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন সুবিধা অর্জিত হয়। কিন্তু কল-কারখানার আয়তন ও উৎপাদন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পর শ্রম ও মূলধন অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করলেও উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে। এ কারণেই, শিল্পক্তে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় না।

উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙ্কনের জন্য প্রথমে
উদ্দীপকে প্রদত্ত খরচ সূচির ভিত্তিতে একটি প্রান্তিক খরচ সূচি তৈরি করে
এবং পরে উক্ত সূচি অনুসারে নিচে একটি MC রেখা অঙ্কন করা হলো—

প্রান্তিক খরচ সূচি:

উৎপাদন প্রান্তিক খরচ
(এককে) (টাকায়)

১ ১০

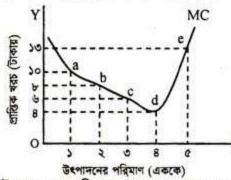
২ ৮

৩ ৬

৪ ৪

20

¢

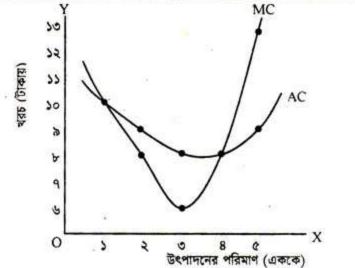


রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক খরচ পরিমাপ করা হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক খরচ হয় যথাক্রমে ১০ টাকা (চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত), ৮ টাকা (বিন্দু b), ৬ টাকা (বিন্দু c), ৪ টাকা (বিন্দু d) এবং ১৩ টাকা (বিন্দু e) দ্বারা নির্দেশিত। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রান্তিক খরচসূচক বিন্দুগুলো যুক্ত করে রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত খরচ সূচির ভিত্তিতে অজ্ঞিকত প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা।

য উদ্দীপকের ভিত্তিতে গড় খরচ (AC) ও প্রান্তিক খরচ (MC) নির্ণয় এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে একটি লেখচিত্র অঙকন করা হলো। উক্ত লেখচিত্রের সাহায্যে AC ও MC-এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো।

খরচ সৃচি (টাকায়):

উৎপাদনের পরিমাণ (এককে)	গড় খরচ (AC)	প্রান্তিক খরচ (MC)
3	30	70
2	` `	ъ
9	ъ	৬
8	ъ	ъ
a	8	20



উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে AC যখন কমতে থাকে তখন MC-ও কমে এবং MC < AC হয়। সূচিতে উৎপাদন ৩ একক হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা দেখা যায়। উৎপাদনের এ পর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয় তখন AC = MC হয় এবং উভয়ই স্থির থাকে। সূচিতে উৎপাদন ৪র্থ একক হলে এমন অবস্থা দেখা যায়। তারপর উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করলে AC যখন বাড়ে তখন MC-ও বাড়ে এবং MC > AC হয়। সূচিতে ৫ একক উৎপাদন স্তরে এমন অবস্থা দেখা যায়। অর্থাৎ গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখা একমুখী ধারায় সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ► ৯ মো. বেলাল হোসেন লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না করে কমলা চাষ করার সিন্ধান্ত নিলেন। তিনি ৫ একর জমিতে প্রথম বংসর ১০ হাজার টাকার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে ১০০ কেজি কমলা উৎপাদন করেন। কমলা উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় পরবর্তী ৪ বংসর যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকা, ৪০ হাজার টাকা ও ৫০ হাজার টাকার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে ১৮০ কেজি, ২৪০ কেজি, ২৮০ কেজি ও ৩০০ কেজি কমলা উৎপাদন করেন। এতে তিনি স্বাবলম্বী হন।

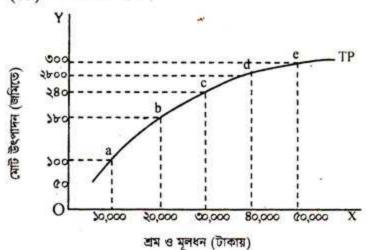
- ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কাকে বলে?
- খ. শ্রম কি উৎপাদনের একমাত্র উপাদান?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অভকন করো ৷৩
- ঘ. উদ্দীপকে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। 8

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টি করাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে।

আর্থনীতিতে শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নয়, উৎপাদনের উপাদান হলো চারটি; যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। কোনো কিছুর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এ চারটি উপাদানই কম-বেশি কাজে লাগে। ধান ফলাতে গেলে ভূমি বেশি এবং অন্যান্য উপাদান কম লাগে। জামা সেলাই করতে গেলে শ্রম বেশি ও মূলধন কম লাগে। আবার কেবল শ্রম ব্যয় করে মাছ ধরা যায় না, তার জন্য লাগে পুকুর, জাল ও অভিজ্ঞ জেলে। কাজেই শ্রমকেই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান বলা যাবে না।

 উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে কমলালেবুর মোট উৎপাদন রেখা (TP) অজ্জন করা হলো।



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) কমলালেবু উৎপাদনের জন্য শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লঘ্ব অক্ষে (OY) মোট উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, বেলাল হোসেন তার ৫ একরের জমিতে কমলালেবু উৎপাদনের জন্য ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বছরে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ বাবদ যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা বায় করেন এবং তার উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০ কেজি, ১৮০ কেজি, ২৪০ কেজি, ২৮০ কেজি এবং ৩০০ কেজি, যা চিত্রে যথাক্রমে a, b, c, d, ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ বাবদ বায় ও কমলালেবু উৎপাদনের পরিমাণ সূচক বিন্দুগুলো অর্থাৎ a, b, c, d ও e যুক্ত করে TP রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে অজ্ঞিত মোট উৎপাদন (TP) রেখা।

ত্ব উদ্দীপকের উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর।

দৃশ্যকল্প থেকে জানা যায়, বেলাল হোসেন তার ৫ একরের জমিতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বছরে মূলধন বিনিয়োগ বাবদ যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং এক্ষেত্রে তার কমলালেবু উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০ কেজি, ১৮০ কেজি, ২৪০ কেজি, ২৮০ কেজি এবং ৩০০ কেজি। উদ্দীপকে পরিবেশিত এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাঞ্চে কমলালেবুর মোট উৎপাদন বাড়লেও তা বিনিয়োগ বৃদ্ধির তুলনায় কম হারে বৈড়েছে। যেমন, প্রদত্ত তথ্যানুসারে কমলালেবুর প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বছরে প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায় যথাক্রমে ১০০ কেজি, ৮০ কেজি, ৬০ কেজি, ৪০ কেজি ও ২০ কেজি। কমলালেবুর প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ১ম বার বিনিয়োগ বৃশ্ধির দরুন কমলালেবুর প্রান্তিক উৎপাদন ১০০ কেজি হলেও ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বারের বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৮০ কেজি, ৬০ কেজি, ৪০ কেজি ও ২০ কেজি। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বেলাল হোসেনের জমিতে প্রতিবছর সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগ বৃদ্ধির তুলনায় কমলালেবুর মোট উৎপাদন বাড়লেও প্রান্তিক উৎপাদন কমে এসেছে। শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় কমলালেবুর প্রান্তিক উৎপাদন দ্রাসের এ ধরনের প্রবণতা অর্থনীতির ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূতরাং, উদ্দীপকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রসা>১০ নিম্নে একটি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের সূচি দেওয়া হলো—

ভূমি (একক)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
1	1	8
1	2	20
1	3	30
1	4	36
1	5	40
1	6	42
1	7	42
1	8	40

(य. ता. 391 अल नर ७)

- ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী?
- খ. দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয় থাকে না কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে AP ও MP নির্ণয় করো।
- ঘ, উদ্দীপকের আলোকে AP ও MP-এর সম্পর্ক চিত্রসহ বর্ণনা করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন (Returns to Scale) বলে।

অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায় যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে স্পির ব্যয় (Fixed Cost) ও পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) উভয়কে বোঝানো হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। কারণ, দীর্ঘকালে স্পির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। আর এ সময় উৎপাদনের প্রায় সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায়। যেমন— স্বল্পকালে কারখানার যন্ত্রপাতি স্পির থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে তার পরিবর্তন ঘটতে পারে। এজন্যই দীর্ঘকালে কোনো ব্যয়ই স্পির থাকে না; সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়ে পরিণত হয়।

পরিবর্তনশীল উপকরণ দ্বারা মোট উৎপাদনকে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই হলো AP (Average Production) বা গড় উৎপাদন। অর্থাৎ, গড় উৎপাদন (AP_L) = $\frac{TP}{L}$. অন্যদিকে, পরিবর্তনশীল উপকরণের এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে MP (Marginal Production) বা প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ, প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) = $\frac{\Delta TP}{\Delta L}$.

নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে AP ও MP নির্ণয় করা হলো—

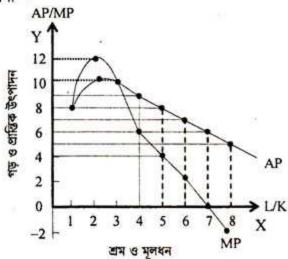
ভূমি (একক)	শ্ৰম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)	গড় উৎপাদন (AP) (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP) (একক)
1	1	8	8	8
1	2	20	10	12
1	3	30	10	10
1	4	36	9	6
1	5	40	8	4
1	6	42	7	2
1	7	42	6	0
1	8	40	.5	-2

উপরের সূচিতে দেখা যায় শ্রম ও মূলধন যখন । একক, তখন মোট উৎপাদন ছিল ৪ একক। সূতরাং, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনও হবে ৪ একক। এরপর যখন শ্রম ও মূলধন 2 একক হয় তখন মোট উৎপাদন ছিল 20 একক। সূতরাং, গড় উৎপাদন হয় 10 একক এবং প্রান্তিক উৎপাদন হয় 12 একক। এভাবে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন ব্যবহারের ফলে মোট উৎপাদন বাড়লেও গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন কমে যায়। এমনকি যখন ৪ একক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন হয় 40 একক এবং গড় উৎপাদন হয় 5 একক এবং প্রান্তিক উৎপাদন —2 (ঋণাত্মক) হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের আলোকে AP ও MP নির্ণয় করে এদের মধ্যকার সম্পর্ক চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো।

ভূমি (একক)	শ্ৰম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)	গড় উৎপাদন (AP) (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP) (একক)
1	1	8	- 8	8
1	. 2	20	10	12
1	3	30	10	10
1	4	36	9	6
1	5	40	8	4
1	6	42	7	2
1	7	42	6	0
1	8	_40	5	-2

উপরিউক্ত সূচির ভিত্তিতে AP ও MP এর সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) পরিবর্তনশীল উপকরণ তথা শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে (OY) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন অধিক (MP > AP) হারে বাড়ে, যা আমরা 2 একক শ্রম ও মূলধন দ্বারা উৎপাদনের সময় দেখতে পাই। একসময় গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান (AP = MP) হয়, যা চিত্রে 3 একক শ্রম ও মূলধনের সময় পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান হয়, কিন্তু গড় উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বেশি (AP > MP) হয়। -তৃতীয় পর্যায়ে গড় উৎপাদন কমতে থাকে এবং প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়। এভাবে উৎপাদনে বিভিন্ন শ্রম ও মূলধনের একক

প্রশ্ন > >>> মি. 'X' একজন বিচক্ষণ উৎপাদনকারী। তিনি কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে, কিছু উপকরণ একবারই নিয়োগ করতে হয় এবং উৎপাদন না করলেও সেগুলোর ব্যয় বহন করতে হয়। আবার, কিছু উপকরণ বার বার নিয়োগ করতে হয় বলে ব্যয়েরও পরিবর্তন ঘটে।

/ব. বো. '১৭ । প্রশ্ন বং ৪/

ক, উৎপাদন কী?

ব্যবহারের ফলে AP ও MP ভিন্ন ভিন্ন হয়।

- খ. অর্থনীতিতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপক থেকে মি. 'X'এর উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে লেখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে TC (মোট ব্যয়) ও AC (গড় ব্যয়) কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ নিজের বৃশ্বিমত্তা ও কারিগরি জ্ঞান খাটিয়ে বস্তুর মধ্যে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে।

অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে সেই সময়কে বোঝায় যখন স্থির ও পরিবর্তনীয় উপকরণগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের ওপর উৎপাদন নির্ভরশীল হয়। স্বল্পকালে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে স্থির ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন পরিবর্তনশীল উপকরণের জন্য ফার্ম ব্যয় করে থাকে, যা পরিবর্তনশীল ব্যয় নামে পরিচিত।

পক্ষান্তরে, দীর্ঘকাল হলো এমন একটি সময় যখন নির্দিষ্ট প্রযুদ্ভি সাপেক্ষে সকল উপকরণই পরিবর্তনযোগ্য। এ সময়ে ফার্ম বা শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত যেকোনো উপকরণের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে স্থির ব্যয়ের অস্তিত্ব থাকে না।

আবার, মি. 'X' দেখলেন যে, কিছু উপকরণ বার বার নিয়োগ করতে হয় বলে ব্যয়েরও পরিবর্তন ঘটে। এই ব্যয় মি. 'X' এর পরিবর্তনীয় ব্যয়। কেননা উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। যেমন- অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের দাম, পরিবহণ ব্যয় প্রভৃতি। সূতরাং, মি. 'X' এর ব্যয়ের এই অংশটি হলো তার কারখানার মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়।

উদ্দীপকের মি. 'X' এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাকে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয় বহন করতে হয়।

উদ্দীপকের আলোকে নিচে TC (মোট ব্যয়) ও AC (গড় ব্যয়)
নির্ণয় করা হলো—

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট যে পরিমাণ ব্যয় হয় তাকে মোট ব্যয় বলে। মোট ব্যয় দুই প্রকারের হয়, যথা- স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ালে বা কমালে যে ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে স্থির ব্যয় বলে। আর উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয় পরিবর্তিত হয়, তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে।

উদ্দীপকের মি. 'X' কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে দেখেন উৎপাদন না করলেও তাকে কিছু ব্যয় বহন করতে হয় যা তার স্থির ব্যয় এবং উপাদান পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয়েরও পরিবর্তন হয় তা হলো তার পরিবর্তনীয় ব্যয়। সূতরাং, মি. 'X' এর স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের যোগফলই হলো তার মোট ব্যয়।

অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদনের জন্য গড়ে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয় বলে।

অর্থাৎ, গড় ব্যয় = মোট উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

উদ্দীপকে মি. 'X' এর মোট ব্যয় দেয়া আছে, কিন্তু তিনি কি পরিমাণ উৎপাদন করেন তা বলা হয়নি। তাই বলা যায়, মি. 'X' এর উৎপাদনের গড় ব্যয় নির্ণয় করার জন্য তার মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করতে হবে।

প্রশ্ন >>> করিম মিয়ার কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধু শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করার কারণে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

শ্রম নিয়োগ	মোট উৎপাদন	
১ জন	৪ মণ	
২ জন	১০ মণ	
৩ জন	১৪ মণ	
৪ জন	১৭ মণ	

/जा. त्या. '३७ । श्रम नः ४/

ক. উৎপাদন কী?

খ, গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ কি শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ, উদ্দীপকের আলোকে করিম মিয়ার কৃষি খামারের মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করো।

ঘ, করিম মিয়ার কৃষি খামারে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর কিনা মন্তব্য করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের (উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য) ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

মাট স্থির ব্যয়কে (TFC) উৎপাদনের (Q) পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় গড় স্থির ব্যয় (AFC) স্বল্পকালে গড় স্থির ব্যয়র পরিমাণ শূন্য হতে পারে না। কেননা উৎপাদনের পরিমাণ যতই বাড়ে, গড় স্থির ব্যয় কমতে থাকে। কারণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদনের মধ্যে মোট স্থির ব্যয় ছড়িয়ে থাকে।

ধরি, একটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট স্থির ব্যয় 1000 টাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে 100 একক। এখানে গড় স্থির ব্যয় হবে $\frac{1000}{100} = 10$ টাকা। এরপর উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পেয়ে 100 একক থেকে 150 একক এবং 150 একক থেকে 200 একক হয়, তখন গড় স্থির ব্যয় ততই কমে যথাক্রমে 10 টাকা থেকে 6.66 টাকা এবং 6.66 টাকা থেকে 5 টাকা হয়।

গ উদ্দীপকে করিম মিয়ার কৃষি খামারে শ্রমিক নিয়োগ বৃশ্বির সাথে সাথে কোনো দ্রব্যের মোট উৎপাদন বৃশ্বির একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে দ্রব্যটির একটি মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো:

চিত্রে ভূমি অক্ষে উপকরণ বা শ্রম নিয়োগের পরিমাণ (L) এবং লম্ব অক্ষে সংশ্লিন্ট দ্রব্যটির মোট উৎপাদন (TP) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে ১ম শ্রমিক নিয়োগের দরুন প্রাপ্ত মোট উৎপাদন ৪ মণ যান্ত্র বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এরপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রমিক নিয়োগ করার দরুন মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১০ মণ (বিন্দু b), ১৪ মণ (বিন্দু c) এবং ১৭ মণ (বিন্দু d) হয়। এখন নিয়োগকৃত শ্রমিকের সংখ্যা ও মোট উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশক a. b. c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখাটি অঙকন করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে উদ্দীপকের আলোকে অঙকত মোট উৎপাদন রেখা, যা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

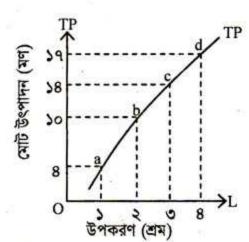
ব করিম মিয়ার কৃষি খামারের উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ের পর উপকরণটি আরও বাড়ালে উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ বাড়ার সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। এই বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর।

ভূমি প্রকৃতির দান ও এর যোগান সীমাবন্ধ। তাই এই ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে হারে উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় উৎপাদন সেই একই হারে বৃদ্ধি না পেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়। আবার একই ভূমি বারবার ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই এর উর্বরাশক্তি প্রাস পায়। ফলে উৎপাদনও প্রাস পায়।

উদ্দীপকের করিম মিয়ার কৃষি খামারে প্রথমে ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৪ মণ ফসল উৎপাদিত হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপাদনও ৪ মণ হয়। ঐ জমিতে ২ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১০ মণ, ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করে

১৪ মণ এবং ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১৭ মণ ফসল উৎপাদন করে। প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৬, ৪ ও ৩ মণ। এতে বোঝা যায়, প্রথমে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হলেও পরে ক্রমগ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সূতরাং বলা যায়, করিম মিয়ার কৃষি খামারে উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান



প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

প্রম > ১০ গাজীপুরের কামারগাঁও এলাকার চাষি নজরুল ইসলামের ২ একর জমি আছে। ২০১০ সালে উক্ত জমিতে ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে স্টাবেরি চাষ করে উৎপাদন করে ৮ মণ। এটি লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় পরবতী প্রতি বছর ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করে একই জমিতে পরবতী ৪ বছর উৎপাদন হলো যথাক্রমে ১৪, ১৮, ২০ ও ২১ মণ।

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কী?

খ. গড় ব্যয় (AC) কি সর্বদা প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমান? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে স্ট্রবেরির মোট উৎপাদন রেখাটি অঙকন করো।

ঘ. উদ্দীপকের স্ট্রবেরি চাষের ক্ষেত্রে কোন বিধি কার্যকর হয়েছে
 এবং তা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়? আলোচনা করো।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টিকে বোঝায়; যে উপযোগের বিনিময় মূল্য আছে।

য ফার্মের কোনো দ্রব্য উৎপাদনের গড় ব্যয় (AC) তার প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর সাথে পরিবর্তনশীল সম্পর্কে আবন্ধ।

- AC যতক্ষণ কমতে থাকে ততক্ষণ MC ও কমতে থাকে কিন্তু AC > MC থাকে।
- ২. AC যতক্ষণ বাড়তে থাকে ততক্ষণ MC ও বাড়তে থাকে কিন্তু AC < MC থাকে।
- AC যখন বাড়ে বা কমে না অর্থাৎ তা অপরিবর্তিত বা সর্বনিম্ন হয়
 তখন AC = MC হয়।

সূতরাং বলা যায়, AC সর্বদাই MC-এর সমান নয়।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে স্ট্রবেরির একটি মোট উৎপাদন (TP) সূচি তৈরি করে এবং পরে তার ভিত্তিতে স্ট্রবেরির TP রেখা অঙকন করা হলো।

শ্রম (L)	মোট উৎপাদনের পরিমাণ (TP)	
2 1	৮ মণ	
2	১৪ মণ	
9	১৮ মণ	
8	২০ মণ	
¢	২১ মণ	

প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম
নিয়োগের পরিমাণ (L) এবং
লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন
(TP)-এর পরিমাণ পরিমাপ
করা হয়েছে। উৎপাদন সূচিতে
দেখা যায়, শ্রম ১ম, ২য়, ৩য়,
৪র্থ ও ৫ম জন পর্যন্ত নিয়োগ
করলে মোট উৎপাদন হয়
যথাক্রমে ৮, ১৪, ১৮, ২০ ও
২১ মণ, যা আবার যথাক্রমে
a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত। এখন শ্রম ও মোট
উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশক

(14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14			7	d	e T
		1b	С		
A 5 5 8 6 7 8 7 8					
8 -	/a				
				8	

সূচক বিন্দু a, b, c, d ও e যোগ করে TP রেখাটি টানা হলো। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে অভিকত স্ট্রবৈরির মোট উৎপাদন রেখা।

য প্রদত্ত উদ্দীপকে চাষি নজরুল ইসলামের ২ একর জমিতে প্রতি বছর ১ একক করে শ্রম নিয়োগের দরুন স্ট্রবেরির মোট উৎপাদনের তথ্যাদি দেয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে বছরান্তে স্ট্রবেরির প্রান্তিক উৎপাদন (MP) এর নিম্নরূপ তালিকা তৈরি করা যায়।

স্ট্রবেরির প্রান্তিক উৎপাদন সূচি

리자 (L)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP) ৮ মণ		
. 3			
2	৬ মণ		
9	৪ মণ		
8	২ মণ		
a	১ মণ		

সূচিতে দেখা যায়, ১ম শ্রমিক নিয়োগের ফলে স্ট্রবেরির প্রান্তিক উৎপাদন হয় ৮ মণ। পরবর্তীতে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬, ৪, ২ ও ১ মণ। প্রান্তিক উৎপাদন প্রান্তির এ হিসাবের আলোকে বলা যায়, স্ট্রবেরির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতেও প্রযোজ্য হয়।
কৃষিক্ষেত্রে: ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে দুত
প্রযোজ্য হয়। ভূমির সীমাবন্ধ যোগান, ভূমি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে
উর্বরাশন্তি দ্রাস, উৎপাদন বাড়ানোর কলাকৌশলের সীমাবন্ধতা ইত্যাদি
কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

শিল্পক্তে: উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ফার্মে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে প্রথমদিকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচনের দর্ন ব্যয় বৃশ্বির তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়ে। তবে একসময় বেশি উপকরণ নিয়োগের দর্ন উপকরণ সংমিশ্রণ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠলে এবং ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা দেখা দিলে ব্যয় বাড়ার তুলনায় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এজন্য এক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য হয়।

খনিজ ক্ষেত্রে: বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য ক্রমশ খনির যত গভীরে যেতে হয় ততই তার তলদেশের গঠন মজবুত হয় ও আলোবাতাস প্রবেশের জন্য উন্নত ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এর ফলে খরচ বাড়ার তুলনায় খনিজদ্রব্য ক্রমান্বয়ে কম হারে তোলা যায়। ফলে বিধিটি প্রয়োজ্য হয়।

মাছ শিকারের ক্ষেত্রে: পুকুর, বিল, নদী ও সমুদ্র ইত্যাদি মৎস্যক্ষেত্রে বেশি মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শ্রম ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়োগ করলে বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা ব্যয় বাড়ার তুলনায় কম হয়। এজন্য এক্ষেত্রেও বিধিটি প্রযোজ্য হয়। প্রশ্ন ► ১৪ রমজান আলী একজন কৃষক, রমজান আলীর ১ একর জমি রয়েছে, তার ১ একর জমিতে ৫০০ টাকার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে ৮০০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। কিন্তু রমজান আলী অধিক উৎপাদনের আশায় পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করেন, যা নিম্নের সূচির মাধ্যমে দেখানো হলো, সূচিটি পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

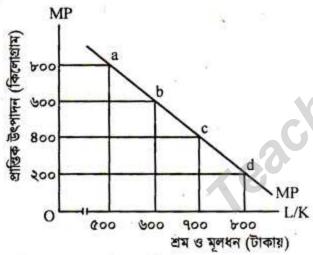
জমির পরিমাণ	শ্রম/মূলধন (L/K) (টাকায়)	মোট উৎপাদন (TP) কিলোগ্রাম	প্রান্তিক উৎপাদন (MP) কিলোগ্রাম
১ একর	000	600	900
১ একর	900	2800	৬০০
১ একর	900	2000	800
১ একর	900	900	200

/मि. त्या. '36 I अश नः 0/

- ক, উৎপাদন কী?
- খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে ধানের প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অন্তকন করো।
- ঘ. সূচিতে প্রকাশিত ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বিধিটি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? বিশ্লেষণ করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক অর্থনীতিতে উৎপাদনের অর্থ হলো কোনো কিছু সৃষ্টি নয় বরং কোনো কিছুতে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি যে উপযোগের বিনিময় মূল্য আছে।
- খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।
- প্র উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিচে ধানের প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙকন করা হলো।



চিত্র: প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম/মূলধন (L/K) ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, ৫০০ টাকার শ্রম/মূলধন (L/K) ব্যয় করে ধানের প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায় ৮০০ কিলোগ্রাম, চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা সূচিত হয়েছে। এরপর ৬০০, ৭০০ ও ৮০০ টাকার শ্রম/মূলধন (L/K) ব্যয় করে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬০০, ৪০০ ও ২০০ কিলোগ্রাম, যা চিত্রে যথাক্রমে b, c ও d রিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন শ্রম/মূলধন এর পরিমাণ ও ধানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে MP রেখাটি টানা হলো। এটিই হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে অভিকত ধানের প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটিতে ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। অনেক সময় কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদনের শুরুতে পরিবর্তনীয় উপকরণ নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে চললে স্থির উপকরণগুলোর সাথে তার উপযুক্ত উপকরণ সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে না; বরং বাড়ে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের আয়তন বাড়ে। এ কারণে সেখানে অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচন সৃষ্টি হয়; যন্ত্রপাতি ও

ব্যবস্থাপনার মতো অবিভাজ্য উপকরণগুলোর সদ্ব্যবহার ঘটে। ফলে উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদন অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। তখন সেখানে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হতে দেখা যায়। আবার, উৎপাদন ক্ষত্রে যদি ক্রমান্বয়ে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেখানে বিধিটির ব্যতিক্রম দেখা যায়। উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ায় বলে এমন হয়। উৎপাদনকারী একই মানের উপকরণ ব্যবহার করতে করতে কোনো এক সময়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের উপকরণ ব্যবহার করতে কানে। এ অবস্থায় উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদন অধিক হারে বাড়ে। তখন বিধিটি প্রযোজ্য হয় না। কখনও উৎপাদনের উপকরণের যোগান হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে। যেমন কৃষিতে কোনো কাঁচামালের বাম্পার ফলন হতে পারে। তখন ঐ কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল শিল্পটি কম দামে উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। এ অবস্থায় বিধিটি কার্যকর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে, কোনো উৎপাদন উপকরণ যে হারে বৃদ্ধি করা হয় উৎপাদনও সে হারে বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য হয় না।

সুতরাং বলা যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

প্রশ্ন ▶১৫ নিমের একটি ফার্মের মোট ব্যয়ের তথ্য দেয়া আছে:

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট ব্যয় (টাকা)
3	20
3	. 72
9	. 28
8	૭૨
· · ·	80

/कृ. ता. '३७ I अता नः ७/

ক, মোট আয় কী?

খ্ মোট উৎপাদন ক্রমন্তাসমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদনের

ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। গ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করো।

 উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট দামে (P) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য (Q) বিক্তি করে কোনো ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় (Total Revenue) বলে।

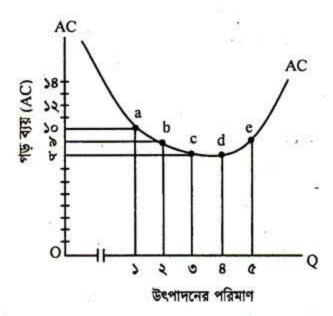
যা মোট উৎপাদন ক্রমপ্রাসমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যায়।
যে বিন্দুতে মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হার থেকে ক্রমপ্রাসমান হারে বৃন্ধির
দিকে মোড় নেয় তাকে ইনফ্লেকশন বিন্দু বলে। মোট উৎপাদন রেখার
ইনফ্লেকশন বিন্দুর পর থেকে মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হওয়া পর্যন্ত মোট
উৎপাদন ক্রমপ্রাসমান হারে বৃন্ধি পেলে প্রান্তিক উৎপাদন প্রাস পায়।

প্র উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে একটি ব্যয় সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে একটি গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙকন করা হলো। কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয় বলা হয়। মোট উৎপাদন ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

গড় ব্যয় (AC) = মোট ব্যয় (TC)
উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

ব্যয় সচি:

Q (একক)	TC (টাকা) *	AC (টাকা)
٥	20	30
2	22	৯
9	28	ъ
8	৩২	ъ
· ·	8¢	8



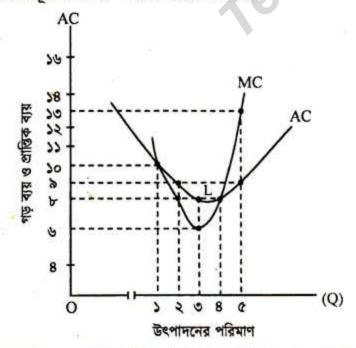
চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) পরিমাপ করা হয়েছে। ফার্ম ১ একক উৎপাদন করলে গড় ব্যয় হয় ১০ টাকা। চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার ফার্ম ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদন করলে গড় ব্যয় হয় যথাক্রমে ৯, ৮, ৮ ও ৯ টাকা যা যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ও গড় ব্যয় নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে AC রেখা টানি। এটিই উদ্দীপকে প্রদত্ত সারণি হতে নির্ণেয় গড় ব্যয় (AC) রেখা।

উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিচে
আলোচনা করা হলো

মোট ব্যয়কে (TC) উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। অন্যদিকে, অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় (TC) যতটুকু বাড়ে তাই হলো প্রান্তিক্ ব্যয় (MC)।

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক ব্যয় (টাকা)
2	70	30	70
٦ .	74	8	ъ
9	২8	Ъ	4
8	७२	ь	ъ
¢	8¢	8	30

উপরিউক্ত সূচিকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



চিত্র অনুসারে, ১ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় ১০ টাকা। কিন্তু ২ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় ৯ টাকা এবং প্রান্তিক ব্যয় ৮ টাকা। আবার, উৎপাদন বেড়ে ৩ এককের সময় প্রান্তিক ব্যয় ৬ টাকা হলে গড় ব্যয় ৮ টাকা হয়। উৎপাদন ৪ একক অবস্থায় গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমতা লাভ করলেও পরে প্রান্তিক ব্যয় বাড়া সত্ত্বেও গড় ব্যয় ততটা বাড়েনি।

অতএব বলা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ L বিন্দুর পূর্বে AC ও MC উভয়ই স্ত্রাস, পায়। ফলে AC ও MC রেখা নিম্নগামী হয় এবং MC রেখা AC রেখা অপেক্ষা কম থাকে। তাই এ পর্যায়ে AC > MC হয়। আবার চিত্রের L বিন্দুতে MC রেখা AC রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে। তাই L বিন্দুতে AC = MC হয়। L বিন্দুর পরে AC ও MC উভয়ই উর্ধ্বগামী হয়। তবে MC বৃন্ধির হার AC বৃন্ধির হারের চেয়ে অধিক হয় বলে L বিন্দুর পর AC < MC হয়।

প্রশ্ন ▶১৬ নিচের সূচিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট ব্যয় (TC) (টাকা)	
٥	· · ·	
2	ъ	
9	8	
8 .	25	
¢	20	

/श. ता. '361 अत नः o/

ক. পরিবর্তনীয় ব্যয় কী?

थ. मीर्घकाल कान धत्रत्वत वाग्र वित्राक्षमान वाग्या करता।

- গ. প্রদত্ত সূচি থেকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা অংকন করো। ৩
- ঘ, উৎপাদনের সকল শুর কী গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান থাকে? সূচির আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। 8

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে যেসব ব্যয় পরিবর্তিত হয় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) বলে। যেমন— কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুৎ বিল, জ্বালানি বাবদ খরচ, পরিবহন ইত্যাদি।

বিরাজমান।

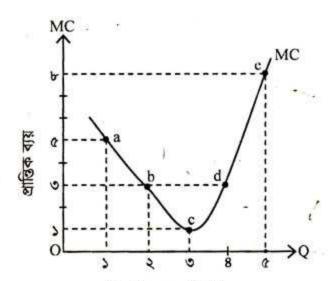
দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায়, যে সময়ে উৎপাদনের সব উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে। স্বল্পকালে ফার্মের যেসব ব্যয় (যেমন— কারখানা ঘরভাড়া, বিমা প্রিমিয়াম, কাঁচামাল ক্রয়্ম-বিক্রয়, বিদ্যুৎ বিল প্রভৃতি) স্থির থাকে দীর্ঘকালে তা পরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। ফলে দীর্ঘকালে কোনো স্থির উপকরণ থাকে না; স্থির খরচের অস্তিত্বও দীর্ঘকালে নেই। তাই বলা যায়, দীর্ঘকালে সব উপকরণ পরিবর্তনীয়।

া উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচি হতে প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে প্রান্তিক ব্যয় রেখা অন্তকন করা হলো— কোনো দ্রব্যের এক একক অতিরিক্ত উৎপাদনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে। প্রান্তিক ব্যয় (MC) = মোট ব্যয়ের পরিবর্তন (ATC)

উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন (ΔQ)

উৎপাদনের পরিমাণ (Q) (একক)	প্রান্তিক ব্যয় (MC) (টাকা)
3	· ·
ર	9
9	2
8	9
¢	ъ

রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরিমাপ করা হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক ব্যয় হয় যথাক্রমে ৫ টাকা (a বিন্দু), ৩ টাকা



উৎপাদনের পরিমাণ (বিন্দু b), ১ টাকা (বিন্দু c), ৩ টাকা (বিন্দু d) এবং ৮ টাকা (বিন্দু e)। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রান্তিক ব্যয়সূচক বিন্দুগুলো যুক্ত করলে MC রেখাটি পাওয়া যায়। এটিই হলো প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে অঙ্কিত MC রেখা।

য উৎপাদনের সব স্তরে গড় ব্যয় (Average Cost) ও প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) সমান থাকে না। উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচির আলোকে নিচে তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো—

কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয়

বলে। গড় ব্যয় $(AC) = \frac{\text{মোট ব্যয় (TC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$ । অপরদিকে, কোনো দ্রব্যের এক একক অতিরিক্ত উৎপাদনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে। প্রান্তিক ব্যয় (MC) = মোট ব্যয়ের পরিবর্তন (ΔTC)

উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন (ΔQ)

ব্যয় সূচি

উৎপাদনের পরিমাণ Q (একক)	মোট ব্যয় TC (টাকা)	প্রান্তিক ব্যয় MC (টাকা)	গড় ব্যয় AC (টাকা)
, 3	¢	. 0	a
ર	ъ	9	8
9	8	. 3	9
8	25	9	9
¢	২০	ъ	8

এখন তৈরিকৃত ব্যয় সূচিটি পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত মন্তব্যপুলো করা যায়:

- উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে AC যখন কমতে থাকে তখন MC ও কমে এবং MC < AC হয় । সূচিতে উৎপাদন ৩ একক হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা দেখা যায় ।
- উৎপাদনের এক পর্যায়ে যখন AC সর্বনিয় হয়; তখন MC = AC
 হয় এবং উভয়ই স্থির থাকে। সূচিতে উৎপাদন ৪র্থ একক হলে
 এমন অবস্থা দেখা যায়।
- উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করলে যখন AC বাড়ে
 তখন MC ও বাড়ে এবং MC > AC হয়। সূচিতে ৫ একক
 উৎপাদন স্তরে এমন অবস্থা দেখা যায়।

সূতরাং তৈরিকৃত ব্যয় সূচিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, উৎপাদনের কেবল একটি স্তরেই MC = AC হয়। অন্যত্র MC < AC অথবা MC > AC হয়।

প্রশা > ১৭

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট খরচ
2	৬
à l	Ъ
. 0	8
8	الا
œ.	•00
	K Cat 'SIL I STAY

15. ता. '36 I अत्र नः o/

	প্রান্তিক আয়ের সূত্রটি লেখ।	2
킥.	দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন?	2
	উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় রেখা অংকন করো।	9
	উদ্দীপকের সকল স্তরে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান থাকে	
	কি? তোমার মতামত দাও।	8

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

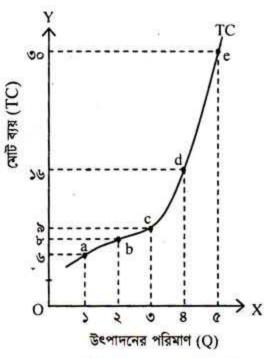
ক প্রান্তিক আয়ের (Marginal Revenue) সূত্রটি হলো- $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}, \quad \text{যেখান } MR = প্রান্তিক আয়, \quad \Delta TR = মোট আয়ের পরিবর্তন এবং <math>\Delta Q =$ উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন।

অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায় যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে স্থির ব্যয় (Fixed Cost) ও পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) উভয়কে বোঝানো হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। কারণ দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। আর এ সময় উৎপাদনের প্রায় সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায়। যেমন— স্বল্পকালে কারখানার যন্ত্রপাতি স্থির থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে তার পরিবর্তন সাধন করা যায়। এজন্যই দীর্ঘকালে কোনো ব্যয়ই স্থির থাকে না; সবই হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

প্রপত্ত উদ্দীপকে কোনো একটি ফার্মের মোট ব্যয় (Total Cost) এর একটি ব্যয় সূচি দেয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে নিচে একটি মোট ব্যয় রেখা অজ্জন করা হলো—

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপদানের জন্য ফার্মের মোট যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে মোট ব্যয় (TC) বলে।

ভূমি অকে চিত্ৰে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) মোট খরচ দেখানো रस्राइ উৎপাদনের পরিমাণ যখন ১ একক তখন মোট খরচ ৬ টাকা, যা a বিন্দু দারা নির্দেশিত। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যখন ২, ৩, ৪ ও ৫ একক তখন মোট খরচ यथाकरम ৮, ৯, ১৬ ও ৩০ টাকা হয়, যা



যথাক্রমে b, c, d ও e

ঘারা নির্দেশিত। এখন, a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে মোট ব্যয়
রেখা বা TC রেখা পাওয়া যায়। এটিই হলো উদ্দীপকের সূচির ভিত্তিতে
অভিকত মোট ব্যয় রেখা।

য উদ্দীপকের সব স্তরে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান থাকে না। নিচে এ বিষয়ে আমার মতামত দেওয়া হলো—

কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় (Average Cost) পাওয়া যায়। গড় ব্যয় (AC) =

মোট ব্যয় (TC)
উৎপাদনের পরিমাণ (Q)
। আবার, কোনো দ্রব্যের এক একক অতিরিক্ত
উৎপাদনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় (Marginal

Cost) বলে। প্রান্তিক ব্যয় (MC) = মোট ব্যুহ্নের পরিবর্তন (ΔTC)
উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন (ΔQ)

वाय मृष्टि:

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
2	৬	9	9
2	ъ	- 8	2
9	8	9	2
8	১৬	8	٩
¢	೨೦	9	78

উপরের ছকে উৎপাদনের পরিমাণ যখন ১ একক তখন মোট ব্যুর্য, গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় ৬ টাকা। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যখন ২ একক তখন মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় যথাক্রমে ৮, ৪ ও ২ টাকা। এভাবে উৎপাদনের পরিমাণ যখন ৩, ৪ ও ৫ একক, তখন মোট ব্যয় ৯, ১৬ ও ৩০; গড় ব্যয় ৩, ৪ ও ৬; প্রান্তিক ব্যয় ১, ৭ ও ১৪ টাকা। এতে দেখা যাচ্ছে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে ক্রমন্তাসমান হারে থাকলেও পরবর্তীতে তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। তবে গড় ব্যয়ের তুলনায় প্রান্তিক ব্যয় দুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের সব স্তরে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান থাকে না।

প্রন >১৮ জামিলের একটি তাঁতশিল্প আছে। সেখানে ২০১৪ সালের মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত উৎপাদন ও ব্যয়ের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

সময়	মোট ব্যয় (টাকায়)	মোট উৎপাদন (এককে)
মার্চ/২০১৪	30,000	200
এপ্রিল/২০১৪	20,000	২০০
মে/ ২০১৪	00,000	900
জুন/২০১৪	80,000	800

ति. ता. ५७। अस नः ४/

- ক, উৎপাদন বিধি কী?
- খ. শিল্পক্তে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কি কার্যকর? ২
- গ. প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অজ্জন করে।
- ঘ. প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন রেখা উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? আলোচনা করো।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিধির সাহায্যে উপকরণ নিয়োগ তথা উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদনের আনুপাতিক পরিবর্তন জানা যায়, তাকে উৎপাদন বিধি (Law of Returns) বলে।

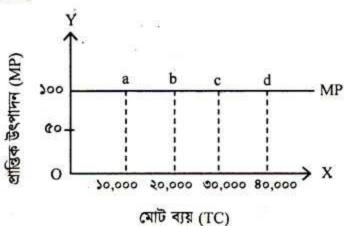
শিল্পক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি (Law of Diminishing Marginal Returns) বিলম্বে কার্যকর হয়।
উৎপাদনের প্রথমদিকে শ্রম (Labour) ও মূলধন (Capital) বৃদ্ধির ফলে শিল্প অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন সুবিধা লাভ করে। ফলে শিল্পের একক প্রতি উৎপাদন খরচ কমে, এ অবস্থায় শিল্পে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি (Increasing Returns to Scale) কার্যকর থাকে। কিন্তু কোনো কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর শ্রম ও মূলধন অধিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়তে থাকে।

প্রপ্রত সূচি অনুযায়ী প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অজ্জন করতে হলে প্রথমে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করতে হবে। নিচে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি দেখানো হলো—

প্রান্তিক উৎপাদন সূচি

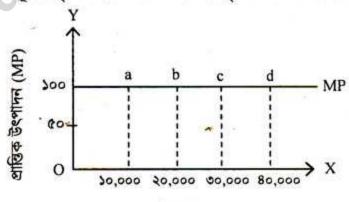
সময় (সাল ২০১৪)	মোট ব্যয় (টাকায়)	মোট উৎপাদন (এককে)	প্রান্তিক উৎপাদন (এককে)
মার্চ .	\$0,000	- 700	200
এপ্রিল	20,000	200	200
মে	00,000	000	200
জুন	80,000	800	200

এখন গঠনকৃত প্রান্তিক উৎপাদন সূচির ভিত্তিতে চিত্রে MP রেখা অজ্জন করা হলো:



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) মোট ব্যয় (TC) ও লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন (MP) পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রান্তিক উৎপাদন হলো ১০০ একক চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এবার ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০,০০০, ৩০,০০০ ও ৪০,০০০ টাকা করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে প্রতিবারই ১০০ একক হয়, চিত্রে যা আবার যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন মোট ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন সূচক বিন্দুগুলো যুক্ত করে MP রেখাটি টানি। এটিই হলো প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী, প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা।

প্রপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন রেখা উৎপাদনের সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে (Law of Constant Marginal Returns) সমর্থন করে। কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে যে হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় উৎপাদন যদি ঐ একই হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির এ প্রবণতাকে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। এ বিধি অনুযায়ী শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হার ও মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার সমান হয়।



অজ্জিত চিত্রটিতে MP রেখাটি প্রান্তিক উৎপাদনের উপর মোট ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব দেখায়। চিত্রে দেখা যায়, তাঁত শিল্পটি তার বিদ্যমান উপকরণ ব্যয়ের সাথে প্রতিবারই ১০,০০০ টাকা করে ব্যয় যুক্ত করলে প্রান্তিক উৎপাদন প্রতিবারই ১০০ একক করে বাড়ে। অর্থাৎ ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন— চিত্রের a, b, c ও d বিন্দু যথাক্রমে ১০,০০০, ২০,০০০, ৩০,০০০ ও ৪০,০০০ টাকার উপকরণ ব্যয় এবং ১০০ একক প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করছে। MP রেখাটি তাই সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে।

মোট ব্যয় (TC)

প্রা >১৯ এন্তাজ মিয়ার একটি কৃষি খামার আছে। অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধুমাত্র শ্রমের নিয়োগ বাড়ানোর কারণে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

শ্রমের নিয়োগ (জন)	মোট উৎপাদন (মণ)
3	¢
2	8
9	>>
8	78

/ति. ता. '३७ । श्रम नः ८/

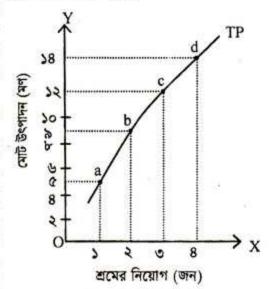
- ক, উৎপাদন কী?
- খ, গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ কি শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে কৃষি দ্রব্যের মোট উৎপাদন রেখা অংকন করো।
- ঘ, এন্তাজ মিয়ার ক্ষেত্রে ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর কিনা মন্তব্য করো।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক অর্থনীতিতে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে দ্রব্য ও সেবায় রপান্তর করার প্রক্রিয়াকে উৎপাদন বলে।
- যা সূজনশীল ১২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।
- গ্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে কৃষি দ্রব্যের মোট উৎপাদন রেখা (Total Production Curve) অজ্ঞকন করা হলো:

ठित्व. OX অকে শ্রমের নিয়োগ ও OY অক্ষে মোট উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, শ্রম ১ম,

২য়, ৩য় ও ৪র্থ জন পর্যন্ত নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৫, ৯, ১২ ও ১৪ মণ,চিত্রে যা আবার যথাক্রমে a, b. c ও d বিন্দু দ্বারা নিৰ্দেশিত। এখন শ্ৰম ও মোট উৎপাদনের



চিত্র: মোট উৎপাদন রেখা

পরিমাণ সূচক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন (TP) রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে অভিকত মোট উৎপাদন রেখা।

য এন্তাজ মিয়ার কৃষি খামারের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি (Law of Diminishing Marginal Returns) কার্যকর হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির (ভূমি) রেখে একটি উপকরণ (শ্রম) বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটির নিয়োগ (শ্রম) আরও বাড়ালে উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

ক্রমন্ত্রাসমান উৎপাদন বিধিকে ছকের সাহায্যে প্রকাশ করে পাই—

শ্রমের নিয়োগ (জন)	মোট উৎপাদন (মণ)	প্রাত্তিক উৎপাদন (মণ)
2	· ·	0
ર	8	8
٥	25	•
8	78	3

উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যটির মোট উৎপাদন বাড়লেও তা শ্রম নিয়োগের তুলনায় কম হারে বাড়ছে। যেমন— ছকের তথ্য অনুসারে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হচ্ছে যথাক্রমে ৫ মণ, ৪ মণ, ৩ মণ ও ২ মণ। কৃষি খামার প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ১ম শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ৫ মণ হলেও ২য় শ্রমিক নিয়োগের ফলে তা হয় ৪ মণ। পরবর্তীতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রমিকের নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন আরো কমে হয় যথাক্রমে ৩ মণ ও ২ মণ। এক্ষেত্রে দেখা যায়, এন্তাজ মিয়ার কৃষি খামারে একজন করে শ্রমিকের নিয়োগ বাড়লে মোট উৎপাদন বাড়ে এবং প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে।

প্রস ▶২০ 'Y' ফার্মের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচের টেবিলে দেওয়া

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (টাকা)
2	70	৬
2	70	70
9	70	২৬
8	70	(°C)

/जिका करमज । अभ मः 8/

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?

খ. কৃষিক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কেন কার্যকর হয়?

2 গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, মোট ব্যয় (TC) নির্ণয় করো। 9

ঘ. উদ্দীপক থেকে গড় স্থির ব্যয় রেখা (AFC) অঙকন করে রেখাটির আকৃতির বিশ্লেষণ করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করে।

য় ভূমির সীমাবন্ধ যোগান ও উর্বরাশক্তি সব সময় সমান না থাকার কারণে কৃষি ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়। ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুসারে অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে যেকোনো একটি উপাদান ব্যবহার বাডানো হলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার দর্ন মোট উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। সাধারণত, ভূমির যোগান সীমাবন্ধ থাকায় উৎপাদনের লক্ষ্যে যে হারে উপকরণ ব্যয় করা হয় উৎপাদন সে হারে বাড়ে না। তাছাড়া একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। যার ফলে উৎপাদনও হ্রাস পায়। এসব কারণে কৃষিতে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অধিক কার্যকর হয়।

ী উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, নিচে মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) যোগ করে মোট উৎপাদন ব্যয় (TC) নির্ণয়

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে মোট ব্যয় বলে। স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ করে মোট ব্যয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ TC = TFC + TVC ।

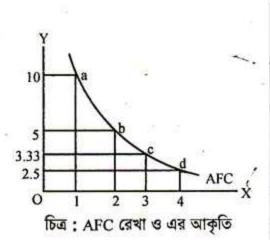
উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (টাকা)	মোট ব্যয় (TC) (টাকা)
>	30	৬	26
2	١ ٥٠ ٠	70	২০
9	70 "	২৬	99
8	70	60	৬০

লক্ষ করা যায়, ১ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে TFC ও TVC যথাক্রমে ১ টাকা ও ৬ টাকা। এখন এক্ষেত্রে মোট ব্যয় হলো (১০ + ৬) বা ১৬ টাকা। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে TC হলো যথাক্রমে ২০ টাকা, ৩৬ টাকা ও ৬০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙকন করলে মূলবিন্দুর দিকে উত্তল ও ডানদিকে নিম্নগামী রেখা পাওয়া যায়। সাধারণত মোট স্থির ব্যয়কে উৎপাদনের একক (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা পাওয়া যায়।

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	গড় স্থির ব্যয় $\left(AFC = \frac{TFC}{Q}\right) (\overline{U})$
2	70	20
2	70	0
9	70	0.00
8	70	2.00

প্রদত্ত সূচিতে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন ১ একক হলে মোট স্থির ব্যয় ১০ টাকা। তাই এক্ষেত্রে গড় শ্থির ব্যয়, AFC = বা, AFC = ১০ টাকা। যা চিত্রের a বিন্দু দ্বারা নিৰ্দেশিত হয়েছে। একইভাবে উৎপাদন ২ একক, ৩ একক এবং ৪



একক হলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) হলো যথাক্রমে ৫ টাকা, ৩.৩৩ টাকা এবং ২.৫০ টাকা। যা চিত্রের যথাক্রমে b, c এবং d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন প্রাপ্ত বিন্দুগুলো a, b, c ও d যোগ করে পাওয়া যায় AFC রৈখা। যা মূলবিন্দু (O)-এর দিকে উত্তল এবং বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

প্ররা ১২১ রতন মিয়ার কৃষি খামারের উপকরণ ও উৎপাদনের তালিকা নিমুবপ•

জমির পরিমাণ (একর)	শ্ৰম (জন).	মূলধন (টাকা)	মোট উৎপাদন (কেজি)
2	٥	2000	200
2	٦	2000	296
2	9	2000	२२৫
2	8	2000	२৫०

/ज्ञानकेक केन्द्रा भएका करनक, जाका । भ्रम नः ८/

- ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে?
- খ, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় কি সর্বদা একই? ব্যাখ্যা করো।
- গ্র উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অংকন করে। 🔻 💩
- ঘ্ উদ্দীপকের প্রদর্শিত উৎপাদন বিধিটি বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

रु मीर्घकाल উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

য ফার্মের কোনো দ্রব্য উৎপাদনের গড় ব্যয় (AC) তার প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর সাথে পরিবর্তনশীল সম্পর্কে আবন্ধ।

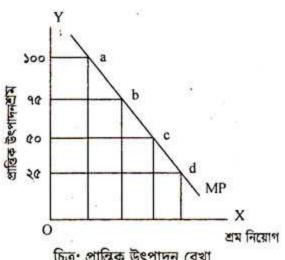
- AC যতক্ষণ কমতে থাকে ততক্ষণ MCও কমতে থাকে কিন্তু AC >
- ২. AC যতক্ষণ বাড়তে থাকে ততক্ষণ MCও বাড়তে থাকে কিন্তু AC < MC থাকে।
- AC যখন বাড়ে বা কমে না অর্থাৎ তা অপরিবর্তিত বা সর্বনিয় হয় তখন AC = MC হয়।

সূতরাং বলা যায়, AC সর্বদাই MC-এর সমান নয়।

গ্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙকন করা হলো।

প্রান্তিক উৎপাদন সচি:

শ্রম (জন)	মোট উৎপাদন (TP) (কেজি)	প্রান্তিক উৎপাদন MP = TP _n – TP _{n-1} (কেজি)
>	200	200
3	. >90	90
9	२२०	00
8	200	20



চিত্র: প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে প্রান্তিক উৎপাদন ১০০ কেজি। যা উপরের চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে, ২ জন, ৩জন ও ৪জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৭৫ কেজি ৫০ কেজি ও ২৫ কেজি। যা চিত্রের যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন, প্রাপ্ত a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে পাই MP প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও শিল্প, খনিজ ও মাছ শিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

উদ্দীপকে 'গ' এর উত্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সূচিতে দেখা যায়, ১ম শ্রমিক নিয়োগের ফলে বিবেচ্য পণ্যের প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১০০ কেজি। পরবর্তীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৭৫, ৫০ ও ২৫ কেজি। প্রান্তিক উৎপাদন প্রাপ্তির এ হিসাবের আলোকে বলা যায়, রতন মিয়ার কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। এ বিধিটি নিম্নের ক্ষেত্রগুলোরতে কার্যকর—

শিল্পকেতে: উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ফার্মে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে প্রথমদিকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচনের দর্ন ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়ে। তবে একসময় বেশি উপকরণ নিয়োগের দর্ন উপকরণ সংমিশ্রণ তুটিপূর্ণ হয়ে উঠলে এবং ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা দেখা দিলে ব্যয় বাড়ার তুলনায় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এজন্য এ ক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য হয়।

খনিজ ক্ষেত্রে: বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য ক্রমশ খনির যতো গভীরে যেতে হয় ততই তার তলদেশের গঠন মজবুত হয় ও আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য উন্নত ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এর ফ**লে** খরচ বাড়ার তুলনায় খনিজদ্রব্য ক্রমান্বয়ে কম হারে তোলা যায়। ফলে বিধিটি প্রযোজ্য হয়।

মাছ শিকারের ক্ষেত্রে: পুকুর, বিল, নদী ও সমুদ্র ইত্যাদি মৎস্যক্ষেত্রে বেশি মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শ্রম ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়োগ করলে বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা ব্যয় বাড়ার তলনায় কম হয়। এজন্য এক্ষেত্রেও বিধিটি প্রযোজ্য হয়।

প্রবা▶২২ যাত্রাসিদ্দি গ্রামের নজীর আহমেদ সাহের এর দু'একর জমি আছে। ২০১২ সালে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে চাষাবাদের মাধ্যমে সে ২০ মণ কমলা উৎপাদন করে। উক্ত জমিতে পরবর্তী ৩ বছর শ্রম, মূলধনসহ প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সঠিক মাত্রায় নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন হলো যথাক্রমে ৩৫, ৪৫ ও ৫০ মণ। [निर्देत (छम करनज, जाका । अभ नः ८]

- ক, উৎপাদন কাকে বলে?
- খ্র মোট উৎপাদন ক্রমর্বমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদনের উপর কী প্রভাব পড়বে?
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে কমলার উৎপাদন ধাপসমূহের চিত্র অধ্কন
- ঘ. উদ্দীপকে কমলা চাষের ক্ষেত্রে কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? আলোচনা কর।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন বলে।

য মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে।

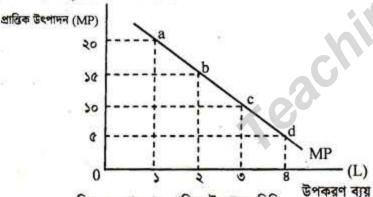
শিল্পক্তে অধিক হারে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে দক্ষ উদ্যোক্তা, নিপুন শ্রমিক ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়। ফলে উপাদান দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব। এজন্য উৎপাদনের গড় খরচ হ্রাস পায়। খরচের অনুপাতে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো কৃষক এক একর জমিতে প্রথম বছরে ১০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ৪ মণ মোট উৎপাদন এবং ৪ মণ প্রান্তিক উৎপাদন পান। এভাবে তিনি পরবর্তী তিন বছরে একই জমিতে একই পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ১০, ২০ ও ৩০ মণ মোট উৎপাদন এবং ৬, ১০ ও ১৫ মণ প্রান্তিক উৎপাদন পান। এখানে লক্ষণীয় যে, মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান বলে প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান হয়েছে।

উদ্দীপকে নজীর আহমেদ সাহেবের কমলার উৎপাদনের আলোকে
নিচে প্রান্তিক উৎপাদুন (MP) রেখা অঙকন করা হলো-

প্রান্তিক উৎপাদন সূচি:

জমির পরিমাণ	শ্রমিক নিয়োগ	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
২ একর	১ জন	২০ মণ	২০ মণ
২ একর	২ জন	৩৫ মণ	১৫ মণ
২ একর	৩ জন	৪৫ মণ	১০ মণ
২ একর	8 জন	৫০ মণ	৫ মণ

সূচিতে দেখা যায়, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নির্দিষ্ট হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগের প্রেক্ষিতে মোট উৎপাদন ২০, ৩৫, ৪৫ ও ৫০ মণ তথা ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উৎপাদনও (২০, ১৫, ১০ ও ৫ মণ) ক্রমন্ত্রাসমান হয়।



চিত্ৰ: ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উৎপাদন বিধি

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, শ্রমের পরিমাণ (L) বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমন্ত্রাসমান হয়।

য উদ্দীপকে কমলা চাষের ক্ষেত্রে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। নিচে আলোচনা করা হলো-

উৎপাদন সচি:

শ্রমিক নিয়োগ	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ জন	২০ মণ	২০ মণ
২ জন	৩৫ মণ	১৫ মণ
৩ জন	৪৫ মণ	১০ মণ
৪ জন	৫০ মণ	৫ মণ

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুযায়ী উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো নির্দিষ্ট উপকরণকে নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদন উপকরণ নিয়োগের হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়।

অফ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি অর্থনীতিবিদ টারগো (Turgo) সর্বপ্রথম ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি দেখান

কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্রমন্ত্রাসমান হয়। সূচিতে দেখা যায়, উৎপাদক একজন শ্রমিক নিয়োগ করে ২০ মণ প্রান্তিক উৎপাদন করেন। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৫ মণ প্রান্তিক উৎপাদন পান। এক্ষেত্রে দেখা যায়, এক একক করে শ্রম নিয়োগ বাড়ানো হলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমণ ত্রাস পায় এবং মোট উৎপাদন ক্রমন্তসমন হারে বাড়ে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ ▶ ২৩

উৎপাদন (একক)	মোট খরচ (TC) টাকা
٥	70
2	72
•	₹8
8	৩২
œ	80

|डिकारुमनिमा नम म्कुल এङ करलज, ठाका । श्रम नः ८/

ক, পরিবর্তনীয় ব্যয় কী?

- খ. শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় না কেন?
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে প্রান্তিক খরচ রেখা অজ্জন কর।
- ঘ, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

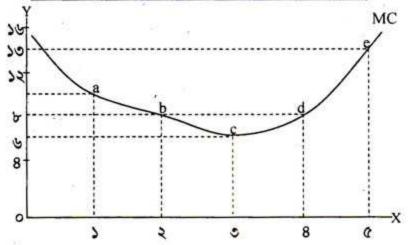
ক ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে যেসব ব্যয় পরিবর্তিত হয় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। যেমন- কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুৎ বিল, পরিবহন ইত্যাদি।

শিল্পক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি বিলম্বে কার্যকর হয়।
উৎপাদনের প্রথম দিকে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্প অভ্যন্তরীণ ও
বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন সুবিধা লাভ করে। ফলে শিল্পের এককপ্রতি নিয়োগে
উৎপাদন অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক
উৎপাদন বিধি কার্যকর থাকে। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রাথমিক
পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান থাকায় মোট উৎপাদন অধিক হারে
বাড়ে। এজন্যই মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্রে ক্রম হ্রাসমান প্রান্তিক
উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় না।

া উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙকনের জন্য প্রথম উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে একটি প্রান্তিক খরচ সূচি তৈরি করে এবং পরে উক্ত সূচি অনুসারে নিচে একটি (MC) প্রান্তিক খরচ রেখা অঙকন করা হলো—

প্রান্তিক খরচ সচি :

উৎপাদন (Q)	মোট খরচ (TC)	প্রান্তিক খরচ (MC)
2	- 70	70
2	72	. 6
9	₹8	9
8	૭૨	ъ
¢	80	20



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক খরচ পরিমাপ করা হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ ১, ২, ৩, ৪, ৫ একক হলে প্রান্তিক খরচ হয় যথাক্রমে ১০ টাকা, ৮ টাকা, ৬ টাকা, ৮ টাকা এবং ১৩ টাকা যা যথাক্রমে a, b, c, d এবং e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রান্তিক খরচ সমন্বয়ে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো যোগ করে MC রেখা বা প্রান্তিক খরচ রেখা পাওয়া যায়।

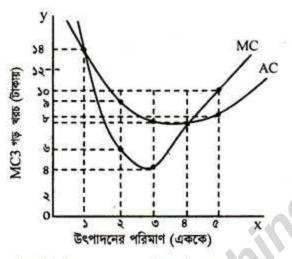
∴ এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত খরচ সূচিত ভিত্তিতে অঙ্কিত প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা।

য উদ্দীপকের ভিত্তিতে গড় খরচ (AC) ও প্রান্তিক খরচ (MC) নির্ণয় করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে একটি লেখচিত্র অঙকন করা হলো। উক্ত লেখচিত্রের সাহায্যে AC ও MC-এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো—

अंत्रह मृि :

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	গড় খরচ (AC)	প্রান্তিক খরচ MC
١.	20	20
. 3	7	ъ
9	ъ.	9
8	ъ	8
¢	8	20

উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে AC যখন কমতে থাকে MC-8 ক্রমে এবং MC < AC হয়। সূচিতে উৎপাদন একক হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা দেখা याय । উৎপাদনের Q পর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয় তখন



AC = MC হয় এবং উভয়ই স্থির থাকে। সূচিতে উৎপাদন ৪র্থ একক হলে এমন অবস্থা দেখা যায়। তারপর উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করলে AC যখন বাড়ে তখন MC- ও বাড়ে এবং MC > AC হয়। সূচিতে ৫ একক উৎপাদন স্তরে এমন অবস্থা দেখা যায়। অর্থাৎ গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখা একমুখী ধারায় সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ≥২৪ কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধু শ্রম বৃদ্ধি করা হলো। যার ফলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন নিম্নে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়—

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ জন ১০০ টাকা	75	75
২ জন ১০০ টাকা	২২	70
৩ জন ১০০ টাকা	೨೦	Ъ
৪ জন ১০০ টাকা	৩৬	৬

|वीतत्यर्थ नृत त्याशमान भावनिक करमज, जाका । अम नः ८।

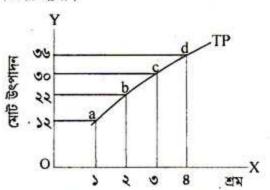
- ক, উৎপাদন কী?
- খ. মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি খামারে মোট উৎপাদন রেখা অভকন কর।
- উদ্দীপকের আলোকে খামারে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে?
 রেখাচিত্রের সাহায্যে মতামত দাও।
 ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন বলে।

মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।
মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপর সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে
ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন
বলে অর্থে কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি মূলধন। প্রকৃতি
প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়, তবে এটি তখনই মূলধনে রূপান্তরিত হবে যখন
মানুষ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে
তুলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

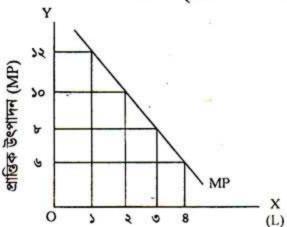
ক্র উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিচে কৃষি খামারে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো।



চিত্র: মোট উৎপাদন রেখা

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রম এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট উৎপাদন দেখানো হয়েছে। প্রদত্ত সূচিতে লক্ষ করা যায় কৃষি খামারে কৃষক অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে ১ একর শ্রম নিয়োগ করে ১২ একক উৎপাদন পেয়ে থাকেন। যা চিত্রের a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন শ্রম নিয়োগের হার ২ একক হলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ২২ একক। যা চিত্রে ৮ বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে ৩ ও ৪ একক শ্রম নিয়োগ করে মোট উৎপাদন ৩০ এবং ৩৬ একক পাওয়া যায়। যা চিত্রে ৫ ও বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন প্রাপ্ত এই a, b, c ও বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা (TP) পাওয়া যায়।

য় উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে খামারটিতে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে। এটি কৃষিক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।



শ্রম চিত্র: ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উপরের চিত্রটি প্রদত্ত তথ্যের আলোকে অঙ্কন করা হয়েছে। যেখানে OX অক্ষে শ্রম (L) এবং OY অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) নির্দেশিত হয়েছে। প্রদত্ত সূচি ও উপরের চিত্রে দেখা যায়, মূলধন ১০০ একক স্থির রেখে শ্রম নিয়োগ ১ একক থেকে ২ একক করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন ১২ একক থেকে কমে ১০ একক হয়। এখন, শ্রম নিয়োগ আরও বৃন্ধি তথা ২ একক থেকে ৩ একক এবং ৩ একক থেকে ৪ একক করা হলে মোট উৎপাদন বৃন্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১০ একক থেকে ৮ একক এবং ৮ একক থেকে ৬ এককে হ্রাস পায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। যা ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

সাধারণত ভূমির যোগান ও উৎপাদন কৌশল স্থির থাকা সাপেক্ষে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বেশি কার্যকর। তাছাড়া কৃষি প্রজনন সমন্ধীয় কাজ হওয়ায় এটি প্রকৃতি, আবহাওয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদি দ্বারা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ একই জমি বারবার ব্যবহারের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন দ্রাস পায়।

কাজেই বলা যায়, উপর্যুক্ত কারণগুলোর জন্যই অন্যান্য খাত যেমন শিল্প ও সেবা খাতের তুলনায় কৃষিখাতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি অধিক কার্যকর।

প্রশ ▶২৫ নিচের একটি ফার্মের মোট ব্যয়ের তথ্য দেওয়া আছে।

	উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)
Ī	3	70
Ī	2	74
I	9	₹8 -
Ì	8	৩২
1	Q.	80

|न्गायनाम आरेडिय़ान करनज, जाका | श्रन्न नः ८/

0

	-				
क	ए९भ	Med	কাকে	বলে?	

- খ. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলতে কী বুঝ?
- গ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় রেখা অঙকন করোঁ।
- ঘ. উদ্দীপক হতে AC ও MC-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণে যখন কোনো দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং তার যদি বিনিময় মূল্য থাকে তখন তাকে উৎপাদন বলে।

য উৎপাদন অপেক্ষকে যদি স্থির উপকরণের সাথে পরিবর্তনশীল উপকরণ বিবেচনা করা হয়, তখন তাকে স্বল্পমেয়াদি উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোর ক্ষেত্রে কোনো উপকরণের পরিবর্তন করা না গেলে তাকে স্থির উপকরণ এবং উপকরণের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হলে তাকে পরিবর্তনশীল উপকরণ বলা হয়। স্বল্পমেয়াদি উৎপাদন অপেক্ষক কতগুলো শর্তের বিচারে বিবেচিত হয়। যেমন: সময় পরিধি যথেন্ট স্বল্প— যার ফলে (i) স্থির উপকরণ পরিবর্তন সম্ভব নয়, (ii) উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং (iii) উপাদানগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য।

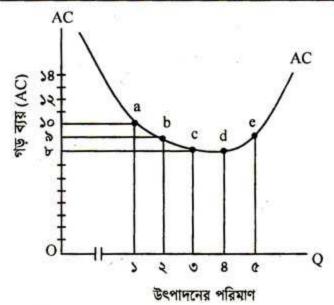
প্র উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে একটি ব্যয় সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে একটি গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙকন করা হলো। কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয়

বলা হয়। মোট উৎপাদন ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

গড় ব্যয় (AC) = মোট ব্যয় (TC)
উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

ব্যয় সূচি:

Q (একক)	TC (টাকা)	AC (টাকা)
2	70	20
2	74	8
9	২৪	Ъ
8	৩২	ъ
æ	80	8



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) পরিমাপ করা হয়েছে। ফার্ম ১ একক উৎপাদন করলে গড় ব্যয় হয় ১০ টাকা। চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার ফার্ম ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদন করলে গড় ব্যয় হয় যথাক্রমে ৯, ৮, ৮ ও ৯ টাকা যা

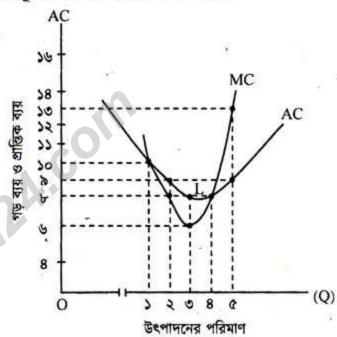
যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ও গড় ব্যয় নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে AC রেখা টানি। এটিই উদ্দীপকে প্রদত্ত সারণি হতে নির্ণেয় গড় ব্যয় (AC) রেখা।

য উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো—

মোট ব্যয়কে (TC) উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। অন্যদিকে, অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় (TC) যতটুকু বাড়ে তাই হলো প্রান্তিক ব্যয় (MC)।

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক ব্যয় (টাকা)
2	20	30	30
2	72	8	ъ
9	২8	ъ	৬
8	૭૨	ъ	ъ
· ·	8¢	8	20

উপরিউক্ত সূচিকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



চিত্র অনুসারে, ১ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় ১০ টাকা। কিন্তু ২ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় ৯ টাকা এবং প্রান্তিক ব্যয় ৮ টাকা। আবার, উৎপাদন বেড়ে ৩ এককের সময় প্রান্তিক ব্যয় ৬ টাকা হলে গড় ব্যয় ৮ টাকা হয়। উৎপাদন ৪ একক অবস্থায় গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমতা লাভ করলেও পরে প্রান্তিক ব্যয় বাড়া সত্ত্বেও গড় ব্যয় ততটা বাড়েনি।

অতএব বলা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ L বিন্দুর পূর্বে AC ও MC উভয়ই ফ্রাস পায়। ফলে AC ও MC রেখা নিম্নগামী হয় এবং MC রেখা AC রেখার নিচে অবস্থান করে। তাই এ পর্যায়ে AC > MC হয়। আবার চিত্রের L বিন্দুতে MC রেখা AC রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে। তাই L বিন্দুতে AC = MC হয়। L বিন্দুর পরে AC ও MC উভয়ই উর্ধ্বগামী হয়। তবে MC বৃন্ধির হার AC বৃন্ধির হারের চেয়ে অধিক হয় বলে L বিন্দুর পর AC < MC হয়।

প্রয় > ২৬

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন
১৫০০ টাকা	৪ কুইন্টাল
9000 "	٧٥ "
8000 "	78
5000 "	39 "

| छाका क्यार्न करनल । अन्न नः ७/

ক, শ্ৰম কী?

- খ্র মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করে রেখা অঙকন করো।
- ঘ, উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি কোন বিধির সাথে সম্পর্কিত বলে তুমি মনে কর? বিধিটি ব্যাখ্যা করো।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

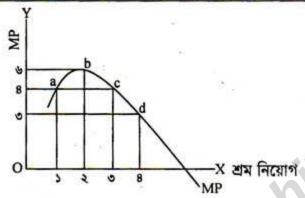
ত্ব উৎপাদিত দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হলে তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয় বলে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

উৎপাদনে জমি ও শ্রমিক মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। মূলধন উৎপাদনের মৌলিক উপদান নয়। তবে মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্র থেকেই সৃষ্টি হয়। উৎপাদিত দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হলে তা মূলধন বলে বিবেচিত হয়। কাজেই প্রকৃতির প্রাথমিক দান হিসেবে মূলধন গণ্য হয় না। এজন্যই অর্থনীতিবিদ বম-বাওয়ার্ক বলেন, 'মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।'

প উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) সূচি তৈরি করে MP রেখা অঙকন করা হলো।

অতিরিক্ত এক একক উপকরণ নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন যতটুকু পরিবর্ত্ন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। যেমন উদ্দীপকের সূচিতে শ্রম নিয়োগ ১ জন হতে ২ জন করা হলে মোট উৎপাদন ৪ থেকে ১০ কইন্টাল হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন (১০-৪) বা ৬ কইন্টাল।

শ্রমিক নিয়োগ (জন)	মোট উৎপাদন (TP) (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP) (কুইন্টাল)
2	8	8
2	٥٥.	4
9	78	8
8	29	9



চিত্র : প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা

উপরের সূচিতে দেখা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ৪ কুইন্টাল। যা চিত্রের a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। ২ জন, ৩ জন ও ৪ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৬, ৪ ও ৩ কুইন্টাল। যা চিত্রে b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। প্রাপ্ত a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়।

ত্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অভিকত প্রান্তিক উৎপাদন রেখা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে সম্পর্কিত বলে আমি মনে করি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। একপর্যায়ের পর উপকরণটি আরও বাড়ালে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ বাড়ার সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। এই বিধিটি বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্রে কার্যকর। তাছাড়া ভূমি প্রকৃতির দান ও এর যোগান সীমাবন্ধ। তাই এই ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে হারে উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় উৎপাদন সেই একই হারে বৃদ্ধি না পেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়। আবার একই ভূমি বারবার ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই এর উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে সূচিত লক্ষ করা যায়, প্রথমে ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৪ মণ ফসল উৎপাদিত হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপাদনও ৪ মণ হয়। ওই জমিতে ২ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১০ মণ, ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১৪ মণ এবং ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১৭ মণ ফসল উৎপাদন করে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬, ৪ ও ৩ মণ। এতে বোঝা যায়, প্রথমে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হলেও পরে ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকার হয়েছে।

প্রশা > ২৭

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট ব্যয় (টাকা)	
2	20	
3	74	
9	48	
8	৩২	9
œ .	8¢	

|वारमुम कामित त्यावा त्रिपि करनज, नतत्रिश्मी । श्रम नः ४

	् विश्वपूर्व कार्यित स्थाप्ता विशेष कर्तवा, यत	निर्मा । यस मर है।
ক.	গড় আয় কী?	۵
	দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন?	২
٩.	গড় ব্যয় নির্ণয় করে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।	9
ਬ.	গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করো।	8

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের প্রতিটি একক বিক্রি করে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা যে অর্থ উপার্জন করে তাকে গড় আয় (Average Revenue) বলে।

য অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায় যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব সেজন্য এ সময়ে কোনো স্থির ব্যয় থাকে না।।

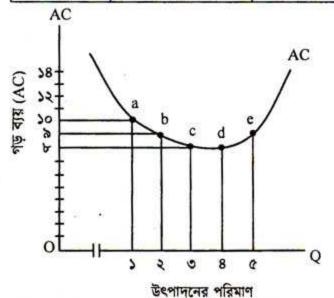
শ্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে স্থির ব্যয় (Fixed Cost) ও পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost) উভয়কে বোঝানো হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। কারণ দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। আর এ সময় উৎপাদনের প্রায় সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায়। যেমন— শ্বল্পকালে কারখানার যন্ত্রপাতি স্থির থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে তার পরিবর্তন সাধন করা যায়। এজন্যই দীর্ঘকালে কোনো ব্যয়ই স্থির থাকে না; সব ব্যয়ই হয় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে একটি গড় ব্যয় সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে একটি গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙ্কন করা হলো। কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয় বলা হয়। মোট উৎপাদন ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

গড় ব্যয় (AC) = মোট ব্যয় (TC)
উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

গড় ব্যয় সূচি:

Q (একক)	TC (টাকায়)	AC (টাকায়)
2	70	20
2	72	8
9	২8	ъ
8	৩২	ъ
· ·	80	8



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) পরিমাপ করা হয়েছে। ফার্ম ১ একক উৎপাদন করলে গড় ব্যয় হয় ১০ টাকা। চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার ফার্ম উৎপাদন বাড়িয়ে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদন করলে গড় ব্যয় হয় যথাক্রমে ৯, ৮, ৮ ও ৯

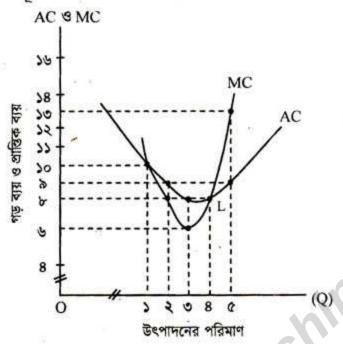
টাকা যা যথাক্রমে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ও গড় ব্যয় নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে AC রেখা টানি। এটিই উদ্দীপকে প্রদত্ত সারণি হতে নির্ণেয় গড় ব্যয় (AC) রেখা।

য উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো—

মোট ব্যয়কে (TC) উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। অন্যদিকে, অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় (TC) যতটুকু বাড়ে তাই হলো প্রান্তিক ব্যয় (MC)।

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা) -	প্রান্তিক ব্যয় (টাকা)
- 3	70	20	20
2	72	8	Ъ
9	\\ \ 8	ъ	৬
8	૭૨	ъ	ъ
œ.	84	8	20

উপরিউক্ত সূচিকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ L বিন্দুর পূর্বে AC ও MC উভয়ই স্থাস পায়। ফলে AC ও MC রেখা নিম্নগামী হয় এবং MC রেখা AC রেখা অপেক্ষা কম থাকে। তাই এ পর্যায়ে AC > MC হয়। আবার চিত্রের L বিন্দুতে MC রেখা AC রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে। তাই L বিন্দুতে AC = MC হয়। L বিন্দুর পরে AC ও MC উভয়ই উর্ধ্বগামী হয়। তবে MC বৃদ্ধির হার AC বৃদ্ধির হারের চেয়ে অধিক হয় বলে L বিন্দুর পর AC < MC হয়।

চিত্রে লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক অবস্থায় AC ও MC উভয়ই হ্রাস পায়। উৎপাদনের পরিমাণ যখন ৩য় একক তখন পর্যন্ত গড় ও প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে। তবে গড় ব্যয়ের তুলনায় প্রান্তিক ব্যয় বেশি হ্রাস পায়। উৎপাদনের চতুর্থ এককে গড় ব্যয় স্থির থাকলেও প্রান্তিক ব্যয় বাড়তে থাকে। এ পর্যায়ে AC ও MC পরস্পর সমান হয়। এরপর উৎপাদন আরো বাড়ালে অর্থাৎ ৫ম এককে গড় ব্যয় AC ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তবে এক্ষেত্রে AC-এর তুলনায় MC অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় AC আপেক্ষা MC রেখা অধিকতর খাড়া হয়।

art Sh

উৎপাদন (Q) এককে	গড় ব্যয় (AC) টাকায়
2	200
ž.	90
9	50
8	- 60
· ·	90

|जानम त्याश्न करनज, यग्नयनितः । अत्र नः ८/

- ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী?
- খ. উৎপাদনের প্রথম দিকে মোট ব্যয় কেন ক্রমন্ত্রাসমান হারে বাড়ে? ২
- গ. উদ্দীপক হতে মোট ব্যয় (TC) নির্ণয় কর।
- ঘ, উদ্দীপক হতে AC ও MC এর সম্পর্ক চিত্রে দেখাও।

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ (Input) এবং বস্তুগত উৎপাদনের (Output) মধ্যকার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয়।

উৎপাদন শূন্য হলেও উৎপাদককে স্থির ব্যয় বহন করতে হয়।
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) রেখা শূন্য (O) থেকে উঠে। TVC রেখা
উৎপাদন বৃদ্ধির সজ্যে উর্ধ্বগামী হয়। তবে উৎপাদন বিধির সজ্যে
সম্পর্ক রেখে তা প্রথম দিকে ক্রমন্তাসমান হারে এবং পরবর্তীতে
ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও মোট
পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) রেখা দুটিকে লম্ব দিক থেকে যোগ করে
পাওয়া যায় ম্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) রেখা।

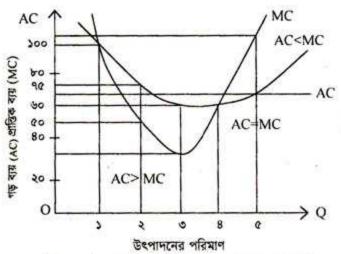
া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট ব্যয় (TC) নির্ণয় করা হলো— কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন উপকরণ ও সেবা ক্রয় বাবদ মোট যে পরিমণ অর্থ ব্যয় করে, তাকে মোট ব্যয় (TC) বলে।

উৎপাদন (Q) এককে	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)
3	200	200
- 2	200	90
9	700	৬০
8	280	৬০
œ.	000	90

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে AC ও MC এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে প্রথমে MC নির্ণয় করা প্রয়োজন। নিচে MC নির্ণয় করে AC ও MC এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হলো—

উৎপাদন (Q) এককে	2007-1		প্রান্তিক ব্যয় (MC) $\left(\frac{\Delta TC}{\Delta Q}\right)$	
2	300	200	300	
2	200	৭৫	00	
9	700	৬০	00	
8	280	৬০	৬০	
0	000	90	220	

চিত্রের সাহায্যে AC ও MC এর সম্পর্ক নির্ণয়



চিত্র: গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত সূচি ও অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই কমতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে MC-এর থেকে AC বেশি থাকে যা AC > MC। একপর্যায়ে AC রেখাকে MC রেখা ছেদ করে, এক্ষেত্রে AC সর্বনিম্ন এবং AC = MC। একপর্যায়ে AC রেখাকে MC রেখা ছেদ করে এক্ষেত্রে AC সর্বনিম্ন এবং AC = MC। এরপর, উৎপাদন বাড়াতে থাকলে AC ও MC উভয় বাড়তে থাকে। তবে এ বাড়ার হার AC অপেক্ষা MC-এর বেশি। অর্থাৎ MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে।

외치 ▶ **2**원

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট ব্যয় (TC)
1 একক	10
2 "	18 (
3 "	24
4 "	32
5 "	45

|वगूड़ा क्यांचैनरमचे भावनिक स्कून এड करना । अश्र नः ७/

ক, উৎপাদন কী?

খ. গড় ব্যয় (AC) রেখা U আকৃতির হয় কেন?

গ. উদ্দীপক হতে AC নির্ণয় কর এবং তার ভিত্তিতে AC রেখা অভুকন কর।

ঘ. উদ্দীপকের হতে প্রান্তিক ব্যয় (MC), গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে এদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

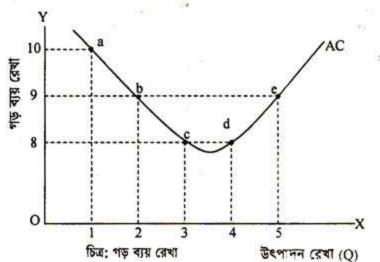
ক যে পন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন (Production) বলে।

থা মোট খচরকে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যে খরচ পাওয়া যায় তাকে গড় খরচ বলে। উৎপাদনের বিভিন্ন গড় খরচের বিভিন্নতার জন্য যে রেখা পাওয়া যায় তা ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতির বিশিষ্ট হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে গড় খরচ (AC) হ্রাস পায় এবং পরবর্তীতে গড় খরচ (AC) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতির হয়। এছাড়া স্বল্পকালে প্লান্ট অকাম্যস্তরে ব্যবহার করা হলে গড় খরচ হ্রাস পায়। যখন কাম্যস্তরে ব্যবহার হয় তখন গড় খরচ সর্বনিদ্ধ স্তরে পৌছে। অন্যদিকে প্লান্ট অতিরিক্ত ব্যবহার হলে গড় খরচ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এতে করে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতির ধারণ করে।

া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে সূচির মাধ্যমে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে (AC) রেখা অজ্ঞকন করি—
সাধারণত কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনে পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।
গড় ব্যয় সূচি:

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট ব্যয় (TC) (টাকা)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
1	10	10
2	18	9
3	24	8
4	32	8
5	45	9

উপরিল্লিখিত সূচি থেকে নিচে একটি গড় ব্যয় রেখা অঙকন করে আকৃতির উপর মন্তব্য করা হলো—

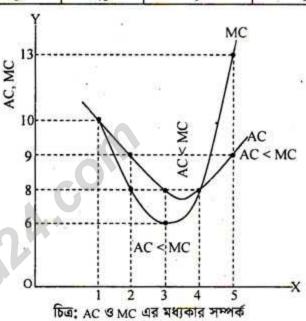


উপরের চিত্রে দেখা যায়, উৎপাদন যখন 1, 2, 3, 4, ও 5 একক তখন গড় ব্যয় যথাকুমে 10, 9, 8, 8 ও 9 একক যা, a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন এই সংযোজক বিন্দুগুলো যোগ করলে AC বা গড় ব্যয় রেখা পাই।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করে এদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সূচি :

উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
(Q)	(TC)	$\left(AC = \frac{TC}{Q}\right)$	$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
1	10	10	10
2	18	9	8
3	24	8	6
4	32	8	8
- 5	45	9	13



উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত সূচি ও অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই কমতে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে MC = এর চেয়ে AC বেশি থাকে। এক পর্যায়ে AC রেখাকে MC রেখা ছেদ করে। এক্ষেত্রে AC সর্বনিম্ব এবং AC = MC হয়। এরপর, উৎপাদন বাড়াতে থাকলে AC এবং MC উভয়ই বাড়তে থাকে। তবে, এ অবস্থায় AC অপেক্ষা MC বেশি হয়। অর্থাৎ, MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে।

প্রশ্ন ▶৩০ নিচের সূচিটি পর্যালোচনা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উৎপাদন	প্ৰান্তিক ব্যয়	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়
>	76	70	26
2	¢	20	
9		28	ъ
8	ъ		ъ
Q	5803	8¢	8
৬	20	৬০	

[मिनाळपुत मतकाति करनज । अग्र नः 8]

- ক. উৎপাদন কাকে বলে?
- খ, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ— ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ তালিকাটি সম্পূর্ণ কর।
- উদ্দীপকের আলোকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ তালিকা থেকে প্রান্তিক ব্যয় ও

 গড় ব্যয় রেখা অভকন করে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

 ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ নিজের বুন্ধিমত্তা ও কারিগরি জ্ঞান খাটিয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে অর্থনীতিতে তাকেই উৎপাদন বলে। মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।
মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত
না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন বলে। এ
অর্থে কারখানা দ্বর, য়ন্ত্রপাতি, গুদামদ্বর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ,
এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং সরাসরি ভোগ করা যায় না তবে মানুষ তার বুন্ধি
খাটিয়ে ও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে।
প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়; এটি তখনই মূলধনে রূপান্তরিত হবে যখন
মানুষ চেন্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে
তলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

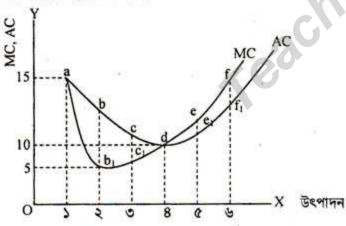
া উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ তালিকাটি নিচে সম্পূর্ণ করা হলো।
দ্রব্যের সর্বশেষ একক উৎপাদনে যে ব্যয় হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে ।
আর বিভিন্ন উপাদানের জন্য যে ব্যয় হয় তার সমষ্টিকে মোট ব্যয় বলে।
মোট ব্যয়কে উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। তাই, $AC = \frac{TC}{C}$

 $MC = TC_{n-1}$ এবং $TC = MC_n + TC_{n-1}$

উৎপাদন	প্রান্তিক ব্যয় (MC)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)
2	26	20	76
2	¢	- ২০	30
9	8	২8	ъ
8	ъ	৩২	ъ
¢	20	80	8
৬	20	80	70

য় উদ্দীপকের আলোকে সম্পূর্ণকৃত তালিকা (গ নং-এ) হতে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় অঙকন করে এদের মধ্যে সম্পর্ক নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা গড় ব্যয় বেশি হয়। পরে সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় সমান হয়। এরপরে গড় ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় কম হয়।



চিত্র : MC ও AC এর মধ্যকার সম্পর্ক

গ নং-এ সম্পূর্ণকৃত সূচির আলোকে অঙ্কিত উপরের চিত্রে লক্ষ কর যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গড় ব্যয় (AC) রেখা প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখার উপরে অবস্থান করে। অর্থাৎ উৎপাদনের ৪র্থ এককের পূর্ব পর্যন্ত AC > MC হয়। AC যখন সর্বনিম্ন হয় তখন MC রেখা AC রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠে। অর্থাৎ উৎপাদন ৪ একক হলে AC = MC হয়। এরপর উৎপাদন আরো বাড়ানো হলে AC রেখা MC রেখার নিচে অবস্থান করে। অর্থাৎ, উৎপাদনের এই পর্যায়ে AC < MC হয়।

প্রশা ►০১ Q = f (L, K) যেখানে, L = Labour (শ্রম) K = Capital (মূলধন) এবং Q = Quantity of Production (উৎপাদনের পরিমাণ) উপকরণগুলোর এমনভাবে পরিবর্তন হলো যার জন্য উপকরণ নিয়োগ অপেক্ষা উৎপাদন কম-বেশি বা সমান হতে পারে।

/जारत्यम डेमीन भार भिन् नित्कलन, शारेवान्श। श्रम नः ८/

- ক. সমজাতীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক কী কী?
- খ্র উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপক প্রাসজ্ঞাক উৎপাদন সূচি তৈরি করে চিত্র অজ্জ্বন করো।
- ঘ. উদ্দীপকের সাথে $Q = f(L.\overline{K})$ -এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ দাও।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

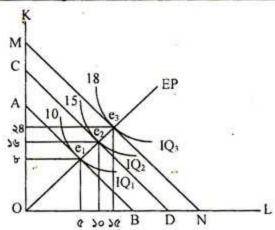
ক সমজাতীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক হলো (ক) সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক এবং ২. অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক।

উপকরণগুলোর দাম প্রদত্ত অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উৎপাদক ক্রমাগতভাবে বেশি উপকরণ নিয়োগ করে। এ অবস্থায় সমব্যয় রেখা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং সমব্যয় রেখা ও সমউৎপাদন রেখার স্পর্শক বিন্দুগুলোর পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন সমব্যয় রেখা ও সমউৎপাদন রেখার স্পর্শক বিন্দুগুলো নিয়ে গঠিত সঞ্চার পথকে উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ বলে।

সমব্যয় রেখার সাথে সমউৎপাদন রেখার স্পর্শক বিন্দুগুলোতে উৎপাদকের ভারসাম্য নিণীত হওয়ার সাথে সাথে ন্যুনতম ব্যয় সম্পন্ন উপক্রণ সংমিশ্রণ নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সর্বনিম্ন বয়য়সম্পন্ন উপকরণ সংমিশ্রণসূচক বিন্দুগুলো যুক্তকারী রেখাটিই হলো উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ বা মাত্রাগত উৎপাদন রেখা।

বা উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদন অপেক্ষক থেকে নিচে প্রয়োজনীয় পরামিতি ও মান গ্রহণ করে সূচি তৈরি করে চিত্র করা হলো।

উৎপাদনের পরিমাণ	전자 (L)	মূলধন (K)
30	0	ъ
76	70	26
72	26	২8



চিত্র: ক্রমন্ত্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

ধরি Q=f(L,K) হলে $(\lambda L,\lambda K)=\frac{1}{2}$ TK। অর্থাৎ L ও K কে এক একক (λ) বাড়ালে উৎপাদন বাড়ে $\frac{1}{2}$ λ হারে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমে (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত হয়েছে। AB, CD এবং MN তিনটি হলো সমখরচ রেখা এবং IQ₁, IQ₂ 1Q₃ তিনিট হলো সম উৎপাদন রেখা।

৫ একক শ্রম ও ৮ একক মূলধন নিয়োগ দ্বারা $IQ_1=10$ একক উৎপাদন হয় যা ভারসাম্য বিন্দু e_1 দ্বারা প্রকাশ পায়। আবার, ১০ একক শ্রম ও ১৬ একক মূলধন নিয়োগ দ্বারা $IQ_2=15$ একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু e_2 হয়। ১৫ একক শ্রম ও ২৪ একক মূলধন নিয়োগ দ্বারা IQ=18 একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু হয় e_3 । এখন e_1 e_2 e_3 ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে Ep একটি মাত্রাগত রেখা পাওয়া যায়। যা ক্রমন্তাসমান মাত্রাগত উৎপাদন (DRS) নির্দেশ করে।

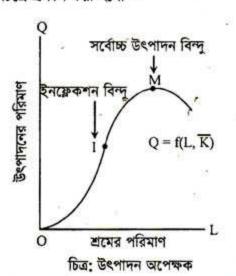
য স্বল্পকালে একটি উপকরণ স্থির থাকে। যদি Q = f (L, K) এ উৎপাদন অপেক্ষক K স্থির ও L পরিবর্তনশীল ধরা হয়, তবে স্বল্পকালীন

উৎপাদন অপেক্ষকের রূপ দাঁড়ায় : Q = f(L,K) + যেখানে K-এর ওপর বার (bar) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে, K-এর পরিমাণ স্থির + K স্থির থেকে

 $oldsymbol{\mathsf{L}}$ পরিবর্তিত হলে $oldsymbol{\mathsf{L}}$ ও $oldsymbol{\mathsf{K}}$ নিয়োগের অনুপাত পরিবর্তিত হয় এবং তার

শ্রভাবও উৎপাদনের ওপর পড়ে। স্থির উপাদান উহা রেখে একক পরিবর্তনীয় উপাদান সম্মন্ন উৎপাদন অপেক্ষককে অনেক সময় দেখানো হয়: Q = f (L) দ্বারা। একটি পরিবর্তনীয় উপাদান ও একটি উৎপন্ন দ্রব্য সম্বলিত উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ করা হলো—

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) বিবেচনা করা হয়েছে। চিত্রে শ্রম (L) বাড়লে m বিন্দুর পূর্ব পর্যন্ত টংপাদন (O) বাড়ে। তবে I বিন্দু পর্যন্ত উৎপাদন (Q) ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এবং ার পরে m-এর পূর্ব পর্যন্ত বাড়ে ক্রমন্ত্রাসমান হারে। বিন্দুতে উৎপাদন তবে সর্বোচ্চ र्य । উৎপাদন পরে কমতে থাকে। উল্লেখ্য, শ্রম



(L)-এর ওপর উৎপাদন (Q)-এর নির্ভরশীলতা নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে পরিচালিত হয়। এভাবে উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে দেখানো যায়।

শো > ত
মা. হোসেন লেখাপড়া শেষে করে চাকরি না করে কলা চাষা
করার সিন্ধান্ত নিলেন। তিনি ১০ একর জমিতে প্রথম বছর ৫ হাজার
টাকা শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে ২০০ কেজি কলা উৎপাদন করেন।
কলা উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় পরবতী ৩ বছর যথাক্রমে ১০ হাজার
টাকা, ১৫ হাজার টাকা ও ২০ হাজার টাকার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ
করে ২৮০ কেজি, ৩৪০ কেজি ও ৩৮০ কেজি কলা উৎপাদন করেন।
এতে তিনি স্বাবলম্বী হন।

/ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কৃমিয়া । প্রশ্ন বং ৪/

- क. উৎপাদন কাকে বলে?
- খ, 'মলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অভকন কর। ৩
- উদ্দীপকে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

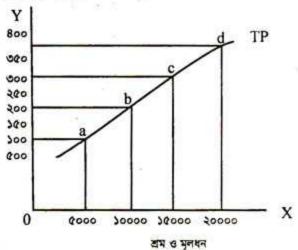
 ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের (উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য) ব্যবহার করে
 নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।
মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত
না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন বলে। এ
অর্থে কারখানা ঘর, য়ন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ,
এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং সরাসরি ভোগ করা যায় না তবে মানুষ তার বুদ্ধি
খাটিয়ে ও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে।
প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়; এটি তখনই মূলধনে রূপান্তরিত হবে যখন
মানুষ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে
তুলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

ত্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে কলার মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙকন করা হলো।



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) কলা উৎপাদনের জন্য শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, মো. হোসেন তার ১০ একরের জমিতে কলা উৎপাদনের জন্য ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছরে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ বাবদ যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং তার উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০ কেজি, ২৮০ কেজি, ৩৪০ কেজি, ৩৮০ কেজি যা চিত্রে যথাক্রমে ৪, ৮ ৫ ও ব বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ বাবদ ব্যয় ও কলা উৎপাদনের পরিমাণ সূচক বিন্দুগুলো অর্থাৎ ৪, ৮, ৫ ও ব যুক্ত করে TP রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে অভিকত মোট উৎপাদন (TP) রেখা।

য উদ্দীপকের উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

দৃশ্যকর থেকে জানা যায়, মো. হোসেন তার ১০ একরের জমিতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বছরে মূলধন বিনিয়োগ বাবদ যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা বয়য় করেন এবং এক্ষেত্রে তার কলার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০০ কেজি, ২৮০ কেজি, ৩৪০ কেজি, ৩৮০ কেজি। উদ্দীপকে পরিবেশিত এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগ বৃন্ধির সাথে কলার মোট উৎপাদন বাড়লেও তা বিনিয়োগ বৃন্ধির তুলনায় কম হারে বেড়েছে। যেমন, প্রদত্ত তথ্যানুসারে কলার প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করলে ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ বছরে প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায় যথাক্রমে ২০০ কেজি, ৮০ কেজি, ৬০ কেজি ও ৪০ কেজি। কলার প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ১ম বার বিনিয়োগ বৃন্ধির দরুন কলার প্রান্তিক উৎপাদন ২০০ কেজি হলেও ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বারের বিনিয়োগ বৃন্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৮০ কেজি, ৬০ কেজি ও ৪০ কেজি।

এক্ষেত্রে দেখা যায়, মো. হোসেনের জমিতে প্রতিবছর সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগ বৃদ্ধির তুলনায় কলার মোট উৎপাদন বাড়লেও প্রান্তিক উৎপাদন কমে এসেছে। শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় কলার প্রান্তিক উৎপাদন হাসের এ ধরনের প্রবণতা অর্থনীতির ক্রমহাসমান প্রান্তিক বিধির সাথে সামজস্যপূর্ণ। সূত্রাং উদ্দীপকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন > ৩৩

উৎপাদন (Q) একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) টাকা
1	100	60
2	100	100
3	100	260
4	100	500

|जान-जाभिन क्रकारकभी म्कुन कर करनज, ठीमभूत । क्षत्र नः ४/

2

- ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী?
- খ. উৎপাদনকারীকে কখন স্থির ব্যয় বহন করতে হয়?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করো।
- ঘ, উদ্দীপক থেকে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অংকন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

উৎপাদনকারীকে স্বল্পকালে স্থির খরচ বহন করতে হয়।
কোনো ফার্মের মোট খরচ হলো, মোট স্থির খরচ ও মোট পরিবর্তনীয়
খরচের সমষ্টি। স্বল্পকালে ফার্ম যখন উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে তখন
তাকে দু'ধরনের খরচই মেটাতে হয়। কিন্তু কোনো কারণে ফার্ম স্বল্প
সময়ের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখলে পরিবর্তনীয় খরচ মেটাতে হয় না,
কেবল স্থির খরচই মেটাতে হয়। সুতরাং কেবল স্বল্পকালে কিছু সময়ের
জন্য ফার্ম উৎপাদন বন্ধ রাখলেও তাকে স্থির খরচ বহন করতে হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করতে হলে প্রথমে সূচি তৈরি করা প্রয়োজন। তাই নিচে সূচি তৈরি করা হলো—

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC)	গড়্ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	100	60	160	160	160
2	100	100	200	100	40
3	100	260	360	120	160
4	100	500	600	150 -	240

মোট ব্যয় (TC)-কে উৎপাদন Q দ্বারা ভাগ করে গড় ব্যর্য AC পাওয়া যায়। আর অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাই হলো প্রান্তিক ব্যয় (MC)।

উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায়, 1 একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে TFC ও TVC যথাক্রমে 100 টাকা ও 60 টাকা। তাই মোট ব্যয় (TC) = (100 + 60) = 160 টাকা। একইভাবে 2, 3 ও 4 একক উৎপাদনে মোট ব্যয় (TC) যথাক্রমে 200. 360 ও 600 টাকা।

এখন, TC-কে Q দ্বারা ভাগ করে ১ একক উৎপাদনে AC পাওয়া যায় 160 টাকা। একইভাবে 2, 3, ও 4 একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে AC যথাক্রমে 100, 120 ও 150 টাকা। আবার, 1 একক থেকে 2 একক উৎপাদন বৃদ্ধি করলে TC বৃদ্ধি পায় (200–160) = 40 টাকা। তাই MC হলো 40 টাকা। একইভাবে 2, 3 ও 4 একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে MC যথাক্রমে 40, 160 ও 240 টাকা।

বিচে উদ্দীপক থেকে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অংকন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো—

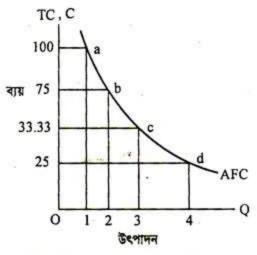
আমরা জানি, $AFC = \frac{TFC}{Q}$ । এক্ষেত্রে 1 একক উৎপাদন ক্ষেত্রে AFC

 $=\frac{100}{1}=100$ টাকা। একইভাবে 2, 3 ও 4 এককে AFC যথাক্রমে 50,

33.33 ও 25 টাকা। সচি ভিত্তিতে AFC নির্ণয় •

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় (AFC)
1	100	100
2	100	50
3	100	33.33
4	100	25

এখন উৎপাদন Q-এর সাপেক্ষে AFC-এর মানগুলোর দ্বারা অজ্জিত রেখাই হলো AFC রেখা। যার আকৃতি সমপরাবৃত্তকার।



চিত্র ও সূচিতে লক্ষ করা যায়, 1 একক উৎপাদনে AFC হলো 100 টাকা, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে 2, 3 ও 4 এককে উৎপাদন যথাক্রমে 50,33.33 ও 25 টাকা, যা চিত্রে b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এই a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা পাওয়া যায়। এই রেখাটি সমপরাবৃত্তাকার এবং ডানদিকে নিম্নগামী।

প্রস ▶৩৪ একটি ফার্মের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হলো-

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
0	76 .	٩
2	20	20
2	76	78
. 9	76	२०
8	20	80
¢	76	24

|नक्षीपुत मतकाति करनछ । अग्र नः ८/

ক. উৎপাদন কী?

খ, গড় স্থির ব্যয় রেখা সমপরাবৃত্তাকার হয় কেন?

গ. উদ্দীপক হতে গড় স্থির ব্যয় (AFC), গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC), মোট ব্যয় (TC) এবং গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় কর। ৩

 ঘ. উদ্দীপক অনুসারে অভিকত AC রেখার আকৃতির কারণ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন হলো বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্তুগত উপকরণের উপযোগ সৃষ্টি করা।

য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও মোট স্থির ব্যয় একই থাকার কারণে গড় স্থির ব্যয় রেখা সমপরাবৃত্তাকার হয়।

যে রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল এবং বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী, তাকে সমপরাবৃত্তাকার রেখা বলা হয়। এ রেখার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি কখনো কোনো অক্ষকে ছেদ করবে না। সাধারণত মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় পাওয়া যায়। তাই গড় স্থির বায় কখনো শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না। আবার, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মোট স্থির বায় স্থির থাকে। তাই গড় স্থির বায় প্রথমে দুত কমলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কমে, কিন্তু কখনো শূন্য হয় না। এসব কারণেই মূলত গড় স্থির বায় রেখা সমপরাবৃত্তাকার হয়।

া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে সূচির মাধ্যমে গড় স্থির ব্যয় (AFC), গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC), মোট ব্যয় (TC) এবং গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করা হলো।

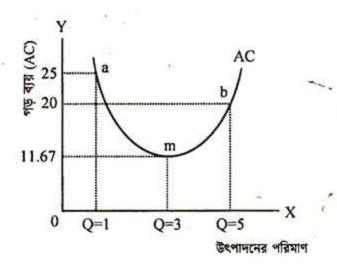
সাধারণত মোট স্থির ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করে AFC; মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে Q দ্বারা ভাগ করে AVC; TFC ও TVC যোগ করে TC এবং TC কে Q দ্বারা ভাগ করে AC পাওয়া যায়। যেমন-উৎপাদনের পরিমাণ 1 একক হলে $AFC = \frac{15}{1} = 15$ একক; $AVC = \frac{10}{1} = 15$

10 একক; TC = 15 + 10 = 25 একক এবং AC = 25 । একক হয়।

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় $(AVC = \frac{TFC}{Q})$	মোট পরিবর্তনশী ল ব্যয় (TVC)	গড় পরিবর্তনদীল ব্যয় (AVC = <u>TVC</u>)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় (AC = TC Q)
0	15	∞ (অসংজ্ঞায়িত)	0	0	15	হে (অসংক্রাদ্বিত)
1	15	15	10	10	25	25
2	15	7.5	14	7	29	14.5
3	15	5	20	6.67	35	11.67
4	15	3.75	45	11.25	60	15
5	15	3	85	17	100	20

য উদ্দীপক অনুসারে অজ্ঞিত গড় ব্যয় (AC) রেখা ইংরেজি বর্ণ 'U' এর আকৃতির হয়।

কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। আর যে রেখা দ্বারা গড় ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাপের মধ্যকার সংমিশ্রণ দেখানো হয়, তাকে গড় ব্যয় রেখা বলে। স্বল্পকালে এই রেখা 'U' আকৃতির হয়ে থাকে। কারণ উৎপাদনের প্রথম দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে গড় ব্যয় কমতে থাকে। একটি বিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হওয়ার পর তা আবার বাড়তে থাকে।



চিত্র: গড় ব্যয় রেখার আকৃতি

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্য হতে অজ্ঞিত উপরের চিত্রে লক্ষ রাখা যায়, বিবেচ্য দ্রব্যটি এক একক উৎপাদন করা হলে গড় ব্যয় 25 একক হয়। যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। a বিন্দুর পরে উৎপাদন বাড়ানো হলে m বিন্দুর পূর্ব পর্যন্ত AC রেখা নিম্নগামী হয়। 3 একক উৎপাদনে AC হয় 11.67 একক হয়। যা সর্বনিম্ন ও m বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এরপর উৎপাদন আরও বাড়ানো হলে উপাদানের অদক্ষতার কারণে গড় ব্যয় বাড়তে থাকে। চিত্রের m বিন্দুর পর AC রেখা উর্ধ্বগামী হয়। এজন্যই মূলত গড় ব্যয় রেখা ইংরেজি বর্ণ 'U' এর আকৃতি ধারণ করে।

প্রশ্ন ১৩৫ একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয়ের তথ্য নিম্নরপ:

উৎপাদন (Q) একক	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
3	· ·
2	. 70
9	78
8	২২
Q	৩৫
. 6	60

মোট স্থির ব্যয় (TFC) = ১০

|भारत जाभूटजार भतकाति करमज, ठजेगाम । अभ नः ८/

- ক. উৎপাদন বিধি কী?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR = MR হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)
 নির্ণয় কর।
- ঘ. গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 8

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিধির সাহায্যে উপকরণ নিয়োগ তথা উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদনের আনুপাতিক পরিবর্তন জানা যায়, তাকে উৎপাদন বিধি (Law of Returns) বলে।

যা সাধারণত পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম স্থির থাকে বলে AR = MR হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা ছারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এসব কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) সমান হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করতে হলে প্রথমে সূচি তৈরি করা প্রয়োজন। তাই নিচে সূচি তৈরি করা হলো-

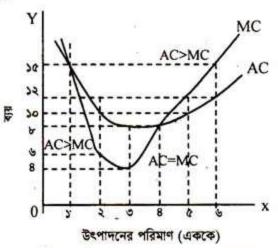
মোট ব্যর (TC) কে উৎপাদন (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যর (AC) পাওয়া যায়। আর অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাই হলো প্রান্তিক ব্যয়।

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC) = TC Q	প্রান্তিক ব্যয় (MC) <u>ΔTC</u> ΔQ
٥	20	· ·	20	20	20
2	20	70	२०	20	0
9	20	78	28	ь	8
8	20	રર	७२	ъ	ъ
œ	20	৩৫	80	à	. 30
৬	30	60	৬০	70	20

উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায়, ১ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে TFC ও TVC যথাক্রমে ১০ ও ৫ টাকা। তাই মোট ব্যয় (TFC + TVC) = ১৫ টাকা। একইভাবে ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ একক উৎপাদনে মোট ব্যয় (TC) যথাক্রমে ২০, ২৪, ৩২, ৪৫ ও ৬০ টাকা। এখন TC কে Q দ্বারা ভাগ করে AC পাওয়া যায়। যেমন ১ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে AC = $\frac{50}{5}$ = ১৫ টাকা। আবার, ১ একক থেকে ২ একক উৎপাদন বৃদ্ধি করলে TC বৃদ্ধি পায় (১৫-১০) = ৫ টাকা। এই ৫ টাকা হলো এক একক

য় উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে গড় খরচ (AC) ও প্রান্তিক খরচের (MC) মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো-

নতুন উৎপাদনের ব্যয় বা প্রান্তিক ব্যয়



উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে AC যখন কমতে থাকে তখন MC-ও কমে এবং MC < AC হয়। সূচিতে উৎপাদন ৩ একক হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা দেখা যায়। উৎপাদনের এ পর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয় তখন AC = MC হয় এবং উভয়ই স্থির থাকে। সূচিতে উৎপাদন ৪র্থ একক হলে এমন অবস্থা দেখা যায়। তারপর উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করলে AC যখন বাড়ে তখন MC-ও বাড়ে এবং MC > AC হয়। সূচিতে ৫ একক উৎপাদন স্তরে এমন অবস্থা দেখা যায়। অর্থাৎ গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখা একমুখী ধারায় সম্পর্কিত।

প্রশা > ৩৬

উৎপাদন (Q)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)
1	4	10
32	10	10
3	14	10
4	30	10
5	50	10

/कब्रवाषात मतकाति करनषा 🛮 अश्र गः ८/

- ক. উৎপাদন কী?
- খ. কখন স্থির খরচ (FC) শূন্য হয়?
- গ. উদ্দীপকে হতে গড় খরচের (AC) রেখাচিত্র অংকন কর।
- ঘ, উদ্দীপকের সাহায্যে AC ও MC এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। 8

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন বলে।

য দীর্ঘকালে স্থির খরচ (FC) শূন্য হয়।

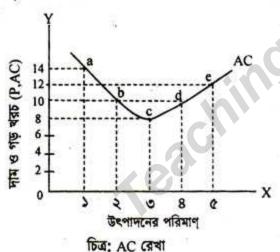
অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে নির্দেশ করে যখন উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে স্থির খরচ ও পরিবর্তনশীল খরচ উভয়কেই বোঝায়। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল বিধায় এখানে কোনো স্থির খরচ থাকে না। তাই দীর্ঘকালে স্থির খরচ (FC) শূন্য হয়।

গ্র উদ্দীপকের প্রদন্ত তথ্যের আরোকে গড় খরচ (AC) নির্ণয় করা হলো—

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
1	10	4	14	14
2	10	10	20	10
3	10	14	24	8
4	10	30	40	10
5	10	50	60	12

প্রাপ্ত সূচির ভিত্তিতে (AC) রেখা অঙকন করা হলো—

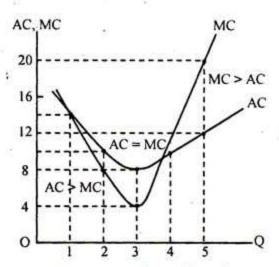
চিত্রে, ভূমি অক্ষে
(0X) উৎপাদনের
পরিমাণ এবং লম্ব
অক্ষে (OY) গড়
ব্যায় (AC) পরিমাণ
করা হয়েছে।
উৎপাদনরে
পরিমাণ যখন
1 একক তখন গড়
খরচ হয় 14 টাকা
যা চিত্রে a বিন্দু
দ্বারা নির্দেশিত।



এরপর উৎপাদনের পরিমাণ যখন 2, 3, 4, এবং 5 একক তখন গড় খরচ দাঁড়ায় যথাক্রমে 10 টাকা (b বিন্দু), 8 টাকা (c বিন্দু), 10 টাকা (d বিন্দু), 12 টাকা (e বিন্দু)। এখন উৎপাদনের পরিমাণ ও গড় ব্যয় নির্দেশক a, b, c, d, e বিন্দুসমূহ যোগ করে AC গড় ব্যয় রেখা পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিকত গড় ব্যয় (AC) রেখা।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)
নির্ণয় করে এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।
গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সৃচি:

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $\left(AC = \frac{TC}{Q}\right)$	প্রান্তিক ব্যয় $\left(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \right)$
1	14	14	14
2	20	10	6
. 3	24	8	4
4	40	10	16
- 5	60	12	20



উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত সূচি ও অঙ্কিত চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই কমতে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে MC-এর চেয়ে AC বেশি থাকে। এক পর্যায়ে AC রেখাকে MC রেখা ছেদ করে। এক্ষেত্রে AC সর্বনিম্ন এবং AC = MC হয়। এরপর, উৎপাদন বাড়াতে থাকলে AC এবং MC উভয়ই বাড়তে থাকে। তবে, এ অবস্থায় AC অপেক্ষা MC বেশি হয়। অর্থাৎ, MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে।

21 > 09

9

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (টাকা)
0	70	0
2	70	30
3	70	78
-	70	26
8.	70	२०
0	70	২৬

|ठाउँथाय करनक । अन्न नः ७/

- ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
- খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপুক থেকে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙকন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ নিজের বুদ্ধিমতা ও কারিগরি জ্ঞান খাটিয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে অর্থনীতিতে তাকেই উৎপাদন বলে।

য মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোণের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন বলে। এ অর্থে কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ, এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং সরাসরি ভোগ করা যায় না। তবে মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়ে ও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়; এটি তখনই মূলধনে রূপান্তরিত হবে যখন মানুষ চেন্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে তুলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদনে উপাদান বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করতে হলে প্রথমে সূচি তৈরি করা প্রয়োজন। তাই নিচে প্রদত্ত উদ্দীপকের আলোকে সূচি তৈরি করা হলো— মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) যোগ করে মোট ব্যয় (TC) পাওয়া যায়। মোট ব্যয় (TC) কে উৎপাদন (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। আর অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বৃশ্বির ফলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাই হলো প্রান্তিক ব্যয় (MC)।

ব্যয় সূচি:

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)-
0	20	0	70	-	-
۷	20	70	२०	२०	20
2	30	78	২8	75	8
0	20	26	২৬	7.69	2
8	30	২০	٥٥ '	9.0	8
æ	20	২৬	৩৬	9.2	७,

উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায় উৎপাদনের শুরুতে মোট স্থির ব্যয় ও মোট ব্যয় সমান (১০ টাকা) থাকে। এক্ষেত্রে উৎপাদন ও পরিবর্তনশীল ব্যয় ০ হয় বলে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) থাকে না। ১ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে TFC ও TVC সমান ১০ টাকা। তাই মোট ব্যয় (TC) হয় (১০ + ১০) বা ২০ টাকা। একইভাবে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় হয় যথাক্রমে ২৪ টাকা, ২৬ টাকা, ৩০ টাকা ও ৩৬ টাকা। এখন মোট ব্যয় (TC) কে উৎপাদনে (Q) দ্বারা ভাগ করে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। যেমন- ১ একক উৎপাদনে গড় ব্যয়, AC হয় (২০ ÷ ১) বা ২০ টাকা। একইভাবে ২, ৩, ৪, ও ৫ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় (AC) যথাক্রমে ১২ টাকা, ৮.৬৭ টাকা, ৭.৫ টাকা ও ৭.২ টাকা। আবার, ০ একক থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে ১ একক করতে মোট ব্যয় (TC) বৃদ্ধি পায় (২০ – ১০) বা ১০ টাকা। অর্থাৎ ১ একক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় (MC) হলো ১০ টাকা। অনুরূপভাবে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় (MC) যথাক্রমে ৪ টাকা, ২ টাকা, ৪ টাকা ও ৬ টাকা।

নিচে উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙকন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো— মোট স্থির ব্যয়কে (TFC) মোট উৎপাদন (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) পাওয়া যায়। অর্থাৎ

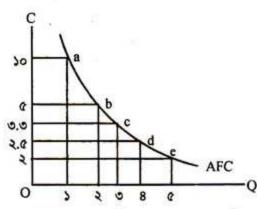
গড় স্থির ব্যয় = <mark>মোট স্থির ব্যয়</mark> মোট উৎপাদন

বা, AFC =
$$\frac{TFC}{Q}$$
।

উদ্দীপকের আলোকে একটি সূচি তৈরি করে গড় স্থির ব্যয় (AFC) নির্ণয় করি—

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় (AFC)
0	30	
2	20	70
٤	20	· ·
9	٥٥ -	೨.೨
8	20	2.0
· ·	30	2

চিত্রে Q অক্ষে মোট উৎপাদন (Q) এবং C অক্ষে গড় স্থির ব্যয় (AFC) দেখানো হয়েছে। উৎপাদনের শুরুতে অর্থাৎ ০ একক উৎপাদনে AFC থাকে না; যা O বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ১ একক উৎপাদনে AFC হলো ১০ টাকা, যা উপরের চিত্রে a



বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এরপর ২ একক উৎপাদনে AFC ৫ টাকা, ৩ এককে ৩.৩ টাকা, ৪ এককে ২.৫ টাকা এবং ৫ এককে ২ টাকা, যা যথাক্রমে b, c, d এবং e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। প্রাপ্ত a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে অভিকত রেখাচিত্রটি হলো গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা। উপরের গড় স্থির ব্যয় রেখাটি লক্ষ করলে দেখা যায়, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট স্থির ব্যয় বেশিসংখ্যক উৎপাদনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় বলৈ AFC ক্রমশ কমতে থাকে। এ কারণে রেখাটি সমপরাবৃত্তাকার এবং ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রসা >০৮ নিমের উদ্দীপকটি পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। একটি ফুটবল তৈরির কারখানায় উৎপাদন ও ব্যয় তথ্য নিমন্ত্রপ:

উৎপাদন	মোট স্থির খরচ (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
2	200	२৫०
2	200	000
9	200	820
8	200	৫৬০
œ	200	900

(क्राचिनयाचे कलाज, यत्गात । अन्न नः व)

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে?

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা কেন একই হয়?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ফুটবল তৈরির কারখানার গড় ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সূচি তৈরি করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা অন্তক্তন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। 8

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

থ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদিত পণ্যের দাম নির্দিষ্ট থাকায় গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা একই হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য নির্দিষ্ট দামে কেনাবেচা করে। এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের মোট্ চাহিদা ও

যোগানের সমতা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই
নির্ধারিত দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। দাম (P) = গড়
আয় (AR) হওয়ায় এ বাজারে গড় আয় সব সময় একই থাকে, ফলে
প্রান্তিক আয়ও (MR) একই হয়। এজন্যই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা একই হয়।

া উদ্দীপকের আলোকে ফুটবল তৈরির কারখানার গড় ব্যয় (AC) ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের (AVC) সূচি তৈরি করা হলো—

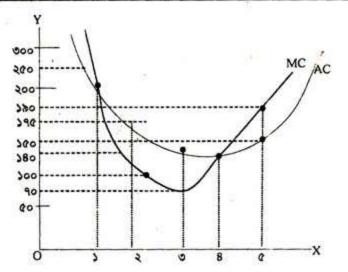
কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। অন্যদিকে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যে ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাকে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) বলে। আর মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরিকৃত ফুটবল কারখানায় গড় ব্যয় (AC) ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC)-এর সূচিটি হবে—

উৎপাদন (Q) একক	গড় ব্যয় (AC) = $\frac{TC}{Q}$	গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় AVC $= \left(\frac{TC - TFC}{Q}\right)$
2	200	250
2	290	220
9	280	৯৬.৬৭
8	- >80	3,904
¢	>00	348

থ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনে উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রথমে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর একটি সূচি তৈরি করা হলো। পরে তার ভিত্তিতে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো—

উৎপাদন (Q) (একক)	গড় ব্যয় (AC) (লক্ষ টাকায়)	প্রান্তিক ব্যয় (MC) (লক্ষ টাকায়)
>	200	200
2	290	200
9	280	~qo-
8	280	780
¢	760	790



উপরে তৈরিকৃত সূচির ভিত্তিতে অঙ্কিত লেখচিত্রে AC ও MC রেখাদ্বয় হলো যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। রেখা দুটির আকৃতি পর্যালোচনা করলে বলা যায়, উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে AC রেখা যখন নিম্নগামী হয়, তখন MC রেখাও নিম্নগামী এবং তা AC রেখার নিচে অবস্থান করে। এ পর্যায়ে MC<AC হয়। উৎপাদনের ২য় পর্যায়ে, AC রেখা সর্বনিম্ন অবস্থায় MC রেখা AC রেখাকে ছেদ করে। এখানে AC = MC হয়। এরপর সর্বশেষ স্তরে AC রেখা উর্ধ্বগামী হলে MC রেখাও উর্ধ্বগামী হয় এবং AC রেখার উপরে অবস্থান করে। এ পর্যায়ে MC > AC হয়।

প্রশ্ন ⊳৩৯ নিচের তালিকাটি লক্ষ কর:

উৎপাদনের একক	মোট খরচ	গড় খরচ	প্রান্তিক খরচ
1	5	.5	5
2	8	4	3
3	9	3	1
4	12	3	3
5	20	4	8

|नीनकाषात्री मतकाति करनक । श्रम नः ८।

- ক. প্রান্তিক আয় কী?
- খ. মোট স্থির খরচ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন?
- গ্র উদ্দীপকে আলোকে প্রান্তিক খরচ রেখা অঙকন করো।

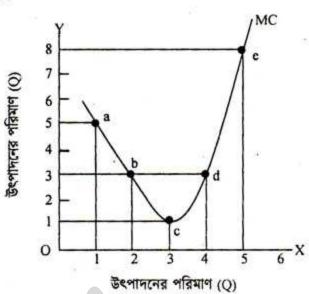
৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

কান দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক আয় বলে।

য ফার্মের উৎপাদন বাড়লে, কমলে বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও যে ব্যয় বহন করতে হয় এবং যা কম বেশি করা যায় না তার সমষ্টিকে স্থির খরচ বলে।

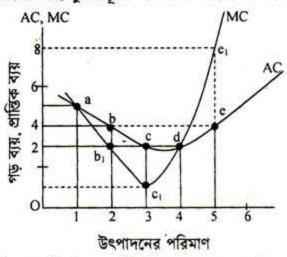
উৎপাদক উৎপাদন করলে বা বন্ধ রাখলে উৎপাদককে একটি ব্যয় বহন করতে হয়। আর এই ব্যয় উৎপাদন কম-বেশি করার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না। সূতরাং উৎপাদক সব সময় একটি নির্দিষ্ট ব্যয় বহন করে যা স্থির। আর স্থির ব্যয় পরিবর্তন করা যায় না বলেই মোট স্থির খরচ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। ত্র উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক খরচ রেখা অঙ্কন করা হলো—

এক একক উৎপাদন বৃশ্ধির জন্য মোট ব্যয় যতটুকু বৃশ্ধি পায় তাকে
প্রান্তিক খরচ বলে। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন
খরতে যে ব্যয় হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। মোট উৎপাদন ব্যয়ের
পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে প্রান্তিক ব্যয়
পাওয়া যায়।



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক খরচ (MC) দির্দেশিত। উৎপাদন যখন । একক তখন প্রান্তিক খরচ 5 একক যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। উৎপাদন বেড়ে যখন 2 একক হয় তখন প্রান্তিক খরচ 3 একক যা b বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে উৎপাদন বেড়ে যখন 3, 4 ও 5 একক হয় তখন প্রান্তিক খরচ যথাক্রমে 1, 3 ও 8 একক হয়, যা যথাক্রমে c, d ও e বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c, d এবং e বিন্দুগুলো যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক ব্যয় বা খরচ রেখা।

য উদ্দীপকের আলোকে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখা অভকন করা যায়। গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখা অভকনের মাধ্যমে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থান পর্যালোচনা করা হলো—



চিত্রে, ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় ও প্রান্তিক খরচ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে প্রথম পর্যায়ে গড় ও প্রান্তিক খরচ উভয়ে ব্রাসমান হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে গড় ও প্রান্তিক খরচ উভয়েই ক্রমবর্ধমান হয়। চিত্রে ২ একক উৎপাদন পর্যায়ের গড় খরচ তখন 4 একক ও প্রান্তিক খরচ 3 একক যা যথাক্রমে b ও b, বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রান্তিক খরচ (MC) গড় খরচ (AC) অপেক্ষা কম হয়। অর্থাৎ তখন AC > MC হয়। 4 একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় সর্বনিদ্ন হয়। এই উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় সর্বনিদ্ন হয়। এই উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় পর্যার বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদনের এই পর্যায়ে প্রন্তিক খরচ (MC) = গড় ব্যয় (AC)। 5 একক উৎপাদন স্তরে গড় খরচ (AC) 4 একক ও প্রান্তিক খরচ ৪ একক, যা যথাক্রমে e ও e, বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এই পর্যায়ে MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে কর্ত্তিৎ MC > AC হয়।

2

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করলে প্রথমে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ ক্রমন্ত্রাসমান হারে কমে। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হারে কমে। উৎপাদনের একপর্যায়ে MC = AC্হয় এবং MC রেখা AC রেখাকে ছেদ করে। উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করলে AC এবং MC উভয়ে বৃদ্ধি পায়। তবে প্রান্তিক খরচ গড় খরচের তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶৪০ নিম্নে একটি সারণি ব্যবহার করে উদ্দীপক তৈরি করা হলো—

	উৎপাদন (Q)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)]
r	1	4	1
1	2	10	ı
1	3	14	ı
١	4	30	ı
	-5	50	

মোট স্থির ব্যয় (TFC) = 10

/भूभिनृतिमा मतकाति भश्नि करनज, भग्नभनिः र । अञ्च नः ४/

- ক, মাত্রাগত উৎপাদন কী?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে MR = AR = P হয় কেন?
- গ. উদ্দীপক হতে AC বের করো।
- ঘ, উদ্দীপকের সাহায্যে AC ও MC-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। 8

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

থা পূর্ণপ্রতিযোগিতায় সর্বদা দাম স্থির থাকে বলে AR = MR = P হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য (Homogenous goods) একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম (P), গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর (MR) সমান হয়।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে সূচির মাধ্যমে গড় ব্যয় (AC)
 নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত কোনো দ্রব্যের উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। যেখানে মোট ব্যয় হলো মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের (TVC) সমষ্টি।

গড বায় সচি:

		מולה אנה בוני	•	
উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
1	10	4	14	14
2	10	10	20	10
3	10	14	24	8
4	10	30	40	10
5	10	50	60	12

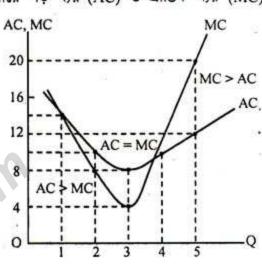
উপর্যুক্ত সূচিতে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন (Q) 1 এককের ক্ষেত্রে TFC=10 ও TVC=4. কাজেই TC=(10+4)=14 একক । এখন, TC কে Q দ্বারা ভাগ করলে $AC=\frac{14}{1}=14$ একক পাওয়া যায়। একইভাবে, 2, 3, 4 ও 5 একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় যথাক্রমে 10, 8, 10 ও 12 একক।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করে এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিচে বিশ্লেষণ করা হলো। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সূচি:

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়	
	(TC)	$\left(AC = \frac{TC}{Q}\right)$	$\left(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}\right)$	
1	14	14	14	
2	20	10	6	
3	24	8	4	
4	40	10	16	
5	60	12	20	

উদ্দীপকের তথ্যৈর আলোকে প্রাপ্ত সূচি ও অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)

উভয়ই কমতে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে MC-এর চেয়ে AC বেশি থাকে অর্থাৎ AC > এক MC I রেখাকে AC MC ছেদ রেখা করে। এক্ষেত্রে AC সর্বনিম এবং AC = MC হয়। উৎপাদন এরপর, বাড়াতে থাকলে AC এবং MC উভয়ই



বাড়তে থাকে। তবে, এ অবস্থায় AC অপেক্ষা MC বেশি হয়। অর্থাৎ, MC রেখা AC রেখার উপরে অবস্থান করে ফলে AC < MC হয়।

প্রশ্ন ▶ 85 রুহুল মিয়া একটি কারখানার মালিক। তার কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিক প্রতি তিনি মাসে ১২,০০০ টাকা মজুরি দেন। গত মাসে তিনি আরো ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেন। এতে তার খরচ ২,৪০,০০০ টাকা বেড়ে যায়। তিনি হিসাব করে দেখলেন এই বেতন বাবদ শ্রমিকদের ১৪,৪০,০০০ টাকা দিতে হবে।

|मिक्डिबिन मतकात वकारक्यी वक करनज, भाजीभूत । अभ नः ४/

- ক. স্থির ব্যয় কী?
- খ. দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় বলতে কী বোঝায়?
- রুহুল মিয়ার বেতন প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয়ের যে সব ধারণা পাওয়া যায় সেগুলো তুলনা করো।
- ঘ. রুহুল মিয়ার ১২,০০০ টাকা ব্যয়ের বিষয়টি যে ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত সেই বয়য় রেখার য়য়কালীন আকৃতি বয়াখ্যা করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পন্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে।

বায় বহন করে তাকে দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় বলে।

দীর্ঘকালে উৎপাদন ক্ষেত্রে সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব বিধায় এক্ষেত্রে কোনো স্থির খরচ থাকে না। অর্থাৎ দীর্ঘকালে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় বলতে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল পরিবর্তনশীল উপকরণ বাবদ যে খরচ হয় তাকে নির্দেশ করা হয়। মূলধন যন্ত্রপাতির চলতি ব্যয়, পরিবর্তনশীল শ্রম ব্যয় ইত্যাদি দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। একটি দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক হলো Q = f(L, K) যেখানে শ্রম (L) এবং মূলধন (K) দুটিই পরিবর্তনশীল।

গ রুহুল মিয়ার বেতৃন প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

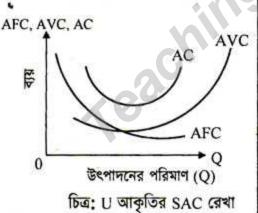
একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের জন্য যে খরচ করা হয় তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় বলে। এ ব্যয় মূলত স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি। অপরিবর্তনীয় বা স্থির উপকরণের জন্য স্বল্পকালে যে খরচ বহন করতে হয়, তাকে স্বল্পকালীন স্থির ব্যয় বলে। যেমন: কারখানা ভাড়া, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ যতই হোক না কেন ঐ ব্যয়গুলো একই থাকে। আবার, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদন প্রাস পেলে যেসব ব্যয় হাস পায়, তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। যেমন: কাঁচামালের জন্য ব্যয়, অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি, বিজ্ঞাপন ব্যয় ইত্যাদি। উৎপাদন শুরু হলে এ ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ শুন্য হলে এ ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

উদ্দীপকের রুহুল মিয়া তার কারখানায় কর্মরত ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিকদের যে বেতন দেন সেটি হলো তার স্থির ব্যয় এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি আরো ২০ জন অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেন। এতে তার খরচ বৃদ্ধি পায়। এরুপ খরচকে উৎপাদনের পরিবর্তনীয় খরচ বলা যায়।

য রুহুল মিয়ার প্রদানকৃত ১২০০০ টাকা হলো শ্রমিকদের বেতন বাবদ তার গড় খরচ। স্বল্পকালে এরূপ গড় ব্যয় রেখার আকৃতি ইংরেজি 'U' অক্ষরের ন্যায় হয়। নিচে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার (SAC) 'U' আকৃতি ধারণের কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে গড় খরচ ব্রাস পায় এবং পরবর্তীতে বাড়তে থাকে। এছাড়া স্বল্পকালে গড় খরচের দৃটি অংশ থাকে। একটি গড় স্থির থরচ (AFC) অপরটি হলো গড় পরিবর্তনীয় খরচ (AVC)। উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় উভয় খরচ কমতে থাকে এবং একপর্যায়ে গড় স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ সমান হয়। এরপর উৎপাদন আরো বাড়তে থাকলে গড় স্থির খরচ কমতে থাকলেও গড় পরিবর্তনীয় খরচ বৃদ্ধি পায়। এই দুই খরচের সম্মিলিত প্রভাবে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতি ধারণ করে। নিচে বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—

ভূমি চিত্ৰে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় খরচ (AC), গড় স্থির খরচ (AFC) পরিবর্তনশীল খরচ দেখানো (AVC) হয়েছে। চিত্রানুসারে, বিভিন্ন উৎপাদনের এবং AFC



AVC-এর সম্মিলিত প্রভাবে ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতির SAC রেখা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ 8২ মি. সৌম্য তার ৩ একর জমিতে সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ
শুরু করেন। প্রথম বছর সে শ্রম ও মূলধন বাবদ ১৫০০ টাকা খরচ করে
৩০ মণ ধান উৎপাদন করল। পরবর্তী ৪ বছর সে পর্যায়ক্রমে ২০০০
টাকা, ২৫০০ টাকা, ৩০০০ টাকা, ৩৫০০ টাকা খরচ করে যথাক্রমে
৪০ মণ, ৪৫ মণ, ৪৮ মণ ও ৫০ মণ ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।
পরে উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ শুরু করে এবং
প্রচুর ফসল উৎপাদন করে।

/মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/

- ক. উৎপাদন কাকে বলে?
- খ. স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখ।
- গ. উদ্দীপকে মি. সৌম্যের বর্ণিত তথ্যে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে?
- ঘ. উদ্দীপকের মি. সৌম্যের ট্রাক্টর দ্বারা চাষাবাদের প্রেক্ষিতে বিধিটির ওপর কী প্রভাব পড়বে? তোমার মতামত দাও। 8

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় যার বিনিময় মূল্য আছে।

প্র স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে দুইটি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো—

উৎপাদন কার্যে যেসব উপকরণ নিয়োগ করা হয় তাদের মধ্যে কতগুলো উপকরণ অপরিবর্তিত থাকে এবং তাদের জন্য যে ব্যয় করা হয় তা সর্বদা স্থির থাকে। ঐ ব্যয়ের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। অন্যদিকে, কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। স্থির ব্যয় স্বল্পকালের জন্য বিবেচিত কিন্তু পরিবর্তনীয় ব্যয় স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয়কালে বিবেচিত হয়। কারণ দীর্ঘকালে উৎপাদন কার্যে কোন স্থির ব্যয় থাকে না। দীর্ঘকালে ফার্মের সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল।

া উদ্দীপকে মি. সৌম্যের বর্ণিত তথ্যে উৎপাদনের যে বিধিটি কার্যকর তা নির্ণয় করতে হলে প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি করলে অথবা এক একক শ্রম স্ত্রাস করলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিম্নে একটি সূচি তৈরি করা হলো:

জমি	শ্রম ও মূলধন (L, K)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ম	7600	90	೨೦
২য়	2000	80	30
৩য়	2000	8¢	Q.
৪র্থ	0000	8৮	9
৫ম	0000	60	2

উপরের সূচিতে লক্ষ করা যায়, ১ম বছর ১৫০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে মি. সৌম্য ৩০ মণ ধান উৎপাদন করে। দ্বিতীয় বছর ২০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করার ফলে ৪০ মণ ধান উৎপাদিত হয় অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ১০ মণ। একইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্জম বছরে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যথাক্রমে ২৫০০ টাকার, ৩০০০ টাকার ও ৩৫০০ টাকার মোট উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৪৫, ৪৮ ও ৫০ মণ। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৫, ৩ ও ২ মণ। তাই বলা যায়, শ্রম ও মূলধন ক্রমান্তয়ে বাড়ানোর ফলে প্রান্তিক উৎপাদন প্রান্ত মেটে উৎপাদন ক্রমন্তাসমান হারে বাড়ে। যা ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে।

য় উদ্দীপকে মি. সৌম্যের জমিতে যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তা ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। মি. সৌম্য যদি জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করেন তবে এ বিধিটি কার্যকর হবে না।

উৎপাদনের শুরুতে পরিবর্তনীয় উপকরণের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ালে স্থির উপকরণগুলোর সাথে পরিবর্তনীয় উপকরণের অনুপাত ক্রমেই সহায়ক হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উপকরণের নিয়োগ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়ে। পরিবর্তনীয় উপকরণ বাড়ানোর সাথে সাথে উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটলে এ বিধি কার্যকর হয় না।

কারণ উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তখন ফসলের উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান না হয়ে বরং ক্রমবর্ধমান হয়।

যেমন— বন্যা বা ভূমিকম্পের কারণে ভূমির উর্বরতা বাড়লে এ বিধি কার্যকর হয় না। উৎপাদন ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনক্ষম উপকরণসমূহের প্রয়োগ ঘটলে উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদন অধিকহারে বাড়তে পারে।

উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে গোবর সার ও পরবর্তীতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে বিধিটি কার্যকর হয় না। উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে সৌম্য সনাতন পন্ধতিতে চাষাবাদ করত পরবর্তিতে উন্নত প্রযুক্তি হিসাবে ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ শুরু করলে তার প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। তাই তখন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি আর কার্যকর হয় না। উল্লেখ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এক সময় না একসময় অবশ্যই কার্যকর হয়।



অধায়-৩: উৎপাদন উৎপাদন বয়ে ও

আয়					
98.		চর প্রক্রিয়াকে কয় _্ ভাগে			
	ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)	C - TOTAL			
	২ ভাগে৪ ভাগে	ৰ ৩ ভাগে			
bo.		প্যোগের ব্যবহার বোঝায়			
		কি বোঝায়? (অনুধাবন)			
		त्रे महिला करनज, गाँका			
	ক্ত চাহিদা সৃষ্টি				
		📵 ভারসাম্য অর্জন 🧣 🕙			
67.		ত্রে উদ্যোক্তাদের কোনটি			
	এন্ড কলেজ, মতিঝিল, চ				
	क्रेंकिले नांड	 নিশ্চয়তা ক্ ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক ক			
b2.	আখের ছোবড়া থেবে	ক কাণজ তৈরি হলে কী			
	ধরনের উপযোগ সৃষ্টি	হয়? (অনুধাবন) [ঠাকুরণীও			
	সরকারি মহিলা কলেজ]				
	স্থানগত	সেবাগত			
	সময়ণত	ন্ত্রপগত 💮 🛛			
b0.	কেন ফার্মের ব্যয়কে	পরিবর্তনীয় খরচ বলে?			
		म्कूम এङ करमज, मिडिबिम,			
	ঢাকা] (ক্) অস্থির উপাদানে	7 19577			
	অপরিবর্তনীয় উপ	प्रचाना			
	কিবার্যত্নার ভ্রমকিবার উপাদানের				
	পরিবর্তনীয় উপাদ				
		কয়টি? (জ্ঞান) (আইডিয়াল			
₽8.	স্কুল এভ কলেজ, মতি কলেজা	ঝিল, ঢাকা; রাজবাড়ী সরকারি			
	⊕ ২টি ⊕ ৪টি	ক্তি তি বি			
be.	उस्थामत्मत्र जामि छ	মৌলিক উপকরণ কোনটি?			
	(জ্ঞান)				
	📵 ভূমি 📵 শ্রম	🕧 মূলধন 🕲 সংগঠন 🤡			
by.	উৎপাদনের উৎপাদিত	উপাদান কোনটি? (জ্ঞান)			
	ক্ত শ্ৰম ক্ত সংগঠন	ৰ 🕣 জমি 🏻 মূলধন 🔞			
٣٩.	বিক্রয় লব্দ মোট আয়	কে বিক্রয়ের পরিমাণ দারা			
•		য়ো যায়? [বেগম বদরুরেসা			
	সরকারি মহিলা কলেজ,				
		TP ® MP			
bb .	পরিবর্তনশীল উপকর	ণের এক একক বৃন্ধির			
	ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কি				
		রুম্রেসা সরকারি মহিলা কলেজ,			
1	ঢাকা]				
	প্রান্তিক উৎপাদন	মোট উৎপাদন			
	প্রান্তিক আয়				

কোনটি দাম রেখা? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

মি. মাহমুদ তার গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০০

জন শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে মাসে ২০০০০ শার্ট

(T) AC

MR

20.

তৈরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন কত? (প্রয়োগ) 📵 ১০০টি শার্ট ২০০টি শার্ট 何 ৩০০টি শার্ট ৰে ৪০০টি শার্ট কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফার্ম কী পরিমাণ উপাদান ব্যবহার করে কি পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে তাকে কী বলে? (অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ] 📵 উপযোগ অপেক্ষক 🕙 চাহিদা অপেক্ষক বাগান অপেক্ষক

 ভিৎপাদন অপেক্ষক

 বি
 ক্রমন্ত্রাসমান প্রাপ্তিক উৎপাদন বিধির প্রবন্তা কে? (জ্ঞান) (ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ) 🔞 অধ্যাপক মার্শাল 🔞 অধ্যাপক স্যামুয়েলসন অধ্যাপক ফ্রেসার অধ্যাপক ড্যানিয়েল সুইটস উৎপাদন বিধি কত প্রকার? (জ্ঞান) 🐵 ২ প্রকার 📵 ৩ প্রকার প) ৪ প্রকার 🕲 ৫ প্রকার ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কৃষিতে বেশি কার্যকর হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন) [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] ভূমির যোগান সীমাবন্ধ ভূমি প্রকৃতির দান ভূমি স্থানান্তরযোগ্য নয় ত্বি ভূমি অবিনশ্বর ক্রমদ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কোন পর্যায় প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়? (জ্ঞান) প্রথম পর্যায় ছিতীয় পর্যায় 🕲 চতুর্থ পর্যায় তৃতীয় পর্যায় উৎপাদনে সময়কাল কত প্রকার? (জ্ঞান) 📵 ২ প্রকার 🜒 ৩ প্রকার থ প্রকার প ৪ প্রকার কাঁচামালের ব্যয়কে কী ব্যয় বলে? (অনুধাবন) ۵٩. প্রাথমিক ব্যয় 📵 যৌগিক ব্যয় মৌলিক ব্যয় 📵 মুখ্য ব্যয় ম্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও যে ব্যয় চালু থাকে, তাকে কী বলে? (জ্ঞান) 📵 স্থির ব্যয় পরিবর্তনীয় ব্য়য় শি মাট ব্যয় 📵 প্রান্তিক ব্যয় নিচের কোনটি পরিবর্তনীয় ব্যয়? (জ্ঞান) [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা] জি জিম ক্রয় মেশিন ক্রয় গ্র জ্বালানি খরচ 📵 ভবন নির্মাণ ব্যয় ১০০. কোনটি স্থির ব্যয় (FC) এর **অত্তর্ভুক্ত**? (অনুধাবন) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা] ক কাচামাল মূলধনী যন্ত্রপাতির চলতি ব্যয় পরিবর্তনশীল শ্রম ব্যয় প্রশাসনিক কর্মকর্তার বেতনভাতা

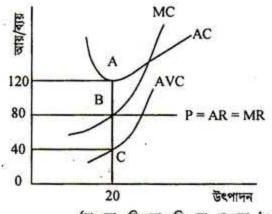
١٥١	কোনটি স্থির ব্যয়? (জ্ঞান)	® i €ii	(T) i VS iii
•••.	 স্থায়ী নিরাপত্তাকর্মীর বেতন 	(T) ii (S) iii	® i, ii S iii @
	 পরিবহন 		खार हिन्दु करणात कारण
		১১৩. গড় ব্যয় রেখা ইউ	সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ,
unerow.	প্র মজুরি তি শ্রম ব্যয় 🕏	(अनुवायन) (नवस्थाव वित्रमान)	त्मवम् श्राप्तमः जाना करनानः,
५०५.	ষল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কির্প?	i. গড় স্থির ব্যয়	
	(অনুধাবন) [রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]		
***	৩ U আকৃতি৩ V আকৃতির	ii. প্রান্তিক ব্যয়	
	 প L আকৃতির প সরল আকৃতির কী 	iii. গড় পরিবর্তন্শী	
200.	ब्रह्मकारम উৎপाদন वन्ध थाकरमञ्ज य वाह्र हामू	নিচের কোনটি সঠিক	There is the manual court of the communication of t
	থাকে তাকে কী বলে? (জ্ঞান) ঠিকুরগাঁও সরকারি	🧿 ខែ ខែ ខែ ខែ ខែ	i 🖲 ii ଓ iii 🕲 i,ii ଓ iii 🕄
	মহিলা কলেজ]	ছকটি লক্ষ করো এবং ১১৪ ও	১১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
	 ক্তি স্থির ব্যয় পরিবর্তনীয় বয়য় 	সুমি স্কুলের টিফিনের সময়	দোকানে গিয়ে কলা খেলো
	পি মোট ব্যয়পি প্রান্তিক ব্য়য়ক্রী	তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ—	
		দ্রব্যের একক (কলা)	প্রান্তিক উপযোগ
308.	কোনটি মন্নকালে মোট ব্যয় (TC) এর সূত্র?	400 444 (4.0)	(টাকায়)
	(SIF)		
	⑥ TC=TFC+AC ⑥ TC=TFC+AFC	2 1	<u> </u>
	TC=FTC+AVC TC=TFC+TVC	২য় 💮	8
30¢.	ষল্পকালীন গড় ব্যয়ের সমষ্টিকে কী বলে?	ু ৩য় 🚈 💮	ર
	(জ্ঞান)	. 8र्थ	0
	अञ्चलानीन (भाँठे वाग्र		
	च्या व्याप्त व्यापत व		পর সুমি কত টাকার মোট
	मीर्घकानीन (भाग वारा)	্ উপযোগ লাভ করে? (এ	
	 দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় 	📵 ৬ টাকা	৮ টাকা
1 - 1.	কীভাবে গড় স্থির ব্যয় প্রকাশ করা যায়? (জ্ঞান)	ৰ ১০ টাকা	ন্ত ১২ টাকা 🛮
300.			হলে সুমির ক্ষেত্রে ক্রমন্ত্রাসমান
*			টি (উচ্চতর দক্ষতা)
	TVC		
			ii. কার্যকর হবে না
109	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা	iii. অপরিবর্তিত পাব	
.	ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? (জ্ঞান)	নিচের কোনটি সঠিক	17
40	ार्ग क्यार्ग की गाउँमा पाम (खान)	i v ii	(T) ii
	 পরিবর্তনশীল ব্যয় গড় বয়য় 	(f) ii S iii	® i, ii ଓ iii 💮 🔞
	প্র গড় স্থির ব্যয় 🔞 গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় 🔞	চিত্রে প্রদত্ত তথ্য থেকে নিচের	
Job.	গড় ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? (জ্ঞান) [নটর	मां :	
	ডেম কলেজ, ঢাকা]		
	$\textcircled{AC} = TC \div Q$ $\textcircled{AC} = TC \times Q$	Y	
2	\P AC = TC + Q \P AC = TC - Q		TR
606	কোনটি প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র? (জ্ঞান)	, 💆	
	বীরশ্রেষ্ঠ নর মোহামাদ পাবলিক কলেজ ঢাকা	30	
		(SE) 30	/:
	\odot $\frac{\Delta TC}{\Delta O}$ \odot $\frac{\Delta TU}{\Delta O}$ \odot $\frac{\Delta TQ}{\Delta O}$ \odot $\frac{\Delta TR}{\Delta O}$	20	
	40 40 40	10	*
220.	মোট आंग्र निर्णस्त्रते त्र्व श्रामा— (अनुश्रावन)	£	1 1
	[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]	£ .	x
		O 1	2 3
		বিশ্বয়ের	পরিমাণ (এককে)
227		১১৬. চিত্ৰে TR রেখা কোন	ন বাজারের মোট আয় রেখা
	(Q) দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? বিরশ্রেষ্ঠ	নির্দেশ করে? (প্রয়োগ	
	নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]	একচেটিয়া বাজা	
	③ AR ③ MR ⑤ TP ⑤ MP ⑥		
***	ষধ্মকালীন উৎপাদন অপেক্ষক হলো— (উচ্চতর	ভূওপলি বাজারে	
225		ক্ত অলিগোপলি বাভ	100 N
	দক্ষতা) প্রশ্ন নং-২০	পূর্ণ প্রতিযোগিতা	যূলক বাজারের 🚳
63	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	১১৭. हिट्यंत्र TR दार्था (माँगे जारत्रत्र कान धत्रत्नत्र
	i. $Q = f(L, La, K, O)$ ii. $Q = f(L, La, K, O)$ iii. $Q = f(L, La, K, O)$	वृष्यि निर्मिण करत्र? (
	निरुद्ध कानि अधिक?	🕸 ক্রমবর্ধমান হার	🜒 ক্রমন্তাসমান হার
	ווינטא בייווי יווטיין	अभरातअभरात	
		ण गमराप्र	ন্তি শূন্য হার

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-8: বাজার

9

SN > >



[जा. त्वा., मि. त्वा., मि. त्वा., य. त्वा. '३४ । अश्र नः ४/

- ক. ডুয়োপলি বাজার কাকে বলে?

- খ. ক্ষতি অবস্থায় একটি ফার্ম স্বল্পকালে কখন উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যায়?
- গ. উদ্দীপক থেকে মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ, উদ্দীপকে বাজারে কোন ধরনের ভারসাম্য প্রকাশ পায় বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে কেবল দুইজন বিক্রেতা থাকে, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ভূয়োপলি বাজার বলে।

যা গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশি হলে ক্ষতি অবস্থায় একটি ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

স্বল্পকালে ক্ষতি স্বীকার তথা গড় ব্যয়ের চেয়ে দাম কম হলে একটি ফার্ম ততক্ষণ উৎপাদন চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) অপেক্ষা দাম (P) বেশি হবে। তবে, P = AVC হলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধের সিন্ধান্ত নিবে। এজন্য এই বিন্দু (P = AVC) কে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বলা হয়। কাজেই বলা হয়, P = AVC হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তথা AC < P < AVC অবস্থায় একটি ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালিয়ে যায়।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত মোট ব্যয় (TC) থেকে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) বাদ দিলে মোট স্থির ব্যয় (TFC) পাওয়া যায়। অর্থাৎ, TFC = TC - TVC যেখানে, $TC = AC \times Q$ এবং $TVC = AVC \times Q$.

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, B বিন্দুতে MC = MR এবং MC এর
ঢাল অপেক্ষা MR-এর ঢাল কম হওয়ায় ভারসাম্য নির্ধারিত হয়।
এক্ষেত্রে ২০ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় 120 টাকা এবং গড় পরিবর্তনীয়
ব্যয় 40 টাকা নির্ধারিত হয়। সূতরাং

মোট ব্যয় (TC) = $AC \times Q = 120 \times 20 = 2400$ টাকা মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) = $AVC \times Q$

 $=40 \times 20$

= 800 টাকা

∴ মোট স্থির ব্যয় (TFC) = TC – TVC

= 2400 - 800

= 1600 টাকা।

অতএব উদ্দীপক থেকে মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ ১৬০০ টাকা।

য উদ্দীপকের চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্মের ম্বন্ধকালীন ভারসাম্য প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে ফার্মটি ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, B বিন্দুতে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত (MR = MC) এবং পর্যাপ্ত শর্ত (MR এর ঢাল অপেক্ষা MC-এর ঢাল বেশি) পূরণ হওয়ায় এই বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ টাকা এবং ২০ একক। তাহলে, মোট আয়

TR = 80 × 20 = 1600 টাকা ।

আবার, ফার্মটি ভারসাম্য অবস্থায় তথা 20 একক উৎপাদনে গড় ব্যয় হয় 120 টাকা। তাহলে, মোট ব্যয়

TC = 120 × 20 = 2400 টাকা।

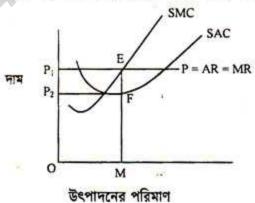
কাজেই ফার্মটির ক্ষতির পরিমাণ,

মোট ক্ষতি = (2400 - 1600) টাকা।

= 800 টাকা।

তবে, ফার্ম 800 টাকা ক্ষতি করেও উৎপাদন চালিয়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে মোট আয় দ্বারা স্থির ব্যয়ের কিছু অংশ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, P > AVC অবস্থায় ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে। সূতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের বাজারে স্কল্পকালীন ভারসাম্য প্রকাশ পেয়েছে।

প্রর ▶২ চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্লের উত্তর দাও:



/ता. ता., कृ. ता., इ. ता., त. ता. '३४ । अत नः ०/

ক. মনোপসনি বাজার কী?

দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

2

- খ. একচেটিয়া কারবারি কীভাবে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? ২
- উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মটির মোট মুনাফা নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকে চিত্রে SAC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে মুনাফার ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোপসনি বাজার হলো এমন এক ধরনের বাজার, যেখানে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হলেও ক্রেতা একজন।

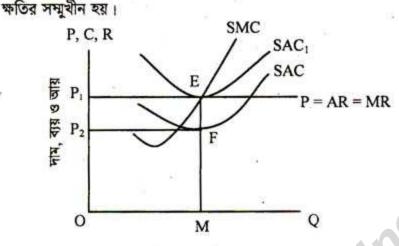
থাকায় বিক্রেতা ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যটির দাম নির্ধারণ করতে পারে।
থাকায় বিক্রেতা ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যটির দাম নির্ধারণ করতে পারে।
এজন্য একচেটিয়া কারবারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়।
সাধারণত একচেটিয়া কারবারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম
দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই একচেটিয়া কারবারি দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে
বা কমিয়ে দ্রব্যটির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই বলা যায়,
একচেটিয়া কারবারি তার ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান পরিবর্তন করে

প উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রের আলোকে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

করা যায়।
উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে স্বল্পকালে কোনো ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। ফার্মের যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা পরস্পর ছেদ করে সেখানে ফার্মটি ভারসাম্য অর্জন করে। এ অবস্থায় নির্ধারিত দামে মোট আয় (TR) এবং গড় ব্যয় (AC) রেখার ভিত্তিতে মোট ব্যয় (TC) নির্ধারিত হয়। আর TR ও TC এর ব্যবধান হলো মুনাফা। উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, E বিন্দুতে MR ও MC রেখা পরস্পর ছেদ করেছে, তাই E বিন্দুতে ফার্মটি ভারসাম্য অর্জন করে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম OP1 ও ভারসাম্য পরিমাণ OM। সুতরাং মোট আয় (TR) = OP1 = OM = OP1EM। আবার, AC রেখার ভিত্তিতে একক প্রতি ব্যয় OP2। কাজেই, মোট ব্যয় (TC) = OP2 × OM = OP2FM। সুতরাং, মুনাফা (ম) = TR – TC = OP1EM – OP2FM = P2P1 EF যা

ফার্মের অস্বাভাকি মুনাফা নির্দেশ করে।

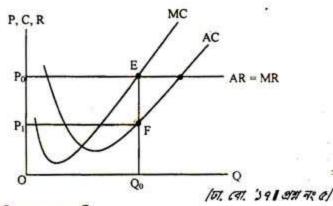
 উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে SAC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মিটি
স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। আমরা জানি, ফার্মের ক্ষেত্রে TR = TC
হলে স্বাভাবিক মুনাফা, TR>TC হলে অস্বাভাবিক এবং TR<TC হলে



চিত্ৰ: স্বাভাবিক মুনাফা

চিত্রে লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক গড় ব্যয় রেখা (SAC). F বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে ফার্মটি P_2P_1EF পরিমাণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। এখন SAC রেখা যদি E বিন্দুতে ছেদ করে বা গড় ব্যয় রেখা SAC থেকে SAC_1 হলে ফার্মটির একক প্রতি ব্যয় হয় OP_1 । ফলে $TC = OP_1 \times OM = OP_1EM$ । এক্ষেত্রে $TR = OP_1 \times OM = OP_1EM$ । অর্থাৎ, TR = TC হওয়ায় মুনাফা শূন্য (0), অতএব, মুনাফা (π) = $OP_1EM - OP_1EM = 0$ (শূন্য)। সুতরাং SAC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রশা>ত



ক. অর্থনীতিতে বাজার কী?

- খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে 'দাম সৃষ্টিকারী' বলা হয় কেন?
- গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- য. AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মের মুনাফার কী পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে এক বা একাধিক অঞ্চলের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দরকষাক্ষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- থ একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বলা হয়, কারণ ফার্ম তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই ফার্মটি তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে। এজন্যই একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রের আলোকে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

ফার্মের যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা পরস্পর ছেদ করে এবং MR এর ঢাল অপেক্ষা MC এর ঢাল বেশি হয়, সেখানে ফার্মিটি ভারসাম্য অর্জন করে। এ অবস্থায় নির্ধারিত দামে মোট আয় (TR) এবং গড় ব্যয় (AC) রেখার ভিত্তিতে মোট ব্যয় (TC) নির্ধারিত হয়। আর TR ও TC এর ব্যবধান হলো মুনাফা।

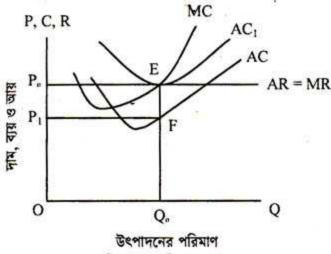
উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, E বিন্দুতে MR ও MC রেখা পরস্পর ছেদ করেছে এবং এখানে MR এর ঢাল অপেক্ষা MC এর ঢাল বেশি। তাই E বিন্দুতে ফার্মটি ভারসাম্য অর্জন করে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম OP。ও ভারসাম্য পরিমাণ OQ。।

সুতরাং মোট আয় (TR) = OP, × OQ, = OP, EQ, ।

আবার, AC রেখার ভিত্তিতে একক প্রতি ব্যয় OP_1 । কাজেই, মোট ব্যয় $(TC) = OP_1 \times OQ_0 = OP_1FQ_0$

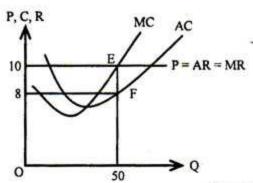
সূতরাং, মুনাফা $(\pi) = TR - TC = OP_oEQ_o - O\rho_1FQ_o = P_1P_oEF$ । যা ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি মাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। আমরা জানি, ফার্মের ক্ষেত্রে TR = TC হলে মাভাবিক মুনাফা, TR > TC হলে অম্বাভাবিক এবং TR < TC হলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।



চিত্র: স্বাভাবিক মুনাফা

চিত্রে লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক গড় ব্যয় রেখা (AC), F বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে ফার্মটি P_1P_2EF পরিমাণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। এখন, AC রেখা যদি E বিন্দুতে ছেদ করে বা গড় ব্যয় রেখা AC থেকে AC, হলে ফার্মটির একক প্রতি ব্যয় হয় OP_0 । ফলে $TC = OP_0 \times OQ_0$ $= OP_0EQ_0$ । এক্ষেত্রে $TR = OP_0 \times OQ_0$ $= OP_0EQ_0$ । অর্থাৎ TR = TC হওয়ায় মুনাফা শূন্য (0), অতএব, মুনাফা (π) $= OP_0EQ_0$ $= OP_0EQ_0$ = OP



ता. ता. 391 वन नः व/

- ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে?
- খ. দীর্ঘকালীন বাজারে দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের ভূমিকা কেমন?
- গ. উদ্দীপক অনুযায়ী ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শক হলে মুনাফার ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে মাত্র একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যটির কোনো নিকট পরিবর্তিত দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

দীর্ঘকালীন সময়ে বাজারে দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান যৌথ ভূমিকা রাখে। যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার সাথে সাড়া দিয়ে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সংখ্যা, যন্ত্রপাতি- এমনকি উৎপাদন পদ্ধতিও সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করা যায়। ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমাঞ্জস্য বিধান করেই দীর্ঘকালীন বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। সূতরাং বলা যায়, দীর্ঘকালীন বাজারে দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের যুগ্ম ভূমিকা থাকে।

ত্র উদ্দীপকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, উৎপাদনকারী ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তহয় পূরণ করে ভারসাম্য অর্জন করেছে। উক্ত বিন্দুতে নির্ধারিত ১০ টাকা দামে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হলো ৫০ একক।

এক্ষেত্রে মোট আয় $(TR) = (P \times Q)$

= (১০ × ৫০) টাকা = ৫০০ টাকা

এবং মোট ব্যয় (TC) = $(AC \times Q) = (b \times co)$ টাকা = 800 টাকা

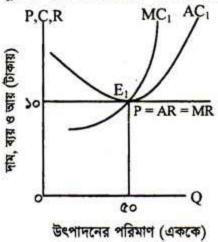
∴ भूनाका (π) = TR - TC

= (৫০০ টাকা – ৪০০ টাকা) [মান বসিয়ে]

= ১০০ টাকা।

সু<mark>ত</mark>রাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মের মুনাফা হলো ১০০ টাকা। এটি ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে
কোনো ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ফার্ম
অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে যার পরিমাণ হলো ১০০ টাকা।

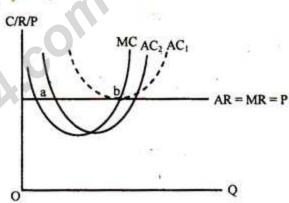


এখন প্রশ্নানুযায়ী ফার্মের নতুন ভারসাম্য অবস্থা কল্পনা করা হলো। ধরা যাক, উৎপাদনে অদক্ষতা সৃষ্টির কারণে ফার্মের উৎপাদন ব্যয় বাড়ল। এ অবস্থায় তার AC ও MC রেখা একটু উপরে উঠে যথাক্রমে AC, ও MC, হলো। AC, রেখা উপরের দিকে এমনভাবে উঠেছে, যাতে প্রশ্নানুযায়ী তা ফার্মের E, বিন্দুতে P = AR = MR রেখাকে স্পর্ণ করে। এখন অভিকত নতুন চিত্রে E, বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে অর্থাৎ ঐ বিন্দুতে ফার্মের MR = MC হয় এবং MC রেখা MR রেখাকে নিচ দিক থেকে ছেদ করে। সূতরাং বিন্দু E, হলো পরিবর্তিত ব্যয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ফার্মের নতুন ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে উদ্দীপক অনুযায়ী পণ্যের ভারসাম্য দাম ১০ টাকা ও পরিমাণ ৫০ একক নির্ধারিত হয়। এখন ফার্মের মোট আয় (TR) = (P × Q) = (১০ × ৫০) টাকা = ৫০০ টাকা

এবং ফার্মের মোট ব্যয় (TC) = (AC × Q) = (১০ × ৫০) টাকা = ৫০০ টাকা

সূতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

211 > 0



/मि. ता. 391 अम मः ७/

ক. বাজার কী?

খ. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নেই?

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়
করো।

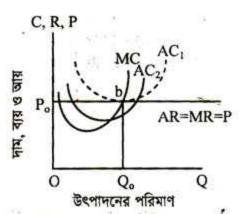
 ঘ. উদ্দীপকে গড় ব্যয় রেখা AC₂ হলে মুনাফার উপর কী প্রভাব পড়বে? তা বিশ্লেষণ করো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর কষাক্ষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

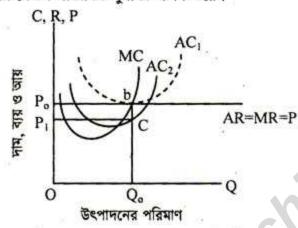
একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নেই।
অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক
প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। অন্যদিকে, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা
উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প
বলা হয়। আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম বা
উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।
তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য
থাকে না। এরুপ বৈশিষ্ট্যের কারণে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

ত্র উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত চিত্রটি নিম্নে পুনর্বিন্যাসিত করা হলো: চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR ও MR হলো যথাক্রমে ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। এ বাজারে AR = MR রেখা দুটি মিশে একত্রে অবস্থান করছে। এ বাজারে গড় আয় = দাম হওয়ায় AR = MR = P হয়েছে। চিত্রে AC ও MC হলো যথাক্রমে ফার্মের গড় বয়য় ও প্রান্তিক বয় রেখা। চিত্রে দেখা যায়, OQ。
উৎপাদন স্তরে ৮ বিন্দৃতে
ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের
প্রয়োজনীয় শর্ত (MC =
MR) ও পর্যাপ্ত শর্ত (MC
রেখার ঢাল > MR
রেখার ঢাল) উভয়ই পূরণ
হয়েছে। সূতরাং ৮
বিন্দৃতে ফার্মের ভারসাম্য
অর্জিত হয়েছে। অতএব,



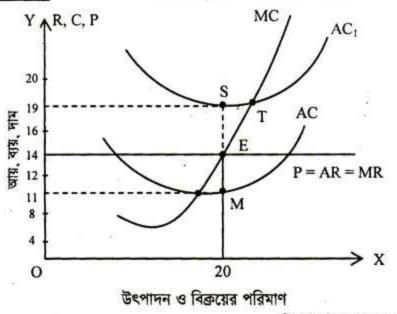
ভারসাম্য বিন্দু b অনুসারে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন OQ, ও ভারসাম্য দাম OP, নির্ধারিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে গড় ব্যয় রেখা AC_2 হলে মুনাফার উপর যে প্রভাব পড়বে তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রদন্তচিত্রটি নিম্নর্গভাবে পুনর্বিন্যাসিত করা হলো। চিত্রে যখন ফার্মের গড় ব্যয় রেখা AC_1 তখন b বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত (MC = MR) ও পর্যাপ্ত শর্ত (MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল) উভয়ই পালিত হয়েছে। ফলে ফার্ম ঐ বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দু b তে AC_1 রেখা AR = MR = P রেখাকে স্পর্শ করায় ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে; এক্ষেত্রে ফার্মের আয়ক্ষেত্র P_0bQ_0O ও ব্যয়ক্ষেত্র P_0bQ_0O সমান হয়েছে। আয় ও ব্যয় সমান হওয়ায় ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।



আবার যখন ফার্মের গড় ব্যয় রেখা AC_2 হয় তখন b বিন্দুতে ফার্মের (MC = MR) ও (MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল) শর্তসমূহ পালিত হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয়ক্ষেত্র হয় P_0bQ_0O ও মোট ব্যয় ক্ষেত্র হয় P_1CQ_0O । অতএব P_0bQ_0O ক্ষেত্র— P_1CQ_0O ক্ষেত্র— P_0bCP_1 ক্ষেত্র যা ফার্মের অম্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের সমান। সূতরাং বলা যায়, ফার্মের গড় ব্যয় রেখা AC_2 হলে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের জায়গায় অম্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রশ্ন >৬ চিত্রটি লক্ষ কর এবং চিত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:



/कृ. ता. '391 अत्र नः a/

ক, অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে?

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে— ব্যাখ্যা করো।

গ. চিত্র থেকে AC ও AC। এর ভিত্তিতে ফার্মের মুনাফার প্ররিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. চিত্র অনুযায়ী গড় ব্যয় AC এর পরিবর্তে AC। হলে ফার্মের মুনাফার উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে অর্থনীতিতে বাজার বলে।

শ্ব স্বল্পকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোনো ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা, অস্বাভাবিক মুনাফা বা ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন কাজ অব্যাহত রাখলেও দীর্ঘমেয়াদে ফার্মসমূহ কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে ভারসাম্যে পৌছে। দীর্ঘকাল বলতে এমন একটি সময় বা মেয়াদকে বোঝায় যে অবস্থায় কোনো ফার্মের সকল ব্যয়ই হয় পরিবর্তনীয় এবং নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারে বা পুরাতন ফার্ম ইচ্ছা করলে শিল্প থেকে বের হয়ে যেতে পারে। সূত্রাং দীর্ঘকালে ফার্মের আয়তন ও সংখ্যা উভয়ই পরিবর্তন করা যায়। তাই এ সময়ে ফার্ম বাজারে টিকে থাকতে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করে।

উদ্দীপকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্মের
 গড় ব্যয় রেখার পরিবর্তনে ভারসাম্য অবস্থায় মুনাফার যে পরিবর্তন
 হয়েছে তা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে।

প্রথমত, ধরা যাক ফার্মের গড় ব্যয় রেখা হলো চিত্রে প্রদর্শিত AC রেখা। এর অবস্থানের ভিত্তিতে ভারসাম্য অর্জন অবস্থায় ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হলো: ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের মোট আয় ${}^{4}(TR) = (P \times Q) = (14 \times 20)$ টাকা = 280 টাকা মোট ব্যয় ${}^{4}(TC) = (AC \times Q) = (11 \times 20)$ টাকা = 220 টাকা মুনাফা = TR - TC = (280 - 220) টাকা

= 60 টাকা (অম্বাভাবিক মুনাফা)

দ্বিতীয়ত, ধরা যাক, ফার্মের গড় ব্যয় রেখা হলো চিত্রে প্রদর্শিত AC। রেখা। এর অবস্থানের ভিত্তিতে ভারসাম্য অর্জন অবস্থায় ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হলো:

 $(TR) = (AR \times Q) = (14 \times 20)$ টাকা = 280 টাকা

 $(TC) = (AC \times Q) = (19 \times 20)$ টাকা = 380 টাকা

∴ মুনাফা = TR – TC = (280 – 380) টাকা = – 100 টাকা এক্ষেত্রে ফার্ম 100 টাকা ক্ষতি স্বীকার করে ভারসাম্য অর্জন করেছে।

য উদ্দীপকের চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্মের ভারসাম্য অর্জন অবস্থা দেখানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে AC রেখাকে ফার্মের গড় ব্যয় রেখা হিসেবে ধরা হয়েছে। এ অবস্থায় ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যায়:

মুনাফা = TR – TC =
$$(AR \times Q) - (AC \times Q)$$

 $=(14 \times 20) - (11 \times 20)$

= (280 - 220) টাকা = 60 টাকা

সুতরাং চিত্রে প্রদর্শিত AC রেখার ভিত্তিতে ফার্মের মুনাফা হলো 60 টাকা। এটি তার অস্বাভাবিক মুনাফা।

ফার্মের এ মুনাফা AC রেখার অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের গড় ব্যয় রেখা AC এর পরিবর্তে AC1 রেখাকে বিবেচনায় নিয়ে ফার্মের ভারসাম্য অর্জন অবস্থায় মুনাফা অর্জনের ওপর তার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

মুনাফা = TR – TC =
$$(AR \times Q) - (AC \times Q)$$

 $=(14 \times 20) - (19 \times 20)$

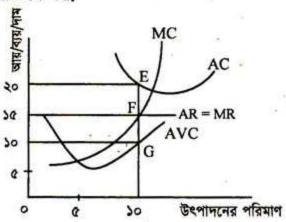
= (280 – 380) টাকা

= - 100 টাকা

https://teachingbd24.com

তাই ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ হলো 100 টাকা। এক্ষেত্রে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে ক্ষতি স্বীকার করে ভারসাম্য অর্জন করবে। পূর্বে AC রেখার প্রেক্ষিতে ফার্মের যে লাভ হতো এখন AC, রেখার প্রেক্ষিতে তা লোকসানে পরিণত হয়েছে।

প্রা ▶৭ চিত্রটি লক্ষ কর:



ক. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার কী?

খ. AR রেখা কেন নিম্নগামী হয়?

 উদ্দীপকের ভারসাম্য অনুযায়ী ফার্মের মুনাফা/ক্ষতি নির্পণ করো।

15. त्वा. 391 वन नः ७/

ঘ. তুমি কি মনে কর, AC রেখা F ও G বিন্দুর মধ্য দিয়ে গমন করলে স্বল্পমেয়াদে উৎপাদনকারী উৎপাদন চালিয়ে যাবে? যুক্তি দাও। 8

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে ক্রেতা বিশেষ করে বিক্রেতাদের সংখ্যা কম থাকে, বিক্রেতাদের দ্রব্যসমূহের গুণগত পার্থক্য এবং দামের ভিন্নতা থাকে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্ম বা বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করতে হলে তা কম দামে বিক্রয় করতে হয়। অন্যকথায়, দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করতে গেলে দাম কমাতে হয়। এজন্য এর্প বাজারে যত বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়, দাম বা গড় আয় ততই স্লাস পায়। এর্প পরিস্থিতিতে ফার্ম বা বিক্রেতার গড় আয় তথা AR রেখা নিম্নগামী হয়।

কানো ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে তার প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক বায় (MC) সমান হয় এবং MR রেখাকে MC রেখা নিচ দিক থেকে ছেদ করা প্রয়োজন। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে দ বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্যে উপনীত হয়েছে। উক্ত বিন্দুতে অর্থাৎ ওই ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের মুনাফা/ক্ষতি নিচে নির্ধারণ করা হলো:

আমরা জানি, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC)

ভারসাম্য বিন্দুতে ফার্মের

TR = গড় আয় (AR) × দ্রব্যের পরিমাণ (Q)

 $= AR \times Q$

= (১৫×১০) = ১৫০ টাকা [মান বসিয়ে]

TC = গড় ব্যয় (AC) × দ্রব্যের পরিমাণ (Q)

 $= AC \times Q$

= (২০×১০) = ২০০ টাকা [মান বসিয়ে]

এ পরিস্থিতিতে ফার্মের TC > TR হওয়ায় ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ক্ষতির পরিমাণ হলো = TR - TC = (১৫০ - ২০০) = - ৫০ টাকা। সূতরাং উদ্দীপকের ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় ৫০ টাকা ক্ষতি হয়।

প্রশিশ্ত উদ্দীপকের চিত্রে কোনো একটি ফার্মের যে ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা যায়, ভারসাম্য বিন্দু F এ ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন করছে। এ পরিস্থিতিতে উদ্দীপকের চিত্রে যদি ফার্মের AC রেখা F ও G বিন্দুর মধ্য দিয়ে গমন করে তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা করতে হবে: প্রথমত, যদি AC রেখা F বিন্দু দিয়ে গমন করে তবে ফার্মের আয়-ব্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

মোট আয় (TR) = গড় আয় (AR) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

 $TR = AR \times Q$

= (১৫ × ১০) = ১৫০ টাকা

TC = গড় ব্যয় (AC) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

 $= AC \times Q$

= (১৫ × ১০) = ১৫০ টাকা

∴ मूनाका = TR - TC

= (১৫০ – ১৫০)টাকা

= 0 (শৃন্য) টাকা।

এক্ষেত্রে ফার্মের মুনাফা ০ (শূন্য)। যা স্বাভাবিক মুনাফা বলে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে থাকলে ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন চালিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, যদি ফার্মের AC রেখা G বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তবে ফার্মের আয়-ব্যয় পরিস্থিতি দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) x উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

= (১০ × ১০) = ১০০ টাকা।

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) = গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) ×উৎপাদনের পরিমাণ (Q) = (১০ × ১০) = ১০০ টাকা এক্ষেত্রে ফার্ম পণ্য বিক্রয় করে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সম্পূর্ণটা তুলে আনতে পারে। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি চালু রাখার স্বার্থে ও সুদিনের আশায় ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন চালিয়ে যাবে।

প্রশ্ন >৮ নিচের চিত্রে দুটি বাজারে দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ দেওয়া হলো:·

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	A বাজারে দ্রব্যের দাম	B বাজারে দ্রব্যের দাম
১ একক	১০ টাকা	১০ টাকা
২ একক	১০ টাকা	৯ টাকা
৩ একক	১০ টাকা	৮ টাকা
৪ একক	১০ টাকা	৭ টাকা
৫ একক	১০ টাকা	৬ টাকা

ाति. त्या. 391 अम नः al

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে?

খ. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে শুধু কি পরিবর্তনশীল খরচ থাকে?

গ. উপরের উদ্দীপকের আলোকে B বাজারের গড় আয় (AR) রেখা অন্তকন করো।

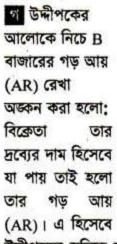
ঘ. A ও B বাজারে গড় আয় (AR) রেখার মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। 8

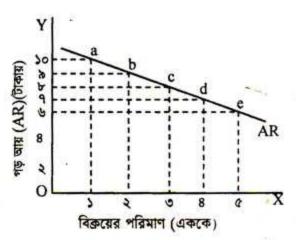
৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি দ্রব্য তার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

স্বান্ধর বাদিন উৎপাদন অপেক্ষকে পরিবর্তনশীল খরচ নয় বরং স্থির খরচও থাকে।

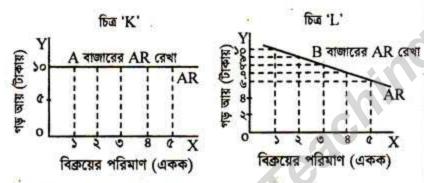
যে উৎপাদন অপেক্ষকে একটি বা কয়েকটি উপকরণ পরিবর্তনশীল ও বাকিপুলো স্থির ধরা হয় তাকে ষল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন $Q = f\left(L,K^\circ\right) = 5 + 2L$ হলো একটি স্বল্পকালীন অপেক্ষক। কারণ, এক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুটি উপকরণ L-(শ্রম) ও K-(মূলধন) এর মধ্যে L-কে পরিবর্তনশীল ও K-কে স্থির তথা $K^\circ=5$ ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি L-কে পরিবর্তনশীল ও K° -কে স্থির খরচ ধরা হয়, তবে বলা যায়, স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে স্থির খরচও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।





উদ্দীপকের সূচিতে দামকে গড় আয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় আয় পরিমাপ করা হয়েছে। B বাজারের ১ একক, ২ একক, ৩ একক, ৪ একক, ও ৫ একক বিক্রয়ের পরিমাণে বিক্রেতার গড় আয় (AR) হয় যথাক্রমে ১০ টাকা, ৯ টাকা, ৮ টাকা, ৭ টাকা, ও ৬ টাকা যা চিত্রে যথাক্রমে a, b, c, d ও e দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) ও গড় ব্যয় (AR) নির্দেশক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে (AR) রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে B বাজারের গড় আয়(AR) রেখা।

য বিক্রেতা পণ্যের দাম হিসেবে যা পায় তাই হলো তার গড় আয় (AR)। এ হিসেবে উদ্দীপকের সূচিতে প্রদত্ত দামকে গড় আয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। A ও B বাজারে গড় আয় (AR) রেখার মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে তা জানার জন্য উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে নিচে K চিত্রে A বাজারের গড় আয় (AR) ও L চিত্রে B বাজারের গড় আয় (AR) রেখা অভকন করা হলো।



উপরে A ও B বাজারের গড় আয় (AR) রেখার যে চিত্রদ্বয় অজ্জন করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে এ দুই বাজারের AR রেখা দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিচে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো:

A বাজারের AR রেখা ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল; কিন্তু B বাজারের AR রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। A বাজারের AR রেখার ঢাল শূন্য, যেখানে B বাজারের AR রেখার ঢাল ঋণাত্মক। A বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রাস-বৃন্ধির কারণে AR রেখার কোনো পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু B বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের কারণে AR রেখার পরিবর্তন ঘটে। A বাজারে বিক্রতা তার আচরণ দ্বারা AR রেখার আকৃতি প্রভাবিত করতে পারে না; কিন্তু B বাজারে বিক্রতা তার আচরণ দ্বারা AR রেখার আকৃতি প্রভাবিত করতে পারে। তাই A ও B বাজারে AR রেখার মধ্যে যথেন্ট পার্থক্য দেখা যায়।

প্রর ⊳৯ আলুর দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণ নিম্নর্প—

বিক্রয়ের মান (Q) (কেজি)	দাম (P) (টাকা)
1	10
2	9
3	8
4	. 7

/য. বো. ১৭**।** প্রশ্ন নং ৪/ করা হলো—

- ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে?
- খ. অতি স্বল্পকালীন বাজারে শুধু চাহিদার ওপর দাম নির্ধারিত হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে ARও MR নির্ণয় করো।
- ঘ. দাম হ্রাস না পেয়ে 10 টাকায় স্থির থাকলে রেখা অভকন করে ARও MR বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করো। 8

9

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্য, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর ক্যাক্ষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

আতি স্বল্পকালীন বাজারে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় বলে শুধু চাহিদার ওপর পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। যখন কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ বাজারের স্থায়িত্বকাল এতই কম যে এ সময়ে দ্রব্যের যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। অন্যকথায়, এ বাজারে দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়। তাই এ বাজারে দ্রব্যের দাম চাহিদার তীব্রতার দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

শ্ব ফার্মের মোট আয়কে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে AR (Average Revenue) বা গড় আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, গড় আয় (AR) = মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)
অন্যদিকে, দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করে উৎপাদন থেকে যে
আয় পাওয়া যায় তাকে MR বা প্রান্তিক আয় বলে।

অর্থাৎ, প্রান্তিক আয় (MR) = মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন (ΔQ) নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে AR ও MR নির্ণয় করা হলো—

বিক্রয়ের মান (Q) (কেজি)	দাম (P) (টাকা)	মোট আয় (TR) (টাকা)	গড় আয় (AR) (টাকা)	প্রান্তিক আয় (MR) (টাকা)
1	10	10	10	10
2	9	18	9	8
3	8	24	8	6
4	7	28	7	4

উপরের সূচিতে দেখা যায়, দাম যখন 10 টাকা বিক্রয়ের পরিমাণ তখন 1 কেজি। সূতরাং, মোট আয় $(TR) = (P \times Q)$ হলো 10 টাকা, গড়

আয় $\left(\frac{TR}{Q}\right)$ হলো 10 টাকা এবং প্রান্তিক আয়ও $\left(\frac{\Delta TR}{\Delta Q}\right)$ 10 টাকা । দাম কমে যখন 9 টাকা হলো বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে তখন 2 কেজি হয় । এক্ষেত্রে মোট আয় হয় 18 টাকা, গড় আয় হয় 9 টাকা এবং প্রান্তিক আয় হয় 8 টাকা । আবার দাম কমে যখন 8 টাকা হলো বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে তখন 3 কেজি হয় । এখন মোট আয় হয় 24 টাকা, গড় আয় হয় 8 টাকা এবং প্রান্তিক আয় হয় 6 টাকা ।

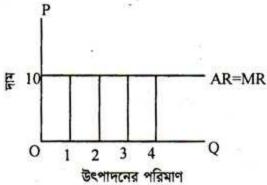
এরপর দাম আরো কমে যখন 7 টাকা হয় তখন বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে 4 কেজি হয়। এখন মোট আয় হয় 28 টাকা, গড় আয় হয় 7 টাকা এবং প্রান্তিক আয় হয় 4 টাকা। সূতরাং, উপরের সারণি অনুসারে বলা যায়, দাম যতই হ্রাস পাচ্ছে বিক্রয়ের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট আয় ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, গড় ও প্রান্তিক আয় উভয়ই হ্রাস পাচ্ছে। তবে গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

আমরা জানি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থির থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। উদ্দীপকের সূচি অনুসারে দাম দ্রাস না পেয়ে 10 টাকায় স্থির থাকলে AR ও MR নির্ণয় করে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো এবং বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর আলোচনা করা হলো—

বিক্রয়ের মান (Q) (কেজি)	দাম (P) (টাকা)	মোট আয় (TR) (টাকা)	গড় আয় (AR) (টাকা)	প্রান্তিক আয় (MR) (টাকা্)
1	10	10	10	10
2	10	20	10	10
3	10	30	10	10
4	10	40	10	10

উপরের সূচিতে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট আয় নির্দিষ্ট বা স্থির হারে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া গড় আয় ও প্রান্তিক আয় দামের সমান (P = AR = MR) হয়।

সূচিতে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে নিচে AR ও MR রেখা অঙকন করা হলো—

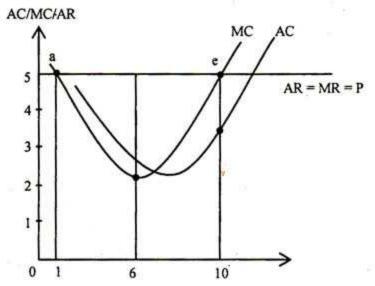


চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে দাম (P), গড় ও প্রান্তিক আয় নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রানুসারে বাজারে 10 টাকা দাম স্থির রয়েছে। এই 10 টাকা দামে কোনো ফার্ম বা বিক্রেতা যত খুশি দ্রব্য বিক্রি করলেও দামের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে গড় আয় (AR) 10 টাকা সব সময় একই থাকে। বিক্রির পরিমাণ পরিবর্তিত হলেও গড় আয় (AR)-এর কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় প্রান্তিক আয় (MR) 10 টাকা এর সমান থাকে।

সূতরাং AR = MR রেখা হলো উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো P=AR=MR। তাই দাম স্থাস না পেয়ে 10 টাকায় থাকায় অর্থাৎ AR=MR=10 হওয়ায় এটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে থাকে।

এটা ▶ 70



[स. ता. १९ । अत्र मः व।

ক. মনোপসনি বাজার কী?

খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয় ও মুনাফা নির্ণয় করো।

্ঘ, উদ্দীপকে a ও e বিন্দুর মধ্যে কোনটিতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে এবং কেন?

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হলেও ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন তাকে মনোপসনি বাজার (Monopsony Market) বলে।

থ অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। আবার, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম বা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য থাকে না এবং উক্ত ফার্ম ব্যতীত অন্য কোনো ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। তাই একটি মাত্র ফার্ম উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

া একটি নির্দিষ্ট দামে (P) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য (Q) বিক্রি করে কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় বলে। সূত্রাকারে বলা যায়— মোট আয় (TR) = দাম (P) × বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)।

অন্যদিকে, ফার্মের মোট আয় (TR) থেকে মোট ব্যয় (TC) বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তাই হলো মুনাফা। সূত্রাকারে বলা যায়— মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC)।

উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মটি E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে ভারসাম্য অর্জন করেছে। উক্ত বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন 10 একক এবং ভারসাম্য দাম 5 নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে—

মোট আয়
$$(TR) = দাম (P) \times বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)$$

সুতরাং, উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে, যার পরিমাণ হলো 15।

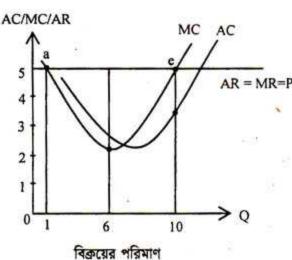
ঘ্র উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রের a ও e বিন্দুর মধ্যে e বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদে কোনো ফার্মকে ভারসাম্যে পৌছাতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করতে হয়। যথা— -

(i) প্রয়োজনীয় শর্ত: ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হবে।

অৰ্থাৎ MR = MC হবে।

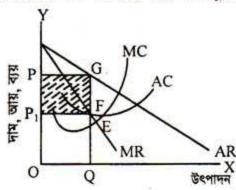
(ii) পর্যাপ্ত শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল হবে বা MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে যাবে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে AC/MC/AR দেখানো হয়েছে। চিত্রটিতে দেখা যায় a বিন্দু নয় বরং e বিন্দুতেই ভারসাম্যের শর্ত দুটি পূরণ হয়েছে। তবে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC, a ও e উভয় বিন্দুতে অর্জিত হলেও ভারসাম্যের প্র্যাপ্ত শর্ত অর্থাৎ, MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিকে থেকে ছেদ করে উপরে যাবে এটি শুধু e বিন্দুতেই অর্জিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত উভয় শর্ত পূরণের কারণেই e বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।

প্রনা >>> নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



17. (AT. 391 AM AR O)

- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কী?
- খ. কেন একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দামের স্রন্টা বলা হয়?
- গ. উদ্দীপকে কীভাবে অস্বাভাবিক মুনাফা হতে পারে?
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করবে? ব্যাখ্যা
 করো।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

থ একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দামের স্রম্টা বলা হয়। কারণ কেবল একটি ফার্মই বাজারের মোট যোগানের সম্পূর্ণ অংশ উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে।

একচেটিয়া বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অধিক হলেও বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন। একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। তাই সে ইচ্ছেমতো দ্রব্যের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রীর দাম নির্ধারণ করতে পারে। এ জন্য একচেটিয়া বাজারে একচেটিয়া কারবারি বা বিক্রেতাকে দামের স্রন্ধী বলা হয়।

গ একচেটিয়া কারবারি বেশিরভাগ সময়ই অম্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। বিষয়টি নিচে বর্ণনা করা হলো-

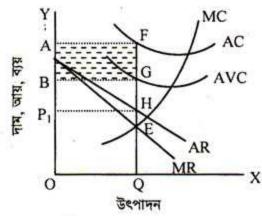
উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম, আয় ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। চিত্রে AR ও MR হলো যথাক্রমে একচেটিয়া কারবারির গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা, AC ও MC হলো যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এক্ষেত্রে E বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC এবং পর্যাপ্ত শর্ত MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল পালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্তর্পে ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC)

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুনাফা = OPGQ আয় ক্ষেত্র – OP FQ ব্যয় ক্ষেত্র = P₁PGF মুনাফা ক্ষেত্র

উদ্দীপক অনুসারে এই P₁PGF হলো ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা। কেননা এখানে AC রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করছে।

যা স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারির লোকসান যখন স্থির ব্যয়ের তুলনায় বেশি হয় তখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করবে। উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের উৎপাদন বন্ধ করার বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো—

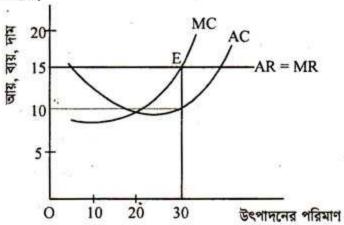


চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম, আয় ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। চিত্রে AR ও MR হলো যথাক্রমে একচেটিয়া কারবারির গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা; AC, AVC ও MC হলো যথাক্রমে গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। চিত্রে দেখা যায়, E বিন্দুতে OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে MR = MC হলে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু নির্ধারিত হয়। OP_1 দামে TVC = OBGQ এবং TFC = BAFG। সুতরাং, TC = TVC + TFC = OBGQ + BAFG = OAFQ এখানে, $TR = OP_1HQ$

এখানে দেখা যায়, যদি ফার্ম তার উৎপাদন চালিয়ে যায় তাহলে তার ক্ষতি হবে P₁AFH পরিমাণ আর যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাহলে তার ক্ষতি হবে শুধু TFC বা BAFG পরিমাণ। যেহেতু উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষতি, উৎপাদন বন্ধ করার ক্ষতির চেয়ে বেশি, সেহেতু ফার্মের জন্য লাভজনক হবে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া।

সূতরাং আমরা বলতে পারি, যখন দাম পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়ে কম হয় তখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করবে।

প্ররা ১১২ একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো:



ক. ফার্ম কী?

খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন— ব্যাখ্যা করো।

গ্. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্র থেকে সংশ্লিষ্ট ফার্মটির মুনাফা নির্ণয় করো ৷৩

/ज. ता. '36 I अत्र नः o/

ঘ. গড় খরচ বৃদ্ধি পেয়ে ২০ টাকা হলে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে
 যাবার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবে?

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম (Firm) বলা যায়। যেমন— এক একটি কাগজ কল বা গার্মেন্টস কারখানা হলো এক একটি ফার্ম।

আ অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। আবার, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম বা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য থাকে না। তাই বলা যায়, একটি মাত্র ফার্ম উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

🚰 উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্র থেকে বলা যায় ফার্মটির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফা লক্ষণীয়। আমরা জানি,

মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC)

= গড় আয় (AR) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) – গড় ব্যয় (AC) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

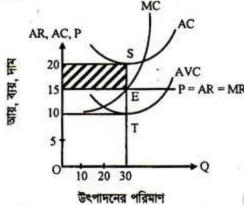
 $= (AR \times Q) - (AC \times Q)$

চিত্রানুসারে, AR = P = 15 টাকা, Q = 30 একক এবং AC = 10 টাকা। অতএব, সংশ্লিষ্ট ফার্মটির মুনাফা (π) = (AR × Q) – (AC × Q)

= (15 × 30) - (10 × 30) [মান বসিয়ে]

= (450 − 300) টাকা = 150 টাকা।

য গড় খরচ বৃদ্ধি পেয়ে ২০ টাকা হলে ফার্ম স্বল্পকালে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এতে স্বল্পকালে ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালু রাখতে পারে। যদি AC < P < AVC হয় অর্থাৎ পণ্যের গড় ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হলেও যতক্ষণ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশি থাকবে ততক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালিয়ে যাবে। কিন্তু দাম (P) গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) অপেক্ষা কম হলে উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। কারণ উৎপাদন চালু রাখতে স্থির ব্যয়ের কিছু অংশ-উঠবেই না বরং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অংশবিশেষ ক্ষতি হবে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-



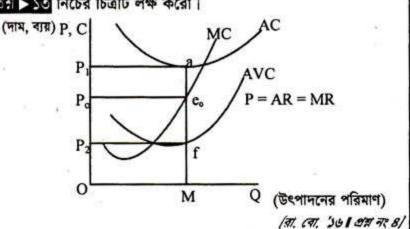
চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে আয়, ব্যয়, দাম, (AR, AC, P) নির্দেশ করা হলো। 30 একক উৎপাদনস্তরে E বিন্দুতে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC এবং পর্যাপ্ত শর্ত MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল এবং AC < P < AVC পালিত হয়। একক প্রতি পণ্যের বিক্রয়মূল্য 15 টাকা এবং একক প্রতি লোকসান (20 – 15) = 5 টাকা।

∴ 30 একক উৎপাদনস্তরে মোট আয় (TR) = (30 x 15) = 450 টাকা

এবং মোট ব্যয় (TC) = (30 × 20) = 600 টাকা।

∴ মোট ক্ষতি = TC – TR = (600 – 450) = 150 টাকা। অর্থাৎ ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে এবং 150 টাকা লোকসান বহন করে। স্বল্পকালে ফার্ম যদি উৎপাদন না করে তবে ফার্মকে ST পরিমাণ স্থির ব্যয় বহন করতে হয়। তাই ফার্ম টিকে থাকার জন্য ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখে।

প্রনা > ১৩ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো।



ক. একচেটিয়া বাজার কী?

খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো।

গ. মন্ত্রকালে ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় করো।

ঘ. AC রেখাটি নিচের দিকে সরে e, বিন্দৃতে স্পর্শ করলে বাজারে কী ধরনের মুনাফা অর্জিত হয়— বুঝিয়ে লেখ !

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে মাত্র একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যটির নিকট পরিবর্তিত দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

য ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একই ব্যবস্থাপনা ও मानिकानात अधीरन এकर हुना উৎপाদनकाती श्वरूरमम्भून উৎপाদक ইউনিটকে ফার্ম বলে। কিন্তু একই বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত, কিন্তু বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে ক্রিয়াশীল সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলা হয়। আবার কোনো ফার্ম হলো কোনো একটি শিল্পের সদস্য। কিন্তু শিল্প এরকম সকল সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ফার্মের উৎপদান কম হয়, কিন্তু শিল্পের উৎপাদন ফার্মের তুলনায় অনেক বেশি হয় এবং শিল্পে সবসময় কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়।

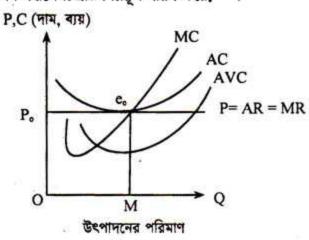
🛐 উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। চিত্রের eo বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তদ্বয় পূরণের প্রেক্ষিতে ফার্মের এ ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। চিত্রটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মটি মুনাফা লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা যায়:

ফার্মের মোট আয় (TR) = গড় আয় (AR) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) চিত্রানুযায়ী, এক্ষেত্রে তাই TR = P_oO × OM = OP_oe_oM ক্ষেত্র [চিত্রানুযায়ী] ফার্মের মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) তাই, TC = P₁O× OM = OP₀aM ক্ষেত্ৰ [চিত্ৰানুযায়ী]

আমরা জানি, লাভ $(\pi) = TR - TC$

এক্ষেত্রে $\pi = (OP_1 aM - OP_0 e_0 M) = P_1 ae_0 P_0$ কেত্র (ক্ষতি)

য় উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। চিত্রটি দেখে বলা যায়, ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মটি ক্ষতির সমুখীন হয়েছে। ভারসাম্য বিন্দুতে AC রেখা, AR = MR রেখার উপরে অবস্থান করায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন চিত্রে উদ্দীপকের প্রশ্নানুযায়ী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করলে চিত্রটি নিমন্ত্রপ ধারণ করে:



পরিবর্তিত চিত্রে দেখা যায়, e, বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তদ্বয় পালিত হওয়ায় ফার্মটি সেখানে ভারসাম্য অর্জন করেছে। এ অবস্থায় ফার্মটি নিম্নাক্ত মুনাফা অর্জন করবে :

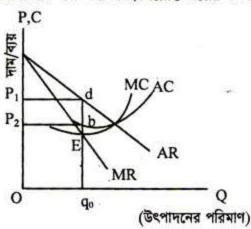
মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) –মোট ব্যয় (TC)

বা,
$$\pi = TR - TC = (AR \times Q) - (AC \times Q)$$

$$= P_o e_o MO$$
 ক্ষেত্ৰ $- P_o e_o MO$ ক্ষেত্ৰ [চিত্ৰানুযায়ী]

এক্ষেত্রে ফার্মের TR ও TC ক্ষেত্র সমান হওয়ায় মোট মুনাফা শূন্য হয়েছে। অর্থনীতিতে এটিকে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। সূতরাং বলা যায়, চিত্রে প্রদর্শিত AC রেখাটি নিচের দিকে সরে e বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রস্তা ১১৪ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:



/मि. ता. '३७ । अत्र नः ४/

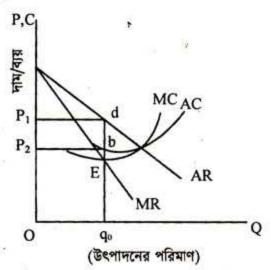
- ক. বাজার কী?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR, MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন?
- গ. চিত্র থেকে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- 0 ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুনাফা কি সকল ক্ষেত্রেই অর্জন করা সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বুঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

যা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম (P), গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) পরস্পর সমান হওয়ায় গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। যেমন— একটি ফার্ম (একজন কৃষক) গম উৎপাদন ও বিক্রি করে। গমের সামগ্রিক বাজারে গমের দাম নির্দিষ্ট থাকে। আর এই নির্দিষ্ট দাম (ভারসাম্য দাম) বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দাম পূর্ণ প্রতিযোগী শিল্পের অধীনে সকল ফার্মের জন্য প্রযোজ্য। উক্ত দাম মেনে নিয়ে একটি ফার্ম যতটা গম বিক্রি করতে চায়, ততটাই তার পক্ষে সম্ভব। যেহেতু ভারসাম্য দাম ফার্ম মেনে নেয় এবং দামের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে না তাই পূর্ণ প্রতিযোগী ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা রেখা তথা গড় আয় = প্রান্তিক আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

🚰 উদ্দীপকের চিত্রটি একচেটিয়া বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ইজিত করছে। উক্ত চিত্রের মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো-একচেটিয়া বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় আয় (AR) বা দাম (P) যদি श्रम्भकानीन गृष् वारात (AC) किरा विन श्र जाश्ल कार्य श्रम्भकाल অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।



চিত্রে, MC হচ্ছে প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং MR হচ্ছে প্রান্তিক আয় রেখা। E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে OP, ভারসাম্য দাম এবং Oq, ভারসাম্য পরিমাণ, এখানে Oq, উৎপাদন স্তরে গড় আয়, গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি। তাই ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

আমরা জানি, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR)- মোট ব্যয় (TC) $= (AR \times Q) - (AC \times Q)$ $= P_1 Oq_o d - P_2 Oq_o b$ $= P_1P_2bd$

সূতরাং ফার্ম ভারসাম্য বিন্দু E তে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে। এ মুনাফার পরিমাণ হলো P₁dbP₂ ক্ষেত্রের সমান।

য একচেটিয়া ফার্ম একজন শক্তিশালী উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা হলেও তার পক্ষে সবসময় চিত্রে প্রদর্শিত মুনাফা তথা অম্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না। কারণ—

ম্বল্পকালীন সময়ে কখনো একচেটিয়া ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় এমন পরিস্থিতিরও সমুখীন হতে পারে যেখানে ভারসাম্য বিন্দুতে তার গড় আয় (AR) = গড় ব্যয় (AC) অর্থাৎ AR = AC হয়। এ অবস্থায় ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। তাই বলা যায়, একচেটিয়া ফার্মের জন্য এমন ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হলে তার পক্ষে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে।

ম্বল্পকালে একচেটিয়া ফার্ম কখনও কখনও ক্ষতি স্বীকার করেও ভারসাম্য অর্জন করতে পারে। এ অবস্থায় ভারসাম্য স্থলে AC < AR হয়ে পড়লে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অবশ্য এ পরিস্থিতিতে ফার্মকে সিন্ধান্ত নিতে হয়, সে কতটা ক্ষতি শ্বীকার করেও উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সম্পূর্ণটা এবং স্থির ব্যয়ের অংশবিশেষ মেটাতে সক্ষম হচ্ছে কি না। যদি ফার্ম তা পারে তবে ক্ষতি ন্যুনতম রাখার জন্য উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু যখন তার পক্ষে এমনটি করা সম্ভব হবে না, তখন উৎপাদন কাজ বন্ধ করে দিবে। এ ভারসাম্য স্থলে ফার্মের AC>P=AR>AVC হলে এমন অবস্থা অর্জিত হবে। [এক্ষেত্রে P হলো দাম ও AVC হলো গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়।]

সুতরাং বলা যায়, একচেটিয়া ফার্মের পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই চিত্রে উল্লিখিত অনুরূপ মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়।

প্রস ▶১৫ নিম্নে বাজার ভারসাম্যের এঁকটি কাল্পনিক তালিকা দেয়া আছে—

- দ্রব্যের দাম	চাহিদার পরিমাণ (Q _d)	যোগানের পরিমাণ(Q,)
8	٩	¢
œ	৬	৬
৬	¢	9
٩	8	ъ
Ъ	9	8

कृ. ता. '५७। श्रम नः ८/

- ক. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে?
- খ. দাম স্থির থেকে আয় বাড়লে চাহিদা রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে?
- গ. উপরোক্ত উদ্দীপকে ৪ টাকা দামে এবং ৮ টাকা দামে কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে তালিকায় উল্লিখিত দামসমূহ অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে বাজার ভারসাম্যে কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা কর।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর ক্ষাক্ষির ভিত্তিতে বাজার চাহিদা ও যোগানের যে সমতা পরিলক্ষিত হয় তাকে বাজার ভারসাম্য (Market Equilibrium) বলে।

আয়ের সাথে দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। ভোক্তার আয় বৃন্ধি পেলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বৃন্ধি পায়। আবার আয় হ্রাস পেলে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। তাই বলা যায়, দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় বৃন্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদাও বৃন্ধি পায় এবং চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হয়। এ থেকে বোঝা যায়, কোনো দ্রব্যের দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদা বাড়ে।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিবেচ্য দ্রব্যটির ৫ টাকা দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয়। ফলে ঐ দামে বাজার ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং, এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ৫ টাকা এবং পরিমাণ ৬ একক নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং দাম কিংবা পরিমাণ পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা থাকে না।

এখন ধরা যাক, দ্রব্যের দাম ৫ টাকা থেকে কমে ৪ টাকা হলো। এ অবস্থায় দ্রব্যটির চাহিদা হয় ৭ একক এবং যোগান হয় ৫ একক। এক্ষেত্রে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হওয়ায় ক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যটি পাওয়ার প্রতিযোগিতার দরুন দাম উর্ধ্বমুখী হবে। এ অবস্থায় বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দিবে এবং দাম ও পরিমাণ পরিবর্তনের প্রবণতা থাকবে।

আবার সূচি অনুযায়ী দ্রব্যটির দাম ৫ টাকা হতে বেড়ে ৮ টাকা হলে চাহিদা হবে ৩ একক, তখন দ্রব্যের যোগান হবে ৯ একক। এক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করার প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। এর ফলে দাম নিয়মুখী হবে। এ অবস্থাতেও বাজারে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করবে।

সূতরাং বলা যায়, ৪ টাকা ও ৮ টাকা দামে বাজারে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং দাম ও পরিমাণ পরিবর্তনের প্রবণতা থাকবে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায়, দ্রব্যের দাম (P) ৫ টাকা অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ (Qd) ও যোগানের পরিমাণ (Qs) পরস্পর সমান হয়। বাজার ভারসাম্যের শর্তানুসারে তাই ভারসাম্য দাম ৫ টাকা ও পরিমাণ ৬ একক নির্ধারিত হয়।

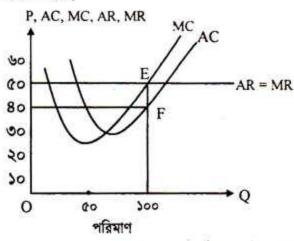
এখন উদ্দীপকের তালিকায় উল্লিখিত দামসমূহ অপরিবর্তিত থেকে চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে বাজার ভারসাম্যের যে পরিবর্তন আসে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

দ্রব্যের দাম (P)	দ্রব্যের চাহিদা (Q _d)	দ্রব্যের যোগান (Q _s)
8	78	¢
· ¢	75	৬
৬	70	٩
٩	ъ	ъ
ъ	৬	8

নতুন তালিকায় দেখা যায়, ৭ টাকা দামে Qd = Qs হয়। বাজার ভারসাম্যের শর্তানুসারে তাই নতুন ভারসাম্য দাম ৭ টাকা ও পরিমাণ ৮ একক নির্ধারিত হয়।

প্রস্তুতকৃত তালিকাটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, নতুন ভারসাম্য দাম (৭ টাকা), পূর্বের ভারসাম্য দাম (৫ টাকা) থেকে বেশি। আবার নতুন ভারসাম্য পরিমাণ (৮ একক) পূর্বের ভারসাম্য পরিমাণ (৬ একক) থেকে বেশি। তাই দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ ছিগুণ হওয়ায় ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই বেড়েছে। কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের তালিকায় উদ্লিখিত দামসমূহ অপরিবর্তিত অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ ছিগুণ হলে বাজার ভারসাম্যে ধনাত্মক পরিবর্তন সূচিত হবে।

প্রন ১১৬ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা নিম্নে দেখানো হলো:



/कृ. ता. '36 I अस नः 8/

ক, ফার্ম কী?

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন?

প্রদত্ত উদ্দীপক থেকে ফার্মের মোট আয়, মোট বয়য় এবং
মুনাফার পরিমাণ বের করো।

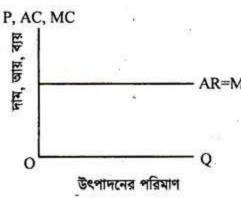
ঘ. উদ্দীপকে ১০০ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ টাকা হলে ফার্মটির ভারসাম্যে কীর্প পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা করো।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফার্ম বলতে একটি বাণিজ্যিক সংগঠনকে বোঝায়, যা উৎপাদনের সকল উপকরণকে (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) একত্রিত করে উৎপাদন পরিচালনা করে।

🛐 পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের

সমান্তরাল হয় কারণ এক্ষেত্রে ফার্ম হলো দাম গ্রহীতা। শিল্পক্ষেত্রে বা বাজারে নির্দিষ্ট দ্রব্যের বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। সেই দামকে



প্রদত্ত হিসেবে মেনে
নিয়ে ফার্ম যে চাহিদা রেখার সমুখীন হয়, তা হলো আনুভূমিক চাহিদা
রেখা। এ বাজারে প্রান্তিক আয় রেখাও ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং
তা গড় আয় রেখা বা চাহিদা রেখার সাথে মিশে থাকে।

া উদ্দীপকে অম্বাভাবিক মুনাফা অর্জনসহ ফার্মের ম্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থার চিত্র দেওয়া আছে। প্রদর্শিত চিত্র থেকে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

ফার্মের বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) কে গড় আয় বা দাম (AR বা P) দ্বারা গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়।

ফার্মের মোট আয় (TR) = গড় আয় (AR) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) [চিত্রানুসারে]

আরার, ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ (Q) কে গড় ব্যয় (AC) দ্বারা গুণ করলে মোট ব্যয় পাওয়া যায়।

ফার্মের মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) [চিত্রানুসারে]

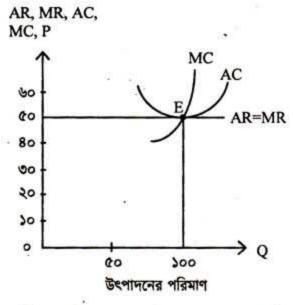
ফার্মের মোট আয় (TR) থেকে মোট ব্যয় (TC) বাদ দিলে মুনাফা পাওয়া যায়। আমরা জানি,

: মুনাফা
$$(\pi) = TR - TC = (AR \times Q) - (AC \times Q)$$

= ৫০০০ – ৪০০০ = ১০০০

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে ফার্মের মোট আয় ৫০০০ টাকা, মোট ব্যয় ৪০০০ টাকা এবং মোট মুনাফা ১০০০ টাকা।

উদ্দীপকে ১০০ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ টাকা হলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত শর্ত দুটি ছাড়াও অতিরিক্ত শর্ত P = AC পালিত হয়।



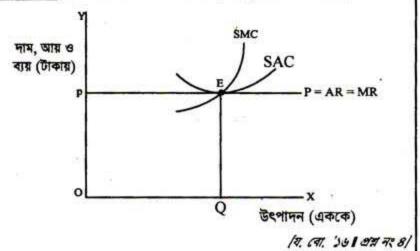
রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে আয়, খরচ ও দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে AR = MR হলো ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। AC ও MC হলো যথাক্রমে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখা। চিত্রে ১০০ একক উৎপাদন স্তরে বা E বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত, MC = MR, পর্যাপ্ত শর্ত MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল এবং অতিরিক্ত শর্ত P = AC পূরণ হয়েছে।

এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় (TR)

ফার্মের মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q) = ৫০ × ১০০ = ৫০০০

E বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ১০০ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় বৃদ্ধি
পেয়ে ৫০ টাকা হলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রন ▶১৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. বাজার বলতে কী বোঝ?

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার AR = MR হয় কেন?

গ, প্রদত্ত চিত্র থেকে ফার্মের মোট খরচ বের করো।

 ঘ. ফার্মটি যদি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তবে প্রদর্শিত চিত্রে ভারসাম্য বিন্দুর কী পরিবর্তন আসবে? বিশ্লেষণ করো।
 ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার হচ্ছে এক বা একাধিক পণ্য, যা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে (Perfect Competition Market) অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য (Homogenous goods) একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর (MR) সমান হয়।

প উদ্দীপকের চিত্রটি দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন বিষয়টি প্রদর্শিত হয়। প্রদত্ত চিত্র থেকে ফার্মের মোট খরচ নিচে বের করা হলো—

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পালিত হয়। যথা—

 প্রথম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্য়য় সমান। অর্থাৎ MR = MC হবে।

২. দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে যাবে। অর্থাৎ MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল হবে।

উদ্দীপকের চিত্রে E বিন্দৃতে ভারসাম্য অর্জনের শর্ত দুটি পালিত হয়েছে।
E বিন্দু হলো ভারসাম্য বিন্দু। এখানে OP ভারসাম্য দাম এবং OQ
ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং P = AC হওয়ায় স্বাভাবিক
মুনাফা অর্জিত হয়।

চিত্রে, মোট আয় (TR) = দাম \times উৎপাদনের পরিমাণ = $OP \times OQ = OPEQ$

মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় × উৎপাদনের পরিমাণ = QE × OQ = OPEQ

সূতরাং, মুনাফা (π) = TR – TC

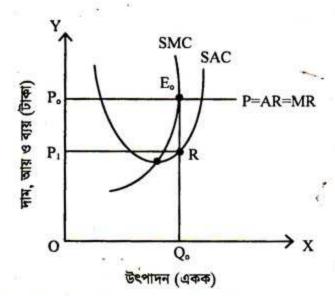
= OPEQ - OPEQ = 0

প্রদত্ত চিত্রে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা দেখানো হয়েছে, যেখানে মোট খরচ হচ্ছে OPEQ।

ব উদ্দীপক অনুসারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন কল্পনা করা যেতে পারে অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু E উপরের দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং নতুন ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হবে।

স্বল্পকালে যদি ফার্ম তার উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গড় খরচ (AC) কমিয়ে রাখতে পারে এবং তা যদি গড় আয়ের (AR) চেয়ে কম হয়। তবে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

The term market refers to be a commodity or comodities, the buyers and sellers of which are in competion with each other.



চিত্রে নতুন ভারসাম্য বিন্দু E, এ ভারসাম্য অর্জনের শর্ত দুটি পালিত হয়েছে।

- ১. MC = MR হতে হবে।
- ২. ভারসাম্য বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠবে।

ফার্মের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে ব্যয় কমলে ফার্মের SMC ও SAC রেখা একটু নিচে নেমে আসতে পারে। ধরা যাক, এ অবস্থায় ফার্মের পরিবর্তিত গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা হলো যথাক্রমে SAC, ও SMC, যা নতুন চিত্রে দেখানো হয়েছে।

মোট আয় (TR) = গড় আয় (AR) × উৎপাদনের পরিমাণ(Q) = P₀O × Q₀O = P₀E₀Q₀O ক্ষেত্রের সমান।

মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) \times উৎপাদনের পরিমাণ(Q) = $RQ_0 \times Q_0O$

= P₁RQ₀O ক্ষেত্রের সমান।

সূতরাং, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC)

 $= P_o E_o Q_o O - P_1 R Q_o O$

= P_oE_oRP₁ ক্ষেত্রের সমান

অতএব বলা যায়, ফার্মটি যদি অস্থাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তবে প্রদর্শিত চিত্রে নতুন ভারসাম্য বিন্দু E, পাওয়া যাবে।

প্ররা > ১৮

ক. কোন বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে?

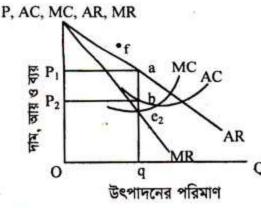
- খ. অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান কীভাবে একচেটিয়া বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে আলাদা করে?
- গ. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মুনাফা নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে AC রেখা f বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে উদ্যোক্তা উৎপাদনকার্য পরিচালনা করবেন কিনা? বিশ্লেষণ করো। 8

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক মনোপসনি বাজারে (Monopsony Market) একজন মাত্র ক্রেতা থাকে।
- একচেটিয়া বাজারে ফার্ম বা বিক্রেতার অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ থাকে না। কারণ সেখানে একজন মাত্র বিক্রেতা উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এ বাজারে মুনাফা লাভের আশায় কর্মরত ফার্ম যেমন শিল্প থেকে প্রস্থান করে না; তেমনি নতুন ফার্মের শিল্প প্রবেশের অধিকার থাকে না। অপরদিকে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে সহজে বাজারে প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থানের সুযোগ থাকে। এ বাজারে কোনো কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বাজারের এরূপ অবস্থানের কারণেই একচেটিয়া বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে আলাদা।
- া উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মুনাফা নির্ণয় করা হলো— বাজারে ভারসাম্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি শর্ত পালন করতে হয়।
- প্রথম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: ভারসাম্য বিন্দৃতে প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক বয়য় (MC)
- ২. দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত: MR রেখার ঢাল < MC রেখার ঢাল, ফলে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠবে।

কোনো ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে তার প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখাদ্বয় পরস্পরকে ছেদ করা তথা MR = MC হওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে যে বিন্দুতে ফার্মের MR ও MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে
উৎপাদনের
পরিমাণ এবং লম্ব
অক্ষে দাম, আয়
ও ব্যয় পরিমাপ
করা হয়েছে। e₂
বিন্দুতে
ভারসাম্যে
প্রয়োজনীয় ও
পর্যাপ্ত শর্ত পালিত



হওয়ার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম OP_1 এবং ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে Oq। চিত্র অনুসারে দেখা যায়, ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফাসহ ভারসাম্য অর্জন করেছে, কারণ ফার্মের গড় আয় (AR), গড় ব্যয় (AC)-এর চেয়ে বেশি হয়।

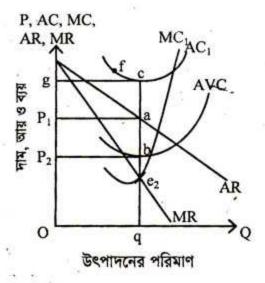
এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় (Total Revenue) = $OP_1 \times Oq = OP_1$ aq মোট ব্যয় (Total Cost) = $qb \times Oq = OP_2$ bq আমরা জানি,

মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC) = OP_1 aq – OP_2 bq = P_2 P_1 ab যা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

থ্য প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে উদ্দীপকের নির্দেশনানুযায়ী, প্রদত্ত চিত্রটি পুনর্বার অভকন করা হলো যেখানে AC।হলো নতুন গড় ব্যয় রেখা যা f বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করেছে।

অভিকত চিত্রটি দেখলে বলা যায়, গড় ব্যয় bq থেকে বৃদ্ধি পেয়ে cq হলে এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ফার্মটি gcaP₁ ক্ষেত্রের সমান ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ অবস্থায় উদ্যান্তা উল্লিখিত ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন কার্য চালিয়ে যাবেন কি না তা বিবেচনা করতে হবে।

ষয়কালে ফার্মের ক্ষতি
হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ
করলেও উদ্যোক্তাকে
মোট স্থির ব্যয়ের
সম্পূর্ণটাই বহন করতে
হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন
বন্ধ করলে উদ্যোক্তাকে
P₂bqO ক্ষেত্রের সমান
ক্ষতি বহন করতেই
হয়। এ অবস্থায় বয়য়
বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন
কার্য চালিয়ে গেলে
উদ্যোক্তাকে gcaP1



ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতে হয়।

এ অবস্থায় $gcaP_1$ ক্ষেত্র $< P_2bqO$ ক্ষেত্র হওয়ায় বলা যায়, বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্য উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করবেন।

প্রন ►১৯ তানিয়া তার বাবার সাথে বইয়ের দোকানে যায়। বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখে যে, সকল দোকানে দাম একই। এতে সে খুব আনন্দ পায়।

/ব. বো. ২০১৬ বি প্রা নং ৪/

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী?

- খ. স্থানীয় বাজার বলতে কী বোঝায়?
- ণ উদ্দীপকের বাজারের ধরন ব্যাখ্যা করো।
 - ঘ. আনন্দ বা ভালো লাগার কারণ ব্যাখ্যা করো।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝায় যা এক বা একাধিক অঞ্চলের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর ক্ষাক্ষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

য যেসব দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় একটি বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলে।

স্থানীয় বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। এ বাজারে দুত পচনশীল এবং সহজে পরিবহণযোগ্য নয় এমন দ্রব্য বেশি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। এ বাজার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে। স্থানীয় বাজারে মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

উদ্দীপকের বাজারের ধরন হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
তানিয়ার বই এর দোকান থেকে বই কেনা হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতার
বাজারের পণ্য। এর কারণ হলো, সব বই এর দোকানে একই দাম
বিরাজ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে বই এর
দামের বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষ করা যায়। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

- পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে।
 বই এর দোকানের ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যাও অনেক।
- ii. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বই এর দোকানেও বই একটি সমজাতীয় পণ্য।
- iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা বাজারে বিদ্যমান দাম সম্পর্কে পূর্ণভাবে জ্ঞাত থাকে। বই এর দাম সম্পর্কেও সকলে অবহিত থাকে।
- iv. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার থেকে যে কেউ চলে যেতে কিংবা তাতে নতুন কেউ যোগদান করতে পারে। বই এর বাজারেও যে কেউ ব্যবসা করতে পারে বা তা থেকে চলে যেতে পারে।
- থ. এ বাজারে পরিবহণ ব্যয়় অনুপিম্থিত থাকে। বই এর বাজারেও বই
 এর দাম ধার্যের সময় পরিবহণ বয়য় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সূতরাং, উদ্দীপকের বইয়ের বাজার হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার সেখানে বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় কেউ এককভাবে বইয়ের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলেই তানিয়ার ভালো লাগার কারণ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার দ্বারা এমন একটি বাজার কাঠামো বোঝানো হয়।
যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য নির্দিষ্ট দামে ক্রয়বিক্রয় করে, তাদের কেউই এককভাবে বাজার দামকে প্রভাবিত করতে
পারে না এবং বাজারে তাদের প্রবেশ ও প্রস্থানে কোনো বাধা থাকে না।
এ বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই দামগ্রহীতা। কারণ যে দাম
বাজারের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, ক্রেতা-বিক্রেতাকে সেই নির্ধারিত দাম
মেনে চলতে হয়।

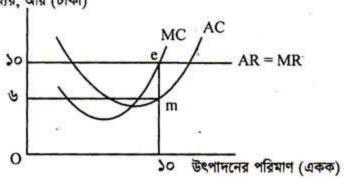
এসকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ বাজার অন্যান্য বাজার হতে আলাদা। এ বাজারের একটি পুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রব্য সমজাতীয়, অর্থাৎ প্রভেদীকৃত নয়। তাই নির্দিষ্ট দামের ভিত্তিতে সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের সিন্ধান্তে উক্ত বাজার পরিচালিত হয়। এ বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রতা থাকে, যেখানে কোনো বিক্রতা দাম ও পরিমাণের উপর এককভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একইভাবে সেখানে বহু সংখ্যক ক্রতা থাকে যেখানে কোনো ক্রেতা দাম ও পরিমাণের উপর এককভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সিন্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে। বিক্রেতাদের মধ্যে কোনো জোটবন্ধতা থাকে না। এখানে ক্রেতা স্বেচ্ছাধীনে ক্রয় কাজ পরিচালনা করে, অপর কারো দ্বারা সে প্ররোচিত হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে বইয়ের অসংখ্য বিক্রেতা থাকলেও তারা বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারছে না। বাজার দামকে মেনে নিয়েই বিক্রেতা বই বিক্রয় করছে। বাজারের এ ধরনের পরিস্থিতি দেখে তানিয়া আনন্দিত হয়েছে।

প্রয় ১০ নিম্নে একজন উৎপাদনকারীর ভারসাম্য অবস্থা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

দাম, ব্যয়, আয় (টাকা)

8



ाति. ता. २०३५। अस नः व।

ক. অর্থনীতিতে বাজার কী?

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে দামগ্রহীতা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র থেকে উৎপাদনকারীর মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।

 ১০ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টাকা হলে উৎপাদনকারীর ভারসাম্যের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার হচ্ছে এক বা একাধিক পণ্য, যা ক্রেতা-বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দরকষাক্ষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

য যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য (Homogeneous goods) একটি নিন্দি নমে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাকে পূর্ণ প্রতিষোগিতামূলক বজার (Perfect Competition Market) বলে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাইল ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পদ্যের লম নির্মারিত হয়। এই দামকে মেনে নিয়ে একটি ফার্ম বাজারের মেট যোগানের সামান্য অংশ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। বাজারের প্রচলিত দামের উপর এককভাবে কোনো ফার্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মকে দাম গ্রহীতা (Price taker) বলা হয়।

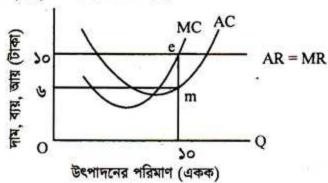
ত্র উদ্দীপকের চিত্রটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থাকে চিহ্নিত করেছে। নিচে উদ্দীপকের চিত্র থেকে উৎপাদনকারীর মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি

শর্ত পালিত <mark>হ</mark>য়। যথা—

 প্রথম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয়৻ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। অর্থাৎ MR = MC হবে।

২. দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে যাবে। অর্থাৎ MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল হবে।

তাছাড়া, ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে; যদি গড় আয় (AR), গড় ব্যয় (AC)-এর চেয়ে বেশি হয়।



চিত্রে দেখা যায়, উৎপাদনকারী e বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে ভারসাম্য অর্জন করেছে। উক্ত বিন্দুতে নির্ধারিত ১০ টাকা দামে উৎপাদনকারীর ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ১০ একক। এক্ষেত্রে, মোট আয় (TR) = (AR × Q)

এবং মোট ব্যয় (TC) = (AC × Q)

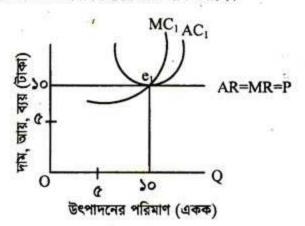
আমরা জানি,

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত উৎপাদনকারীর মুনাফা হলো ৪০ টাকা। এটি তার অস্বাভাবিক মুনাফা।

য ১০ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টাকা হলে উৎপাদনকারীর স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।

ষল্পকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনে অদক্ষতার কারণে কোনো ফার্মের ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ফার্মের AC রেখা উপরে উঠে আসবে। চিত্র অনুসারে গড় ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ফার্মের AC রেখা ১০ একক উৎপাদন স্তরে অবস্থান করছে।

ধরা যাক, এ
অবস্থায় ফার্মের
AC ও MC রেখা
হলো যথাক্রমে
AC।ও MC। যা
অভিকত নতুন
চিত্রে দেখানো
হয়েছে।
চিত্রে e। বিন্দুতে
ভারসাম্য অর্জনের
শর্ডয়য় পূরণ
হওয়ায় ফার্ম



চিত্র: AC রেখা উপরে স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে ভারসাম্যের পরিবর্তন

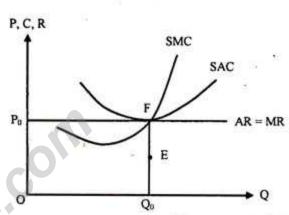
সেখানে ভারসাম্য অর্জন করে। এক্ষেত্রে উদ্দীপক অনুযায়ী দাম ১০ টাকা ও পরিমাণ ১০ একক নির্ধারিত হয়।

এখন ফার্মের মোট আয় (TR) = (AR × Q) = (১০ × ১০) টাকা = ১০০ টাকা।

আমরা জানি,

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফার্ম শূন্য (০) তথা স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। সূতরাং বলা যায়, ১০ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টাকা হলে উৎপাদনকারীর পূর্বের ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আগের অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের জায়গায় কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।

지원 > 57



(जिका करमण, जिका। अन्न नः व/

ক, অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে?

খ. অর্থনীতিতে ফার্ম ও শিল্প কখন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়?

গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, SAC রেখা E বিন্দুতে স্থানান্তর হলে ফার্মের মুনাফার ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে?

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র অর্থনীতিতে বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দরকষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে দ্রব্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করে।

একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নেই।
অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক
প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। অন্যদিকে, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা
উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প
বলা হয়। আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম বা
উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।
তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য
থাকে না। এর্প বৈশিষ্ট্যের কারণে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভির হয়।

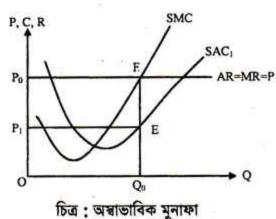
া উদ্দীপকে প্রদক্ত চিত্র হতে নিচে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফা নির্ণয় করা হলো।

স্বল্পকালে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে অবস্থার ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত পালিত হয় তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলে। অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দুতে (i) প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC) এবং (ii) MC এর ঢাল > MR এর ঢাল হয়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, F বিন্দুতে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় (SMC) রেখা MR রেখাকে নিচের দিক দিয়ে ছেদ করেছে। অর্থাৎ F বিন্দুতে SMC = MR (প্রয়োজনীয় শর্ত) এবং SMC এর ঢাল MR এর ঢাল অপেক্ষা বেশি (পর্যাপ্ত শর্ত) হয়। তাই F হলো ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম OP_o এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQo। তাই মোট

আয়, $TR = OP_0 \times OQ_0 = OP_0FQ_0$ । আবার, P = AC হওয়া মোট ব্যয়, $TC = Q_0F \times OQ_0 = OP_0FQ_0$ এবং মুনাফা, $\pi = TR - TC = OP_0FQ_0 - OP_0FQ_0 = 0$ । অর্থাৎ এক্ষেত্রে TR ও TC সমান হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয় উভয় OP_0FQ_0 পরিমাণ এবং মুনাফা হলো শূন্য তথা স্বাভাবিক।

ত্র উদ্দীপক অনুযায়ী, SAC রেখা E বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে P > AC হওয়ায় ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। ভারসাম্য অবস্থায় SAC রেখা গড় আয় (AR) রেখার নিচে অবস্থান করে তথা AR = P > AC হয়। তবে স্বল্পকালে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।



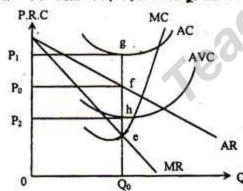
উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, F বিন্দুতে উভয় শর্ত পালিত হয়েছে। তাই ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে OP_0 এবং OQ_0 । এখন উদ্দীপকের SAC রেখা E বিন্দুতে স্থানান্তরিত SAC_1 হলে, এককপ্রতি গড় ব্যয় হয় Q_0E । ফলে মোট ব্যয়, $TC = Q_0E \times OQ_0 = OP_1EQ_0$ এবং মোট আয়, $TR = OP_0 \times OQ_0 = OP_0FQ_0$

∴ মুনাফা,
$$\pi = TR - TC$$

= $OP_0FQ_0 - OP_1EQ_0$
= P_1EFP_0

অর্থাৎ স্বল্পকালে ফার্মটি P1EFP0 পরিমাণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

প্রর >২২ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/वाक्छेक छैंखता भएडम करमज, ठाका । क्षत्र नः ८/

- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে?
- খ. ডুয়োপলি ও অলিগোপলি বাজারের মধ্যে কী পার্থক্য বিদ্যমান? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত ফার্মটির AC রেখা যদি f বিন্দুর নিচে অবস্থান করত তবে কী ধরনের মুনাফা অর্জন হতো? তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

২২ নং প্রলের উত্তর

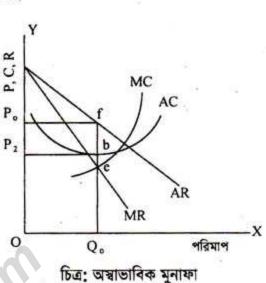
ক যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

তুরাপলি ও অলিগোপলি উভয়ই অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হলেও তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান।

যে বাজারে কেবল দুটি উৎপাদক বিক্রেতা থাকে; কিন্তু অসংখ্য ক্রেতা থাকে তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে। অন্যদিকে, যে বাজারে মুস্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে অলিগোপলি বাজার বলে। অর্থাৎ, ডুয়োপলি বাজারে মাত্র দুজন বিক্রেতা থাকতে পারে।

া উদ্দীপকে নির্দেশিত ফার্মটির AC রেখা যদি f বিন্দুর নিচে অবস্থান করত তবে ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করত। নিচে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রশ্নানুসারে অভিকত
উপরের চিত্রে লক্ষ
করা যায়, e বিন্দৃতে
MR = MC এবং
MR-এর ঢাল
অপেক্ষা MC-এর
ঢাল বেশি হওয়ায়
ফার্মটি ভারসাম্য
অর্জন করে। এ
অবস্থায় গড় আয়
Q f = OPo (দাম)
এবং পরিমাণ OQo।
এখন, গড় ব্যয়
(AC) রেখা f বিন্দুর



নিচে অবস্থান করে এবং OQ_o উৎপাদনে গড় ব্যয় $OQ_o = OP_2$ । তাই, মুনাফা = TR - TC

$$= OP_o \times OQ_o - OP_2 \times OQ_o$$

= $OP_o f Q_o - OP_2 b Q_o$
= $P_o P_2 b f$

অর্থাৎ, ফার্মটি P_oP₂b f পরিমাণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

যা উদ্দীপকে নির্দেশিত ফার্মটির ক্ষেত্রে AC > P > AVC হওয়ায় স্বল্পকালে ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্মটি উৎপাদন চালিয়ে যাবে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

স্বল্পকালে একটি ফার্ম যখন ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন যদি দেখা যায়, ফার্মের আয় দ্বারা স্থির ব্যয়ের কিছু অংশ উঠে আসে তথা গড় আয় (AR) গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC)-এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ফার্মটি ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালিয়ে যাবে।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, e বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে। এ অবস্থায় ফার্মটির ক্ষতির পরিমাণ,

$$= TR - TC = OQ_o \times OP_o - OQ_o \times OP_1$$

= OP_o f Q_o - OP_1 g Q_o = P_oP_1 g f.

চিত্রে আরো লক্ষ করা যায়, ভারসাম্য অবস্থায় OQ_o উৎপাদনে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় Q_oh ও গড়স্থির ব্যয় gh পরিমাণ। এক্ষেত্রে AVC অপেক্ষা দাম বেশি তথা $Q_oh > Q_of$ হওয়ায় উৎপাদন চালিয়ে গেলে AR দ্বারা স্থির ব্যয়ের (gh-gf) বা fh পরিমাণ উঠে আসে। অর্থাৎ, gh পরিমাণ কম ক্ষতি হয়। কিন্তু উৎপাদন বন্ধ করে দিলে ফার্মটিকে পুরো স্থির ব্যয় gh পরিমাণই বহন করতে হয়। অর্থাৎ, মোট ক্ষতির পরিমাণ হতো P_2 P_1 gh পরিমাণ।

তাই বলা যায়, স্বল্পকালে ফার্মটি মোট PP_o fh পরিমাণ কম ক্ষতি বহন করার জন্যই উৎপাদন চালিয়ে যাবে।

প্রন ▶২৩ ক - বাজার যেখানে P = MR

খ - বাজার যেখানে P > MR

/निरेत (७४ करनज, ठाका । श्रभ नः ८/

ক. ফার্ম কী?

- খ. পৃথিবীর সকল বাজার ব্যবস্থায় P = AR হয় বুঝিয়ে লিখ।
- গ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় (খ) বাজারের TR রেখা অংকন কর।
- ঘ. উদ্দীপকের দুটো বাজারের মধ্যে কোন বাজারে ভোক্তারা অধিক
 সন্তুষ্টি অর্জন করে? ব্যাখ্যা কর।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফার্ম বলতে একটি বাণিজ্যিক সংগঠনকে বোঝায়, যা উৎপাদনের সকল উপকরণকে (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) একত্রিত করে উৎপাদন পরিচালনা করে।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে (Perfect Competition Market) অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য (Homogenous goods) একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা ছারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণপ্রযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের দাম (P) গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর (MR) সমান হয়।

া উদ্দীপকে দ্বিতীয় (খ) বাজার অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারের TR রেখা অঙকন করা হলো-

কোনো দ্রব্যের সরবরাহ বা উৎপাদন যখন একজনমাত্র বিক্রেতা বা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে সেরূপ বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য দাম হ্রাস করে বলে এ বাজারের মোট আয় TR অন্যান্য বাজার থেকেই আলাদা হয়।

একচেটিয়া বাজারের TR রেখা অজ্কন:

পাশের চিত্রটি একচেটিয়া বাজারের TR রেখাকে

বাজারের TR রেখাকে
নির্দেশ করছে। চিত্রটির
দিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা
যায়, TR রেখা বক্র রৈখিক
হয়েছে। কারণ বিক্রয়ের
পরিমাণ বৃদ্ধির।

সাথে সাথে মোট আয় (TR)

দাম (P)

TR

পরিমাণ Q

ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এ বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট আয় (TR) বৃদ্ধি পায় ক্রমন্ত্রাসমান হারে কিন্তু গড় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) দ্রাস পায়।

ত্র উদ্দীপকের দুটো বাজার অর্থাৎ একচেটিয়া ও পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভোক্তারা অধিক সন্তুষ্টি অর্জন করে।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্য অভিন্ন হওয়ায় ক্রেতা যেকোনো বিক্রেতার কাছ থেকে তা কিনতে পারে, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে সে তা করতে পারে না। কারণ এখানে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্য পরস্পর থেকে কিছুটা ভিন্ন। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্পর্কে ক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান থাকে। তার ঠকার আশংকা নেই। কিন্তু একচেটিয়া বাজার সম্পর্কে ক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় ঠকার আশংকা বেশি। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় দ্রব্য কেনা-বেচা হয় বলে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতা নিশ্চিত থাকে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে পৃথকীকৃত দ্রব্যাদির কেনা-বেচা চলে বলে তার গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতা নিশ্চিত হতে পারে না।

একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের একই দাম থাকায় ক্রেতা খরচের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। এ বাজারে তাই কোনাকাটার বাজেট করা সহজ ও নিশ্চিত। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম বিভিন্ন হওয়ায় ক্রেতা খরচের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। এ বাজারে ক্রেতাকে তাই বাজেট প্রায়ই কাট-ছাঁট করতে হয়। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য কিনতে পারে। কারণ এখানে বিক্রেতারা দাম প্রভাবিত করতে পারে না। একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা দ্রব্যের দাম একটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এজন্য এখানে ক্রেতাক অপেক্ষাকৃত বেশি দামে দ্রব্য কিনতে হয়।

সূতরাং বলা যায়, একচেটিয়া এবং পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার দুটির মধ্যে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা অধিক লাভবান হয় এবং সন্তুষ্টি অর্জন করে। প্রশ্ন > ২৪ আরিফ 'X' নামক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখে সব দোকানে দাম একই। কিন্তু 'Y' দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখে দাম ভিন্ন। ভিন্নারুননিসা নৃন স্কুল এভ কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ৫/

ক. ফার্ম কাকে বলে?

খ. ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্তীট কি এবং কেন? ব্যাখ্যা কর ।২

গ. উদ্দীপকের 'X' দ্রব্যের বাজারটি কোন ধরণের বাজার তা চিহ্নিত করে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

ঘ. উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' দুই দ্রব্যের বাজারের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে বলে কী তুমি মনে কর বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা যায়। যেমন এক একটি কাগজ কল বা গার্মেন্টস কারখানা হলো একটি ফার্ম।

য ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে MR = MC অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান।

ভারসাম্য উৎপাদন স্তর অর্জন করতে হলে প্রান্তিক ব্যয় অবশ্যই প্রান্তিক আয় বা দামের সমান হবে। কেননা যখন পূর্ণপ্রতিযোগিতার অধীনে একটি ফার্ম স্থির ব্যয়ের প্রেক্ষিতে উৎপাদন পরিচালনা করে তখন প্রতিযোগী ফার্মের ভারসাম্য অর্জন সম্ভব হয় না। যখন স্থির মাত্রাতে উৎপাদন বজায় থাকে তখন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন, বজায় থাকে, তখন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনও স্থির থাকে। এ অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়ও স্থির থাকে। যদি দাম বা প্রান্তিক আয় যা বাজারে থাকে তা প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় তবে প্রতিযোগী ফার্ম তার উৎপাদন ক্রমেই বাড়িয়ে চলবে। তাই ক্রমবর্ধমান ব্যয় বা ক্রমন্তাসমান মাত্রাগত উৎপাদন পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভারসাম্য অর্জন করে।

্র উদ্দীপকে X দ্রব্যের বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে। এ বাজারে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলে দেখা যায়—

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাঠামো দ্বারা এর্প বাজারকে বোঝায়, যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বাধীনভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে সদৃশ্য পণ্যসামগ্রী বা সেবা নিয়ে নিজদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউই নিজ কার্যকলাপের মাধ্যমে বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: এ বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, বাজারে একটি সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, ক্রেতা-বিক্রেতা বাজারে বিদ্যমান দাম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, এ বাজারে সহজেই প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ থাকে এ ধরনের বাজারে পরিবহন বয়য় শূন্য ধরা হয়। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বাধীন সিন্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে, নির্ধারিত দামেই সমজাতীয় দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে, আরিফ X দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখে সব দোকানে দাম একই। এ বিষয়টি পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকায় এটি এ বাজারের দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত।

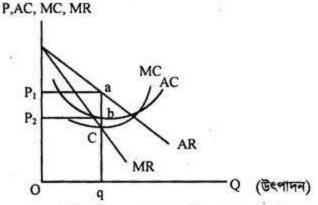
য উদ্দীপকে X দ্রব্য পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং Y দ্রব্য একচেটিয়া বাজারের অন্তর্ভুক্ত। দুটি বাজারের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য দেখা যায়—

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করে। ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা অধিক হয় বলে এখানে কেউ এককভাবে দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। বাজার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলে পূর্ণভাবে জ্ঞাত থাকে। তাই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই দামকে মেনে নিয়ে একটি ফার্ম বাজারের মোট যোগানের সামান্য অংশ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। এজন্য পূর্ণপ্রতিযোগিতা বাজারে একটি ফার্মকে দামগ্রহীতা বলা হয়। এ বাজরে পরিবহন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

ক্রতিই বাজার বলতে যে বাজারে একজনমাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রত থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যের কোনো ঘনিষ্ট পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না এবং অপর বিক্রেতার জন্য বাজারে প্রবেশে বাধা থাকে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। এ বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিবেচ্য দ্রব্যের কোনো নিকট পরিবর্তক দ্রব্য না থাকায় বিক্রেতা ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যটির দাম নির্ধারণ করতে পারে। এজন্য একচেটিয়া কারবারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়। সাধারণত একচেটিয়া কারবারে ব্রিকয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই একচেটিয়া করবারি দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে দ্রব্যটির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেই দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, বাজারের এর্প অবস্থার কারণেই একচেটিয়া বাজার (Y দ্রব্য) পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে (X দ্রব্য) থেকে আলাদা।

প্রন ▶২৫ চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



|वीतत्थर्ष नृत त्यादाचाम भावनिक करनन, जाका । श्रञ्ज नः ०।

- ক. কোন বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে?
- খ. ফার্ম ও শিল্পের পার্থক্য লিখ।
- গ. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মুনাফা নির্ণয় কর।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করবে? ব্যাখ্যা কর।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

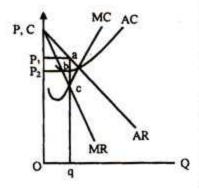
ক মনোপসনি বাজারে একজন ক্রেতা থাকে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফার্ম ও শিক্সের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
একই ব্যবস্থাপনা ও মালিকানার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনকারী
ম্বরংসম্পূর্ণ উৎপাদক ইউনিটকে ফার্ম বলে। অন্যদিকে, একই বা
সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কিন্তু বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে
ক্রিয়াশীল সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। ফার্ম হলো একই উৎপাদক
প্রতিষ্ঠান। সে হিসেবে এটি কোনো শিক্সের সদস্য। অন্যদিকে, একই
দ্রব্য উৎপাদনকারী ফার্মগুলো নিয়ে শিল্প গঠিত হয়। সূতরাং একটি শিক্সে
অনেকগুলো ফার্ম থাকে।

া উদ্দীপকের চিত্রটি একচেটিয়া বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ইক্ষিত করেছে। উত্ত চিত্রের মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

একচেটিয়া বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় আয় (AR) বা দাম যদি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের (AC) চেয়ে বেশি হয় তাহলে ফার্ম স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

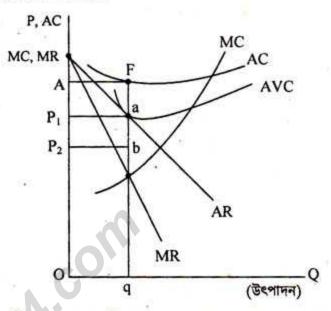
চিত্রে, MC হচ্ছে প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং MR হচ্ছে প্রান্তিক আয় রেখা। E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠায় ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে OP₁ ভারসাম্য দাম এবং Q₁ ভারসাম্য পরিমাণ, এখানে উৎপাদন স্তরে গড় আয়, গড় ব্যয়ের চেয়ে



বেশি। তাই ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবৈ—
আমরা জানি, মুনাফা (π) = TR - TC = $(AR \times Q)$ - $(AC \times Q)$ = OP_1q_0a - OP_2 b q_0 = P_1 P_2 ba

সুতরাং ফার্ম ভারসাম্য বিন্দু C-তে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ হলো P_1P_2 ba পরিমাণ।

য স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারির লোকসান যখন স্থির ব্যয়ের তুলনায় বেশি হয় তখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করবে। উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের উৎপাদন বন্ধ করার বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OQ) উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে P, AC, MR দাম, আয় ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। চিত্রে AR ও MR হলো একচেটিয়া কারবারির গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। AC, AVC ও MC হলো যথাক্রমে গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা।

চিত্রে দেখা যায়, c বিন্দুতে Oq_o পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে MR = MC হলে ভারসাম্য বিন্দু নির্ধারিত হয়।

OP, দামে TVC = OP, aq

এবং TFC = PiAFa

সূতরাং TC = TVC + TFC

 $= OP_1aq + P_1AFa$

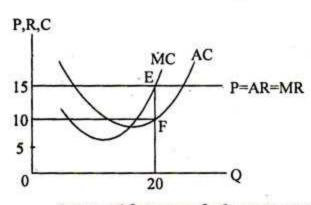
= OAFq_o

এখানে TR = OP2bq

এখানে দেখা যায়, যদি ফার্ম তার উৎপাদন চালিয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষতি হবে P_2AFb পরিমাণ আর যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাহলে তার ক্ষতি হবে শুধু TFC বা P_1AFa পরিমাণ। যেহেতু উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষতি, উৎপাদন বন্ধ করার ক্ষতির চেয়ে বেশি সেহেতু ফার্মের জন্য লাভজনক হবে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া।

সূতরাং বলা যায়, যখন দাম পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়ে কম হয় তখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করবে।

প্রয় > ২৬



|त्रायनान जाउँ जिय़ान करनज, चिनगील, जाका । अन्न नः ১১/

- ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে?
- খ. অলিগোপলি বাজার বলতে কী বুঝ?
- উদ্দীপক হতে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা স্থানান্তর হয়ে E বিন্দু বরাবর গেলে
 মুনাফার ক্ষেত্রে কী কোনো পরিবর্তন হবে? তোমার মতামত
 দাও।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র যে বাজারে মাত্র একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যটির কোনো নিকট পরিবর্তিত দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

য যে বাজারে মৃষ্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতা সমজাতীয় বা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে অলিগোপুলি বাজার বলে।

গ্রিক শব্দ 'Oligos' এবং ল্যাটিন শব্দ 'Polis' থেকে 'Oligopoly' শব্দটি পাওয়া যায়, যার অর্থ কতিপয় বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতা। বিশেষ অর্থে অলিগোপলি বাজারকে কতিপয় বিক্রেতার বাজার বলা হয়। অধ্যাপক বোমল (Boumol) এর মতে, এ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এ বাজারের বিক্রেতার সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে সীমিত সংখ্যক বলেছেন।

া উদ্দীপকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, উৎপাদনকারী ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে ভারসাম্য অর্জন করেছে। উক্ত বিন্দুতে নির্ধারিত ১৫ টাকা দামে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হলো ২০ একক।

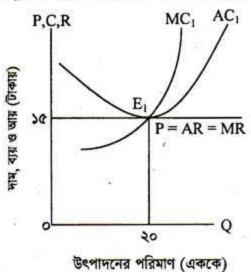
এক্ষেত্রে মোট আয় (TR) = (P × Q) = (১৫ × ২০) টাকা = ৩০০ টাকা

এবং মোট ব্যয় (TC) = (AC × Q) = (১০ × ২০) টাকা = ২০০ টাকা

∴ মুনাফা (π) = TR – TC = (৩০০ টাকা – ২০০ টাকা) [মান বসিয়ে] = ১০০ টাকা।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মের মুনাফা হলো ১০০ টাকা। এটি ফার্মের অম্বাভাবিক মুনাফা।

য উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে যার পরিমাণ হলো ১০০ টাকা।



এখন প্রশ্নানুযায়ী ফার্মের নতুন ভারসাম্য অবস্থা কল্পনা করা হলো। ধরা যাক, উৎপাদনে অদক্ষতা সৃষ্টির কারণে ফার্মের উৎপাদন ব্যয় বাড়ল। এ অবস্থায় তার AC ও MC রেখা একটু উপরে উঠে যথাক্রমে AC ও MC রেখা উপরের দিকে এমনভাবে উঠেছে, যাতে প্রশ্নানুযায়ী তা ফার্মের E_1 বিন্দুতে P=AR=MR রেখাকে স্পর্শ করে।

এখন অভিকত নতুন চিত্রে E_1 বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে অর্থাৎ ওই বিন্দুতে ফার্মের MR = MC হয় এবং MC রেখা MR রেখাকে নিচ দিক থেকে ছেদ করে। সূতরাং বিন্দু E_1 হলো পরিবর্তিত ব্যয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ফার্মের নতুন ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে উদ্দীপক অনুযায়ী পণ্যের ভারসাম্য দাম ১৫ টাকা ও পরিমাণ ২০ একক নির্ধারিত হয়। এখন ফার্মের মোট আয় $(TR) = (P \times Q) = (3e \times 2o)$ টাকা = 000 টাকা = 000 টাকা = 000 টাকা

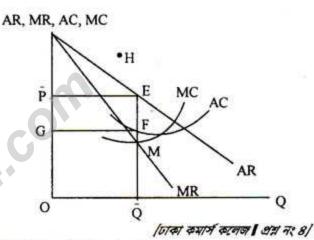
এবং ফার্মের মোট ব্যয় (TC) = (AC × Q) = (১৫ × ২০) টাকা = ৩০০ টাকা

∴ মুনাফা (π) = TR – TC = (৩০০ টাকা – ৩০০ টাকা) [মান বসিয়ে] = ০ টাকা।

সূতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রশা > ২৭

2



ক. অলিগোপলি বাজার কাকে বলে?

খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন — ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু চিহ্নিত করে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকে ফার্মের গড় ব্যয় রেখাটি 'H' বিন্দু দিয়ে অতিক্রম
করলে মুনাফার কী পরিবর্তন হবে বলে তুমি মনে কর?
রেখাচিত্রের সাহায়্যে ব্যাখ্যা করো।

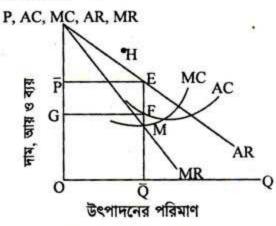
২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েক্জন বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে, তাকে অলিগোপলি বাজার বলে।

থ একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিক্সের মধ্যে পার্থক্য নেই।
অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক
প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। অন্যদিকে, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা
উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প
বলা হয়। আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম বা
উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।
তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য
থাকে না। এর্প বৈশিষ্ট্যের কারণে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

া উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মুনাফা নির্ণয় করা হলো— বাজারে ভারসাম্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নান্ত দুটি শর্ত পালন করতে হয়। ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC) এবং MR রেখার ঢাল < MC রেখার ঢাল, ফলে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠবে।

কোনো ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে তার প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখাছয় পরস্পরকে ছেদ করা তথা MR = MC হওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে যে বিন্দুতে ফার্মের MR ও MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম, আয় ও ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। M বিন্দুতে ভারসাম্যে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত পালিত হওয়ার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম OP এবং ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে OQ। চিত্র অনুসারে দেখা যায়, ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফাসহ ভারসাম্য অর্জন করেছে, কারণ ফার্মের গড় আয় (AR), গড় ব্যয় (AC)-এর চেয়ে বেশি হয়।

এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় $(TR) = OP \times OQ = OPEQ$

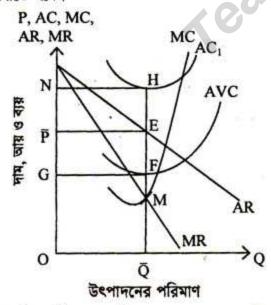
মোট ব্যয় (TC) = $\overline{Q}F \times O\overline{Q} = OGF\overline{Q}$ আমরা জানি,

মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC)

= OPEO - OGFO = OGFE, যা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

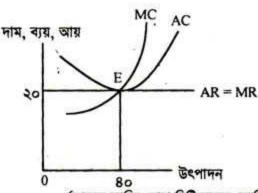
য প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে উদ্দীপকের নির্দেশনানুযায়ী, প্রদত্ত চিত্রটি পুনর্বার অঙকন করা হলো। যেখানে AC; হলো নতুন গড় ব্যয় রেখা যা H বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করেছে।

অভিকত চিত্রটি দেখলে বলা যায়, গড় ব্যয় FQ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে HQ হলে এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ফার্মটি NHEP ক্ষেত্রের সমান ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ অবস্থায় উদ্যোক্তা উল্লিখিত ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি শ্বীকার করে উৎপাদন কার্য চালিয়ে যাবেন কি না তা বিবেচনা করতে হবে।



ম্বল্পকালে ফার্মের ক্ষতি হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ করলেও উদ্যোক্তাকে মোট স্থির ব্যয়ের সম্পূর্ণটা বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ করলে উদ্যোক্তাকে OGFQ ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতেই হয়। এ অবস্থায় বয়য় বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন কার্য চালিয়ে গেলে উদ্যোক্তাকে NHEP ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতে হয়।

এ অবস্থায় NHEP ক্ষেত্র < OGFQ ক্ষেত্র হওয়ায় বলা যায়, বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্য উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করবেন।



[जारमून कामित्र पाद्या त्रिधि करनज, नत्रत्रिःमी । अन्न नः ८/

- ক. একচেটিয়া কারবার কী?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে দাম গ্রহীতা বলা হয় কেন?২
- গ্রমাট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উৎপাদন স্থির রেখে গড় ব্যয় ১৫ টাকা হলে উৎপাদনকারী ভারসাম্যের ওপর কীরুপ প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। 8

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

যে বাজারে মাত্র একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যটির নিকট পরিবর্তিত দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

য যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য (Homogeneous goods) একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect Competition Market) বলে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই দামকে মেনে নিয়ে একটি ফার্ম বাজারের মোট যোগানের সামান্য অংশ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। বাজারের প্রচলিত দামের উপর এককভাবে কোনো ফার্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মকে দাম গ্রহীতা (Price taker) বলা হয়।

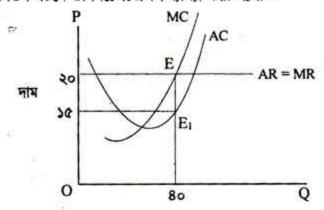
জ উদ্দীপকের চিত্র হতে তথ্য ব্যবহার করে মোট আয়, মোট ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

চিত্রটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করছে যেখানে একটি ফার্ম ২০ টাকা নির্ধারিত মূল্যে ভারসাম্য অর্জন করেছে। MC ও AC রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে। উক্ত বিন্দুতে ভারসাম্য দাম (P) ২০ টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ (Q) ৪০ একক।

- ∴ ফার্মটির মোট আয়, (TR) = (P × Q) টাকা
 - = (২০ × ৪০) টাকা = ৮০০ টাকা
- ∴ ফার্মটির মোট ব্যয়, (TC) = (AC × Q) টাকা = (২০ × ৪০) টাকা = ৮০০ টাকা
- ∴ ফার্মটির মুনাফা, π = TR TC = (৮০০ ৮০০) টাকা = ০ টাকা।

অতএব, ফার্মের মোট আয় ৮০০ ও মোট ব্যয় ৮০০ টাকা। মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হওয়ায় মুনাফা (০) শূন্য হয়। অর্থাৎ ফার্মিটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

উৎপাদন স্থির রেখে গড় ব্যয় ১৫ টাকা হলে ভারসাম্যের যে
পরিবর্তন ঘটবে তা নিচে চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো—



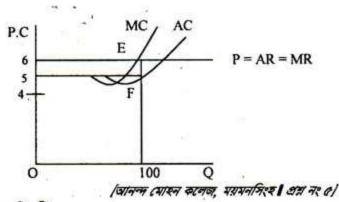
উৎপাদন স্থির রেখে গড় ব্যয় কমে ১৫ টাকা হওয়ায় ফার্মের নতুন ভারসাম্য বিন্দু হয়েছে E, ।

এক্ষেত্রে ফার্মটির মোট আয় $(TR) = (P \times Q) = (20 \times 80)$ টাকা = ৮০০ টাকা -

এবং মোট ব্যয় (TC) = (AC × Q) = (১৫ × ৪০) টাকা = ৬০০ টাকা

∴ মুনাফা (π) = TR – TC = (৮০০ – ৬০০) টাকা = ২০০ টাকা। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। সূতরাং বলা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ উৎপাদন স্থির রেখে গড় ব্যয় কমানো হলে ফার্ম E_1 বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে এবং অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।





ক. ডুয়োপলি কী?

- খ. একচেটিয়া বাজার কিভাবে অলিগোপলি বাজারে রূপান্তর হয়? ২
- গ. উদ্দীপক হতে মুনাফা নির্ণয় কর।
- ঘ. গড় ব্যয় বেড়ে 6 হলে মুনাফার কী ধরনের পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা কর।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে কেবল দুইজন বিক্রেতা থাকে, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে।

থ একচেটিয়া বাজারের কোনো ফার্ম যদি আর একটি একচেটিয়া বাজারের ফার্মের সাথে সংযোগ স্থাপন বা মর্জি করে তবে একচেটিয়া বাজার অলিগোপলি বাজারে রূপান্তর ঘটবে।

উদাহণরম্বরূপ বলা যায়, ভারতের হিরো মোটর বাইক কোম্পানি যখন জাপানের হোন্ডা মোটর বাইক কোম্পানির সাথে মার্জ হয় তখন এই কোম্পানি দুটি অলিগোপলি বাজারে রূপান্তর করে। যেহেতু হোন্ডা এবং হিরো কোম্পানি দুটি তাদের এক নামে বাজারে পণ্য বিক্রি করছে, তখন সেটি আলাদা আলাদা ফার্মের মধ্যে সীমাবন্ধ না থেকে একটি ফার্মে রূপ নেয়। সুতরাং এভাবে একচেটিয়া কারবারি অলিগোপলি বাজারে নেয়।

বা উদ্দীপকে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, উৎপাদনকারী ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে ভারসাম্য অর্জন করেছে। উক্ত বিন্দুতে নির্ধারিত 6 টাকা দামে ফার্মের ভারসাম্যে উৎপাদনের পরিমাণ হলো 100 একক।

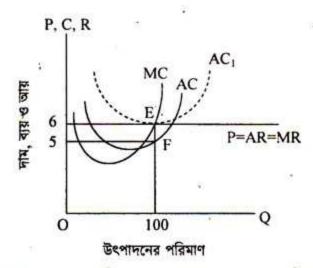
এক্ষেত্রে মোট আয় (TR) $= P \times Q = 6 \times 100$ টাকা = 600 টাকা মোট ব্যয় (TC) = AC × Q = 5 × 100 টাকা = 500 টাকা

∴ भूनाका (π) = TR – TC

= (600 টাকা — 500 টাকা) [মান বসিয়ে]

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত ফার্মের মুনাফা হলো 100 টাকা। এটি ফার্মের অতিরিক্ত বা অম্বাভাবিক মুনাফা।

যা উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। আমরা জানি, ফার্মের ক্ষেত্রে TR = TC হলে স্বাভাবিক মুনাফা, TR > TC হলে অস্বাভাবিক মুনাফা এবং TR < TC হলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।



চিত্র লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক গড় ব্যয় রেখা (AC), F বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে ফার্মটি 100 টাকা বা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। এখন AC রেখা যদি E বিন্দুতে ছেদ করে বা গড় ব্যয় রেখা AC থেকে AC1 হলে ফার্মটির এককপ্রতি ব্যয় হয় 6 টাকা। ফলে মোট ব্যয় (TC) = (AC × Q) = (6 × 100) = 600 টকা। এক্ষেত্রে TR = (P × Q) = (6 × 100) = 600 টাকা।

সূতরাং চিত্রের AC রেখা E বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রর ▶৩০ নিম্নের সূচির মাধ্যমে একটি ফার্মের বিভিন্ন দামে বিক্রেয়ের পরিমাণ দেয়া হলো—

দাম	বিক্রয়ের পরিমাণ
20	>
8	2
ъ	9
٩	8
6	•

| अत्रकाति जाकिजून एक करनज, नगुज़ । अत्र नः ८

क. উৎপাদন की?

- খ, মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে AR রেখা অঙ্কন করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য কোন ধরনের বাজারের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে তুমি মনে করঁ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। 8

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন (Production) বলে।

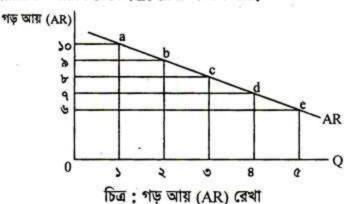
মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে তাকেই মূলধন বলে। এ অর্থে কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর ইত্যাদি হলো মূলধন। কারণ, এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট এবং সরাসরি ভোগ করা যায় না তবে মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়ে ও পরিশ্রম করে এগুলোকে অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধন নয়; এটি তখনই মূলধনে রুপান্তরিত হবে যখন মানুষ চেন্টা ও পরিশ্রম দ্বারা তাকে অধিক উৎপাদনের উপযোগী করে তুলবে। এ কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে AR রেখা অজ্জন করতে প্রথমেই সূচির মাধ্যমে AR বা গড় আয় নির্ণয় করা প্রয়োজন।

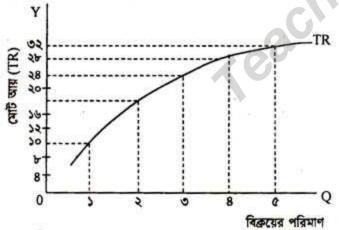
বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR = P×Q)	গড় আয় (AR = <u>TR</u> Q	প্রান্তিক আয় $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
7	70	70	70	70
۹ -	8	74	ঠ	ъ
9	Ъ	ર 8	ъ	৬
8	٩	२४	٩	8
¢	৬	೨೦	৬	2

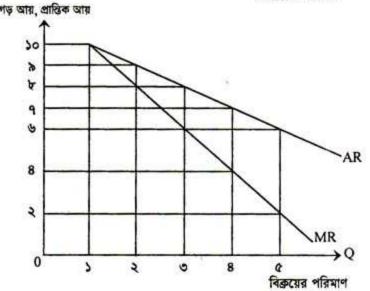
উপরিল্লিখিত সারণি থেকে AR রেখা অজ্জন করি:



চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে গড় আয় (AR) নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে লক্ষ করা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় (AR) দ্রাস পায়। চিত্রে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ বৃদ্ধির ফলে গড় আয় ১০, ৯, ৮, ৭ ও ৬ এ দ্রাস পায়, যা a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে AR রেখাটি টানি। যা সারণির তথ্য থেকে পাওয়া AR রেখা।

য উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে সজাতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি। উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো— চিত্রে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের TR, AR ও MR অঙকন: সারণিতে উল্লিখিত মানসমূহকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ করে নিচের চিত্রে রূপ দেওয়া হলো—





উপরের সারণিতে উল্লিখিত মানসমূহকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দেওয়া হলো। চিত্র থেকে লক্ষ করা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃন্ধির সাথে সাথে মোট আয় (TR) ক্রমন্তাসমান হারে বৃন্ধি পায় এবং গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) উভয়ই য়্রাস পায়। তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃন্ধির সাথে সাথে মোট আয় বৃন্ধি পায় ক্রমন্তাসমান হারে। কিন্তু গড় আয় ও প্রান্তিক আয় য়্রাস পায়। এ বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃন্ধির সাথে গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক স্রাস পায় বলে AR রেখা MR রেখার উপরে অবস্থান করে।

প্রন্ন >৩১ মি. রাজিব একটি ব্যক্তিগত ফার্মের মালিক। তার ফার্মে উৎপাদিত দ্রব্য আর কেউ উৎপাদন করতে পারে না। তিনি নিজেই দ্রব্যের দাম ও যোগান নির্ধারণ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলেও মাঝে মাঝে তিনি লোকসানের শিকার হন।

সৈরকারি আজিজুল হক কলেজ, বসুড়া । প্রশ্ন নং ৫/

- ক. বাজার কী?
- খ. একটি প্লান্ট নিয়ে কি একটি ফার্ম হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।২
- উদ্দীপকে বর্ণিত ফার্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রাজিবের ফার্মের অম্বাভাবিক মুনাফা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর ক্ষাক্ষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

ব 'একটি প্লান্ট নিয়ে একটি ফার্ম গড়ে উঠতে পারে'– কথাটির সত্যতা রয়েছে।

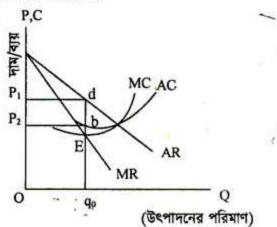
একই ব্যবস্থাপনা বা মালিকানায় উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্লান্ট (Plant) থাকতে পারে। এ প্লান্টগুলোর সমষ্টি হলো ফার্ম। সাধারণত প্লান্ট একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় বলে এর পরিধি সীমিত। একটি প্লান্ট একটি বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদনে সচেন্টা হয় বলে ফার্মের সাথে এর তেমন পার্থক্য নেয়। ফার্ম গড়ে ওঠে এক বা একাধিক প্লান্টের মাধ্যমে। এই এক একটি প্লান্ট এর সমন্বয়ে গড়ে উঠে ফার্ম। তবে পণ্য উৎপাদনের ধরন অনুযায়ী একটি প্লান্ট নিয়ে একটি ফার্ম হতে পারে। ধরি 'ক' একটি ফার্ম, যা একমাত্র প্লান্টের মাধ্যমে পণ্য প্রস্তুত করে। এক্ষেত্রে একটি প্লান্টের সমন্বয়ে একটি ফার্ম গড়ে উঠতে পারে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রাজিবের ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য একচেটিয়া বাজারের উৎপাদিত পণ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যে বাজারে অসংখ্যক ক্রেতা ও একজনমাত্র বিক্রেতা বা উৎপাদক থাকে এবং পণ্যটির কোনো নিকট পরিবর্তক থাকে না, তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। সাধারণত এ বাজারে এককভাবে বিক্রেতা বা উৎপাদক তার ইচ্ছামতো দ্রব্যের দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া উৎপাদক যে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রয় করে সে দ্রব্যের তেমন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই। যেমন— বাংলাদেশে তিতাস গ্যাস, অক্সিজেন ইত্যাদির বাজার।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাজিব যে ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করনে তা অন্য কেউ করে না। এমনকি তিনি নিজেই দ্রব্যের দাম ও যোগান নির্ধারণ করেন। তাই কোম্পানি ইচ্ছা অনুসারে দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে। কাজেই বলা যায়, রাজিবের উৎপদিত পণ্যটি একচেটিয়া বাজারের পণ্য।

য উদ্দীপকে বর্ণিত মি. রাজিবের ফার্মটি বলতে একচেটিয়া বাজারকে ইঞ্জিত করা হয়েছে। নিচে এ ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো— একচেটিয়া বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় আয় (AR) বা দাম (P) যদি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের (AC) চেয়ে বেশি হয় তাহলে ফার্ম স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

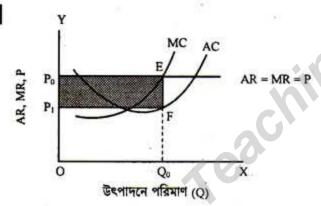


চিত্রে MC হচ্ছে প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং MR হচ্ছে প্রান্তিক আয় রেখা। E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে OP_1 ভারসাম্য দাম এবং OQ_0 ভারসাম্য পরিমাণ, এখানে OQ_0 উৎপাদন স্তরে গড় আয়, গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি। তাই ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

আমরা জানি, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC) = $(AR \times Q)$ – $(AC \times Q)$ = $P_1Oq_0d - P_2OQ_0b$ = P_1P_2bd

সূতরাং ফার্ম ভারসাম্য বিন্দু E-তে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছে। এ মুনাফার পরিমাণ হলো $P_1 db P_2$ ক্ষেত্রের সমান।

রম > ৩১



|वगुष्ठा क्राग्येनरभन्धे भावनिक म्कून ७ करनवा । श्रप्त नः ८/

ক, স্বাভাবিক মুনাফা কী?

খ. উদ্দীপকের গড় আয় (AR), প্রাম্ভিক আয় (MR) ও দাম (P) রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপক হতে মোট আয় (TR), মোট ব্যয় (TC) ও মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ কর।

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ফার্মে বা বাজারে স্বল্পকালে মোট আয় ও মোট ব্যয় হয়, সেটাই হলো সেই ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। ফলে কোনো একজন ক্রেতার পক্ষে পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার একজন বিক্রেতা পণ্যের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে পণ্যের বাজার যোগান রেখা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার

পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে উদ্দীপকের পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর (MR) ও দাম (P) রেখা ভূমি অক্ষে সমান্তরাল হয়।

উদ্দীপকে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নিচে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো— স্বন্ধমেয়াদে কোনো ফার্ম তখনই ভারসাম্যে পৌছে যখন নিম্নোক্ত শর্ত প্রতিপালিত হয়। পূর্ণপ্রতিযোগিতার অধীনে ভারসাম্যের শর্ত হলো দুটি: ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ MR = MC হবে। ভারসাম্য বিন্দুতে MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল হবে। বা, MR রেখা MC রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে যাবে। উদ্দীপকের চিত্রে OQo উৎপাদন স্তরে E বিন্দুতে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হবে। অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ = (আয় — ব্যয়) = OPoEQo — OPIFQo = PIPoEF পরিমাণ।

শ্র অতএব উদ্দীপকের চিত্রে ভারসাম্য দাম OP₀ এবং ভারসাম্যের পরিমাণ OQ₀ নির্ধারিত হয়েছে।

আ উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রের আলোকে ফার্মের মোট আয় — মোট ব্যয়
এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।
ফার্মের যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় (MR) প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা
পরস্পর ছেদ করে এবং (MR) এর ঢাল অপেক্ষা MC এর ঢালকে
নিচের দিক হতে ছেদ করে সেখানে ফার্মিট ভারসাম্য অর্জন করে। এ

অবস্থায় নির্ধারিত দামে মোট আয় (TR) এবং গড় ব্যয় (AC) রেখার ভিত্তিতে মোট ব্যয় (TC) নির্ধারিত হয়। আর TR ও TC এর ব্যবধান

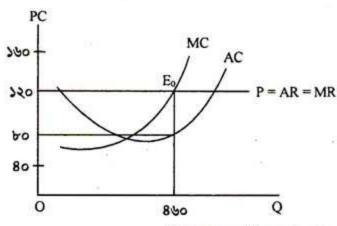
হলো মুনাফা।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, E বিন্দুতে MR ও MC রেখা পরস্পর ছেদ করেছে এবং এখানে MR-এর ঢাল অপেক্ষা MC এর ঢালকে নিচের দিক হতে ছেদ করে। তাই E বিন্দুতে ফার্মটি ভারসাম্য অর্জন করে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম OP₀ ও ভারসাম্য পরিমাণ OQ₀। সূতরাং মোট আয় (TR) = OP₀ × OQ₀ = OP₀EQ₀

আবার, AC রেখার ভিত্তিতে একক প্রতি ব্যয় OP কাজেই মোট ব্যয় $(TC) = OP_1 \times OQ_0 = OP_1FQ_0$

সুতরাং, মুনাফা (π) TR - TC = Op_1EQ_1 - $OP_2FQ_1 = P_1P_0EF$ যা ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

প্রাম > ৩৩ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[मिनाष्मभूत मतकाति करनषा । अत्र नः ७/

ক. মনোপসনি বাজার কাকে বলে?

খ. ফার্ম ও শিল্প কি একই ধারণা? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দুতে মুনাফার পরিমাণ কত?

ঘ, গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ টাকা হলে মুনাফার পরিমাণে বি পরিবর্তন হবে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোপসনি বাজার হলো এমন এক ধরনের বাজার, যেখানে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হলেও ক্রেতা একজন।

🔞 সাধারণত ফার্ম ও শিল্প দুটি ভিন্ন ধারণা। কিন্তু একচেটিয়া ফার্ম ও শিল্প অভিন ।

একই ব্যবস্থাপন ও মালিকানার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনকারী ম্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিটকে ফার্ম বলে। <mark>আ</mark>র সমজাতীয় বা একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কিন্তু বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে ক্রিয়াশীল সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। তাই ফার্ম হলো শিল্পের সদস্য। কিন্তু একচেটিয়ায় শুধু একটি ফার্ম নিয়ে শিল্প গঠিত হয় বলে এই বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই ধারণা।

📆 উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্র থেকে বলা যায় ফার্মটির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফা লক্ষণীয়।

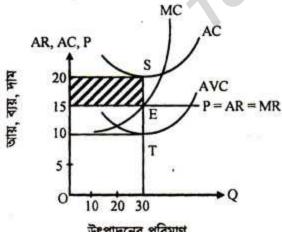
আমরা জানি,

মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC) $= (AR \times Q) - (AC \times Q)$

চিত্রানুসারে, AR = P = 120 টাকা, Q = 460 একক এবং AC = 80 টাকা। অতএব, সংশ্লিষ্ট ফার্মটির মুনাফা $(\pi) = (AR \times Q) - (AC \times Q)$

- = (120 × 460) (80 × 460) [মান বসিয়ে]
- = (55200 36800) টাক
- = 18400 টাকা।
- ∴ভারসাম্য Eo বিন্দুতে নির্ণেয় মুনাফা 18400 টাকা।

ঘ গড় খরচ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ টাকা হলে ফার্ম স্বব্ধকালে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এতে স্বল্পকালে ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালু রাখতে পারে। যদি AC < P < AVC হয় অর্থাৎ পণ্যের গড় ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হলেও যতক্ষণ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশি থাকবে ততক্ষণ ক্ষতি শ্বীকার করেও উৎপাদন চালিয়ে যাবে। কিন্তু দাম (P) গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) অপেক্ষা কম হলে উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। কারণ উৎপাদন চালু রাখতে স্থির ব্যয়ের কিছু অংশ-উঠবেই না বরং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অংশবিশেষ ক্ষতি হবে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



উৎপাদনের পরিমাণ

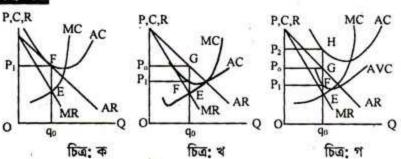
চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে আয়, ব্যয়, দাম, (AR, AC, P) নির্দেশ করা হলো। 460 একক উৎপাদনস্তরে E বিন্দুতে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC এবং পর্যাপ্ত শর্ত MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল এবং AC < P < AVC পালিত হয়। এককপ্রতি পণ্যের বিক্রয়মূল্য 120 টাকা ও ব্যয় 160 টাকা। তাই এককপ্রতি লোকসান (160 – 120) বা 40 টাকা।

∴460 একক উৎপাদনস্তরে মোট আয় (TR) = (120 × 460) = 55200 টাকা এবং মোট ব্যয় (TC) = (160 × 4600) = 73600 টাকা।

∴ মোট ক্ষতি = TC – TR = (73600 – 55200) = 18400 টাকা।

অর্থাৎ ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে এবং 18400 টাকা <u>লোকসান বহন করে। স্বল্পকালে ফার্ম যদি উৎপাদন না করে তবে</u> ফার্মকে ST পরিমাণ স্থির ব্যয় বহন করতে হয়। তাই ফার্ম টিকে থাকার জন্য ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখে।

27 DO8



|बारुयम উদ्দिन गार गिंगु निरक्छन स्कून ७ करनज, शारेवान्था 🛭 श्रप्त नः ७/

- ক. মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্ত ২টি লেখ।
- কোন বাজারে দ্রব্যের এককগুলো সমজাতীয় এবং কেন? ২
- গ. 'খ' চিত্রের মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের কোন চিত্রে ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদনকারী উৎপাদন করবে? উৎপাদন করার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক মুনাফা সর্বোচ্চ করণের ২টি শর্ত হলো:
- ১. প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC)
- ২, প্রান্তিক আয় রেখা (MR) প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখাকে নিচের দিকে থেকে ছেদ করে।
- য যেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায়, তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। আর সমজাতীয় দ্রব্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পাওয়া যায়। কেননা, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পণ্যগুলোর একক এমন হয় যা পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে একই গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে অথচ এদের পৃথক করা যায়।
- ল উদ্দীপকের 'খ' চিত্রটি একচেটিয়া কারবারের অস্বাভাবিক মুনাফাকে নির্দেশ করছে। নিম্নে 'খ' চিত্রের মাধ্যমে উক্ত ফার্মের মুনাফা নির্ণয় করা হলো-

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OQ) উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (P,C,R) দাম, আয় ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। চিত্রে AR ও MR হলো যথাক্রমে একচেটিয়া কারবারের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা, AC ও MC হলো যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এক্ষেত্রে E বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC এবং পর্যাপ্ত শর্ত MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল পালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্তরূপে ফার্মের মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

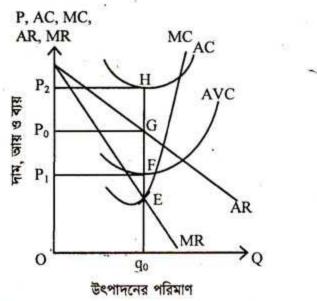
আমরা জানি, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC) উদ্দীপকে দেখা যায়, মুনাফা = $(OP_0Gq_0 - OP_1Fq_0) = P_1P_0GF$ । উদ্দীপক অনুসারে এই PoPiGF হলো ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা। কেননা এখানে AC রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করছে।

সুতরাং চিত্রে 'খ' রেখাটি স্বল্পকালে P₁P₀GF পরিমাণ অতিরিক্তি মুনাফা অর্জন করবে।

য উদ্দীপকে 'গ' চিত্রে একচেটিয়া কারবারি ক্ষতি শ্বীকার করেও উৎপাদন করবে। উৎপাদন করার কারণ বিশ্লেষণ করা হলো— অভিকত চিত্রটি দেখলে বলা যায়, গড় ব্যয় Hqo গড় আয় Gqo হলে এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ফার্মটি P2HGP0 ক্ষেত্রের সমান ক্ষতির সমূখীন হবে। এ অবস্থায় উদ্যোক্ত উল্লিখিত। ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি শ্বীকার করে উৎপাদন কার্য চালিয়ে যাবেন কি না তা

https://teachingbd24.com

বিবেচনা করতে হবে।



শ্বন্ধকালে ফার্মের ক্ষতি হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ করলেও উদ্যোক্তাকে মোট স্থির ব্যয়ের সম্পূর্ণটাই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ করলে উদ্যোক্তাকে $\mathrm{OP_1Fq_0}$ ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতেই হয়। এ অবস্থায় বয়য় বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন কার্য চালিয়ে গেলে উদ্যোক্তাকে $\mathrm{P_2HGP_0}$ ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতে হয়। কিন্তু উৎপাদনকারী উৎপাদন না করলে $\mathrm{OP_2Hq_0}$ পরিমাণ ক্ষতি বহন করতে হয়। ফলে বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্য উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করবেন।

প্রশা > তে উদ্দীপক-১: রহিমা খাতুন একটি গ্রামে বসবাস করেন। সেখানে তিনি অল্প দামের মধ্যেই প্রতিদিন টাটকা সবজি, মাছ, দুধ ক্রয় করেন। রহিমা খাতুনের নিকট কুমিল্লার খাদি পোশাক খুবই প্রিয়। তার ভাই সাঈদ মালেশিয়া থাকেন। তিনি রহিমা খাতুনকে বলেন যে, এখানেও বাংলাদেশি কিছু জিনিস পাওয়া যায়।'

উদ্দীপক-২: সেলিম একটি বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে জানেন, যে দ্রব্যের কোনো নিকট বিকল্প নেই। তিনি এককভাবে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রয় করে থাকেন। এ বাজারে কোনো ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না। তিনি প্রচুর মুনাফাও অর্জন করেছেন।

|क्रान्टेनरयन्टे करमण, कृषिवा । अन्न नर ०/

ক, বাজার কী?

- খ. একচেটিয়া কারবারি কী একই সাথে দাম ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
- গ্র উদ্দীপক-১ তে বর্ণিত বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারের পরিচয় দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপক-২ তে বর্ণিত বাজারের বিপরীত যে বাজার রয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর কষাক্ষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয় হয়।

থ একচেটিয়া কারবারে বিবেচ্য দ্রব্যের কোনো নিকট পরিবর্তক না থাকায় বিক্রেতা তার ইচ্ছানুযায়ী দাম ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সাধারণত একচেটিয়া কারবারে বিক্রয়যোগ্য কোনো দ্রব্যের কেবল একটি মাত্র ফার্ম থাকে। ফলে একচেটিয়া কারবারি দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে দ্রব্যটির দাম নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, একচেটিয়া কারবারি তার ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যের যোগান পরিবর্তন করে দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারি একই সাথে দাম ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্র উদ্দীপক-১ এ বর্ণিত বাজারগুলো হলো- অতিস্বল্পকালীন বাজার, জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার। নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

- ১. অতি স্বল্পকালীন বাজারে: যে দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘন্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়। যেমন- মাছ, দুধ, শাকসবজি ইত্যাদির বাজার। এ বাজারে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এবং চাহিদার পরিবর্তনে দামের পরিবর্তন ঘটে।
- জাতীয় বাজার : কোনো পণ্যের বাজার যদি একটি দেশের সকল বিভাগ তথা সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত হয় তাহলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন- দেশীয় বয়ৢ, প্রসাধনী প্রভৃতির বাজার জাতীয় বাজার। যেমন : টাজাাইলের কাপড়ের বাজার।
- আন্তর্জাতিক বাজার: কোনো দ্রব্যের বাজার যদি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কয়েকটি দেশজুড়ে তথা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত থাকে, তবে তার বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন- বাংলাদেশের পাটের বাজার, তৈরি পোশাকের বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি।

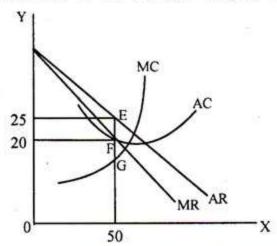
সুতরাং উদ্দীপকে সবজি, মাছ, দুধ এর বাজার হলো অতি স্বল্পকালীন বাজার, কুমিল্লার খাদি পোশাক জাতীয় বাজার এবং মালেশিয়ার বাজারে পাওয়া বাংলাদেশি পণ্য হলো আন্তর্জাতিক বাজার।

য উদ্দীপক-২ তে বর্ণিত বাজারটি হলো একচেটিয়া বাজার। এ বাজারের বিপরীত বাজার হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। নিচে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

১. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের দ্রব্যগুলো সমজাতীয় (homogenous product), ২. বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা বিদ্যমান, ৩. সমগ্র বাজার বা শিল্পের প্রেক্ষিতে দাম নির্ধারিত হয়, যা স্থির থাকে, ৪. ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে সহজে বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ থাকে, ৫. বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলোর পূর্ণ গতিশীলতা থাকে, ৬. বাহ্যিক প্রভাব অকার্যকর, ৭. নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে একটি মাত্র মূল্য বিরাজ করে, ৮. বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সিন্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে, ৯. পণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য, ১০. বিক্রেতা মূনাফা সর্বোচ্চকরণে আর ক্রেতা উপযোগ সর্বোচ্চকরণে আগ্রহী এবং ১১. এ বাজারে মোট আয় (TR) রেখা সরলরৈখিক ও মূলবিন্দুগামী এবং গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) এবং দাম (P) পরস্পর সমান, AR = MR = P রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

সুতরাং উদ্দীপক-২ তে বর্ণিত বাজারটি হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, যা উদ্দীপক-১ এ বর্ণিত একচেটিয়া বাজারের বিপরীত।

প্রসা≯ত৬ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



|जान-जामिन এकारक्यी स्कून এङ करनज, ठाँमभुत । अभ नः ८/

- ক. বাইলেটারেল মনোপলি বাজার কী?
- খ. একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর, কখন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে?

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

বাজারে একজন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতা থাকলে তাকে বাইলেটারেল মনোপলি বা দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে।

একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়, কারণ ফার্ম তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই ফার্মটি তার ইচ্ছানুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে। এজন্যই একচেটিয়া বাজারে ফার্ম বা বিক্রেতাকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়।

া উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্র থেকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মুনাফা নির্ণয় করা হলো।

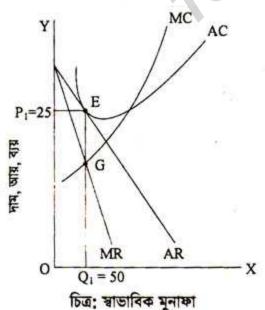
বাজারে ভারসাম্য অর্জনের জন্য দুটি শর্ত পালন করতে হয়। (ক) প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC (খ) পর্যাপ্ত শর্ত MC > MR রেখার ঢাল। কোনো ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে তার প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পরকে ছেদ করে তথা MR = MC হওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বলা যায় উদ্দীপকের G বিন্দুতে ভারসাম্যের দুটি শর্তই পালিত হয়েছে। তাই G বিন্দুই ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম 25 এবং ভারসাম্য পরিমাণ 50 একক। এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় (TR) = AR × Q

$$= 25 \times 50 = 1250$$

মোট ব্যয় (TC) = AC × Q = 20 × 50 = 1000
∴ মুনাফা = TR – TC = 1250 – 1000 = 250
সূতরাং ফার্ম E বিন্দুতে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে। এ মুনাফার
পরিমাণ হলো 250।

য একচেটিয়া ফার্ম একজন শক্তিশালী উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা হলেও তার পক্ষে সবসময় চিত্রে প্রদর্শিত মুনাফা তথা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না। কারণ—

ম্বল্পকালীন সময়ে কখনো একচেটিয়া ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় এমন পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে পারে সেখানে ভারসাম্য বিন্দুতে তার গড় আয় (AR) = গড় ব্যয় (AC) অর্থাৎ AR = AC হয়। এ অবস্থায় ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। তাই বলা যায় একচেটিয়া ফার্মের জন্য এমন ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টি হলে তার পক্ষে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো—



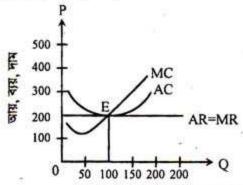
চিত্রে G বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম শর্ত MR = MC এবং ২য় শর্ত MR- এর ঢাল MC-এর ঢাল অপেক্ষা ছোট; উভয় শর্ত পালিতে হয়েছে এবং P = AC হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দাম OP = 25 এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ = 50

- ∴ মোট আয় (TR) = AR × Q = 25 × 50 = 1250
- ∴ মোট ব্যয় (TC) = AC × Q = 25 × 50 = 1250

মুনাফা (π) = TR – TC = 1250 – 1250 = O

∴ AC এর মধ্যে মুনাফা অন্তর্ভুক্ত যা স্বাভাবিক মুনাফাকে নির্দেশ করবে। কাজেই উদ্দীপকে ভারসাম্যে দুটি শর্ত পালিত হলেও অতিরিক্ত শর্ত P = AC হলে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রস ১৩৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা নিচে দেখানো হলো:



|मची पुत मतकाति करना । अभ नः ०।

- ক. বাজার বলতে কী বোঝ?
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় রেখা ভূমি অক্ষের
 সমান্তরাল হয় কেন?
- গ. উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য বিন্দু চিহ্নিত করে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ঘ. যদি বাজার দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৩০০ টাকা, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক এবং প্রতি একক দ্রব্যের গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ টাকা হয়, তবে ফার্মটির মুনাফার পরিমাণের পরিবর্তন নির্ণয় করো।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে কোঝায়, যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দরকষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়।

য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মগুলো পূর্ব নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট দামে পণ্য বিক্রয় করে বলে গড় আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ফার্ম পূর্ব থেকে নির্ধারিত দাম মেনে নিয়ে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে। কোনো ফার্ম নির্ধারিত দামকে এককভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। অর্থাৎ একটি ফার্ম পণ্যের বিক্রির পরিমাণ বাড়ালে বা কমালে দামের কোনো পরিবর্তন হয় না তথা পূর্ব নির্ধারিত দামে স্থির থাকে। এ জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

উদ্দীপকের চিত্র অনুযায়ী ফার্মটি E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে এবং এ অবস্থায় সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

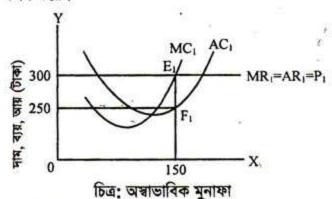
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে অবস্থায় একটি ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয় এবং MR-এর ঢাল অপেক্ষা MC এর ঢাল বেশি হয়, তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC এবং পর্যাপ্ত শর্ত MR এর ঢাল < MC এর ঢাল।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, E বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে। অর্থাৎ E বিন্দুতে MR = MC হয় এবং MR এর ঢাল অপেক্ষা MC এর ঢাল বেশি। তাই E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম 200 একক এবং পরিমাণ 100 একক। ফলে, ফার্মের মোট আয়, TR = 200 × 100 = 20000 একক। আবার, 100 এক পরিমাণে গড় ব্যয় হলো 200 একক। তাই মোট ব্যয়, TC = 200 × 100 = 20000 একক।

- ∴ মুনাফা, π = TR TC = 20000 20000 = 0
- 🔆 ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

যদি বাজার দাম বৃদ্ধি পেয়ে 300 টাকা, উৎপাদনের পরিমাণ 150 টাকা এবং গড় ব্যয় 250 টাকা হয়, তাহলে ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করবে। তাই মুনাফার পরিমাণের পরিবর্তন হবে অর্জিত অস্বাভাবিক মুনাফার সমান।

সাধারণত ভারসাম্য অবস্থায় বাজার দাম বা প্রান্তিক আয় (MR) অপেক্ষা প্রতি একক দ্রব্যের গড় ব্যয় (AC) কম হলে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।



বাজার দাম বৃদ্ধি পেয়ে 300 টাকা হলে ফার্মটি উপরের চিত্রে E_1 = বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে। কারণ E_1 বিন্দুতে MR = MC এবং MR এর ঢাল < MC এর ঢাল হয়। এক্ষেত্রে, ফার্মটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ 150 একক। তাই, মোট আয়, $TR = (300 \times 150)$ বা 45000 টাকা। আবার, 150 একক উৎপাদনে গড় ব্যয় 250 টাকা হয়। তাই, ফার্মটির মোট ব্যয়, $TC = (250 \times 150)$ বা 37500 টাকা।

সুতরাং, ফার্মটির মুনাফা,

 $\pi_1 = TR - TC = (45000 - 37500)$ টাকা = 7500 টাকা অর্থাৎ, ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

যেহেতু উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তথা $\pi=0$ হয়, সেহেতু ফার্মটির মুনাফার পরিমাণের পরিবর্তন,

 $\Delta \pi = \pi_1 - \pi = (7500 - 0)$ টাকা = 7500 টাকা ∴ মুনাফার পরিবর্তন 7500 টাকা ।

প্রশ্ন > তচ্চ মি. দিপু তার পরিবারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী 'X' ও 'Y' দুটি বাজার হতে ক্রয় করেন। তিনি দেখলেন, 'X' বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করছে, বাজার সম্পর্কে সবার পূর্ণ ধারণা রয়েছে। কিন্তু 'Y' বাজারে গিয়ে দেখলেন, তার প্রয়োজনীয় পণ্যের বিকল্প নেই এবং বেশি দাম সত্ত্বেও কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

|ठिग्रेशाय करनज । श्रम नः ८/

- ক, বাজার বলতে কী বোঝ?
- খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই কেন?
- গ. 'X' ও 'Y' এই দুই ধরনের বাজারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।
- ঘ, 'X' ও 'Y' দুটি বাজারের মধ্যে কোনটিতে ক্রেতা অধিক লাভবান হয়? ব্যাখ্যা করো।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দরকষাক্ষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকৈ ফার্ম বলা হয়। আবার, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম বা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য থাকে না এবং উক্ত ফার্ম ব্যতীত অন্য কোনো ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। তাই একটি মাত্র ফার্ম উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

ত্ব উদ্দীপকের 'X' বাজারটি হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং
'Y' বাজারটি হচ্ছে একচেটিয়া বাজার। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও
একচেটিয়া বাজারের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা একই সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয়্ম-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। অপরদিকে, যে বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের মোট যোগান প্রদান করে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। নিচে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে। এর ফলে কোনো বিক্রেতা দ্রব্যের যোগানকে এককভাবে প্রভাবিত করে দাম বাড়াতে বা কমাতে পারে না। তাই এই বাজারকে দাম গ্রহীতার (Price Taker) বাজার বলা হয়। অন্যদিকে, একচেটিয়া বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের क्वित्रण विकास के अपनित्रकाती वा विद्वारण थाकि। व कात्रण प्रत्यात्र যোগান বা দামের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। একচেটিয়া কারবারটি ইচ্ছা অনুযায়ী, দ্রব্যের যোগান বা দাম বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে ৷ তাই এই বাজারকে বলা হয়, দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বাজার। দ্বিতীয়ত, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অর্থাৎ বিক্রীত দ্রব্য বিভিন্ন একক, গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই এবং অভিন্ন এককগুলো পরস্পরের পূর্ণপরিবর্তক হয়। অপরদিকে একচেটিয়া বাজারে যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তার কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না। তৃতীয়ত, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা লোকসানের সম্মুখীন হলে বাজার ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে পুনরায় প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে কেবল একজন বিক্রেতা থাকে বলে বাজার ছেড়ে যাওয়া বা নতুন প্রতিযোগী প্রবেশ করতে পারে না।

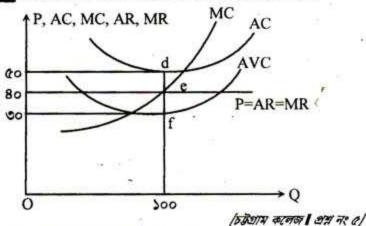
উদ্দীপকের 'X' বা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং 'Y' বা একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা অধিক লাভবান হয়।

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা একই সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। অন্যদিকে, যে বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান প্রদান করে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। ক্রেতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'ধরনের বাজারের মধ্যে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার অধিক গ্রহণযোগ্য।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় কেউ এককভাবে দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করতে পারে না। এই বাজারে একই সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সকল বিক্রেতা একই গুণসম্পন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। ফলে কোনো বিক্রেতা তার দ্রব্য কিছুটা পৃথক প্রকৃতির এমন কথা বলে বেশি দাম আদায় করতে পারে না। সাধারণত পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতা অবাধে প্রবেশ করতে পারে। তাই বাজার সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্পূর্ণ অবগত থাকে। ফলে ক্রেতার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কেউ দাম বেশি আদায় করতে পারে না। তাছাড়া এ বাজারে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতা কারও প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না। ফলে অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিধারিত দাম প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারও থাকে না। অন্যদিকে, একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে। ফলে নতুন কোনো বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে সম্পূর্ণ বাজারের ওপর একচেটিয়া কারবারির একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। একচেটিয়া ফার্ম যে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রয় করে তার কোনো নিকট বিকল্প থাকে না। একচেটিয়া বিক্রেতা এককভাবে উৎপাদন যোগান দিয়ে থাকে। এর ফলে বিক্রেতা পণ্যের দামের ওপর একক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ইচ্ছা করলে দাম বাড়াতে আবার কমাতেও পারে। দাম নিধারণে ক্রেতার কোনো ভূমিকাই থাকে না। বিক্রেতা নিজেই তার পণ্যের দাম ঠিক করে।

ইশরের আলোচনা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনায় একচেটিয়া বাজারে ক্রেতা অধিক সুবিধা ভোগ করে। তাই বলা হার, উদ্দীপকের 'X' বাজার অর্থাৎ পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা অধিক লাভবান হয়।

∠র ১০৯ নিয়ে একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হলো:



ক. একচেটিয়া বাজার বলতে কী বোঝ?

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম শুধুই দাম গ্রহীতা— কেন?

গ. চিত্রানুসারে ফার্মটির আয়, ব্যয় ও মুনাফা/লোকসান পরিমাপ করো।

ঘ. 'AC' রেখাটি নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয় 'e' বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি কী ধরনের মুনাফা করবে? ব্যাখ্যা করো। 8

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে একজন বিক্রেতা এবং অসংখ্য ক্রেতা থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না এবং বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা বিদ্যমান তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। এই দামকে মেনে নিয়ে একটি ফার্ম বাজারের মোট যোগানের সামান্য অংশ উৎপাদন ও সরবরাহ করে। বাজারের প্রচলিত দামের উপর এককভাবে কোনো ফার্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মকে দাম গ্রহীতা (Price taker) বলা হয়।

উদ্দীপকের চিত্রের আলোকে নিচে ফার্মটির আয়, ব্যয় ও মুনাফা
লোকসান পরিমাপ করা হলো—

ভারসাম্য দাম (P) ও পরিমাণ (Q) যথাক্রমে ৪০ টাকা ও ১০০ একক।
আবার, ফার্মটি ভারসাম্য অবস্থায় তথা ১০০ একক উৎপাদনে গড় ব্যয়
(AC) হয় ৫০ টাকা, যা d বিন্দু ছারা প্রকাশ করা হয়েছে।

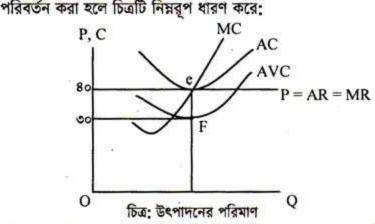
আমরা জানি, ভারসাম্য দামকে (P) উৎপাদনের পরিমাণ (Q) দ্বারা গুণ করে মোট আয় (TR) নির্ণয় করা হয়। আবার ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের গড় ব্যয়কে (AC) উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে গুণ করলে মোট ব্যয় (TC) বের হয়। মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে মুনাফা/লোকসান পরিমাপ করা যায়।

∴ মোট আয়, TR = P × Q = (80 × ১০০) টাকা = 8০০০ টাকা

∴ মোট ব্যয়, TC = AC × Q = (৫০ × ১০০) টাকা = ৫০০০ টাকা।

∴ মোট ক্ষতি = TC – TR = (৫০০০ — ৪০০০) টাকা = ১০০০ টাকা।

এখানে মোট আয় (TR) অপেক্ষা মোট ব্যয় (TC) বেশি হওয়ায় ফার্মটি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আ উদ্দীপকের চিত্রে 'AC' রেখাটি নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে 'e' বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।
উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফর্মের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে। চিত্রটি দেখে বলা যায়, ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ভারসাম্য বিন্দুতে (e) AC রেখা, AR = MR রেখার উপরে অবস্থান করায়, এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন উদ্দীপকের প্রশ্নানুযায়ী প্রয়োজনীয়



পরিবর্তিত চিত্রে দেখা যায়, e বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তদ্বয় পালিত হওয়ায় ফার্মটি সেখানে ভারসাম্য অর্জন করেছে। ভারসাম্য বিন্দু তথা e বিন্দুতে ফার্মটির মোট আয় (TR) ও মোট ব্যয় (TC)-এর পার্থক্যই হবে ফার্মটির মুনাফা কিংবা লোকসান।

∴ মুনাফা = মোট আয় (TR) – মোট বয়য় (TC)

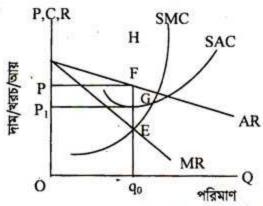
 $= (AR \times Q) - (AC \times Q)$

= {(80 × ১০০) - (80 - ১০০)} টাকা

= (8000 - 8000) টাকা = o টাকা।

এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হওয়ায় ফার্মের মোট মুনাফা শূন্য (০) হয়েছে। অর্থনীতিতে এ অবস্থাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। সূতরাং বলা যায়, চিত্রে প্রদর্শিত 'AC' রেখাটি নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে 'e' বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মিটি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

প্রশ্ন ▶8০



|भारत जागुराज्य मतकाति करनात, ठाउँधाय । श्रम नः ०/

ক, বাজার কাকে বলে?

খ্ৰ. কেন একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতাকে দামের স্রস্টা বলা হয়?

গ. উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মোট মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকে SAC রেখা H বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে উদ্যোক্তা
 উৎপাদন কার্য পরিচালনা করবে কিনা? বিশ্লেষণ কর।

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

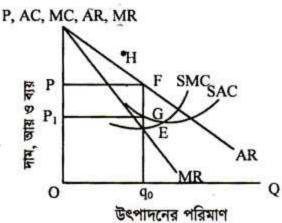
বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

ব একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বলা হয়, কারণ ফার্ম তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই ফার্মটি তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে। এজন্যই একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়। ত্ত্ব উদ্দীপকে ভারসাম্য বিন্দু নির্দিষ্ট করে মুনাফা নির্ণয় করা হলো— বাজারে ভারসাম্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি শর্ত পালন করতে হয়।

- প্রথম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্য়য় (MC)
- ছিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত: MR রেখার ঢাল < MC রেখার ঢাল, ফলে MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠবে।

কোনো ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে তার প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখাছয় পরস্পরকে ছেদ করা তথা MR = MC হওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে যে বিন্দুতে ফার্মের MR ও MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম, আয় ও ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। E বিন্দুতে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শূর্ত পালিত হওয়ার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম OPএবং ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে Oqo। চিত্র অনুসারে দেখা যায়, ফার্ম অম্বাভাবিক মুনাফাসহ ভারসাম্য অর্জন করেছে, কারণ ফার্মের গড় আয় (AR), গড় ব্যয় (AC)-এর চেয়ে বেশি হয়।

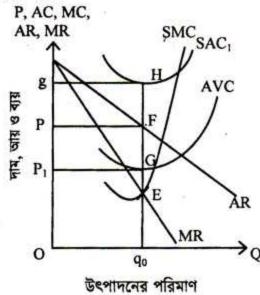
এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় (Total Revenue) = $OP \times Oq_0 = OPFq_0$ মোট ব্যয় (Total Cost) = $OP_1 \times Oq_0 = OP_1 GQ_0$ আমরা জানি,

মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) – মোট ব্যয় (TC) = OPFQ_O – OP₁ Gq₀ = P₁ PFG

যা অম্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

ব প্রশ্নের উত্তর দানের প্রয়োজনে উদ্দীপকের নির্দেশনানুযায়ী, প্রদত্ত চিত্রটি পুনর্বার অভকন করা হলো যেখানে SAC।হলো নতুন গড় ব্যয় রেখা যা H বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করেছে।

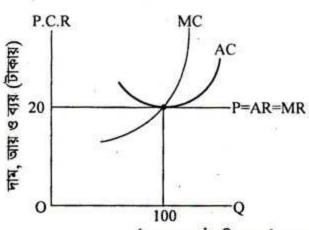
অভিকত চিত্রটি দেখলে বলা যায়, গড় ব্যয় GQ_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে HQ_0 হলে এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ফার্মটি ΔPFH ক্ষেত্রের সমান ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ অবস্থায় উদ্যোক্তা উল্লিখিত ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন কার্য চালিয়ে যাবেন কি না তা বিবেচনা করতে হবে।



ষল্পকালে ফার্মের ক্ষতি হওয়ায় উৎপাদন বন্ধ করলেও উদ্যোক্তাকে মোট স্থির ব্যয়ের সম্পূর্ণটাই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ করলে উদ্যোক্তাকে P₁GHg ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতেই হয়। এ অবস্থায় ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন কার্য চালিয়ে গেলে উদ্যোক্তাকে gPFH ক্ষেত্রের সমান ক্ষতি বহন করতে হয়।

এ অবস্থায় gPFH ক্ষেত্র P₁GHg ক্ষেত্র অপেক্ষা ছোট হওয়ায় বলা যায়, বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্য উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্য পরিচালনা করবেন।





|कब्रगावात मतेकाति करमवा । श्रम नः ०/

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে?

- -----
- খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শি<mark>ব্র</mark> অভিন্ন-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্র হতে ফার্মের মোট মুনাফা নির্ণয় কর।৩ ঘ. যদি ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তাহলে উদ্দীপকের
- ঘ. যাদ ফাম অস্বাভাবিক মুনাফা অজন করে তাহলে ডদ্দীপকের চিত্রে কোন পরিবর্তন হবে কি? ব্যাখ্যা কর। 8

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতার সংখ্যা একজন হলে এবং দ্রব্যটির ঘনিষ্ঠ বিকল্প না থাকলে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

ত্র অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলা হয়। <mark>আবার, কোনো সমজাতীয় দ্রব্য ও সেবা</mark> উৎপাদনের নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

আমরা জানি, একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম বা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া, এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য থাকে না। তাই বলা যায়, একটি মাত্র ফার্ম উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্প অভিন্ন হয়।

া উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত ফার্মটি E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ করে ভারসাম্য অর্জন করেছে। উক্ত বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন 100 একক এবং ভারসাম্য দাম 20 টাকা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে —

এবং মোট ব্যয়, (TC) = (AC × Q)

= (20 × 100) টাকা

= 2000 টাকা

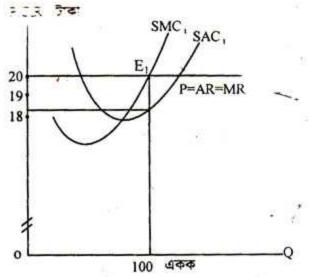
∴ ফার্মটির মোট মুনাফা, (π) = TR – TC

= (2000 - 2000) টাকা = 0 টাকা

সুতরাং E বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য লাভ করায় কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

ইয়া, ফার্ম যদি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তাহলে উদ্দীপকের চিত্রের পরিবর্তন হবে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোনো ফার্মের ভারসাম্য অর্জন দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে SAC রেখা E বিন্দুতে P = AR = MR রেখাকে স্পর্শ করায় ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে।



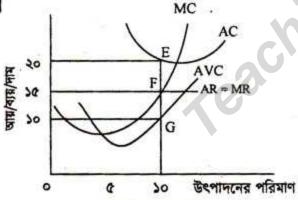
এখানে উদ্দীপক অনুসারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন কল্পনা করা যেতে পারে। যেমন উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে ব্যয় কমলে ফার্মের SAC ও SMC রেখা একটু নিচে নেমে আসতে পারে। ধরা যাক, এ অবস্থায় ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা হলো যথাক্রমে SAC, ও SMC, যা অভিকত নতুন চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এখন নতুন করে অজ্ঞিত চিত্রে E, বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জনের শর্তদ্বয় পূরণ হওয়ায় ফার্ম সেখানে ভারসাম্য অর্জন করে। এক্ষেত্রে পরিমাণ 100 একক ও দাম 20 টাকা নির্ধারিত হয়।

এখন মোট আয় (TR) = (P.Q) = (20 × 100) টাকা = 2000 টাকা। এবং মোট ব্যয় (TC) = (AC.Q) = (18 ×100) টাকা = 1800 টাকা। ∴ মুনাফা = TR – TC = (2000 – 1800) টাকা। = 200 টাকা। সূতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফার্ম E, বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে

অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। তাই বলা যায়, ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা লাভের জায়গায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে গেলে উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত পরিবর্তন ঘটবে ৷





|मत्रकाति (भारताश्वरामी करनज, भिरताजभूत 🛚 अञ्च नः ८/

- ক. বাজার কাকে বলে?
- খ. গড় আয় রেখা নিম্নগামী হয় কেন?
- উদ্দীপকের ভারসাম্য অনুসারে ফার্মের মুনাফা/ক্ষতি নির্ণয় কর ৷৩
- ঘ. AC রেখা F ও G বিন্দুর মধ্যদিয়ে গমন করলে ফার্মটি স্বল্পকালে উৎপাদন চালিয়ে যাবে কি না? মতামত দাও। 8

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর কষাক্ষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

য অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো ফার্ম বা বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করতে হলে তা কম দামে বিক্রয় করতে হয়। অন্যকথায়, দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করতে গেলে দাম কমাতে হয়। এজন্য এরূপ বাজারে যত বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়, দাম বা গড় আয় ততই হ্রাস পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ফার্ম বা বিক্রেতার গড় আয় তথা AR রেখা নিম্নগামী হয়।

থা কোনো ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের জন্য ভারসাম্য বিন্দুতে তার প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয় এবং MR রেখাকে MC রেখা নিচ দিক থেকে ছেদ করে। এ হিসেবে বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে F বিন্দৃতে ফার্ম ভারসাম্যে উপনীত হয়েছে। উক্ত বিন্দৃতে অর্থাৎ ওই ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের মুনাফা/ক্ষতি নিচে নির্ধারণ করা হলো:

আমরা জানি, মুনাফা (π) = মোট আয় (TR) –মোট ব্যয় (TC)

$$= TR - TC$$

ভারসাম্য বিন্দুতে ফার্মের TR = গড় আয় (AR) × দ্রব্যের পরিমাণ (Q)

 $= AR \times Q$

= (১৫×১০) = ১৫০ টাকা [মান বসিয়ে]

TC = গড় ব্যয় (AC) × দ্রব্যের পরিমাণ (Q)

 $= AC \times Q$

= (২০×১০) = ২০০ টাকা [মান বসিয়ে]

এ পরিস্থিতিতে ফার্মের TC > TR হওয়ায় ফার্ম ক্ষতির সমুখীন হয়। ক্ষতির পরিমাণ হলো = TR – TC = (১৫০ – ২০০) = – ৫০ টাকা। সূতরাং উদ্দীপকের ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় ৫০ টাকা ক্ষতি হয়।

য প্রদত্ত উদ্দীপকের চিত্রে কোনো একটি ফার্মের যে ভারসাম্য অবস্থা দেখানো হয়েছে, তাতে দেখা যায়, ভারসাম্য বিন্দু F এ ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন করছে। এ পরিস্থিতিতে উদ্দীপকের চিত্রে যদি ফার্মের AC রেখা F ও G বিন্দুর মধ্য দিয়ে গমন করে তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিম্নাক্তভাবে বিবেচনা করতে হবে:

প্রথমত, যদি AC রেখা F বিন্দু দিয়ে গমন করে তবে ফার্মের আয়-ব্যয়ের অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

মোট আয় (TR) = গড় আয় (AR) × উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

 $TR = AR \times Q$

 $=(26\times 70)$

= ১৫০ টাকা

TC =গড় ব্যয় $(AC) \times$ উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

 \pm AC \times Q = (30 \times 30)

= ১৫০ টাকা

∴ মুনাফা = TR – TC

= (১৫০ – ১৫০) টাকা

= ০ (শূন্য) টাকা।

এক্ষেত্রে ফার্মের মুনাফা ০ (শূন্য)। যা স্বাভাবিক মুনাফা বলে বিবেচিত হয়। স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে থাকলে ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন **চालिए**य यादि ।

দ্বিতীয়ত, যদি ফার্মের AC রেখা G বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তবে ফার্মের আয়-ব্যয় পরিস্থিতি দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

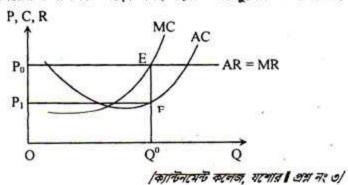
মোট ব্যয় (TC) = গড় ব্যয় (AC) x উৎপাদনের পরিমাণ (Q)

মোট আয় (TR) = (১০ × ১৫) বা, ১৫০ টাকা

∴ মুনাফা (π) = (১৫০ – ১০০) বা ৫০ টাকা

এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হওয়ায় ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন চালিয়ে যাবে।

প্ররা > ৪৩ নিম্নের উদ্দীপকটি পড়ো এবং সংশ্লিফ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



- ক. অর্থনীতিতে বাজার কী?
- খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে 'দাম সৃষ্টিকারী' বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপক থেকে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় এবং সুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মের মুনাফার কী পরিবর্তন ঘটবে? ব্যাখ্যা করো।

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দর-কষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করে।

একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়। কারণ ফার্ম তার ইচ্ছানুযায়ী পণ্যের দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একচেটিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি কেবল একটি ফার্ম দ্বারা উৎপাদিত হয়। তাই ফার্মটি তার ইচ্ছানুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে। এজন্যই একচেটিয়া বাজারে ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী বলা হয়।

প্র উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রের আলোকে ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ফার্মের যে বিক্লতে MP ও MC রেখা প্রস্পারকে ছেদ করে এবং MC

ফার্মের যে বিন্দুতে MR ও MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করে এবং MC রেখার ঢাল MR-এর ঢাল অপেক্ষা বেশি, সেখানে ফার্মটি ভারসাম্য অর্জন করে। এ অবস্থায় নির্ধারিত দামে মোট আয় (TR) এবং গড় ব্যয় AC রেখার ভিত্তিতে মোট ব্যয় TC নির্ধারিত হয়। আর TR ও TC-এর ব্যবধানই হলো মুনাফা।

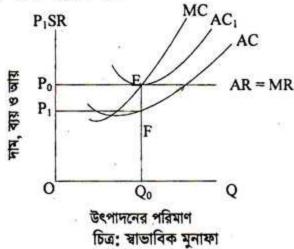
চিত্রে, E বিন্দুতে MC = MR এবং MC এর ঢাল > MR এর ঢাল হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম OP, এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ,।

সূতরাং মোট আয় $TR = OP_o \times OQ_o = OP_o EQ_o$ আবার, AC রেখার ভিত্তিতে একক প্রতি ব্যয় OP_1 । কাজেই মোট ব্যয় $TC = OP_1 \times OQ_o$

= OP₁ FQ₀ সূতরাং মুনাফা (π) = TR – TC = OP₀ EQ₀ – OP₁ FQ₀ = P₁P₀ EF

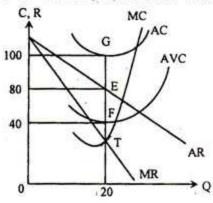
যা ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

য উদ্দীপকে, উল্লিখিত AC রেখা E বিন্দুতে স্পর্শ করলে ফার্মটি ষাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। আমরা জানি, ফার্মের ক্ষেত্রে TR = TC হলে স্বাভাবিক মুনাফা, TR > TC হলে অস্বাভাবিক মুনাফা এবং TR < TC হলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।



চিত্রে লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক গড় ব্যয় (AC), F বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে ফার্মটি P1PoEF পরিমাণ অস্থাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। এখন AC রেখা যদি E বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে গড় ব্যয় রেখা AC1 হলে ফার্মটির একক প্রতি ব্যয় হয় OPo। ফলে TC = OPo × OQo = OPo EQo। এক্ষেত্রে $TR = OPo \times OQo = OPo$ EQo। অর্থাৎ TR = TC হওয়ায় মুনাফা শূন্য। $(\pi) = OPo$ EQo - OPo EQo = O। সূতরাং, AC রেখা E বিন্দৃতে স্পর্শ করলে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

প্রশ ▶ 88 চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:



|निवेत एक करमान, यग्रयनिश्ह । श्रप्त नः २

2

9

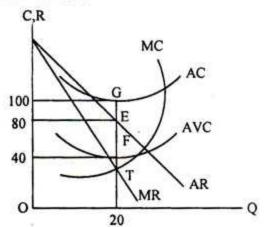
- ক, বাজার কী?
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে P = AR = MR হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের চিত্র হতে মোট স্থির ব্যয় নির্ণয় করো।
- উদ্দীপকের চিত্র হতে মুনাফা নির্ণয় করে মন্তব্য করে।

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দর কমাকমির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম (P), গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) পরস্পর সমান হওয়ায় গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। যেমন- একটি ফার্ম (একজন কৃষক) গম উৎপাদন ও বিক্রি করে। গমের সামগ্রিক বাজারে গমের দাম নির্দিষ্ট থাকে। আর এই নির্দিষ্ট দাম (ভারসাম্য দাম) বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দাম পূর্ণ প্রতিযোগী শিল্পের অধীনে সকল ফার্মের জন্য প্রযোজ্য। উক্ত দাম মেনে নিয়ে একটি ফার্ম যতটা গম বিক্রি করতে চায়, ততটাই তার পক্ষে সম্ভব। যেহেতু ভারসাম্য দাম ফার্ম মেনে নেয় এবং দামের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে না তাই পূর্ণ প্রতিযোগী ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা রেখা তথা গড় আয় = প্রান্তিক আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

ত্রী উদ্দীপকের আলোকে ফার্মের মোট স্থির ব্যয়ের বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো—



চিত্রে, ভূমি (OQ) অক্ষে উৎপাদন এবং লম্ব (C, R) অক্ষে ব্যয় ও আয় দেখানো হয়েছে। চিত্রে AR ও MR হলে যথাক্রমে একচেটিয়া কারবারির গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। AC, AVC ও MC হলো যথাক্রমে গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। চিত্রে দেখা যায়, T বিন্দুতে 20 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে MR = MC হলে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু

ক্রিটে হয় এ প্রেক্ষিতে দাম 40 অবস্থায় TVC = AVC × Q বা, 40 × = 800 এবং TFC = FG = (100 – 40) × 20 = 1200। মোট ব্যয় TC = TVC + TFC = 800 + 1200 = 2000 এখানে লোকসান স্থির ব্যয় অপেক্ষা কম। লোকসান হলো GE এবং স্থির ব্যয় TFC হলো GF = 1200। এ অবস্থায় লোকসান হলেও উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ষা উদ্দীপকের চিত্র হতে মুনাফা নির্ণয় করা হলো।
দাম যা দিতে প্রস্তুত, তা গড় ব্যয়ের চেয়ে যদি কম হয়, তবে একচেটিয়া
কারবারে লোকসান হয়। চিত্রে MC = MR দ্বারা T বিন্দুতে ভারসাম্য
উৎপাদনের পরিমাণ 20 নির্ধারিত হয়। এই উৎপাদনে মোট ব্যয় ও মোট
আয় নির্ণয় করা যায়। তবে মোট ব্যয় আবার মোট স্থির ব্যয় ও মোট
পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

∴

ড়তি/লোকসান 400 টাকা।

এখানে লোকসান স্থির ব্যয় অপেক্ষা কম। ক্ষতি হলো 400 টাকা এবং স্থির ব্যয় হলো 1200 টাকা। কাজেই লোকসানের অজুহাতে উৎপাদন বন্ধ করলে তার লোকসান আরও বাড়বে। উৎপাদন বন্ধ করলে তাকে স্থির ব্যয়ের সমান লোকসান বহন করতে হবে। আর বন্ধ না করলে কেবল 400 টাকা ক্ষতি বহন করতে হবে। কাজেই উৎপাদনকারী এ অবস্থায় তার উৎপাদন বন্ধ না করে চালিয়ে যাবে। কারণ স্বল্পকালে দাম যতক্ষণ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকসান হলেও একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রর ►৪৫ হায়দার আলী মাছের আড়তদার। তার মতো আরো আনেকেই বাজারে এ ব্যবসায় জড়িত। বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও অনেক। ক্রেতা বিক্রেতার দর ক্যাক্ষির মাধ্যমে মাছের দাম নির্ধারিত হয় এ ব্যবসায় হায়দার আলী দেখতে পায় কোনো দিন তার অনেক লাভ হয়। কোনো দিন তার আয়-বয়য় সমান। আবার কোন দিন তার লোকসান হয়নি।

সিফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এক কলেজ, গাজীপুর । প্রশ্ন নং ৫/

ক. স্বাভাবিক মুনাফা কী?

খ, জাতীয় বাজার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. হায়দার আলী যে বাজার সম্পর্কে আলোকপাত করেছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উক্ত বাজারের লোকসান অবস্থায় স্বল্পকালীন ভারসাম্য চিত্রের
সাহায্যে দেখাও।
 ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

যখন মোট আয় ও মোট ব্য়য় সমান অবস্থায় মুনাফার পরিমাণ শূন্য
 হয়, তখন তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে।

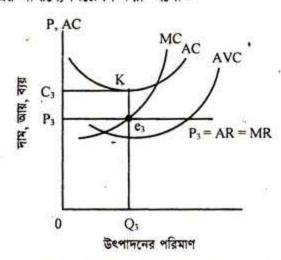
যা যেসব দ্রব্যের কেনাবেচা দেশের মধ্যে সমগ্র স্থান জুড়ে বিস্তৃত থাকে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন: চাল, কাপড়, কাগজ, ওষুধ প্রভৃতি। এসব দ্রব্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজেই আনা নেওয়া করা যায় এবং সর্বত্র এগুলো বিক্রি করা যায়। সতরাং এসব দ্রব্যের বাজার জাতীয় ভিত্তিক। এ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা হয় ব্যাপক ও উৎপাদনের পরিমাণ হয় বেশি।

গ হায়দার আলী যে বাজার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন সেটি হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। নিচে এ বাজারের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশি হয়। এজন্য এখানে কোনো একজন ক্রেতা ও বিক্রেতা এককভাবে দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে দ্রব্যের সামগ্রিক যোগানের উপর তথা দ্রব্যের দামের উপর কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আবার এ বাজারে যে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয় তার এক এককের সাথে অন্য এককের কোনোরূপ পার্থক্য থাকে না। এ অবস্থায় কোনো বিক্রেতার প্রতি কোনো ক্রেতার পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়েরই পূর্ণ জ্ঞান থাকে। তাই ক্রেতার পক্ষে কোনো দ্রব্য কম দামে ক্রয় করা অসম্ভব এবং বিক্রেতার চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে যে দাম নির্ধারিত হয় তা সর্বত্রই সমান থাকে। ঐ দামে যেকোনো ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোনো পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারে। একক প্রচেন্টায় ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ দামের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এ বাজারে ক্রেতাদের আচরণ যুক্তিসংগত হতে হবে। দ্রব্যের গুণাগুণ বিবেচনা করে ক্রেতা যতদূর সম্ভব কম দামে যে কোনো বিক্রেতার কাছ থেকে দ্রব্যটি ক্রয় করবে।

যা উদ্দীপকের হায়দার আলী যে বাজারে ব্যবসায় করে তা হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। নিচে লোকসান অবস্থায় ফার্মের স্বল্পকালীন দাম নির্ধারণ চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো—



চিত্র: ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া

চিত্রে e_3 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে ফলে OP_3 ভারসাম্য দাম এবং OQ_3 ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং AC > P > AVC অর্থাৎ $C_3 > P_3 > AVC$ হওয়ায় ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে।

মোট আয়,
$$TR = OP_3 \times OQ_3 = OP_3e_3Q_3$$

মোট ব্যয়, $TC = Q_3K \times OQ_3 = OC_3KQ_3$
্ ক্ষতি = $TC - TR = OC_3KQ_3 - OP_3e_3Q_3$

়: ক্ষতি = $TC - TR = OC_3KQ_3 - OP_3e_3Q_3 = P_3e_3KC_3$ অর্থাৎ ফার্মিট স্বল্পকালে $P_3e_3KC_3$ পরিমাণ ক্ষতি করে উৎপাদন চালিয়ে যাবে।



অধ্যায়-৪: বাজার

১১৮. আরতনের ডিন্ডিতে বাজারকে কম ভাগে ভাগ করা যার? (জ্ঞান) [বেগম বদরুক্তেসা সরকারি মহিলা কলেজ,

⊛ ২ (1) (9) 8

১১৯. সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে? (জ্ঞান) [ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ

(1) O **98** (3) (

১২০. যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে, সেই বাজারকে কী বলে? (জ্ঞান) (মৌলভীবাজার সরকারি

একচেটিয়া বাজার

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

মনোপসনি বাজার ত্বি ভুয়োপলি বাজার

১২১. প্রতিযোগিতার ভিন্তিতে বাজার কত প্রকার? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]

ৰ তিন ণ্য চার (ছ) পাচ ১২২. কোন বাজারের সব উপকরণ পরিবর্তনযোগ্য?

য়য়য়য়ৗঀ বাজার

অতি ষয়য়কালীন বাজার

मीर्घकानीन वाषात्र

অতি দীর্ঘকালীন বাজার

১২৩. কোন বাজারে চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাধে যোগানের যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব? (জ্ঞান)

ক অতি শ্বয়কালীন পীর্ঘকালীন

अझकानीन

(ছ) সবসময়

১২৪. जैम উপলক্ষে মি. করিম নরসিংদীর বাবুরহাট থেকে কাপড় কিনে এনে পুরানো ঢাকায় বিক্রি করেন। এখানে কোন জাতীয় বাজারকে নির্দেশ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক্র স্থানীয় বাজার কাপড়ের বাজার

 আর্ব্রজাতিক বাজার
 জাতীয় বাজার 0

১২৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতার P = ? (জ্ঞান) প্রিল্ল নং ২] ③ AR = MR ④ AR > MR

(¶) AR ≥ MR

১২৬. নিম্নের কোন বাজারে দাম স্থির থাকে? (জ্ঞান) [ব্রাক্ষণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]

একচেটিয়া

জুয়োপলি

जिल्लाभिन

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলকব্রী

১২৭. কখন AC = MC হয়? (অনুধাবন) [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল]

AC যখন নিম্নগামী
 যখন AC উর্ধ্বগামী

১২৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীভাবে পণ্যের মৃশ্য নির্ধারিত হয়? (অনুধাবন) (রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ

চাহিদা ও যোগান দ্বারা

কয়েকজন বিক্রেতা দ্বারা

অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা দ্বারা

৩ একজন বিক্রেতা দ্বারা

১২৯. কোন বাজারে একটি ফার্মকে দাম গ্রহণকারী বলা হয়? (জ্ঞান) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

একচেটিয়া

জুয়োপলি

অলিগোপলি

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক

১৩০. মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হলে তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

সর্বোচ্চ মুনাফা

📵 স্বাভাবিক মুনাফা

उिक भूनाका

সবিনিয় মূনাফা

১৩১. মনোপসনি বাজারে ক্রেতা কতজন থাকে? (জ্ঞান) [বেগম বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]

🔞 ১ জনু 🜒 ২ জন 🕥 ৩ জন 📵 ৪ জন 🚳

১৩২. 'Monopoly' শব্দটির বাংলা পরিভাষা কী? (खान) [आनून कांपित মোল্লা সিটি কলেজ, नत्रসिংদী]

একমুখী

(ৰ) একরোখা

প একচেটিয়া

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

১৩৩. কোন বাজারে ফার্মের দাম সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়? (জ্ঞান) ঠিাকুরণাও সরকারি मिर्ग करमञ्

মনোপসনি

📵 ডুয়োপলি

অলিগোপলি

(ছ) মনোপলি

একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? 208. (জ্ঞান) [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ,

 $\Rightarrow AR = MR = P$

MR >AR = P

১৩৫. দাম সৃষ্টিকারী (Price maker) বাজার কোনটি? (ভ্ৰান)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা
 একচেটিয়া বাজার

পুরানীয় বাজার

খে আন্তর্জাতিক বাজার 🕙

একচেটিয়া কারবারির উৎপাদনের লক্ষ্য কী? (জ্ঞান) SOU.

শ্বনাফা অর্জন

বাজার নিয়ন্ত্রণ

ल) পণ্য উৎপাদন

প্রতিযোগিতা করা

১৩৭. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্পকে আলাদা করে দেখানো হয় না? (জ্ঞান)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

একচেটিয়া ফার্মের চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাও সরকারি মহিলা কলেজ]

ভানদিকে নিম্নগামী

প লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

 ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

ভানদিকে উর্ধ্বগামী

বাংলাদেশের LUX সাবানের বাজারকে কোন ধরনের বাজার বলা হয়? (প্রয়োগ)

একচেটিয়া বাজার

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

কয়েকজন বিক্রেতার বাজার

ত্ত্ব একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার

380 .	সাজিদ সাহেব দুটি লাক্স সাবান, দুটি হুইল সাবান, এক প্যাকেট হুইল পাউভার এবং একটি	\$ ¢0.	পূর্ণ প্রতিযোগিতা	ও ii 📵 i ও iii 📵 মূলক বাজারে অ	স্বাভাবিক
	ক্লোজআপ পেস্ট ক্রয় করলেন। তাঁর ক্রয়কৃত সামগ্রী কোন বাজারের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ) ভূয়োপলি বাজার		মডেল কলেজ, ঢাকা	(অনুধাবন) (রাজ্জ ৪ প্রান্তিক ব্যয় সমান	ক ডব্বরা
	একচেটিয়া বাজার		ii. গড় আয় ও প্র		
	चक्टाण्या वालातऋथानीय वालात		iii. গড় ব্যয় ও গ		
			নিচের কোনটি সঠি	কু আর সনান কৈ	
	একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বি		The Arthur State of the Control of t		
787	The Monopolist is the Industry (季		® i S ii	(ii (S iii	
	বলেছেন? (জ্ঞান)		Ti viii		4
	 আর.জি.ডি অ্যালেন পিয়েরে সাফা 	262.	অপূপ প্রাতযোগিত	ার বাজার হলো— ((অনুধাবন)
	 তার,জি লিপসি ত্তি চেয়ারলিন 		বিশম বদরুল্লেসা সর	কারি মহিলা কলেজ, ট	াকা]
184.	Competition among few মার্কেট বলা হয়	- 2	i. जनिरगानि व		
•- 1.	কোনটিকে? (জান)			জার iii. শেয়ার বাজ	ার
	 জু ডুয়োপলি অলিগোপলি 		নিচের কোনটি সঠি		
			i v i	(4) i (8)	- F
			1ii Viii	iii & iii	•
280.	কর্ণকুলী পেপার মিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক	>64.	একচেটিয়া প্র	তিযোগিতামূলক	বাজারে
	চাষি থেকে কাগজ তৈরির কাঁচামাল বাঁশ ক্রয়	€	বিক্রেতারা পণ্যের	পৃথকীকরণের চেষ্ট	করে—
	করে। এখানে কোন ধরনের বাজার সৃষ্টি		(অনুধাবন) [রাজশ	ाशे সরকারি মহিলা ক	লজ)
	হয়েছে? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক		i. বিজ্ঞাপনের মা	ধ্যমে	
	क(मज)	-	ii. আকৃতি ও রঙ্গে	র মাধ্যমে	
	भरनाপनिभ्रद्धापनि	36	iii. ট্রেডমার্কের মা		
	প মনোপসনিপ অলিগোপলিপ্রা 		নিচের কোনটি সঠি		
\$88.	পিতা ও পুত্র পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত ব্যথা	- 19	(i & ii	(ii & iii	
	নিরাময়ের জন্যে আয়ুর্বেদীয় ওষুধটি আজও		Ti Giii	જી દુધા જ iii	. 0
	চালিয়ে আসছে। পিতা ও পুত্রের এই বাজারকে			70.025	
	কী ধরনের বাজার বলা যায়? (প্রয়োগ)	260.		শর্ত হলো — (অনু	
	 একচেটিয়া বাজার পারিবারিক বাজার 			চা ii. অনেক ক্রেড	7
	ন্ত্র দুজন বিক্রেতার বাজার		iii. একই ধরনের		
	ন্ত্র স্থানীয় বাজার		নিচের কোনটি সঠি	季 ?	
	CONTRACTOR AND		€ i এবং ii	ৰ ii এবং iii	- 11
38¢.	প্রতিটি ফার্মের মূল লক্ষ্য কী? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাও সরকারি কলেজ]			ৰ i, ii এবং iii	0
	 উৎপাদন করা মুনাফা অর্জন করা 	208		ণের আধুনিক পদ্ধা	
	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	• • • •	হলো— (অনুধাবন)	비전 경기를 가장 있죠? 그렇게 가장 그 없다고 있다.	
	 জ জনকল্যাণ করা জ দেশের উন্নয়ন করা 		i. MR = MC	ii. TR > TC	Mar.
286.	মোট ব্যয় কী? (জান)	5 ×	iii MR = MC N	MR রেখার ঢাল < N	C রেখার
			जन	10 10 10	1100
			নিচের কোনটি সঠি	কঃ	
\$89.	বাজারের অপরিহার্য শর্ত হলো— (অনুধাবন)		(a) i ⊗ ii		
	i. निर्मिष्ट সময় ও দাম			(B) i, ii (B) iii	0
	ii. এক বা একাধিক অঞ্চল ও ক্রেতা-বিক্রেতা	To Both		ও ১৫৬নং প্রমের উত্তর	
	iii. ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এক বা একাধিক দ্রব্য সেবা			১ X দ্রব্য উৎপাদন	
	নিচের কোনটি সঠিক?		이 유명 이렇게 이렇게 되었다면 하면 하는 것이 없는데 이렇게 되었다.		
	(ii & ii & ii (iii			ান ফার্ম নেই। দ্রব্য	
	(1) 1 (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			ায়ু রহিম মিয়া 🗴 দ্র	
182	পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে— (অনুধাবন)			ভীবাজার সরকারি ক	
300.	[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল]	766.		টনা কোন ধরনের	বাজারকে
	i. $AR = MR$ ii. $P = AR = MR$		প্রতিফলিত করে? (প্রয়োগ)	
	iii. MR'>P	1967		মূলক্স একচেটিয়া	
	নিচের কোনটি সঠিক?		ল অলিগোপলি	অ মনোপসনি	3
	(B) i (B) ii (B) iii (B) ii (B) ii (B) ii (B) ii (B) ii (B) iii (B) ii (300.		নদেশিত বাজারের	বৈশিষ্ট্য
188	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য		হলো— (উচ্চতর দা		
	হচ্ছে— (অনুধাৰন) [ঢাকা কমাৰ্স কলেজ]	16.75		ii. একজন বিয়ে	ক্রতা
	i. অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা		iii. নিকট বিকল্প দ্র		190
	ii. দ্রব্যটি সমজাতীয়		নিচের কোনটি সঠি		10.
	iii. অধিক বিজ্ঞাপন খরচ		® i ♥ii	Appendix and the second	4
	निरुद्र कानि अर्थिकः			®, i, ii & iii	a
	LIGON CALLIN THOUS		(1) II (3 III	(J, II 6 III	. •

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৫: শ্রমবাজার

ব্রা >> রমিজ ও বশির একটি বৃহৎ নৌযানের শ্রমিক। রমিজ ইঞ্জিন রুমের দক্ষ শ্রমিক। উচ্চ শব্দ ও উচ্চ চাপের মধ্যে তার কাজ করতে হয়। তার মাসিক মজুরি বিশ হাজার টাকা। এছাড়া তার খাবার, পোশাক ও তার পরিবারের বাসস্থানও নৌযান কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। কিন্তু তার কাজের ধরনের কারণে একদিকে যেমন, স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক বেশি অপরদিকে ছুটি একেবারেই কম। অথচ বশির নৌযানের খাবার ঘরের দৈনিকভিত্তিক একজন অস্থায়ী কর্মচারী হওয়ায় কাজের দিনগুলোতে দৈনিক দু'শ টাকা মজুরি ও নিজের খাবার পেয়ে থাকে।

(চা. কো., দি. কো., ম. কো. ১৮ বিলা কা ১০

ক. শ্রমের চাহিদা কাকে বলে?

 শ. দামন্তর স্থির থেকে আর্থিক মজুরি বাড়লে প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পায় — ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রমিজের প্রকৃত <mark>মজু</mark>রির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো।

রমিজ ও বশিরের আর্থিক এবং প্রকৃত মজুরির একটি
 তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।
 ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে উৎপাদনকারী বা নিয়োগকর্তা যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ দিতে চায়, তাকে শ্রমের চাহিদা বলে।

দামন্তর স্থির থেকে আর্থিক মজুরি বাড়লে ক্রয়ক্ষমতা বৃন্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মান বৃন্ধি পায় বলে প্রকৃত মজুরিও বৃন্ধি পায়।
সাধারণত প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও কর্মস্থল হতে
প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধার সমন্টি। এখন, দামন্তর স্থির থেকে আর্থিক মজুরি
বাড়লে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বৃন্ধি পায়। ফলে পূর্বের চেয়ে সে বেশি পরিমাণে
ভোগ করতে পারে। তথা জীবনযাত্রার মান বৃন্ধি পায়। কাজেই বলা যায়,
দাম স্থির থেকে আর্থিক মজুরি বাড়লে প্রকৃত মজুরিও বৃন্ধি পায়।

নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত রমিজের প্র<mark>কৃত মজুরির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত</mark> করা হলো।

শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে এবং চাকরিস্থল হতে প্রাপ্ত যেসব আনুষজ্ঞাক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে— এ দুয়ের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রমিজ একটি বৃহৎ নৌযানের শ্রমিক। তার মাসিক মজুরি ২০,০০০ টাকা এবং খাবার, পোশাক ও তার পরিবারের বাসস্থান নৌযান কর্তৃপক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। তাই, রমিজের আর্থিক মজুরি ২০,০০০ টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও নৌযান কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তথা খাবার, পোশাক ও তার পরিবারের জন্য বাসস্থান সুবিধার সমষ্টি হলো রমিজের প্রকৃত মজুরি। অর্থাৎ দামস্তর P এবং প্রকৃত মজুরি Wr হলে,

$$W_r = \frac{20,000}{P} + C$$

এখানে, C = খাবার, পোশাক ও পরিবারের বাসস্থান।

যা রমিজ স্থায়ী ও দক্ষ শ্রমিক হওয়ায় সে বশির অপেক্ষা আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি বেশি পায়।

সাধারণত, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ পেয়ে থাকে, তাকে আর্থিক মজুরি বলে। আর, এই আর্থিক মজুরিকে দাম (P) দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল এবং কর্মস্থল হতে প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় রমিজের আর্থিক মজুরি ২০,০০০ টাকা এবং প্রকৃত মজুরি হলো ২০,০০০ টাকায় ক্রয়ক্ষমতা এবং খাবার, পোশাক ও

পরিবারের বাসম্থানের সুযোগের সমষ্টি। অন্যদিকে, বশির দৈনিক ২০০ টাকা করে প্রতি মাসে (২০০ × ৩০) বা ৬,০০০ টাকা আর্থিক মজুরি পায়। আর, তার প্রকৃত মজুরি হলো ৬,০০০ টাকার ক্রয়ক্ষমতা এবং খাবারের সুযোগের সমষ্টি। অর্থাৎ, রমিজের আর্থিক মজুরি ২০,০০০ টাকা যেখানে বশিরের আর্থিক মজুরি ৬,০০০ টাকা। আবার, বশির অপেক্ষা রমিজ নৌযান কর্তৃপক্ষ থেকে বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে। তাছাড়া যে সকল কাজে অধিক দক্ষতার প্রয়োজন ও ঝুঁকি বেশি থাকে, সে সকল কাজে আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি বেশি হয়। তাই উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বশির অপেক্ষা রমিজ বেশি

তাই উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বশির অপেক্ষা রমিজ বেশি দক্ষ হওয়ায় এবং কর্মক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকি থাকায় রমিজের আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি বেশি।

প্রা ▶২ সারণি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্লের উত্তর দাও:

মজুরি	শ্রমের চাহিদা	শ্রমের যোগান
. 70	20	¢
২০	70	70
೨೦	0	20

/जा. त्वा., कृ. त्वा., ठ. त्वा., व. त्वा. '३४ । अत्र नः ७/

ক. প্রকৃত মজুরি কী?

খ. একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয় কেন?

া, উদ্দীপকের সারণি থেকে শ্রম বাজারে ভারসাম্য মজুরি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

শ্রমের চাহিদা প্রতি ক্ষেত্রে ১০ একক বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যের

 কী পরিবর্তন হবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

 ৪

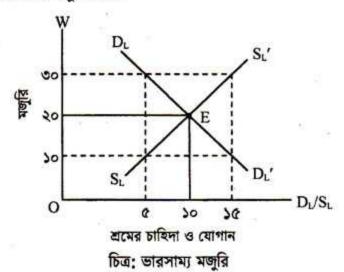
২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং চাকরিস্থাল থেকে যে আনুষঙ্গিক সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টি হলো প্রকৃত মজুরি।

একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হওয়ার প্রধান কারণ হলো শ্রমের দক্ষতা।
স্বভাবতই যে সকল শ্রমিকের দক্ষতা বেশি, তাদের মজুরি বেশি হয়।
কারণ দক্ষ শ্রমিক গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে বেশি অবদান
রাখে। যা মালিক পক্ষের মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আবার যে
সকল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে সে সকল
প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা প্রকৃত মজুরি বেশি পেয়ে থাকে।

প উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ভারসাম্য মজুরি হলো ২০ একক। যা নিচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

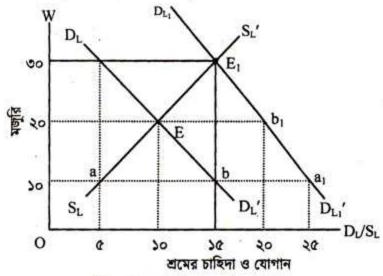
যে মজুরিতে শ্রমের চাহিদা (D_L) এবং শ্রমের যোগান (S_L) সমান হয় তাকে ভারসাম্য মজুরি বলে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে মজুরির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা হলো যথাক্রমে $D_L D_L'$ ও $S_L S_{L'}$ ।

প্রদত্ত তথ্যের আলোকে অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, মজুরি (W) 10 একক হলে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা শ্রমের যোগান কম হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হয় না। তথা অর্থনীতিতে শ্রমের যোগান পর্যাপ্ত নয়। আবার, 30 একক মজুরিতে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা শ্রমের যোগান বেশি হওয়ায় অর্থনীতিতে বেকারত্ব দেখা দিবে। তথা ভারসাম্য অর্জিত হবে না। কিন্তু মজুরি ২০ এককের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, শ্রমের যোগান ও চাহিদা উভয়ই ১০ একক। অর্থাৎ চিত্রের E বিন্দুতে $D_L = S_L = 10$ একক হওয়ায় শ্রমবাজারে ভারসাম্য অর্জিত হয়। এ অবস্থায় ভারসাম্য মজুরি হলো ২০ একক।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে শ্রমের চাহিদা প্রতিক্ষেত্রে ১০ একক বৃদ্ধি পেলে শ্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হওয়ার দরুন ভারসাম্য মজুরি ও শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।



চিত্র: শ্রমের চাহিদার রেখা স্থানান্তর

চিত্রে লক্ষ করা যায়, শ্রমের চাহিদা প্রতি ক্ষেত্রে ১০ একক বৃদ্ধি পেলে ১০, ২০ এবং ৩০ একক মজুরিতে শ্রমের চাহিদা হয় যথাক্রমে (১৫ + ১০) = ২৫, (১০ + ১০) = ২০ এবং (৫ + ১০) = ১৫ একক। এক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা রেখা $D_L D_{L'}$ উপরে জানদিকে স্থানান্তরিত হয়, যা $D_{L1} D_{L1'}$ রেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। নতুন শ্রমের চাহিদা রেখা ($D_{L1} D_{L1'}$) এবং শ্রমের যোগান রেখা ($S_L S_{L'}$) E_1 বিন্দুতে ছেদ করে। তাই E_1 বিন্দুতে পরিবর্তিত ভারসাম্য অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য মজুরি ৩০ একক এবং নিয়োগ ১৫ একক। ফলে আগের চেয়ে ভারসাম্য মজুরি ১০ একক এবং নিয়োগ ৫ একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রা>৩

দৈনিক মজুরি (টাকা)	শ্রমের যোগান
600	20
2000	೨೦
7600	২০

कि. ता. 391 अम नः ७/

ক. প্রকৃত মজুরি কী?

খ. খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি বেশি হয় কেন?

গ. উদ্দীপক থেকে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো।

কারণসহ শ্রমের যোগান রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো। 8

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে—এ দুয়ের সমষ্টিকে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বলে।

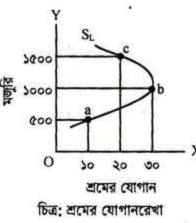
খনির কাজে শ্রমের যোগান কম হওয়ায় শ্রমের মজুরি বেশি হয়। সাধারণত খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকের কর্মকাণ্ড অনেক কন্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এ কাজে শ্রমের যোগান সাধারণ অন্য কাজের তুলনায়

কম। ফলপ্রতিতে একজন শ্রমিক বেশি মজুরি দাবি করতে পারে। অর্থাৎ খনির কাজ কফসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান কম। এজন্য খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি বেশি হয়।

প্র উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমের যোগান রেখা অঙকন করা হলো:

একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম দিতে রাজি থাকে, তাদের সমষ্টিকে শ্রমের যোগান বলে। তাই নির্দিষ্ট মজুরির সাপেক্ষে প্রাপ্ত শ্রমের যোগানের পরিমাণের সংমিশ্রণে অভিকত রেখাই হলো শ্রমের যোগান রেখা।

উদ্দীপকে বর্ণিত সূচির ভিত্তিতে অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, ৫০০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগানের পরিমাণ ১০ একক, যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। মজুরি বেড়ে ১০০০ টাকা হলে শ্রমের যোগান ৩০ একক এবং একইভাবে ১৫০০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগান ২০ একক। যা যথাক্রমে ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দোশিত হয়েছে। এখন ৪, ৮ ও



c বিন্দুগুলো যোগ করে পশ্চাৎমুখী S_L শ্রমের যোগান রেখা পাওয়া যায়।

ম উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অজ্ঞিত শ্রমের যোগান রেখা প্রাথমিক অবস্থায় উর্ধ্বগামী হলেও নির্দিষ্ট সীমার পর পশ্চাৎগামী হয়ে পড়ে। এর কারণ মূলত নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট থাকা।

সাধারণত, মজুরির সাথে শ্রমের যোগান সমমুখী। তাই শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যদি শ্রমিকরা সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট মজুরির পর আরো মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। যার ফলশুতিতে পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মজুরি ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকায় বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান ১০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ একক হয়। অর্থাৎ, এ অবস্থায় মজুরি ও শ্রমের যোগান সমমুখী সম্পর্কযুক্ত ও শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী। এরপর ১০০০ টাকা থেকে মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০০ টাকা হলে শ্রমিকরা বিশ্রামের প্রতি মনোযোগী হয়। কারণ তারা ১০০০ টাকা মজুরিতেই সন্তুষ্ট। ফলশ্রতিতে, ১৫০০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগান ৩০ একক থেকে প্রাস পেয়ে ২০ একক হয়। অর্থাৎ শ্রমের যোগান রেখা পকাৎগামী হয়।

কাজেই বলা যায়, নির্দিষ্ট সীমার মজুরির পর শ্রমিকরা বিশ্রাম ও বিনোদনের প্রতি আকর্ষিত ও নির্দিষ্ট মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকায় ঐ নির্দিষ্ট সীমার পর শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হতে দেখা যায়।

প্রায় ► 8 মি. 'গ' একটি সিমেন্ট কারখানায় কাজ করে। সে ঘণ্টায় ৬০ টাকা মজুরিতে দৈনিক ৮ ঘণ্টার কাজ করে। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টায় ৭০ টাকা হওয়ায় সে কারখানায় শ্রম ২ ঘণ্টা আরও বাড়িয়ে দেয়। উক্ত টাকা দিয়ে সে ভালোভাবেই তার সংসার পরিচালনা করে আসছে। কিছুদিন পরে মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ টাকা হওয়ায় সে কারখানায় শ্রম ৩ ঘণ্টা কমিয়ে দেয়। সপ্তাহ অত্তে সে পরিবার নিয়ে স্বজনদের বাড়িতে, পার্কে বেড়াতে য়ায়। বা. বো. ১৭। প্রয় নং ৬; আল-আমিন একাডেমী ক্ষুল এড কলেজ, চাঁদপুর। প্রয়ানং ৬/

ক, শ্রমবাজার কী?

খ. 'শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য'— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অজ্জন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কাজ ও বিনোদন সম্পর্কে মি. 'গ' এর মনোভাব ব্যাখ্যা করে যোগান রেখার আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা আর্থিক মজুরি নির্ধারিত হয় তাকে শ্রমবাজার বলে।

9

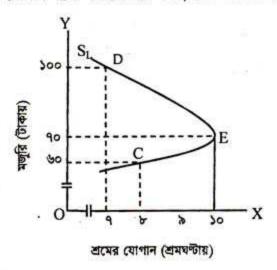
শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তি থেকে শ্রম সৃষ্ট হয়। এজন্য শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ হিসেবে গণ্য। শ্রমিক যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে এবং তা থেকে শ্রম উৎপন্ন হয়। তাই শ্রমিক ও শ্রমের যোগান একসাথে অবস্থান করে। এজন্যই বলা হয় শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য। উৎপাদনে শ্রম উপকরণ ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তার সাথে শ্রমিকের অস্তিত্বও মেনে নিতে হবে।

প্রতি প্রতি প্রতি কির্দিষ্ট মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রম প্রদানে রাজি থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে। উদ্দীপকের আলোকে মি. 'গ' এর শ্রমের যোগান রেখা নিচে অঙ্কন করা হলো।

চিত্রে OX অক্ষে শ্রমের যোগান এবং OY অক্ষে মজুরির পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। মি. 'গ' এর মজুরি যখন ৬০ টাকা, ৭০ টাকা, ও ১০০ টাকা তখন তার শ্রমের যোগান হলো যথাক্রমে ৮ ঘণ্টা, ১০ ঘণ্টা ও ৭

ঘণ্টা যা আবার চিত্রে যথাক্রমে C, E ও D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

এখন C, E ও D
বিন্দুগুলো যোগ করে
মি. 'গ' এর শ্রমের
যোগান রেখা পাওয়া
যায়। রেখাটি বামদিক
থেকে ডানদিকে
উর্ধ্বগামী হয়ে আবার
বামদিক উর্ধ্বগামী
হয়েছে অর্থাৎ পশ্চাৎ
দিকে বেঁকে গেছে।



যা শ্রমিকরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মজুরিতেই কাজ করতে চায়। তাই মজুরি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দেওয়া হলে তারা শ্রমের যোগান বাড়ানোর বদলে বিনোদনকে প্রাধান্য দেয় এবং শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে মি. 'গ' ঘণ্টাপ্রতি ৬০ টাকা মজুরিতে সন্তুষ্ট। সে সাধারণভাবে জীবনযাপন করে। এরপর তাকে যখন ৭০ টাকা মজুরি দেওয়া হয় তখন সে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য শ্রমের যোগান বাড়িয়ে দেয়। সে এ মজুরিতে তৃপ্ত। তবে মজুরি আরও বৃদ্ধি করে যখন ১০০ টাকা করা হয় তখন সে শ্রমের যোগান কমিয়ে দিয়ে অবসর বিনোদনে মনোযোগ দেয়। এ অবস্থায় শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎ দিকে বেঁকে যায়। মি. 'গ' এর ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে।

উদ্দীপকের ভিত্তিতে অভিকত চিত্রে দেখা যায়, ৬০ টাকা মজুরিতে মি. 'গ' দৈনিক ৮ ঘণ্টা ও ৭০ টাকা মজুরিতে ১০ ঘণ্টা কাজে করতে আগ্রহী। এ অবস্থা চিত্রে S_L রেখার C থেকে E বিন্দুতে গমনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রে মজুরি ও মি. 'গ' এর শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ পায়, যা সাধারণ যোগান রেখা দেখায়। কিন্তু মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টা প্রতি ১০০ টাকা হলে মি. 'গ' ভ্রমণ, বিনোদন, পরিবারে অধিক সময় ব্যয় ইত্যাদির জন্য শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়। এ অবস্থা S_L রেখার E বিন্দু থেকে বামদিকে বেঁকে D বিন্দু পর্যন্ত যাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সূতরাং উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে বলা যায়, মি. 'গ' এর শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী।

প্রশ্ন ▶ ৫ ফারহানা ও আয়েশা দুই বোন। ফারহানা একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে ১,০০,০০০ টাকা বেতনে কর্মরত। তিনি বেতন ছাড়া অন্য কোন ধরনের ভাতা পান না। অন্যদিকে, আয়েশা একটি আইটি ফার্মে ৫০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করেন। তিনি বসবাসের জন্য একটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় পেয়েছেন। তাছাড়া প্রতি বছর ৭ দিনের জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পান। দি. বো. ১৭ । প্রশ্ন বং ৭/

- ক. মজুরি কী?
- খ. শ্রমের যোগান দীর্ঘমেয়াদি বিষয়— ব্যাখ্যা করো।

- আয়েশার প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করো।
- ফারহানা ও আয়েশার মজুরির মধ্যে কার মজুরি বেশি বলে
 তোমার মনে হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

 ৫ নং প্রশ্লের উত্তর

ক শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

যা শ্রম একটি পরিবর্তনশীল উপকরণ হওয়ায় এর যোগান একটি দীর্ঘমেয়াদি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম প্রদানে রাজি থাকে, তাকে শ্রমের যোগান বলে। আর এই শ্রমের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যার আয়তন, জনসংখ্যা বৃশ্বির হার, শিক্ষা ও শ্রমের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। এ সকল বিষয় স্বল্পকালে পরিবর্তন করা না গেলেও দীর্ঘকালে এগুলো পরিবর্তনশীল। যেহেতু শ্রমের যোগান এ সকল পরিবর্তনশীল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল সূতরাং এটিকে একটি দীর্ঘকালীন বিষয় বলা যায়।

উদ্দীপকের আলোকে আয়েশার প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করা হলো—
দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক
মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব
সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টি হলো শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি ।
সুতরাং প্রকৃত মজুরি পরিমাপের মানদণ্ড হলো আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়কৃত
দ্রব্য ও সেবাদি এবং কর্মস্থাল থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সমষ্টি ।
উদ্দীপকে আয়েশা একটি আইটি ফার্মে ৫০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে
কাজ করেন । এক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা হলো তার আর্থিক মজুরি । এই
টাকা দিয়ে সে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে থাকে তা হলে প্রকৃত
মজুরি । এছাড়াও আয়েশা তার কর্মক্ষেত্র থেকে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা

মজার। অখাড়াও আরেনা তার কম্মের বেকে আরও।কর্টু সুবোগ-সাববা পেয়ে থাকে। যেমন- তার পদমর্যাদা অনুযায়ী বসবাসের জন্য একটি বাড়ি যার কোনো ভাড়া দিতে হয় না। আবার প্রতি বছর ৭ দিনের জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ। এ সকল সুযোগ-সুবিধাও আয়েশার প্রকৃত মজুরির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতার সাথে প্রাপ্ত সকল সুযোগ সুবিধার সমষ্টিই হলো তার প্রকৃত মজুরি।

ফারহানা ও আয়েশার মজুরির মধ্যে আয়েশার মজুরি বেশি বলে আমি মনে করি। নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো—
উদ্দীপক অনুসারে, ফারহানা একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং সেখান থেকে মাসিক ১,০০,০০০ টাকা বেতন পান। অন্যদিকে তার বোন আয়েশা একটি আইটি ফার্মে কাজ করেন; সেখান থেকে তিনি মাসিক ৫০,০০০ টাকা বেতন পান। এ বেতন ছাড়াও আয়েশা তার কর্মস্থল থেকে দুটো বড় সুবিধা পেয়ে থাকেন; তা হলো তার পদমর্যাদা অনুসারে বসবাসের জন্য বিনা ভাড়ায় একটি বাড়ি এবং প্রতিবছর ৭ দিনের জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ।

তাই ফারহানা ও আয়েশার মজুরির মধ্যে কার মজুরি বেশি তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা যায়, আয়েশা, ফারহানা থেকে ৫০,০০০ টাকা বেতন কম পেলেও তিনি চাকুরি ক্ষেত্র থেকে যেসব আনুষজ্ঞাক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন তার আর্থিক মূল্য ৫০,০০০ টাকা থেকে বেশি।

ফারহানা মজুরি হিসেবে মাস শেষে কেবল অর্থই পান; তার সাথে কোনো বাড়তি সুবিধা পান না। কিন্তু আয়েশা কর্মস্থল থেকে উল্লিখিত দুটি সুবিধা পাওয়ায় নিজের জীবনযাত্রাকে অনেকটাই উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আয়েশা তার কর্মস্থল থেকে যে সুযোগ-সুবিধা পান তার জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয় না; তিনি রুটিন মাফিক তা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ফারহানাকে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য যখন নিজেই ঐসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয় তখন তার জন্য যথেন্ট শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই আয়েশা যতটা আরামের সাথে জীবনযাপন করেন, ফারহানা তা পারেন না। তাছাড়া আয়েশা আনুষজ্ঞািক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দরুন যথেন্ট অবসর সময় পান যা তিনি পরিবারের দেখাশুনার কাজে ব্যয় করেন; এমনটি ফারহানা পারেন না।

উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন কারণে বলা যায়, ফারহানার চেয়ে আয়েশার মজুরি বেশি। প্রশৃ >৬ আকরাম খান 'A' দেশের শ্রমিক সংঘের নেতা। তিনি শ্রমিকদের কাজে যোগদানের উপর প্রভাব ফেলতে পারেন না। তবে মজুরি নির্ধারণে নিয়োগকারীর সাথে দরকষাকষি করতে পারেন। গত ৫ বছরে সেখানে মজুরি হার ও শ্রমের যোগান নিমরুপ:

মজুরি (টাকায়)	শ্রমের যোগান (হাজারে)
900	200
000	২৩০
800	২৬০
800	280
600	570

क् ता ५१। भा मा मा ७/

- ক. শ্রমের দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
- খ. দামস্তর প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করে— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের শ্রমের যোগান রেখা অজ্জন করো।
- উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত যোগান রেখার আলোকে 'A' দেশের
 অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

 ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

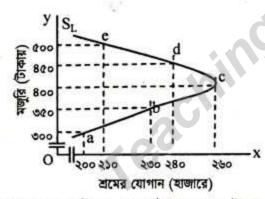
ক শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা বা উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour) বলে।

য প্রকৃত মজুরি দামস্তর দারা প্রভাবিত হয়।

কারণ দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি গ্রাস পায় এবং দাম স্তর গ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই দামস্তরের সাথে প্রকৃত মজুরির বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। তাছাড়া প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের আর্থিক মজুরির পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের বাজার দামের (দামস্তর) ওপর নির্ভর করে।

🔞 উদ্দীপকে 'A' দেশে বিভিন্ন মজুরির হারে শ্রমের যোগান সম্পর্কিত

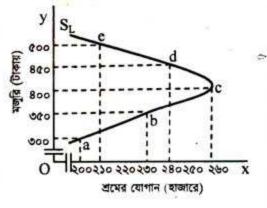
তথ্যের একটি তালিকা
দেওয়া হয়েছে। তার
আলোকে নিচে 'A'
দেশের শ্রমের যোগান
রেখা অজ্ঞকন করা
হলো।
রেখাচিত্রে ভূমি (OX)
অক্ষে শ্রমের যোগান
(হাজারে) ও লম্ব (OY)
অক্ষে মজরি পরিমাপ



করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায় ৩০০ টাকা, ৩৫০ টাকা, ৪০০ টাকা, ৪৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা মজুরিতে 'A' দেশে শ্রমের যোগান হয় যথাক্রমে ২০০, ২৩০, ২৬০, ২৪০ ও ২১০ হাজার যা চিত্রে যথাক্রমে a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমের যোগান সূচক a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে S_t রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের শ্রমের যোগান রেখা।

য উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত যোগান রেখার আকৃতির আলোকে A দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্দীপকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে শ্রমের যোগান রেখা S_L অঙকন করা হলো।

চিত্রে অঞ্জিত S_L রেখার আকৃতি পর্যালোচনা বলা যায়, ৩০০ টাকা মজুরিতে ২০০ হাজার শ্রমের যোগান হয় যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ ও ৪০০ টাকা হলে শ্রমের যোগান হয়



যথাক্রমে ২৩০ ও ২৬০ হাজার যা চিত্রে যথাক্রমে ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকায় S_L রেখা একটি স্বাভাবিক যোগান রেখা আকৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু এরপর মজুরি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫০ ও ৫০০ টাকা হলে শ্রমের যোগান কমে যথাক্রমে হয় ২৪০ ও ২১০ হাজার চিত্রে যা যথাক্রমে ৫ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫ থেকে ৫ পর্যন্ত S_L রেখা পশ্চাৎমুখী অর্থাৎ বামদিকে বাঁকা যা স্বাভাবিক যোগান রেখার ব্যতিক্রম। S_L রেখার উল্লিখিত আকৃতির আলোকে বলা যায়, 'A' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তথা দেশটি উন্নত। এরকম অর্থনীতিতে মজুরি অধিক বাড়ায় শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্রাম ও সুখভোগ অধিক পছন্দ করেন। ঐ অবস্থায় তারা শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ান, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন। এ অবস্থায় শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় যা উন্নত দেশেই সম্ভব।

সুতরাং উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত যোগান রেখার আলোকে বলা যায় 'A' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত দেশগুলোর মতো।

প্রশ্ন > ৭ সচিটি লক্ষ কর—

মজুরি (টাকা)	শ্রমের চাহিদা (শ্রম-ঘণ্টা)	শ্রমের যোগান (শ্রম-ঘণ্টা)
200	20	28
200	১৬	১৬
000	78	২০
800	75	72

(ठ. त्वा. '३१। अझ नः १; क्यांचैनरपणै करमण, कृषिवा । अझ नः ७/

- ক. শ্রমের দক্ষতা কী?
- খ. বাংলাদেশি শ্রমিকদের মজুরি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অধিক নয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রে শ্রমের বাজার ভারসাম্য দেখিয়ে মজুরির পরিমাণ নির্দেশ করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত যোগান রেখার আকৃতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

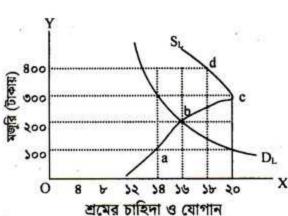
৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমের দক্ষতা বলতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে নৈপুণ্য বা উৎকর্ষতার সাথে শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই দক্ষ শ্রমিকের তুলনায় অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কম। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিকই অদক্ষ। এদেশের শ্রমিকের সুম্বাস্থ্যের অধিকারী নয় বলে তাদের উৎপাদনশীলতা কম। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতার কারণে এদেশের শ্রমিকদের দর-ক্ষাক্ষির ক্ষমতা কম। এসব কারণে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মজুরি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অধিক নয়।

প শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের সূচির
তথ্য নিয়ে শ্রমের
চাহিদা (D_L) ও
শ্রমের যোগান (S_L)
রেখা অভকন করে
রেখাচিত্রের সাহায্যে
শ্রমবাজারে মজুরির
পরিমাণ নির্ধারণ
দেখানো হলো।



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে মজুরি হার নির্দেশিত। এখন উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে শ্রমের চাহিদা রেখা D_L ও শ্রমের যোগান রেখা S_L অভকন করা হলো। এ দুই রেখা পরস্পর b বিন্দুতে ছেদ করায় ২০০ টাকা মজুরি হারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান হয়। সূত্রাং ২০০ টাকা হয় ভারসাম্য মজুরি এবং ওই মজুরিতে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ হয় ১৬ একক।

উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত যোগান রেখার আকৃতির যৌন্তিকতা
 নিচে ব্যাখ্যা করা হলো

শ্রমের মজুরি ও শ্রমের যোগান পরক্ষার সম্পর্কযুক্ত। শ্রমবাজারে দেখা যায়, শ্রমের মজুরি বাড়লে তার যোগানও বাড়ে; কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত মজুরি বাড়ার পর মজুরি আরও বাড়লে শ্রমের যোগান আর না বেড়ে কমে যায়। তাই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় শ্রমের মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করলেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি বাড়ার পর মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্য বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে। এ কারণে শ্রমের যোগান রেখা প্রথমে স্বাভাবিক যোগান রাখার মতো ডানদিকে উর্ধ্বগামী হলেও পারে তা বামদিকে উর্ধ্বমুখী তথা পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়ে। উপরে অভিকত চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রে দেখা যায়, ১০০ টাকা মজুরিতে শ্রমিক ১৪ শ্রমঘণ্টা সরবরাহ করতে রাজি যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। মজুরি বেড়ে ২০০ টাকা হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেন্টায় সে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে ১৬ শ্রমঘণ্টা করে যা চিত্রে ৮ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। মজুরি আরও বেড়ে ৩০০ টাকা হলে জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করার প্রয়াসে সে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে ২০ শ্রমঘণ্টা করে। চিত্রে যা C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এর পর মজুরি আরো বাড়লে শ্রমিক অবসর, বিনোদন ও পরিবারের কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট হয় বলে শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়; চিত্রে এ অবস্থা C বিন্দুর পরে ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে অভিকত যোগান রেখার আকৃতির যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন > ৮ একটি রপ্তানিমুখী কারখানার একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ও শ্রমের যোগান সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের তালিকায় দেওয়া হলো—

দৈনিক মজুরির পরিমাণ (প্রতি ঘণ্টা)	শ্রমের যোগান (শ্রম-ঘণ্টা)	
২০ টাকা	0	
৪০ টাকা	4	
৬০ টাকা	9	
৮০ টাকা	4	

[मि. त्वा. '३१। श्रभ नः ७; कब्रवाजात मतकाति करनज। श्रभ नः ७/

- ক. প্রকৃত মজুরি কাকে বলে?
- খ. মজুরি ও আয় এক নয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে কারখানার শ্রমিকের যোগান রেখা অজ্জন করো।
- উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখার আকৃতির কারণ ব্যাখ্যা করো।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

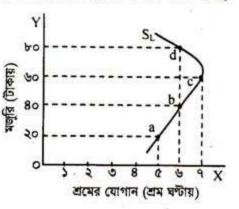
কৈ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে— এ দুয়ের সমষ্টিকে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বলে।

মজুরি ও আয় ধারণা দুটি পৃথক।

একজন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করে তা হলো মজুরি; আর উৎপাদন বা ব্যবসায় দ্রব্য বা সেবা বিক্রিকরে যে অর্থ পাওয়া যায় তা হলো আয়। মজুরি হলো কাজ করার জন্য চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্তি; যেখানে আয়ের ক্ষেত্রে এ রকম চুক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একই রকম থাকে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়; একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তা কম-বেশি হতে পারে। মজুরি প্রকাশিত থাকলেও আয় অজানা থাকে। এজন্য মজুরি ও আয় এক নয়।

ত্তি উদ্দীপকে একটি রপ্তানিমুখী কারখানার একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ও শ্রমের যোগান সম্পর্কিত তথ্যের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে নিচে কারখানার শ্রমিকের যোগান রেখা অভকন করা হলো:

রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে
শ্রমঘণ্টায় শ্রমের যোগান ও
লম্ব অক্ষে মজুরি পরিমাপ
করা হয়েছে। সূচিতে দেখা
যায় প্রতি ঘণ্টা ২০ টাকা,
৪০ টাকা, ৬০ টাকা ও ৮০
টাকা মজুরিতে কারখানার
শ্রমিকের যোগান হয়
যথাক্রমে ৫, ৬, ৭, ৬
শ্রমঘণ্টা, যা চিত্রে আবার

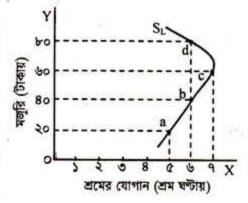


যথাক্রমে a, b, c ও d বিন্দু দারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমঘন্টার যোগানসূচক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে S_L রেখাটি টানি। এটি হলো উদ্দীপকের আলোকে কারখানার শ্রমিকের যোগান রেখা।

য উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখার আকৃতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য উদ্দীপকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে শ্রমের যোগান রেখা (S_L) অঙকন করা হলো।

চিত্রে অভিকত SL রেখার আকৃতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, একজন

শ্রমিক প্রতিঘণ্টা ২০ টাকা
মজুরিতে ৫ শ্রমঘণ্টা যোগান
দেন যা চিত্রে ৪ বিন্দু দ্বারা
নির্দেশিত হয়। মজুরি বৃদ্ধি
পেয়ে ৪০ টাকা ও ৬০ টাকা
হলে তিনি যথাক্রমে ৬ ও ৭
শ্রমঘণ্টা যোগান দেন। যা
চিত্রে যথাক্রমে ৮ ও ৫ বিন্দু
দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।
এসব ক্ষেত্রে মজুরি ও শ্রমের



যোগানের মধ্যে স্মমুখী সম্পর্ক থাকায় S_L রেখা একটি স্বাভাবিক যোগান রেখার আকৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু এরপর মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টাপ্রতি ৮০ টাকা হলে শ্রমিক শ্রমের যোগান কমিয়ে ওই মজুরিতে ৬ শ্রমঘণ্টা যোগান দেন, চিত্রে যা d বিন্দু স্বারা নির্দেশিত। এক্ষেত্রে c থেকে d বিন্দু পর্যন্ত S_L রেখা পশ্চাংমুখী অর্থাৎ বামদিকে বেঁকে গেছে, যা স্বাভাবিক যোগান রেখার ব্যতিক্রম।

প্রকৃত পক্ষে মজুরি অধিক বাড়ায় শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্রামকে পছন্দ করে। ওই অবস্থায় তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ান, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন। এ অবস্থায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এসব কারণে St রেখা অধিক মজুরিতে বামদিকে পশ্চাৎমুখী অর্থাৎ বেঁকে যায়।

প্রা ১৯ রফিক সাহেব সরকারি চাকরি করেন। তার ভাই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। উভয়ের বেতন যথাক্রমে ৪০ হাজার ও ৬০ হাজার। কিন্তু রফিক সাহেব বেতন ছাড়াও বাসস্থান, পরিবহণ প্রভৃতি সুবিধা ভোগ করেন এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন্যাপন করেন। অন্যদিকে, রফিক সাহেবের ভাই অন্য কোনো সুবিধা পান না।

[य. त्या. '३१। अत्र नः ७/

- ক. মজুরি কাকে বলে?
- খ. শ্রমের যোগান কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
- গ. উদ্দীপকে রফিক সাহেব ও তার ভাইয়ের <mark>মজুরির ম</mark>ধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কার প্রকৃত মজুরি বেশি এবং কেন? ব্যাখ্যা করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করা যায়।
শ্রমের যোগানের অন্যতম প্রধান নির্ধারক হলো প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত
মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক বা সমমুখী; তাই প্রকৃত
মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। আবার, প্রকৃত মজুরি হ্রাস
পেলে শ্রমের যোগানও হ্রাস পায়। কারণ প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেলে
শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সুযোগ সুবিধা বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান
বৃদ্ধি পায় ফলে সে অধিক পরিমাণ শ্রম দিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং,
প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমেই শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করা যায়।

গ উদ্দীপকের রফিক সাহেব আর্থিক মজুরির পাশাপাশি প্রকৃত মজুরি এবং তার ভাই শুধু আর্থিক মজুরি পেয়ে থাকে। নিচে উভয় মজুরির মধ্যকার পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলো—

কোনো শ্রমিক উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাই হলো আর্থিক মজুরি। কিন্তু প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্য ও সেবা এবং চাকরিস্থল থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি এবং আর্থিক মজুরি অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য, যেখানে প্রকৃত মজুরি দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

আর্থিক মজুরি সাধারণত দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কিন্তু প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর্থিক মজুরি স্থির থেকে দামস্তর বাড়লে প্রকৃত মজুরি কমে এবং দামস্তর কমলে প্রকৃত মজুরি বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে, সন্মানজনক কাজে আর্থিক মজুরি কম, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আর্থিক মজুরি বেশি। অন্যদিকে, সন্মানজনক কাজে প্রকৃত মজুরি বেশি; এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রকৃত মজুরি কম হয়। তাছাড়া আর্থিক মজুরি শ্রমিকের কাজের প্রতি আগ্রহ ততটা সৃষ্টি করে না, যতটা করে প্রকৃত মজুরি। শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভর করে না; তা করে প্রকৃত মজুরির ওপর। আবার হিসাবের দিক থেকে আর্থিক মজুরি হিসাব করা সহজ; কিন্তু প্রকৃত মজুরি হিসাব করা জটিল ও সময় সাপেক্ষ। সুতরাং বলা যায়, রফিক সাহেব ও তার ভাইয়ের মজুরির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

য উদ্দীপকে রফিক সাহেবের প্রকৃত মজুরি বেশি। কারণ রফিক সাহেব কর্মস্থল থেকে নগদ অর্থে মজুরি পাওয়ার পাশাপাশি সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন।

প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্য ও সেবা এবং চাকরি স্থালে থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি। শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা বলতে সে যে মানের জীবনযাপন করে তাকে বোঝায়। যদি তার জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় তবে বলা যায়, তার প্রকৃত অবস্থা ভালো; অন্যুখায় বলা যাবে, তার প্রকৃত অবস্থা খারাপ। উন্নত জীবনযাত্রার মান মার্থিক স্ক্রের ব্যবহার ব্যবহার প্রকৃত স্ক্রের ব্যবহার করে।

আর্থিক মজুরির ওপর নয় বরং প্রকৃত মজুরির ওপর নির্ভর করে। রফিক সাহেবের ভাই মজুরি হিসেবে কেবল অর্থই পান; তার সাথে আনুষজ্ঞাক কোনো সুযোগ-সূবিধা পান না। প্রাপ্ত মজুরি দিয়ে তাই তিনি জীবনযাত্রার মান খুব একটা উন্নত করতে পারেন না। কিন্ত রফিক সাহেব কর্মস্থল থেকে নগদ অর্থে মজুরি পাওয়ার সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও লাভ করেন। এসবের ফলে রফিক সাহেবের জীবনযাত্রার মান তার ভাইয়ের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উন্নত। রফিক সাহেব কর্মস্থল থেকে যে সুযোগ-সুৰিধা পান তার জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয় না। প্রতিমাসে রুটিনমাফিক তিনি তা পান এবং তিনি আনুষজ্ঞাক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দরুন যথেষ্ট অবসর সময় পান, যা তিনি পরিবারের দেখাশোনার কাজে ব্যয় করেন; এমনটি রফিক সাহেবের ভাই পারেন না। অন্যদিকে, রফিক সাহেবের ভাই যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেখান থেকে কেবল আর্থিক মজুরি বাবদ প্রতিমাসে ৬০ হাজার টাকা বেতন পান; রফিক সাহেব সরকারি চাকরি করেন, সেখানে মাসিক ৪০ হাজার টাকা বেতন ছাড়াও বাসম্থান, চিকিৎসা, পরিবহণ প্রভৃতি সুবিধা পেয়ে থাকেন। যদিও রফিক সাহেব তার ভাইয়ের তুলনায় ২০ হাজার টাকা কম বেতন পান, কিন্তু রফিক সাহেব যে আনুষজ্ঞািক সুবিধাগুলাে ভােগ করেন তার আর্থিক মূল্য ২০ হাজার টাকার চেয়ে বেশি। উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে বলা যায়, রফিক সাহেবের মজুরি তার ভাইয়ের মজুরির চেয়ে বেশি।

প্রা ► ১০ রোহিনী পেশায় একজন নারী শ্রমিক। তার আর্থিক অবস্থা যেমন দুর্বল তেমনি সে অদক্ষ বলে মালিক প্রায়ই তাকে ঠকায়। আবার, সে একা অনেক সময় মালিকের অযৌক্তিক অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। কেননা মালিক যেকোনো সময় তাকে ছাঁটাই করতে পারে। তাই সে অনেক সময় অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায়।

/ব. বো. ১৭1 প্রশ্ন নং ৬/

ক. শ্রমিকসংঘ কী?

খ. শ্রমিকসংঘ কি মজুরি বাড়াতে পারে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে রোহিনীর মতো শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতার কারণ কী কী?

ঘ. শ্রমিকসংঘ কীভাবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র শ্রমিক সংঘ হলো শ্রমিকদের একটি স্থায়ী সংগঠন, যা তাদের কাজের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার জন্য অথবা অবস্থার উন্নতির জন্য চেন্টা করে।

শ্র শ্রমিকসংঘ মালিকপক্ষের সাথে দরকষাক্ষি করে প্রত্যক্ষভাবে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে না, তবে পরোক্ষভাবে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। শ্রমিকগণ যৌথভাবে অর্থাৎ শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সাথে দরকষাক্ষি করে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

ব উদ্দীপকের রোহিনী একজন নারী শ্রমিক। তার আর্থিক অবস্থা যেমন দুর্বল তেমনি সে অদক্ষ বলে মালিক তাকে প্রায়ই ঠকায়। রোহিনীর মতো শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ —

শিক্ষার অভাব: শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো
শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবে শ্রমিকরা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।
কারিগরি জ্ঞানের অভাব: শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতার আরেকটি প্রধান কারণ
হলো কারিগরি জ্ঞানের অভাব। অদক্ষ শ্রমিকরা উৎপাদনের আধুনিক
যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কারিগরি জ্ঞানের
অভাবে তারা মান্ধাতার আমলের উৎপাদন পন্ধতি অনুসরণ করে; ফলে
তাদের উৎপাদনশীলতা কম হয়।

প্রশিক্ষণের অভাব: শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতার আরেকটি কারণ হলো প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধার অভাব। নিয়মিত প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রমিকরা তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে না।

ন্যায্য মজুরির অভাব: শ্রমিকরা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি না পাওয়ায় তাদের কর্মস্পৃহা নম্ট হয় এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে না।

চাকরির নিরাপত্তাহীনতা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা চাকরির নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। যেকোনো সময় মালিকপক্ষ তাদের ছাঁটাই করতে পারে। এ পরিবেশে শ্রমিকদের পক্ষে পেশায় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

উপরিউক্ত কারণগুলোর জন্যই উদ্দীপকের রোহিনীর মতো শ্রমিকরা স্বল্প দক্ষ হয়।

যা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলা হয়, তাকে শ্রমিক সংঘ বলে। শ্রমিক সংঘ নিচের কার্যাবলি গ্রহণ করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে—

কল্যাণমূলক কার্যাবলি: শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসব কাজ করে, সেগুলোকে কল্যাণমূলক বা দ্রাতৃত্বমূলক কাজ বলে। এ জন্য শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে। আবার শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থার সময় তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্যও করে। সংগ্রামী কার্যাবলি: শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব থেকে শ্রমিক সংঘের সংগ্রামী কার্যাবলির উৎপত্তি। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নিয়োগকারী বা মালিকের ওপর যে চাপ সৃষ্টি ও দরকষাকৃষি করে তা শ্রমিক সংঘের সংগ্রামী কার্যাবলির মধ্যে পড়ে। রাজনৈতিক কার্যাবলি: শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যাবলি যেমন: আইন প্রণয়ন, দল গঠন, আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আপসমূলক কার্যাবলি: শ্রমিক সংঘ মালিকপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধা আদায় করে থাকে।

উপরিউল্লিখিত কার্যাবলির মাধ্যমে শ্রমিক সংঘ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

প্রা >>> সাজ্জাদ সাহেব মাসিক ৪০,০০০ টাকা মজুরিতে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান করেন। এর বাইরে তিনি আর কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। কিন্তু তাঁর বন্ধু আলীম সাহেব মাসিক ৩০,০০০ টাকা মজুরিতে অপর একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বেতনের পাশাপাশি আলীম সাহেব প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৮,০০০ টাকা, চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ৪,০০০ টাকা এবং টেলিফোন বিল বাবদ ১,৫০০ টাকার অতিরিক্ত সুবিধা পান। ঐ সময়ে দেশের দামন্তর ১০০ টাকা।

[ज. ता. '३७ । अत्र मः ७/

- ক. শ্রমের চাহিদা বলতে কী বোঝায়?
- খ. শ্রমের ব্যক্তিগত যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. আলীম সাহেবের প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করো।
- ঘ. আওতা, হিসাব করা নীতি নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে সাজ্জাদ সাহেব ও আলীম সাহেবের মজুরির মধ্যে তুলনা করো।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্থিক মজুরি ও দামস্তরের প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট প্রকৃত মজুরিতে নিয়োগকারীরা যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তৃত থাকে তাকে শ্রমের চাহিদা বলে।

যা শ্রমের ব্যক্তিগত যোগান রেখা পন্চাৎমুখী হয় কারণ মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে।

শ্রমের মজুরি বাড়লে একজন শ্রমিক বেশি শ্রম দেয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগান বাড়বে। এক পর্যায়ে মজুরি যখন অধিক হবে তখন শ্রমিক আরাম-আয়েশে মত্ত হবে। তখন শ্রমিক শ্রমঘণ্টা কমিয়ে বিশ্রামের সময় বাড়ালে শ্রমের যোগান দ্রাস পায়। তাই দেখা যায়, প্রথম অবস্থায় শ্রমের মজুরি ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করলেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরির পর, মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে। এ কারণে শ্রমের ব্যক্তিগত যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হয়।

া দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টি হলো শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি।

একজন শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক মজুরি ছাড়াও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন: বিনামূল্যে বাসম্থান, চিকিৎসা, যাতায়াত সুবিধা ইত্যাদি। এ কারণে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হবে আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টির সমান। এ হিসেবে আলীম সাহেবের প্রকৃত মজুরি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা যায়:

- ১. আলীম সাহেবের মাসিক বেতন: ৩০,০০০ টাকা।
- ২. অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

i. বাড়ি ভাড়া:

৮,০০০ টাকা

ii. চিকিৎসা ভাতা:

8,০০০ টাকা

iii. টেলিফোন ভাতা:

১,৫০০ টাকা

সুতরাং আলীম সাহেবের প্রকৃত মজুরি হলো— ৩০,০০০ + ৮,০০০, + ৪,০০০ + ১৫০০ = ৪৩,৫০০ টাকা। অতএব বলা যায়, আলীম সাহেবের প্রকৃত মজুরি ৪৩,৫০০ টাকা।

ত্বা উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেব ও আলীম সাহেবের মজুরি এক নয়। কারণ সাজ্জাদ সাহেবের মাসিক বেতন ৪০,০০০ টাকা যা প্রকৃত মজুরির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, আলীম সাহেব মাসিক ৩০,০০০ টাকা বেতন পেলেও সাথে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা সুবিধা, এবং টেলিফোন বিল বাবদ আরও ১৩,৫০০ টাকা পায় যা তার প্রকৃত মজুরি। শ্রমিক উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করে যে অর্থ লাভ করে তাই আর্থিক মজুরি। অন্যদিকে, শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে এবং কর্মস্থল থেকে অন্যান্য যে সুযোগ-সুবিধা পায় তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

আওতা, হিসাব, নীতিনিধারণ ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে তুলনা করা হলো—

- আর্থিক মজুরির আওতা সংকীর্ণ বা সীমাবন্ধ। কিন্তু প্রকৃত মজুরির আওতা অপেক্ষাকৃত প্রসারিত।
- আর্থিক মজুরি হিসাব করা সহজ ও কম সময় সাপেক। পক্ষান্তরে প্রকৃত মজুরি হিসাব করা জটিল ও অধিক সময় সাপেক।
- শ্রমিকদের 'মজুরিনীতি' নির্ধারণে আর্থিক মজুরিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে শ্রমিকদের 'মজুরিনীতি' নির্ধারণে প্রকৃত মজুরিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- আর্থিক মজুরির অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম। কিন্তু প্রকৃত মজুরির অর্থনৈতিক তাৎপর্য অধিক।

অতএব সব দিক তুলনা করলে বোঝা যায় যে, আর্থিক মজুরির তুলনায় প্রকৃত মজুরি তুলনামূলক বেশি।

প্রমি ১১ 'র্পসী বাংলা ফ্যাশন হাউস' একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রমিকবান্ধব গার্মেন্টস কারখানা। প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রতি শ্রমিকদেরকে দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি দিলে তারা ৮ ঘণ্টা কাজ করে। মজুরি বৃদ্ধি করে দৈনিক ৩০০ টাকা দিলে শ্রমিকরা কাজ করে ১০ ঘণ্টা। মজুরি আরও বৃদ্ধি করে দৈনিক জনপ্রতি ৪০০ টাকা দিলে তখন শ্রমিকেরা কাজ করে ৮ ঘণ্টা এবং তখন পরিবারের পেছনে অধিক সময় ব্যয় করে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের বছরে ২টি উৎসব বোনাস, বার্ষিক মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ প্রদান, উন্নত প্রশিক্ষণ, বার্ষিক ১৫ দিন ভ্রমণ ছুটি প্রদান করে। কিন্তু তার পাশের জেমস ফ্যাশন কারখানায় কেবলমাত্র নির্ধারিত মজুরিতেই শ্রমিকদের কাজ করতে হয়।

ক. প্রকৃত মজুরি বলতে কী বোঝ?

মজুরি শ্রমের চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপ<mark>সী বাংলা কারখানার শ্রমের</mark> যোগানরেখা অ<mark>জ্</mark>কন করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারখানাগুলোর মধ্যে কোনটিতে
 শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নতর এবং কেন?

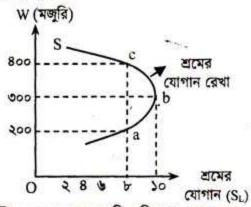
১২ নং প্রলের উত্তর

কৈ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে—এ দুয়ের সমষ্টিকে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বলে।

শ্রমের চাহিদা হলো উদ্ভূত চাহিদা—এটি শ্রমিকের জন্য নয় বরং
তার উৎপাদনশীলতার জন্য হয়। শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার মূল্য
অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যদি তাকে প্রদত্ত মজুরি থেকে বেশি হয়
তবে শ্রমের চাহিদা অধিক হয়। মজুরি কম থাকলে এমনটি হয়। আর
শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তাকে প্রদত্ত মজুরি থেকে যদি কম হয় তবে
শ্রমের চাহিদাও কম হয়। মজুরি বেশি হলে এমন হয় তাই বেশি
মজুরিতে কম এবং কম মজুরিতে বেশি শ্রমের চাহিদা হয়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে শ্রমের যোগান সূচি তৈরিপূর্বক প্রমের যোগান রেখা অভকন করা হলো।

শ্রমের মজুরি (টাকায়)	শ্রমের যোগান (ঘণ্টায়)
200	Ъ
900	20
800	ъ



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমঘণ্টা ও লম্ব অক্ষে মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায় ২০০, ৩০০ ও ৪০০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগান হয় যথাক্রমে ৮, ১০ ও ৮ ঘণ্টা যা আবার যথাক্রমে a, b, ও c বিন্দ দ্বারা নির্দেশিত। এখন বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমঘণ্টার যোগানসূচক a, b, ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে St রেখাটি টানা হয়েছে। এটিই হলো রূপসী বাংলা কারখানার শ্রমের যোগান রেখা।

বিদানিদন জীবনযাপন করতে গিয়ে শ্রমিকরা কী পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে তার ওপর তাদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। যদি তারা আর্থিক মজুরি দিয়ে অধিক পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তবে তা তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ায়। এছাড়া তারা যদি কর্মস্থল থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তবে তা তাদের ভোগ বাড়ায়। এসবই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। এ প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত কারখানা দুটির শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বিবেচনা করা হলো।

রূপসী বাংলা ফ্যাশন হাউজ মাঝেমধ্যেই শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি বাড়ায়। বাড়তি মজুরি দিয়ে তারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে। তাছাড়া আর্থিক মজুরি অধিক বাড়ায় তারা শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ায়, চিত্তবিনােদনের ব্যবস্থা করে এবং পরিবারের পেছনে অধিক সময় ব্যয় করে। এ অবস্থায় তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কিন্তু পাশের 'জেমস ফ্যাশন' কারখানায় দেখা যায়, শ্রমিকরা কেবল নির্ধারিত মজুরিতেই কাজ করে। মুদ্রাস্ফীতির এ যুগে নির্ধারিত মজুরি দিয়ে ক্রমেই কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করায় তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হয়ে পড়ে। কম মজুরিতে অধিক শ্রম দাম করতে গিয়ে তারা অবসর যাপন ও পরিবারের ঠিকমতো দেখাশুনা করতে পারে না। এসবই তাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটায়।

সর্বোপরি রূপসী বাংলা ফ্যাশন হাউজ শ্রমিকদের বছরে ২টি বোনাস ও বার্ষিক মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ভ্রমণ ছুটি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাও দেয়। এসবই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। এসবের অনুপস্থিতিতে জেমস ফ্যাশনের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হয়ে পড়ে।

সূতরাং বলা যায়, জেমস ফ্যাশনের তুলনায় রুপসী বাংলা ফ্যাশনের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত।

প্রা > ১০ রানা ও রাজু দুই বন্ধু। দুজনেই দুটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। রানা কোম্পানির নিকট থেকে প্রতিমাসে ৫০,০০০ টাকা বেতন পান। অন্যদিকে, রাজু তার কোম্পানি থেকে মাসিক ৪০,০০০ টাকা বেতন পান। রাজুকে কোম্পানি থেকে পরিবহন সুবিধা, বাসম্থান ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়।

//দ. বো. ১৬ বিশ্ল বং ৫/

ক. মজুরি কী?

- খ. আর্থিক মজুরি নয়, প্রকৃত মজুরি দ্বারা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়- ব্যাখ্যা করো।
- গ. রানা ও রাজুর মজুরির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ঘ. উদ্দীপকে কার মজুরি বেশি এবং কেন?

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে। আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে প্রকৃত মজুরি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রন্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে এবং কর্মস্থল থেকে অন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকৃত মজুরির ওপর নির্ভরশীল। আবার, প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে প্রকৃত মজুরি দ্রাস, বৃদ্ধি পায়। এজন্য বলা হয়, শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা আর্থিক মজুরি নয়, প্রকৃত মজুরি দ্বারা জানা যায়।

া উদ্দীপকের রানা প্রতিমাসে ৫০,০০০ টাকা বেতন পায় যা তার আর্থিক মজুরি। আর রাজু আর্থিক মজুরি হিসেবে ৪০,০০০ টাকা পাওয়ার পাশাপাশি কোম্পানি হতে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা পায় যার ভিত্তিতে বলা যায় সে প্রকৃত মজুরি পায়। নিচে দুই ধরনের মজুরির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো—

 কোনো শ্রমিক উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাই হলো আর্থিক মজুরি। অন্যদিকে, প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্য ও সেবা এবং চাকরি স্থল থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি।

আর্থিক মজুরি দামন্তর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অপরদিকে, প্রকৃত মজুরি
দামন্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ আর্থিক মজুরি স্থির থেকে দামন্তর
বাড়লে প্রকৃত মজুরি কমে এবং দামন্তর কমলে প্রকৃত মজুরি বাড়ে।

৩. আর্থিক মজুরি শুধু প্রাপ্য নগদ অর্থের সমান হয়ে থাকে। একে সাধারণত 'W' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অপরদিকে, প্রকৃত মজুরি প্রাপ্য নগদ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ও অন্যান্য সুবিধার সমষ্টির সমান হয়ে থাকে; এক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরি W_R = W+AB / P + C দ্বারা প্রকাশ করা হয়। [এখানে, W_R = প্রকৃত মজুরি, P = দামন্তর, W = আর্থিক মজুরি, AB = অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য এবং C = অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়]

 শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না। অন্যদিকে, শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও

জীবনযাত্রার মান প্রকৃত মজুরির উপর নির্ভর করে।

৫. মনে করি, কোনো শ্রমিকের কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতন পায়। এক্ষেত্রে, আর্থিক মজুরি W = ১০,০০০ টাকা। অপরদিকে, কোনো শ্রমিক যদি মাসিক ১০,০০০ টাকা। আর্থিক মজুরি ছাড়াও পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, বাসস্থান, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ, গাড়ি ইত্যাদি বাবদ আরও ৬,০০০ টাকার সুবিধা ভোগ করে, তবে তার প্রকৃত মজুরি হবে W_R = (১০,০০০ + ৬,০০০) টাকা = ১৬,০০০ টাকা।

সূতরাং বলা যায়, রানা ও রাজুর মজুরির মধ্যে যথেন্ট পার্থক্য রয়েছে।

য উদ্দীপকের রাজুর মজুরি বেশি। কারণ তিনি কর্মস্থল থেকে আর্থিক মজুরির পাশাপাশি প্রকৃত মজুরি পেয়ে থাকেন যা তার সুন্দরভাবে জীবন্যাপনের জন্য সহায়ক।

প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্য ও সেবা এবং চাকরি স্থাল থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি। শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা বলতে সে যে মানের জীবনযাপন করে সেটি বোঝায়। যদি তার জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় তবে বলা যায়, তার প্রকৃত অবস্থা ভালো; অন্যথায় বলা যাবে, তার প্রকৃত অবস্থা খারাপ। উন্নত জীবনযাত্রার মান আর্থিক মজুরির ওপর নয় বরং প্রকৃত মজুরির উপর নির্ভর করে।

রানা মজুরি হিসেবে কেবল একগাছা অর্থই পান; তার সাথে আনুষজ্গিক কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। তাই তিনি প্রাপ্ত মজুরি দিয়ে জীবনযাত্রার মান খুব একটা উন্নত করতে পারছেন না। কিন্তু রাজু কর্মস্থল থেকে নগদ অর্থে মজুরি পাওয়ার সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও (যেমন— পোশাক-পরিচ্ছেদ, ঔষধপত্র, বাসস্থান, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ, গাড়ি) লাভ করেন। এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ফলে রানার তুলনায় রাজুর জীবনযাত্রার মান উন্নত। তাছাড়া, রাজুকে কর্মস্থল থেকে এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। প্রতিমাসে রুটিনমাফিক তিনি তা পেয়ে যান, এবং তিনি আনুষজ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দরুন যথেক্ট অবসর সময় পান যা তিনি পরিবারের দেখাশোনার কাজে বয় করেন।

কাজেই বলা যায়, রানা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেখান থেকে তিনি কেবল আর্থিক মজুরি বাবদ প্রতিমাসে ৫০,০০০ টাকা বেতন পান; অন্যদিকে তার বন্ধু রাজু যেখানে কাজ করেন সেখান থেকে তিনি মাসিক ৪০,০০০ টাকা বেতন ছাড়াও পরিবহন সুবিধা, বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। যদিও রাজু তার বন্ধু রানা সাহেব থেকে ১০,০০০ টাকা কম বেতন পান, কিন্তু রাজু যে আনুষঞ্জিক সুবিধাগুলো ভোগ করেন তার আর্থিক মূল্য ১০,০০০ টাকার চেয়ে যথেষ্ট বেশি। উপরোল্লিখিত বিভিন্ন কারণে বলা যায়, রানার চেয়ে রাজু বেশি মজুরি পান।

প্রস ১১৪ কামাল সাহেব মাসিক ২০,০০০ টাকা মজুরিতে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেন। এর বাইরে তিনি আর কোন সুযোগ-সুবিধা পান না। কিন্তু তার বন্ধু জামাল সাহেব মাসিক ১৫,০০০ টাকা মজুরিতে অপর একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেন। বেতনের পাশাপাশি জামাল সাহেব প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৪,০০০ টাকা, চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ২,০০০ টাকা এবং শিক্ষা সহায়ক ভাড়া বাবদ ১,০০০ টাকার অতিরিক্ত সুবিধা পান। ঐ সময়ে দেশের দামস্তর ৫০

ক. শ্ৰম কী?

মজুরি ও আয় একই কিনা ব্যাখ্যা করো।

গ. জামাল সাহেবের প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করো।

ঘ. আওতা হিসাব করা, নীতি নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে কামাল সাহেব ও জামাল সাহেবের মজুরির মধ্যে তুলনা করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

য সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

🚰 শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে এবং কর্মস্থল থেকে অন্যান্য যে সুযোগ-সুবিধা (বিনামূল্য বাসস্থান, চিকিৎসা, যাতায়াত সুবিধা) পায় তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করতে হলে আর্থিক মজুরির সাথে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আর্থিক মূল্য যোগ করে তাকে প্রচলিত দামস্তর দিয়ে ভাগ করতে হবে। এ হিসেবে জামাল সাহেবের প্রকৃত মজুরি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা যায়:

জামাল সাহেবের মাসিক বেতন:

১৫,০০০ টাকা

২. অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

i. বাড়ি ভাড়া...

৪,০০০ টাকা

ii. চিকিৎসা ভাতা... ...

২,০০০ টাকা

iii. শিক্ষা ভাতা

১,০০০ টাকা

মোট প্রাপ্তি:

২২,০০০ টাকা

∴জামাল সাহেবের প্রকৃত মজুরি

= 22,000 ÷ @0

= 880 একক দ্রব্য ও সেবা।

ঘ কামাল সাহেব ও জামাল সাহেবের মজুরি এক নয়; কামাল সাহেবের কাজের সাথে আর্থিক মজুরি ও জামাল সাহেবের কাজের সাথে প্রকৃত মজুরি সম্পর্কিত। আওতা, হিসাব করা, নীতি নির্ধারণ, <mark>অর্থনৈ</mark>তিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে এ দুটি মজুরির মধ্যে তুলনা করা হলো:

- আওতা: কামাল সাহেবের মজুরির আওতা সংকীর্ণ বা সীমাবন্ধ। তার মজুরি কেবল মজুরি হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের অঙ্কেই সীমিত। কিন্তু জামাল সাহেবের মজুরির আওতা অপেক্ষাকৃত প্রসারিত; এখানে অর্থের অঙ্কে প্রাপ্ত মজুরির সাথে কর্মস্থল থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির কথাও চিন্তা করতে হয়।
- ২. হিসাব করা: কামাল সাহেবের মজুরি হিসাব করা সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ: কাজ করে তিনি কত টাকা পেলেন তা জানলেই এ মজুরি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু জামাল সাহেবের মজুরি হিসাব করতে গেলে তিনি কাজ করা বাবদ কত টাকা পেলেন এবং কর্মস্থল থেকে কী কী সুযোগ-সুবিধা লাভ করলেন তা জানা দরকার। এ প্রেক্ষিতে বলা হয়, প্রকৃত মজুরি হিসাব করা জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

- নীতি নির্ধারণ: কামাল সাহেবের মজুরির ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে জামাল সাহেবকে মজুরি দিতে গেলে চিন্তা করতে হয়। কারণ তাকে আর্থিক মজুরির সাথে কী আর কী সৰু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় যাতে তার কর্মস্পৃহা বাড়ে। তাই বলা হয়ে থাকে প্রকৃত মজুরির ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি। তাছাড়া 'মজুরি নীতি' নির্ধারণে আর্থিক মজুরি অপেক্ষা প্রকৃত মজুরিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।
- অর্থনৈতিক তাৎপর্য: কামাল সাহেব যে মজুরি পান তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম। কিন্তু জামাল সাহেব যে মজুরি পান তার তাৎপর্য অধিক। কারণ শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনৈতিক <mark>অবস্থা ও জীবনযা</mark>ত্রার মান কতটা উন্নত হবে তা আর্থিক মজুরি অপেক্ষা প্রকৃত মজুরির উপরই বেশি নির্ভর করে।

তাই বলা যায়, আর্থিক মজুরির তুলনায় প্রকৃত মজুরির ধারণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রার >১৫ রোক্যো একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। এ কাজে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় তার মাসিক বেতন মাত্র ২৫০০ টাকা। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই বিধায় বাধ্য হয়ে সে এ কাজ করছে। তাছাড়া এখানে কাজের অনুকূলে পরিবেশ নেই বলে শ্রমিকদের দক্ষতাও কম। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গার্মেন্টস একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই এ খাতের উন্নয়নের জন্য মজুরি বৃদ্ধি, চাকরির শর্ত উন্নয়ন, শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। यः ताः उछ। अत्र नः व/

শ্রমের যোগান কী?

শ্রমের যোগান রেখা কখন পশ্চাৎমুখী হয়? ব্যাখ্যা করো।

গার্মেন্টসের কাজে রোকেয়ার অনাগ্রহের কারণ উদ্দীপকের আলোকে নিরূপণ করো।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

বিভিন্ন মজুরি হারে একটি নির্দিষ্ট ধরনের যে সংখ্যক শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলে।

🛂 একটি নির্দিষ্ট ন্যুনতম মজুরি স্তরের নিচে শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক হয় না। এ ন্যুনতম স্তরের চেয়ে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। মজুরি বেড়ে একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়ে তারপর আরও বাড়লে শ্রমের যোগান আর না বেড়ে বরং হ্রাস পায় : শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের পরিবর্তে অবসর পছন্দ করায় এমনটি হয়। এ পর্যায়ে শ্রমের যোগান রেখা পেছনের দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ পশ্চাৎমুখী হয়।

প গার্মেন্টসের কাজে রোকেয়ার অনাগ্রহের কারণ হচ্ছে স্বল্প মজুরি এবং কাজের প্রতিকৃল পরিবেশ।

যেসব শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম তার মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প অন্যতম। রোকেয়ার মাসিক বেতন মাত্র ২,৫০০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির এ সময়ে সামান্য এ টাকা দিয়ে সে ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাই করতে পারে না; সুন্দরভাবে জীবনযাপন তো দুরের কথা। আর্থিক অনটনে জড়জড়িত রোকেয়ার তাই কাজে আগ্রহ নেই।

তাছাড়া, উৎপাদনক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। রোকেয়া হলো অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ; কোনো কাজের জন্য তার প্রশিক্ষণ নেই। এ অবস্থায় তারপক্ষে বেশি বেতনে অন্য কোথাও কাজ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও সে অন্যত্র কাজ খৌজে। ফলে ফ্যাক্টরিতে যে নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে তার কাজ করা উচিত ছিল তা তার নেই। রোকেয়া যে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সেখানে দেশের অন্যান্য ফ্যাক্টরির মতো কাজের অনুকূল পরিবেশ নেই। তাকে আলো-বাতাসহীন ও অস্বাস্থ্যকর এক বিরাট ঘরে একসজো গাদাগাদি হয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে ভালোভাবে চলাফেরাও করা যায় না। দিনের পর দিন এ রকম পরিবেশে কাজ করতে করতে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। এজন্য সে কাজের প্রতি উদাসীন ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছে।

সূতরাং বলা যায়, উপরোল্লিখিত বিভিন্ন কারণের জন্য গার্মেন্টেস এর কাজে রোকেয়ার অনাগ্রহ রয়েছে।

মজুরি, চাকরি, শর্তাবলি উন্নয়ন, শ্রমিকদের শিল্পগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসন্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

শ্রমিক কাজের উপযুক্ত মজুরি পেলে কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে; যার ফলে তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে। তাই বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে কম মজুরিতে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হবে। তাদেরকে এমন মজুরি দিতে হবে যা দিয়ে সন্মানজনক জীবনযাপন করা যায়। উপযুক্ত মজুরি পেলে শ্রমিকরা কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলে তাদের কর্মদক্ষতা বাডবে।

আবার, গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কাজের শর্তাদি তাদের জীবন্যাপনের অনুকূল করতে হবে। কাজের সময়সীমা হ্রাস, সবেতন ছুটি, লভ্যাংশ দান, অবসর ভাতা ও দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি মাধ্যমে কাজের শর্তাবলি উন্নত করতে হবে। এমনটি করলে তারা অধিক উৎপাদনে উৎসাহী হবে ও তাদের দক্ষতা বাড়বে। কোনো শিল্পে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে ঐ শিল্পের শিল্পগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তাই এদেশে গার্মেন্টস শিল্পে কার্যরত অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য এ শিল্পের শিল্পগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে এ শিল্পের উদ্যোগ্রাদের সমিলিত প্রচেষ্টা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

তাছাড়া, শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতে হলে ফ্যাক্টরির ভেতর ও বাইরের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক্ষণ কাজ করার উপযোগী করতে হবে। এজন্য ফ্যাক্টরির ভেতরে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজের জায়গা প্রসারিত ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার উপযোগী করতে হবে। ফ্যাক্টরির ভেতর ও বাইরে যাতে ঘিঞ্জি পরিবেশে বিরাজ না করে সেজন্য নালা-নর্দমা ঘনঘন পরিস্কার করতে হবে। উপরোল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে এদেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ১৬ চট্টপ্রামে অবস্থিত রিফাত ওয়ারস লি, নামে একটি ফার্মে প্রতিদিন ২০০ টাকা মজুরিতে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে। ফার্মের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হলে ৪০০ জন শ্রমিক কাজ করতে রাজি হয়। মজুরি আরো বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হলে ৬০০ জন শ্রমিক কাজ করতে রাজি হয়। অন্যদিকে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানায় ধান কাটার মৌসুমের প্রথম দিকে মজুরি বাড়ানো হলে অধিক শ্রমিক পাওয়া যায়। কিন্তু মজুরি অধিক পরিমাণ বাড়াতে থাকলে শ্রমিকের যোগান কমে যায়। ফলে তখন ধান চামিরা খুবই বিপাকে পড়েন।

- ক্ মজুরি কত প্রকার ও কী কী?
- খ. প্রমের দক্ষতা কীভাবে মজুরিকে প্রভাবিত করে?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে রিফাত ওয়্যারস লিঃ-এর শ্রমের যোগান রেখা অংকন করো।
- উদ্দীপকে উল্লিখিত বীরগঞ্জ থানার কৃষি শ্রমিকের যোগান রেখার আকৃতির উপর তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মজুরি দুই প্রকার। যথা<mark>:</mark> ১. আর্থিক মজুরি ২. প্রকৃত মজুরি।

থা শ্রমিকের দক্ষতার পার্থক্যের কারণে মজুরির হারে পার্থক্য হয়ে থাকে।

যেসব শ্রমিকের কর্মদক্ষতা উচ্চমানের স্বভাবতই তাদের মজুরি অধিক

হয়। পক্ষান্তরে, যেসব শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কম তাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত

কম হয়। দক্ষতার পার্থক্যের কারণে একই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের

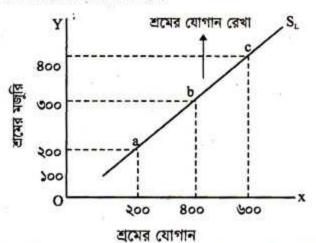
প্রাপ্ত মজুরির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এভাবেই শ্রমের দক্ষতা মজুরিকে

প্রভাবিত করে।

া উদ্দীপকের আলোকে রিফাত ওয়্যারস লি. এর শ্রমের যোগান সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে শ্রমের যোগান রেখা অভকন করা হলো। শ্রমের যোগান সচি

শ্রমের মজুরি (টাকায়)	শ্রমের যোগান (জন)
200	200
900	800
800	৬০০

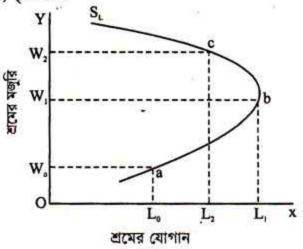
শ্রমের যোগান রেখা মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। মজুরির সাথে শ্রমের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এজন্য শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয়।



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের যোগান ও লম্ব অক্ষে শ্রমের মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, ২০০ টাকা মজুরিতে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে, চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আবার মজুরি বাড়িয়ে যখন ৩০০ টাকা ও ৪০০ টাকা করা হয় তখন শ্রমের যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় যখাক্রমে ৪০০ জন ও ৬০০ জন, চিত্রে যা আবার যখাক্রমে ৮ ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন a, ৮ ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে শ্রমের যোগান রেখা (Supply of Labour) বা SL রেখাটি পাওয়া যায়। এটিই হলো রিফাত ওয়ারস লি, এর জন্য শ্রমের যোগান রেখা।

য উদ্দীপকে উল্লেখিত দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানায় ধান কাটার মৌসুমের প্রথম দিকে মজুরি বাড়ানো হলে অধিক শ্রমিক পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তীতে মজুরির পরিমাণ বাড়াতে থাকলেও শ্রমিকের যোগান কমে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমের যে যোগান রেখা পাওয়া যায় তা হচ্ছে শ্রমের পশ্চাৎগামী যোগান রেখা।

একটি নির্দিষ্ট শুর পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এরপর মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি না পেয়ে বরং প্রাস পায়। ফলে শ্রমের যোগান রেখা প্রথমে বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বণামী হলেও নির্দিষ্ট বিন্দুর পর মজুরি আরও বাড়ানো হলো তখন শ্রমের যোগান রেখা লম্ব অক্ষের দিকে বেঁকে যায়। এ কারণে শ্রমের পশ্চাৎগামী যোগান রেখা (Backward Bending Supply Curve of Labour) সৃষ্টি হয়।



 S_L রেখাটির আকৃতি বিবেচনা করে বলা যায়, W_0 মজুরিতে শ্রমিকেরা OL_0 পরিমাণ শ্রম যোগান দেয় যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। মজুরি বেড়ে OW_1 হলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে হয় OL_1 , যা চিত্রে b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এক্ষেত্রে S_L রেখা স্বাভাবিক যোগান রেখার মত ভানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। কিন্তু এরপর মজুরি আরও বেড়ে OW_2 হলে শ্রমের যোগান কমে হয় OL_2 , যা চিত্রে c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। অর্থাৎ b থেকে c বিন্দু পর্যন্ত S_L রেখা পক্তাৎমুখী হয়েছে, যা শ্রমের যোগান রেখার ব্যতিক্রম।

সুতরাং বলা যায়, মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে; তবে মজুরি অধিক হয়ে পড়লে শ্রমিকেরা কাজ করার পরিবর্তে বিশ্রাম বেশি পছন্দ করে বলে শ্রমের যোগান কমে যায়। এজন্য বীরগঞ্জ থানায় শ্রমের যোগান রেখা S_L রেখার আকৃতি ধারণ করে। প্রশ্ন >> বিন একজন সেলাই মেশিন শ্রমিক। সে নিখুঁতভাবে সেলাই কাজ করতে পারে। তার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। ঐ বেতনে তার সংসার চলে না। সে বেশি বেতনের চাকরি খুঁজতে থাকে। ভাগ্যক্রমে সে ৭০০০ টাকা বেতনে একই ধরনের চাকরি পায়। রবিন ভাবে বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বেশি কিন্তু চাকরির সুবিধা কম, তাই বেতন কম।

/ব. বো. ১৬ বিশ্ল নং ৬/

ক. অর্থনীতিতে শ্রম বলতে কী বোঝায়?

খ. শ্রমকে জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন?

গ্রবিনের বেতনের সম্ভাব্য পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ, রবিনের ভাবনার আলোকে শ্রমবাজারে মজুরির নির্ধারণ প্রক্রিয়া আলোচনা করো।

-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে অর্থনীতিতে শ্রম (Labour) বলে।

সাধারণত শ্রম বলতে মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে বোঝায়। মানুষের সব কর্মই শ্রম নয়। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ যে পরিশ্রম করে তাকে শ্রম বলে। যতক্ষণ শ্রমিকের জীবনীশক্তি বিদ্যমান ততক্ষণ শ্রমের অন্তিত্ব থাকে। তাই শ্রমই হলো উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ।

পা সেলাই মেশিন শ্রমিক রবিন পূর্বে যেখানে কাজ করতো, সেখানে মাত্র ৫,০০০ টাকা বেতন পেতো। কিন্তু বর্তমানে সে যেখানে কর্মরত সেখানে সে ৭,০০০ টাকা বেতন পায়। তার বেতনের পার্থক্যের সম্ভাব্য কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

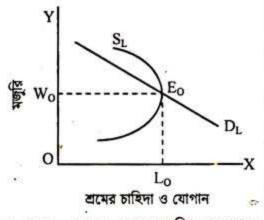
অদক্ষ শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার মান হয় নিম্ন, উৎপাদনের পরিমাণও হয় কম। এজন্য অদক্ষ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা (Productivity) কম। এ প্রেক্ষিতে নিয়োগকর্তা তাকে কম বেতন দিতে চায়। তাই পূর্বে রবিন যেখানে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো সেখানে সে কম বেতন পেতো।

আবার, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা হয় উন্নত মানের, সে উৎপাদনও বেশি করতে পারে। তার উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা বিক্রি করে নিয়োগকর্তা বেশি আয় করে। এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায়, দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি। অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য তাকে নিয়োগকর্তা বেশি বেতন দেয়। রবিনকে বর্তমানে তার নিয়োগকর্তা বেশি বেতন দেয়। ক্রবিনকে বর্তমানে তার নিয়োগকর্তা বেশি বেতন দেয়; কারণ এখন সে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হয়।

সূতরাং বলা যায়, শ্রমের দক্ষতার তারতম্যই হলো রবিনের বেতনের সম্ভাব্য পার্থক্যের কারণ।

ঘ রবিনের ভাবনার আলোকে শ্রমবাজারে মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিচে

আলোচনা করা হলো— বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বেশি, কিন্তু চাকরির সুবিধা কম। তাই বেতন রবিনের কম। ভাবনাটি অর্থনীতির ভাষায় বিশ্লেষণ করলে দেখা याग्र. এখানে শ্রমের যোগান (Supply of Labour) বেশি কিন্তু যোগানের তুলনায়



শ্রমের চাহিদা (Demand for Labour) কম, ফলে মজুরিও কম হয়। শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয়। রবিনের এমন ধারণার আলোকে এদেশে শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা হলো:

শ্রমবাজারে ঐ মজুরিই নির্ধারিত হয় যেখানে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান পরস্পর সমান হয়।

রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা (D_L) ও শ্রমের যোগান (S_L) এবং লম্ব অক্ষে মজুরি (W) পরিমাপ করা হয়েছে। D_L ও S_L রেখা হলো

যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা। শ্রমিকের নিম্ন উৎপাদনশীলতার জন্য D_L রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। বেশি মজুরিতে শ্রমের যোগান বেশি হয় বলে S_L রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী; তবে অধিক মজুরিতে শ্রমের যোগান কমে যায় বলে তখন তা পশ্চাৎগামী হয়। এ কারণে S_L রেখা প্রথমে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়ে পরে আবার বামদিকে বেঁকে গেছে।

চিত্রে দেখা যায়, E_0 বিন্দুতে D_L ও S_L রেখাদ্বয় পরস্পরকে ছেদ করায় সেখানে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান হয়েছে। ফলে ঐ বিন্দুতে OW_0 মজুরি নির্ধারিত হয়েছে। এটিই হলো রবিনের ভাবনার আলোকে শ্রমবাজারে নির্ধারিত মজুরি।

প্রশ্ন ►১৮ 'X' ফার্মে দৈনিক ২০০ টাকা মজুরিতে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে। ফার্মটির মালিক উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দৈনিক মজুরি ৫০ টাকা বৃদ্ধি করলে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করতে সম্মত হয়। দৈনিক মজুরি আরও ৫০ টাকা বৃদ্ধি করলে ৩০০ জন শ্রমিক কাজ করতে সম্মত হয়। জনাব রকিব 'X' ফার্মের একজন শ্রমিক। তিনি দৈনিক ২০০ টাকা মজুরিতে ৬ ঘণ্টা কাজ করেন। দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরিতে ৮ ঘণ্টা কাজ করেন। কিন্তু দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিতে ৭ ঘণ্টা কাজ করেতে সম্মত হন। সিং বাং ২০১৬ প্রশ্ন কং ৬/

ক, প্রমের চাহিদা কাকে বলে?

খ. প্রমিকের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে আর্থিক মজুরি নয়,
 প্রকৃত মজুরিই প্রধান ভূমিকা পালন করে- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' ফার্মের শ্রমের যোগান রেখা অংকন করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রকিবের শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি বিশ্লেষণ করো।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে উৎপাদনকারী বা নিয়োগকর্তা যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে চায়, তাকে শ্রমের চাহিদা (Demand for Labour) বলে।

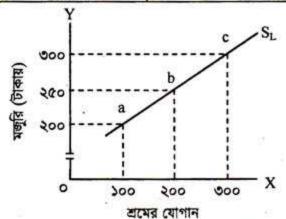
ত্রী শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান আর্থিক মজুরি (Money wages) নয়, বরং প্রকৃত মজুরির (Real wages) উপর নির্ভরশীল।

শ্রমিকের আর্থিক মজুরি দ্বারা ক্রয়ক্রত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা বলতে বাড়িভাড়া, সন্তানের পড়ালেখার ব্যয়, বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, আনন্দ ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি বোঝায়। একজন শ্রমিক আর্থিক যে মজুরি পায় তা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে শ্রমিক যদি আর্থিক মজুরির বিনিময়ে অধিক পরিমাণে উন্নতমানের দ্রব্য ও সেবা ক্রয় এবং কর্মস্থল থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পায় তবে সে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের জীবন যাপন করতে পারে, যা কেবল আর্থিক মজুরি দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে X ফার্মের একটি শ্রমের যোগান সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে একটি শ্রমের যোগান রেখা অজ্জন করা হয়েছে।

শ্রমের যোগানসচি

মজুরি (টাকায়)	শ্রমের যোগান (জন)
. ২০০	700
২৫০	২০০
900	900



চিত্র: শ্রমের স্বাভাবিক যোগান রেখা

ব্রহান্ত OX অক্ষে শ্রমের যোগান ও OY অক্ষে মজুরি পরিমাপ করা হছেছে। সূচিতে দেখা যায়, দৈনিক ২০০, ২৫০ ও ৩০০ টাকা মজুরিতে হখাক্রমে ১০০, ২০০ ও ৩০০ জন শ্রমিক কাজ করতে আগ্রহী চিত্রে যা আবার যথাক্রমে a, b ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন বিভিন্ন মজুরি ও ঐ মজুরিতে শ্রমদান

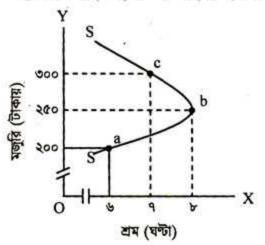
করতে আগ্রহী শ্রমিকের সংখ্যা মধ্যে সম্পর্কসূচক বিন্দুগুলো যুক্ত করে S_L (Supply of Labour) রেখাটি টানা হয়েছে। এটিই হলো X ফার্মের দৈনিক শ্রমের যোগান রেখা।

ব উদ্দীপকের আলোকে জনাব রকিবের শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সাধারণত শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয়। যা শ্রমের মজুরি এবং শ্রমের যোগানের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক দেখায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হওয়ার পর তা আবার লম্ব অক্ষের দিকে বেঁকে যায়। কারণ শ্রমিক অধিক মজুরির চেয়ে বিশ্রাম বা অবকাশ যাপনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে বলে এটি ঘটে থাকে। এ অবস্থায় শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি বক্রাকার হয়। শ্রমের এ ধরনের যোগান

রেখাকেই শ্রমের পশ্চাৎগামী যোগান রেখা (Backward Bending Labour Supply Curve) বলা হয়।

চিত্রে OX অক্ষে
জনাব রকিবের শ্রমের
যোগান ও OY অক্ষে
মজুরি পরিমাপ করা
হয়েছে। প্রাথমিক
অবস্থায় ২০০ টাকা
মজুরিতে জনাব রকিব



চিত্র: শ্রমের ব্যতিক্রমধর্মী যোগান রেখা

৬ ঘণ্টা শ্রমের যোগান দেন, যা a বিন্দুতে নির্দেশিত। আবার ২৫০ টাকা ও ৩০০ টাকা মজুরিতে তিনি শ্রমের যোগান দেন যথাক্রমে ৮ ও ৭ ঘণ্টা, যা আবার ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। a, ৮ ও ৫ বিন্দুগুলো যোগ করে SS পশ্চাৎগামী রেখা পাওয়া যায়। কেননা ৮ বিন্দুর পর মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পায়। মূলত অধিক মজুরিতে স্বল্পকালে কাজের চেয়ে বিশ্রাম পছন্দনীয় হয়ে পড়ে বলে শ্রমের যোগান ৮ বিন্দুর পর শ্রাস পায়। ফলে ৮ বিন্দুর পর শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হয়। তাই SS রেখাটি জনাব রাকিবের শ্রমের পশ্চাৎগামী যোগান রেখা।

প্রনা > ১৯ জনাব রাহুল একজন চাকরিজীবী। তার মাসিক বেতন ৬০,০০০ টাকা। তাছাড়া তিনি অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়ির সুবিধা পান, টেলিফোনের খরচ হিসেবে মাসিক ভাতা ২,০০০ টাকা, মাসিক চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং শিক্ষা সহায়ক ভাতা ১,০০০ টাকা পান। এমতাবস্থায়, আগামী মাসে তার মাসিক বেতন দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ক, শ্রমের যোগান কী?
- খ. শ্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, জনাব রাহুলের আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, জনাব রাহুলের বেতন দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রকৃত মজুরিকে কী বৃদ্ধি করবে? উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহারপূর্বক তা বিশ্লেষণ করো।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র শ্রমের যোগান হলো একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম প্রদানে রাজি থাকে। ব্র প্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়, কারণ প্রকৃত মজুরি কমলে প্রমের চাহিদা বাড়ে এবং প্রকৃত মজুরি বাড়লে প্রমের চাহিদা কমে।

প্রাথমিকভাবে শ্রমের চাহিদা আর্থিক মজুরির ওপর নির্ভরশীল হলেও বাস্তবে তা প্রকৃত মজুরির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃত মজুরি কম হলে নিয়োগকারীর নিকট শ্রমিক নিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত হয়। আবার প্রকৃত মজুরি বেশি হলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে নিয়োগকারীর কাছে শ্রমিক নিয়োগের চাহিদা কমে যায়। তাই প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত হয়। এ জন্য শ্রমের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

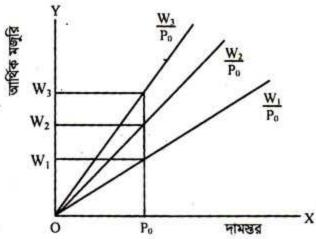
প্র উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী জনাব রাহুলের আর্থিক মজুরি ৬০,০০০ টাকা এবং প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি।

কোনো নির্দিন্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাকে আর্থিক মজুরি বলে। আর শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং চাকরিস্থাল হতে যে আনুষজ্ঞিক সুযোগ–সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমন্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। তাই প্রকৃত মজুরি, $Wr = \frac{W + OA}{P} + C$; এখানে, W = আর্থিক মজুরি OA = অর্থের মাধ্যমে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা এবং C = অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা, যা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ্যোগ্য নয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব রাহুলের মাসিক বেতন ৬০,০০০ টাকা। তাই তার আর্থিক মজুরি হলো ৬০,০০০ টাকা। এই আর্থিক মজুরি ছাড়াও তিনি অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়ির সুবিধা, টেলিফোন খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা, চিকিৎসা ১,৫০০ টাকা এবং শিক্ষা সহায়ক ভাতা ১,০০০ টাকা পান। এমতাবস্থায় সাধারণ দামস্তর P = ৫০ টাকা ধরে প্রকৃত মজুরি,

য সাধারণ দামস্তর স্থির থেকে জনাব রাহুলের মাসিক বেতন দ্বিগুণ হলে তার প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃত মজুরি সাধারণ দামন্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে দামন্তর স্থির থেকে আর্থিক মজুরি বাড়লে প্রকৃত মজুরি বাড়ে।



চিত্র : দামস্তর স্থির থেকে প্রকৃত মজুরির পরিবর্তন উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, দামস্তর স্থির থেকে আর্থিক মজুরি W_1 থেকে বেড়ে W_2 হলে প্রকৃত মজুরি $\dfrac{W_1}{P_0}$ রেখা বামদিকে উপরে স্থানান্তরত হয়ে $\dfrac{W_2}{P_0}$ হয়। এক্ষেত্রে $\dfrac{W_1}{P_0}<\dfrac{W_2}{P_0}$ ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব রাহুল মাসিক বেতন ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তার প্রকৃত মজুরি ১২৯০ টাকা + গাড়ির সুবিধা। ('গ' হতে প্রাপ্ত) এখন, দামস্তর P = ৫০ টাকা স্থির থেকে আগামী মাসে মাসিক বেতন দ্বিগুণ হলে তথা (৬০,০০০ x ২) বা ১,২০,০০০ টাকা হলে প্রকৃত মজুরি হবে

$$Wr = \frac{3,20,000 + 2,000 + 3,000 + 3,000}{60} +$$
গাড়ির সুবিধা।

= ২৪৯০ <mark>টাকা + গাড়ির সুবিধা</mark>।

অর্থাৎ মাসিক বেতন দ্বিগুণ হলে জনাব রাহুলের প্রকৃত মজুরি (২৪৯০ -১২৯০) বা ১২০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

প্রের চাহিদা অপেক্ষক D_L = 800 – 2W

শ্রমের যোগান অপেক্ষক $S_L = 300 + 3W$

/ताषाउँक उँछता घरछन करनण, जाका । श्रभ नः ७/

- ক. শ্রমের দক্ষতা কাকে বলে?
- খ. শ্রমের যোগান রেখা কেন পশ্চাৎগামী হয়?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য মজুরি ও শ্রম নিয়োগের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. 50 টাকা ও 150 টাকা মজুদ্ধিতে শ্রম বাজারে কির্প পরিস্থিতি হবে? ব্যাখ্যা করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা বা উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour) বলে।

ব একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি স্তরের নিচে শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক হয় না। এ ন্যূনতম স্তরের চেয়ে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। মজুরি বেড়ে একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়ে তারপর আরও বাড়লে শ্রমের যোগান আর না বেড়ে বরং শ্রাস পায়। শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের পরিবর্তে অবসর পছন্দ করায় এমনটি হয়। এ পর্যায়ে শ্রমের যোগান রেখা পেছনের দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ পশ্চাৎমুখী হয়।

প্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতায় ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য মজুরি ও শ্রম নিয়োগের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

শ্রম বাজারে যে অবস্থায় শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়, তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলে। আর এই অবস্থায় নির্ধারিত মজুরি হলো ভারসাম্য মজুরি এবং শ্রমিকের নিয়োগ হলো ভারসাম্য শ্রম নিয়োগ। কাজেই, ভারসাম্য অবস্থায়,

 $D_L = S_L$ উদ্দীপক হতে,

DL = 800 - 2W

$$DL = 800 - 2W$$

$$SL = 300 + 3W$$

বা, 5W = 500

$$\sqrt{4}$$
, $W = \frac{1}{5}$

বা, W = 100

∴ W_o = 100 একক।

এখন, ভারসাম্য মজুরি (Wo) = 100 একক শ্রম নিয়োগের পরিমাণ,

$$N_L = 800 - 2 \times 100$$

 $\overline{\text{Al}}$, $N_L = 800 - 200$

বা, N_L = 600

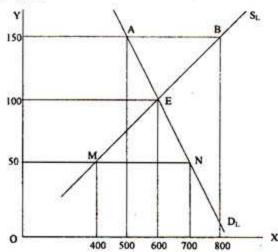
 $N_L = 600$

∴ অতএব, নির্ণেয় ভারসাম্য মজুরি ও শ্রম বিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে 100 একক ও 600 একক।

য উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী, 50 টাকা ও 150 টাকা মজুরিতে শ্রম বাজারে ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে।

ভারসাম্য অবস্থায় শ্রমের চাহিদা (D_L) = শ্রমের যোগান (S_L)। যদি শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান বেশি হয় তাহলে অর্থনীতিতে বেকারত্ব দেখা দেবে। তখন অধিক লোকের কর্মসংস্থান

করতে গিয়ে মজুরি দ্রাস পাবে। আবার শ্রমের যোগানের তুলনায় শ্রমের চাহিদা বেশি হলে শ্রমিকরা পূর্বের চেয়ে বেশি মজুরি দাবি করবে। তখন মজুরি বৃদ্ধি পাবে।



চিত্র: শ্রমবাজারে অভারসাম্য পরিস্থিতি

উপরের চিত্র অনুসারে মজুরি 100 টাকার চেয়ে কম যেমন 50 টাকা হলে শ্রমের যোগানের চেয়ে চাহিদা MN বা (700 – 400) = 300 একক পরিমাণ বেশি হবে। এক্ষেত্রে অনেক উদ্যোক্তাই কিছু বেশি মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশি মজুরি দেওয়ার প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি 50 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 100 টাকায় উন্নীত হবে, যেখানে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান।

আবার, মজুরি 100 টাকার চেয়ে বেশি 150 টাকা হলে শ্রমের চাহিদার তুলনায় যোগান AB একক পরিমাণ বেশি হবে। এ অবস্থায় AB পরিমাণ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। বেকার থাকার চেয়ে অনেক শ্রমিক কম মজুরিতেই কাজ করা পছন্দ করবে। এর ফলে মজুরি কমে আবার 100 টাকা হবে যেখানে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান।

সূতরাং বলা যায়, 50 টাকা 150 টাকা মজুরিতে শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান না হওয়ায় শ্রমবাজারে মজুরি অনির্ধারিত থেকে যাবে।

의원 > 52

মজুরি (টাকা)	শ্রমের চাহিদা (শ্রম ঘটা)	শ্রমের যোগান (শ্রম ঘন্টা)
600	२०	78
\$000	36	১৬
7600	78	২০
2000	32	১৬

निर्णेत एक्य करनावा, यहायनिर्दश । अहा नः त

ক, শ্ৰম কী?

থ. আর্থিক মজুরি নয়, প্রকৃত মজুরি দ্বারা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় — ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রে শ্রমের বাজার ভারসাম্য দেখিয়ে মজুরি এ নিয়োগ নির্দেশ করো।

 ঘ. উদ্দীপকের সূচি থেকে প্রাপ্ত যোগান রেখা আকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

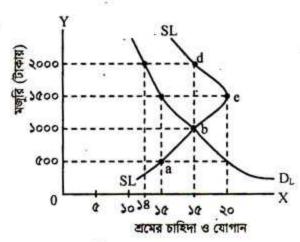
২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

য সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের সূচির তথ্য নিয়ে শ্রমের চাহিদা (DL) ও শ্রমের যোগান (SL) রেখা অঙকন করে রেখাচিত্রের সাহায্যে শ্রমবাজারে ভারসাম্য মজুরির পরিমাণ দেখানো হলো।



চিত্র: শ্রমের বাজার ভারসাম্য

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান এক লম্ব অক্ষে মজুরির হার নির্দেশিত। এখন উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে শ্রমের চাহিদা DL ও শ্রমের যোগান রেখা SL অজ্জন করা হলো। এই দুই রেখা পরস্পর b বিন্দুতে ছেদ করায় ১০০০ টাকা মজুরি হারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান হয়।

সূতরাং ১০০০ টাকা হয় ভারসাম্য মজুরি এবং ঐ মজুরিতে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ হয় ১৬ একক।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অভিকৃত শ্রমের যোগান রেখা প্রাথমিক অবস্থায় উর্ধ্বগামী হলেও নির্দিষ্ট সীমার পর পশ্চাৎগামী হয়ে পড়ে। এর কারণ মূলত নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট থাকা।

সাধারণত মজুরির সাথে শ্রমের যোগান সমমুখী। তাই শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয়। কিন্তু একটি নির্দিন্ট মজুরিতে যদি শ্রমিকরা সন্তুষ্ট থাকে তাহলে ঐ নির্দিন্ট মজুরির পর আরো মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান ব্রাস পায়। যার ফলশ্রুতিতে পশ্চাংগামী শ্রমের যোগান রেখা সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মজুরি ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকায় বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান ১৪ ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ ঘণ্টা হয়। মজুরি আরো বেড়ে ১৫০০ টাকা হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেম্টায় সে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে ২০ শ্রমঘণ্টা করে। এরপর মজুরি আরো বাড়লে শ্রমিক অবসর, বিনোদন ও পরিবারের কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট হয় বলে শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়।

কাজেই বলা যায়, নির্দিষ্ট সীমার মজুরির পর শ্রমিকরা বিশ্রাম ও বিনোদনের প্রতি আকৃষ্ট ও নির্দিষ্ট মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকায় ঐ নির্দিষ্ট সীমার পর শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হতে দেখা যায়।

বিশ্বখ্যাত 'আদমজী জুট মিল' বন্ধ হওয়ার পর প্রায় ১ লক্ষ
কর্মচারী দিশেহারা হয়ে কেউ চামড়া কারখানায়, কেউ গার্মেন্টসে, কাঠের
কারখানায় বা কেউ দিনমজুর হিসেবে অথবা বেকার, এভাবে দেশে ও
বিদেশে চলে গেল। কিন্তু দক্ষতার অভাবে কিছুদিন পর পুনরায় চাকরি
হারিয়ে বেকারদের সাথে অনেকে যুক্ত হলো। বিশ্বে দক্ষ শিক্ষিত লোকের
চাহিদা অনেক। সাম্প্রতিক শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ২৬
লক্ষ বেকার রয়েছে। এর বেশির ভাগই শিক্ষিত। বাংলাদেশের একজন
গার্মেন্টস শ্রমিক মাসিক ৫,০০০ টাকা বেতন লাভ করে এবং এখানে
দামস্তর ২৫০ পক্ষান্তরে দক্ষিণ কোরিয়ায় এর্প শ্রমিকের বেতন ৫০,০০০
টাকা, সেখানে দামস্তর ১০০০।

ক. মজুরি কাকে বলে?

খ. 'শ্রম উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ'— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক হতে দুটি দেশের মধ্যে কার প্রকৃত মজুরি অধিক- তা নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপক হতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিস্থিতি তুমি কি বুঝতে পেরেছ? বর্ণনা করো। 8

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

য সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

ত্রী উদ্দীপকে আলোকিত বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গার্মেন্টেস শ্রমিকদের মজুরি নির্ণয় করে এই দুই দেশের মজুরির হার মূল্যায়ন করা হলো-শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে নিয়োগকারীর নিকট থেকে সর্বমোট দৃশ্যমান যে পরিমাণ অর্থ পায়, তার দ্বারা সে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে আর্থিক মজুরির অতিরিক্ত অদৃশ্যমান সুবিধার প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

সূত্রের সাহায্যে প্রকৃত মজুরি $(W_R) = \frac{W + AB}{P}$

এখানে,

W_R = প্রকৃত মজুরি

P = দামস্তর

W = মূল বেতন

AB = অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

অর্থাৎ, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি:

$$W_R = \frac{@000}{2@0} = ২০ টাকা$$

অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি:

∴ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়ার গার্মেন্টস শ্রমিকদের
বেতন বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের তুলনায় অধিক।

ঘ উদ্দীপকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ দুই শ্রমবাজারের পরিস্থিতি আলোচনা করা হলো-

একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে শ্রমের বাজারকে অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার বলে। এ বাজারে শ্রমের চাহিদা বিরাজ করে দেশটির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রকৃতি ও পরিধির ওপর। এখানে ফরম্যাল সেক্টর এর তুলনায় নন ফরম্যাল খাতে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশি এবং তা স্ব-উদ্যোগেই ঘটে। এখানে রয়েছে দক্ষ, আধা দক্ষ শ্রমিক, দিনমজুর, স্বকর্মে নিয়োজিত এবং বিনা মজুরিতে পারিবারিক কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক।

শ্রমের বাজার যখন কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমরেখা অতিক্রম করে অন্য কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বিস্তৃত হয়, তখন তাকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বলে। সাধারণত দক্ষ, সবল ও কর্মঠ শ্রমিকরা অতি সহজেই এ বাজারে প্রবেশ করে। কম ঘনবসতিপূর্ণ উন্নত, ধনী দেশগুলোতে শ্রমের চাহিদা অধিক।

বিশ্বায়নের এ যুগে শ্রমশক্তি রপ্তানি খাতে বাংলাদেশ এক অসীম সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ সুযোগকে এদেশের উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সমৃন্ধ যুব সমাজ কাজে লাগাতে পারলে আগামী দিনে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হবে শক্তিশালী, অর্থনীতি হবে সমৃন্ধ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসূজনের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্রা বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ব্যাপক অবদান রাখছে। দক্ষ, স্বন্ধ দক্ষ— এমনকি অদক্ষ শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিধি দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে।

প্রশ্ন > ২০ রহিম সাহেব মাসিক ৫০,০০০ টাকা মজুরিতে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেন। তিরি এর বাইরে আর কোন সুযোগ সুবিধা পান না। কিন্তু তার বন্ধু আজিজ সাহবে মাসকি ৪০,০০০ টাকা মজুরিতে সরকারি চাকরি করেন, বেতনের পাশাপাশি আজিজ সাহেব প্রতিমাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ১০,০০০ টাকা, চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ৪০০০ টাকা এবং টেলিফোন বিল বাবদ ১৫০০ টাকার অতিরিক্ত সুবিধা পান। বিবেচ্য সময়ে দেশের দামস্তর ১০০ টাকা।

/िकारुमिमा नुम म्कून এङ करनज, ठाका । अग्र नः ७/

ক শ্রম কী?

খ. "বাংলাদেশি শ্রমিকদের মজুরি আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে কম"— ব্যাখ্যা করো।

- গ্রহিম সাহেব ও আজিজ সাহেবের প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. আওতা হিসাব করা, নীতি নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে রহিম সাহেব ও আজিজ সাহেবের মজুরির মধ্যে তুলনা করো।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্মপ্রচেন্টাকে শ্রম বলে।

য সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টিই হচ্ছে প্রকৃত মজুরি।

একজন শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক মজুরি ছাড়াও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, চিকিৎসা, যাতায়াত সুবিধা ইত্যাদি। এ কারণে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হবে আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সমষ্টির সমান। এ হিসেবে রহিম সাহেব ও আজিজ সাহেবের প্রকৃত মজুরি নির্পণ করা হলো- রহিম সাহেবের মাসিক বেতন ৫০,০০০ টাকা। এছাড়া আর কোনো সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় উক্ত ৫০,০০০ টাকাই রহিম মিয়ার প্রকৃত মজুরি। অন্যাদিকে, আজিজ সাহেবের মাসিক বেতন ৪০,০০০ টাকা। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন-বাড়িভাড়া ১০,০০০ টাকা, চিকিৎসা ব্যয় ৪,০০০ টাকা এবং টেলিফোন বিল বাবদ ১৫০০ টাকার অতিরক্ত সুবিধা পান।

সুতরাং আজিজ সাহেবের প্রকৃত মজুরি ৪০,০০০ + ১০,০০০ + ৪,০০০ + ১৫০০ = ৫৫,০০০ টাকা।

∴ অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের রহিম সাহেবের প্রকৃত মজুরি ৫০,০০০ টাকা এবং আজিজ সাহেবের প্রকৃত মজুরি ৫৫,০০০ টাকা।

উদ্দীপকে রহিম সাহেব ও আজিজ সাহেবের মজুরি এক নয়। কারণ রহিম সাহেবের মাসিক বেতন ৫০,০০০ টাকা যা প্রকৃত মজুরি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, আজিজ সাহেব ৪০,০০০ টাকা বেতন পেলেও সাথে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা সুবিধা এবং টেলিফোন বিল বাবদ আরও ১৫,০০০ টাকা পায় যা তার প্রকৃত মজুরির সাথে অন্তর্ভুক্ত।

শ্রমিক উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে যে অর্থ লাভ করে তাই আর্থিক মজুরি। অন্যদিকে, শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে এবং কর্মস্থল থেকে অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা পায় তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। তাই রহিম সাহেব ও আজিজ সাহেবের মজুরি যথাক্রমে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরিকে নির্দেশ করে।

আওতা, হিসাব, নীতিনিধারণ ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে দুজনের মজুরি যথাক্রমে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃতি মজুরির মধ্যে তুলনা করা হলো-

আর্থিক মজুরির আওতা সংকীর্ণ। কিন্তু প্রকৃত মজুরির আওতা অপেক্ষাকৃত প্রসারিত। আর্থিক মজুরি হিসাব করা সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে প্রকৃত মজুরি হিসাব করা জটিল ও অধিক সময় সাপেক্ষ আবার শ্রমিকদের 'মজুরিনীতি' নির্ধারণে আর্থিক মজুরিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে শ্রমিকদের 'মজুরি' নির্ধরাণে প্রকৃত মজুরিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই আর্থিক মজুরির তাৎপর্য কম। কিন্তু প্রকৃত মজুরির তাৎপর্য অধিক।

অতএব সবদিক তুলনা করে বোঝা যায় যে, আর্থিক মজুরির তুলনায় প্রকৃত মজুরি তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থাৎ রহিম সাহেবের তুলনায় আজিজ সাহেবের প্রকৃত মজুরি বেশি।

প্রশ্ন ► ২৪ শারমিন ও ফারজানা দুই বান্ধবী। শারমিন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করে। তার মাসিক বেতন ৮০,০০০ হাজার টাকা তিনি বেতন ছাড়া অন্য কোন ধরনের ভাতা পান না। অন্যদিকে, তার বান্ধবী ফারজানা একটি ফার্মে ৫০,০০০ হাজার টাকার বেতনে চাকরি করেন। তিনি বসবাসের জন্য একটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় পেয়েছেন। তাছাড়া প্রতি বছর তিনি প্রতিষ্ঠানের খরচে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পান।

ক, শ্রমবাজার কী?

খ. দামস্তর প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা কর।

গ, ফারজানার প্রকৃত মজুরি নির্ণয় কর।

শারমিন ও ফারজানা মজুরির মধ্যে কার মজুরি বেশি বলে

 তোমার মনে হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

 ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ব যে বাজারে শ্রমের চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগানকারী শ্রমিকদের দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে বা মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় তাকে শ্রমবাজার বলে।

🛐 প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কারণ দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং দামস্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই দামস্তরের সাথে প্রকৃত মজুরির বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। তাছাড়া প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের আর্থিক মজুরির পরিমাণ এবং জিনিস্পত্রের বাজার দামের ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকের আলোকে ফারজানার প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করা হলো—
দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক
মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব
সুযোগ সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টি হলো শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি।
উদ্দীপকে ফারজানা একটি ফার্মে ৫০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে কাজ
করেন। এক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা হলো তার আর্থিক মজুরি। এই টাকা
দিয়ে সে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে থাকে তা হলো প্রকৃত
মজুরি। এ ছাড়া ফারজানা তার কর্মক্ষেত্রে থেকে আরও কিছু সুবিধা
পেয়ে থাকে। যেমন— তার পদমর্যাদা অনুযায়ী বসবাসের জন্য একটি
বাড়ি, যার কোনো ভাড়া দিতে হয় না। আবার প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের
খরচে বিদেশে শ্রমণের সুযোগ পান। এ সকল সুযোগ সুবিধাও
ফারজানার প্রকৃত মজুরির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতার
সাথে প্রাপ্ত সকল সুযোগ সুবিধার সমষ্টি হলো তার প্রকৃত মজুরি।

শারমিন ও ফারজানার মজুরির মধ্যে ফারজানার মজুরি বেশি বলে আমি মনে করি। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো—
উদ্দীপক অনুসারে, শারমিন একটি বহুজাতিক ফার্মে কাজ করেন এবং সেখান থেকে মাসিক ৮০,০০০ টাকা বেতন পান। অন্যদিকে, তার বান্ধবী ফারজানা যে ফার্মে কাজ করেন, সেখান থেকে তিনি মাসিক ৫০,০০০ টাকা বেতন পান। এ বেতন ছাড়াও তিনি তার পদমর্যাদা অনুযায়ী একটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় পেয়েছেন এবং প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের খরচে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পান। তাই শারমিন ও ফারজানার মজুরির মধ্যে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, শারমিন থেকে ফারজানার বেতন কম হলেও তিনি চাকরি ক্ষেত্র থেকে যেসব আনুষজ্ঞাক সুযোগ সুবিধা পান তার আর্থিক মূল্য শারমিনের মজুরি থেকে বেশি। এসব সুবিধা ফারজানার জীবনযাত্রা অনেকটাই উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে।

তাছাড়া ফরজানা তার কর্মস্থল থেকে যে সুযোগ সুবিধা পান তার জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয় না, তিনি রুটিনমাফিক তা পেয়ে থাকেন। কিন্তু শারমিনকে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য যখন নিজেই ঐসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়, তখন তার জন্য যথেষ্ট শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই শারমিনের চেয়ে ফারজানা বেশি আরামের সাথে জীবনযাপন করেন।

উপরিউল্লিখিত <mark>কারণে বলা যায়, শারমিনের চেয়ে ফারজানার মজুরি</mark> বেশি।

প্রশ় ▶২৫ নিচের অপেক্ষক দুটি লক্ষ করো:

DL = 700 - 2w SL = 100 + 2w न्यामनाम आईडियान करनळ, चिनगांड, ঢाका । श्रय नः ১०/

ক. প্রকৃত মজুরি কাকে বলে?

খ. শ্রম উৎপাদনের একটি জীবন্ত উপকরণ — ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক হতে গাণিতিকভাবে ভারসাম্য মজুরি ও ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপক হতে চিত্রের সাহায্যে শ্রমবাজারের ভারসাম্য বিশ্লেষণ করো।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

লৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে—এ দুয়ের সমষ্টিকে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বলে।

শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তি থেকে শ্রম সৃষ্ট হয়। এজন্য শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ হিসেবে গণ্য। শ্রমিক যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে এবং তা থেকে শ্রম উৎপন্ন হয়। তাই শ্রমিক ও শ্রমের যোগান একসাথে অবস্থান করে। এজন্যই বলা হয় শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য। উৎপাদনে শ্রম উপকরণ ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তার সাথে শ্রমিকের অন্তিত্বও মেনে নিতে হবে।

্র শ্রম বাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের সমতা বিন্দৃতে ভারসাম্য মজুরি (W_0) ও ভারসাম্য নিয়োগ (L_0) নির্ধারিত হয়।

ভারসাম্য অবস্থায় শ্রমের চাহিদা (DL) ও শ্রমের যোগান (SL) সমান হয়। অর্থাৎ DL = SL বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি (W_0) ও নিয়োগ (L_0) হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে চাহিদা অপেক্ষক (DL) ও যোগান অপেক্ষক (SL) দেয়া আছে। এগুলো হলো:

DL = 700 - 2w

SL = 100 + 2w

আবার, আমরা জানি যে, ভারসাম্য অবস্থায়,

DL = SL হয়। অর্থাৎ,

700 - 2w = 100 + 2w

41,700 - 100 = 2w + 2w

বা, 600 = 4w

বা, $\frac{600}{4} = w$

বা, W = 150

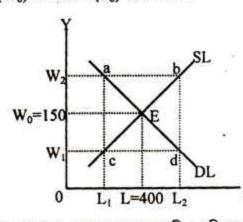
 $W_0 = 150$

সূতরাং ভারসাম্য মজুরির (w_0) পরিমাণ 150 একক। উদ্ভ মজুরিতে ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ হবে, $L_0=SL=10+2w=100+(2\times150)=100+300=400$ একক।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে চিত্রের সাহায্যে শ্রমবাজারের ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা হলো—

শ্রম বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতা বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি (W_0) ও ভারসাম্য নিয়োগ (L_0) নির্ধারিত হয়। ভারসাম্য অবস্থায় শ্রমের চাহিদা (DL) ও শ্রমের যোগান (SL) সমান হয়। অর্থাৎ DL = SL বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি (W_0) ও নিয়োগ (L_0) হয়ে থাকে।

উদ্দীপক হতে ইতোমধ্যে ভারসাম্য মজুরি (Wo) ও ভারসাম্য নিয়োগ (Lo) এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। এর পরিমাণ যথাক্রমে 150 একক ও 400 একক। উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিচে চিত্রের সাহায্যে শ্রম বাজারের ভারসাম্য দেখানো হলো—



চিত্রে X-অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং Y-অক্ষে মজুরির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। শ্রমের চাহিদা (DL) ও যোগান রেখার (SL) ছেদবিন্দুতে (E) শ্রমিকের ভারসাম্য মজুরি ($W_0=150$ একক) এবং শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ($L_0=400$ একক) নির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, E বিন্দু ছাড়া অন্য কোনো বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগ নির্ধারিত হয় না। তেমন শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে W_2 হলে শ্রমের চাহিদা W_2 a এর চেয়ে শ্রমের যোগান W_2 b বেশি থাকে। এক্ষেত্রে শ্রম বাজারে ab

পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রমিক বা বেকার শ্রমিক থাকবে। ফলে কাজ পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি W_2 থেকে কমে পুনরায় W_0 -তে নেমে আসবে। আবার শ্রমের মজুরি কমে W_1 হলে শ্রমের যোগান W_{10} -এর, চেয়ে শ্রমের চাহিদা W_{10} বেশি থাকবে। এতে করে শ্রমবাজারে cd পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা থাকায় নিয়োগকারীদের মধ্যে বেশি মজুরি দিয়ে শ্রমিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হবে; এর ফলে শ্রমের মজুরি বেড়ে পুনরায় W_1 থেকে W_0 -তে আসবে।

সূতরাং দেখা যাচ্ছে, E হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু, $W_0=150$ একক হচ্ছে প্রমের ভারসাম্য মজুরি এবং $L_0=400$ একক হচ্ছে প্রমের ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ। এভাবে প্রমের চাহিদা ও যোগানের ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রমবাজারে ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে মজুরি ও নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

প্রা > ২৬

মজুরি (W)	শ্রমের চাহিদা (D _L)	শ্রমের যোগান (SL)
১০০০ টাকা	৪০ একক	২০ একক
२००० "	90 "	9 0 "
0000 "	२० "	80 "
8000 "	٥٥ "	oe "

|जिका कमार्न करना । श्रम नः ०|

ক. প্রমের দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?

খ. আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির ধারণা দাও।

গ. উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করো।

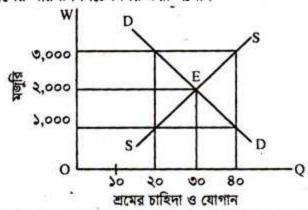
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ১০০০ টাকা ও ৩০০০ টাকা মজুরিতে শ্রম বাজারে কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

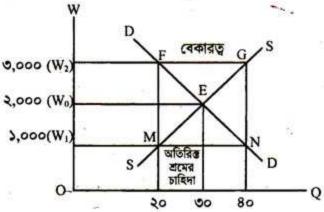
ক্র শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা বা উৎপাদন ক্ষমতাকে বোঝায়।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে। আর প্রকৃত মজুরি হলো শ্রমিকের আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও চাকরিস্থাল হতে প্রাপ্ত আনুষজ্ঞিক সুযোগ-সুবিধা এ দুয়ের সমষ্টি। কাজেই প্রকৃত মজুরি, $W_r = \frac{W + OA}{O} + C$ যেখানে, W = আর্থিক মজুরি, OA = অর্থের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, C = অন্যান্য সুযোগ সুবিধা; যা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ যোগ্য নয় এবং P = দামস্তর।

া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগের পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা হলো।



চিত্রি, ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে
মজুরি (W) নির্দেশ করা হয়েছে। DD ও SS যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা এবং এ রেখা দুটি পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেহেতু E বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান। সূতরাং এখানে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। E বিন্দু অনুসারে মজুরি যখন ২,০০০ টাকা তখন শ্রমের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয় অর্থাৎ শ্রমবাজারে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে নির্দেয় ভারসাম্য মজুরি ২০০০ টাকা এবং নিয়োগ ৩০ একক। ত্র উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী শ্রমের মজুরি ১০০০ টাকা ও ৩০০০ টাকার ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে যথাক্রমে অপূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব দেখা দিবে।



শ্রমের চাহিদা ও যোগান

উদ্দীপকের ভূমি অক্ষে শ্রমের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে মজুরি (W) নির্দেশ করা হয়েছে। DD রেখা ও SS রেখা পরস্পর E বিন্দৃতে ছেদ করায় এখানে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রমবাজারে ভারসাম্য মজুরি ২০০০ টাকা ও ভারসাম্য শ্রমের পরিমাণ হয় ২০ একক। এখন কোনো কারণে মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ৩০০০ টাকা হলো, এ অবস্থায় বাজারে শ্রমের চাহিদা হবে W₂F ও যোগান হবে W₂G যেখানে W₂G>W₂F। তাই এক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা যোগান FG পরিমাণ বেশি বিধায় অর্থনীতিতে বেকারত্ব দেখা দেখা দেবে এবং মজুরি হ্রাস পাবে।

আবার, শ্রমের মজুরি ১০০০ টাকায় শ্রমের চাহিদা ও যোগান যথাক্রমে ৪০ ও ২০ একক হয়। এক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা (W1N) অপেক্ষা যোগান (W1M) বেশি হওয়ায় অর্থনীতিতে অপূর্ণ নিয়োগ দেখা দিবে। কারণ ১০০০ টাকা মজুরিতে MN পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা দেখা দেয়। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক অনুযায়ী ১০০০ টাকা ও ৩০০০ টাকা শ্রমের মজুরিতে শ্রম বাজারে ভারসাম্য বিঘ্লিত হবে। অর্থাৎ এই মজুরিতে যথাক্রমে অপূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব পরিলক্ষিত হবে।

প্রা ▶২৭ শ্রমের চাহিদা অপেক্ষক, D_L = 1000 – 2w শ্রমের যোগান অপেক্ষক, S_L = 200 + 2w

|जावमुन कामित त्याचा त्रिपि करनज, नत्रत्रिःमी । अञ्च नः ७/

- ক. মজুরি কী?
- খ. মজুরি শ্রমের চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- গ্রমের ভারসাম্য মজুরি ও পরিমাণ নির্ণয় করো।
- মজুরি সর্বনিয় ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা ধার্য করা
 হলে শ্রম বাজারে কীরুপ প্রভাব পড়বে? মন্তব্য করো।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

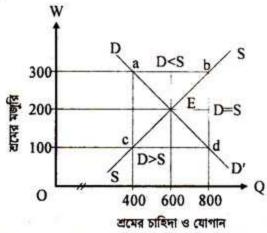
য শ্রমের চাহিদা হলো উদ্ভূত চাহিদা—এটি শ্রমিকের জন্য নয় বরং তার উৎপাদনশীলতার জন্য হয়।

শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার মূল্য অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যদি তাকে প্রদন্ত মজুরি থেকে বেশি হয় তবে শ্রমের চাহিদা অধিক হয়। মজুরি কম থাকলে এমনটি হয়। আর শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তাকে প্রদন্ত মজুরি থেকে যদি কম হয় তবে শ্রমের চাহিদাও কম হয়। মজুরি বেশি হলে এমন হয় তাই বেশি মজুরিতে কম এবং কম মজুরিতে বেশি শ্রমের চাহিদা হয়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত প্রমের চাহিদা ও যোগান অপেক্ষক ব্যবহার করে প্রথমে সূচি এবং সূচির আলোকে শ্রমের ভারসাম্য মজুরি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

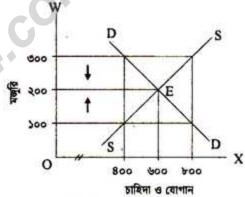
মজুরি (W)	শ্রমের চাহিদা (DL = 1000 – 2W)	শ্রমের যোগান (SL = 200 + 2W)
100	- 800	400
200	600	600
300	400	800

উপরের সূচির ভিত্তিতে শ্রমের ভারসাম্য মজুরি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো— :



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OQ) শ্রমের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OW) শ্রমের মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে। DD ও SS হলো যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা যেগুলো প্রাপ্ত সূচির ভিত্তিতে অভিকত। চিত্রে, শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করায় E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য মজুরি ২০০ টাকা এবং শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত 600 একক।

ম সর্বনিম্ন মজুরি ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ মজুরি ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হলে শ্রম বাজারে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে। নিচে বিষয়টি চিত্রের সাহায্য বিশ্লেষণ করা হলো।



চিত্রে, প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু E অনুযায়ী শ্রম বাজারের ভারসাম্য মজুরি ২০০ টাকা ও ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ৬০০ একক নির্ধারিত হয়েছিল। এখন সরকার শ্রমের সর্বনিম্ন মজুরি ১০০ টাকা ধার্য করায় শ্রম বাজারের ভারসাম্য বিঘ্লিত হবে। কারণ মুজরি ১০০ টাকা হলে শ্রমের চাহিদা হয় ৮০০ একক এবং যোগানের পরিমাণ ৪০০ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান অনেক কম। ফলে বাজারে শ্রমের দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার, শ্রমের সর্বোচ্চ মজুরি ৩০০ টাকা ধার্য করা হলে শ্রমের চাহিদা হয় ৪০০ একক এবং যোগান হয় ৮০০ একক। এক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়ায় শ্রমের মজুরি বা দাম ব্রাস পাবে।

কাজেই বলা যায়, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উভয় মজুরিতেই শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ভারসাম্য অর্জিত হয় না।

প্ররা ১২৮ মজুরি যখন ১০০ টাকা রাজু তখন প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা কাজ করে। মজুরি বেড়ে ২০০ ও ৩০০ টাকা হলে সে প্রতিদিন ৬ ও ৭ ঘণ্টা কাজ করে। মজুরি আরো বেড়ে ৪০০ টাকা হলে সে তখন পরিবারকে সময় দেয়ার জন্য কাজ কমিয়ে দিয়ে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা কাজ করে।

|जानम (पाइन करनज, परापनिशःह । अस नः ७/

ক. শ্রম কী?

খ. শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছেদ্য কেন?

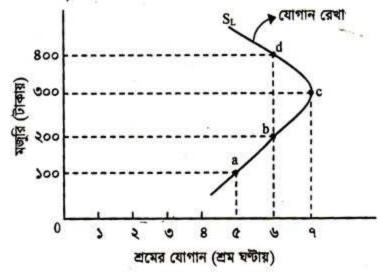
গ. উদ্দীপক হতে রাজুর শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো।

ঘ. শ্রমের যোগান রেখা কেন পশ্চাৎমুখী হয়? ব্যাখ্যা করো।

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ত্র উৎপাদন বা আয় অর্জনের কাজে নিয়োজিত শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ সব ধরনের পরিশ্রমকে শ্রম বলে।
- 🛪 সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

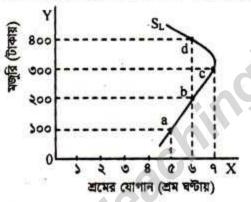
জ উদ্দীপকে রাজুর দৈনিক মজুরি ও শ্রমের যোগান সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে নিচে কারখানার শ্রমিকের যোগান রেখা অভকন করা হলো-



রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ঘণ্টায় শ্রমের যোগান ও লঘ্ব অক্ষে মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, প্রতি ঘণ্টা ১০০টাকা, ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা এবং ৪০০ টাকা মজুরিতে রাজুর যোগান হয় যথাক্রমে ৫, ৬, ৭ ও ৬ ঘণ্টা, যা চিত্রে যথাক্রমে a, b, c, ও d বিন্দুদ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন বিভিন্ন বিন্দুতে শ্রম ঘণ্টার যোগানসূচক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে SL রেখাটি টানি। এটি হলো উদ্দীপকের আলোকে রাজুর শ্রমের যোগান রেখা।

উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হওয়ায় কারণ
ব্যাখ্যার জন্য উদ্দীপকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে শ্রমের

যোগান রেখা (S_L) অজ্জন করা হলো। চিত্রে অজ্জিত S_L রেখার আকৃতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, একজন শ্রমিক প্রতিঘণ্টা ১০০ টাকা মজুরিতে ৫ শ্রমঘণ্টা যোগান দেন যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ২০০



টাকা ও ৩০০ টাকা হলে তিনি যথাক্রমে ৬ ও ৭ শ্রমঘণ্টা যোগান দেন। যা চিত্রে যথাক্রমে ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকায় S_L রেখা একটি দ্বাভাবিক যোগান রেখার আকৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু এরপর মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টাপ্রতি ৪০০ টাকা হলে শ্রমিক শ্রমের যোগান কমিয়ে ওই মজুরিতে ৬ শ্রমঘণ্টা যোগান দেন, চিত্রে যা ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৫ বিন্দু পর্যন্ত S_L রেখা পশ্চাৎমুখী অর্থাৎ বামদিকে বেঁকে গেছে, যা দ্বাভাবিক যোগান রেখার ব্যতিক্রম।

প্রকৃতপক্ষে মজুরি অধিক বাড়ায় শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্রামকে পছন্দ করে। এই অবস্থায় তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ান, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে এবং পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন। এ অবস্থায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এসব কারণে SL রেখা অধিক মজুরিতে বামদিকে পশ্চাৎমুখী অর্থাৎ বেঁকে যায়।

প্রশ্ন ►২৯ জনাব রফিক পূর্বে একটি সুতা তৈরি কারখানায় কাজ করতো।
সেখানে তিনি যে মজুরি পেত তা বেশি ছিল না। কিন্তু সেখান থেকে তিনি
বাড়ি ভাড়া, পরিবহন ভাড়া, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ভাতা, চিকিৎসা ভাতা
পেত। কিন্তু সুতা কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি একটি তৈরি পোশাক
কারখানায় চাকরি নেয়। বর্তমানে তিনি মজুরি বেশি পেলেও অন্যান্য
সুযোগ সুবিধা পায় না। তাই তিনি মনে করেন পূর্বের চাকুরি তার জন্য
ভালো ছিল।

বিশুড়া ক্যাক্টামেন্ট পারনিক ক্ষুল ও কলেছ। প্রশ্ন বং ৭/

ক, শ্রমের গতিশীলতা কী?

খ. শ্রমের দক্ষতা কীভাবে নির্ধারিত হয়?

গ. উদ্দীপকের জনাব রফিকের কোন ধরণের মজুরি বেশি ছিল?
 এই মজুরি কীসের ওপর নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বর্তমান তৈরি পোশাক কারখানার মজুরি বেশি হলেও তিনি
সুতা তৈরি কারখানায় কাজ বেশি সুবিধাজনক মনে করছেন
কেন? ব্যাখ্যা করো।

২৯ নং প্রয়ের উত্তর

ক্র শ্রমিকের নিজম্ব প্রয়োজনে তাদের স্থান, শিল্প ও পোশাগত স্থান পরিবর্তনকে শ্রমের গতিশীলতা বলে।

ব কোনো শ্রমিকের শ্রমের দক্ষতা নির্ধারিত হয় তার কাজ করার সামর্থ্যের ওপর।

দ্রব্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিকের অধিক উৎপাদন করার ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে। অর্থাৎ শ্রমের দক্ষতা বলতে শ্রমিকের কাজের অনাস্থা, উৎপাদনে পরিমাণ এবং উৎপাদনের গুণগতমান ইত্যাদিকে বোঝায়। সুতরাং শ্রমের দক্ষতাকে নিশোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়:

শ্রমের দক্ষতা (EL) = উন্নতমানের পণ্য দ্রব্যের মোট উৎপাদন কাজের সময়

সাধারণত শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িয়ে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে শ্রমের যোগান বাড়ানো যায়। উন্নত দেশগুলো শ্রমের যোগান বৃদ্ধির জন্য এ নীতি অনুসরণ করে।

ত্র উদ্দীপকে জনাব রফিকের প্রকৃত মজুরি বেশি ছিল। এই প্রকৃত মজুরি যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগকারীর নিকট থেকে সর্বমোট দৃশ্যমান যে পরিমাণ অর্থ পায়, তার দ্বারা সে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে আর্থিক মজুরির অতিরিক্ত অদৃশ্যমান বা অপরিমাপযোগ্য সুবিধার প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে।

অর্থাৎ প্রকৃত মজুরি = আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা + অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

যেসব বিষয়ের ওপর প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে তা নিম্নরূপ:

- অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে যদি আর্থিক মজুরি বাড়ে, তবে প্রকৃত
 মজুরিও বাড়বে। যেমন, অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে শ্রমিকের শুধু
 বেতন স্কেল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হলে, সে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য ও
 সৈবা ভোগ করতে পারবে। ফলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়।
- ২. প্রকৃত মজুরি অর্থের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ও মূল্যস্তর বিপরীতভবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থাৎ মূল্যস্তর কমলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়।

 ত. চাকরি স্থায়ী হলে দীর্ঘসময়ের প্রেক্ষিতে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয়। চাকরি অস্থায়ী হলে আপাত মজুরি বেশি থাকলেও প্রকৃত মজুরি কম হয়।

 দুটি কাজে আর্থিক মজুরি সমান হলেও কন্টকর ও অপ্রীতিকর কাজটির তুলনায় সহজ, সরল, আরামদায় ও ঝুঁকিহীন কাজটির প্রকৃত মজুরি বেশি হবে।

৫. কাজের সময়ের ওপরও প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। যে সব কাজে অবসর বেশি বা যে কাজ দৈনিক কম সময়ের জন্য করতে হয়, সে সব কাজে সাধারণত প্রকৃত মজুরি বেশি হয়।

এছাড়া অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা, আনুষজ্ঞািক সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা, অবসরকালীন সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে।

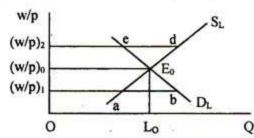
জনাব রফিক বর্তমানে তৈরি পোশাক কারখানা হতে শুধু আর্থিক মজুরি পান কিন্তু আগের সূতা তৈরির কারখানা হতে আর্থিক মজুরির পাশাপাশি প্রকৃত মজুরিও পেতেন। এজন্য তিনি সূতা তৈরির কারখানাকে অধিক লাভজনক বলে মনে করছেন।

কোনো শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পান, তাকে আর্থিক মজুরি বলে। অন্যদিকে জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পুরুণের জন্য শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি ছাড়া যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মসংস্থান থেকে যেসব সুবিধা লাভ করেন এ দুয়ের সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। মূলত কাজের প্রতি শ্রমিকের আগ্রহ বা আকর্ষণ প্রকৃত মজুরির ওপর নির্ভর করে। কারণ শ্রমিক আর্থিক মজুরির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রকৃত মজুরি থেকে গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব রফিক আর্থিক মজুরির সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারায় সূতা তৈরির কারখানার কাজকে অধিক লাভজনক वर्ल मत्न करतन। कांत्रण जिनि वार्थिक मजूति ছाড़ाও विनाम्ला বাসম্থান, বিদ্যুৎ চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। অনেক সময় শ্রমিক কেন অধিক মজুরির কাজ ত্যাগ করে কম মজুরির কাজই পছন্দ করে, তার প্রধান কারণগুলো হলো আর্থিক মজুরির সাথে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

বর্তমানে তৈরি পোশাক কারখানার মজুরি বেশি হলেও জনাব রফিক সূতা তৈরির কারখানার কাজকে অধিক লাভজনক বলে মনে করার প্রধান কারণ হলো অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি।

প্রস্লা ▶৩০ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[मिनाजपुत मतकाति करनज । अञ्च नः ०/

ক. প্রকৃত মজুরি কী?

খ. দামস্তর দ্বারা প্রকৃত মজুরি কীভাবে প্রভাবিত হয়?

2 গ্ শ্রম বাজারের ভারসাম্য কিভাবে অর্জিত হয়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

, ও $\left(\frac{w}{p}\right)_2$ মজুরিতে শ্রম বাজারের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং চাকরিস্থল থেকে যে আনুষজ্ঞািক সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টি হলো প্রকৃত মজুরি।

বা দামস্তরের ওপর দ্রব্যের ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে বলে দামস্তর প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করে।

দামস্তর বৃদ্ধি পেলে আর্থিক মজুরি ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং একইভাবে দামস্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই দামস্তরের সাথে প্রকৃত মজুরির বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। কারণ প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সমষ্টি।

প্র উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে Eo বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে শ্রমবাজারে ভারসাম্য অর্জিত হয়।

শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের সমতা বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, শ্রমবাজারে যে অবস্থায় শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান সমান হয়, তাকে শ্রমবাজারের ভারসাম্য অবস্থা বলে। এ অবস্থায় নির্ধারিত মজুরি হলো ভারসাম্য মজুরি।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্তে D_L ও S_L হলো যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা। Dt ও St রেখা পরস্পরকে Eo বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে সেখানে শ্রমিকের ভারসাম্য মজুরি (W/P) নির্ধারিত হয়। উল্লেখ্য, Eo বিন্দু ছাড়া

অন্য কোনো বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয় না। যেমন শ্রমের মজুরি বেড়ে (W/P)2 হলে শ্রমের চাহিদা এর চেয়ে শ্রমের যোগান বেশি হবে। আবার শ্রমের মজুরি কমে (W/P)। হলে শ্রমের যোগান এর চেয়ে শ্রমের চাহিদা বেশি হবে।

সূতরাং দেখা যাচ্ছে Eo হলো মজুরি নির্ধারণের ভারসাম্য বিন্দু। এ বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি (W/P) নির্ধারিত হয়।

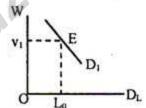
য উদ্দীপকের চিত্রানুযায়ী (W/P)। ও (W/P)2 মজুরিতে শ্রমবাজারে যথাক্রমে অপূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব পরিলক্ষিত হয়।

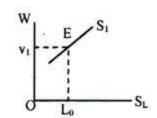
মজুরি নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মজুরি নির্ধারিত হয়। তাই ভারসাম্য মজুরির চেয়ে বেশি মজুরিতে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা শ্রমের যোগান বেশি হয়। আবার ভারসাম্য মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে শ্রমের যোগান অপেক্ষা শ্রমের চাহিদা বেশি হয়।

উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, (W/P), মজুরিতে শ্রমের চাহিদা ও যোগান যথাক্রমে (W/P),b ও (W/P),a । এক্ষেত্রে শ্রমের যোগানের চেয়ে চাহিদা (W/P)ıb - (W/P)ıa = ab পরিমাণ বেশি। তাই এই মজুরিতে শ্রম বাজারে ab পরিমাণ শ্রম উদ্বৃত্ত থাকে। এর ফলে মজুরি বৃদ্ধি পাবে।

আবার (W/P), মজুরিতে শ্রমের চাহিদা ও যোগান যথাক্রমে (W/P),e ও (W/P)₂d। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগানের চেয়ে শ্রমের চাহিদা (W/P)₂d -(W/P)₂e = de পরিমাণ কম। এর ফলে শ্রম বাজারে বেকারত্ব দেখা দিবে এবং মজুরি হ্রাস পাবে। পরিশেষে বলা যায়, $(W/P)_i$ শ্রমবাজারে $D_L > S_L$ এবং (W/P)2 মজুরিতে DL<SL হয়। এর ফলপ্রতিতে যথাক্রমে প্রমের অপূর্ণ নিয়োগ ও বেকারত্ব দেখা দেয়।

의치 **>** 0 기





|आरुग्राम डेबिन गार गिंगू निरक्छन म्कून ७ करनज, भारेनान्या । अन्न नः ५०/ ক, শ্রম বাজার কাকে বলে?

- খ. শ্রমিকের অদক্ষতাই শ্রমবাজার হারানোর প্রধান কারণ— ব্যাখ্যা
- গ. 'ক' ও 'খ' চিত্রের সমন্বয়ে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারণ করে ব্যাখ্যা
- ঘ. ভারসাম্য মজুরি অপেক্ষা মজুরি কম বা বেশি করা হলে যে পরিস্থিতি তৈরি হবে তার বিশ্লেষণ দাও।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

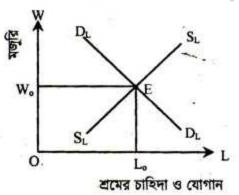
ক যে বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা আর্থিক মজুরি নির্ধারিত হয়, তাকে শ্রম বাজার বলে।

শ্র শ্রমিকের অদক্ষতার কারণেই শ্রমিকেরা শ্রমবাজার হারান'-কথাটি সত্য।

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে শ্রমের দক্ষতা বিভিন্ন হওয়ার ফলে শ্রমের যোগান বিভিন্ন হয়। শ্রমের কার্যকর যোগান নির্ভর করে শ্রমিক কতটা দক্ষ তার ওপর। প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বহু সংখ্যক দক্ষ, স্বল্প দক্ষ অথবা অদক্ষ শ্রমিক প্রবেশ করছে। দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত শ্রমিক দেশের বাইরে কাজের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শ্রমিক হিসেবে যায়, তাদের বেশির ভাগই অদক্ষ অথবা আধা দক্ষ। অদক্ষ হওয়ার ফলে উন্নত কলাকৌশল বা বৈজ্ঞানিক পন্ধতিতে কাজ করার অতিজ্ঞতা না থাকায় তাদের উৎপাদনশীলতা কম। ফলে বাংলাদেশের এসব অদক্ষ শ্রমিক অন্য দেশের দক্ষ শ্রমিকের সাথে প্রতিযোগিতাই টিকতে না পেরে শ্রম বাজার হারাচ্ছে। সূতরাং শ্রমিকের অদক্ষতাই শ্রম বাজার হারানোর প্রধান কারণ।

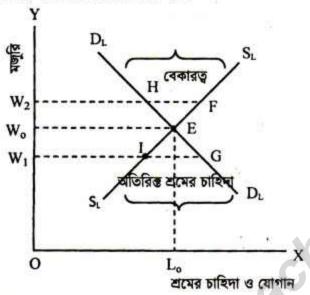
ক' e 'ব' চিত্রের সমন্বয়ে ভারসাম্য মজুরি নির্ধারণ করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

উপরের চিত্রে লম্ব অক্ষে মজরি (W) এবং ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও নিধারণ যোগান (L) করছে। St হলো শ্রমের যোগান রেখা, Dt হলো শ্রমের চাহিদা রেখা, যা E বিন্দুতে ছেদ করেছে। আমরা শ্রমের जानि, চাহিদা (D_L) ও শ্রমের



যোগানের (S_L) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় ভারসাম্য মজুরি (Wo) নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে চিত্রে ভারসাম্য শ্রম নিয়োগের পরিমাণ OLo এবং ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হয় OWo পরিমাণ।

ত্ব ভারসাম্য মজুরি থেকে মজুরি বেশি হলে শ্রমবাজারে শ্রমের চাহিদা থেকে শ্রমের যোগান বেশি হওয়ার দরুন বেকারত্ব দেখা দিবে। অন্যদিকে ভারসাম্য মজুরি থেকে মজুরি কম হলে শ্রমের যোগান অপেক্ষা শ্রমের চাহিদা বেশি হওয়ায় অতিরিক্ত চাহিদার কারণে প্রকত মজুরি বৃদ্ধি পাবে। নিচে চিত্রসহ বিশ্লেষণ করা হলো-



উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে (OY) মজুরি (W) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা যথাক্রমে D_L ও S_L রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করায় শ্রমিকের ভারসাম্য মজুরি W_0 এবং শ্রম নিয়োগের পরিমাণ L_0 নির্ধারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, E বিন্দু ছাড়া অন্য কোনো বিন্দুতে ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগ নির্ধারিত হয় না। যেমন-শ্রমের মজুরি বেড়ে W₂ হলে শ্রমের চাহিদা W₂H এর চেয়ে শ্রমের যোগান W₂F পরিমাণ বেশি থাকে। এক্ষেত্রে শ্রমবাজারে HF পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রমিক থাকবে, ফলে কাজ পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি W₂ থেকে Wo তে নেমে আসবে। আবার শ্রমের মজুরি কমে W₁ হলে শ্রমের যোগান W₁I এর চেয়ে শ্রমের চাহিদা W₁G পরিমাণ বেশি হবে। এক্ষেত্রে শ্রমবাজারে IG পরিমাণ শ্রমের স্কলতা থাকায় নিয়োগকারীদের মধ্যে বেশি মজুরি দিয়ে শ্রমিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হবে; এর ফলে শ্রমের মজুরি W₁ থেকে বেড়ে Wo তে আসবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, E হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু, Wo শ্রমের ভারসাম্য মজুরি এবং Lo শ্রমের ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ। এভাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে মজুরি ও নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

প্ররা ১৩২ Bangla Fashions গাজীপুরে অবস্থিত একটি পোশাক প্রস্তুতকারী ফার্ম। ফার্মটি ৩০০ টাকা মজুরিতে ২০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ফার্মটি মজুরি বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা করলে ৩০০ জন শ্রমিক কাজ করতে রাজি হয়। মজুরি আরও বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা করা হলে ৪০০ জন শ্রমিক কাজ করতে রাজি হয়। অপরদিকে রাজেন্দ্রপুর গ্রামের কৃষক রফিক মিয়া ধান কাটার জন্য দৈনিক ৮০০ টাকা মজুরিতে ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন। মজুরি বৃশ্বি করে ৯০০ টাকা করে তিনি এখন ৭০ জনকে ধান কাটার কাজে লাগান। দুত সময়ে কাজ শেষ করার জন্য তিনি ৮০ জন শ্রমিক নিয়োগ করতে চান। এ জন্য তিনি মজুরি বৃশ্বি করে ১,০০০ টাকা নির্ধারণ করে। কিন্তু ১,০০০ টাকা মজুরিতে তিনি ৬০ জন শ্রমিক নিয়োগ করতে পেরেছেন।

ক. প্রকৃত মজুরি কী?

খ. শ্রমকে জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন?

গ, উদ্দীপকের ভিত্তিতে Bangla Fashions-এর শ্রমের যোগান রেখা অঙকন করো।

রফিক মিয়া অধিক মজুরিতে অধিক শ্রমিক পায় না কেন?
 চিত্রের সাহায়্যে ব্যাখ্যা করো।

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

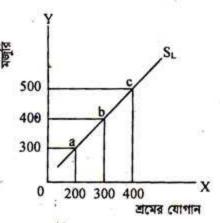
ক শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে এবং চাকরিস্থল থেকে যে আনুষজ্ঞািক সুবিধা লাভ করে এ দুয়ের সমষ্টি হলাে প্রকৃত মজুরি।

য সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

প উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় পরামিতি গ্রহণ করে Bangla Fashions-এর শ্রমের যোগান রেখা নিচে অডকন করা হলো।

একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম প্রদানে রাজি থাকে, তাকে শ্রমের যোগান বলে। আর, বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে শ্রমের যোগান রেখা বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পোশাক প্রস্তুতকারী Bangla Fashions ফার্মটি 300 টাকা মজুরিতে 200 জন শ্রমিক



চিত্র: শ্রমের যোগান রেখা

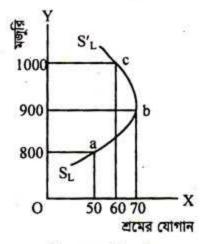
নিয়োগ করে, যা উপরের চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে, মজুরি 400 টাকা ও 500 টাকা হলে শ্রমের যোগান যথাক্রমে 300 জন ও 400 জন। যা চিত্রে যথাক্রমে b ও c বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন, প্রাপ্ত a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে পাওয়া যায় শ্রমের যোগান রেখা S_L। যা ডানদিকে উর্ধ্বগামী।

যা অধিক মজুরিতে শ্রমিক যদি মনে করে তার জীবনে পূর্বের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে, তখন সে বিশ্রামে মনোযোগী হয়। এ জন্য উদ্দীপকের রফিক মিয়া অধিক মজুরিতে অধিক শ্রমিক পায় না।

সাধারণত শ্রমের দাম (মজুরি) বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। অর্থাৎ, মজুরির সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু অনেক সময় লক্ষ করা যায়, মজুরি বাড়লেও শ্রমের

যোগান কমে যায়। এর কারণ হলো অধিক মজুরিতে শ্রমিকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লে সে অধিক বিশ্রামে মনোযোগী হয়। ফলপ্রতিতে শ্রমের যোগান রেখা প্রথমে উর্ধ্বগামী হলেও পরে তা বামদিকে বেঁকে যায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, কৃষক রফিক মিয়া ধান কাটার জন্য দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরিতে 50 জন শ্রমিক নিয়োগ দেন, যা উপরের চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি মজুরি বৃদ্ধি করে 900 টাকা করে 70 জন



চিত্র: পশ্চাৎ দিকে বাঁকানো শ্রমের যোগান রেখা

শ্রমিক কাজে লাগান। কিন্তু দুত কাজ শেষ করার জন্য বেশি শ্রমিক নিয়োগের আশায় মজুরি 1000 টাকা করা হলে 60 জন শ্রম দিতে রাজি থাকে। অর্থাৎ অধিক মজুরিতে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়, যা চিত্রের যথাক্রমে b ও c বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। a, b ও c বিন্দুর্গুলো যোগ করে পশ্চাৎমুখী যোগান রেখা SLS'L পাওয়া যায়।

মূলত, অধিক মজুরিতে যদি শ্রমিকের কাছে প্রান্তিক মজুরির আকাঞ্চা যদি কম হয় এবং বিশ্রামের আকাজ্জা বেশি হয়, তাহলে শ্রমের যোগান রেখা স্বাভাবিকভাবে উর্ধ্বগামী না হয়ে পশ্চাৎমুখী হয়। এ কারণে রফিক মিয়া অধিক মজুরিতে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে না।

প্রশ্ন ১৩০ তপু একটি প্রতিষ্ঠানে ঘণ্টাপ্রতি মজুরিতে কাজ করে এবং নিচের সূচি অনুযায়ী, কর্মপরিকল্পনা করে এবং সপ্তাহাত্তে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পার্কে কেড়াতে ও শপিং-এ যায়।

ঘণ্টাপ্রতি মজুরি (টাকা)	কাজের সময় (ঘণ্টা)
¢o_	ъ
৬০	8
90	70
ро	ъ,

(ठडेशाय करना । अन्न नः ७/

- ক. মজুরি কী?
- খ. দামস্তর দ্বারা প্রকৃত মজুরি কীভাবে প্রভাবিত হয়?
- গ্রতপুর শ্রমের যোগান রেখা অজ্জন করো।
- ঘ, কাজ ও বিনোদন তপুর শ্রমের যোগান রেখায় কীভাবে প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা করো।

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

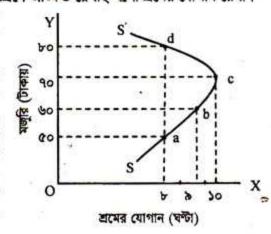
ক শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

যা দামস্তর দ্বারা প্রকৃত মজুরি নানাভাবে প্রভাবিত হয়। সাধারণত প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্রয়ক্ষমতা ও কর্মস্থল হতে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধার সমষ্টি। দামস্তরের সাথে প্রকৃত মজুরির বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। অর্থাৎ দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি প্রাস পায় এবং দামস্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া দামস্তর স্থির রেখে আর্থিক মজুরি বাড়ালে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়।

ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত সুচির আলোকে তপুর শ্রমের যোগান রেখা অঙকন করা হলো:

একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম দিতে রাজি থাকে, তাদের সমষ্টিকে শ্রমের যোগান বলে। তাই নির্দিষ্ট মজুরির সাপেক্ষে প্রাপ্ত শ্রমের যোগানের পরিমাণের সংমিশ্রণে অভিকত রেখাই হলো শ্রমের যোগান রেখা।

চিত্রে 'X' অক্ষে শ্রমের যোগান এবং 'Y' অক্ষে মজুরি দেখানো হয়েছে। টাকা মজুরিতে যোগানের শ্রমের পরিমাণ ৮ ঘণ্টা, যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। মজুরি বেড়ে যথাক্রমে ৬০ টাকা, ৭০ টাকা ও ৮০ টাকা হলে শ্রমের যোগান যথাক্রমে ৯ ঘণ্টা, ১০



ঘণ্টা ও ৮ ঘণ্টা। যা যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে পশ্চাৎমুখী শ্রমের যোগান রেখা SS' পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অঙ্কিত তপুর শ্রমের যোগান রেখা প্রাথমিক অবস্থায় উর্ধ্বগামী হলেও নির্দিষ্ট সীমার পর পশ্চাংগামী হয়ে পড়ে। এর কারণ মূলত নির্দিষ্ট মজুরিতে তপুর অতিরিক্ত কাজের চেয়ে বিনোদনকে প্রাধান্য দেয়া।

সাধারণত, মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ মজুরি বাড়ালে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি কমালে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। তাই শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয়। কিন্ত একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যদি শ্রমিকরা সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে ওই নির্দিষ্ট মজুরির পর আরও মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। যার ফলে পশ্চাৎমুখী শ্রমের যোগান রেখা সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে এবং উদ্দীপক হতে অভিকত 'গ' এর চিত্রে লক্ষ করা যায়, তপুর মজুরি ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা হলে শ্রমের যোগান ৮ ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ ঘণ্টা হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় মজুরি ও শ্রমের যোগান সমমুখী সম্পর্কযুক্ত ও শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বগামী। এরপর ৬০ টাকা থেকে মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ টাকা হলে শ্রমের যোগানও ৯ ঘন্টা থেকে বেড়ে ১০ ঘণ্টায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ যোগান রেখার উর্ধ্বগামিতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মজুরি ৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা হলে তপু শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়। তখন সে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিতে রাজি থাকে এবং বিশ্রাম বা বিনোদনের প্রতি মনোযোগী হয়। কারণ তখন সে ৮০ টাকা মজুরিতেই সকুষ্ট থাকে। ফলে তার শ্রমের যোগান ১০ ঘণ্টা থেকে হ্রাস পেয়ে ৮ ঘণ্টায় নেমে আসে। অর্থাৎ শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হয়।

কাজেই বলা যায়, মজুরি একটি নির্দিষ্ট সীমায় উন্নীত হওয়ার পর তপু অতিরিক্ত কাজের চেয়ে বিনোদন বা বিশ্রামকে প্রাধান্য দেয়। এ অবস্থায় তপু শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়। এর পরিবর্তে সে বিনোদনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করে। এ কারণে তপুর শ্রমের যোগান রেখা বামদিকে পশ্চাৎমুখী হয় অর্থাৎ বেঁকে যায়।

প্রশ্ন >৩৪ নদীভাঙনের শিকার মর্জিনা ও তার পরিবার কাজের সন্ধানে ঢাকা আসে। মর্জিনা একটি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে। সে ঘণ্টায় ৪০ টাকা মজুরিতে দৈনিক ৬ ঘণ্টা কাজ করে। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ টাকা হওয়ায় সে কারখানায় শ্রম আরো ২ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পর মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ টাকা হওয়ায় সে কারখানায় শ্রম ৩ ঘণ্টা কমিয়ে দেয়। সপ্তাহ অন্তে পরিবার নিয়ে পার্কে ও স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। |मात वागुरजाय मतकाति करनान, ठाउँगाय। अश्च नः ১/

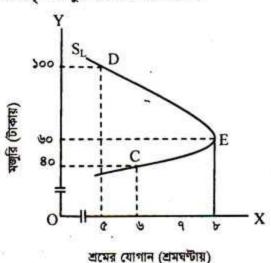
- ক. শ্রমের চাহিদা কাকে বলে?
- খ. একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হয় কেন?
- গ্ উদ্দীপকের আলোকে মর্জিনার ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা অংকন করে— ব্যাখ্যা করো।
- ঘ, 'অতিরিক্ত মজুরি বৃদ্ধি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

🚳 একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে উৎপাদনকারী বা নিয়োগকর্তা যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ দিতে চায়, তাকে শ্রমের চাহিদা বলে।

🤻 একই পেশায় মজুরি বিভিন্ন হওয়ার প্রধান কারণ হলো শ্রমের দক্ষতা। স্বভাবতই যে সকল শ্রমিকের দক্ষতা বেশি, তাদের মজুরি বেশি হয়। কারণ দক্ষ শ্রমিক গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে বেশি অবদান রাখে। যা মালিক পক্ষের মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আবার যে সকল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে সে সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা প্রকৃত মজুরি বেশি পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 5 মর্জিনার আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অঙকন করা সম্ভব। নিচে চিত্রের মাধ্যমে মর্জিনার শ্রমের যোগান ব্যাখ্যা করা হলো-िर्द्ध OX অক্ষে শ্রমের যোগান এবং OY অক্ষে মজুরির পরিমাণ নির্দেশ করা মর্জিনার



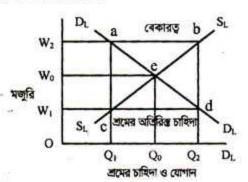
रसिष्ट ।

মজুরি যখন ৪০ টাকা, ৬০ টাকা, ও ১০০ টাকা তখন তার শ্রমের যোগান হলো যথাক্রমে ৬ ঘণ্টা, ৮ ঘণ্টা ও ৫ ঘণ্টা যা আবার চিত্রে যথাক্রমে C, E ও D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

এখন C, E ও D বিন্দুগুলো যোগ করে মি. 'গ' এর শ্রমের যোগান রেখা পাওয়া যায়। রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়ে আবার বামদিক উর্ধ্বগামী হয়েছে অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে বেঁকে গেছে।

য প্রদত্ত উদ্দীপকে দেখতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকের মজুরি স্বাভাবিক হারে বাড়ানো হলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মজুরির পরিমাণ অধিক হলে মজুরি শ্রমের যোগান কমিয়ে দেয়।

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের
চাহিদা ও যোগান এবং
লম্ব অক্ষে মজুরির পরিমাণ
দেখানো হলো। শ্রমের
চাহিদা ও যোগান রেখা
যথাক্রমে D_LD_L ও S_LS_L রেখা পরস্পর e বিন্দুতে
মিলিত হয়ে ভারসাম্য
অর্জন করে। এই



ভারসাম্য অবস্থা থেকে মজুরির হার W_0 থেকে বাড়িয়ে W_2 করা হলে শ্রমের চাহিদার চেয়ে ab পরিমাণ যোগান বেশি হয়। অর্থাৎ তখন সমাজে ab পরিমাণ বেকার থাকবে।

অতএব দেখা যায়, অতিরিক্ত মজুরি বৃদ্ধি শ্রমের অতিরিক্ত যোগান সৃষ্টি করে সমাজে বেকারত্বের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন ▶৩৫ নিমের উদ্দীপকটি পড় এবং সংগ্লিফ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মজুরি (টাকায়)	শ্রমের যোগান (হাজারে)
٥٥٥ .	200
000	২৩০
800	২৬০
800	₹80
¢00	570

[कान्टिनरभन्टे करनल, रात्भात 🛭 श्रञ्ज नः ७]

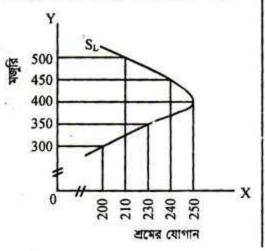
- ক, শ্রমের দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
- খ. দামস্তর কীভাবে প্রকৃত মজুরিকে প্রভাবিত করে?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে A দেশের শ্রমের যোগান রেখা অজ্জন করো।৩
- ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত যোগান রেখার আলোকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা বা উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে।
- স্ব প্রকৃত মজুরি দামস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কারণ দামন্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং দামন্তর হ্রাস পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই দামন্তরের সাথে প্রকৃত মজুরি বিপরীত সম্পর্ক বিরাজমান। তাছাড়া প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের আর্থিক মজুরির পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের বাজার দামের ওপর নির্ভর করে।

ত্র উদ্দীপকে, A দেশের বিভিন্ন মজুরিতে প্রমের যোগান সম্পর্কিত তথ্যের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তার আলোকে নিচে A দেশের প্রমের যোগানরেখা অঙ্কন করা হলো—রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) প্রমের যোগান



(হাজারে) এবং লম্ব (OY) অক্ষে মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায় ৩০০ টাকা, ৩৫০ টাকা, ৪৫০ টাকা, ৪৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা মজুরিতে A দেশে শ্রমের যোগান হয় হাজারে যথাক্রমে ২০০, ২৩০, ২৬০, ২৪০ ও ২১০ যা চিত্রে a, b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমের যোগান সূত্রে a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে SL রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে A দেশের শ্রমের যোগান রেখা।

য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ইতোমধ্যে শ্রমের যোগান রেখা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত এ যোগান রেখার আলোকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রে অঙ্কিত SL রেখার আকৃতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, ৩০০ টাকা মজুরিতে ২০০ হাজার শ্রমের যোগান চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ ও ৪০০ টাকা হলে শ্রমের যোগান হয় যথাক্রমে ২৩০ ও ২৬০ হাজার যা চিত্রে ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকায় SL রেখাটি একটি স্বাভাবিক যোগান রেখা আকৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু এরপর মজুরি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ ও ৪৫০ টাকা হলে শ্রমের যোগান কমে যথাক্রমে হয় ২৪০ ও ২১০ হাজার চিত্রে যা ৫ ও e বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে C থেকে E পর্যন্ত SL রেখাটি পশ্চাৎমুখী, যা স্বাভাবিক যোগান রেখার ব্যতিক্রম।

SL রেখার এর্প আকৃতির প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তথা দেশটি উন্নত। এরকম অর্থনীতিতে মজুরি অধিক বাড়ায় শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্রাম ও সুখভোগ অধিক পছন্দ করেন। ঐ অবস্থায় তারা শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ান, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন। এ অবস্থায় শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, যা উন্নত দেশেই সম্ভব।

সূতরাং, উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত যোগান রেখার আলোকে বলা যায়, A দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত দেশগুলোর মতো।

প্রশা ► ৩৬ সবুর টজীর একটি কারখানায় কাজ করে। সে বিদেশে কাজ করার জন্য যেতে আগ্রহী। কিন্তু সে তেমন লেখাপড়া জানে না। পেশাগত দক্ষতাও তার তেমন নেই। এ ধরনের শ্রমিকরা বিদেশ গেলেও ঠিকমতো মজুরি পায় না। তাই সবুর সিন্ধান্ত নেয় যে, বিদেশে যাওয়ার আগে সে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ নিয়েই যাবে। তাহলে বিদেশের বাজারে তার কদর বাড়বে। সাথে সাথে পারিশ্রমিকও বেশি পাবে।

|अभिडेमीन अतकात क्रकारक्यी क्रड करनज, शाजीभूत । क्रम नर ७/

- ক. প্রমের দক্ষতা বলতে কী বোঝ?
- খ. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার বলতে কী বোঝ?
- গ. সবুর বিদেশে যাওয়ার কী ধরনের সমস্যার কথা ভাবছে?
- ঘ, বিদেশের শ্রম বাজারে স্থান করে নিতে হলে কী ধরনের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক্র শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা বা উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour) বলে।
- য় এক দেশ থেকে অন্য দেশে শ্রম শন্তির স্থানান্তরকে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার বলে।

বর্তমান বাজার অর্থনীতির যুগে কোনো দেশের শ্রমিকেরা নিজ দেশের বাইরে বিশেষ করে যে সমস্ত দেশের জনশক্তি তথা শ্রমশক্তি কম কিন্তু বিভিন্ন কারণে শ্রমের চাহিদা বেশি সেসব দেশে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশ থেকে শ্রমশক্তি রপ্তানি করা হয়। ফলে উভয় দেশই লাভবান হয়। সবুর বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার পেশাগত অদক্ষতার জন্য সৃষ্ট সমস্যার কথা ভাবছে।

সবুরের মতো বাংলাদেশের শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা খুবই কম। উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে এদেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক কর্মোদ্যম কম। এ ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ কল-কারখানায় সামাজিক পরিবেশ ভালো না হওয়ায় শ্রমিকের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না। বিশেষ করে এসব কারখানায় শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকে না।

উদ্দীপকের সবুরও এর্প একটি কারখানার শ্রমিক। সম্প্রতি সে বিদেশে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছে। কিন্তু অশিক্ষিত ও পেশাগত অদক্ষতার কারণে সে বিদেশে যেতে দ্বিধাবোধ করছে। কারণ বিদেশে শ্রমের দক্ষতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা হয়। তাই সে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে বিদেশে যেতে চায়।

য বিদেশের শ্রম বাজারে স্থান করে নিতে হলে সবুরকে তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তৃতি নিতে হবে।

প্রথমত, সবুরকে তার নির্বাচিত পেশার ওপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এতে বিদেশের শ্রম বাজারে তার চাহিদা ও আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সবুরকে ভাষাগত দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ সে যে দেশে যেতে ইচ্ছুক সেদেশের ভাষাজ্ঞান, আচার-আচরণ, প্রথা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান থাকা জরুরি।

তৃতীয়ত, সবুরকে পৃষ্টিকর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য যথাযথ শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কারণ বিদেশে অসুস্থ শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ায় চাহিদা থাকে না। বরং অসুস্থ শ্রমিকদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

চতুর্থত, বিদেশের শ্রম বাজারে নিজের স্থান শক্ত করতে সবুরকে বুস্থিগত ও নৈতিক যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। সততা, বিশ্বস্তুতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃস্থিতে সহায়ক।

কাজেই বলা যায়, বিদেশের শ্রম বাজারে উপযুক্ত স্থান ও ভালো মজুরি নিশ্চিত করতে সবুরকে উপরিউক্ত উপায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রন >৩৭ একটি কারখানার একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ও শ্রমের যোগান সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো—

দৈনিক মজুরি পরিমাণ	শ্রমের যোগান
40	5
60	7
80	9
100	7

[अतकाति कयार्थ करमञ, ठाउँथाय । अत्र नः ८]

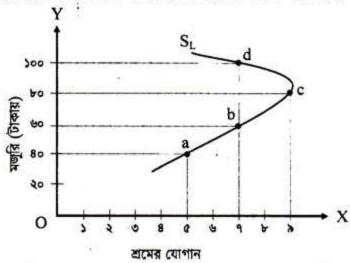
- ক. প্রকৃত মজুরি কাকে বলে?
- খ. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরির ওপর কী প্রভাব পড়ে?
- গ. উদ্দীপক হতে শ্রমের যোগান রেখা আঁক।
- ঘ্ উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখার ওপর মন্তব্য করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের জন্য শ্রমিক তারু আর্থিক মজুরি দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং কর্মস্থল থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে—এ দুয়ের সমষ্টিকে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বলে।

প্রকৃত মজুরি দামন্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়।
কারণ দামন্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং দামন্তর হ্রাস
পেলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই দামন্তরের সাথে প্রকৃত মজুরির
বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। তাছাড়া প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের আর্থিক
মজুরির পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের বাজার দামের ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকে একটি কারখানার দৈনিক মজুরি ও শ্রমের যোগান দেওয়া আছে। তার ভিত্তিতে নিচে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রমের যোগান এবং লম্ব অক্ষে শ্রমের মজুরি দেখানো হয়েছে। সূচিতে দেখা যায় ৪০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগান ৫ একক যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। শ্রমের মজুরি যখন ৬০ টাকা, ৮০ টাকা ও ১০০ টাকা তখন শ্রমের যোগান যথাক্রমে ৭ একক, ৯ একক ও ৭ একক। যা চিত্রে ৮, ৫ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, ৮, ৫ ও ৫ বিন্দুগুলো যোগ্ করে S_L রেখা টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা।

য উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখার আকৃতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য উদ্দীপকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে শ্রমের যোগান রেখা (S_L) অঞ্জন করা হলো।

চিত্রে অভিকত S_L রেখার আকৃতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, একজন শ্রমিক প্রতিঘণ্টা ৪০ টাকা মজুরিতে ৫ একক শ্রমের যোগান দেন, যা চিত্রে a বিন্দু ছারা নির্দেশিত হয়। মজুরি বৃন্ধি পেয়ে ৬০ টাকা ও ৮০ টাকা হলে তিনি যথাক্রমে ৭ ও ৯ শ্রমঘণ্টা যোগান দেন। যা চিত্রে যথাক্রমে ৮ ও c বিন্দু ছারা নির্দেশ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকায় S_L রেখা একটি স্বাভাবিক যোগান রেখার আকৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু এরপর মজুরি আরও বৃন্ধি পেয়ে ১০০ টাকা হলে শ্রমিক শ্রমের যোগান কমিয়ে ওই মজুরিতে ৭ শ্রমঘণ্টা যোগান দেন, চিত্রে যা d বিন্দু ছারা নির্দেশিত। এক্ষেত্রে c থেকে d বিন্দু পর্যন্ত S_L রেখা পশ্চাৎমুখী অর্থাৎ বামদিকে বেঁকে গেছে, যা স্বাভাবিক যোগান রেখার ব্যতিক্রম।

প্রকৃত পক্ষে মজুরি অধিক বাড়ায় শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্রামকে পছন্দ করে। ওই অবস্থায় তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ান, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন। এ অবস্থায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এসব কারণে S_L রেখা অধিক মজুরিতে বামদিকে পশ্চাৎমুখী অর্থাৎ বেঁকে যায়।

প্রায় > ৩৮

২

দৈনিক মজুরি (টাকা)	শ্রমের যোগান (একক)
200	¢0
200	760
900	200

|मतकाति (भाषता धरामी करनज, निरताजनुत । अञ्च नः २/

- ক. প্রকৃত মজুরি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ?
- খ. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে মজুরি বেশি হয় কেন?
- উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অভকন করো।
- ঘ্রমের যোগান রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য করো।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

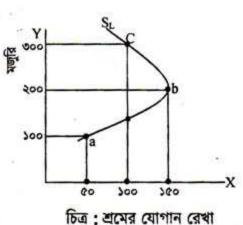
ক প্রকৃত মজুরি নির্ণয়ের সূত্র : $Wr = \frac{W+OA}{P} + C$

বুদ্ধিশ ক্রেছ শ্রমের যোগান কম হওয়ায় শ্রমের মজুরি বেশি হয়।
সাধারদত কুদ্ধিশূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের কর্মকাশু অনেক কন্ট্যাধ্য
হয় তাই এই ঝুকিপূর্ণ কাজে শ্রমিকের যোগান সাধারণ অন্য কাজের
তুলনায় কম হয়। ফলশুতিতে একজন শ্রমিক বেশি মজুরি দাবি করতে
পারে। অর্থাৎ ঝুকিপূর্ণ কাজ কন্ট্যাধ্য হওয়ায় চাহিদার তুলনায় শ্রমের
যোগান কম হয়। এজন্য ঝুকিপূর্ণ কাজে শ্রমের মজুরি বেশি হয়।

া উদ্দীপকের বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো:

একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে যতজন শ্রমিক শ্রম দিতে রাজি থাকে, তাদের সমষ্টিকে শ্রমের যোগান বলে। তাই নির্দিষ্ট মজুরি সাপেক্ষে প্রাপ্ত শ্রমের যোগানের পরিমাণের সংমিশ্রণে অভিকত রেখাই হলো শ্রমের যোগান রেখা।

উদ্দীপকে বর্ণিত সূচির ভিত্তিতে অভিকত চিত্রে লক্ষ করা যায়, ১০০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগান ৫০ একক, যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। মজুরি বেড়ে যখন ২০০ টাকা হয় তখন শ্রমের যোগান ১৫০ একক, যা b বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে এবং মজুরি আরও



বেড়ে যখন ৩০০ টাকা হয় তখন শ্রমের যোগান ১০০ একক, যা C বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, ও c বিন্দুগুলো যোগ করে পন্চাৎমুখী ৪. শ্রমের যোগান রেখা পাওয়া যায়।

যা উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অজ্ঞিত শ্রমের যোগান রেখা প্রাথমিক অবস্থায় উর্ধ্বগামী হলেও নির্দিষ্ট সীমার পর পশ্চাৎগামী হয়ে পড়ে। এর কারণ মূলত নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট থাকা।

সাধারণত, মজুরির সাথে শ্রমের যোগান সমমুখী। তাই শ্রমের যোগান রেখা উধ্বগামী হয় কিন্তু একটি নির্দিন্ট মজুরিতে যদি শ্রমিকরা সতুন্ট থাকে, তাহলে ঐ মজুরির পর আরো মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান দ্রাস পায়। যার ফলশ্রুতিতে পশ্চাংগামী শ্রমের যোগান রেখা সৃন্টি হয়। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মজুরি ১০০ টাকা ২০০ টাকায় বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান ৫০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় মজুরি ও শ্রমের যোগান সমমুখী সম্পর্কযুক্ত ও শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বমুখী হয়। এরপর ২০০ টাকা থেকে মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৩০০ টাকা হলে শ্রমিকরা বিশ্রামের প্রতি মনোযোগী হয়। কারণ তারা ২০০ টাকা মজুরিতেই সতুন্ট। ফলশ্রুতিতে ৩০০ টাকা মজুরিতে শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাংগামী হয়। কাজেই বলা যায়, নির্দিন্ট সীমার মজুরির পর শ্রমিকরা বিশ্রাম ও বিনোদনের প্রতি আকর্ষিত ও নির্দিন্ট মজুরিতে সন্তুন্ট থাকায় ঐ নির্দিন্ট সীমার পর শ্রমের যোগান রেখা যায়।

প্রনা ১৩৯ একটি ফার্মের শ্রমিকের মজুরি ও যোগান সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

মজুরি (টাকা)	শ্রমের যোগান
200	৫ জন
800	৮ জন
900	১০ জন
400	৭ জন

[मतकाति जानिजुन रूक करनज, रगुज़ 🛮 श्रम नः ७/

- ক, মজুরি কী?
- খ্ শ্রম ও শ্রমিককে অবিচ্ছেদ্য বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করো। ।
- ঘ. উদ্দীপকের উপাত্ত কি বাস্তবসম্মত বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো।

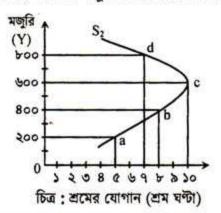
৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ লাভ করে তাকে মজুরি বলে।

শ্র শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তি থেকে শ্রম সৃষ্টি হয়। এ জন্য শ্রম একটি জীবন্ত উপকরণ হিসেবে গণ্য। শ্রমিক যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে এবং তা থেকে শ্রম উৎপন্ন হয়। তাই শ্রমিক ও শ্রমের যোগান একসাথে অবস্থান করে। এজন্যই বলা হয় শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য। উৎপাদনে শ্রম উপকরণ ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তার সাথে শ্রমিকের অস্তিত্বও মেনে নিতে হবে।

প উদ্দীপকে একটি ফার্মের শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ও শ্রমের যোগান

সম্পর্কিত তথ্যের একটি
তালিকা দেয়া হয়েছে। তার
ভিত্তিতে নিচে কারখানার
শ্রমিকদের যোগান রেখা
অঙ্কন করা হলো:
রেখাচিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমঘণ্টায়
শ্রমের যোগান ও লম্ব অক্ষে
মজুরি পরিমাপ করা হয়েছে।
সুচিতে দেখা যায় প্রতি ঘণ্টা
২০০ টাকা, ৪০০ টাকা, ৬০০



টাকা ও ৮০০ টাকা মজুরিতে কারখানার শ্রমের যোগান হয় যথাক্রমে ৫, ৮, ১০ এবং ৭ জন, যা চিত্রে যথাক্রমে a, b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েচে। এখন বিভিন্ন মজুরিতে শ্রমঘণ্টার যোগানসূচক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যুক্ত করে S, রেখাটি টানি। এটি হলো উদ্দীপকের আলোকে কারখানার শ্রমিকের যোগান রেখা।

ত্র উদ্দীপকের উপাত্ত বাস্তবসম্মত বলে আমি মনে করি। নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-

উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত শ্রমের যোগান রেখার আকৃতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য উদ্দীপকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে শ্রমের যোগান রেখা (St) অজ্জন করা হলো।

চিত্রে অঙ্কিত (S_L) রেখার আকৃতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, ২০০ টাকা মজুরিতে ৫ জন শ্রমিক শ্রম যোগান দেন যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে যখন ৪০০ টাকা ও ৬০০ টাকা হয় তখন ৮ জন ও ১০ জন শ্রমিক শ্রম দানে উৎসাহিত হয়। যা চিত্রে যথাক্রমে ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মজুরি ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকায় S_L রেখা একটি স্বাভাবিক যোগান রেখার আকৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু এরপর মজুরি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টাপ্রতি ৮০০ টাকা হলে শ্রমের যোগান কমে। ৭ জন শ্রমিক ওই মজুরিতে শ্রম যোগান দেন, চিত্রে যা ৮ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এক্ষেত্রে ৫ থেকে ব বিন্দু পর্যন্ত S_L রেখা পঞ্চাৎমুখী অর্থাৎ বামদিকে বেঁকে গেছে, যা স্বাভাবিক যোগান রেখার ব্যতিক্রম।

প্রকৃতপক্ষে মজুরি অধিক বাড়ায় শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্রামকে পছন্দ করে। ওই অবস্থায় তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে বিশ্রাম বাড়ান। চিন্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন। এ অবস্থায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হর্য। এসব কারণ S_L রেখা অধিক মজুরিতে বামদিকে পঞ্চাৎমুখী অর্থাৎ বেঁকে যায়।



অধ্যায়-৫: শ্রমবাজার	
১৫৭. কোনটি উৎপাদনের মৌলিক উপাদান? (জ্ঞান) রু সঞ্চয়	১৬৭. যে শ্রম বস্তুজাত ও অবস্তুজাত যেকোনো দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ৰ প্ৰম বি ভোগ 🚳	 অনিপুণ শ্রম শ্রমের দক্ষতা
১৫৮. কোনটি শ্রমের বৈশিষ্ট্য নয়? (অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]	 ক্তিৎপাদনশীল শ্রম ক্তিপাদনশীল শ্রম
 শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান শ্রম সক্রিয় উপাদান শ্রম গতিশীল নয় 	১৬৮, প্রমের দক্ষতা নির্ধারক বিষয় কোন (অনুধানন) উপযুক্ত খাদ্য
ত্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছিন্ন	ন্তি আধুনিক যন্ত্রপাতি ত্তি উৎপাদন বৃদ্ধি
১৫৯. কোনটি শ্রমের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন) [বেগম বদরুরেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]	১৬৯. শ্রমের দক্ষতার নির্ধারক কোনটি? (জ্ঞান)
 জীবন্ত উপকরণ সঞ্জয় করা যায় 	 পণ্যের মান বৃদ্ধি পণ্যের দাম বৃদ্ধি
	কারখানার পরিবেশ বৃদ্ধি
বাগান বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষে শ্র শ্রম বিনিয়োগ করা যায়	১৭০. শ্রমিকেরা কাজে উৎসাহ বোধ করে কির (জ্ঞান)
১৬০. উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে স্বচেয়ে বেশি	📵 আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে
গতিশীল কোনটি? (অনুধাবন) বিরিশাল সরকারি	ৰ্ আধুনিক অট্টালিকায়
মহিলা কলেজ]	 প্রনাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে
🐵 শ্রম্ 📵 মূলধন 📵 ভূমি 📵 সংগঠন 🚳	ত্ত্ব পুরাতন কৌশলে উৎপাদনে
১৬১. শ্রমের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)	১৭১. শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে কী করতে হবে? (জ্ঞা
 কিল উপাদান শ্রম স্থায়ী 	কল্যাণমূলক শ্রম আইন
 প্রক্ষাক্ষি ক্ষমতা বেশি 	সমন্মূলক আইন
📵 শ্রম জীবন্ত উপাদান 🔞	ন্ত্র শ্রমিক সংঘ নিষিদ্ধ
১৬২. LFS-এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান) সিরকারি সুন্দরবন	ন্ত্র শ্রমিক রাজনীতি নিষিন্ধ
🎍 আদর্শ কলেজ, খুলনা	
Labourer Force Survey	১৭২. কোনটি শ্রমের দক্ষতার সূত্র? (অনুধাবন) [ট কমার্স কলেজ]
Labour Force Survey Labour Foreign Survey	$\textcircled{3} E_L = Q/t \qquad \textcircled{3} E_L = Q \times t$
Labour Forces Survey	
১৬৩. মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক কীরুপ?	১৭৩. মজুরি কত প্রকার? (জ্ঞান) (রাজবাড়ী সরকারি কলেজ
(জ্ঞান)	ও ১ প্রকার৩ ২ প্রকার
 সমানুপাতিক বিপরীত 	ন্তি ৩ প্রকার 🔻 🕲 ৪ প্রকার
 পৌনঃপুনিক	১৭৪. আয়ের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী? (জ্ঞান) অি কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী।
(জ্ঞান্)	শূন্যখ ঝণাত্মক
 উৎপাদন বাজার শুর্মবাজার 	 অসীম चि च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च
 নি উপাদান বাজার বি জনশক্তির বাজার 	১৭৫. শ্রমের চাহিদার উৎপত্তি হয় কোথা থে
১৬৫. একজন কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষকতা	(জ্ঞান)
ছেড়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলে কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি	 শুর্মিকের দক্ষতা শুর্মিকের উৎপাদনশীলতা
হয়? (প্রয়োগ) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]	 প্রমিকের ক্ষমতা প্রমের স্থায়িত্বহী
 ভৌগোলিক পশাগত 	১৭৬. শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎগামী হও
পিল্লগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগতপিন্তরগত<l< td=""><td>কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা) [নটর ডেম কলেজ, ঢ</td></l<>	কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা) [নটর ডেম কলেজ, ঢ
১৬৬. প্রমের দক্ষতার সূত্র কোনটি? (জ্ঞান)	 মজুরি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া
0	 মজুরি অতিরিক্ত হ্রাস পাওয়া
	ভব্যের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া অমের চাহিদা কমে যাওয়া

١٩٩.	প্রকৃত মজুরি কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?	বাড়ানো যায়? (জ্ঞান)
	(অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]	ক মজুরিপ্রকৃত আয়
3	 ভ দামন্তর ভ প্রতিযোগিতা 	প্রকৃত মজুরিপ্র আয়
	 প্রমের চাহিদা প্রমের যোগান 	১৮৯. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের ফলে— (অনুধাবন)
396.	শ্রমের চাহিদা রেখা কীর্প? (অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]	(রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা) i. রেমিট্যান্স বাড়বে
	 বাম থেকে ডানে নিম্নগামী 	ii. মাথাপিছু আয় বাড়বে
	বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী	iii. অভ্যন্তরীণ বাজার প্রভাবিত হবে না
	 ভূমি অক্ষে সমান্তরাল 	নিচের কোনটি সঠিক?
	📵 লম্ব অক্ষে সমান্তরাল 🚱	ii v ii v ii v
198.	শ্রমের যোগান রেখা কীরূপ? (অনুধাবন)	ூ i பேர் இ i, ii பேர்
	[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ]	১৯০. বাংলাদেশের শ্রমবাজারের অদক্ষতার কারণ
	 ভান দিকে উর্ধ্বগামী ভান দিকে নিয়্নগামী 	হলো— (অনুধাবন) [মতিঝিল মডেল স্কুল এড
	 ভান দিকে বাঁকানো বাম দিকে বাঁকানো ক্রি 	কলেজ, ঢাকা
300.	শ্রমের যোগান কীর্প?	🧼 i. শিক্ষার অভাব 💮 ii. সুস্বাস্থ্যের অভাব
	 ক্ষিতিস্থাপক ক্ষিতিস্থাপক 	iii. নিম্নজীবন্যাত্রার মান
	 অপরিবর্তনীয়	নিচের কোনটি সঠিক?
747	পশ্চাৎমুখী যোগান রেখা কোন ধরনের	iii 🕑 ii 🕲 ii
10.00	উপকরণের সাথে সম্পর্কিত? (জ্ঞান) বিরিশাল	(1) i (2) iii (1) (2) (3) iii (1) (4)
	সরকারি মহিলা কলেজ]	১৯১. বাংলাদেশের শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্য হলো—(অনুধাবন)
	⑥ মূলধন ﴿ শ্রম ﴿ ভূমি ﴿ সংগঠন ﴿ ﴾	i. যোগান অফুরন্ত ii. গুণগত মান উন্নত
74.5	শ্রমের আর্থিক দামকে কী বলে? (জ্ঞান)	iii. গতিশীলতার অভাব
•• /.	ভ আয়ভ রাজয়	নিচের কোনটি সঠিক?
	ন্স মজুরি ন্থিম দাম বী	(i g ii a g i g iii
140	শ্রমের মজুরি কী দ্বারা নির্ধারিত হয়? (অনুধাবন)	1 9 ii 9 iii
300.	[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]	১৯২, শ্রমের চাহিদা নির্ধারণ হয়— (অনুধাবন)
	 প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা 	[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]
	প্রান্তিক উপযোগ	i শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর
	গু প্রান্তিক আয় গু প্রান্তিক ব্যয়	ii. পণ্যটির বাজার দামের উপর
11.0	প্রকৃত মজুরি পাওয়া যাবে যদি—(উচ্চতর দক্ষতা)	iii. জলবায়ুর উপর
200.	বিষ্ণুত মৃত্যুর শতিরা বাবে বান—(ভঞ্চতর পক্ষতা) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]	নিচের কোনটি সঠিক?
	 আর্থিক মজুরিকে দ্রব্যের দাম দ্বারা গুণ করা 	® i ଓ ii ® i ଓ iii
	र्य	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	 আর্থিক মজুরিকে দ্রব্যের দাম দ্বারা ভাগ করা হয় 	অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৩ ও ১৯৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
	 আর্থিক মজুরির সাথে দ্রব্যের দাম যোগ করা হয় 	মি, জাহিদ হাসান ওমুধের ব্যবসা করেন। ফেব্রুয়ারি/১৩
65	অর্থিক মজুরি থেকে দ্রব্যের দাম বাদ দেয়া হয়	তে তিনি সকল খরচ বাদ দিয়ে ২০,০০০ টাকা লাভ
\wa	W/P কী নির্দেশ করে? (জ্ঞান) [নটর ডেম কলেজ,	करतरहन ।
30 C.	णका	১৯৩. মি. জাহিদ হাসানের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ কী?
	 আর্থিক মজুরি শ্রমের যোগান 	(প্রয়োগ)
	 প্রমের চাহিদা প্রপ্রকৃত মজুরি 	 আর্থিক মজুরি প্রকৃত মজুরি
\ bela	শ্রমিক অর্থের হিসেবে সে মজুরি পায় তাকে কী	ন্স আয় ত্বিতন ত্ব
300.		১৯৪. মি. জাহিদ হাসানের ব্যবসা হতে প্রাপ্ত অর্থের
	বলে? (অনুধাবন)	ক্ষেত্রে— (উচ্চতর দক্ষতা)
	 প্রকৃত মজুরি প্রার্থিক মজুরি 	
2000	প্র মজুরি দাম খি শ্রমিকের আয় খ্র	i. চুক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই ii. লাভ সবসময় নির্দিষ্ট
224:	একজন শ্রমিকের প্রকৃত জীবনযাত্রার মান	
	পরিমাপ করবে কীসের দ্বারা? (উচ্চতর দক্ষতা)	iii. লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় নিচের কোনটি সঠিক?
	 অার্থিক মজুরি শ্রমের দক্ষতা 	
	গ্র উৎপাদন দক্ষতা ত্ত্ব প্রকৃত মজুরি	₩ (® i ଓ iii (® i ଓ iii
3bb.	অধিক কায়িক বা মানসিক শ্রম দিয়ে কোনটি	જી ii ઉ iii જો ii જો iii જો iii



অধ্যা	য়-৬: মূলধন		
>>6 .	একটি সমুদ্রগামী জাহাজ	কোন ধরনের মূলধন? (জান	r)
	爾 জাতীয় মূলধন	 আন্তর্জাতিক মূলধন 	
100	প্রাক্তিগত মৃলধন	श्वाशी मृलधन	1
১৯৬.	'मृन्धन रामा উৎপाদ	নের উৎপাদিত উপাদান	,
	— উত্তিটি কার? (জ	ন) নিটর ডেম কলেজ, ঢাক	t:
	রাজউক উত্তরা মডেল কলে রাজশাহী: মৌলভীবাজার সর	জ, ঢাকা; নিউ গভ. ডিগ্রি কলেড কারি কলেজ]	ł,
	উইকসেল	ত্যাপম্যান	
	উইকসেলপার্শাল	ত্বি বম বওয়ার্ক	3
189.		পুনরায় উৎপাদন কাডে	7
	ব্যবহৃত হয় তাকে কী মহিলা কলেজ]	বলে? ঠিাকুরগাও সরকা	व्रे
	📵 ভূমি 📵 শ্রম	🗇 मृलधन 🕲 সংগঠन	0
ነል৮.	অর্থকরী মূলধনের উদা	হরণ কোনটি? (জ্ঞান)	, ces
SS - 55	কাঁচামাল	ব্যবসায় বাণিজ্য অং	4
	পাট, চা	খি শেয়ার, বন্ড	0
1664	একজন কৃষক লাঙল	मिरा जिम काम करत्रन	ī
	এখানে লাঙল কী ধরত	নর পণ্য? (প্রয়োগ)	
	भृणधनी		
-	 প্রাচীন চাষযক্ত 	📵 উৎপাদনের উপকরণ	1
२००.	কোনটি মূলধনের বৈশি সরকারি কলেজ	শ্ট্য? (অনুধাবন) [ঠাকুরগা	
	मृलधन मण्डरात य	न	
100	উপাদান একত্রিক	রণ ও সমন্বয় সাধন	
	मृनधन क्ष्मिश्यायी	উপাদান	36
	মূলধন সমজাতীয়	- CA	a
२०১.	य मृनधन উৎপাদন	কাজে কেবল একবার	₹
	ব্যবহার কুরা যায় তাকে	कान मृण्यन वर्ण? (छान)	
	ञ्थायी मृनधन		4
	 छ्रणि मृण्यन 		0
२०२.	य मृनधन छेरशानत्न	একবার ব্যবহৃত হলে	₹
		বলে? (অনুধাবন) মিতিঝি	न
	মডেল স্কুল এন্ড কলেজ		
	ञ्थायो मृनधन	(ब) ठगाठ मृगयन ि विकास सम्बद्ध	•
		থি নিমজ্জমান মূলধন	(3)
२०७.	ট্রেড মার্ক কোন ধরনে		
	ভাগ্য মূলধন		0
	প্রায়ী মূলধন		0
२०४.	কোন মূলধনের গতিশী		
	ভাসমান		_
	ল ব্যক্তিগত	ন্থ জাতীয়	0
200.	যে মলধন ডৎপাদনে	একবার ব্যবহৃত হলে	2

নিঃশেষ হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

🕲 ঘূর্ণায়মান মূলধন . 🔇

ञ्थायी मृनधन

আবন্ধ মূলধন

২০৬. ব্যবহারের ভিন্তিতে মূলধন কয় ভাগে ভাগ করা যার? (জ্ঞান) [নিউ গড. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী] **9** 8 (B) (C ২০৭. कांচाমाल की धत्रत्नत्र मृलधन? (छान) निर्वेत एक प কলেজ, ঢাকা] 📵 স্থায়ী ৰ) চলতি পূর্ণায়মান ন্ব প্রকৃত ২০৮. দেশপ্রেম কী ধরনের মৃলধন? (জ্ঞান) নিটর ডেম কলেজ, ঢাকা] আন্তর্জাতিক জাতীয় (ছ) নিমজ্জিত প) সামাজিক (1) ২০৯. একটি সমূদ্রগামী জাহাজ কোন ধরনের মূলধন? (জ্ঞান) [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল] আন্তর্জাতিক মূলধন 📵 জाতীয় মূলধন ব্যক্তিগত মূলধন
 ক্ত স্থায়ী মূলধন **लारा, कप्रमा कान मृमधन्त्र উদাহরণ?** (ब्रान) [রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ] অনাবন্ধ বা ভাসমান মূলধন আবন্ধ বা নিমজ্জমান মূলধন তি চলতি মূলধন 📵 জাতীয় মূলধন চলতি মূলধন কোনটি? (জ্ঞান) [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা] যন্ত্রপাতি ক গুদাম খ ঘর-বাড়ি কুলা ২১২. যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে কী **বলে?** (জ্ঞান) ব্যক্তিগত মূলধন @ জাতীয় মূলধন আন্তর্জাতিক মূলধন
 কুদ্র মূলধ ২১৩. ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক কী? (জ্ঞান) [মৌলভীবাজার সরকারি 📵 মাথাপিছু আয় কম 📵 সঞ্চয় কম পূলধন গঠন কম
 শুলের মজুরি কম ২১৪. মৃলধনের গতিশীলতা কী? (জ্ঞান) সৃলধনের যোগান বৃদ্ধি মৃলধনের স্থানান্তর গমন মূলধনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি মূলধনের গুরুত্ব বৃদ্ধি २১৫. मृ**णधरनत्र न्थानाखत्रक की वरण?** [त्रगम वनतूरत्रमा সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা] ऋथायो मृनधन ভাৰত সুলধন মৃলধনের গতিশীলতা
 মৃলধনের যোগান २১७. मृनधरनत्र योगीन সम्भर्किত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে? (জ্ঞান) রিকার্ডো ম্যালথাস ণ মার্শাল থে জর্জ আর টেরি

২১৭.	মূলধন পঠনের প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর কোনটি? (জ্ঞান)		i. আর্থিক সঞ্চয়ের ii. আর্থিক সঞ্চয় সং	সৃষ্টি গ্রেহ ও ঋণদান	
	 পারিবারিক স্লেহ-মমতা 		iii. আর্থিয়ক সঞ্চয়ে		র
			নিচের কোনটি সঠিক		
	 আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি 				
	📵 আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ		(₹) i (\$) ii	(T) ii (S) iii	
236.	মূলধন গঠনের প্রধান উপায় কোনটি? (অনুধাবন) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]	২২৬.	ক্য ও iii ক্যিমের ১টি আম ব	ন্ত i, ii ও iii গুণান আছে? করিম (ম্বেখান সেখান
	 বিনিয়োণের সুযোগ-সুবিধা 		থেকে আম খায়, প্র	তিবেশীদের দেয় ও	াবাক্র
	ৰ খণ গ্ৰহণ		করে মুনাফা অর্জ		
	প্রত্যার সামর্থ্য		করিমের জন্য কোন	यत्रत्तत्र भूणयन? (প্রয়োগ)
-	ত্ত সঞ্চয়ের ইচ্ছা		আইডিয়াল স্কুল এড	কলেজ, মাতাঝল, ঢাকা	
238.			i. ভোগ্য মূলধন		
\·	[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]		ii. অলাভজনক মূল		
	স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ		iii. উৎপাদক মূলধন নিচের কোনটি সঠিক		0.00
	 স্থায়ী সম্পদ কাজে লাগানো 				
	ি দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ		⊕ i ଓ ii	(1) (1) (1) (1) (1)	0
	ত্ব কাঁচামাল ক্রয়	***	ii viii	(T) i, ii (S) iii	
220.	সঞ্বয়ের সামর্থ্য কীসের ওপর নির্ভর করে?	२२५.	মূলধনের গতিশীলত	। २८णा— (अनुवायन)	פטרן
	(জ্ঞান)		ডেম কলেজ, ঢাকা] : সাল্পন গাজীপন	থেকে সিলেটে স্থানা	नत
100	ভাগভাগ		ii. ঘড়ি শিল্প থেকে	বেকে গেলেতে স্বাণা অলংকার সিলে স্থান	াত্রম াত্রম
	ক) ইচ্ছাক) সুদের হারব)		iii. মূলধন উত্তরোক্ত	जगर्यात्र । गाउँ । यान त त्रक्ति कता	Ken
223.			নিচের কোনটি সঠিক	20 M	
	[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]		® i ♥ ii	The second secon	
	 ভাগের মাধ্যমে সঞ্চয়ের মাধ্যমে 			(1) (2) iii	•
	 ঝণের মাধ্যমে ব্যয়ের মাধ্যমে 	111	া ও iiiমূলধনের গঠন নির্ভ	(T) i, ii (S) iii	
222.	মূলধন গঠনের শেষ পর্যায় কোনটি? (জ্ঞান)	२२०.	গড়, ডিগ্রি কলেজ, রাঙ	म्न फरम् — (अनुवायन् स्थाडी।) נוקט
	📵 আর্থিক সংখ্যয়, সংগ্রহ		i. সঞ্চয়ের সামর্থ্য	1 11-21	
	 সঞ্চয়কে মৃলধনে রূপান্তর 		ii. সঞ্জয়ের ইচ্ছা		
	 সামাজিক মর্যাদা লাভ 		iii. ভোগ বৃদ্ধি		
	আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি		নিচের কোনটি সঠিক	7	
220.	মৃলধন হলো— (অনুধাৰন) [ঢাকা কলেজ]		® i S ii	ii v iii	194
	i. উৎপাদিত উৎপাদন		1 ii S iii	(T) i, ii (S) iii	@
	ii. সঞ্চয়ের ফল	অনুচ্ছে	দটি পড়ো এবং ২২৯ ও		ne:
	iii. সক্রিয় উপাদান		দশের দুত উন্নতি		
1	নিচের কোনটি সঠিক?		প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ব্য		
	® i 'S ii ® ii 'S i ®		গত ২০১৩ সালে এর		
	(1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		তা বৃদ্ধি পেয়ে ২		
२ २8.	মূলধন এক প্রকার সম্পদ, যা— (উচ্চতর দক্ষতা)		ন ডলার । (রাজউক উত্ত		
	[আব্দুল কাদির মোলা সিটি কলেজ, নরসিংদী]	228.	উদ্দীপকের আলো		বার্ষিক
	i. আয় সৃষ্টিতে সাহায্য করে		মূলধন গঠনের হার ব	হত? (প্রয়োগ)	100
	ii. বিনিয়োগে সাহায্য করে		€ 00% € €0%	পি ৬০% ছি ৯৫	o% 🕙
	iii. উৎপাদনে সাহায্য করে	200.	উদ্দীপকের আলোকে ব		
	নিচের কোনটি সঠিক?		i. বৈদেশিক বিনিয়ে	য়াগ বৃদ্ধি	
	(a) i (c) iii		ii. মূলধনের গতিশী		
	(1) ii (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		iii. বাণিজ্য সম্প্রসার	19	
२२७.			নিচের কোনটি সঠিক	7	
	গঠনের স্তরগুলো হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)		⊕ i ଓ ii	iii છ iii	0.000
	[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]		1 3 iii	iii & iii	3

এইচ এস সি অর্থন

অধ্যায়-৬: মূলধন

প্রসা >১ 'অ' দেশে অনেকগুলো তেলের বৃহৎ খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদেশি তেল উত্তোলনকারী কিছু কোম্পানি ঐ দেশের সরকারের সাথে চুক্তিবন্ধ হয়ে তেল উত্তোলন শুরু করে। এ কার্যক্রমে সরকারি তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানও যুক্ত হয়। এসব কাজে দেশি-বিদেশি প্রচুর লোক নিয়োজিত হওয়ায় মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। আবার ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। দেশে ব্যাংক বিমাসহ নানা রকম আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়। কিন্তু তেল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র সেভাবে বিকশিত না হওয়ায় ব্যাংকে অলস টাকা জমার পরিমাণ বাড়তে থাকে। অথচ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশীয় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে এমনটি হতো না। [ज. त्वा., वि. त्वा., त्रि. त्वा., य. त्वा. '५४ । श्रम नः ७/

- ক. মূলধন কাকে বলে?
- 킥. 'চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়'— কারণ কী?২
- 'অ' দেশে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো।
- 'অ' দেশের সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরের উপায় নিয়ে তোমার ਬ. মতামত উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে পুনরায় অধিকতর উৎপা<mark>দনে</mark>র কাজে লাগে, তাকে মূলধন বলে।

য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়।

সাধারণত, সেসব মূলধন একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্যরপ ধারণ করে, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদনক্ষেত্রে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয়। যেমন— ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ হলো মূলধন। এই মূলধন তথা বীজ দ্বারা ধান উৎপাদিত হলে তার কিছু অংশ আবার বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এজন্যই চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়।

গ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 'অ' দেশে মূলধন গঠনে যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্ষেত্রগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলো নিচে চিহ্নিত করা

मुन्धन गर्रन वनरा मुन्छ अधिक পরিমাণে मुन्धनीमामशी উৎপাদন ও মূ**লধন বৃদ্ধি** এর প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। যেমন— মানুষ তার অর্জিত আয়ের কিছু অংশ ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। আর এই সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হলেই মূলধন গঠিত হয়। তাই, যে দেশের সঞ্চয় গঠনের হার বেশি, সে দেশের মূলধন গঠনের হারও বেশি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'অ' দেশটিতে অনেকগুলো তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের দ্বারা মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশটিতে ব্যাংক-বিমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়েছে। যা মূলধন গঠনের ইতিবাচক দিক। কিন্তু, তেল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র বিকশিত না হওয়ায় ব্যাংকে তারল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রপান্তরিত হচ্ছে না তথা মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে।

য উল্লিখিত 'অ' দেশের সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরের উপায় সম্পর্কিত আমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মূলত সঞ্জয় হলো মূলধন গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। যা 'অ' দেশ ইতোমধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন, এই সঞ্চিত অর্থ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদনক্ষেত্রে যথায়থ ব্যবহার করতে পারলেই মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে পারলে তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করবে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, 'অ' দেশটির মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকে নগদ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, সরকার দেশটিতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে পরিণত হবে। অর্থাৎ, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হলে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ আরও উন্নতি লাভ করবে।

আবার, 'অ' দেশটিতে ব্যাংক ঋণের ওপর সুদের হার কমানো হলে উদ্যোক্তারা বেশি ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হবে। এতে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা হলেও বিনিয়োগ বাড়বে। সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত উপায়গুলো গ্রহণ করে সঞ্চয়কে মূলধনে পরিণত করা যাবে।

প্রশ্ন ≥ মি. 'খ' এর নিকট ৮০ লক্ষ টাকা আছে। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট কিনেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান ক্রয় করেন। দোকানে বিক্রয়ের জন্য ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী কিনেন। ১০ লক্ষ টাকায় গ্রামে একটি লিচু বাগান কিনেন এবং বাগানের চারাগাছ বাবদ আরো 🕽 লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাকি টাকা মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় বাবাদ নিজের কাছে রেখে দেন।

/ता. त्वा., कृ. त्वा., ह. त्वा., व. त्वा. '३४ । श्रम वर ३०/

- क. भूनधन की?
- খ. মূল্ধনের সজো সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী? গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'খ' এর স্থায়ী ও চলতি মূলধনের একটি সারণি তৈরি করো।
- ঘ্টদীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির কোনো সুযোগ আছে কি? মতামত দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

🛂 মূলধনের সাথে সঞ্চয়ের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে এবং সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে।

সাধারণত মূলধন গঠন সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্জয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তখন এই সঞ্চিত অর্থ নানাভাবে বিনিয়োগে রুপান্তরিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। একইভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পেলে মূলধন গঠনও হ্রাস পায়। অর্থাৎ সঞ্জয়ের সাথে মূলধনের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ্র যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যববহার করা যায়, তাদেরকে স্থায়ী মূলধন আর যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে।

নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে মি. 'খ' এর চলতি ও স্থায়ী মূলধনের একটি সারণি তৈরি করা হলো—

স্থায়ী মূলধন (টাকা)	চলতি মূলধন (টাকা)
১. প্লট — ৫০ লক্ষ	১. দ্রব্যসামগ্রী — ৫ লক্ষ
২. দোকান — ১০ লক্ষ	২, চারাগাছ — ১ লক্ষ
৩. লিচু বাগান — ১০ লক্ষ	৩. মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় — ৪ লক্ষ
মোট — ৭০ লক্ষ	মোট — ১০ লক্ষ

এখানে মজুরি ও অন্যান্য ব্যয়

- = {৮০ (৫০ + ১০ +১০ + ৫ + ১)} লক্ষ টাকা
- = (৮০ ৭৬) লক্ষ টাকা = ৪ লক্ষ টাকা।

উদ্দীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি ব্যাংক ঋণ ও মুনাফার কিছু অংশ সম্প্রয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।
সাধারণত মূলধন গঠন বা বৃদ্ধি নির্ভর করে আর্থিক সম্প্রয়, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সুদের হারের ওপর। কোনো দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে সম্প্রিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। আবার, বিভিন্ন মেয়াদে আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সম্প্রয়ের আগ্রহ বাড়ে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ মূলধনী দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করার জন্য উক্ত আমানত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. 'খ' তার ব্যবসার জন্য চলতি মূলধনে ১০ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনে ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। যার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট ক্রয় করেছেন। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই প্লটটিতে বহুতল ভবন তৈরি করতে পারেন। তথা তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন। আবার, মি. 'খ' তার দোকানে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে যে মুনাফা পাবেন, তার পুরোটা খরচ না করে তা পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ মুনাফার কিছু অংশ সঞ্জয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ত্রর >ত ২০১৫ সালের জুলাই মাসে 'A' দেশের মোট ১০,০০০ কোটি
টাকার মূলধন ছিল। ২০১৬ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের মূল্য
বৃল্ধি পেয়ে ১৪,০০০ কোটিতে দাঁড়ালো। উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির
পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। এদেশে বিনিয়োগ বৃল্ধির পথে প্রধান বাধা
ছলো মূলধনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির
লক্ষ্যে মূলধন গঠনের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যেমন— ষয় আয়,
জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামো, অশিক্ষা ইত্যাদি
সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

/০০. বো. ১৭৪ প্রালং ব/

ক. মূলধন গঠন কী?

খ. অনুরত দেশে মূলধন গঠনের হার কম কেন?

গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো।

 ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদি।

আনুরত দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়ার কারণে মূলধন গঠন কম হয়।

সাধারণত অনুন্নত দেশে জনগণের আয় কম হয়। এর ফলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম ফলে মূলধন গঠনও কম। তাই বলা যায়, অনুন্নত দেশে জনগণের আয় কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হার কম।

প্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (১৪,০০০—১০,০০০) বা ৪,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। সূতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৪,০০০ — ১,৫০০) = ২,৫০০ কোটি টাকা।

র বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার 'A' দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা

সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'A' দেশটিতে অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকে 'A' দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঞ্জয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঞ্জয়ে উদ্বুন্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃন্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃন্ধি পাবে।

প্রা ১৪ সম্প্রতি রসুলগঞ্জ গ্রামে পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। গ্রামটি একেবারে ছোট নয়। গ্রামের অধিকাংশ লোক প্রাপ্তিক চাষি ও মৎস্যজীবী। উক্ত ব্যাংকের তরুণ কর্মীরা গ্রামবাসীদের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি, সঞ্চয়ের উপকারিতা, জীবনযাত্রার মানোলয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়, সম্পদের সদ্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে বোঝাতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল উক্ত গ্রামের পুরুষ-মহিলারা তাদের স্বল্প সঞ্চয় ব্যাংকে জমাতে শুরু করেছেন। অল দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়ে যায়।

ক. নিমজ্জমান মূলধন কাকে বলে?

খ. 'মূলধন সঞ্জয় দ্বারা সৃষ্টি'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ, কী কী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূলধন গঠিত হয় তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

যে মূলধন কেবল এক জাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে; যেমন- কাঠের লাঙল।

যা মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য রেখে দেয় তাই হলো সঞ্জয়।

সঞ্জিত অর্থ উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করা হলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত তথা মূলধন সৃষ্টি হয়। সেজন্য মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে হলে সঞ্জয়ের পরিমাণ বাড়ানো আবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, মূলধন সঞ্জয় দ্বারা সৃষ্টি।

শুলধন গঠনের প্রক্রিয়াটি তিন্টি স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ স্তরগুলো হলো: আর্থিক সম্প্র সৃষ্টি, সম্প্র সংগ্রহ ও আর্থিক সম্প্রকে বিনিয়োগ করে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর। বাংলাদেশে মূলধন গঠনের স্তরগুলোতে কিছু কিছু বাধা থাকায় মূলধন গঠনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের কতিপয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলো-

বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ গ্রামের জনগণ রসুলগঞ্জ গ্রামের জনগণের মতোই দরিদ্র। তাদের বেশির ভাগই প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন কৃষক এবং মৎস্যজীবী। এদের আয় খুব কম। এরকম স্বল্প আয় ও ব্যাপক দারিদ্রোর জন্য দেশে সম্ব্রুয়ের হার খুব কম। তাছাড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকে টাকা রাখার অভ্যাস গড়ে ওঠে না। তাই সমাজের ব্যক্তিগত আর্থিক সম্ব্রুয়ের পরিমাণও কম। সুতরাং স্বল্প আয়, অপ্রতুল সম্ব্রুয়, ব্যাংকিং সেবার অভাব মূলধন গঠনকে ব্যাহত করে।

রসুলগঞ্জ গ্রামের মতো বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির শাখা খুবই কম। তাই পল্লি অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত আর্থিক সঞ্জয় সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা নেই।

মূলধন গঠনের এসব সমস্যার জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। বা কোনো দেশে মূলধন গঠন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

আর্থিক সঞ্জয় সৃষ্টি হলো মূলধন গঠনের প্রথম স্তর। পুঁজিবাদী ও মিশ্র সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্জয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্জয় ও সরকারি সঞ্জয় থেকে আর্থিক সঞ্জয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্জয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্জয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি পর্যায়ের সঞ্চয় নির্ভর করে তার সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। মূলত আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয় বেশি হলে সঞ্চয় বেশি হয়। সঞ্চয়ের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলেই কেবল সম্বয় বাড়ে এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। সম্বয়ের ইচ্ছা আবার বেশ কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হলো: দূরদৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ থেকে অধিক-সঞ্চয় সৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভ, পারিবারিক স্লেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি। সঞ্চয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনে এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে মর্যাদা লাভের আশায় অনেকে সঞ্চয় করে। পরিবারের প্রতি স্লেহশীল ব্যক্তিরা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে সঞ্চয় বৃদ্ধির চেম্টা করে। উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়, গ্রামের পল্লি সঞ্জয় ব্যাংকের তরুণ কর্মীরা রসুলগঞ্জ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়ানোর জন্য এসব বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশে সঞ্চয় সৃষ্টি হলেই মূলধন গঠিত হয় না: যতক্ষণ না তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিনিয়োগের জন্য যোগান দেওয়া হয়। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে मुनधनी छर्ता दृशाखद मदकात । এ जना श्राह्माजन श्ला प्राप्त पून् আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন ► ৫ মি. Y তার সঞ্চিত ২০০ কোটি টাকা ও ব্যাংক ঋণের ৩০০ কোটি টাকায় একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি ১০ কোটি টাকায় কেনা জমির ওপর ৫০ কোটি টাকার ভবন নির্মাণ করেছেন। কারখানার জন্য ৩৫০ কোটি টাকার ভারি যন্ত্রপাতি, ২০ কোটি টাকার যানবাহন, যানবাহনের জন্য জ্বালানি ২ কোটি টাকা এবং কাপড় বাবদ ৬০ কোটি টাকা খরচ করলেন। তিনি দেখলেন তার কারখানায় ক্ষমতার মাত্র ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরও ১০০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে মূলধন বাড়ানোর সিম্পন্ত নিলেন।

ক. মূলধনের গতিশীলতা কাকে বলে?

খ. সঞ্জয়ের সামর্থ্যের ওপর মূলধন গঠন নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকে মি. Y তার কারখানার জন্য আরও ঋণ নিয়ে
মূলধন বৃদ্ধি করবেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

কু মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের গতিশীলতা বলে।

সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর মূলধন গঠনের হার নির্ভর করে। তবে এ সঞ্চয়ের সামর্থ্য মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বেশি হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য বেশি হয় এবং আয় কম হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম হয় ৯ মানুষের জীবনধারণের বায়ভার বহন করার পর য়া উদ্বৃত্ত থাকে তাই সঞ্চয়। ফলে য়ে দেশে আয় বেশি সে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি। এ কারণে এসব দেশে মূলধন গঠনের হারও বেশি। সুতরাং মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্যই হলো মূলধন গঠনের প্রধান উৎস।

ত্র উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. Y তার সঞ্চিত অর্থ ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেছেন। এ কাজে তিনি স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ অনেক টাকা ব্যয় করেছেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো: চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহৃত হয় এবং তারপর নফ্ট হয়ে যায় বা তার রূপগত বা আকারগত পরিবর্তন ঘটে তাই হলো চলতি মূলধন। সে হিসেবে মি. Y এর কারখানায় চলতি মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

স্থায়ী মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয় তাই হলো স্থায়ী মূলধন। সে হিসেবে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো নিমুরপ:

> জমি ক্রয়...... ১০ কোটি টাকা ভবন নির্মাণ..... ৫০ কোটি টাকা ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয় ৩৫০ কোটি টাকা যানবাহন......২০ কোটি টাকা মোট = ৪৩০ কোটি টাকা

সুতরাং মি. Y এর চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো ৫৬২ কোটি এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ৪৩০ কোটি টাকা।

আ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. Y তার কারখানার জন্য এ যাবৎ চলতি ও স্থায়ী মূলধন বাবদ ৯৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এ বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করেও তিনি সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, কারখানাটি তার উৎপাদন ক্ষমতার পুরোটাই ব্যবহার করতে পারে না।

মি. Y দেখলেন তার কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে; বাকি ৩০% উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃতই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে, এবং কারখানার অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচের সুবিধা ঠিকমতো ভোগ করা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় তেমন কমছে না এবং মুনাফাও বাড়ছে না।

ম্থির উপকরণের সাথে পরিবর্তনীয় উপকরণের সার্বিক সমন্বয়ের অভাবে উৎপাদন কম হয় ও গড় খরচ তেমন কমে না। এ অবস্থায় পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আর পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য অধিক চলতি মূলধন প্রয়োজন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কারখানার পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ নিয়োগের জন্য মি. Y আরো ১০০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার চলতি মূলধন বাড়ানোর সিন্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রায় ১৬ মি. তুমায়ুন কবির আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপনে ৫০,০০,০০০
টাকার জমি ক্রয়, ১ লক্ষ টাকার পরিবেশবান্ধব বর্জ্য প্লান্ট স্থাপন, ৫,০০০
টাকার আইসক্রিমের কাঠি ও বাক্স, ২ লক্ষ টাকার চিনি, দুধ ও রাসায়নিক
উপাদান, ৩৫,০০০ টাকা শ্রমিকের বেতন, ১ লক্ষ টাকা কর্মচারীদের বাড়ি
ভাড়ার জন্য বিনিয়োজিত করলেন। কিন্তু বছরের সবসময় এ ব্যবসা ভালো
থাকে না। সম্প্রতি তিনি কুয়াকাটা বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য
দেখে মুক্ষ হলেন এবং পূর্বে বিনিয়োজিত মূলধনের আংশিক স্থানান্তর করে
পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেল চালু করেন। বছরের সবসময় দেশি-বিদেশি
অনেক পর্যটক সেখানে প্রায়্ম ভরপুর থাকে। দিন দিন সেখানে আরও পর্যটক
বৃদ্ধি পাছেছ।

ক. মূলধন গঠন কী?

খ. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. হুমায়ুন কবিরের বিনিয়োগকৃত মূলধনের শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করো।

 ম. হুমায়ুন কবিরের মূলধন কুয়াকাটায় স্থানান্তরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে। সুন্দ হর হনি বেশি হয় তবে জনগণ বর্তমান ভোগ থেকে বিরত
তবে সন্ধার ত্রপ্রেই হয়, যা মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

কর্ম হলে মূলধন গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। কোনো দেশে সক্তর বেলি হলে সেখানে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। আবার সঞ্জয় নির্ভর করে সুদের হারের ওপর। সুদের হার বেশি হলে মানুষের-মধ্যে সঞ্জয় প্রবণতা বাড়ে, অর্থাৎ অধিক সুদের হার মানুষকে অধিক সঞ্জয়ে উদ্বুদ্ধ করে যা মূলধন গঠনে সহায়ক। সুদের হার এভাবে সঞ্জয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

নি ম. হুমায়ন কবির আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যবহার করেন। নিচে তার মূলধনের শ্রেণিবিভাগ করা হলো:

১. নিমজ্জমান মূলধন: যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে। মি. হুমায়ন কবিরের কেনা পরিবেশবান্ধব বর্জ্য প্লান্ট হলো এ জাতীয় মূলধন। এটি কেবল বর্জ্য পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণেরই কাজে লাগে।

২. চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপণত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলে। মি. হুমায়ন কবিরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আইসক্রিমের কাঠি ও বাক্স, চিনি, দুধ, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি হলো চলতি মূলধন। তাছাড়া শ্রমিকদের বেতন ও বাড়ি ভাড়া বাবদ বিনিয়োজিত অর্থও চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সূতারং, মি. হুমায়ুন কবিরের বিনিয়োগকৃত মূলধন নিমজ্জমান ও চলতি মূলধনের অন্তর্গত।

মি. হুমায়ুন কবির তার মূলধনের একাংশ কুয়াকাটায় স্থানান্তর করে সেখানে তার একটি পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেলের কাজে বিনিয়োগ করেছেন। মূলধনের গতিশীলতার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। মি. হুমায়ুন কবিরের কুয়াকাটায় মূলধনের স্থানান্তরের দরুন ভবিষ্যতে সেখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মি. হুমায়ুন কবিরের কুয়াকাটায় মূলধন স্থানান্তরের ফলে ভবিষ্যতে সেখানে বিদেশি পর্যটকদের আগমন ঘটবে যা দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মূলধনী দ্রব্যের ব্যবহার ঘটবে; ফলে এ খাতদ্বয়ের উন্নয়ন ত্বরান্থিত হবে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলন, সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে। মূলধন গতিশীল হলে তা এসব ক্ষেত্রে যথেকী সহায়ক হবে।

দুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। দেশের সর্বত্র মূলধন গতিশীল হলে সকল খাতের মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে।

মূলধনের গতিশীলতা মূলধনকে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চল স্থানান্তরিত করে আঞ্চলিক ধনবৈষম্য দ্রাসে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রক্রিয়া, বৈদেশিক বিনিময় হার, উন্নত প্রযুক্তির স্থানান্তর ও অনুৎপাদিত দ্রব্য আমদানি ইত্যাদির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মূলধনের গতিশীলতার মাধ্যমে সম্ভব হয়।

সূতরাং বলা যায়, মি. হুমায়ুন কবিরের মূলধন কুয়াকাটায় স্থানান্তরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ १ মি. করিম একটি নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির মালিক। ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো, সঞ্চয়ের ওপর কর হার প্রাস, কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ও অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেন্টা করে যাছে।

ক. স্থায়ী মূলধন কাকে বলে?

খ. মূলধন কেন একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান?

 মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৩,০০০ টাকা হলে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূলধন বৃদ্ধির জন্য কীরূপ ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো?

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মূলধন জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং উৎপাদন কাজে বার বার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে।

য মূলধন হলো মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে; তবে উৎপাদনে এ সাহায্য করার কাজটি মূলধন নিজে করতে পারে না।

মূলধন মনুষ্য-সৃষ্ট হওয়ায় মানুষের সহযোগিতায় তা উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া সংগঠকের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মূলধনের নিজস্ব কোনো কার্যক্ষমতা নেই। এজন্য মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

া উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারিতে মি. করিমের নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৬ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ

১,০০,০০০ টাকা

(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%)

কৈটি ০০০,০১ কৈটি ০০০,০১,১

প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ

১,১০,০০০ টাকা

(ii) मृलधरनत वृन्धि (১०%)

১১,০০০ টাকা ১,২১,০০০ টাকা

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর মূলধনের পরিমাণ দাড়াবে:

১,২১,০০০ টাকা

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়

(<u>—) ৩,০০০ টাকা</u> কোৰ্ট ০০০,খ*১,১*

.. ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে মি. করিমের নিটওয়্যার ফ্যান্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ হলো—

। किंगि ०००,४८ = किंगि ०००,००० ८ – किंगि ०००,४८,८

য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল মূলধন ও তার দুত বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তাই সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার-গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সঞ্জয় বৃদ্ধি আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে সঞ্জয় করতে উদ্বুদ্ধ করে বলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সঞ্জয়মুখী করে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। দেশে বর্তমানে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা শিক্ষাথীদের মধ্যে পারিবারিক স্লেহ-মমতা বৃদ্ধি, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি গুণাবলির উন্মেষ ঘটবে। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ে ব্যাংকিং সুবিধা শিক্ষাথীদের সঞ্জয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উচ্চ করহার সঞ্চয় বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। তাই দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আয়করের হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম রেখেছে। অন্যান্য কর ও শুল্কহারও তুলানামূলকভাবে কম। তাই এ অবস্থা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সরকার দেশে কলকারখানা স্থাপন, সেবা খাতের সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে মূর্লধনের যোগান বৃদ্ধির জন্য তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্ররোচিত করছে। তাদেরকে সরকারের কৃষিঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে। আশা করা যায়, এসবের ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বিনিয়োগবান্ধ্ব পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমান সরকার দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশে মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রা >৮ কামাল সাহেব স্বল্প পুঁজি নিয়ে ঢাকা শহরে একটি পোল্টি শিল্প স্থাপন করে। উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে লাভ করতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি কাঁচামাল ও প্রমের সহজলভ্যতার কারণে শহর ছেড়ে গ্রামে পোল্টি শিল্প স্থানান্তর করেন। এতে গ্রামের কিছু বেকার লোকেরও কর্মসংস্থান হয় এবং তিনিও লাভবান হন। /হালো, ১৭ । প্রা নং ৭/

ক. মূলধন কী?

খ. সম্প্র কীভাবে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে?

গ্র কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

 ঘ. কামাল সাহেবের শহরেও পোল্টি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে কি? মতামত দাও।
 ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে উপাদানটি পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

ব সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে, আর সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে, এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্রাস পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও দ্রাস পায়। সুতরাং সঞ্চয়ের সাথে মূলধন গঠনের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

গ্র কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ হলো সস্তা শ্রম ও উপকরণের সহজলভাতা।

দেশের সীমানার মধ্যে মূলধন একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করাকে মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে। মূলধনের গতিশীলতার পেছনে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণের সহজলভ্যতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো অঞ্চলে সম্ভায় শ্রম পাওয়া যায় বলে বিনিয়োগকারীরা উৎপাদন থরচ কমানোর জন্য সেখানে মূলধন স্থানান্তর করে। আবার কোনো এলাকায় যদি কোনো শিব্লের কাঁচামাল সহজলভ্য হয় তাহলেও বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন স্থানান্তরে উৎসাহিত হয়।

উদ্দীপকের কামাল সাহেবের পোন্ট্রি শিল্প শহরে হওয়ায় এর উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। তাই তিনি তার পোন্ট্রি শিল্প গ্রামে স্থানাত্তর করেন। গ্রামে তিনি সহজে ও কম মজুরিতে অনেক শ্রমিক পান। আবার পোন্ট্রি ফার্মের জন্য অনেক পানি ও আলো-বাতাসের প্রয়োজন হয়, য়া তিনি গ্রামে অনেক কম খরচে প্রাকৃতিকভাবে পেয়ে থাকেন। এর ফলে কামাল সাহেবের পোন্ট্রি শিল্পে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। মূলত এসব কারণেই কামাল সাহেব গ্রামে শিল্প স্থানাত্তর করে লাভবান হন।

ব কামাল সাহেবের শহরেও পোন্ত্রি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে, তবে তা বেশ কন্টকর।

কামাল সাহেবের গ্রামে পোন্টি শিল্প স্থানান্তরের মূল কারণ ছিল উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া। গ্রামে তিনি কম খরচে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণগুলো পেয়েছেন বলে লাভবান হয়েছেন। তবে শহরেও শ্রম ও উপকরণগুলোর যথায়থ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি লাভবান হতে পারতেন।

শহরে লাভবান হওয়ার জন্য কামাল সাহেব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এজন্য প্রথমেই তার পোল্ট্রি শিল্পটি খোলামেলা জায়গায় স্থাপন করা উচিত যাতে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তিনি গ্রাম থেকে (যেখানে শ্রমের সহজলভাতা রয়েছে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক তার পোল্ট্রি শিল্প স্থানান্তর করতে পারেন। এতে তার উৎপাদন খরচ কম হবে। এভাবে তিনি শহরেও লাভবান হতে পারবেন।

যদিও কামাল সাহেব উল্লিখিত পন্থায় শহরেও লাভবান হতে পারেন, তবে শহরে খোলামেলা জায়গায় পোন্ট্রি শিল্প স্থাপন করা এবং শ্রমের অবাধ ব্যবহার ও সম্ভায় শ্রমের সংস্থান করা বেশ কন্টসাধ্য একটি ব্যাপার।

প্রনা > ১ মিসেস 'Y' একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'বাঁচতে দাও' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৫ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন।

/त. ता. 391 अत नः 9/

ক. নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়?

খ. মূলধনের গতিশীলতা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

গ, কীভাবে মূলধন গঠিত হয়?

ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y' কে ঋণ না দিত
তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে বল। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে।

য মূলধনের গতিশীলতা বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো বিশেষ অঞ্চলে সম্ভায় শ্রম পাওয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন নিয়ে যায়। একটি দেশের বা বিশেষ অঞ্চলে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত থাকে তাহলে ওই অঞ্চলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে বলে সেখানে মূলধন স্থানান্তরিত হয়।

গ্র মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত, যথা— ১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি ২. সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান এবং ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

২. আর্থিক সম্পয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যবহার: মূলধন গঠনের জন্য দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের আর্থিক ও রাজম্ব নীতি ইত্যাদির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

বিনিয়াণের সুযোগ-সুবিধা: মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত
 অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের রূপান্তর করা দরকার।
 এজন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃ
 আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে
 তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত প্রক্রিয়ায় একটি দেশে মূলধন গঠিত হয়।

যা দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি।

সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো পূরণ করলে তবেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পান অন্যথায় নয়। ঋণের শর্তাদি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী ও সাহসী হন, তাহলে ঋণাভাবে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যায় না বরং তার ব্যবসায়ীক কার্যক্রম চলতেই থাকে ও মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। উদ্দীপকে 'Y' এর ক্ষেত্রেও এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা 'Y' তার ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'বাঁচতে দাও' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়, 'Y' এর প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়েছে। এটি তার নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রার্থিত ঋণ নাও পেতেন তাহলেও তার সম্পদের যে মূল্য দাঁড়িয়েছে ও তার ভেতরে একজন সফল উদ্যোক্তার যে গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে

তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন। এমনটি আশা করা উচ্চাভিলাষ নয়।

সূতরাং বলা যায়, দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y'-কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

প্রম ►১০ 'সোনার বাংলা' সিমেন্ট ফ্যান্টরি মেঘনা ঘাটে অবস্থিত একটি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা। উক্ত কারখানায় স্থায়ী মূলধন নিয়োগ করা হয় ৫০০ কোটি টাকা, কাঁচামাল ক্রয়ে নিয়োগ করে ২০০ কোটি টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২ কোটি টাকা ব্যয় করে উৎপাদন শুরু করার পরও দশ বছরে প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্যভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে নি। পরবর্তীতে খালিদ জানতে পারেন যে, রাজশাহীতে আমের জুসের কাঁচামাল সহজ্বভা এবং তুলনামূলক স্বল্পব্য়ী হওয়ায় যখন সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে সেখানে 'মেধা' জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে 'মেধা' জুস দেশের বাইরেও সুনামের সাথে রপ্তানি হচ্ছে।

क. भूलधन की?

খ. করের মাধ্যমে মূলধনের যোগান কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বিভিন্ন প্রকার মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

করের হার বাড়লে সঞ্জয় কমে যায় যা মূলধন গঠন বিদ্নিত করে। ফলে মূলধনের যোগান কমে যায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর করের হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ করলে বিদ্যমান মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধনের সংযোজন তথা বিনিয়োগ কমে যায়। ফলে মূলধন গঠনের হারও কমে। এজন্য মূলধনের যোগানও কমে যায়। সূতরাং বলা যায়, করের মাধ্যমে মূলধনের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়।

ত্র উদ্দীপকে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যেসব মৃলধনসামগ্রী উৎপাদন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে স্থায়ী মূলধন বলে। এ মূলধন একবার ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায় না, এগুলো বার বার ব্যবহার করা যায়। যেমন— ভারি যন্ত্রপাতি, কারখানাঘর, গুদামঘর ইত্যাদি। আবার, যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে এর রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমন— কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল। এক্ষেত্রে সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত পাথর, চুনাপাথর, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি হলো তার চলতি মূলধন।

'সোনার বাংলা' সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে। এ ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ৫০০ কোটি টাকা। তাছাড়া ফ্যাক্টরিতে চলতি মূলধন রয়েছে ২০০ কোটি টাকা। আবার কারখানায় শ্রমিকদেরকে যে মজুরি প্রদান করা হয় তাও চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে এ কাজে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সূতরাং, সিমেন্ট কারখানাটিতে মোট স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৫০০ ও ২০২ কোটি টাকা।

আ উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, মেঘনা ঘাটে স্থাপিত সোনার বাংলা সিমেন্ট কারখানার উদ্যোক্তা খালিদ দীর্ঘ দশ বছরেও উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হননি। নতুন উদ্যোগ গ্রহণের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি রাজশাহীর সহজলভ্য আমের কথা জানতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি তার মেঘনা ঘাটের সিমেন্ট কারখানাটি বন্ধ করে সেখানে 'মেধা' নামে আমের জুসের একটি কারখানা স্থাপন করেন। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মূলধনের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, মেঘনা ঘাটের সিমেন্ট কারখানাটির স্থলে আমের জুসের কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে মূলধনের এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ধরনের ব্যবহারের বিষয় লক্ষ করা যায়। কারখানাটির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় তার অনেকগুলো হাল্কা ও ভারি যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজসরজাম, ট্রাক, মাইক্রোবাস ইত্যাদি সিমেন্ট উৎপাদনের কাজ থেকে আমের জুস উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সিমেন্ট কারখানাটির কারখানাঘর, গুদামঘর, টিন, লোহার বার, আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ইত্যাদিও জুসের কারখানায় লাগানো হয়েছে। এসব মূলধনসামগ্রীর এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা তার সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে বিভিন্ন মূলধনসামগ্রী জুস কারখানায় লাগিয়েছেন। তাছাড়া কারখানাটির যেসব যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি জুস কারখানায় ব্যবহার করা যায়নি সেগুলো তিনি বিক্রি করেছেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থও তিনি জুস কারখানায় বিনিয়োগ করেছেন। এসবের মাধ্যমে মূলধনের শিল্পগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, খালিদ সাহেবের সিমেন্ট কারখানার স্থলে আমের জুসের কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে মূলধনের ব্যবহার ও শিল্পগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন >>> আবুল কালাম একজন ব্যবসায়ী। হরিদেবপুর বাজারে তার একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে, যাতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ লক্ষ্ণ টাকা। এক বছর ব্যবসা পরিচালনার পর হিসাব করে দেখেন তার মূলধন ৫ লক্ষ্ণ টাকা হয়েছে। পরবর্তী ছয় মাসে তিনি ৭০ হাজার টাকা মুনাফা লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি সিন্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করবেন। তাছাড়া তার ২ লক্ষ্ণ টাকা স্থায়ী আমানত (FD) করা রয়েছে।

ক. অর্থনীতিতে মূলধন কাকে বলে?

খ. সঞ্চয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না কেন?

গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায় ?৩

ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও আবুল কালামের পক্ষে দোকানটি শহরে স্থানাত্তর করা সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। 8

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে উপাদান মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, বিন্ডিং ইত্যাদি।

যা সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়ােগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।
মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনাে সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃন্ধি পেলেই বিনিয়ােগ বৃন্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা য়য় না। কারণ বিনিয়ােগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়ােগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়ােগ বৃন্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃন্ধি করে না।

বিদীপকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।
দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতিরিক্ত মুনাফার
প্রত্যাশায় মূলধন স্থানান্তর করলে তাকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা
বলে। মূলধনের এর্প গতিশীলতাকে ভৌগোলিক গতিশীলতাও বলা
হয়। তাছাড়া মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা ঋণের সুবিধা ও সুদের
হারের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে।

উদ্দীপকের আবুল কালাম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তার হরিদেবপুরে একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিন্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে শহরে তার দোকানটি স্থানান্তর করবেন এবং তিনি মনে করেন এতে তার মুনাফা পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, গ্রাম থেকে শহরে দোকানটি স্থানান্তর করায় এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। ব্যাংক ঋণ না পেলেও আবুল কালামের পক্ষে তার যে সম্পদ আছে তা দিয়েই দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

আবুল কালাম তার সঞ্জিত ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়ােগ করে হরিদেবপুর বাজারে একটি কাপড়ের দােকান দেন। এক বছর পরই তার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হয়। পরবর্তী ৬ মাসে তিনি আরও ৭০ হাজার টাকার মুনাফা লাভ করেন এতে তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, এছাড়া তার ২ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিম্থান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দােকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করবেন। এখন যদি তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ না পান তাও দােকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ, তার হাতে মূলধন রয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তাছাড়া তার কাছে যে ২ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে প্রয়োজনে তিনি তা ভাজায়ের অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও গ্রামের দােকানের জমি লিজ দিয়েও তিনি কিছু টাকা পেতে পারেন। তাছাড়া গ্রামে ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এখন তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রয়োজনে তিনি তার আশপাশের ব্যবসায়ীদের থেকেও ধার নিতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাংক ঋণ না পেলেও নিজম্ব অর্থায়নের মাধ্যমে আবুল কালামের পক্ষে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

ত্রর ১১২ করিম সাহেব একটি সুতা কারখানার মালিক। ৫,০০,০০০ টাকার প্রাথমিক মূলধন নিয়ে উৎপাদন শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতির মেরামত বাবদ ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুদের হার দ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় করিম সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

ক. মূলধন কী?

- খ. দক্ষ মানবসম্পদ কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা করো।
- গ. করিম সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের পদক্ষেপসমূহ করিম সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

পুদক মানবসম্পদকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগিয়ে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায় ।

একটি বাড়ি অফিস না কারখানা ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবস্থাপকই বলতে পারেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পারদশী প্রকৌশলীরাই জানেন, বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুৎ কীভাবে এবং কতটা ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। মূলধনসামগ্রী একশিল্প থেকে অন্যশিল্পে, এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে লাগানোর ক্ষেত্রে কেবল দক্ষ উদ্যোক্তারাই সঠিক সিম্পান্ত নিতে পারেন। এজন্য বলা হয়, মানবসম্পদ দক্ষ হলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

জ্বীপকের আলোকে করিম সাহেবের নিট মূলধন পরিমাপ করা যায়।
করিম সাহেব একটি সূতার কারখানার মালিক। ব্যবসায়টি আরাম্ভ
করতে গিয়ে তিনি একটি কারখানা ঘর ও গুদামঘর নির্মাণ করেছেন।
সূতা উৎপাদনের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের হাল্কা ও ভারি যন্ত্রপাতি
স্থাপন করেছেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি
বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কিম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করছেন।
এসব ক্রয়ের জন্য তিনি এ যাবৎ ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন।
আবার কাঁচামাল বাবদ এখন পর্যন্ত ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন।
করিম সাহেব কারখানা শুরু করার সময় যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন,
এতদিন ব্যবহারের দরুন তার ক্ষয় ঘটেছে। এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য

তার ব্যয় হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে নিচে করিম সাহেৰের নিট মূলধনের পরিমাণ নিম্নর্পভাবে নির্ণয় করা হলো: মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ

= (৫,০০,০০০ + ৪০,০০০) টাকা

= ৫,80,000 টাকা।

∴ নিট মূলধনের পরিমাণ = (৫,80,000 – ৫0,000) টাকা

= 8,৯0,000 টাকা।

করিম সাহেব বহু বছর ধরেই তার সূতার কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো। প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার দ্রাস। এখন দেশে শিক্সোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার দ্রাস তরাছে। করিম সাহেব সরকার প্রদন্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

ষিতীয়ত, উৎপাদন ব্যয় প্রাস মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় প্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। তাই বলা যায়, সুতার কাঁচামালের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি করিম সাহেবের সূতা উৎপাদনের ব্যয় প্রাস করে অধিক সূতা উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুরত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করছে। করিম সাহেব সরকার প্রদন্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্জিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। করিম সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে করিম সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রান ►১০
মি. রায়হান 'মুন এ্যাপারেলস' নামক একটি নিটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ২০ কোটি টাকা দিয়ে তিনি একটি চার তলা বাড়ি ও ৭০০টি অত্যাধুনিক সেলাই মেশিন কিনেন। এছাড়াও তার ৫ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে। ব্যাংক থেকে তিনি ৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে ৫ কোটি টাকার কাপড়, ১ কোটি টাকার সুতো, ১ কোটি টাকার বোতাম ক্রয় করলেন। আর শ্রমিকদের বেতন বাবদ খরচ করলেন ১ কোটি টাকা। তার নতুনভাবে কোনো ঋণ পাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি মনে করেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে পারলে উৎপাদন ও মুনাফা উভয়ই বাড়বে। ছি বো. ১৬1 প্রয় কঙা

ক. ভাসমান মূলধন বলতে কী বোঝায়?

খ. পেট্রোলকে কেন চলতি মূলধন বলা হয়?

গ. মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

 ম. রায়হান কীভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াতে পারেন? বিশ্লেষণ করো।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ত্র যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিংবা বিভিন্নভাবে কাজে লাগে তাকে ভাসমান মূলধন বলে।

যে যায় বা অন্যর্প ধারণ করে সেসব মূলধনকে চলতি মূলধন বলে।
পেট্রোল সাধারণত কোনো কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং
তা ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার তা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে
ব্যবহৃত হলে অন্যর্প ধারণ করে অর্থাৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য
পেট্রোলকে চলতি মূলধন বলে।

উক্লীপকের আলোকে মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

হেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যর্প ধারণ করে সেসবই হলো চলতি মূলধন। এ হিসেবে মি. রায়হানের চলতি মূলধনের হিসাব করতে হলে তার ব্যবহৃত মূলধনের স্বরূপ জানা প্রয়োজন।

মি. রায়হান ২০ কোটি টাকা দিয়ে একটি চার তলা বাড়ি ও ৭০০টি অত্যাধুনিক সেলাই মেশিন কিনেছেন। বাড়ি ও সেলাই মেশিন বার বার ব্যবহৃত হয়; একবার ব্যবহৃত হলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় না। এজন্য তা চলতি মূলধনের অন্তর্গত নয়।

মি. রায়হান ব্যাংক হতে নেওয়া ৮ কোটি টাকার ঋণ থেকে ৫ কোটি টাকার কাপড় ক্রয় করেন। এটি পোশাকে রূপান্তরিত হয় বলে তা চলতি মূলধন হিসেবে গণ্য হয়। আবার ১ কোটি টাকার সূতা কাপড়ে পরিণত হয়। এটিও চলতি মূলধন। তাঁছাড়া তিনি শ্রমিকদের বেতন বাবদ ১ কোটি টাকা বায় করেন, যা নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। আবার মি. রায়হান ঋণের অবশিষ্ট টাকা বোতাম ক্রয়ে বায় করেন। পোশাকের সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হওয়ায় তার রূপান্তর ঘটে। এজন্য এটিও চলতি মূলধন হিসেবে বিবেচ্য।

সূতরাং, মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ = (৫ কোটি + ১ কোটি + ১ কোটি + ১ কোটি) = ৮ কোটি টাকা।

উদ্দীপকটি পড়ে 'মুন এ্যাপারেলস' এর স্বত্বাধিকারী মি. রায়হানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। জানা যায়, ইতোমধ্যে তিনি তার সঞ্জয় ও গৃহীত ব্যাংক ঋণের পুরোটাই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন ও পরিচালনার কাজে ব্যয় করে ফেলেছেন। এখন কোনো স্থান থেকে ঋণ পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় একমাত্র ভরসা হলো তার ৫ কোটি টাকার সঞ্জয়পত্র যা তিনি এখনও কাজে লাগাননি। এক্ষেত্রে তাই তাকে মূলধন বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের জন্য বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে। নিচে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো:

প্রথমত, উৎপাদন কাজের সুবিধার জন্য তিনি কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতেই বাড়তি স্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বাড়িটির কয়েকটি ঘর গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি তার কারখানায় শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতে কাজের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তিনি সেখানকার নালা-নর্দমার সংস্কার, প্রাচীর নির্মাণ, বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন ইত্যাদি করতে পারেন। বাড়িটি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তা মেরামত ও রং করতে পারেন। তখন ভবিষ্যতে এটি অধিক উৎপাদনে এসব সহায়ক হবে।

চতুর্থত, তিনি বাজারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন। এ পদক্ষেপ বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। পঞ্চমত, মালামাল পরিবহনের জন্য তিনি কিস্তিতে একটি ট্রাক ক্রয় করতে পারেন। এর ফলে তার পরিবহন ব্যয় কমবে।

এভাবে মি. রায়হান মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াতে পারেন।

প্রশা ► ১৪ পঞ্চগড় জেলার দাইমুল সাহেবের চাকরির পাশাপাশি একটি পারিবারিক প্রকাশনা ব্যবসা আছে। সন্তোষজনক বেতন না পাওয়ায় তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৫০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পারিবারিক ব্যয়ের জন্য রাখেন। ১০ লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৫ লক্ষ টাকায় ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। ১২ লক্ষ টাকায় ঐ দোকানে বিক্রয়ের জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনেন। অবশিষ্ট টাকায় একটি লিচু বাগান ক্রয় করেন। প্রকাশনা ব্যবসা লাভজনক না হওয়ার এ ব্যবসা ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে উক্ত টাকায় ভাড়ার উদ্দেশ্যে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন, যেটি বগুড়ায় দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে চলে।

(চ. বো. ১৬1 প্রশ্ন লংক)

क. भूनधन की?

খ. খনির প্রাকৃতিক গ্যাস কেন মূলধন নয়?

- গ্র দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে? বিশ্লেষণ করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

য খনির প্রাকৃতিক গ্যাস মূলধন নয়।

কারণ মূলধন হলো মানবসৃষ্ট সম্পদ অথচ প্রাকৃতিক গ্যাস হলো প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনিই উৎপাদিত হয়। এজন্য এর উৎপাদন খরচ নেই। মূলধন সমজাতীয় নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস সমজাতীয়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে খনির প্রাকৃতিক গ্যাসকে মূলধন বলে গণ্য করা যায় না।

া উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, দাইমুল সাহেবের যে সম্পদ আছে তার সবগুলোই এক ধরনের নয়। তার কিছু সম্পদকে চলতি মূলধন ও কিছু সম্পদকে স্থায়ী মূলধন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দাইমুল সাহেব চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অবসর গ্রহণ বাবদ ৫০
লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার কিছু তিনি অস্থায়ী মূলধন ও কিছু
স্থায়ী মূলধনের জন্য ব্যয় করেন। তিনি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ইলেক্ট্রনিক্স
মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। এটি একটি স্থায়ী মূলধন, যা হঠাৎ
করে নস্ট বা নিঃশেষ হওয়ার নয়। কাজেই দোকান ক্রয়ের জন্য বিনিয়োজিত
১৫ লক্ষ টাকা হলো তার স্থায়ী মূলধনের একটি অংশ।

আবার পেনশনের ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি তার দোকানে বিক্রির জন্য ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য ক্রয় করেন। এ পণ্যও স্বল্প সময়ে নম্ট হয়ে যায় না। বাস্তবে কোনো কোনো ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য বহু বছর ধরে টিকে থাকে। এ অবস্থায় দাইমূল সাহেবের কেনা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যকে স্থায়ী মূলধন হিসেবে গণ্য করা চলে।

এসব ছাড়াও প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি করে প্রাপ্ত ৪ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসায়ের কাজের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। এটিও স্থায়ী মূলধন।

সূতরাং বলা যায়, দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো (১৫ লক্ষ + ১২ লক্ষ + ০৪ লক্ষ) = ৩১ লক্ষ টাকা।

দাইমূল সাহেব চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কর্মক্ষম থাকতে চান। এ জন্য তিনি অবসর সুবিধা ও প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত টাকার বেশির ভাগ বিভিন্ন উৎপাদনক্ষম কাজে বিনিয়োগ করেছেন। এর ফলে তার অর্থ মূলধনের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত, দাইমুল সাহেব তার টাকা বাড়িতে বা ব্যাংকে অলসভাবে ফেলে না রেখে শহরে এনে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। এর মাধ্যমে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দাইমুল সাহেব তার টাকা দিয়ে ইলেক্ট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান কিনেছেন। তাছাড়া তিনি তার টাকা দিয়ে দোকানে বিক্রির জন্য ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যও ক্রয় করেছেন। এ দুই ক্ষেত্রেই মূলধনের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, তার ইলেক্ট্রনিক্স দোকানটি ইলেক্ট্রনিক পণ্য বিক্রির কাজে না লাখিয়ে অন্য পণ্যও বিক্রির কাজে কিংবা গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এসবই হলো মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতার উৎস।

তৃতীয়ত, দাইমুল সাহেব প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেছেন। এতে প্রকাশনা শিল্প থেকে পরিবহন শিল্প অর্থ মূলধনের স্থানান্তর ঘটেছে। এক্ষেত্রে তাই মূলধনের শিল্পগত গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে।

সূতরাং দেখা যায়, দাইমূল সাহেব তার মূলধন উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করেছেন। এ বিনিয়োগের ধরন পর্যালোচনা করে বলা যায়, এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত, ব্যবহারগত ও শিল্পগত গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ ►১৫ সঞ্চিক সাহেব একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। তিনি প্রাথমিক মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা নিয়ে উৎপাদন কাজ শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ১,০০,০০০ টাকা এবং অবচয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সূতা আমদানির ওপর শুল্ক প্রাস, সুদের হার প্রাস, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ মুস্টির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সফিক সাহেব তাঁর মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হলেন।

ক. চলতি মূলধন কী?

- খ. শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ততা কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো।
- গ. সফিক সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগসমূহ সফিক সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন উৎপাদনকাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে।

ব শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ততা মূলধনের গতিশীলতা বৃন্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, নদীদ্রোত, সূর্যকিরণ ইত্যাদি হলো কোনো দেশের শক্তি সম্পদ। দেশে এসব সম্পদ অধিক হলে তা মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যেমন- কয়লা ও বিদ্যুৎ শক্তি পর্যাপ্ত হলে কম খরচে রেলযোগে ভারি মূলধনী যন্ত্রপাতি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। নদীদ্রোত ছারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত হলে সংশ্লিফ নদীর তীরাঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠার মাধ্যমে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস পর্যাপ্ত হলে তা বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

পা সিফিক সাহেব একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। কারখানটি করতে গিয়ে তিনি একটি কারখানাঘর ও গুদামঘর নির্মাণ করেছেন। পোশাক তৈরির জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের হালকা ও ভারি য়ন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। য়ন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এসব ক্রয়ের জন্য এ যাবৎ ১০,০০,০০০ টাকা ব্যয়্ম করেছেন। পোশাক তৈরির জন্য তিনি সুতা, বোতাম, বকরম ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এসব কাঁচামাল বাবদ এখন পর্যন্ত তিনি ১,০০,০০০ টাকা ব্যয়্ম করেছেন সিফক সফিক সাহেব কারখানা শুরু করার সময় যেসব য়ন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন, এতদিন ব্যবহারের দরুন তার ক্ষয় ঘটেছে। এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য তার বয়য় হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে নিয়ে সফিক সাহেবের মোট ও নিট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়র্পভাবে নির্ধারণ করা হলো:

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ = (১০,০০,০০০ + ১,০০,০০০) টাকা = ১১,০০,০০০ টাকা।

∴ নিট মূলধনের পরিমাণ = (১১,০০,০০০ - ৫০,০০০) টাকা = ১০,৫০,০০০ টাকা।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন
পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সফিক সাহেবও তার মূলধন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ
করেছেন।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রথমত, উৎপাদন ব্যয় স্তাস, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সফিক সাহেব তার কারখানার প্রধান কাঁচামাল সুতা বিদেশ থেকে আমদানি করেন। এ যাবৎ এর ওপর শুল্ক হার বেশি থাকায় তার পোশাক উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়তো। কিন্তু এখন সরকার সুতার ওপর আমদানি শুল্ক স্তাস করায় সফিক সাহেবের পোশাক তৈরির ব্যয় কম পড়বে। ফলে তার মূলধন বাড়বে। দ্বিতীয়ত, মূলধন বৃদ্ধি করতে হলে অর্থমূলধনের সুদের হার হ্রাস আবশ্যক। এখন সফিক সাহেব কারখানটি
সম্প্রসারণের জন্য অধিক সূতা ও সেলাই মেশিন ক্রয় করতে চান। এ
জন্য তার ব্যাংক ঋণ আবশ্যক। এখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার
সুদের হার হ্রাস করায় সফিক সাহেবের পক্ষে কম সুদে ঋণ গ্রহণ করে
প্রয়োজনীয় মূলধনী সামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, সরকার এখন
দেশের অনুয়ত অঞ্জলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর
অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। সফিক সাহেব প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ
করে বেঁচে যাওয়া অর্থ দিয়ে কারখানাটির উয়য়ন করতে পারেন।
চতুর্থত, দেশে বিনিয়োগ-বান্ধ্রব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম
উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেম্টায় দেশে এখন বিনিয়োগ-বান্ধ্রব
পরিবেশ বিরাজ করছে। সফিক সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার
কারখানাটির সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরি উল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথাভাবে কাজে লাগিয়ে সফিক সাহেব তার মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রর ১১৬ 'X' দেশের অধিবাসী রমিজ মিয়া ২০০০ সালে ২ কোটি
টাকা বিনিয়োণ করে ঢাকা-চউগ্রাম মহাসড়কে 'নিরাপদ সেবা' নামে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস চালু করেন। সম্প্রতি সরকার তৈরি
পোশাকের কাঁচামালের ওপর শুল্ক হ্রাস, স্বল্পসুদে ঋণ দানের উদ্যোগ
নিয়েছেন বলে রমিজ মিয়া তার 'নিরাপদ সেবা' বন্ধ করে উক্ত মূলধন
দিয়ে গাজীপুরের উজীতে তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনের সিন্ধান্ত নেন।

|णका करनज । अन्न नः १/

ক, মূলধন গঠন বলতে কী বোঝায়?

খ. মূলধনকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের মূলধনের গতিশীলতাকে নির্দেশ করা হয়েছে?— যথায়থ যুক্তিসহ লেখ।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

য মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ, যা উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেসব দ্রব্যসমাগ্রী উৎপাদন করা হয়, তা যদি পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন কিছু সৃষ্টিতে সহায়তা করে তবে তাকে মূলধন বলে। তাই এটি উৎপাদনের কোনো মৌলিক উপাদান বা প্রকৃতির দান নয়। মূলধন মানব কর্তৃক সৃষ্ট। এ জন্য মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়।

উদ্দীপকে মূলধনের ভৌগোলিক (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা এবং
 কারবারগত গতিশীলতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

একটি দেশের একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মূলধন স্থানান্তরিত হলে, তাকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। যেমন— গাজীপুর থেকে ঢাকায় কিংবা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে মূলধন স্থানান্তরকে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। আবার অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক শিল্প বা কারবার থেকে অন্য শিল্প বা কারবারে মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমন— পাটশিল্প থেকে মূলধন তৈরি পোশাক শিল্প স্থানান্তরিত হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রমিজ মিয়া ২০০০ সালে ২ কোটি টাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে 'নিরাপদ সেবা' নামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস চালু করেন। সম্প্রতি তিনি অধিক মুনাফার আশায় 'নিরাপদ সেবা' বন্ধ করে উক্ত মূলধন দিয়ে গাজীপুরের টজীতে তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনের সিন্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে ঢাকা থেকে গাজীপুরে মূলধন স্থানান্তর হলো ভৌগোলিক (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা। আর বাস সার্ভিস (সেবা খাত) থেকে তৈরি পোশাক শিল্পে মূলধন স্থানান্তর হলো কারবারগত গতিশীলতা। য উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ 'X' দেশের মূলধন গঠনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সাধারণত একটি দেশের মূলধন গঠন বিভিন্ন বিষয় যেমন— শিক্ষার হার, সুদের হার, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা, জান-মালের নিরাপত্তা, কর ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি দেশে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকলে মানুষ বেশি পরিমাণ সঞ্চয় করে। আর সরকার দেশে বিনিয়োগের খাত তৈরি করলে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'X' দেশে সরকার তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের ওপর শুল্ক প্রাস, স্বল্পসুদে ঋণদান ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এতে রমিজ মিয়া তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করার সিম্পান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ 'X' দেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকায় বিনিয়োগ বৃন্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃন্ধি পেয়েছে। আবার 'X' দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হওয়ায় জনগণ বেশি বেশি সম্প্রয়ে আগ্রহী হবে। যার ফলে দেশে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হবে, তথা মূলধন গঠন বাড়বে।

পরিশেষে বলা যায়, 'X' দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মূলধন গঠনের ওপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন >> জনাব শফিক একজন অর্থনীতিবিদ, একটি গবেষণায় নিজের দেশে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেন ২০১৬ সালে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০,০০০ কোটি টাকা যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মূলধন গঠনের হার নিম্ন, অপরদিকে 'X' দেশে গবেষণার কাজে গমন করলে দেখতে পান ওই দেশটিতে মূলধন গঠনের হার অনেক বেশি, মানুষের জীবনযাত্রার মান উঁচু, আর্থসামাজিক অবস্থা ভালো। বিজেউক উভরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশানং ৭/ক. নিমজ্জিত মূলধন কাকে বলে?

খ. মূলধন যোগানের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো কী?

গ. শফিক সাহেবের দেশে ওই সময় অবচয়জনিত ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা হলে নিট মূলধন বৃদ্ধির হার কত হবে?

ঘ. 'X' দেশে শফিক সাহেবের দেশের তুলনায় মূলধন গঠনের হার কেন বেশি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

ব কোনো দেশের অভ্যন্তরে যে উৎস হতে মূলধনের যোগান সৃষ্টি হয়, তাকে মূলধন যোগানের অভ্যন্তরীণ উৎস বলে।

মূলধন যোগানের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো রাজস্ব উদ্বন্ত, অতিরিক্ত কর আরোপ, নিট মূলধন আয়, বেসরকারি সঞ্চয়, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন— বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি। এ ছাড়া, সরকার প্রয়োজনে নতুন মুদ্রা ছাপিয়েও মূলধন যোগান সৃষ্টি করতে পারে।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে শফিক সাহেবের দেশে ২০১৭ সালের
নিট মূলধন গঠনের হার নিচে নির্ণয় করা হলো

কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো দেশ তার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মূলধন গঠন বলে। যেমন— t সময়ে কোনো দেশের মূলধনের পরিমাণ k, এবং (t+1) সময়ে মূলধনের পরিমাণ k, হলে মূলধন গঠন হতে মূলধন ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে নিট মূলধন পাওয়া যায়। তাই নিট মূলধন বৃদ্ধি হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে নিট মূলধন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শফিক সাহেবের দেশে ২০১৬ সাল হতে ২০১৭ সালে মূলধনের পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০,০০০ কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ উক্ত সময়ে মূলধন গঠন (৫০,০০০ – ৪০,০০০) বা ১০,০০০ কোটি টাকা।

এখন, উক্ত সময়ে অবচয়জনিত ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা হলে নিট মূলধন গঠন = (১০,০০০ - ৫০০) ৰা ৯,৫০০ কোটি টাকা। কাজেই ২০১৬ - ২০১৭ অৰ্থবছরে মূলধন বৃদ্ধির হার = $\frac{8000 \times 500}{00,000} = 58\%$

∴ নির্ণেয় নিট মূলধন বৃদ্ধির হার ১৯%।

আ শফিক সাহেবের দেশটি উন্নয়নশীল হওয়ায় তার দেশের চেয়ে 'X'
দেশে তথা উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার বেশি। নিচে এর কারণগুলো
উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশে মাথাপিছু আয় বেশি, জীবনযাত্রার মান উন্নত ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় মূলধন গঠনের হার বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া, যে দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি বেশি, সেই সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমাণ বেশি এবং সঞ্চিত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর অধিক হবে, সেই দেশে মূলধনের পরিমাণ বেশি হবে।

উদীপকে লক্ষ করা যায়, অর্থনীতিবিদ শফিক সাহেব এক গবেষণায় দেখেন, তার দেশে মূলধন গঠন কম হলেও 'X' দেশে তা অনেক বেশি। কারণ উক্ত দেশে জীবনযাত্রার মান উঁচু ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ ভালো। এছাড়া, 'X' দেশের জনগণের শিক্ষার হার, দূরদৃষ্টি ও মর্যাদা লাভের আকাজ্জা অধিক হওয়ায় আর্থিক সঞ্চয় বেশি সৃষ্টি হয়। ফলপ্রতিতে মূলধন গঠনও বেশি।

পক্ষান্তরে, শফিক সাহেবের দেশে জাতীয় আয় কম হওয়ায় জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা কম। এছাড়া, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব, ব্যাংক ব্যবস্থায় দুর্বলতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি কারণে এ দেশে মূলধন গঠন হার কম। কাজেই বলা যায়, উপরে উল্লিখিত কারণে শফিক সাহেবের দেশের চেয়ে X দেশে মূলধন গঠন বেশি হয়।

প্রনা > ১৮ রহমান সাহেব বিদেশ থেকে এসে সর্বমোট ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জুস কারখানা চালু করলেন। প্রথম বছরে আয় ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং অবচয় ব্যয় ৯৫ হাজার টাকা হলো। সরকার দেশে গার্মেন্টস শিক্সের বিকাশের জন্য খণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেয়ায় এবং আরও নানার্প সুবিধা দেয়ায় রহমান সাহেব জুস কারখানা বন্ধ করে কিছু খণ নিয়ে "প্রিয় বাংলা" পোশাক কারখানা চালু করলেন। এতে তার বাংসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ লক্ষ টাকা এবং অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা হলো।

ক. নিমজ্জিত মূলধন কাকে বলে?

थ. খनित्र প্রাকৃতিক গ্যাস কী মূলধন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপক হতে প্রথম বছরে নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

উদ্দীপকে মূলধনের গতিশীলতার ওপর কী কী প্রভাব
 বিস্তারকারী উপাদান পেয়েছ– তা ব্যাখ্যা কর।
 ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

বৈ মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

ৰ খনির প্রাকৃতিক গ্যাস মূলধন নয়।

কারণ মূলধন হলো মানবসৃষ্ট সম্পদ অথচ প্রাকৃতিক গ্যাস হলো প্রকৃতি প্রদন্ত সম্পদ। মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনিই উৎপাদিত হয়। এজন্য এর উৎপাদন খরচ নেই। মূলধন সমজাতীয় নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস সমজাতীয়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে খনির প্রাকৃতিক গ্যাসকে মূলধন বলে গণ্য করা যায় না।

ব্য উদ্দীপক হতে রহমান সাহবের প্রথম বছরে নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তাই-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকৈ লক্ষ করা যায়, রহমান সাহেব বিদেশ থেকে এসে সর্বমোট ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জুস কারখানা চালু করেন। প্রথম বছরে আয় হয় ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং অবচয় ব্যয় ৯৫ হাজার টাকা। তাহলে প্রথম বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ—

সূত্র: যদি t সময়ের মূলধনের মজুদ k, এবং (t + 1) সময়ে মূলধনের মজুদ k, +1 হলে (t + 1) সময়ে নতুন আয় সৃষ্টি $= k_t + k_t + 1$

- = উক্ত সময়ে निট মূলধন
- = (৪০ লক্ষ + ১২ লক্ষ ৮০ হাজার) টাকা
- = ৫২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা

এখন অপচয় ব্যয় ৯৫ হাজার হলে নিট মূলধন-

- $= k_t + k_t D_c$
- = (৫২ লক্ষ ৮০ হাজার ৯৫ হাজার) টাকা
- = ৫১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা
- ∴ রহমানের সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ ৫১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। উদ্দীপকের মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এমন সব উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো ঋণ সুবিধা, সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শৃক্ক রহিতকরণ ইত্যাদি।
- য মূলধনের গতিশীলতা অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকে প্রাপ্ত মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ঋণ সুবিধা, সুদের হার প্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেয়া ইত্যাদি উপাদান সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

যেকোনো উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন প্রয়োজনমাফিক ব্যবহৃত হলে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কোনো কিছু উৎপাদনের সূচনা, পরিচালনা ও তা থেকে প্রাপ্ত ফল- সবই মূলধনের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। এ জন্য মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক। কিন্তু মূলধনের এ গতিশীলতা বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন বাধা-নিষেধ অন্যতম।

যে দেশে মূলধনের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যত কম সরকারি বাধা-বিপত্তি থাকে সে দেশে মূলধন তত বেশি গতিশীল হয়। এজন্যই অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বাধা-নিষেধের কারণে মূলধনের সঠিক গতিশীলতা থাকে না। কিন্তু উদ্দীপকের রহমান সাহেবের দেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে, মূলধনের গতিশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সরকারি এসব বাধা-নিষেধ শিথিল করা হয়েছে। সুদের হার প্রাস এবং ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এর মধ্যে অন্যতম। এর ফলে রহমান সাহেবের মতো আরো অনেক উদ্যোক্তা স্ব-স্ব কারবার হতে গার্মেন্টস শিল্পে মূলধন স্থানান্তরে উৎসাহিত হবে। এ ছাড়াও কর অবকাশ ও কাঁচামালের ওপর শুল্ক তুলে দেয়ায় গার্মেন্টস শিল্প হতে অর্জিত মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যা মূলধনের কারবারগত গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, ঋণ সুবিধা, সুদের হার প্রাস, কর অবকাশ, কাঁচামালের ওপর শুল্ক প্রাস ইত্যাদি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান উদ্দীপকে মূলধনের কারবারণত গতিশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উদ্দীপকে মূলধনের গতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে।

প্ররা ১১৯ শরীফ সাহেব একটি কলম তৈরির কারখানার মালিক।
৪,৫০,০০০ টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে উৎপাদন শুরু করেন। কাঁচামাল
ক্রয় বাবাদ ৭০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতি মেরামত বাবাদ ৫০,০০০ টাকা
ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুদের হার হ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তৃকি,
কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো
পদক্ষেপ গ্রহণ করায় শরীফ সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির
উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। (ভিকাশ্বনিসা নুন স্কুল এভ কলেজ, ঢাকা বিপ্রা বং প/

- ক. নিমজ্জিত মূলধন কী?
- খ. উন্নত অবকাঠামো কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে? ২
- গ্রাফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের পদক্ষেপসমূহ শরীফ সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো।8

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল এক জাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে। উন্নত অবকাঠামো দ্বারা বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

যে দেশে অবকাঠামো যত বেশি উন্নত সে দেশের বিনিয়োগ চাহিদা তত বেশি। আর বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধি মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই বাংলাদেশের অবকাঠামো তথা যোগাযোগ, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির সুবিধা বিবেচনা করলে অর্থাৎ বাংলাদেশের শিল্পনীলিতা বৃদ্ধি পাবে।

ত্র উদ্দীপকের আলোকে শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাপ করা যায়।
শরীফ সাহেব একটি কলম তৈরির কারখানার মালিক। ৪,০০,০০০
টাকা প্রাথমিক মূলধনে ব্যবসাটি আরম্ভ করতে গিয়ে কাঁচামাল ক্রয় বাবদ
৭০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ আরো ৫০,০০০ টাকা
ব্যয় করেন। এসবের প্রেক্ষিতে শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ
নির্ণয় করা হলো-

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ = (৪,৫০,০০০ + ৫০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা।

∴ নিট মূলধনের পরিমাণ = (৫,০০,০০০ - ৭০,০০০) টাকা = ৪,৩০,০০০ টাকা।

অতএব শরীফ সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ হলো ৪,৩০,০০০ টাকা।

শরীফ সাহেব বহু বছর ধরেই তার কলমের কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন সম্প্রসারণ করতে পারেননি। তবে সাম্প্রতি সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় শরীফ সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো। প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করলে কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করে কারখানাটির উন্নয়ন করতে গারে। দ্বিতীয়ত, সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। এর ফলে কারখানাটির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে যা অধিক উৎপাদনে

উপায়। সরকারের চেম্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। এ সুযোগ গ্রহণ করে কারখানার উন্নয়ন ঘটানো যায়। সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শরীফ সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি

সহায়ক হবে। আবার সরকার এখন দেশে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে

কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানার উন্নয়ন করা

যাবে। এছাড়াও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধ্ন বৃদ্ধির অন্যতম

প্রশা > ২০ সামাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার অর্জিত আয় থেকে প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চয় করেন। বর্তমানে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। এই সঞ্চিত অর্থ তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগের সিম্ধান্ত নিয়েছেন।

|वीत्रदार्ष नृत्र त्याराश्रम भावनिक करनण, जाका । अस नः १/

ক. সঞ্বয়ের গাণিতিক সূত্রটি লেখ।

করতে পারেন।

- খ. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- গ্রসামাদ সাহেবের সঞ্চয়ে কোন প্রভাবটি কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সামাদ সাহেবের সিম্পান্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক সঞ্জয়ের গাণিতিক সূত্র হলো S = Y C। যেখানে Y = sol এবং C = sol ।
- য সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।
- গ্রী সামাদ সাহেবের সঞ্চয়ে মূলধন গঠন প্রভাবিত হয়। মানুষ তার আয়ের যে অংশে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য রেখে দেয় তাই হলো সঞ্চয়। সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনকালে

বিনিয়োগ করা হলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত তথা মূলধন সৃষ্টি হয়।
সম্প্রয়ের সামর্থ্যের ওপরে মূলধন গঠনের হার নির্ভর করে। তবে এ
সম্প্রয়ের সামর্থ্য মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বেশি হলে
সম্প্রয়ের সামর্থ্য বেশি হয় এবং আয় কম হলে সম্প্রয়ের সামর্থ্য কম হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সামাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার
অর্জিত আয় থেকে প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ সম্পুয় করেন।
এ সম্পুয় দ্বারা তার মূলধন সৃষ্টি হয়। যার পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা।
আয়ের পরিমাণ বেশি থাকায় তার সম্পুয়ও বেশি। যা মূলধন গঠনকে
প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সম্পুয়ের দ্বারা তার মূলধন গঠিত হয়।

য উদ্দীপকে সামাদ সাহেব যে সঞ্চয় করেন তা থেকে মূলধন গঠিত হয় ১০ লক্ষ টাকা। এ টাকা তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগের সিম্পান্ত নেন। এ সিম্পান্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কীর্প প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করা হলো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ জন্য মূলধন ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কেননা দেশে দুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বাধিক।

মূলধন একটি উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া। দেশের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধনী দ্রব্য ব্যবহার করলে উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৌশল আধুনিক এবং উন্নত হয়। এতে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে আর দক্ষ জনশক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও শ্রমিকের মজুরি বাড়ে ও উৎপাদন ব্যয় প্রায় পায়। ফলে জনসাধারণ কম দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে পারে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কাজেই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাদ সাহেবের সঞ্চিত অর্থ তথা মূলধন ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ করা হলে উৎপাদনের আধুনিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হবে। এর ফলে শ্রমিকের দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় প্রাস পেয়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রশা > ২১ বর্তমানে প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃন্ধি এবং শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বাধ্য হয়ে জলিল সাহেব সাভারের পোশাক কারখানাটি বিক্রয় করে নারায়ণগঞ্জে একটি প্লাস্টিক দরজার কারখানা নির্মাণ করলেন। এই কারখানার কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য তিনি ব্যাংক থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

|न्गायनान जारें डिग्रान करनज, चिनशील, जाका । अश्र नर क्र|

- ক. মূলধন কাকে বলে?
- খ. সম্প্র কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে?
- উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধ্রনের গতিশীলতার ইজিাত করে?
 ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে প্লাস্টিক কারখানার নির্মাণ খরচ ও ব্যাংকঋণ কী একই ধরনের মূলধন? তোমার মতামত দাও।
 ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে উপাদানটি পুনরায় অধিকতর উ্ৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

- য সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ষ' এর উত্তর দেখো।
- গ্র উদ্দীপকে মূলধনের স্থানগত ও কারবারগত এ দু'ধরনের গতিশীলতার দিকে ইজিত করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অতিরিক্ত মুনাফার প্রত্যাশায় বা অন্য কোনো কারণে মূলধন স্থানান্তর করলে তাকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা বলে। মূলধনের এর্প গতিশীলতাকে ভৌগোলিক গতিশীলতাও বলা হয়। অপরদিকে অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক শিল্প বা কারবার থেকে অন্য শিল্প বা কারবারে মূলধন স্থানান্তর করা হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমন-পাটশিল্প থেকে মূলধন গার্মেন্টস শিল্প স্থানান্তর করা হলে সেটি কারবারগত গতিশীলতা হবে।

উদ্দীপকের জলিল সাহেব সাভারের একটি পোশাক শিল্পকারখানার মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে প্রতিযোগী ফর্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং শ্রমিক অসন্তোষের কারণে তিনি সাভারের পোশাক কারখানাটি বিক্রি করে নারায়ণগঞ্জে এসে একটি প্লাপ্টিক দরজার কারখানা নির্মাণ করেন। অর্থাৎ জলিল সাহেব তার মূলধন গার্মেন্টিস শিল্প থেকে প্লাপ্টিক দরজা নির্মাণ শিল্পে স্থানান্তর করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশের একস্থান (সাভার) থেকে অন্যস্থানে (নারায়ণগঞ্জ) নিয়ে আসেন। এখানে জলিল সাহেবের গার্মেন্টিস শিল্প থেকে প্লাপ্টিক দরজা নির্মাণ শিল্পে মূলধনের স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি মূলধনের কারবারগত গতিশীলতা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কারখানা সাভার থেকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে আসা মূলধনের স্থানগত বা ভৌগোলিক গতিশীলতাকে ইঞ্জাত করে।

য না, উদ্দীপকে প্লাস্টিক কারখানার নির্মাণ খরচ ও ব্যাংকঋণ একই ধরনের মূলধন নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূলধন বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে বোঝায়। কিন্তু মানুষের উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতির ভাষায় তাকেই মূলধন বলা হয়। মূলধনের স্থায়িত্ব, প্রকৃতি ও মালিকানা অনুযায়ী মূলধনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।

উদ্দীপকে জলিল সাহেবের প্লাস্টিক কারখানা নির্মাণ হচ্ছে স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা হলেও এদের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। জলিল সাহেবকে প্লাস্টিক দরজা নির্মাণ কারখানাটি প্রতিষ্ঠার শুরুতেই একটি কারখানাঘর নির্মাণ করতে হয়েছে। এ ছাড়াও কারখানার জন্য ভারী যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়েছে। এসবই স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। পরবর্তীতে তিনি কাঁচামাল क्रसंत्र जना न्याःक थरक 80 लक्ष ठीका न्याःक येण तन। এখान দু'ধরনের মূলধনী লক্ষ করা যায়। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ৪০ লক্ষ টাকা হচ্ছে ঋণগত মূলধন। ব্যাংক ব্যবসায়ী জলিল সাহেবের উৎপাদন কাজে এই ঋণ প্রদান করে নিজে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জন করবে। এ কারণে একে ঋণগত মূলধন বলা হয়। অপরদিকে জলিল সাহেব ঋণের এই ৪০ লক্ষ টাকা উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয়ে খরচ করবেন বলে তার জন্য এই ঋণ হবে তার্ন্য বা অর্থ মূলধন। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের মূলধন দ্রব্য এবং কাঁচামাল ক্রয়ে অর্থ মূলধন ব্যবহৃত হয়। সূতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জলিল সাহেবের প্লাস্টিক কারখানার নির্মাণ খরচ ও ব্যাংকঋণ একই ধরনের मृलधन नग्न। এখানে निर्माण খরচ হচ্ছে স্থায়ী मृलधन। অन্যদিকে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংকঋণ হচ্ছে ঋণগত মৃলধন এবং জলিল সাহেবের জন্য তা তারল্য বা অর্থ মূলধন।

প্রশ্ন ১২২ ২০১৭ সালের জুন মাসে A দেশে মোট ২,৫০,০০০ কোটি
টাকার মূলধন ছিল। ২০১৮ সালের জুনে দেশটির মোট মূলধনের
পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,২০,০০০ কোটি টাকা। সে সময়ে মূলধনের
ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ছিল ১৭,০০০ কোটি টাকা। মূলধনের উৎস সঞ্চয়।
তাই সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছা, বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা
ইত্যাদি বৃশ্বির মাধ্যমে দেশটির মূলধন গঠনের হার ত্বরান্বিত করার জন্য
সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

/াকা ক্মার্স কলেজনা প্রশ্ন বং ৭/

- ক. মূলধন গঠন বলতে কী বোঝায়?
- খ. মূলধনকে নিষ্ক্রিয় উপাদান বলা হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে A দেশের মোট মূলধন গঠন ও প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- মূলধন গঠন কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলে তুমি
 মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
 ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।

যু মূলধন হলো মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে; তবে উৎপাদনে এ সাহায্য করার কাজটি মূলধন নিজে করতে পারে না।

মূলধন মনুষ্যসৃষ্ট হওয়ায় মানুষের সহযোগিতায় তা উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া সংগঠকের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মূলধনের নিজম্ব কোনো কার্যক্ষমতা নেই। এজন্য মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

ক্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের মোট মূলধন গঠন ও প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা হলো।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, তাকে মোট মূলধন গঠন বলে। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তাকে প্রকৃত বা নিট মূলধন গঠন বলা হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৭ সালের জুন মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৫০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের জুন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,২০,০০০ কোটি টাকা। তাই এক বছরে মোট মূলধন গঠনের পরিমাণ (৩,২০,০০০-২,৫০,০০০) বা ৭০,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়। উক্ত সময়ের মূলধন ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৭,০০০ কোটি টাকা। তাই নিট মূলধন গঠনের পরিমাণ (৭০,০০০-১৭,০০০) বা ৫৩,০০০ কোটি টাকা।

য উদ্দীপকের আলোকে সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছা, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ, সুদের হার প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মূলধন গঠন নির্ভর করে বলে আমি মনে করি।

আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হলো মূলধন গঠনের প্রথম স্তর। পুঁজিবাদী ও মিশ্র সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি পর্যায়ের সঞ্চয় নির্ভর করে তার সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। মূলত আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয় বেশি হলে সঞ্চয় বেশি হয়। সঞ্চয়ের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলেই কেবল সঞ্চয় বাড়ে এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। সঞ্চয়ের ইচ্ছা আবার বেশ কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হলো: দূরদৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ থেকে অধিক সঞ্চয় সৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভ, পারিবারিক স্লেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি। সঞ্চয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনে এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে মর্যাদা লাভের আশায় অনেকে সঞ্চয় করে। পরিবারের প্রতি স্লেহশীল ব্যক্তিরা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে সঞ্চয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

দেশে সঞ্চয় সৃষ্টি হলেই মূলধন গঠিত হয় না; যতক্ষণ না তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিনিয়োগের জন্য যোগান দেওয়া হয়। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর দরকার। এ জন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশা > ২০ ২০১৬ সালের জুলাই মাসে দেশে মোট ২০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৭ সালের জুন মাসে মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,০০০ কোটি টাকা হলো। উক্ত সময়ে মূলধন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকা। সরকার মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। /আবদুল কাদির মোলা সিটি কলেজ, নরসিংদী । প্রশানং ১১/

क. ञ्थायी मृनधन की?

খ. সুদের হার মূলধন গঠনে কীভাবে প্রভাবিত করে?

গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. মূলধন গঠনে সরকারি পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করো।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মূলধন জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে।

য সুদের হার যদি বেশি হয় তবে জনগণ বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়, যা মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

সঞ্চয় হলো মূলধন গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। কোনো দেশে সঞ্চয় বেশি হলে সেখানে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। আবার সঞ্চয় নির্ভর করে সুদের হারের ওপর। সুদের হার বেশি হলে মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ে, অর্থাৎ অধিক সুদের হার মানুষকে অধিক সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে যা মূলধন গঠনে সহায়ক। সুদের হার এভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

া একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, দেশেটিতে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (২৭,০০০ — ২০,০০০) বা ৭,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকা। সূতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৭,০০০ — ২,০০০) = ৫,০০০ কোটি টাকা।

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ
 সমাধানে সরকার নিয়োক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার দেশটির সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা সঞ্জয়সমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশটিতে অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকের দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

প্রশা ≥ ২৪ রহিম ১০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। উত্ত টাকা হতে সে ২ লক্ষ টাকায় একটি সাবান তৈরির মেশিন ক্রয় করে ২ লক্ষ টাকা সে কাঁচামাল ও শ্রমিকের মজুরি দেয়ার জন্য রেখে দেয়। ২ লক্ষ টাকা দিয়ে সে একটি ক্রেন ক্রয় করে যা একবার ব্যবহৃত হবে। বাকি টাকা সে অন্য যে কোনো কাজে ব্যবহৃত হতে পারে ধরে নিয়ে হাতে রেখে দেয়। বর্তমানে তার মূলধন বেড়ে ১১ লক্ষ টাকা হয়েছে।

जिनम त्यारन करनज, यग्रयनिश्र । अत्र नः १/

ক. মূলধন কী?

খ. আয়ের ওপর কীভাবে মূলধন গঠন নির্ভর করে?

গ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে?

ঘ. উদ্দীপক হতে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করো।

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

যা আয় বাড়া বা কমার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় যা মূলধন গঠনকে তুরান্বিত করে।

মূলধন গঠন সঞ্চয়ের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল। সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের ওপর। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। আর সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে উপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে তা মূলধনে পরিণত হয়। এভাবে আয় বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে মূলধনও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে আয় প্রাসের দরুন সঞ্চয় প্রাসহেতু মূলধনও প্রাস পায়।

বিষ্ণ সাবান তৈরির কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যবহার করেন। নিচে তার মূলধনগুলোর শ্রেণিবিভাগ করা হলোনিমজ্জমান মূলধন: যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে
ব্যবহার করা হয়, তাকে নিজ্জমান মূলধন বলে। উদ্দীপকে রহিমের কেনা
সাবান তৈরির মেশিন হলো এ জাতীয় মূলধন। এটি সাবান উৎপাদনের
কাজে লাগে।

চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে, তাকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলে। রহিম সাবান তৈরির কারখানার জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিকের মজুরি প্রদান করবেন, যা চলতি মূলধনের অন্তর্গত। অন্যদিকে তিনি একটি ক্রেন ক্রয় করেন যা উৎপাদন ক্ষেত্রে একবারই ব্যবহৃত হবে। অতএব ক্রেনটি উৎপাদনে একবার ব্যবহৃত হওয়ার পর আর ব্যবহার করা যাবে না বলে এটি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সূতরাং রহিমের বিনিয়োগকৃত মূলধন নিমজ্জমান ও চলতি মূলধনের

য উদ্দীপক হতে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করা যায়। নিচে গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করা হলো-

মূলধন গঠনের হার বলতে কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) মূলধন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়। সঞ্চয় হতে মূলধনের উৎপত্তি। তাই মূলধন গঠনের জন্য সঞ্চয়কে অবশ্যই মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের কোনো অংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হলে মূলধন গঠন হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যত বেশি মূলধন গঠনের হারও তত বেশি হবে।

উদ্দীপকে রহিম ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এ অর্থ সে ব্যবসায়ের বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে। পরবর্তী বছরে তার মূলধন বেড়ে ১১ লক্ষ টাকা হয়েছে। মূলধনের ক্ষয় ক্ষতিজনিত কোনো ব্যয় উল্লেখ না থাকায় বর্তমান বছরে তার মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা। অতএব, বর্তমানে তার মূলধন বৃদ্ধির হার

> =\frac{2,00,000\times200}{22,00,000} =\frac{5,00,000}{8.08}

সুতরাং রহিমের মূলধন গঠনের হার ৯.০৯%

প্রশা ১২৫ মূলধনের অভাবে মি. আকাশের ফার্মের উৎপাদন হঠাৎ কমতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে তার অমিতব্যয়ী আচরণও খানিকটা দায়ী। এছাড়া উচ্চ সুদের কারণে তিনি ঋণ নেয়ারও সাহস পাচ্ছেন না। ফলে তার বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্রমশই কমছে।

/मतकाति आधिजुम रक करनज, रशुज़ा । अन्न नः १/

ক. মূলধন কী?

অস্তৰ্গত।

- খ. মূলধন বৃদ্ধির সাথে বেকারত্ব দ্রাসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের মূল সমস্যা বিশ্লেষণ করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের সংকট নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করো।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মুলধন বলে।

যু মূলধন ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন চালু হওয়ায় অধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকরাত্ব প্রাস সম্ভব। যে দেশে মূলধন যত বেশি, বিনিয়োগও তত বেশি। এর ফলে দেশে অধিক শিক্ষপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যেখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে দেশে বিদেশে বৃহদায়তন শিক্ষপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে মূলধনই গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে দেশের মানুষের কর্মের চাহিদা পূরণ করে

অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়। তাছাড়া সমাজে অনেক শিক্ষিত যুবক আছে যারা কর্মজ্ঞানে উন্নত হয়েও মূলধনের অভাবে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারছে না। তাই মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব প্রাস সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়।

ত্রী উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের সমস্যা হলো সঞ্চয় প্রবণতা কম। তাছাড়া উচ্চ সুদের হার, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, বিনিয়োগের বির্প পরিবেশের জন্য মি. আকাশ মূলধন স্বল্পতার সমস্যায় পড়েছেন। এদেশের অধিকাংশ লোকের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, আবার ইচ্ছাও কম।

এদেশের অধিকাংশ লোকের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, আবার ইচ্ছাও কম।
দূরদৃষ্টি ও শিক্ষার অভাব, সুদের স্বল্প হার, কর ব্যবস্থা এবং অদৃষ্টবাদী
মনোভাবের কারণে দেশের জনসাধারণের সঞ্চয় প্রবণতা কম। বরং
তারা তাদের স্বল্প অর্থ জমি বা অলঙকার ক্রয় এবং অন্যান্য
অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করে। ফলে প্রকৃত বিনিয়োগ কম হয়।

অনুনত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অধিক, ফলে উদ্যান্তারা কম ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। তাই এখানে উৎপাদন ও আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠনও প্রাস পায়। এসকল দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। মানসম্পন্ন কাঁচামালের অভাব, দুর্বল যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, আমলতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি ও ঘুষ বাণিজ্য, সর্বজনীন নীতির স্থলে স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি কারণে কাঞ্জিত বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ অনুপস্থিত।

সূতরাং মি. আকাশের মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা হলো স্কল্প সঞ্জয় প্রবণতা।

ব উদ্দীপকের আলোকে মি. আকাশের ফার্মের উৎপাদনে প্রধান বাধা হলো মূলধন গঠনের স্বল্পতা। সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত মূলধনই এ সমস্যা দূর করতে পারে।

সঞ্চয় মূলধন গঠনের শ্বল্পতা দূর করতে পারে; তবে তা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। প্রথমে দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি করতে হয়। এক্ষেত্রে যৌথ মূলধনী কারবার ও সরকারি খাতের সঞ্চয় বিবেচিত হলে দেশে মূলধন গঠিত হয়। তবে এর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয়।

একটি দেশে জনগণের সঞ্চয়ই হলো সঞ্চয়ের প্রধান অংশ। কিন্তু ব্যক্তির সৃষ্ট সঞ্চয় তার সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাই সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য ব্যক্তির আয় বাড়ানো দরকার। আর তার সঞ্চয়ের ইচ্ছা জোরদার করার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাতে তার দূরদৃষ্টি বাড়ে, সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিক সজাগ হয় এবং পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ বাড়ে। আবার, দেশে সৃষ্টি সঞ্চয় ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যও প্রস্তুত করা দরকার। এ বিনিয়োগ দেশে মূলধনসামগ্রী উৎপদনে বিনিয়োগ করা হলে মূলধন গঠিত হয়।

তাই বলা যায় মি. আকাশের আর্থিক সম্পন্ন বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক মূলধন গঠিত হলেই মূলধন গঠনের স্বল্পতা দূর হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সাব্বির সেদিন তার ক্লাসে অর্থনীতির শিক্ষকের নিকট থেকে জানতে পারল বাংলাদেশের শিল্পোলয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মূলধনের ম্বল্পতা। শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি আরও জানতে পারেন, নিম্ন মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত ব্যাংকব্যবস্থা, সঞ্চয় সংগ্রহে সমস্যা, মূদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ক করে। পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন, কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসকল সমস্যা সমাধান করা যায়।

/বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক ক্ষুক্স ও কলেছ । প্রশ্ন বং ৮/

ক, মূলধন কী?

খ. মূলধন গঠন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের সাব্বিরের মতে, বাংলাদেশের মূলধন গঠনের পথে অন্তরায়গুলো কীভাবে মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত করছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে বাংলাদেশের মূলধন গঠন কীভাবে বৃদ্ধি
করা যেতে পারে বলে তুমি মনে করো মতামত দাও।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। য মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকেই বোঝায়।

যে প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি পায় তা হলো মূলধন গঠন প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি পায় তাই হলো মূলধন গঠন। মূলধন গঠনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ্ বেনহাম বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সমাজ তার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মূলধন গঠন বলে।" মনে করি, t সময়ে কোনো দেশের মূলধনের পরিমাণ K_t এবং (t+1) সময়ে মূলধনের পরিমাণ $K_{(t+1)}$ । তাহলে মূলধন গঠন $k_F = k_{(t+1)} - k_t$ ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন গঠন প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে মূলধন গঠনের হার অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। বিভিন্ন ধরনের উপাদান মূলধন গঠনে বাধার সৃষ্টি করে।

১. মূলধন গঠনের প্রধান উপাদান হলো সম্প্রয় বৃদ্ধি। সম্প্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়। কিন্তু বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কম। বর্তমানে তা প্রায় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। এ রকম স্বল্প আয় ও অতি দরিদ্রতার জন্য দেশের সম্প্রয়ের হার খুব কম। সূতরাং, এদেশের মূলধন গঠনের প্রধান সমস্যা হলো স্বল্প আয় ও স্বল্প সম্প্রয়।

২. এদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয় রয়েছে তা ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগ করা যায় না। কেননা এদেশের গ্রামেণ্যঞ্জে এখনও পর্যাপ্তসংখ্যক ব্যাংকের শাখা নেই। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকের টাকা রাখার অভ্যাসও গড়ে ওঠেনি। সঞ্চয় সংগ্রহের অসুবিধার জন্য এদেশে বিনিয়োগ কম এবং এ জন্য মূলধন গঠন কম। ৩. এদেশের ব্যাংক ঋণের সুদের হার অধিক, ফলে উদ্যোক্তারা কম ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। তাই এখানে উৎপাদন ও আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠন ব্রাস পায়। উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের স্বল্পতা, সম্পদের অপচয় এবং অনুন্নত অবকাঠামো ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্যের দুত উর্ধ্বগতিতে জনগণ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতেই হিমশিম খায়। এ জন্য আয়ের পর অবশিষ্ট কোনো অংশই হাতে থাকে না। ফলে সঞ্জয় গঠন কম হয় এবং মৃলধনও দ্রাস পায়।

ত্র উদ্দীপক অনুসারে বাংলাদেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধি করতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মনোরয়ন, উন্নত ব্যাংকব্যবস্থা, সঞ্চয় সংগ্রহের সমস্যা দূরীকরণ, মূদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, মূলত আয়ের ওপর মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ বেশি, পরিবারের আয়তন ছোট ও সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য বাড়ে। ফলে যে দেশে আয় বেশি ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কম, সে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হয় এবং মূলধন গঠনের হারও অধিক হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করা যায়। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়ে, ফলে দেশে মূলধন গঠিত হয়।

তৃতীয়ত, মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তা যোগান দেওয়া দরকার। দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অলস সঞ্চয় ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হিসেবে প্রস্তুত রাখা যায়। একাজে দেশের মূলধন বাজার যথেন্ট সহায়ক হতে পারে।

এছাড়াও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হলো সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রয়োজনানুযায়ী বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয় বৃন্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান, সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি, আর্থিক নীতি, বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতি। সর্বোপরি মূলধন গঠন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন একদল অভিজ্ঞ, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ উদ্যোক্তা, যারা উৎপাদনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত। প্রা ১২৭ হরিদাস পাল একজন ব্যবসায়ী। হরিদেবপুর বাজারে তার একটি কাপড়ের দোকান আছে। যাতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,০০,০০০ টাকা। এক বছর ব্যবসা পরিচালনার পর হিসেব করে দেখেন তার মোট মূলধন হয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। পরবর্তী ছয় মাসে তিনি ৭০,০০০ টাকা মুনাফা করেন। সম্প্রতি তিনি সিন্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি শহরে স্থানাত্তর করবেন। এছাড়া তার ২,০০,০০০ টাকা স্থায়ী আমানত (FDR) আছে।

ক. মূলধন কী?

খ. কেবলমাত্র সঞ্জয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না কেন?

গ. উদ্দীপকে হরিদাসের মূলধনের পরিমাণ কত দাঁড়াল?

ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও হরিদাস এর পক্ষে-দোকানটি শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব কিনা? ব্যাখ্যা কর।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।
মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয় সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠন তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, উদ্ভ অবস্থা প্রতিকৃল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে হরিদাসের মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত মূলধন গঠন বলতে অধিক পরিমাণে মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান তার মূলধনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি সাধন করে, তাকে উক্ত সময়ের ওই সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের মূলধন গঠন বলে। যেমন- ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি দেশের মূলধন ৬০ হাজার কোটি টাকা ছিল এবং ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলধনের পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা হলে মূলধনের গঠন হলো (৭০ - ৬০) বা ১০ হাজার কোটি টাকা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ব্যবসায়ী হরিদাস পালের প্রাথমিক মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা। পরবর্তী বছরে মূলধন হয় ৫,০০,০০০ টাকা। চলত বছরের প্রথম ছয় মাসে মুনাফা করেন ৭০,০০০ টাকা। সুতরাং হরিদাস পালের প্রতিষ্ঠানের মূলধন গঠন (৫,০০,০০০ — ৪,০০,০০০ + ৭০,০০০) বা ১,৭০,০০০ টাকা। সুতরাং উদ্দীপকে হরিদাসের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল (৪,০০,০০০ + ১,৭০,০০০) বা ৫,৭০,০০০ টাকা।

ব্যাংকঋণ না পেলেও হরিদাস পালের পক্ষে তার যে সম্পদ আছে
তা দিয়েই দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।
হরিদাস পাল তার সঞ্জিত ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে হরিদেবপুর
বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দেন। এক বছর পরই তার মূলধন ৫
লক্ষ টাকা হয়। পরবর্তী ৬ মাসে তিনি আরও ৭০ হাজার টাকার মুনাফা
লাভ করেন এতে তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার

Deposit) রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিন্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করবেন। এখন যদি তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ না পান তাও দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ, তার হাতে মূলধন রয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তা ছাড়া তার কাছে যে ২ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে প্রয়োজনে তিনি তা ভাজিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ছাড়াও গ্রামের দোকানের জমি লিজ দিয়েও তিনি কিছু টাকা পেতে পারেন। তা

টাকা, এছাড়া তার ২ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত (Fixed

ছত থামে ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন তরেছেন এখন তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রয়োজনে তিনি তার আশপাশের ব্যবসায়ীদের থেকেও ধার নিতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাংকঝণ না পেলেও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে হরিদাস পালের পক্ষে দোকানটি গ্রাম থেঁকৈ শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

প্রশ্ন > ২৮ মানিক মিয়া নিজস্ব কিছু মূলধন নিয়ে ঢাকার সাভারে একটি ফ্রোর ভারা নিয়ে সোয়েটার কারখানা স্থাপন করেন। তিনি তার কারখানা থেকে যে মুনাফা অর্জন করতে লাগলেন তা পুনরায় বিনিয়োগ করে মোটা অংকের মুনাফা অর্জন করলেন। এ মুনাফা দিয়ে তিনি চউগ্রামে আরো একটি প্যান্ট কারখানা স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি বর্তমানে বিদেশেও মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। এখন তিনি নামকরা একজন শিল্পপতি।

|आरुश्यम डेंबिन गार मिथू निरक्छन स्कूम ७ करमछा, शार्रेनान्था । श्रप्त नः ४।

ক. ভাসমান মূলধন কাকে বলে?

- খ. প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে কীভাবে মূলধন সহায়তা করে?
- গ. মানিক মিয়ার মূলধন ব্যবহারকে তুমি কী বলবে? ব্যাখ্যা করো ৷৩
- ঘ. মানিক মিয়ার মতো সকলের মূলধনের ব্যবহার অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে? মতামত দাও। 8

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মূলধন একাধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলা হয়।

য মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

একটি দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে। এসব সম্পদের ঋণ ব্যবহারের ওপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। একমাত্র মূলধনের ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারাই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশ যদি মূলধনে সমৃদ্ধ হতো, এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহার নিজম্ব পরিকল্পনায় করা সম্ভব ছিল। শুধুমাত্র মূলধনের মল্পতার কারণে প্রতিবছর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে কোটি কোটি অর্থ দিয়ে দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিতে হয়।

শ্র মানিক মিয়ার মূলধন ব্যবহারকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলধনসামগ্রীকে একস্থান থেকে জন্য স্থানে, একশিল্প থেকে জন্যশিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার থেকে জন্য ধরনের ব্যবহার থেকে জন্য ধরনের ব্যবহার স্থানান্তর করাকে বোঝায়। যা দ্বারা ব্যবহারগত অথবা ভৌগোলিক স্থানান্তর উভয় অর্থই বোঝা যায়। মূলধনের স্থানগত গতিশীলতার ক্ষেত্রে কারখানার কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতি, আস্বাবপত্র এবং ভারি ও হালকা বৈদ্যুতিক সরজ্ঞাম, শিল্পের কাঁচামাল একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু দালানকোঠা ও কারখানা ভবনের মতো মূলধন একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় না।

শিল্পের গতিশীলতার ক্ষেত্রে সার বা পাট শিল্পের মূল যন্ত্রপাতি কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। লোহা গলানোর চুল্লি লোহা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে ব্যবহারযোগ্য নয়। কিন্তু কারখানার আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, শিল্পের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পে ব্যবহার করা যায়। যা ব্যবহারজনিত গতিশীলতা সৃষ্টি করে। আবার রেললাইন, বিশেষ ধরনের কাঁচামাল তথা তুলা, কাঁচাপাট, ইক্ষু এদের নিজস্ব স্থান বা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু একটি দালান অফিস এবং কারখানা উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। উদ্দীপকে, এভাবেই মূলধনের গতিশীলতার দিকটি লক্ষ করা যায়।

য উদ্দীপকে মানিক মিয়ার মতো সকলের মূলধনের ব্যবহার অর্থাৎ মূলধনের গতিশীলতা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আধুনিককালের শিল্প উৎপাদন একান্তভবে মূলধননির্ভর। বৃহদায়তন, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যাপকভাবে মূলধন ব্যবহৃত হয়। দেশের বিভিন্ন

এলাকার মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে বিভিন্ন এলাকার শিল্প স্থাপন সহজ হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে মূলধন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতে সার, উন্নত বীজ, কীটনাশক, পানি সেচ ইত্যাদি মূলধনসামগ্রীর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ অবস্থায় দেশের ভেতরে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা কৃষি উন্নয়নকে ত্বুরান্বিত করবে। আবার দেশের কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, বন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলধনের ব্যবহার অপরিহার্য। এজন্য দেশের সর্বত্র অবাধ গতিশীলতার মাধ্যমে মূলধনসামগ্রীকে সহজলভ্য করতে হবে। এ ছাড়াও দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মূলধনের সহজলভ্যতার জন্য দেশের ভেতরে এবং আন্তঃদেশীয় পর্যায়ে মূলধনসামগ্রীর গতিশীলতা থাকতে হবে। তাছাড়া মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেলে দেশের অভ্যন্তরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা যায়, যা দেশীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সম্প্রসারণেও যথায়থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রসা>২৯ মিসেস আমিনা একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'গ্রাম বাংলা' নামে একট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ১০ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

ক্যাক্টনমেন্ট কলেজ, কুমিয়া বিশ্লা বং প

ক. মূলধন কী?

খ. পিট্রল চলতি মূলধন ব্যাখ্যা কর।

গ. কীভাবে মূলধন গঠিত হয়?

ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনা কে ঋণ না দিং

ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনা কে ঋণ না দিত
তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে বল। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

থ পেটোল একবার ব্যবহার করলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না বলে পেট্টোলকে চলতি মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয়।

যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যর্প ধারণ করে সেসব মূলধনকে চলতি মূলধন বলে। পেট্রোল সাধারণত কোনো কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার তা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হলে অন্যর্প ধারণ করে অর্থাৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য পেট্রোলকে চলতি মূলধন বলে।

া উদ্দীপকে মিসেস আমিনা সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে মূলধন গঠন করেছেন। আমরা জানি, মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা— ১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি। ২. সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান এবং ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি: পুঁজিবাদী ও মিশ্র পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ভোগ ব্যয়ের ওপর সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে।

- ২. আর্থিক সম্প্রয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যবহার: মূলধন গঠনের জন্য দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলার মাধ্যমে আর্থিক সম্প্রয় সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের আর্থিক ও রাজস্বনীতি ইত্যাদির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।
- ৩. বিনিয়াণের সুযোগ-সুবিধা: মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের রূপান্তর করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হলো দেশের সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত প্রক্রিয়ায় মিসেস আমিনা মূলধন গঠন করেছেন।

ঘা দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনাকে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি। সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো পূরণ করলে তবেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পান অন্যথায় নয়। ঋণের শর্তাদি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী ও সাহসী হন, তাহলে ঋণভারে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রন্থ বা বন্ধ হয়ে যায় না বরং তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলতেই থাকে ও মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। উদ্দীপকে মিসেস

আমিনার ক্ষেত্রেও এ রকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।
নারী উদ্যোক্তা মিসেস আমিনা তার ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'গ্রাম
বাংলা' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয়
দাঁড়ায়, ১০ লক্ষ টাকায়। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়, মিসেস আমিনা এর
প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়েছে। এটি তার নিষ্ঠা,
আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল
উদ্যোক্তার গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও
দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রার্থিত ঋণ নাও পেতেন তাহলেও তার
সম্পদের যে মূল্য দাঁড়িয়েছে ও তার ভেতরে একজন সফল উদ্যোক্তার
যে গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই
পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন; এমনটি আশা করা উচ্চাভিলাম্ব নয়।
সুতরাং বলা যায়, দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস আমিনাকে ঋণ না
দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

প্রশা > 50

২০১৫ সালের জুলাই মাসে A দেশের মোট ১০,০০০ কোটি
টাকার মূলধন ছিল। ২০১৬ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের
মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,০০০ কোটিতে দাঁড়ালো। উক্ত সময়ে মূলধনের
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। এদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে
প্রধান বাধা হলো মূলধনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগবান্ধব
পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন গঠনের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ
যেমন— স্বল্প আয়, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং
কাঠামো, অশিক্ষা ইত্যাদি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

्रीयुमिन्। त्रिमा मत्रकाति यशिमा करमज, यग्नयनिश्य 🛚 श्रप्त नः ১১/

ক. মূলধন গঠন কী?

খ. অনুনত দেশে মূলধন গঠনের হার কম কেন?

গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর।

উদ্দীপকের আলোকে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির
লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ
করতে পারে?
 ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।

আ অনুরত দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়ার কারণে মূলধন গঠন কম হয়।

সাধারণত অনুত্রত দেশে জনগণের আয় কম হয়। এর ফলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম ফলে মূলধন গঠনও কম। তাই বলা যায়, অনুত্রত দেশে জনগণের আয় কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হার কম। ব একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূল্ধনসামশ্র বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন স্থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (১৪,০০০ — ১০,০০০) বা ৪,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। সূতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৪,০০০ — ১,৫০০) = ২,৫০০ কোটি টাকা।

য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার 'A' দেশের সর্বত্ত বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'A' দেশটিতে অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে এবং মূলধন স্পঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকে 'A' দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঞ্চয়ে উদ্বৃদ্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

প্রশা > ০১ রসুলপুর গ্রামে একটি কাগজ কল স্থাপিত হয়। কাগজ কলটির মালিক ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। রসুলপুর গ্রামে এখন প্রায় ৫৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং রাস্তাঘাটের অবস্থাও এখন ভালো। কাগজ কলের একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা ভেবে দেখলেন যে, যদি বিদেশ থেকে এ দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বাড়ে, তবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে। তাছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়ও প্রসার ঘটবে। আবার ব্যাংক ও বিমার প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় হবে। বিশ্বীপুর সরকারি কলেক । প্রশানং প

ক. চলতি মূলধন কী?

খ. মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের <mark>আলো</mark>কে মূলধনের গতিশীলতা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অর্থনৈতিক মূলধনের গতিশীলতার প্রভাব আলোচনা কর।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে।

মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ, যা উৎপাদন বা আয় বৃন্ধিতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেসব দ্রব্যসমাগ্রী উৎপাদন করা হয়, তা যদি পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন কিছু সৃষ্টিতে সহায়তা করে তবে তাকে মূলধন বলে। তাই এটি উৎপাদনের কোনো মৌলিক উপাদান বা প্রকৃতির দান নয়। মূলধন মানব কর্তৃক সৃষ্ট। এ জন্য মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়। দ্র উদ্দীপকে মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে কিংবা এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলে। সাধারণত ভৌগোলিক, স্তরগত এবং কারবারগত এই তিন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। একটি দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে (অভ্যন্তরীণ) কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে (আন্তর্জাতিক) মূলধনের স্থানান্তরকে ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী রসুলপুর গ্রামে একটি কাগজ কল স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের ঢাকা হতে রসুলপুরে মূলধনের স্থানান্তর ঘটেছে। তাই এই অবস্থা অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে নির্দেশ করে। আবার, উক্ত কাগজ কলের শিক্ষানবিস কর্মকর্তার মতে, যদি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে, তাহলে অন্য দেশ হতে বাংলাদেশে মূলধনের স্থানান্তর হবে। তথা মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা ফুটে উঠেছে।

য যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি। নিচে অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতার প্রভাব আলোচনা করা হলো।

একটি দেশে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প স্থাপন সহজ হয়। এতে উক্ত দেশটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা হ্রাস, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং শিল্প উন্নয়ন প্রভৃতি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ঢাকার মূলধন রসুলপুরে স্থানান্তরের মাধ্যমে রসুলপুরে একটি কাগজ কল স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে উক্ত গ্রামে প্রায় ৫৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, রসুলপুর গ্রামটি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে এবং রাস্তাঘাট উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ মূলধনের গতিশীলতার ফলে উক্ত গ্রামে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে তথা মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বিবেচ্য দেশটির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রক্রিয়া, বৈদেশিক বিনিময় হার ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেবে। আবার, একটি দেশে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে দেশের অনগ্রসর এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপিত হতে পারে। যা দেশটির আঞ্চলিক ধনবৈষম্য স্ত্রাস করে।

তাই বলা যায়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলন, সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূলধনের গতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

ত্রর >০২ মি. পলাশ, ৩,০০,০০০ টাকা প্রাথমিক মূলধন নিয়ে একটি ফুড প্রসেসিং কারখানা চালু করলেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ৪০,০০০ টাকা এবং ঘরবাড়ি বাবদ অগ্রিম ৬০,০০০ টাকা পরিশোধ করলেন। সম্প্রতি সরকারের কর হার হ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তিনি ব্যাংক থেকে ২,০০,০০০ টাকা ঋণ নেয়ার জন্য আবেদন করলেন।

/ठक्रेशाय करनाम । अभ नर १/

ক. মূলধন কী?

খ. সম্প্রুয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না— ব্যাখ্যা করো।

গ. মি. পলাশের নিট মূলধনের পরিমাণ কত?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মি. পলাশের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখে? ব্যাণ্যা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলা হয়।

সঞ্য বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।
মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয়

উদ্দীপকের আলোকে মি. পলাশের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সম্পদ আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তাই মূলধন।

উদ্দীপকের মি. পলাশ একটি ফুড প্রসেসিং কারখানা চালু করেন। তার প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। কারখানায় তিনি বিভিন্ন ধরনের হাল্কা ও ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং কম্পিউটার ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া ঘরবাড়ি বাবদ তিনি অগ্রিম ৬০,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ খরচ করেন ৫০,০০০ টাকা। এর বাইরে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ আরও অতিরক্তি ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এসবের প্রেক্ষিতে নিচে মি. পলাশের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ

বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

= (৩,০০,০০০ + ৬০,০০০ + ৪০,০০০) টাকা

= 8,00,000 টাকা।

এই মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে কাঁচামাল ক্রয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে নিট মূলধনের পরিমাণ বের হয়।

় নিট মূলধন = (8,০০,০০০ — ৫০,০০০) টাকা = ৩,৫০,০০০ টাকা।

ম. পলাশ বহু বছর ধরেই তার ফুড প্রসেসিং-এর কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃন্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার প্রাস। এখন দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃন্ধির জন্য সরকার সুদের হার প্রাস করেছে। মি. পলাশ সরকার প্রদন্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যয় প্রাস মূলধন বৃন্ধির অন্যতম উপায়। সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় প্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। তাই বলা যায়, ফুড প্রসেসিং-এর কাঁচামালের ওপর প্রদন্ত ভর্তুকি মি. পলাশের ফুড প্রসেসিং-এর উৎপাদনের ব্যয় প্রাস করে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুরত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করছে। মি. পলাশ সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেম্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। মি. পলাশ এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার প্রদত্ত সুবিধাপুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মি. পলাশ তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রা ১০০ মি: X চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি করার কারখানা স্থাপনের জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়ে কেনা জমির ওপর ১২ কোটি টাকা ব্যয় করে ভবন নির্মাণ করবেন। কারখানার জন্য ৮ কোটি টাকার ভারী যন্ত্রপাতি, ২ কোটি টাকার যানবাহন, যানবাহনের জন্য জ্বালানি বাবদ ৫০,০০০ টাকা, কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ২,৫০,০০০ টাকা শ্রমিকের বেতন বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। চামড়াজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ও দেশের বাইরে বেশ চাহিদা থাকায় এবং সরকারের সুদের হার হ্রাস, কর অবকাশ, বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তিনি তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, চয়্টামা প্রশ্ন বং ৬/

-ক. মূলধন কী?

খ. সম্প্রয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি: X এর চলতি ও স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগসমূহ মি: X এর মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর।
 ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের
য়তটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।
মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো
সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ য়ত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত
বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা
বলা য়য় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ,
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল।
কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে
বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয়
বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

ত্র উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায় মি. "X" চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি করার জন্য একটি কারখানা নির্মাণ করবেন। এ কাজে তিনি স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ অনেক টাকা ব্যয় করেছেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো— চলতি মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহৃত হয় এবং তারপর নম্ব হয়ে যায় বা তার রূপণত বা আকারগত পরিবর্তন ঘটে তাই হলো চলতি মূলধন। সে হিসেবে মি. "X"-এর বিনিয়োগের চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো—

যানবাহনের জন্য জ্বালানি বাবদ ব্যয়— ৫০,০০০ টাকা কাঁচামাল ক্রয় বাবাদ ব্যয়— ২.৫০,০০০ টাকা শ্রমিকের বেতন বাবদ ব্যয়— ১০,০০,০০০ টাকা

মোট = ১৩,০০,০০০ টাকা

স্থায়ী মূলধন: যে মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়, তাই হলো স্থায়ী মূলধন। সে হিসেবে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপ—

জমি ক্রয় বাবদ ব্যয়—

৫ কোটি টাকা

ভবন নির্মাণ ব্যয়—

১২ কোটি টাকা

ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়—

৮ কোটি টাকা

যানবাহন ক্রয়—

২ কোটি টাকা

২৭ কোটি টাকা

সূতরাং মি. "X"-এর চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো ১৩,০০,০০০ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ২৭ কোটি টাকা।

য মি, "X" চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা পরিচালনা করেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবতীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে স্হায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। এখন দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

তৃতীয়ত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃন্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। করিম সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মি. "X" তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন > 08 সাইমা একজন উদ্যোক্তা। গ্রামে তার একটি কারখানা আছে যাতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। পরের বছর এই কারখানার মূলধনের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা হয়েছে। সরকারের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ বান্ধব শর্তে উৎসাহিত হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে কারখানাটিকে শৃহরে স্থানান্তরের সিম্পান্ত নিয়েছেন।

|कब्रवाकात मतकाति करमक । अन्न नः ১०/

ক, মূলধন কাকে বলে?

খ. যন্ত্রপাতি কি চলতি মূলধন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ্রাংক ঋণ না পেলে তার পক্ষে কারখানা স্থানান্তর সম্ভব হবে
কিঃ যুক্তি দেখাও।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে উপাদান মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

যন্ত্রপাতি চলতি মূলধন নয়, বরং স্থায়ী মূলধন।
যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং
একবার ব্যবহারের পরেই তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি
মূলধন বলে। কিন্তু যন্ত্রপাতি একবার ব্যবহার করার পরেই নিঃশেষ হয়ে
যায় না। এগুলোকে উৎপাদন কার্যে বারবার ব্যবহার করা যায়। তাই
যন্ত্রপাতিকে চলতি মূলধন বলা যাবে না। এটি স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত।

গ্র সৃজনশীল ১১নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

য সৃজনশীল ১১নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৫ মিসেস Y একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে বাঁচতে দাও নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

|क्रान्डिमरयन्डे करनजः, यर्गात । अत्र नः ३०।

ক. নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়?

খ. মূলধনের গতিশীলতা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

 নূত্রবন্ধের নাত নির্বাচন ক্রিটের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস Y-কে ঋণ না দিত তাহলেও
 তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে দাও।
 ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে। মূলধনের গতিশীলতা বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে। কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো বিশেষ অঞ্চলে সম্ভায় শ্রম পাওয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন বিনিয়োগ করে। আবার, একটি দেশের বা বিশেষ অঞ্চলে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত থাকে তাহলে ঐ অঞ্চলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার নতুন এলাকার উন্নয়ন কাজ শুরু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে বলে সেখানে মূলধন স্থানান্তরিত হয়। এভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে মূলধনের গতিশীলতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

মূলধনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলা হয়। অন্যভাবে, মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলধন সামগ্রীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একশিল্প থেকে অন্যশিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকে বোঝায়। মূলধনের গতিশীলতা পেশা বা ব্যবহারণত অথবা ভৌগোলিক স্থানান্তর উভয় অর্থেই বোঝা যায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে শ্রমের মতো মূলধনও গতিশীর উপাদান তবে মূলধন নিজে নিজে স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। শ্রম কিংবা সংগঠকের সাহায্যে মূলধন স্থানান্তরিত হতে পারে। তবে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াটি সাধারণত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের হারও তত বেশি। তাছাড়া ব্যাংকে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে মানুষ সঞ্চয়ে আগ্রহী হয় এতে মূলধন গঠন হয়। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায় হচ্ছে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর করা। সঞ্চিত অর্থ কার্যকারভাবে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করতে পারলেই মূলধন গঠিত হয়। মূলধন গঠনের দ্বারা মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

আ দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি।

সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম কানুন আছে। সেগুলো পূরণের মাধ্যমেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পেয়ে থাকেন, অন্যথায় নন। ঋণের শর্তটি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদোগী ও সাহসী হন তাহলে ঋণাভাবে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বরং ব্যবসায় কার্যক্রমকে গতিশীল করে এবং মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপক 'y' এর ক্ষেত্রে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

নারী উদ্যোক্তা 'y' তার ২ লক্ষ টাকায় 'বাঁচতে দাও' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। অবস্থান প্রেক্ষিতে, 'y' এর প্রতিষ্ঠানটিকে সফল প্রতিষ্ঠান বলা যায়। এটি তার নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল উদ্যোক্তার 'গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ নাও পেতো তাহলেও তার সম্পর্দের পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছে ও তার একজন সফল উদ্যোক্তার হিসেবে যেসব গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন।

সুতরাং বলা যায়, দাতা গোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'y'-কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

প্রশা > ০৬ করিম মিয়ার একটি বিস্কুটের কারখানা আছে। বিস্কুট উৎপাদন করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেন ইস্ট, ময়দা, চিনি ইত্যাদি জিনিস তাকে বারবার কিনতে হলেও বিস্কুট বানানোর যন্ত্রটি সে প্রথমাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত একইভাবে ব্যবহার করছে।

[मतकाति रतिगाम करमण । अम मः ১/

- क. मुलधन की?
- थ. मृनधत्नत पृष्टि भूतूज्वभूर्व दिनिष्टा वार्था करता।
- গ. করিম মিয়া কারখানায় যে চলতি মূলধন ব্যবহার করেন তার একটি কাল্পনিক তালিকা তৈরি করো।
- ঘ্ করিম মিয়ার উৎপাদন খরচ ও বিস্কৃট বানানোর যন্ত্রটির খরচের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

য মূলধনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো-

- মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কাজে পুনরায় ব্যবহৃত হয়। এটি একটি নিক্ষিয় উপাদান।
- ২. সকল মূলধন সমজাতীয় নয়। বাস্তবে মূলধন হলো স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমস্টি। তাই বিভিন্ন মূলধনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের উৎপাদনশীলতাও এক রকম নয়।

্রা উদ্দীপকের করিম মিয়া তার বিস্কুট তৈরির কারখানায় কিছু চলতি মূলধন ব্যবহার করেন।

যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্যর্প ধারণ করে তাকে চলতি মূলধন (working capital) বলা হয়। এ সব মূলধন একবার ব্যবহার করা হলে এর অন্তিত্ব আর থাকে না। উৎপাদন ক্রিয়ায় চলতি মূলধন বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়। উদ্দীপকের করিম মিয়া তার বিস্কুট তৈরির কারখানায় যেসব চলতি মূলধন ব্যবহার করেছেন তার কাল্পনিক তালিকা তৈরি করা হলো—

	চলতি মূলধন		
٥.	ময়দা		
٧.	ইস্ট		
o.	চিনি		
8.	কাগজ/পলিথিনের মোড়ক		
C.	তেল ইতাদি।		

য করিম মিয়ার উৎপাদন খরচ বলতে এখানে চলতি মূলধনের খরচ তথা পরিবর্তনশীল খরচ (variable cost) বোঝানো হয়েছে এবং বিস্কৃট বানানোর যন্ত্রটির খরচ দ্বারা স্থির খরচকে (Fixed cost) নির্দেশ করা হয়েছে। নিচে উভয় প্রকার খরচের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন হাস পেলে যেসব ব্য়য় হাস পায় তাকে পরিবর্তনশীল বয়য় বলে। যেমন— কাঁচামাল খরচ। অন্যদিকে, উৎপাদন ক্ষেত্রে এমন কিছু উপকরণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যেগুলো অনেকবার ব্যবহারের পরেও অপরিবর্তিত থাকে এবং উৎপাদনের সাথে এগুলোর রূপগত পরিবর্তন হয় না। উৎপাদনের এ সকল উপাদানকে বলা হয় স্থায়ী মূলধন। এসব উপাদানের জন্য যে খরচ করা হয় তাই স্থির খরচ (Fixed cost) হিসেবে বিবেচিত। যেমন— কারখানা ভাড়া, যন্ত্রপাতির অবচয় বয়য়, মূলধনের সুদ, কর্মচায়ীর বেতন ইত্যাদি।

পরিবর্তনশীল ব্যয় উৎপাদন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত হলেও, স্থির ব্যয়ের এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক স্থির খরচ একই থাকে। অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হলে পরিবর্তনীয় ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদন বন্ধ হলে এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

কাজেই বলা যায়, করিম মিয়ার উৎপাদন কারখানায় উভয় প্রকার ব্যয়ের অস্তিত্ব থাকলেও উপরিউক্ত পার্থক্যপুলো পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন > ৩৭ খাদিজা বেগম একজন ব্যবসায়ী। গ্রামে তার একটি ক্ষুদ্র কারখানা আছে যাতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। প্ররের বছর এই কারখানায় মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি সরকার ঘোষিত কিছু বিনিয়োগবান্ধব শর্তে উৎসাহিত হয়ে তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কারখানাটি শহরে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া তার ৫ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র আছে।

| | अत्रकाति वित्रभाग करमा । अत्र नः ७/

- ক, সঞ্জয় কী?
- খ. যন্ত্রপাতি কী চলতি মূলধন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

https://teachingbd24.com

ঘ্রাংক ঋণ না পেলেও খাদিজা বেগমের পক্ষে কারখানা
 স্থানান্তর সম্ভব— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই অর্থনীতিতে সঞ্চয় বলে।

য যন্ত্রপাতি চলতি মূলধন নয়, বরং স্থায়ী মূলধন।

যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের পরেই তার রূপণত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। কিন্তু যন্ত্রপাতি একবার ব্যবহার করার পরেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। এগুলোকে উৎপাদন কার্যে বারবার ব্যবহার করা যায়। তাই যন্ত্রপাতিকে চলতি মূলধন বলা যাবে না। এটি স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত।

প্র উদ্দীপকে মূলধনের স্থানগত (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের স্থানগত বা ভৌগোলিক গতিশীলতা বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি দেশেরই এক অঞ্চল/শহর/বিভাগ থেকে অন্য অঞ্চলে/শহরে/বিভাগে মূলধন স্থানান্তরকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। অপরদিকে এক দেশ থেকে অপর কোনো দেশে মূলধনের স্থানান্তরকে আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বলে। উদ্দীপকের খাদিজা বেগম একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটিতে এক বছরেই মূলধনের পরিমাণ বেড়ে ১৮ লক্ষ টাকা হয়। সম্প্রতি তিনি আরও অধিক মুনাফা লাভের আশায় ব্যাংক ঋণ নিয়ে কারখানাটিকে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের সিন্ধান্ত নেন। কাজেই এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত (অভ্যন্তরীণ) গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

ব্যাংকঝণ না পেলেও খাদিজা বেগম তার যে সম্পদ আছে তা দিয়েই কারখানাটিকে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারেন। খাদিজা বেগম প্রাথমিক অবস্থায় ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে গ্রামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এক বছর পরেই তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে ১৮ লক্ষ টাকায় দাড়ায়। এছাড়াও তার ৫ লক্ষ টাকার একটি সঞ্চয়পত্র আছে।

সম্প্রতি সরকার ঘোষিত বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশে উৎসাহিত হয়ে খাদিজা বেগম ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার কারখানাটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের সিম্প্রান্ত নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যদি ব্যাংক ঋণ নাও পান তবুও তিনি কারখানাটি স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ তার হাতে ১৮ লক্ষ টাকার মূলধন রয়েছে এছাড়া তার কাছে ৫ লক্ষ টাকার সম্প্রয়পত্র রয়েছে যা ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। আবার গ্রামের কারখানার জমিটি লিজ দিয়েও তিনি অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে আশেপাশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধার নিতে পারেন।

কাজেই বলা যায়, ব্যাংকঋণ না পেলেও খাদিজা বেগম নিজস্ব অর্থায়নের

মাধ্যমে কারখানাটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারেন।

প্রা > ৩৮ শহীদুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। সাম্প্রতিক সময়ে মূলধনের যোগানের অভাবে তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার মতো প্রতিটি দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের একটি সমস্যা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন উপায়ে প্রতিটি দেশে ব্যবসায়ীরা মূলধন গঠনের চেন্টা করে থাকে। সিফিউন্সীন সরকার একাডেমী এক কলেল, গালীপুর । প্রায় নং ৭/

- ক, মূলধন কী দ্বারা গঠিত হয়?
- খ. সঞ্জয় ও মূলধনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
- গ. শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যে কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার ধারণা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত মূলধনের সাথে বিনিয়োগের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন গঠিত হয়।

য সঞ্য় ও মূলধনের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

সঞ্চয় মূলধন গঠনের একটি অপরিহার্য অংশ। মূলধন গঠনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সঞ্চয় সৃষ্টি। কোনো ব্যক্তি যে পরিমাণ আয় করে তার সম্পূর্ণই সে বায় করে না, বরং কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করে। অবশ্য এই সঞ্চয় মূলত সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি তার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োণ করলে তা মূলধনে পরিণত হয়। এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনে সরাসরি ভূমিকা পালন করে।

শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়িক কার্যক্রম উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মূলধনের অপ্রাপ্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে মূলধন একটি অপরিহার্য উপাদান।
ভূমি ও শ্রমের মতো মূলধন উৎপাদনের মৌলিক উপাদান নয়। এটি
কোনো প্রাকৃতিক দান নয় এটি মানুষের অতীত শ্রমের সৃষ্টি। তাই মানুষ
তার উৎপাদন বা আয়ের একটি অংশ যা বর্তমানে ব্যয় না করে
পরবর্তীতে তা সঞ্চয় আকারে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে। কারণ
সঞ্চিত সম্পদ মূলধন সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। সঞ্চয় বেশি হলে দেশে
মূলধন গঠনের পরিমাণও বেশি হয়। তবে মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে
নিঃশেষ হয়। তাই, উৎপাদনে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বাড়িঘর সবই ধীরে
ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই মূলধনকে অস্থায়ী উপাদান বলা যায়। তাছাড়া
মূলধন ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। মূলধন ব্যবহারের
ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তা ভবিষ্যতে অধিক আয়ের
পথ সৃষ্টি করে।

যেকোনা উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করতে হলে মূলধনের প্রয়োজন। বর্তমানে বৃহদায়তন উৎপান মূলধন বিনিয়োগেরই ফল। তাই বলা যায় শহীদুল ইসলামের ব্যবসায়িক কার্যক্রম মূলধন স্বশ্লতার জন্য বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মূলধনের সাথে বিনিয়োগের পার্থক্য নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য যা পুনরায় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়। বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে মূলধন গঠিত হয় এবং উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, সাধারণভাবে জমিজমা ঘরবাড়ি, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থকে বিনিয়োগ বলে মনে হলেও অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়কে বিনিয়োগ বলে না। কারণ এ ধরনের আর্থিক ব্যয় সমাজের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনো অবদান রাখে না। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে নতুন মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে অর্থলগ্নি করাকে বোঝায়।

মূলধন মূলত একটি মজুত ধারণা। পক্ষান্তরে বিনিয়োগ একটি প্রবাহ ধারণা। মূলধন নিজে কিছুই করতে পারে না। যে পর্যন্ত না তাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করা হয়। আবার, মূলধনের ভিত্তি হলো সঞ্চয় যেখানে বিনিয়োগের ভিত্তি মূলধন। অর্থাৎ সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠিত হয় এবং মূলধন থেকেই বিনিয়োগ প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

কাজেই বলা যায়, মূলধন ও বিনিয়োগের মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হলেও একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল।

প্রশা > ০৯ মি. করিমের কাছে ৭৫ লক্ষ টাকা ছিল। তিনি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে শহরে একটি প্লট কিনেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামে চাষাবাদে ৫ বিঘা জমি ক্রয় করে তা থেকে ৩ বিঘা ধান ও ২ বিঘা কলা চাষে বরাদ করেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে দোকান ক্রয় করেন এবং বিক্রয়ের উদ্দেশে ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী কিনেন। তাছাড়াও কলা চারাগাছের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং ট্রাক্টর ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। শ্রমিকদের মজুরি বাবদ খরচ করেন ২ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য নিজের কাছে রেখে দেন। । বিটর ডেম কলেল, ময়মনসিংহ । প্রয় বং ১০/

- ক. নিমজ্জিত মূলধন কী?
- খ. মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. করিমের স্থায়ী ও চলতি মূলধনের তালিকা তৈরি করো।
- ম. করিমের ব্যবসা সম্প্রসারণে মূলধন বৃদ্ধিতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

বৈ মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত মূলধন বলে।

স্থা সূজনশীল ৩১নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

বিষয় মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে স্থায়ী মূলধন আর যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে।

নিচে উদ্দীপুকের তথ্যের আলোকে মি. করিমের চলতি ও স্থায়ী

মূলধনের তালিকা তৈরি করা হলো—

স্থায়ী মূলধন (টাকা)	চলতি মূলধন (টাকা
১. প্লট — ২০ লক	দ্রব্যসামগ্রী — ৫ লক্ষ
 জমি ক্রয় — ১০ লক্ষ 	চারা গাছ — ৫ লক্ষ
৩. দোকান — ১০ লক্ষ	মজুরি — ২ লক্ষ
8. ট্রাক্টর <i>— ৫ লক্ষ</i>	অন্যান্য ব্যয়— ১৮ লক্ষ
মোট = ৪৫ লক্ষ	মোট = ৩০ লক্ষ

এখানে অন্যান্য ব্যয় = ৭৫ \times (২০ + ১০ + ৫ + ৫ + ৫ + ২) লক্ষ টাকা

= (৭৫ - ৫৭) লক্ষ টাকা

= ১৮ नक টাকা

য উদ্দীপকের করিম ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক ঋণ ও মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন। সাধারণত মূলধন গঠন নির্ভর করে আর্থিক সঞ্চয়, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সুদের হারের ওপর। কোনো দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। আবার, বিভিন্ন মেয়াদে আমানতের ওপর উচ্চ হারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সম্প্রয়ের আগ্রহ বাড়ে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ মূলধনী দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করার জন্য উক্ত আমানত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. করিম তার ব্যবসার জন্য চলতি মূলধনে ৩০ नक ठोका এवः स्थायी मुनधरन ८৫ नक ठोका विनिरम्ना करतन । यात्र मरधा ২০ नक्ष টोको দিয়ে শহরে একটি প্লট কিনেন। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ব্যাংকঋণ নিয়ে এই প্লটটিতে বহুতল ভবন তৈরি করতে পারেন। আবার, মি. রহিম তার দোকানে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে যে মুনাফা পাবেন তার পুরোটা খরচ না করে পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ মুনাফার কিছু অংশ সঞ্জয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. করির ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধিতে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রা ► 80 মি. সুজন একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার কারখানায় মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো, সঞ্চয়ের ওপর কর হার হ্রাস, সিজোল ডিজিটে ঋণদান ও বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাছে। প্রিএএফ শাহীন কলেজ, চউগ্রাম বিশ্লা বং ৭/

ক. ভাসমান মূলধন কাকে বলে?

খ. 'মূলধন অতীত শ্রমের ফল'—ব্যাখ্যা কর।

গ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষজনিত ব্যয় ১০,৫০০ টাকা হলে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারিতে তার কারখানার নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূলধন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কীরুপ ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো?

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিংবা বিভিন্নভাবে কাজে লাগে তাকে ভাসমান মূলধন বলে। যা মানুষ তার শ্রম দ্বারা সৃষ্ট আয়ের সঞ্চিত অর্থ যখন বিনিয়োগ করে তখন তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয় বলে মূলধনকে অতীত শ্রমের ফল বলা হয়।

সাধারণত অর্থনীতিতে মানুষের প্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। মানুষের অতীত প্রম দ্বারা সৃষ্ট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্যই মূলধন মানুষের অতীত প্রমের ফল হিসেবে বিবেচিত হয়।

শু মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ১০,৫০০ টাকা হলে নিচে উদ্দীপক অনুযায়ী ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারিতে কারখানাটির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়,

২০১৬ সালের ১ জানুয়ারিতে সুজনের প্লাস্টিক কারখানার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ

৩,০০,০০০ টাকা

(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%)

৩০,০০০ টাকা

প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৮ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ

৩,৩০,০০০ টাকা

(ii) भृलधरनत वृष्टि (১०%)

৩৩,০০০ টাকা

৩,৬৩,০০০ টাকা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর মূলধনের পরিমাণ

দাঁড়াবে: মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়

৩,৬৩,০০০ টাকা

(<u>–) ১০,৫০০ টাকা</u> ৩,৫২,৫০০ টাকা

় ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারিতে মি. সুজনের নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ হলো—

৩,৫২,৫০০ টাকা – ৩,০০,০০০ টাকা = ৫২,৫০০ টাকা।

য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল মূলধন ও তার দুত বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তাই সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার-গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে সঞ্চয় করতে উদ্বুন্ধ করে বলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সঞ্চয়মুখী করে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। দেশে বর্তমানে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা শিক্ষাথীদের মধ্যে পারিবারিক স্লেহ-মমতা বৃদ্ধি, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি গুণাবলির উন্মেষ ঘটাবে। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ে ব্যাংকিং সুবিধা শিক্ষাথীদের সঞ্চয়ী হতে উদ্বুন্ধ করবে।

উচ্চ করহার সঞ্চয় বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। তাই দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আয়করের হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম রেখেছে। অন্যান্য কর ও শুল্কহারও তুলানামূলকভাবে কম। তাই এ অবস্থা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সূরকার দেশে কলকারখানা স্থাপন, সেবা খাতের সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে মূলধনের যোগান বৃদ্ধির জন্য তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্ররোচিত করছে। তাদেরকে সরকারের কৃষিঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে। আশা করা যায়, এসবের ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বিনিয়োগবান্ধ্ব পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমান সরকার দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশে মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

https://teachingbd24.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৭: সংগঠন

- ক, এক-মালিকানা কারবার কাকে বলে?
- খ অংশীদারি কারবারে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব হয় কেন?
- সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের কোন উপাদানের কার্যক্রম।
 তুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ করো।
- ঘ. "কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা উক্ত উপাদানের ভূমিকার প্রপর নির্ভরশীল।"

 — উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।
 ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কারবারে একজন মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করে, তাকে এক– মালিকানা কারবার বলে।

সাধারণত গণতান্ত্রিক মনোভাব ও দায়িত্বের সুস্পন্ট নিয়মনীতির অভাবে অংশীদারি কারবারে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয়।
মূলত অংশীদারি কারবার অংশীদারদের মধ্য পরস্পর বিশ্বাস ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অংশীদারদের মধ্যে কেউ একজন অদক্ষ হলে সবাইকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার, কার দায়িত্ব কতটুকু তার সুস্পন্ট নিয়ম-নীতি থাকে না। এতে কেউ বেশি পরিশ্রম করেও কম সুবিধা ভোগ করতে পারে। এসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয়।

ন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের উপাদান 'সংগঠন' এর কার্যক্রম ফুটে উঠেছে।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন ও নিয়োগ করার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে সংগঠন বলে। তাই সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে— কারবারে পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও সিম্পান্ত গ্রহণ, সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং ঝুঁকি বহন ইত্যাদি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুদান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন— ব্যাংক থেকে ঋণ তথা মূলধন সংগ্রহ; সরকারের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি তথা ভূমি লিজ নেয় এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ তথা শ্রম নিয়োগ দেয়। অর্থাৎ, সুদানের কার্যক্রমে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ভূমি, মূলধন ও শ্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

তাই স্পষ্টতই বলা যায়, সুদানের কার্যক্রমে সংগঠনের কার্যক্রম ফুটে উঠেছে।

ব 'কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতা মূঁলত সংগঠনের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল'— কথা সত্য। এ বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

একজন সফল সংগঠক বা একটি সফল সংগঠন উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান যেমন— ভূমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে সংগঠক তার মেধা, সৃজনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা স্বাধিক মুনাফা অর্জন সচেষ্ট থাকে। এভাবে যে প্রতিষ্ঠান যত বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে, ঐ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সম্ভাবনা ততটা প্রবল হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী সুদান তার বুন্ধিমন্তা ও দুরদর্শিতা এবং কর্মের দৃঢ়তার দ্বারা তার শিক্ষপ্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, তার কারখানাটি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলশ্রতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্ত সুদান যদি পরিশ্রমী ও দুরদর্শিতা গুণসম্পন্ন না হতো, তাহলে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবে উৎপাদন ব্যহত হতো। এর ফলে পর্যাপ্ত মূনাফা অর্জনে ব্যর্শ্বতার দরুন উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যেত।

কাজেই উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টই বলা যায়, 'কোনো প্রতিষ্ঠানের সঞ্চলতা মূলত সংগঠনের ওপর নির্ভর করে'।

প্রর ▶ ২ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা মি. 'খ' চাকুরির পরিবর্তে একটি বুটিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও দেখাশুনা করেন। এতে ব্যবসার উন্নতি হয় এবং মুনাফা অর্জন করেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। তিনি নিকটস্থ একটি এনজিও হতে ঋণ গ্রহণ করেন। এনজিওটি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুর্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরকম অনেক এনজিও আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

/जा. त्या., कृ. त्या., इ. त्या., व. त्या. '३४ । अश्र नः १/

- ক. অংশীদারি কারবার কী?
- খ. সমবায় কারবার কী অর্থে এক মালিকানা কারবার অপেক্ষা ট্রনতে
- গ. উদ্দীপকে মি. 'খ' এর বুটিক কারখানা কোন ধরনের কারবার? ব্যাখ্যা করো।
- ঘূমি কি মনে কর বাংলাদেশের আত্মকর্মসংস্থান ও নারীর
 ক্ষমতায়নে এনজিওদের কার্যক্রম যথেই? উদ্দীপকের
 আলোকে ব্যাখ্যা করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

কু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

যা মূলধন গঠন, বৃহদায়তন উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় কারবার একমালিকানা কারবার থেকে উন্নত।

যে সংগঠনে কোনো একক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে তার পুঁজি, বুন্ধি ও দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন করে, তাকে একমালিকানা কারবার বলে। এই কারবারে মূলধন স্বল্প থাকে এবং উৎপাদনের ব্যাপকতা কম থাকে। এছাড়া, ঝুঁকি ভাগ করার মতো কেউ না থাকায় মালিককেই সকল ঝুঁকি বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে, সমবায় কারবারে ছোট ছোট উৎপাদর্কগণ সংঘবন্ধ হয়ে বৃহদায়তন উৎপাদন শুরু করতে পারে। এছাড়া এ কারবারে কয়েকজন মিলে সাম্যের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালনা করে বলে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। এতে অধিক উৎপাদন হয় তথা সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ অধিক হয়।

ক উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'খ' এর ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়— তার প্রতিষ্ঠিত বুটিক কারখানাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

মি. 'খ' তার বর্ণিত কারখানাটির একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসার পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। তার কারখানাটির লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজে বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই ভোগ করেন। আর লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার কারখানাটির একমাত্র মালিক, তাই কারবারের কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিন্ধান্ত নিতে পারেন। সিন্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দুত গ্রহণ করতে পারেন। তার বৃটিক ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। সবরকম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন।

ককেনের শেপনীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মি. 'খ' তার কুটিত তারখানাটির একমাত্র মালিক হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক শেপনীয়তা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও বুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় মি 'খ' এর বৃটিক কারখানাটি এক মালিকানা কারবার।

য় বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীদের ক্ষমতায়নে এনজিওদের কার্যক্রম যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। তবে ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও এর পরিধি বাড়ানো উচিত। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি এনজিও যেমন— ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, শক্তি ফাউন্ডেশন, কেয়ার, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত, এসকল এনজিওগুলো দরিদ্র জনগণকে ক্ষুদ্র ঝণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে থাকে। বাংলাদেশে এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ, জনম্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও পৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দান, বিভিন্ন পেশার জন্য কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঝণ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও এনজিওগুলো গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদেরকে মাছ চাষ, ফল ও ফুলের বাগান তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন ও তার প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে কুটিরশিল্প স্থাপন, পার্নের বরজ তৈরি, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা ও

আবার, এনজিওগুলো সমাজের সর্বস্তরে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তারা নারীদের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ঋণ সুবিধা দিছে। আবার অনেক সময় দরিদ্র নারীদের নিয়ে ছোট ছোট দল গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ দিয়ে দরিদ্র নারীরা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন। তাছাড়া এনজিওগুলো নারীদের হাঁস-মুরণি পালন, ধান ভাঙা, নার্সারি, বেতের কাজ, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি কাজের উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করছে। এছাড়া তাদের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য পেতে সহায়তা করছে। এই সকল কার্যক্রম নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

প্রশা > ত রহিম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। তিনি
নিজেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব
পালন করেন। তার দক্ষতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুন্ধিমত্তা,
নতুনত্ব প্রবর্তন, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুষ্ঠৃ
বাজারজাতকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। তিনি একাই
প্রতিষ্ঠানের সিম্পান্ত গ্রহণ করেন এবং সকল মুনাফা ভোগ করেন।
সীমাহীন দায়িত্ব ও ঝুঁকির আধিক্য থাকলেও তার প্রতিষ্ঠানের
গোপনীয়তা বজায় থাকে।

| তা বা ১৭ বা প্রশা বং ৮/
|

क. योथ मृलधनी कात्रवात की?

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

খ. অংশীদারি কারবারে কি পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব? ২

গ, রহিম সাহেবের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ধরন উল্লেখপূর্বক এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে মিলিত হয়ে মূলধন সরবরাহ করে ব্যবসা বা কারবার শুরু করে তখন তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

থা অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। অংশীদারি কারবারের মালিকরা সাধারণত সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসেন বলে তারা যথেষ্ট ধন-সম্পদের মালিক হন না। এছাড়া, এ কারবারের অংশীদারদের অসীম দায়িত্ব, স্বল্প স্থায়িত্ব, কারবারের ওপর জনগণের আস্থার অভাব রয়েছে। এজন্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারি ব্যবসায়কে ঋণ দিতে চায় না। এসব কারণে অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব হয় না।

ত্রী উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। সংগঠক হিসেবে তিনি নানা ধরনের কার্যাবলি পালন করে থাকেন। উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বয় করে যিনি সঠিকভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলা হয়। সাধারণত একজন সংগঠক ঝুঁকি গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, লক্ষ্য নির্ধারণের মতো কাজগুলো করে থাকেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রহিম সাহেব একটি প্লাস্টিক কারখানার মালিক। তিনি দক্ষতার সাথে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় করেন। তাছাড়া তিনি কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং ভূমি, শ্রম, মূলধনের সংমিশ্রণ কীরূপ হবে- তা নিজেই নির্ধারণ করেন। এমনকি ব্যবসা থেকে অর্জিত লাভ-ক্ষতির ঝুঁকিও তিনি বহন করেন। কাজেই বলা যায়, রহিম সাহেব একজন সংগঠকের যাবতীয় কার্যাবলি পালন করেন।

য উদ্দীপকে রহিম সাহেব যেহেতু একাই সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ বুদ্ধিমন্তা ও দক্ষতা ব্যবহার করে উৎপাদন পরিচালনা করেন, তাই তার প্রতিষ্ঠানটি হলো একমালিকানা কারবার। নিচে একমালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হলো। সুবিধাসমূহ:

- একমালিকানা কারবারে একজন মালিক থাকায় দুত সিম্পান্ত গ্রহণ করা যায়।
- একমালিকানা কারবারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কারণে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সবসময় ভালো সম্পর্ক বজায় থাকে।
- মালিক একজন থাকায় যেকোনো পদ্ধতিতে হিসাব সম্পন্ন করা

 যায়। এক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

 অসবিধাসমূহ
- একমালিকানা কারবারে মালিকের দায় অসীম। ব্যবসায়ের ক্ষতির জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পদও ব্যবহার করতে হয়।
- ঝুঁকি ভাগ করার মতো কেউ না থাকায় মালিককে অধিক ঝুঁকি বহন করতে হয়।
- একমালিকানায় একজন মালিকের পক্ষে খুব বেশি মূলধন সংগ্রহ
 করা সম্ভব হয় না। তাই এ ধরনের কারবারে য়য় মূলধন,
 বৃহদায়তন উৎপাদনের অভাব দেখা যায়।

মূলত এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ সুবিধার কারণে একমালিকানা কারবার বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

প্রা ▶ 8 মি. 'X' এবং তার ১০ জন বন্ধু মিলে গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করলো। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন প্রদান করেছে এবং তাদের মধ্যে চুক্তি হলো তারা কেউ নিজ শেয়ার অন্য কাউকে বিক্রি বা হস্তান্তর করবে না এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবে; কিন্তু মি. 'X' তার শেয়ার তার বড় ভাইকে বিক্রি করে দেয়াতে অন্য বন্ধুরা, সরকারি অনুমোদন নিয়ে কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নতুনভাবে নিবন্ধন করলো। তারা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিম্পান্ত নিল।

ক. সংগঠক কাকে বলে?

খ. সমবায় কোন অর্থে একমালিকানা কারবার থেকে পৃথক?

- ণ. উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রথম অবস্থায় কোন ধরনের সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের ঝুঁকি বহনসহ যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে। সমবায় কারবার বিভিন্ন অর্থে একমালিকানা কারবার থেকে পৃথক।
সমবায় কারবার সাধারণত কোনো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য
প্রতিষ্ঠিত হয়; যেখানে একমালিকানা কারবার কেবল ব্যক্তিগৃত মুনাফা
অর্জনের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। সমবায় কারবার আদর্শের ভিত্তিতে
পরিচালিত হয়; অন্যদিকে, একমালিকানা কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো
আদর্শ বা নীতি পালনের প্রয়োজন পড়ে না। সমবায় কারবার দ্বারা
অনেক মানুষ উপকৃত হয়; কিন্তু একমালিকানা কারবার দ্বারা কেবল
একজন উপকৃত হয়।

এসব কারণে বলা যায়, সমবায় ও একমালিকানা কারবার এক নয়।

ক্রি উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রথম অবস্থায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দু'জন এবং সর্বাধিক পঞ্চাশ জন। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এ কোম্পানি পুঁজি সংগ্রহ করে; তবে এটি জনগণকে শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না এবং শেয়ার হস্তান্তরও করতে পারে না। যারা এ কোম্পানি গঠন করে তারা নিজেরাই অর্থাৎ কোম্পানির সদস্যরাই এর শেয়ার ক্রয় করে। তবে প্রয়োজনে কোম্পানি ব্যাংক বা কোনো লিজিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেও পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। এ কোম্পানিকে নিবন্ধিত হতে হয়; নিবন্ধন পাওয়ার পরই এ কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ছোট ও সদস্য সংখ্যা কম থাকায় কোম্পানির সাধারণ বা কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুত সিম্পান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া, সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় এখানে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির উপরোল্লিখিত বিভিন্ন দিক বা বিষয়ের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়।

য উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. 'X' ও তার ১০ জন বন্ধু মিলে প্রথম অবস্থায় যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা ছিল একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। আর পরবর্তীতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এটি সাধারণভাবে যৌথ-মূলধনী কারবার বলে পরিচিত।

কিছুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে যৌথ-মূলধনী কারবার গঠন করেন। তারা এ কারবারের শেয়ার ক্রয় করে এর মালিক বা সদস্য হন। এ কারবার আইন-সৃষ্ট ও আইন-স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে এ কারবার আইনগত বৈধতা লাভ করে এবং নিজম্ব নামে জনগণের কাছে পরিচিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। নতুন শেয়ারহোন্ডারদের যোগদান, পুরাতন শেয়ার হোন্ডারদের বিদায় অথবা মৃত্যুতে এ জাতীয় কারবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। শেয়ারহোন্ডারগণ এ কারবারের যথার্থ মালিক হলেও তারা এর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি পরিচালকমণ্ডলী এ কারবার পরিচালনা করে। এ কারবারের দায় শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবন্ধ; প্রত্যেক শেয়ারহোন্ডার যত মূল্যের শেয়ার ক্রয় করেন তা পরিশোধ করার পরই তিনি দায়মূক্ত হন। এ কারবার জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। এক বা একাধিক শেয়ার ক্রয় করে যেকোনো ব্যক্তি এ জাতীয় কারবারের মালিক হতে পারেন। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। পূর্বানুমতি ছাড়াই অবাধে এর শেয়ার ক্রয় করা যায় এবং এর মালিকানার অবিরত পরিবর্তন ঘটে।

যৌথ মূলধনী কারবারের উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন দিক বা বিষয় উদ্দীপকৈ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটিকে তাই যৌথ মূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলা হয়।

প্রর ▶ ে আমজাদ ও আয়াদ দু'জন উৎপাদনকারী। আমজাদ আয়াদকে বলল, আমার পুঁজি সামান্য। তাই উৎপাদন কম। তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমি দুত সিন্ধান্ত নিতে পারি। বাজার সম্প্রসারণ করতে পারছি না, ব্যাংকও পর্যাপ্ত ঋণ দিচ্ছে না। জবাবে আয়াদ বলল, আমরা প্রচুর ব্যাংক ঋণ পাই। বাজারে শেয়ার বিক্রি করি। আমাদের উৎপাদন খরচও কম। /কু বো ১৭1 প্রশ্ন নং ৮; আইলফেট ফলেজ, কুজিল। প্রশ্ন নং /

- ক. সংগঠন কাকে বলে?
- ভিপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ' ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে আমজাদ ও আযাদের কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ।
- ঘ. তুমি কি মনে করো, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমজাদের মতো নয় বরং আযাদের মতো কারবারের বিস্তৃতি দরকার। বিশ্লেষণ করো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সৃষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

ত্র উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ।

উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজটি সঠিকভাবে যে ব্যক্তি পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধন— এ তিনটি উপকরণের সমন্বয় সাধন করেন সংগঠক। উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষ শ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন।

বা আমজাদের কারবার হলো একমালিকানা কারবার আর আযাদের কারবার হলো একটি যৌথ মূলধনী কারবার। নিচে উদ্দীপকের ভিত্তিতে আমজাদ ও আযাদের কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য দেওয়া হলো:

আমজাদের কারবার একমালিকানা হওয়ায় তার একারপক্ষে কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানে পুজির স্বল্পতা লেগেই থাকে। এদিক থেকে আযাদের কারবারের যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। এটি যৌথ মূলধনী হওয়ায় এখানে অতি সহজে শেয়ার বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পরিচিতি ও আর্থিক সক্ষমতার কারণে ব্যাংকও এখানে ঋণ দিতে আগ্রহী থাকে।

আমজাদের কারবারে একজন মালিক; এজন্য এখানে কোনো ব্যাপারে এককভাবে ও দুত সিন্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে আযাদের কারবার বার্ড অব ডাইরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সমস্যা সংকুল ও জটিল পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিন্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে এ কারবার তাৎক্ষণিকভাবে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারে না। অন্যদিকে, আমজাদের কারবার ক্ষুদ্রায়তনের হওয়ায় তা বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়-দুতই কমানো যায় না। কিন্তু আযাদের কারবার বৃহদায়তনের হওয়ায় এখানে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করা যায়; যার ফলে এখানে উৎপাদনের ব্যয় কম ও উৎপাদন অধিক হয়।

আমজাদের কারবার হলো একমালিকানা কারবার যেখানে উৎপাদন অত্যক্ত কম ও কর্মসংস্থানের সুযোগও একেবারে সীমিত। এদিক থেকে আযাদের কারবার যৌথ মূলধনী কারবার হওয়ায় সেখানে উৎপাদন বেশি ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমজাদের মতো নয়, বরং আযাদের মতো কারবারের বিস্তৃতি দরকার। নিচে এ বিষয়টির সত্যতা যাচাই করা হলো।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনসংখ্যা ও তার দুত বৃদ্ধির দরুন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা দুত বাড়ে। এরূপ বর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণের জন্য বৃহদায়তনের উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচের সুবিধা ভোগ করে কম খরচে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম। ফলে বর্ধিত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করে।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা প্রকট যা তাদের দুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো সাধারণত বৃহদায়তনের হয় বলে সেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এভাবে কোম্পানিগুলো দেশের বেকারত্ব লহত ত্রে, মানতসম্পদের যথায়থ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সমাজকে তেত্রভাৱে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে।

সূতর্যং বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আমজাদের মতো নয় বরং আযাদের মতো কারবারের বিস্তৃতি অধিক প্রয়োজন।

প্রশ্ন ►৬ গ্রামের দুস্থ মহিলারা সমিতি গঠন করে আয় বর্ধনমূলক কাজের জন্য সরকার অনুমোদিত বিদেশি সাহায্য নির্ভর প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। সমিতির সদস্যগণ নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিয়ে সঞ্জয় তহবিল গঠন করে। এরকম প্রতিষ্ঠানের মতো অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'A' দেশের অনেক এলাকার জনগণ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সচেতন হচ্ছে এবং নিজেদের উন্নয়নে সচেন্ট হচ্ছে। /চ. বো. '১৭। প্রশ্ন বং ৯/১

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কী?

খ. সংগঠককে কেন উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা আলোচনা করো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করে উৎপাদনকে সফল করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিন্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। সংগঠক উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান করেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, অব্যাহতভাবে উৎপাদন চালিয়ে যান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করেন। তার এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে গঠিত কারবার মুনাফা অর্জন করে ও ব্যবসায়ে টিকে থাকে। এসব কারণে সংগঠককে উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি এনজিও। 'A' দেশের অন্যান্য এনজিওর মতো এটিও গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হলো— উদ্দীপকের এনজিওটির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের একটি দিক হলো গ্রামীণ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্ম উপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই এবং খাতা, স্লেট, পেনিল ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে। তাছাড়া, এটি উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

'A' দেশে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের পক্ষে অর্থ ব্যয় করে ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্যপুলো হলো— গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান, স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি পায়খানা সরবরাহ, প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ প্রভৃতি।

এছাড়া এনজিও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমনজনগণের মধ্যে নিজেদের সক্ষমতা উপলব্ধির জন্য আত্ম-সচেতনতা
সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রচার ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর ত্রাণ ও
পুনর্বাসনে গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহণ, সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদকারী
কৃষকদেরকে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।
এসব ছাড়াও এনজিও অসচ্ছল জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য
প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি এনজিও।

নিচে 'A' দেশ তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
উদ্দীপকের এনজিওর মতো অন্যান্য এনজিওর ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম উপায় হলো
দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের দরিদ্র অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করা। কর্মরত এনজিওপুলোর বিশ্বাস
আর্থিক সাহায্য দিয়ে এ শ্রেণির লোকদের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়।
এজন্য এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক, যাতে এ জনগোষ্ঠী নিজেদের
সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়।

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হয় বলে এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম অংশ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এ উদ্দেশ্যে এনজিওগুলো প্রাথমিক, বয়স্ক ও নারী শিক্ষার প্রসার, কর্মোপযোগী কারিগরি শিক্ষা, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন প্রশিক্ষণ, মাছ চাষ, ফুল ও ফলের বাগান তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উদ্ধেখযোগ্য হলো— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য খাদ্য ও পৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দান, বিভিন্ন পেশার জন্য কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রখণ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও এনজিওগুলো গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদেরকে মাছ চাষ, ফল ও ফুলের বাগান তৈরি, হাস-মুরগি পালন ও তার প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে কুটিরশিল্প স্থাপন, পানের বরজ তৈরি, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাতেকলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

সূতরাং বলা যায়, 'A' দেশের তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্ররা ▶ ৭ আলাউদ্দীন তার দশ বন্ধুকে নিয়ে স্বেচ্ছায়, সমানাধিকার ও সমান দায়িত্বের ভিত্তিতে একটি মৎস্য খামার গড়ে তোলে। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতা, অদক্ষ পরিচালনা ও মতবিরোধের কারণে এই মৎস্য খামার আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে বেলাল ও আজগর চুক্তির ভিত্তিতে পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও অসীম দায়-দায়িত্ব নিয়ে একটি কার্টন ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে যে মুনাফা হয় তা চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হয়।

ক. সংগঠক কাকে বলে?

থ. 'সংগঠন উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান'— ব্যাখ্যা করো।

 উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার কোন ধরনের সংগঠন তা চিহ্নিত করে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

 উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার ও কার্টন ফ্যাক্টরি এ দুটি সংগঠনের মধ্যে তুলনা করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ত উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের ঝুঁকি বহনসহ যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে।

সংগঠন উৎপাদনের এমন একটি সক্রিয় উপাদান যা কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানকে ক্রিয়াশীল ও উৎপাদনক্ষম করে

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বড় ও জটিল হয়ে পড়ায় সেখানে জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রমবিভাগ প্রবর্তন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, বিনিয়োগের সমস্যাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে সংগঠনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ উপায়ে সঠিকভাবে এসব ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সংগঠনকে বিবেচনা করা যায়।

প্র উদ্দীপকে যে মৎস্য খামারের কথা বলা হয়েছে তা একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবার।

কিছুসংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায়, সমান অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে যে কারবার গঠন করে তাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা করবার বলে। উদ্দীপকের মৎস্য খামারে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবারের মতো কতকগুলো স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সমবায় কারবার গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ কারবারে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ-হননকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। স্পুমবায় কারবারে শ্রমিকরাই মালিক। এজন্য এখানে অন্য কারবারের মতো মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে বিরোধ ও সংঘাত নেই। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জন নয়। এটি সমাজের নিঃস্থ, অবহেলিত ও বেকার লোকদের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবারের এসব বৈশিষ্ট্যই উদ্দীপকে আলাউদ্দীন ও তার দশ বন্ধুকে নিয়ে গড়ে ওঠা মৎস্য খামারে দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে আলাউদ্দিন ও তার দশ বন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠা মৎস্য খামারটি হলো একটি সমর্বায় প্রতিষ্ঠান বা কারবার। আর বেলাল ও আসগরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কার্টন ফ্যাক্টরিটি হলো একটি অংশীদারি কারবার। এ বিবেচনায় উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার ও কার্টন ফ্যাক্টরি, এ দুটি সংগঠনের মধ্যে নিচে তুলনা করা হলো:

আলাউদ্দিন ও তার দশ বন্ধু স্বেচ্ছায়, সমান অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে মৎস্য খামারটি গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে বেলাল ও আসগর চুক্তির ভিত্তিতে পরস্পরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, অসীম দায়- দায়িত্ব নিয়ে কার্টন ফ্যান্টরিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। মৎস্য খামারটি সমবায়ের নন্দিত আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; এ আদর্শ হলো- 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। কার্টন ফ্যান্টরিটির এমন কোনো আদর্শ নেই। মৎস্য খামারটি মূলত সদস্যদের কল্যাণ সাধন, বাজার থেকে কিছুটা কম দামে মাছ সরবরাহ, স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়ে উঠেছে। কার্টন ফ্যান্টরিটি সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন, স্থানীয় ও অস্থানীয় ব্যবসায়ীদের কার্টনের চাহিদা পূরণ, অংশীদারদের বৈষয়িক সমৃন্ধি আনয়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কার্টন ফ্যান্টরিটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এর সদস্যদের দায়-দায়িত্ব, সরবরাহকৃত মূলধন, কারবারের লাভ-লোকসান, সদস্যদের আনুপাতিক সংশ্লিষ্টতা, অর্থ-সংগ্রহ, নতুন সদস্য গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে অংশীদারদের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয়েছে। কিন্তু মৎস্য খামারটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে এরূপ কোনো চুক্তি হয়নি।

এভাবে উদ্দীপকের আলোকে মৎস্য খামার ও কার্টন ফ্যাক্টরি-এ দুইটি সংগঠনের মধ্যে তুলনা করা যায়।

প্রশ্ন ➤ ৮ X, Y ও Z তিন জনে চুক্তিবন্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনজনের মালিকানার অংশও সমান নয়। মূলধন স্বল্পতার কারণে তারা লাভবান হচ্ছেন না। সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য তারা শেয়ারও বিক্রি করতে পারছেন না। অথচ পাশের 'এ্যাপেক্স লিমিটেড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠানে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করেছে।

| হি. বো. ১৭ বিপ্রা বং ৮/

ক, একমালিকানা কারবারের সংজ্ঞা দাও।

খ. যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন?

 উদ্দীপকে তিনজনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

ঘ. X, Y ও Z এর প্রতিষ্ঠানকে উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের মতো রূপান্তর করা যায় কি এবং কীভাবে?

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা কারবার (Single Proprietorship) বলে।

যা যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বিধিবিধান দ্বারা গঠিত হয় বলে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারকে এক অর্থে দীর্ঘস্থায়ী বলা যায়। কারণ একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যেরূপ ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এরূপ কোনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রির

মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। এর্প ব্যবস্থাপনার কারণে যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

গ উদ্দীপকে X, Y ও Z তিন জনে চুক্তিবন্ধ হয়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করে, যা অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। নিচে অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো—

- সাধারণত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি কারবারের সূত্রপাত ঘটে এবং সকল অংশীদারণণ ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের ভার বহন করে।
- এ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হন এবং একজনের ব্যর্থতায় ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে সবাইকে একয়োগে এর দায় নিতে হয়, তাই প্রত্যেক সদস্যের দায় অসীম।
- এ কারবারের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্রোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে। তবে ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে।
- এ কারবার আইনগতভাবে বৈধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত
 তাই কোনো অংশীদার তার অংশ অন্যান্য অংশীদারের সম্মতি ছাড়া
 হস্তান্তর করতে পারে না।
- ৫. এ কারবারের চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তানুসারে অর্জিত মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। তবে অংশীদারদের মধ্যে কোনো একজন সদস্য মারা গেলে বা দেউলিয়া হলে বা পাগল হয়ে গেলে উক্ত কারবার বন্ধ হয়ে যায়। তাই এ ধরনের কারবারে স্থায়িত্ব খুবই কম হয়।

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকের X, Y, Z এর কারবার বা অংশীদারি কারবারে পরিলক্ষিত হয়।

য উদ্দীপকে X, Y ও Z এর প্রতিষ্ঠানটি হলো অংশীদারি কারবার এবং দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 'এ্যাপেক্স লিমিটেড কোম্পানি' হলো যৌথ মূলধনী কারবার। কিছু বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে অংশীদারি কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারে রূপান্তর করা যায়।

অংশীদারি কারবার মূলত একটি চুক্তিভিত্তিক কারবার যেখানে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্রোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে। এক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয়ের কোনো সুযোগ না থাকায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা যায় না। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। বহুসংখ্যক লোক এ কারবারের সদস্য হতে পারে এবং প্রয়োজনে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারে। পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহের সুবিধা থাকায় এ কারবারে বৃহদায়তনের উৎপাদন করা যায় ফলে সদস্যগণ লাভবান হয়। তাছাড়া, এ ধরনের কারবারে কোনো একজন সদস্যের অনুপদ্থিতিতে কারবার বন্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু অংশীদারি কারবারে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা নেই।

উদ্দীপকে X, Y ও Z এর অংশীদারি প্রতিষ্ঠানটিকে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানে তথা যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায়। তবে এজন্য অংশীদারি কারবারকে যৌথমূলধনী কারবারের ন্যায় সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে সরকারের নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এরপর শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে এবং একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং অংশীদারি কারবারের সীমাবন্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে অংশীদারি কারবারের রূপান্তর করা যায়।

প্রায় ►৯ ঝুঁকি গ্রহণ, অনিশ্য়তা, তত্ত্বাবধান, উপকরণ, নিয়োগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মূলধন সংগ্রহ ও নিয়োগ, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সবই উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ। উদ্যোক্তার দক্ষতার ওপরই কারবারের দক্ষতা নির্ভর করে। এর ব্যতিক্রম হলে কারবার পশুও হতে পারে।

/ব. লো. ১৭ বি প্রায় বং ৮/

ক, যৌথ মূলধনী কারবার কী?

খ. আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয় কেন?

- উক্লীপকের আলোকে একজন দক্ষ উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ দাও।
- ঘ. কেন একটি কারবার সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য যৌথ উদ্যোগে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

থা প্রাণ না থাকলে যেমন দেহের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি উদ্যোক্তা না থাকলে কারবারও চলতে পারে না।

উদ্যোক্তা কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং কারবারের মৌলিক সিম্পান্ত ও নীতি গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদনক্ষত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বড় ও জটিল হয়ে পড়ায় সেখানে জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, বিনিয়োগ সমস্যার সমাধান এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয়।

প্র একজন দক্ষ উদ্যোক্তা উৎপাদনক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজ সুচারুর্পে সম্পন্ন করে কারবারকে সফল করে তোলেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে একজন দক্ষ উদ্যোক্তার পুরত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ দেওয়া হলো:

একজন দক্ষ উদ্যোক্তা কারবারের সকল ঝুঁকি বহন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ব্রাসের ফলে কিংবা চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে যে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে তিনি তা মোকাবিলা করতে সদা সচেন্ট থাকেন। একজন দক্ষ উদ্যোক্তা লব্ধ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করেন যাতে উৎপাদিত ব্যয় হয় সর্বনিম্ন অথচ মুনাফা হয় সর্বাধিক। দক্ষ উদ্যোক্তা তার প্রজ্ঞা ও মেধার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবসন্মত উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা তার অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবায়নের চেন্টা করেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উচ্চুত যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মূলধন হলো কারবারের প্রাণ ও শ্রমিক হলো তার হাতিয়ার। তাই একজন দক্ষ উদ্যোক্তা সবচেয়ে কম খরচে ও নিরাপদ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ এবং উৎপাদনের প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। এছাড়া দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি নতুন নতুন ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান ও প্রচার কাজ চালিয়ে যান। এভাবে একজন দক্ষ সংগঠক বা উদ্যোক্তা তার বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কারবারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যান।

য উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, কোনো কারবার যদি একজন অদক্ষ উদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত হয় তাবে তা পণ্ডও হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে কেন একটি কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো:

কোনো কারবারের উদ্যোক্তা যদি অদক্ষ হন তবে তিনি তার ঝুঁকি ঠিকমতো বহন ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে অপারক হন। এজন্য কারবার ক্ষতির সন্মুখীন হতে পারে। একজন অদক্ষ উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্যও সুচারুরুপে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে ব্যর্থ হন; ফলে কখনও অতি-উৎপাদন, কখনও নিম্ন উৎপাদন ঘটে, আবার কখনও কারখানার উৎপাদন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো সাহস, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অদক্ষ উদ্যোক্তার থাকে না।

উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হলে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয়ের একান্ত প্রয়োজন। অদক্ষ উদ্যোক্তা উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত প্রায়ই রক্ষা করতে পারেন না। যেমন তিনি মূলধনের তুলনায় চাপ বা লোভের বশবতী হয়ে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে পারেন। সে অবস্থায় উৎপাদনক্ষত্রে বিশৃঙ্খলা, সম্পদের অপচয়, কারখানায় কাজ করার পরিবেশ বিনষ্ট ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে কারবার ক্ষতির সন্মুখীন হয়। উদ্যোক্তা অদক্ষ হলে তিনি সব থেকে কম খরচে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন না। অজ্ঞতা, পূর্ব-পরিচিতি বা তাড়াহুড়ার কারণে তিনি এমন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করেন যার সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং মূলধন প্রাপ্তি হয় অনিশ্চিত।

সূতরাং বলা যায়, একজন অদক্ষ উদ্যোক্তা বিভিন্ন কারণে কারবার সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন না বরং কারবারকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেন।

প্রশ্ন ►১০ ফিরোজ সাহেব তার ৭ জন বন্ধুকে নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি দূর করার জন্য তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির সিন্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

- ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?
- উদ্যোক্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না
 – ব্যাখ্যা করো।
- ফরোজ সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত প্রথম উদ্যোগটি কোন ধরনের সংগঠন?
- স্থায়িত্ব, ঝুঁকি বহন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও শেয়ার হস্তান্তরের দিক থেকে উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগ দুটির মধ্যে তুলনা করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশের আইন পরিষদের বিশেষ আইনের মাধ্যমে সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

উদ্যোক্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না কারণ সংগঠন হলো একটি দক্ষতা বা গুণ এবং উদ্যোক্তা হলেন সেই দক্ষতা বা গুণ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি। কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নীতি-নির্ধারণ, সঠিক সিম্পান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ঝুঁকি বহন প্রভৃতি কাজের সার্বিক দায়িত্ব সম্পাদনের কর্মপ্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে। আর যে ব্যক্তি এসব সাংগঠনিক কাজগুলো সম্পন্ন করেন তাকে বলে উদ্যোক্তা। তাই সংগঠন হলো এক কর্মনৈপুণ্য, আর উদ্যোক্তা হলেন— ঐ কর্মনৈপুণ্যের অধিকারী ব্যক্তি। কাজেই বলা ধায়, উদ্যোক্তা বলতে সংগঠনকে বোঝায় না।

ফিরোজ সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত প্রথম উদ্যোগটি হলো

 একটি অংশীদারি কারবার।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করেন। এখানে সম্পাদিত চুক্তিতে অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব ও সরবরাহকৃত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। তাছাড়া চুক্তিতে কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি, আনুপাতিক সংগ্রিফ্টতা, অর্থ সংগ্রহ ও নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে শর্তাদি উল্লেখ থাকে। গঠনকারী সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে অথবা সদস্যদের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারেন। পারস্পরিক বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। অংশীদারদের স্বাই যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে অসীম দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেব ও তার ৭ জন বন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন। এ থেকে বোঝা যায়, তারা অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেছেন।

ব্র উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেব এবং তার বন্ধুরা মিলে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন সেটি অংশীদারি ব্যবসায় এবং পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়।

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি কারবার বলে। পক্ষান্তরে, বহুসংখ্যক লোক মিলিতভাবে মূলধন যোগান দিয়ে যখন যৌথভাবে ব্যবসায় শুরু করে, তখন তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে।

নিচে স্থায়িত্ব, ঝুঁকি বহন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও শেয়ার হস্তান্তরের দিক থেকে উক্ত উদ্যোগ দুটির মধ্যে তুলনা করা হলো—

- অংশীদারি কারবারের স্থায়িত্ব খুবই কম থাকে। কেননা কারবারের যেকোনো সদস্যের মৃত্যু, মস্তিম্কের বিকৃতি, দেউলিয়া হওয়াতে কারবারের অবসান ঘটতে পারে। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, কোনো শেয়ারহোভার মারা গেলে বা পাগল বা দেউলিয়া হলে কোম্পানি বন্ধ হবে না। এ
- বিবেচনায় বলা যায়, স্থায়িত্বের দিক থেকে যৌথ মূলধনী কারবার একটি আদর্শ সংগঠন।
- অংশীদারি ব্যবসায় লোকসান হলে সমানভাবে বা চুক্তি অনুসারে
 সব মালিকের দায় বহন করতে হয় বলে কেউ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
 না। আবার, যৌথ মূলধনী কারবারের ঝুঁকি বহু অংশীদার গ্রহণ
 করে বলে এ ব্যবসায়েও ঝুঁকি কম হয়।
- অংশীদারি কারবারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান।
 পক্ষান্তরে, যৌথ মূলধনী কারবারে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সব সময়
 ভালো থাকে না।
- ৪. অংশীদারি কারবারের অংশ, শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তর করতে হলে সব অংশীদারের সম্মতির প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করলেই তার শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত নিতে পারে অথবা নতুন আরও শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

অতএব বলা যায়, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের মধ্যে পার্থক্য এবং সাদৃশ্য দুই-ই বিদ্যমান।

প্রর >১১ করিম সাহেব একজন দক্ষ উদ্যোক্তা। তার পর্যাপ্ত মূলধন, বুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুদ্ধিমত্তা, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধান এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ফলে 'A' প্রতিষ্ঠানটির পণ্যটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কিন্তু রহিম সাহেব স্বনামধন্য 'B' প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছেন। কারণ 'B' প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ঝুঁকি কম, স্থায়িত্ব অধিক, সীমাবন্দ্ধ দায় এবং এ কারবারের প্রতি জনগণের আস্থা অধিক থাকে।

ক. এনজিও কী?

খ. সংগঠন দৃশ্যমান নয়- বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।

গ. 'A' প্রতিষ্ঠানটির তিনটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

ঘ. অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা
'B' প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্ত— আলোচনা করো। 8

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেসরকারি উদ্যোগে যে সংগঠন সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে এনজিও বলে।

সংগঠন হলো এক কর্মনৈপুণ্য। এটি বস্তুগত নয় বলে দেখা যায় না। উদ্যোক্তাকে এ কর্মনৈপুণ্য কাজে লাগাতে হলে কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে হয়। তাকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়। তাকে উৎপাদনের ঝুঁকি নিতে হয়, উৎপাদনে নতুনত্ব প্রবর্তন করতে হয়। এসব কোনোকিছু দেখা যায় না, তবে তার ফল ভোগ করা যায়। এজন্যই বলা হয়, সংগঠন দৃশ্যমান নয়।

জ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, 'A' প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের তিনটি অসুবিধা নিম্নরুপ:

 একমালিকানা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অসুবিধা হলো মূলধনের স্বল্পতা। এর মালিক যতই বিত্তশালী হোন না কেন, তার পক্ষে কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

- মূলধনের অভাবে এ প্রতিষ্ঠান সাধারণত ক্ষুদ্রায়তনের হয়। তাই এখানে বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যয়সংকোচ ভোগ করা যায় না।
- আধুনিক যুগৈ অধিক ও মানসদ্মত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা অত্যাব্যশক। কেবল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদনের এ কৌশল প্রবর্তন সম্ভব। তাই একমালিকানা ক্ষুদ্রায়তন বিধায় কারবারে শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের সুযোগ সীমিত। এজন্য এখানে শ্রমবিভাগের সুফল ভোগ তথা উৎপাদন কার্যক্রম দুত ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় না।
- ৩. একমালিকানার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অসুবিধা হলো—
 ঝুঁকি বহন করা। বেশি উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহন করলে উদ্ভূত অনিশ্যয়তা
 ও সঙ্কট সহজে সমাধান করা যায়। একমালিকানা কারবারে
 কোনো অংশীদার থাকে না বলে কারবারের যাবতীয় ঝুঁকি ও দেনা
 এর মালিককেই বহন করতে হয়। কোনো কারণে কারবার অধিক
 লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিক দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং
 কারবার চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

য উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি তথা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক কার্যকর ও যুক্তিযুক্ত।

- যৌথ মূলধনী কারবার অনেক দিক থেকে একমালিকানা কারবার অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল। কারণ, এ কারবারের শেয়ারগুলো কম মূল্যের হওয়ায় সমাজের বিভ্রশালী লোকদের সাথে নিম্ন আয়ের লোকেরাও তাদের স্বল্প সঞ্চয় শেয়ার ও বন্ড ক্রয়ে বয়য় করতে পারে। এভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী শেয়ার ও বন্ডের লভ্যাংশ পেয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।
- এ কারবার বৃহদাকার ও পুঁজিবহুল হয় বলে এতে বয়য়ঽহুল আধুনিক য়য়পাতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বয়বহার করা সম্ভব হয়।
 পণ্যের মানোরয়ন ও উৎপাদন বয়য় য়য়ের মাধ্যমে অধিক
 উৎপাদনে সহায়ক এবং এ কারবারে মূলধন বেশি হয় বলে এখানে
 বেশি বেতনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কমী ও বয়বস্থাপক নিয়োগের অধিক
 উৎপাদন সম্ভব হয়।
- তাছাড়া যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে এখানে মূলধন নিবিড় বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় বলে উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্য়য়-সংকোচ সুবিধা ভোগ করা যায়। অর্থাৎ কম ব্য়য়ে অধ্বিক উৎপাদন সম্ভব হয়।
- ৪. যৌথ মূলধনী কারবার বিভিন্নভাবে অধিক কর্মসংস্থানেও সাহায্য করে। কারবার বৃহদায়তনের হওয়ায় এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। তাছাড়া এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় বলে বিভিন্ন পদে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনেক বেকার কাজের সুযোগ পায়।

সূতর্রাং বলা যায়, অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রা ১১১ রহিম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে কিছু মূলধন নিয়ে একটি ওয়েলডিং মেশিন কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর তার কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি চাহিদা অনুযায়ী, দ্রব্য সরবরাহ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পলাশ ও জাকিরের সজো যুক্ত হয়ে কারখানার আকার বৃদ্ধি করেন। এতে দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

/চ. বো. ১৬ বিলালং ৮/

ক. BRAC-এর পূর্ণরূপ লেখ।

খ. সংগঠনকে শিল্পের চালক (Captain of Industry) বলা হয় কেন?

গ. রহিম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কারখানার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখ।

 যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কারখানা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কারখানার তুলনায় কী কী সুবিধা সৃষ্টি করেছে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

BRAC এর পূর্ণরূপ হলো: Bangladesh Rural Advancement Council.

ব্র উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক বলা হয়।

কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি সংগঠকই বহন করেন। এজন্য তাকে শিক্সের চালক (Captain of Industry) বলা হয়।

গ্রার্থিম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার। নিচে এর প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

- একমালিকানা কারবার গঠনের জন্য আইনের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে তা দুতই গঠন করা যায়। তাছাড়া, এখানে কারবার পরিচালনার ব্যাপারে অন্য কারো পরামর্শ বা অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না। এজন্য কারবার পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে দুতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- একমালিকানা কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে বলে কারবারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান মালিক নিজেই করে। অন্য কেউ এ কারবারের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে না থাকায় কারবারের লাভ-ক্ষতিরও অংশীদার হয় না।
- ৩. একমালিকানা কারবার যেখানে স্থাপিত হয় তার আশপাশের খরিদারদের সাথে মালিক এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেলামেশার ফলে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে যা ব্যবসায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া, এখানে মালিকের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যার ফলে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

বিষ সাহেব তার ওয়েন্ডিং মেশিন কারখানাটি প্রথমে একক উদ্যোগে গড়ে তুলেছিলেন। পরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধনের প্রয়োজন পড়ায় তিনি তার দু'বন্ধুকে সাথে নিয়ে কারখানাটিকে অংশীদারি কারবারে রূপান্তরিত করেন। এর মাধ্যমে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে কী কী সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তা নিচে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

রহিম সাহেবের প্রথম কারখানাটি ছিল একমালিকানা কারবার। তার একার পক্ষে কারবার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন তা অংশীদারি কারবারে রূপান্তরিত হওয়ায় অংশীদারগণ কম-বেশি মূলধন যোগান দেন বলে এখানে পূর্বের তুলনায় অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

মূলধনের স্বল্পতা ও রহিম সাহেবের সীমাবন্ধ কর্মক্ষমতার জন্য প্রথম কারবারটি ছিল ক্ষুদ্রায়তনের। কিন্তু এখন তা অংশীদারি কারবারে পরিণত হওয়ায় মূলধনের যোগান বেড়েছে। তাছাড়া অংশীদারগণ কারবারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজ নিজ বুন্ধিমন্তা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এখন তাই বৃহদাকার এ কারবারটিতে ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করা যাছেছ।

রহিম সাহেবের প্রথম কারবারটিতে অংশীদারদের অনুপস্থিতিতে কারবারের যাবতীয় ঝুঁকি তাকেই বহন করতে হতো। কিন্তু এখন অংশীদারগণ কারবারের যেকোনো ক্ষতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ায় রহিম সাহেবের ঝুঁকির মাত্রা অনেক কমে গেছে।

পূর্বে রহিম সাহেবের একার পক্ষে ব্যাংক কিংবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তি সহজ ছিল না। কিন্তু এখন কারবারে একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটায় ঋণদাতারা কারবারে সহজ শর্তে ঋণ দিতে সম্মত হচ্ছেন। এর ফলে কারবারের চলতি মূলধনের স্বল্পতা দূর হয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কারখানা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত কারবারের তুলনায় উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করছে। প্রা >১৩ জসীম একজন সফল খামারি। তিনি একটি হাঁস-মুরগির খামার দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় খামারটির পরিসর বাড়তে বাড়তে তা এলাকার কয়েকটি বড় খামারের মধ্যে অন্যতম বলে আজ গণ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, জসীম সাহেবের বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে এরকম একটি খামার গড়ে তুললেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তা বর্তমানে বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

ক, অংশীদারি কারবার কী?

খ. অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগানদান সম্ভব হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জসীম সাহেবের ব্যবসার ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জসীম সাহেবের সফলতা এবং তার বন্ধুদের ব্যর্থতার কী কী কারণ আছে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা করো। 8

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

কু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

আ অংশীদারি কারবারে প্রত্যেক অংশীদার কম-বেশি মূলধন যোগান দেয়। কারণ প্রত্যেকেই মুনাফা লাভের আশায় মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান সম্ভব হয়। এজন্য এ কারবারে পর্যাপ্ত মূলধন নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয়। ফলে অংশীদারি ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন কারবার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জসীম সাহেবের ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়— তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

জসীম সাহেব তার খামারের একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসার পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। জসীম সাহেব তার খামারের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজে বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই ভোগ করেন। আর লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার খামারের একমাত্র মালিক, তাই কারবারের কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিন্ধান্ত নিতে পারেন। সিন্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দুত গ্রহণ করতে পারেন। তার খামার ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। সবরকম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন।

ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জসীম সাহেব তার খামারের একমাত্র মালিক হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন।

উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, জসীমঁ সাহেব একজন সফল খামারি। তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় খামারটি অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে তার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামাটি দীর্ঘদিনেও সফলতার মুখ দেখেনি। আর এখন তো তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। জসীম সাহেবের এ সফলতা ও তার বন্ধুদের ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণ কাজ করেছে।

প্রথমত, জসীম সাহেব একাই তার খামারটি করেছেন। এজন্য সব কাজ তিনি ইচ্ছামতো করতে পারেন। কিন্তু তার বন্ধুরা খামারটি গড়ে তুলেছেন তা সহজে করা সম্ভব হয়নি।

অংশীদারদের মতামতের ভিন্নতা থাকায় খামার পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। যেখানে জসীম সাহেব কোনো ব্যাপারে দুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, সেখানে তার বন্ধুরা তা পারেন না।

দ্বিতীয়ত, জসীম সাহেব ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে দ্রব্য উৎপাদন করেন। কাজেই তার খামারের উৎপাদিত দ্রব্য সহজেই বাজার পায়। কিন্তু তার বন্ধুরা, একেকজন একেক জায়গায় থাকেন। তাদের সকলের সামাজিক অবস্থানও এক রকম নয়। এজন্য তাদের পক্ষে ক্রেতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই উৎপাদিত দ্রব্য বাজার পায় না।

তৃতীয়ত, জসীম সাহেবের খামার ক্ষুদ্রায়তন ও একমালিকানাধীন হওয়ায় প্রতিকূল ও অনুকূল পরিস্থিতিতে তিনি খামারের সহজেই পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি টিকে থাকেন। কিন্তু তার বন্ধুদের খামার অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও একাধিক মালিকানাধীন হওয়ায় তা প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে ক্রমেই অপারগ হচ্ছে। এখন তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে যেখানে জসীম সাহেবের সফলতা এসেছে সেখানে তার বন্ধুদের ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে।

প্রা > ১৪ জসীম মিয়া তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় ৫০,০০০ টাকা মূলধন নিয়োগ করে একটি হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই জসীম মিয়ার খামারটি বড় খামারে পরিণত হয়। অন্যদিকে, জসীম মিয়ার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে।

ক. সংগঠন কাকে বলে?

খ. দারিদ্র্যের হার কমাতে NGO কীভাবে ভূমিকা রাখছে?— সংক্ষেপে লিখ।

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার খামারের প্রকৃতি নির্ণয় কর এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামারের সফলতা কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে? যথাযথ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা NGO দারিদ্যের হার কমাতে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন NGO কৃষি, কৃটির শিল্প, ঋণদান ও সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন ইত্যাদিসহ নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে NGO নিজেদের সম্পৃত্ত করছে। এর ফলে দেশে দরিদ্র লোকদের ভাগ্য উন্নয়ন হচ্ছে। অর্থাৎ দরিদ্র লোকদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্যের হার দিন দিন কমছে। যেমন— ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে ৮০% লোক দারিদ্যসীমার নিচে বাস করলেও বর্তমানে তা ২৪.৫%।

ত্র উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার খামারটি হলো একমালিকানা কারবার। নিচে এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো।

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির একক মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা কারবার বলে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন জোগাড় করে কোনো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ বা ক্ষতি একাই ভোগ করে তখন তাকে একমালিকানা কারবার বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জসীম মিয়া তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় ৫০,০০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে একটি হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তার খামারটি হলো একমালিকানা কারবার। এ ধরনের কারবারে মালিক একাই, ব্যবসার সকল সিন্ধান্ত নেয় এবং ব্যবসায়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায় না। তবে একমালিকানা কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

য উদ্দীপক অনুযায়ী, জসীম মিয়ার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামারটি হলোঁ অংশীদারি কারবার। এ ধরনের কারবারের সাফল্য নির্ভর করে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর।

একের অধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত কারবারকে অংশীদারি কারবার বলে।
সাধারণত অংশীদারি কারবারে সর্বনিম ২ জন, সর্বোচ্চ ২০ জন এবং
ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। এ
ধরনের কারবারের মূলনীতি হলো পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। কারণ
এই পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের কল্যাণে যেমন ব্যবসাটি সাফল্যের
মুখ দেখতে পারে তেমনি এর অভাবে কারবারটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জসীম মিয়ার সাফল্য দেখে তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তারা একটি অংশীদারি কারবার শুরু করে। এ ধরনের কারবারে একমালিকানার চেয়ে ঝুঁকি কম।

আবার, অংশীদারদের মধ্যে কেউ অদক্ষ হলে সবাইকে সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। ফলে অংশীদারদের দক্ষতাও এ ধরনের কারবারের সাফল্যকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হলে নির্ভূল সিন্ধান্ত নেওয়া যায়। এতে কারবারের সাফল্য নিশ্চিত হয়। কাজেই বলা যায়, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, শ্রম বিভাজন, দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ এবং মতবিরোধ দেখা দিলে দুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর অংশীদারি কারবারের সাফল্য নির্ভর করে।

প্রশ্ন >১৫ রাকিব তার বাবার পেনশনের টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে। প্রথম পর্যায় ব্যবসা খুব ভালো চললেও পরবর্তীতে পুঁজির সংকট, অসীম দায়বদ্ধতার কারণে কারবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। অপর দিকে, তারই বন্ধু রতন আরও ৪ জন বন্ধুকে নিয়ে যে কারবার গড়ে তোলে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিরও স্থায়িত্ব কম আর মতবিরোধ থাকায় কারবার পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ক, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কী?

খ. সংগঠককে শিল্পাধিনায়ক বলা হয় কেন?

গ্রকিবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ, রাকিব ও তার বন্ধুদের গড়ে তোলা কারবার অপেক্ষা কেন যৌথ মূলধনী কারবার অধিক উত্তম? যুক্তি দাও। 8

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসৰ প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

য উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক বলা হয়।

কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি সংগঠকই বহন করেন। এজন্য তাকে শিল্পের চালক (Captain of the Industry) বলা হয়।

 উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা কারবার বলে। এ ধরনের কারবারে কোনো একজন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন করে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে। তাছাড়া একমালিকানা কারবার গঠনের জন্য কোনো আইনি জটিলতায় পড়তে হয় না বলে তা গঠন দুত ও সহজ হয়। এ কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে। এজন্য সিন্ধান্ত গ্রহণ দুত হয়। তবে মূলধনের স্বল্পতার কারণে উৎপাদন কম হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাকিব তার বাবার পেনশনের ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে এককভাবে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং পরিচালনা করে। তার এই প্রতিষ্ঠানটিতে সিন্ধান্ত গ্রহণ দুত হলে স্বল্প পুঁজি ও অসীম দায়িত্বের কারণে রাকিব বর্তমানে কারবারটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিব ও তার বন্ধুদের গড়ে তোলা তথা একমালিকানা ও অংশীদার কারবার অপেক্ষা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌথমূলধনী কারবার অধিক উত্তম। এক মালিকানা কারবারে মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনশীলতা কম। আর অংশীদারি কারবারে এক মালিকানার চেয়ে বেশি মূলধন গঠিত হলেও তা যৌথ মূলধনী কারবার অপেক্ষা কম হয়। এর ফলে অন্যান্য কারবার অপেক্ষা যৌথ মূলধনী কারবারে অধিক উৎপাদন হয় এবং জাতীয় বৃদ্ধিতে অধিক অবদান রাখে। এছাড়া এ কারবারের শেয়ারগুলো কম মূল্যের হওয়ায় সমাজের বিত্তশালী লোকদের সাথে নিম্ন আয়ের লোকেরাও তাদের স্বল্প সম্প্র্য় শেয়ার ও বভ ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। এভাবে ক্ষুদ্র সম্প্রয়কারী শেয়ার ও বভে লভ্যাংশ পেয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাকিব নিজ দায়িত্বে স্বল্প পুঁজিতে (দে লক্ষ)
একটি একমালিকানা কারবার গড়ে তোলেও কিছু দিন পর তা বন্ধ করে
দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, রাকিবের বন্ধু রতন ও ৪ জন অংশীদার
নিয়ে গড়ে তোলে অংশীদার কারবার। কিন্তু মতবিরোধ থাকায় তাও বন্ধ
হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যৌথ মূলধনী কারবারে এ ধরনের কোনো সমস্যা
দেখা যায় না এবং এর স্থায়িত্বও অনেক বেশি। আবার, এ কারবার
বৃহদাকার ও পুঁজিবহুল হয় বলে এতে ব্যয়বহুল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও
সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন
ব্যয় প্রাসের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সহায়ক এবং এ কারবারে মূলধন
বেশি হয় বলে এখানে বেশি বেতনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কমী ও ব্যবস্থাপক
নিয়োগের অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার বিভিন্নভাবে অধিক কর্মসংস্থানেও সাহায্য করে। কারবার বৃহদায়তনের হওয়ায় এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। তাছাড়া এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় বলে বিভিন্ন পদে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ নেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনেক বেকার কাজের সুয়োগ পায়। তাই বলা যায়, একমালিকানা ও অংশীদার কারবার অপেক্ষা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক উত্তম।

প্রা ১১৪ মনুষ্যস্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত অসহায় ও দূর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ বিতরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ, শিক্ষা ও পুষ্টি উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়নে NGO ব্যাক, আশা, প্রশিকা বিদেশি NGO যেমন— কারিতাস ইত্যাদি এবং বিদেশি দাতা সংস্থা WB, DE, USAID, JICA, ADB কাজ করে থাকে।

ক, সংগঠন কাকে বলে?

খ. যৌথমূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন ধরনের সংস্থাসমূহের শ্রেণিবিন্যাস কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশীয় সংস্থাসমূহের ভূমিকা আলোচনা কর।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সৃষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বিধিবিধান দ্বারা গঠিত হয় বলে
দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারকে এক অর্থে দীর্ঘস্থায়ী বলা যায়। কারণ একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যের্প ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এর্প কোনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। এর্প ব্যবস্থাপনার কারণে যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশে কর্মরত সংস্থাগুলোকে জাতীয় বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে এদের শ্রেণিবিন্যাস করা হলো—

জাতীয় বেসরকারি সংস্থা (National NGO): গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ব্যাক, প্রশিকা, আশা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (INGO): এসব বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কর্মরত। বিদেশি অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সংস্থাগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; যেমন— কারিতাস, কেয়ার বাংলাদেশ, এসওএস, সেভ দা চিলছেন, কনসার্ন, ওয়ান্ড ভিশন, টেরেডস হোমস ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা (International Associate NGO): জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচালিত বেসরকারি সংস্থানসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থানসমূহ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের কাজ হলো উল্লিখিত সংস্থার অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। বিশ্ব ব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাইকা, এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, অক্সফাম, ইউকেএইড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জাতিসংঘের অজাসংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে বিশ্ব শ্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইউনিসেফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশীয় সংস্থা অর্থাৎ ব্যাক, আশা ও প্রশিকার ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

ব্র্যাক: বর্তমানে বাংলাদেশর প্রায় সব জেলাতেই ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। ব্র্যাকের কার্যক্রমগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি: গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে কিছুসংখ্যক কেন্দ্রের সুগঠিত দলের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা দল উভয়ই রয়েছে। গ্রুপ গঠনের প্রক্রিয়া অন্যান্য সংস্থাগুলোর মতোই হয়ে থাকে। আর এই গ্রুপের মাধ্যমেই তাদের ঋণ দেওয়া হয়। গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক প্রকল্প হচ্ছে আড়ং। গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি কাপড় কিনে আড়ং-এর মাধ্যমে শহরে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শিক্ষা কর্মসূচি: ব্যাকের শিক্ষা পশ্বতি উদ্ভাবনীমূলক ও কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এ কার্যক্রম দেশব্যাপী অল্প সময়ে শিক্ষা বিস্তার লাভে সাহায্য করেছে। শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ব্যাক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেসব বিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে থাকে। সম্প্রতি ঢাকায় ব্যাকের পরিচালনায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি: ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে খাবার স্যালাইন, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আশা: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজভ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ NGO কার্যক্রম শুরু করে। এটি বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর, দুত বিকাশমান ক্ষুদ্র ঝণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঝণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৪ লক্ষ জন উপকারভোগীর মধ্যে প্রায় ২০,৯০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাঁড়িয়েছে ১,২৭,৩৫৭.৩৯ কোটি টাকা এবং আদায় ১,১১,১৮৯.৮০ কোটি টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ পৃষ্ঠা ১৯৬)।

প্রশিকা: ১৯৭৫ সলে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিকা দেশের ৫৯টি জেলার ২৪,২১৩-টি গ্রাম ও ২,১১০-টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্রখণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৫,৪০৫.৫৭ কোটি টাকা খাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫,৯৩৬.৩৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

প্রম ▶১৭ সুজন সাহেব একজন দক্ষ উদ্যোক্তা। তার নিজস্ব মূলধন, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুদ্ধিমন্তা, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধানের এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ফলে A প্রতিষ্ঠানটির পণ্যটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কিন্তু রাজিব সাহেব একটি স্থনামধন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান B-এর প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছেন। কারণ B প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ঝুঁকি কম, স্থায়ীত্ব অধিক। সীমাবন্দ্ধ দায় এবং এই কারবারের প্রতি জনগণের আস্থা অধিক থাকে।

/ভিকারুনিসা দুন স্কুল এক কলেজ, ঢাকা। প্রায় নং ৮/

- ক. সংগঠন কী?
- খ. কোন ধরনের কারবারে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় ঘটে? ব্যাখ্যা কর।

 • ২
- গ. A প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তা চিহ্নিত করে তার বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ঘ. সীমাবন্ধ দায় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে A অপেক্ষা B প্রতিষ্ঠানটির জনগণের নিকট অধিক জনপ্রিয়। উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় উপকরণ যেমন, ভূমি, শ্রম ও মূর্লধনের সমন্বয় সাধন এবং কারবার পরিচালনার কাজকে সংগঠন বলে।

একমালিকানা কারবারে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয়ে ঘটবে।

একমালিকানা কারবারে ব্যক্তি একাই সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ
বুন্ধিমত্তা ও দক্ষতা ব্যবহার করে উৎপাদন পরিচালনা করে থাকেন। মালিক
একাই তার ব্যবসায়ে পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ করে এবং
এগুলো কীভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে উৎপাদন বৃন্ধি করা যায় সে বিষয়ে
সিম্পান্ত গ্রহণ করে। সর্বাধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত থেকে উৎপাদন
পরিচালনায় সরবরাহকৃত মুলধনের পাশাপাশি নিজম্ব বুন্ধিমত্তাকে কাজে
লাগিয়ে এ ধরনের কারবার পরিচালনা করা হয়। তাই বলা যায়,
একমালিকানা কারবারে প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় ঘটে।

গ্র উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, 'A' প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

যে কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা কারবার গঠনের জন্য আইনের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে তা দুতই গঠন করা যায়। তাছাড়া; এখানে কারবার পরিচালনার ব্যাপারে অন্য কারো পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে না। এজন্য কারবার পরিচালনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে দুতই সিম্পান্ত গ্রহণ করা যায়। একমালিকানা কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে বলে এ কারবারে লাভ-ক্ষতির অংশীদার অন্য কেউ হয় না। এছাড়া একমালিকানা কারবার যেখানে স্থাপিত হয় তার আশপাশের খরিদ্ধারদের সাথে মালিক এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেলামেশার ফলে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা ব্যবসায়ীর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এখানে মালিকের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে স্থাপিত হয়। যার ফলে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রতি গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে শুঙ্খলা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় সুজন সাহেবের নিজম্ব মূলধন, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুন্ধিমত্তা, সৃষ্টিশীল দূরদর্শিতা, তত্ত্বাবধান এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ফলে 'A' প্রতিষ্ঠানটির পণ্যটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে 'A' প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া কারবারের অন্তর্গত।

য় উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'A' অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি তথা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক কার্যকর ও যুক্তিযুক্ত।

যৌথ মূলধনী কারবার অনেক দিক থেকে একমালিকানা কারবার অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল। কারণ, এ কারবারের শেয়ারগুলো কম মূল্যের হওয়ায় সমাজের বিভশালী লোকদের সাথে নিম্ন আয়ের লোকেরাও তাদের স্বল্প সঞ্জয় শেয়ার ও বভ ক্রয়ে বয়য় করতে পারে। এভাবে ক্ষুদ্র সঞ্জয়কারী শেয়ার ও বভের লভ্যাংশ পেয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া এ কারবার বৃহদাকার ও পুঁজিবহুল হয় বলে এতে বয়য়বহুল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বয়বহার করা সম্ভব হয়। পণ্যের মানোয়য়ন ও উৎপাদন বয়য় স্রাসের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সহায়ক এবং এ কারবারে মূলধন বেশি থাকায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগের ফলে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

তাছাড়া যৌথ মূলধনী কারবার শেয়ার বিক্রির মধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে এখানে মূলধন নিবিড় বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ব্যয় সংকোচ সুবিধা

ভোগ করা যায়। অর্থাৎ কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব। আবার যৌথ
মুলধনী কারবার বিভিন্নভাবে অধিক কর্মসংস্থানেও সাহায্য করে।
কারবার বৃহদায়তন হওয়ায় এখানে অনেক লোকের কর্মস্থান হয়।
তাছাড়া এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় বলে বিভিন্ন পদে বিশেষজ্ঞ,
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনেক
বেকার লোকের কাজের সুযোগে ঘটে।
সুতরাং বলা যায়, অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি 'A'

প্রশ্ন ►১৯ X, Y ও Z তিন বন্ধু চুক্তিবন্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনজনের মালিকানা অংশও সমান না। মূলধন স্বল্পতার কারণে তারা লাভবান হচ্ছেন না। সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য তারা শেয়ারও বিক্রি করতে পারছেন না। অথচ পাশের সানরাইজ লিমিটেড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠানে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করেছে।

|वीत्रत्यष्ठं नृत (याशयम भावनिक करनज, जका | अथ नः ४/

ক. যৌথ খাত কী?

খ. সংগঠন বলতে কী বোঝায়?

অপেক্ষা 'B' প্রতিষ্ঠানটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

গ, উদ্দীপকের তিনজনের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তিন বন্ধুর প্রতিষ্ঠানকে উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের মত রূপান্তর করা যায় কী এবং কীভাবে?

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সমন্বয় দ্বারা যখন ব্যবসায় পরিচালিত হয় তখন এ ধরনের মিশ্র খাতকে যৌথ খাত বলে।

য সংগঠন হলো উৎপাদনের একটি অন্যতম উপকরণ।
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা ভূমি, শ্রম, মূলধন ও
সংগঠন। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎপাদন
পরিচালনা করতে হয়। তাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ
সংগ্রহ এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন কার্যক্রমকে বলে সংগঠন।

🗿 সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

য সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১১৯ তারেক এবং তার বন্ধু পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তিবন্ধ হয়ে একটি পোল্টি ফার্ম গঠন করে তা সফলভাবে পরিচালনা করছে। ব্যবসায়ের মুনাফা ও অন্যান্য বিষয় তারা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সিন্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা দুজনেই ফার্মের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে এবং মূলধনের অনুপাতে লাভলোকসানের ঝুকি বহন করে। মূলত পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তারা ফার্মটি পরিচালনা করছে।

· | न्यायनाम जारें जियान करनज, चिमशीख, जाका | श्रम नः १/

7

क. এकमानिकाना कांद्रवाद की?

খ. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলতে কী বুঝ?

গ, উদ্দীপকে দুই বন্ধুর কারবারকে কোন ধরনের কারবার বলা যায়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

তারেক ও তার বন্ধু ব্যবসাক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যায় পড়তে
পারে বলে তুমি মনে কর?
 ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কারবারে একজন মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করে, তাকে এক-মালিকানা কারবার বলে।

থ সরকার কর্তৃক আইনের আওতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র পরিচালনায় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বায়ন্তশাসন ভোগ করে থাকে। বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের আওতাধীনে থেকে এসব প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র পরিচালনায় পরিচালিত হয়। সকার এসব প্রতিষ্ঠানে কোনো সিম্বান্ত চাপিয়ে দেয় না। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানার প্রশাসিক সরকারি আনুকূল্যও লাভ করতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের অমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুর্বলতা এড়ানোর জন্য এবং প্রশাসনে গতিশীলতা ও প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বায়ন্ত্রশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

 তারেক সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত প্রথম উদ্যোগটি হলো একটি অংশীদারি কারবার।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করেন। এখানে সম্পাদিত চুক্তিতে অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব ও সরবরাহকৃত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। তাছাড়া চুক্তিতে কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি, আনুপাতিক সংগ্রিষ্টতা, অর্থ সংগ্রহ ও নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে শর্তাদি উল্লেখ থাকে। গঠনকারী সদস্যগণ সমিলিতভাবে অথবা সদস্যদের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। ন্যুনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারেন। পারস্পরিক বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। অংশীদারদের স্বাই যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে অসীম দায়িত্ব পালন করে।

য উদ্দীপকের তারেক ও তার বন্ধুর গঠন করা পোন্টি ফার্মের ব্যবসায়টি একটি অংশীদারি কারবার, যেখানে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। তারেক ও তার বন্ধু ব্যবসায় ক্ষেত্রে উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

উদ্দীপকের তারেক সাহেব ও তার ৭ জন বন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে

তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন।

এ থেকে বোঝা যায়, তারা অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেছেন।

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। ন্যূনতম ২ জন ও সর্বোচ্চ ২০ জন এ কারবারের সর্দস্য হতে পারে। ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবন্দ্ব হয়ে এ ধরনের কারবার গঠন করা হয়। মূলত পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই অংশীদারি কারবার পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের তারেক ও তার বন্ধুর পোল্ট্রি ফার্ম তথা অংশীদারি কারবারটি কিছু সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কিছু সমস্যায় পড়তে পারে। তারেক ও তার বন্ধুর কারবারটি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবন্ধ হয়ে গঠন করা হয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে অন্য আর কোনো অংশীদার নেই বলে ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন হবে। এছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে যদি কোনো কারণে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা দেয় তাহলে যেকোনো সময় ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া মাত্র দু'জন অংশীদারের দ্বারা ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেয়া কন্টকর হয়ে পড়বে। এতে করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সমপ্রসারণ করা সম্ভবপর হবে না। অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণ এর দায় অসীম থাকে। ব্যবসায়ের থুকি কিংবা লোকসানের পুরোটাই অংশীদারদের বহন করতে হয় বলে ঋণদাতা যেকোনো অংশীদারের কাছ থেকে ঋণের পুরোটাই আইনগতভাবে আদায় করতে পারে।

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপরে আলোচিত অসুবিধাগুলো উদ্দীপকের তারেক ও তার বন্ধু প্রতিষ্ঠিত পোন্ট্রি ফার্ম তথা অংশীদারি কারবারের সাথে জড়িয়ে থাকে এবং উক্ত অসুবিধাগুলো বেশ জটিল। তারেক ও তার বন্ধু ভবিষ্যৎ ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোচ্য অসুবিধা বা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ►২০ X ও Y দুটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। X প্রতিষ্ঠানের পুঁজি কম, তাই উৎপাদনও কম। উৎপাদন ক্ষেত্রে দুত সিম্পান্ত নিতে পারলেও পুঁজির ঘাটতি এবং ব্যাংক ঋণের অভাবে X প্রতিষ্ঠানটি তার বাজার সম্প্রসারণ করতে পারছে না। অন্যদিকে, Y প্রতিষ্ঠানটি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। এমনকি প্রচুর ব্যাংক ঋণও পেয়ে থাকে।

ক. সংগঠক কাকে বলে?

খ. সংগঠককে শিল্পের চালক বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের X ও Y কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের

গুরুত্ব অধিক বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের ঝুঁকি বহনসহ যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে।

উৎপাদন কাজে যে ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করেন তাকে সংগঠক বলা হয়। কোনো কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ একত্রিত করেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি সংগঠকই বহন করেন। এজন্য তাকে শিল্পের চালক (Captain of Industry) বলা হয়।

া উদ্দীপকে 'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো একচেটিয়া কারবার এবং 'Y' প্রতিষ্ঠাটি হলে যৌথমূলধনী কারবার। নিচে এদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো।

 একমালিকানা ব্যবসা হলো একজন ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত্ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবার হলো কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা যৌথভাবে মূলধন সংগ্রহ করে পরিচালিত কারবার।

একমালিখানা কারবারে সিন্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হয়। কিন্তু য়ৌথ মূলধনী
কারবারে সিন্ধান্ত গ্রহণ তুলনামূলক একটু দেরি হয়।

একমালিকানায় মূলধন সংগ্রাহের পরিমাণ কম হয়। পক্ষান্তরে যৌথ
 মূলধনী কারবারের দায়িত্ব বেশি হওয়ায় মূলধন সংগ্রাহের পরিমাণ
 অনেক বেশি হয়।

উদ্দীপকৈ লক্ষ করা যায়, 'X' প্রতিষ্ঠানটি সিন্ধান্ত গ্রহণ দুত হলেও পুঁজির পরিমাণ কম এবং ঋণের অভাবে ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদন পরিচালনা করে। অন্যদিকে 'Y' প্রতিষ্ঠানটি বাজারে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অধিক পুঁজি সংগ্রহ করে বৃহদায়তনে উৎপাদন পরিচালনা করে। তাই বলা যায়, 'X' ও 'Y' প্রতিষ্ঠান দুটি যথাক্রমে একমালিকানা ও যৌথ মূলধনী কারবার এবং এদের মধ্যে উপরে উল্লিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে
উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ও 'Y' প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলকভাবে 'Y'
প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি।

'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো একমালিকানা কারবার যেখানে উৎপাদন অত্যন্ত কম ও কর্মসংস্থানের সুযোগও একেবারে সীমিত। এদিক থেকে 'Y' প্রতিষ্ঠানটি যৌথ মূলধনী কারবার হওয়ায় সেখানে উৎপাদন বেশি ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নর জন্য যৌথ মূলধনী কারবারের বিস্তৃতি দরকার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনসংখ্যা ও তার দুত বর্ধিষ্ণু বৃন্ধির দরুন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা দুত বাড়ে। এর্প চাহিদা পূরণের জন্য বৃহদায়তনের উৎপাদন একান্ত প্রযোজন। এজন্য যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে কম খরচে অধিক উপাদন করতে সক্ষম। ফলে বর্ধিত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পুরণ করে।

বাংলাদশের মতো জনবহুল উন্নয়নীশল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা প্রকট যা তাদের দুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো সাধারণত বৃহদায়তনের হয় বলে সেখানে বহু লোকের কমংস্থান হয়। এভাবে কোম্পানিগুলো দেশের বেকারত্ব লাঘব করে, মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সমাজকে বেকারত্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে। সূতরাং বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে উল্লিখিত উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকলেও একমালিকানা কারবারের চেয়ে যৌথ মূলধনী কারবারের গুরুত্ব অধিক।

প্রশা>২১ করিম কৃষি উপকরণ তৈরির কারখানায় কাজ করে। আর মনে মনে স্বপ্ন দেখে সেও একদিন একটি কারখানার মালিক হবে। সে কাজে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা উদ্যোক্তা হবার। /আবদুল কাদির মোলা সিটি কলেজ, নরসিংদী ৳ প্রশ্ন নং ১০/

ক. একমালিকানা কারবার কী?

খ. সংগঠনকে শিল্পের চালক বলা হয় কেন?

গ. একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে করিম কী কী যোগ্যতা অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা করো।

2

ঘ. উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে করিমের করণীয় সম্পর্কে ধারণা দাও।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্রিকোনো ব্যক্তি এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, ঝুঁকি ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ করলে তাকে একমালিকানা কারবার বলে।

সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করে উৎপাদনকে সফল করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিন্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষত্রে প্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। সংগঠক উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান করেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, অব্যাহতভাবে উৎপাদন চালিয়ে যান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করেন। তার এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে গঠিত কারবার মুনাফা অর্জন করে ও ব্যবসায়ে টিকে থাকে। এসব কারণে সংগঠককে উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়।

প্র একজন শিল্প উদ্যোক্তা হতে করিমের সাংগঠনিক সক্ষমতা, উদ্যোক্তার আকাঙ্কা, বৃদ্ধিমন্তা, কর্মে দৃঢ়তা এবং দূরদর্শিতার যোগ্যতা আছে।

যে কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সফলতা সংগঠকের দক্ষতা, কর্মনিপূণতা ও বুন্ধিমন্তার উপর নির্ভর করে। তাই উৎপাদনের উপাদানসমূহের সুষ্ঠ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করাই হলো সফল সংগঠকের দায়িত্ব। তাছাড়া সফল উদ্যোক্তার জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য। সেই সাথে উপস্থিত ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্যোক্তাকে চৌকস ও বুন্ধিমান হতে হবে। কারণ সামান্য পুঁজি ও সম্পদ নিয়ে অনেকে বুন্ধিমন্তার গুণে সফল উদ্যোক্তা হয়েছে। আবার, একজন সফল উদ্যোক্তা স্দৃঢ়ভাবে কর্মে নিয়োজিত থাকেন এবং কর্মে জয়লাভ করেই ক্ষান্ত হন। তাছাড়া একজন সফল উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ হলো দূরদর্শিতা। এর মাধ্যমেই একজন উদ্যোক্তা বর্তমানে ভবিষ্যৎকে পরিগণনা করেন।

করিম কৃষি উপকরণ তৈরির কারখানার কাজ করতো এবং সে কাজ শেখার মাধ্যমে এরকম একটি কারখানার মালিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। করিমের মধ্যে সংগঠকের দক্ষতা, কর্মনিপূণতা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা রয়েছে। তাই বলা যায়, করিম একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পারবে।

য় উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য করিমকে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

কীভাবে উৎপাদন করা হবে, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মিশ্রণ কীরূপ হবে, উৎপাদিত দ্রব্যই বা কী হবে, কী ধরনের শ্রমিক নির্ধারণ করা হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উদ্যোক্তাকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিন্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া, উৎপাদিত দ্রব্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য কতটুকু দ্রব্য উৎপাদন করা উচিত, উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে কীভাবে উৎপাদন থরচ নিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় এর্প সিন্ধান্ত উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, শ্রম ও মূলধন এ তিনটি উপকরণের সমন্বয়-সাধন করে সংগঠক। উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষ শ্রমিক নির্ধারণ করে এবং উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। উদ্যোক্তা ছাড়া উৎপাদনকে কল্পনা করা যায় না। ব্যাংকের সুদের হার এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হারের সাথে নিজের মূলধনের সমন্বয়-সাধনের কাজ উদ্যোক্তাকে করতে

হয়। তাছাড়া, উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে হয়। দক্ষতার ওপর নির্ভর করে শ্রমিক ও কর্মচারীদের উৎপাদনের পরিমাণ বা কাজের পরিমাণ। তাই সংগঠককে দক্ষতার সাথে তত্ত্বাবধান করতে হয়। আবার, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে উদ্যোক্তা আয় করে থাকে। উপার্জিত আয় উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে বা কোন অনুপাতে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে তা উদ্যোক্তা নির্ধারণ করে থাকে।

সূতরাং উপরের আলোচনায় উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে করণীয় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশা > ২২ কাশেম ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। তার ব্যবসা বড় হলে সে তার আরো ৩ বন্ধুকে অংশীদার করে। পরবর্তী সময়ে তাদের ব্যবসা আরো বড় হলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নিবন্ধন করে। বর্তমানে তার কোম্পানি পৃথিবী বিখ্যাত। /আনন্দ মোহন কলেজ, মামনসিংহ । প্রশ্ন নং ৮/ক. সংগঠন কী?

খ. সংগঠক উৎপাদনের প্রাণ— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে কী কী ধরনের সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

ঘ. মূলধন গঠনে স্টক এক্সচেঞ্জ এর ভূমিকা বর্ণনা কর।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

য যেকোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সফলতা সংগঠকের দক্ষতা কর্মনিপুণতা ও বুস্ধিমন্তার ওপর নির্ভর করায় সাংগঠককে উৎপাদনের প্রাণ বলা হয়।

সংগঠক ও উদ্যোক্তার যোগ্যতা ও গুণাবলির ওপর সংগঠনের সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে। এজন্যই উদ্যোক্তার গুণাবলি ও যোগ্যতার কারণে ক্ষুদ্র প্রচেম্টা বৃহৎ ব্যবসায় রূপ নেয়। আবার দক্ষতার অভাবে ব্যবসায় ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বাস্তবে এসবের জ্বলন্ত প্রমাণ ও উদাহরণ বিদ্যমান। সেজন্য অধ্যাপক মার্শাল সংগঠককে 'Captin of the Industry' বলেছেন। সূতরাং প্রতিটি সংগঠকই উৎপাদনের প্রাণ হিসেবে বিবেচ্য হয়।

পা কাশেমের প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে একমালিকানা কারবার ছিল। পরবর্তী সময়ে আরো তিনজনকে একত্রিত করায় প্রতিষ্ঠানটি অংশীদার কারবারে পরিণত হয়। সর্বশেষে তাদের প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধনের মাধ্যমে যৌথমূলধনী কারবারে পরিণত হয়।

যে কারবারে মাত্র একজন মালিক থাকে তাকে একমালিখানা কারবার বলে। উদ্দীপকে কাশেম ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেন সেটি একমালিকানা কারবারের স্বরূপ। আবার পরস্পর পরিচিত দুই বা ততােধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাদের মূলধন একত্রিত করে চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার প্রতিষ্ঠান করে, তাকে অংশীদারি কারবার বলে। পর্যাপ্ত মূলধন, ঝুঁকি যৌথভাবে বহন, যৌথ সিম্পান্ত গ্রহণ এবং দক্ষ পরিচালনার জন্য কাশেম তার আরাে তিন বন্ধুকে নিয়ে অংশীদারি কারবার গড়ে তুলেন। অন্যদিকে যৌথমূলধনী কারবার বলতে বহুসংখ্যক ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় গঠিত কারবারকে বাঝায়। যৌথমূলধনী কারবার অতি সহজে শেয়ার, ঋণপত্র বিক্রি করে, ঋণ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হয়। সেজন্য কাশেমরা তাদের ব্যবসা আরও বড় করলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধন করে।

ব দেশের পুঁজি গঠনে শেয়ারবাজার নানাভারে ভূমিকা রাখে। মূলধন গঠনে শেয়ারবাজারের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথমত, শেয়ারবাজার দেশে পুঁজি গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। শেয়ারবাজারে বিশেষ করে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার প্রতিনিয়ত বেচাকেনা হয়। এর ফলে পুঁজির গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, শেয়ারবাজার দেশে পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে অনেক উচ্চবিত্ত লোক আছে যারা প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের সঞ্জয়কে কোনো উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার না করে অলসভাবে ফেলে রাখে। শেয়ারবাজার এসব সঞ্জয়কারীদের অলস অর্থকে বিনিয়োগ করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, শেয়ারবাজার দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী আছে যারা তাদের সঞ্চয় বা জামানতকে বিনিয়োগের কাজে খাটাতে চায়। কিন্তু বর্তমান বৃহদায়তন শিল্পের যুগে কোনো ক্ষুদ্র আমানতকারীর পক্ষে এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয় করে তারা যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে শেয়ারবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। চতুর্থত, শেয়ারবাজার জনগণকে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে। পণ্য বাজারের মতো শেয়ারবাজারেও জনগণ ইচ্ছামতো যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। আবার, ইচ্ছা করলে প্রয়োজনের সময় এসব শেয়ার বিক্রি করে নগত টাকা ফেরত পেতে পারে। এ কারণে জনগণ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। ফলে শেয়ারবাজারের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্ররা > ২০ মি. অজয় তার ১০ জন বন্ধু মিলে কোম্পানি আইনের আওতায় একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করলেন। হঠাৎ মি. শফিক এই কারবার থেকে বের হয়ে নিজেই একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু এতে প্রতিনিয়ত তাকে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

|अतकाति जानिजुन इक करनन, रगुना । अन्न नः ৮|

- क. সংগঠन की?
- খ. সংগঠককে কেন ঝুঁকি বহন করতে হয়?
- গ. মি. অজয় কোন ধরনের কারবার প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে তুমি মনে কর? – ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. মি. অজয় ও মি. শফিকের খামারের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্ত্রয় সাধন এবং কারবার পরিচালনার কাজকে সংগঠন বলে।
- যা সংগঠনের সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যবসায়ের আর্থিক ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং অশ্চিয়তা বহন করা।

একজন সফল উদ্যোক্তাকে সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা নিয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এ ধরনের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। উদ্যোক্তার পর্যবেক্ষণ সঠিক হলে, যে মুনাফা অর্জন করবে, ভুল হলে লোকসান বহন করবে। অন্য কেউ লোকসানের ঝুঁকি বহন করে না। একজন সফল উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের ওপরই সংগঠনের সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে। এজন্যই উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের যোগ্যতা বা গুণাবলির কারণেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বৃহৎ ব্যবসায় রূপ নেই।

জদীপকে মি. অজয় তার ১০ বন্ধুকে নিয়ে প্রথম অবস্থায় য়ৌথ
মূলধনী কারবারের অন্তর্গত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গড়ে তুলেছেন।
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুজন এবং
সর্বাধিক পঞ্চাশ জন। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এ কোম্পানি পুঁজি সংগ্রহ
করে; তবে এটি জনগণকে শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না
এবং শেয়ার হস্তান্তরও করতে পারে না। যারা এ কোম্পানি গঠন করে
তারা নিজেরাই অর্থাৎ কোম্পানির সদস্যরাই এর শেয়ার ক্রয় করে। তবে
প্রয়োজনে কোম্পানি ব্যাংক বা কোনো লিজিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ
করেও পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। এ কোম্পানিকে নিবন্ধিত হতে হয়;
নিবন্ধন পাওয়ার পরই এ কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পচিলনা পর্যদ ছোট ও সদস্য সংখ্যা কম থাকায় কোম্পানির সাধারণ বা কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুত সিন্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া, সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় এখানে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন দিক বা বিষয়ের সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অবস্থার সাদৃশ্য দেখা যায়। মি. শফিকের কারবার হলো এক্মালিকানা কারবার যেখানে উৎপাদন অত্যন্ত কম ও কর্মসংস্থানের সুযোগও একেবারে সীমিত। এদিক থেকে মি. অজয়ের কারবার যৌথ মূলধনী করবার হওয়ায় সেখানে উৎপাদন বেশি ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উল্লয়নের জন্য মি শফিককের মতো নয়, বরং মি. অজয়ের মতো কারবারের বিস্তৃতি দরকার। নিচে এ বিষয়টির সত্যতা যাচাই করা হলো।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনসংখ্যা ও তার দুত বৃদ্ধির দরুন বিভিন্ন দ্রব্য সেবাকর্মের চাহিদা দুত বাড়ে। এর্প বর্ধিষ্ণু চাহিদা প্রণের জন্য বৃহদায়তনের উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বৃহদায়ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা ভোগ করে কম খরচে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম। ফলে বর্ধিত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করে।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা প্রকট যা তাদের দুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। যৌথ মূলধন কোম্পানিগুলো সাধারণত বৃহদায়তনের হয় বলে সেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এভাবে কোম্পানিগুলো দেশের বেকারত্ব লাঘব করে, মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সমাজকে বেকারত্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে।

সুতরাং বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মি, শফিকের মতো নয় বরং মি, অজয়ের মতো কারবারের বিস্তৃতি অধিক প্রয়োজন।

প্রন্ন > ২৪ শফিক ও তার ৫ বন্ধু মিলে ঢাকায় 'সুগন্ধা গার্মেন্টস' নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানা প্রতিষ্ঠা করল। চুক্তিভিত্তিক গঠিত কারখানায় অর্থের সংকট মোকাবিলা করার জন্য সকল সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানটি সমস্যা বৃদ্ধি করল। পরবর্তীতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সদস্য হয়ে জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করল।

|वगुड़ा क्राचिमायचे भावतिक स्कूत ७ कानवा । अस मः ४/

ক. সংগঠন কী?

খ. উদ্যোক্তা কী কী কাজ করে?

গ. সুগন্ধা গার্মেন্টস প্রথমে কোন ধরনের সংগঠন ছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পরবর্তীতে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সুগন্ধা গার্মেন্টস ক ধরনের সংগঠন হলো বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সাধন এবং কারবার পরিচালনার কাজকে সংগঠন বলে।

যা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করে থাকে।
সংগঠকের প্রধান কাজগুলো হলো-লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন,

সংগঠনের এবাদ কাজাপুলো হলো-গান্ধা, শার্ক্সনা এশর্মন, উপকরণ সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ, তত্ত্বাবধান, শ্রমবিভাগের প্রবর্তন, ঝুঁকি বহন, বাজারজাতকরণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, যোগাযোগ রক্ষা, নতুনত্ব প্রবর্তন, আয় বন্টন, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, মুনাফা অর্জন, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি।

গ শফিক সাহেব ও তার বন্ধুদের দ্বারা গঠিত 'সুগন্ধা গার্মেন্টসটি' হলো একটি অংশীদারি কারবার।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করেন। এখানে সম্পাদিত চুক্তিতে অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব ও সরবরাহকৃত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। তাছাড়া চুক্তিতে কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি, আনুপাতিক সংগ্রিক্টতা, অর্থ সংগ্রহ ও নতুন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে শর্তাদি উল্লেখ থাকে। গঠনকারী সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে অথবা সদস্যদের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কারবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারেন। পারস্পরিক বিশ্বাস এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। অংশীদারদের সবাই যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে অসীম দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকের শফিক সাহেব ও তার ৫ জন বন্ধু 'সুগন্ধা গার্মেন্ট' গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেন এবং চুক্তির মাধ্যমে সফল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ থেকে্ বোঝা যায়, তারা অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করেছেন।

আ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, শফিক ও তার ৫ জন বন্ধু মিলে প্রথম অবস্থায় যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা ছিল একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান। আর পরবর্তীতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এটি সাধারণভাবে যৌথ-মূলধনী কারবার বলে পরিচিত। বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে যৌথ-মূলধনী কারবার গঠন করেন। তারা এ কারবারের শেয়ার ক্রয় করে এর মালিক বা সদস্য হন। এ কারবার আইন সৃষ্ট ও আইন-স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে এ কারবার আইনগত বৈধতা লাভ করে এবং নিজম্ব নামে জনগণের কাছে পরিচিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার চিরন্তন অন্তিত্বের অধিকারী। নতুন শেয়ারহোভারদের যোগদান, পুরাতন শেয়ার হোভারদের বিদায় অথবা মৃত্যুতে এ জাতীয় কারবারের অন্তিত্ব বিপন্ন হয় না। শেয়ারহোভারগণ এ কারবারের যথার্থ মালিক হলেও তারা এর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি পরিচালকমণ্ডলী এ কারবার পরিচালনা করে। এ কারবারের দায় শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবন্ধ; প্রত্যেক শেয়ারহোভার যত মূল্যের শেয়ার ক্রয় করেন তা পরিশোধ করার পরই তিনি দায়মুক্ত হন। এ কারবার জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। এক বা একাধিক শেয়ার ক্রয় করে যেকোনো ব্যক্তি এ জাতীয় কারবারের মালিক হতে পারেন। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। পূর্বানুমতি ছাড়াই অবাধে এর শেয়ার ক্রয় করা যায় এবং এর মালিকানার অবিরক্ত পরিবর্তন ঘটে। যৌথ মূলধনী কারবারের উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন দিক বা বিষয় উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটিকে তাই যৌথ মূলধনী কারবার বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলা হয়।

প্ররা ১২৫ মি. 'A' একক প্রচেষ্টায় 'X' প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করেন। তার প্রতিষ্ঠানের পুঁজি অল্প তাই উৎপাদন কম হয়। তার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তিনি দুত সিন্ধান্ত নিতে পারেন। অপরদিকে 'Y' প্রতিষ্ঠানটির মালিক অসংখ্য। ফলে সেখানে ঝুঁকি কম ও দায় সীমাবন্ধ, প্রতিষ্ঠানটির মূলধনও প্রচুর। প্রয়োজনে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

[দিনাজপুর সরকারি কলেজ বিপ্রা বং ৮]

- ক, অংশীদারি কারবার কী?
- খ. সংগঠককে কেন উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়?
- গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'X' প্রতিষ্ঠানটি কী ধরনের কারবার পরিচালিত করে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'X' নাকি Y' কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিস্কৃতি দরকার বলে মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবল্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করে উৎপাদনকে সফল করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিন্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। সংগঠক উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান করেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, অব্যাহতভাবে উৎপাদন চালিয়ে যান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করেন। তার এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে গঠিত কারবার মুনাফা অর্জন করে ও ব্যবসায়ে টিকে থাকে। এসব কারণে সংগঠককে উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়।

গ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' প্রতিষ্ঠানটি এক্মালিকানা কারবার পরিচালনা করে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা কারবার বলে। এ ধরনের কারবারে কোনো একজন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন সংগ্রহ করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে। তাছাড়া, একমালিকানা গঠনের জন্য আইনের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না বলে তা গঠন দুত ও সহজ হয়। এ কারবারে একজন মালিক থাকে। এজন্য সিম্পান্ত গ্রহণ দুত হয়। তবে স্বল্প মূলধনের কারণে উৎপাদন কম হয়। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি 'A' একক প্রচেন্টায় 'X' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মি. 'A' তার নিজম্ব পুঁজিতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন বলে পুঁজি গঠন কম। তাই 'X' প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কম। তবে, প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনজনিত সিম্পান্ত দুত হয়। তাই পরিশেষে বলা যায়, 'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি এক মালিকানা কারবার।

ব একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'X' প্রতিষ্ঠানের চেয়ে 'Y' প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি দরকার বলে আমি মনে করি। 'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো একমালিকানা কারবার যেখানে উৎপাদন অত্যন্ত কম ও কর্মসংস্থানের সুযোগও একেবারে সীমিত। এদিক থেকে 'Y' প্রতিষ্ঠানটি যৌথ মূলধনী কারবার হওয়ায় সেখানে উৎপাদন বেশি ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যৌথ মূলধনী কারবারের বিস্তৃতি দরকার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনসংখ্যা ও তার দুত বর্ধিষ্ণু বৃদ্ধির দরুন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা দুত বাড়ে। এর্প চাহিদা পূরণের জন্য বৃহদায়তনের উৎপাদন একান্ত প্রযোজন। এজন্য যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে কম খরচে অধিক উপাদন করতে সক্ষম। ফলে বর্ধিত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করে।

বাংলাদশের মতো জনবহুল উন্নয়নীশল দেশগুলোতে বেকার সমস্যা প্রকট যা তাদের দুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো সাধারণত বৃহদায়তনের হয় বলে সেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এভাবে কোম্পানিগুলো দেশের বেকারত্ব লাঘব করে, মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সমাজকে বেকারত্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে। সূতরাং বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে উল্লিখিত উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকলেও একমালিকানা কারবারের চেয়ে যৌথ মূলধনী কারবারের গুরুত্ব অধিক।

প্রর ১২৬ 'ক', 'খ' ও 'গ' তিনজনে মিলে পরিকল্পনা করে একটি কারবার গঠনের। তারা পরিকল্পনামাফিক কোম্পানির নাম, উদ্দেশ্য ও মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি রেজিস্টারের নিকট দাখিল করে এবং অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদন লাভ করার পর এটি একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে। এরপর তারা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে।

- ক. সংগঠন কাকে বলে?
- খ. একক মাকিলানাধীন কারবারকে সহজ-সরল কারবার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'ক', 'খ' ও 'গ' এর সগঠনের সুবিধাগু<mark>লো</mark> বর্ণনা কর।
- ঘ. 'ক', 'খ' ও 'গ' এর সংগঠনের অসুবিধাগুলো দূর করার উপায় বিশ্লেষণ কর।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

ব একমালিকানা কারবার সহজে গঠন করা যায়। আইনের বিধি-নিষেধ না থাকায় যে কোনো সংগঠক ইচ্ছা করলেই এ ধরনের কারবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

2

এককমালিকানা বা একমালিকানা কারবার এর্প সংগঠন যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার পুঁজি, বুদ্ধি এবং দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন করে সম্পূর্ণ মুনাফার অধিকারী হয় এবং সকল ঝুঁকিও গ্রহণ করে। তাছাড়া এ কারবার গঠন করতে সরকারি কোনোে বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করতে হয় না। যে কেউ যেকোনো সময় তার নিজের অথবা ঋণ করা অর্থ নিয়ে এ কারবার গঠন করতে পারে। তাছাড়া যতগুলো কারবার আছে তার মধ্যে একমালিকানা কারবার পরিচালনা সব থেকে সহজ। কারণ মালিক নিজেই সংগঠনের সকল সিম্বান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং উপরিল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, একক মালিকানাধীন কারবার পরিচালনা সব থেকে সহজ্ ও সরল।

উদ্দীপকে 'ক', 'খ', ও 'গ' এর সংগঠনটি হলো যৌথমূলধনী কারবার।
 যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

 মৌথমূলধনী কারবার অতি সহজে শেয়ার, ঋণপত্র বিক্রি করে, ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

 এ কারবার যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে, সেই কারণে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের বয়য় সংকোচনের সুবিধাপুলো ভোগ করতে পারে।

একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল
হয়ে গেলে যের্প ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, য়ৌথমূলধনী কারবারে
এর্প কেনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার
বিক্রয়ের মাধ্যমে য়েমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন
অংশীদার কারবারে য়োগদান করতে পারে।

৫. স্বল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এ করবারের লভ্যাংশ পাওয়া যায় বলে অধিকসংখ্যক লোক এ কারবারে তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে এবং এ জন্য মানুষ সঞ্চয়ে আকৃষ্ট হয়।

শেষার করে শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। বিনিয়োগকারী ইচ্ছা
করলে তার শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত নিতে পারে অথবা নতুন
আরো শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

 এ কারবারে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকগণের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনে পুরাতন পরিচালক পরিবর্তন করে নতুন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিয়োগ করা যায়। তবে এ সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে গঠনতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়।

টে. যৌথমূলধনী কারবার আইন মোতাবেক গঠিত ও পরিচালত হয়।
 তাই এ ধরনের কারবারের ওপর লোকের পূর্ণ আস্থা থাকে।

ক; 'খ', ও 'গ' এর সংগঠনের অসুবিধাসমূহ দূর করার উপায় বিশ্লেষণ করা হলো-

১. বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক যৌথমূলধনী কারবারের কার্যক্রম সম্পাদিত হওয়ায় তারা সব সময় সততা ও আন্তরিকতার সজ্যে কাজ করে না। যদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় তবে সংগঠনের গতি-প্রকৃতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

 যৌথমূলধনী কারবারেরকাজকর্ম দেখাশোনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বেতনভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পালন করলেও আসলেই বেশি শেয়ারের মালিকেরাই ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। ফলে কার্যক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করলে কর্মক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

 এ কারবারের শেয়ারহোভার সংখ্যা অগণিত এবং তাদের অংশগুলো হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় কারবার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাথে অংশীদারদের কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকে না। যদি এদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগের ব্যবস্থা সৃষ্টি করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায় তবে সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর হবে।

যৌথমূলধনী কারবারে শ্রমিক–মালিক সম্পর্ক সবসময় ভালো থাকে না।
উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবৃঝির কারণে ধর্মঘট, লক আউট, শ্রমিক
সংঘর্ষ প্রায়ই লেগেই থাকে। এমতাবস্থায় কারবারের পরিশীলতা
বাড়াতে শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক জোরদার করা প্রয়োজন।

উপরিক্লিখিত উপায়ে যৌথমূলধনী বা উদ্দীপকের 'ক', 'খ' ও 'গ' কারবারের অসুবিধা দূর করা যায়। প্রশ্ন ▶ ২৭ মি. আহসান মণ্ডল বৃহৎ আকারের নার্সারি কার্যক্রম হাতে নিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি কিছু জমি কতিপয় স্থায়ী শ্রমিকের দ্বারা নার্সারি উপযোগী করে তোলেন এবং নার্সারি গড়ে তোলা শুরু করেন। এতে তার মোটা অভেকর টাকা ব্যয় হতে লাগল, তার কার্যক্রমে ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন। নির্দিষ্ট সময়ান্তে তিনি তার বিনিয়োগকৃত অর্থসহ মোটা অভেকর মুনাফা ফেরত পেলেন।

|वाश्यम উष्किन भाव भिश्र निरक्छन स्कूल ७ करलल, शाउँवान्था । अग्र नः २/

ক. সরকারি সংগঠন কাকে বলে?

খ. যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. মি. আইসান মণ্ডলের পরিচয় কী? তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

 ঘ. কী কী গুণের কারণে আহসান মন্ডল সফল হয়েছেন বলে তোমার মনে হয়?

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক যেসব সংগঠন পরিচালনা করা হয় তাকে সরকারি সংগঠন বলে।

য যৌথ মূলধনী কারবার আইনের বিধিবিধান দ্বারা গঠিত হয় বলে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারকে এক অর্থে দীর্ঘস্থায়ী বলা যায়। কারণ একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যের্প ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এর্প কোনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। এর্প ব্যবস্থাপনার কারণে যৌথ মূলধনী কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

গ মি. আহসান মন্ডলকে একজন দক্ষ সংগঠক বলা যায়। কারণ তিনি দক্ষতার সাথে তার নার্সারি পরিচালনা করছেন। নিচে তার কার্যাবলি ব্যাখা করা হলো-

একজন দক্ষ উদ্যোক্তা কারবারের সকল ঝুঁকি বহন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যতে উৎপাদির্ভ দ্রব্যের চাহিদা দ্রাসের ফলে কিংবা চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে যে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে তিনি তা মোকাবিলা করতে সদা সচেন্টা থাকেন। একজন দক্ষ উদ্যোক্তা লব্দ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করেন যাতে উৎপাদিত ব্যয় হয় সর্বনিম্ন অথচ মুনাফা হয় সর্বাধিক।

দক্ষ উদ্যেক্তা তার প্রজ্ঞা ও মেধার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবসদাত উৎপদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা তার অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবায়নের চেম্টা করেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উচ্চত যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মূলধন হলো কারবারের প্রাণ ও শ্রমিক হলো তার হাতিয়ার। তাই তিনি সবচেয়ে কম খরচে ও নিরাপদ উৎস্থেকে মূলধন সংগ্রহ এবং উৎপাদনের প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। এছাড়া দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি নতুন নতুন ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান ও প্রচারকাজ চালিয়ে যান। এভাবে একজন দক্ষ সংগঠক বা উদ্যোক্তা তার বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কারবারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যান।

আহসান মণ্ডলের গুণ ও যোগ্যতার ওপরই সংগঠনের সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে। এজন্যই উদ্যোক্তার গুণাবলি ও যোগ্যতার কারণে ক্ষুদ্র প্রচেম্টা বৃহৎ ব্যবসায় রূপ নেয়। নিচে আহসান মণ্ডল যেসব গুণাবলির জন্য সফল হয়েছেন তা আলোচনা করা হলো-

 সফল উদ্যোক্তার জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য। তা না হলে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

তীর আকাজ্ঞা পোষণকারী ব্যক্তিরা শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা
লাভ করতে পারেন। কারণ, আকাজ্ঞা অর্জনের তীর চাহিদা তাকে
কঠোর পরিশ্রম করতে প্রেরণা যোগায়।

উপস্থিত ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়েত্রণের জন্য উদ্যোক্তাকে চৌকস
ও বুদ্ধিমান হতে হবে। কারণ, সামান্য পুঁজি ও সম্পদ নিয়ে
অনেকে বুদ্ধিমত্তার গুণে সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন।

- 8. একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি থাকতে হবে।
- ৫. একজন সফল উদ্যেক্তাকে সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা
 নিয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।
- ৬. একজন সফল উদ্যোক্তা সুদৃঢ়ভাবে কর্মে নিয়োজিত থাকেন এবং কর্মে জয়লাভ করেই ক্ষান্ত হন।
- একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনচেতা থাকেন। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা তিনি পছন্দ করেন না।
- ৮. উদ্যোক্তা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন। একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে সূজনশীলতা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।
- ৯. সফল উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ হলো দূরদর্শিতা। এর মাধ্যমেই একজন উদ্যোক্তা বর্তমানে ভবিষ্যৎকে পরিগণনা করেন।

প্রা > ২৮ জুয়েল ও জনি দু'জন উৎপাদনকারী। জুয়েল, জনিকে বলল আমার পুঁজি সামান্য। তাই উৎপাদন কম। তবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমি দুত সিন্ধান্ত নিতে পারি। বাজার সম্প্রসারণ করতে পারছি না ব্যাংকও পর্যাপ্ত ঋণ দিচ্ছে না। জবাবে জনি বলল, আমরা প্রচুর ব্যাংকঋণ পাই। বাজারে শেয়ার বিক্রি করি। আমাদের উৎপাদন খরচও কম হয়।

|जान-जायिन वकारख्यी म्कून वक करनल, ठांमभूत । अन्न नर १/

- ক. সংগঠন কী?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে জুয়েল ও জনির কারবারের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখ।
- ঘ. তুমি কী মনে কর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জুয়েলের মতো নয় বরং জনির মতো কারবারের বিস্তৃতি দরকার? ব্যাখ্যা কর।

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

ত্র উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ ।

উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজটি সঠিকভাবে যে ব্যক্তি পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধন— এ তিনটি উপকরণের সমন্বয় সাধন করেন সংগঠক। উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষ শ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন।

- স্থা সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।
- য সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রর ১২৯ বৃঁকি গ্রহণ, অনিশ্চয়তা, তত্ত্বাবধান, উপকরণ নিয়োগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মূলধন সংগ্রহ ও নিয়োগ, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ সবই উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ। উদ্যোক্তার দক্ষতার ওপরই কারবারের দক্ষতা নির্ভর করে। এর ব্যতিক্রম হলে কারবার পভও হতে পারে।

|जान-जायिन वकाराज्यी म्कून वास करमान, ठामभूत । अस नर ३३/

- ক. অংশীদারি কারবার কী?
- খ. আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা-হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে একজন দক্ষ উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ দাও।
- ঘ. কেন একটি কারবার সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা দাও।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে। প্রাণ না থাকলে যেমন দেহের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি উদ্যোক্তা না থাকলে কারবারও চলতে পারে না।

উদ্যোক্তা কারবারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং কারবারের মৌলিক সিম্পান্ত ও নীতি গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বড় ও জটিল হয়ে পড়ায় সেখানে জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, বিনিয়োগ সমস্যার সমাধান এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয়।

প্র একজন দক্ষ উদ্যোক্তা কীভাবে তার কার্যাবলি সম্পাদন করে কারবারকে সঞ্চল করে তোলেন তার বিবরণ দেওয়া হলো—

একজন দক্ষ উদ্যোক্তা কারবারের সকল ঝুঁকি বহন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা প্রাসের ফলে কিংবা চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে যে ব্যবসায়িক অনিশ্যুতা দেখা দিতে পারে তিনি তা মোকাবিলা করতে সদা সচেন্ট থাকেন। একজন দক্ষ উদ্যোক্তা অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত উপকরণের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করেন যাতে উৎপাদিত ব্যয় সর্বনিম্ন হয় এবং মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক। দক্ষ উদ্যোক্তা তার প্রজ্ঞা ও মেধার ভিত্তিতে বাস্তুব সন্মত উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা তার অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবায়নের চেন্টা করেন। মূলধন হলো কারবারের প্রাণ আর শ্রম হলো তার হাতিয়ার। তাই একজন দক্ষ উদ্যোক্তা সবচেয়ে কম খরচে ও নিরাপদ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ ও যোগ্য শ্রমিক নিয়োগ করেন। এছাড়া দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য তিনি নতুন নতুন ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান করে।

এভাবে একজন দক্ষ সংগঠক তার বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার কারবারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যায়।

যা উদ্দীপক থেকে জানা যায়, কোনো কারবার যদি অদক্ষ উদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত হয় তবে উৎপাদন পশুও হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে কেন একটি কারবার সৃষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে পারে না তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

কোনো কারবারের উদ্যোক্তা যদি অদক্ষ হন হবে তিনি তার ঝুঁকি ঠিকমতো বহন ও অনিশ্যুতা মোকাবিলা করতে অপারগ হন। এজন্য কারবার ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। একজন অদক্ষ উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে ব্যর্থ হলে কখনো অতি উৎপাদন, কখনো নিম্ন উৎপাদন ঘটে। আবার কখনো কারখানার উৎপাদন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর্প পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো সাহস, বুন্ধি ও প্রজ্ঞা অদক্ষ উদ্যোক্তার থাকে না।

উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হলে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত প্রায়ই রক্ষা হয় না। সে অবস্থায় উৎপাদন ক্ষত্রে বিশৃঙ্খলা, সম্পদের অপচয়, কারখানার কাজ করার পরিবেশ বিনম্ট প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। সে অবস্থায় কারবারে ক্ষতি হয়। উদ্যোক্তা অদক্ষ হলে তিনি সব থেকে কম খরচে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন না।

সূতরাং বলা যায়, একজন অদক্ষ উদ্যোক্তা বিভিন্ন কারণে কারবার সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন না এবং কারবারকে সভকটের মধ্যে ফেলে।

প্রশ্ন >০০ হাফিজ মিয়া স্নাতক পাস করে চাকরি করতে চেয়েছিলেন।
কিন্তু তিনি মানসমাত বেতনের কোনো চাকরি পেলেন না। পরবর্তীতে
তিনি নিজ উদ্যোগে মূলধন সংগ্রহ করে একটি ছাগলের খামার গড়ে
তোলেন। ছাগলের উৎপাদনশীলতা ভালো হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই
তিনি একজন স্বাবলম্বী খামারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখন তার
খামারে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে। হাফিজ মিয়া একাই ব্যবসা
দেখাশোনা করেন বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা পেলেও অনেক ক্ষেত্রে
তিনি অসুবিধারও সম্মুখীন হন। লিক্ষীপুর সরকারি কলেজ । প্রশানং ৮/

- ट. সংগঠন की?
- উদ্যোক্তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কীভাবে?
- উদ্দীপক অনুসারে হাফিজ মিয়ার ছাগলের খামারটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ঘ. হাফিজ মিয়া কী কী সুবিধা ভোগ করেন এবং কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হন বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংগঠন হলো উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন এবং উৎপাদনে নিয়োগ করার প্রচেষ্টা।

ব্র একজন উদ্যোক্তা তার নিজের আয় বৃদ্ধি ও অন্য লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ একত্রিত করে উদ্যম, কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রেরণার সাহায্যে সংগঠনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাকে উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা তার বৃদ্ধিমত্তা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এর ফলে উদ্যোক্তা অধিক অর্থের মালিক হতে পারেন। যা দিয়ে তিনি মানুষকে উপহার প্রদান, দরিদ্রদের সাহায্য, দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সামাজিক সচেতনতামূলক সভা-সমাবেশ করতে পারেন। যা তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

তদীপক অনুসারে হাফিজ মিয়ার ছাগলের খামারটি হলো একমালিকানা কারবার। নিচে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন সংগ্রহ করে সে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন এবং উক্ত ব্যবসায়ের, লাভ বা ক্ষতি একাই বহন করেন, তাকে একমালিকানা কারবার বলে। এ ধরনের কারবারে মালিক একাই মূলধন সংগ্রহ করেন বলে মূলধনের পরিমাণ কম এবং ব্যবসায়ের আকার ছোট হয়ে থাকে। তাছাড়া একমালিকানা কারবারে সিম্ধান্ত গ্রহণ দুত এবং শ্রমিক-মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, স্নাতক পাস করা হাফিজ মিয়া চাকরি না পেয়ে নিজ উদ্যোগে মূলধন সংগ্রহ করে একটি ছাগলের খামার গড়ে তোলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে একজন স্বাবলম্বী খামারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। খামারটি হতে প্রাপ্ত মুনাফা একাই ভোগ করেন। অর্থাৎ হাফিজ মিয়ার খামারটি হলো একমালিকানা কারবার।

ত্র উদ্দীপকে হাফিজ মিয়া যেহেতু একাই সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা ব্যবহার করে উৎপাদন পরিচালনা করেন, তাই তার প্রতিষ্ঠানটি হলো একমালিকানা কারবার। নিচে একমালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হলো।

সুবিধাসমূহ:

- একমালিকানা কারবারে একজন মালিক থাকায় দুত সিম্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- একমালিকানা কারবারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কারণে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সবসময় ভালো সম্পর্ক বজায় থাকে।
- মালিক একজন থাকায় যেকোনো পশ্বতিতে হিসাব সম্পন্ন করা যায়। এক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

অসুবিধাসমূহ:

- একমালিকানা কারবারে মালিকের দায় অসীম। ব্যবসায়ের ক্ষতির জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পদও ব্যবহার করতে হয়।
- ঝুঁকি ভাগ করার মতো কেউ না থাকায় মালিককে অধিক ঝুঁকি বহন করতে হয়।
- একমালিকানায় একজন মালিকের পক্ষে খুব বেশি মূলধন সংগ্রহ
 করা সম্ভব হয় না। তাই এ ধরনের কারবারে স্কয় মূলধন,
 বৃহদায়তন উৎপাদনের অভাব দেখা য়য়।

মূলত এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ সুবিধার কারণে একমালিকানা কারবার বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

প্রা ►০১ মি. আলম একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। তিনি নিজেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তার দক্ষতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, একক বুদ্ধিমন্তা, নতুনত্ব প্রবর্তন, সৃষ্টিশীলতা, দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। তিনি একাই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সকল মুনাফা ভোগ করেন। সীমাহীন দায়িত্ব ও ঝুঁকির আধিক্য থাকলেও তার প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা বজায় থাকে।

ক. যৌথ মূলধনী কারবার কী?

- খ. অংশীদারি কারবারে কি পর্যাপ্ত মূলধনের যোগানদান সম্ভব? ২
- খ. অংশাদার কারবারে কি শ্বান্ত মূলবনের যোগানদান সম্ভব? ২ গ. আলম সাহেবের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।৩
- উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ধরন উল্লেখপূর্বক এর সুবিধা
 অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করো।

 ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌথ মূলধনী কারবার এর্প একটি কারবার যা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির যৌথ প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা কোনো কারবার করে তার লাভ-লোকসান ভোগ করার জন্য যৌথভাবে সাধারণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে।

আংশীদারি কারবারে অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।

অংশীদারি কারবারের মালিকরা সাধারণত সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসেন বলে তারা যথেক্ট ধন-সম্পদের মালিক হন না। এছাড়া, এ কারবারের অংশীদারদের অসীম দায়িত্ব, স্বল্প স্থায়িত্ব, কারবারের ওপর জনগণের আস্থার অভাব রয়েছে। এ জন্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারি ব্যবসায়কে ঋণ দিতে চায় না। এসব কারণে অংশীদারি কারবারে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান দান সম্ভব হয় না।

ত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত আলম সাহেব একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। সংগঠক হিসেবে তিনি নানা ধরনের কার্যাবলি পালন করে থাকেন। উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বয় করে যিনি সঠিকভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলা হয়। সাধারণত একজন সংগঠক ঝুঁকি গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, লক্ষ্য নির্ধারণের মতো কাজগুলো করে থাকেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আলম সাহেব একটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। তিনি দক্ষতার সাথে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় করেন। তাছাড়া তিনি কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে এবং ভূমি, শ্রম, মূলধনের সংমিশ্রণ কীর্প হবে- তা নিজেই নির্ধারণ করেন। এমনকি ব্যবসা থেকে অর্জিত লাভ-ক্ষতির ঝুঁকিও তিনি বহন করেন। কাজেই বলা যায়, আলম সাহেব একজন সংগঠকের যাবতীয় কার্যাবলি পালন করেন।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত মি, আলমের তৈরি পোশাক কারখানাটি হলো একমালিকানা কারবার।

যে কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে, মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে এবং এর লাভ-লোকসানের জন্যও তিনি দায়ী থাকেন, তাকে একমালিকানা কারবার বলা হয়। অতএব, একমালিকানা কারবার সম্পর্কে বলা যায়, একমালিকানা কারবার এরূপ সংগঠন যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার পুঁজি বৃদ্ধি এবং দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন করে সম্পূর্ণ মুনাফার অধিকারী হয় এবং সকল ঝুঁকিও বহন করে। অন্য সব কিছুর মতো একমালিকানা ব্যবসায়েরও একই সাথে কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিচে একমালিকানা কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হলো: উদ্দীপকের মি. আলম এর তৈরি পোশাক কারখানার মতো একমালিকানাধীন কারবারগুলো সহজে গঠন করা যায়। একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই আগ্রহসহকারে ব্যবসায়ের কার্যকলাপ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করেন। **এর ফলে তিনি সকল প্রকার অপচয় রোধ করতে সচেন্ট থাকেন এবং** বুন্ধিমত্তার সাথে অধিক যত্ন নিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। একজনমাত্র মালিক থাকেন বলে দ্রুততার সাথে সিন্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। এছাড়া মালিক নিজেই সমন্ত কাজ সম্পন্ন করে বলে ব্যবসায়ের গোপন তথ্য কেউ জানতে পারে না। এতে করে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বজায় থাকে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত সুবিধাগুলো থাকলেও একমালিকানা কারবারে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একমালিকানা কারবারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব। তাই বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ হতে মালিক বঞ্চিত থাকে। এছাড়া একজনমাত্র মালিকের সব সিন্ধান্ত নিতে হয় বলে ভুল হবার ঝুঁকি থাকে। এর্প কারবারে ভুল সিন্ধান্তের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে মালিককে একেবারে দেউলিয়া হতে হয়। এছাড়াও আয়তনে ছোট হয় বলে এ ধরনের কারবার স্বন্ধ আকারে উৎপাদন করে। যার ফলে উৎপাদন ব্যয় অধিক হয়। উৎপাদনের এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য একমালিকানা কারবারের পক্ষে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কন্টকর হয়। তাই যেকোনো সমর এ ধরনের কারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

মূলত এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ সুবিধার কারণে একমালিকানা কারবার বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

প্রসা > তহ জনাব আবদুর রহিম তার করেকজন বন্ধু মিলে আইনগতভাবে চুক্তিবন্ধ হয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু মূলধনের অভাবে তারা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করতে পারছে না। তাই তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন।

ক, এনজিও কী?

- খ. আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাকে 'কারবারের প্রাণ' বলা হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকে জনাব আব্দুর রহিম ও তাঁর বন্ধুদের বর্তমান ও পূর্বেকার প্রতিষ্ঠানের ধরন ব্যাখ্যা কর।
- জনাব আব্দুর রহিম ও তাঁর বন্ধুদের পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান অপেকা

 রর্তমান প্রতিষ্ঠান অনেক সুবিধাজনক

 তোমার মতামত দাও।

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি মালিকানা বা যৌথ উদ্যোগে যে সংগঠন সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে এনজিও বলে।

সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করে উৎপাদনকে সফল করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিন্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। সংগঠক উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান করেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, অব্যাহতভাবে উৎপাদন চালিয়ে যান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করেন। তার এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে গঠিত কারবার মুনাফা অর্জন করে ও ব্যবসায়ে টিকে থাকে। এসব কারণে সংগঠককে উৎপাদনের চালিকাশক্তি বা প্রাণ বলা হয়।

ন উদ্দীপকে জনাব আব্দুর রহিম ও তার বন্ধুদের বর্তমানের প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান এবং পূর্বের প্রতিষ্ঠানটি ছিল অংশীদারি প্রতিষ্ঠান।

বহুসংখ্যক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে মূলধনের যোগান দিয়ে যৌথভাবে যে কারবার প্রতিষ্ঠা করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। এ কারবারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রি করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে যৌথ মূলধনী কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদন করা যায়।

অন্যদিকে অংশীদারি কারবার বলতে সেই প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে দুই বা ততাধিক ব্যক্তি চুক্তিবন্ধ হয়ে নিজ উদ্যোগে মূলধন গঠন করে কারবার পরিচালনায় নিয়োজিত হয় এবং উক্ত মূলধনের অনুপাতে অর্জিত সকলে মুনাফা বন্টন করে নেয়। তবে এ কারবার ইচ্ছা করলেই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে মূলধন সংগ্রহ করচ্চে পারে না। এছাড়াও কোনো

অংশীদার তার অংশ বা শেয়ার অন্য কারো কাছে হস্তান্তর বা বিক্রি করতে পারে না। চুক্তি মোতাবেক সকল সদস্যের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কারবার পরিচালিত হয় বলে কোনো অংশীদার মারা গেলে, পাগল হলে বা দেউলিয়া হলে আইনগতভাবে উক্ত কারবার বন্ধ হয়ে যায়।

য় জনাব আব্দুর রহিম ও তার বন্ধুদের পূর্বেকার প্রতিষ্ঠান তার অংশীদারি কারবার অপেক্ষা বর্তমান প্রতিষ্ঠান বা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক সুবিধাজনক।

অংশীদারি কারবারের অসুবিধাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য যৌথ মূলধনী কারবারের উদ্ভব হয়েছে। এ কারবারে বহুসংখ্যক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। তাছাড়া, এ কারবারের শেয়ার বাইরে জনগণের কাছে বিক্রি করা যায় বলে শেয়ার হস্তান্তরের সুযোগ থাকে। ফলে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এরূপ মূলধন সংগ্রহের সুযোগ থাকায় এ কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ারহোভারদের অনুপস্থিতিতে কারবারের অন্তিত্বে কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই যৌথ মূলধনী কারবারের স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়। অন্যদিকে, অংশীদারি কারবার শেয়ার হস্তান্তরের কোনো সুযোগ থাকে না বা মূলধন বাড়ানোর জন্য ইচ্ছা করলেই অংশীদারের সংখ্যা বাড়ানো যায় না। এজন্য কারবার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ বা সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সুতরাং উপরের আলোচার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, অংশীদারি কারবার অপেক্ষা যৌথ মূলধনী কারবার অধিক সুবিধাজনক। কারণ, যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধন সংগ্রহের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে এবং এ সংগঠন অংশীদারি কারবারের তুলনায় অধিকতর স্থায়ী।

প্রয় ▶৩৩ সাহিদুল ইসলাম। ডাক নাম সাঈদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ হতে এমবিএ শেষ করে চাকরি না খুঁজে গরুর খামার স্থাপন করেন। বর্তমান সময়ে খুব আলোচিত একজন মানুষ। উনার একক নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনায় খামারটি বর্তমানে দেশের বিখ্যাত খামারের একটি। অন্যদিকে সাঈদের কয়েকজন বন্ধু মিলে একই রকম খামার গড়ে তুললেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়।

|कब्रवाजात मतकाति करमज । श्रभ नः ১১/

ক, অংশীদারি কারবার কী?

খ. "চক্তিই অংশীদারি কারবারের ভিত্তি"— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাঈদের ব্যবসার ধরন ব্যাখ্যা কর।

সাঈদের সফলতা ও তার বন্ধুদের ব্যর্থতার কী কারণ আছে
 বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।
 ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করেন তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

কুন্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি।
চুক্তিবৃদ্ধ সম্পর্কের আলোকেই এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর্প
চুক্তি মৌখিক ও লিখিত যেকোনো রকম হতে পারে। এ কারবার সকল
সদস্য মিলেমিশে বা সবার পক্ষে একজন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।
অংশীদারি কারবারের মালিক বা সদস্যরা সমানভাবে অথবা চুক্তি অনুসারে
যেমনি মূলধন সরবরাহ করেন তেমনি লাভ-ক্ষতিও বন্টন করে নেন।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত সাঈদের ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়-তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

যে কারবারে একজন মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই ব্যবসার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব পালন করে, তাকে একমালিকানা কারবার বলে। সাঈদ তার খামারের একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসার পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। সাঈদ সাহেব তার খামারের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজেই বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই ভোগ করেন। আরও লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার খামারের একমাত্র মালিক, তাই কারবারের যে কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিম্প্রান্ত নিতে পারেন। সিম্প্রান্ত নেওয়ার ব্যাপারে

কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দুত গ্রহণ করতে পারেন। তার খামার ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। সবরহম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন। ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাঈদ তার খামারের একমাত্র মালিক হওয়ায়় তিনি ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন।

উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, সাঈদ একজন সফল খামারি। তার একক নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় খামারটি অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে তার বন্ধুদের প্রতিষ্ঠিত খামারটি দীর্ঘদিনেও সফলতার মুখ দেখেনি। আর এখন তো তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সাঈদ সাহেবের এ সফলতা ও তার বন্ধুদের ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, সাঈদ সাহেব একাই তার খামারটি করেছেন। এজন্য সব কাজ তিনি ইচ্ছামতো করতে পারেন। কিন্তু তার বন্ধুরা খামারটি যেভাবে গড়ে তুলেছেন তা সহজে করা সম্ভব হয়নি। অংশীদারদের মতামতের ভিন্নতা থাকায় খামার পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। যেখানে সাঈদ সাহেব কোনো ব্যাপারে দুত সিন্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, সেখানে তার বন্ধুরা তা পারেন না।

দ্বিতীয়ত, সাঈদ সাহেব ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে দ্রব্য উৎপাদন করেন। কাজেই তার খামারের উৎপাদিত দ্রব্য সহজেই বাজার পায়। কিন্তু তার বন্ধুরা, একেকজন একেক জায়গায় থাকেন। তাদের সকলের সামাজিক অবস্থানও এক রকম নয়। এজন্য তাদের পক্ষে ক্রেতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই উৎপাদিত দ্রব্য বাজার পায় না।

তৃতীয়ত, সাঈদের খামার ক্ষুদ্রায়ন ও একমালিকানাধীন হওয়ায় প্রতিকূল ও অনুকূল পরিস্থিতিতে তিনি খামারের সহজেই পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি টিকে থাকেন। কিন্তু তার বন্ধুদের খামার অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও একাধিক মালিকানাধীন হওয়ায় তা প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে ক্রমেই অপরাগ হচ্ছে। এখন তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

সূতরাং বলা যায়, উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে যেখানে সাঈদ সাহেবের সফলতা এসেছে সেখানে তার বন্ধুদের ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন ► 08 শাহানা বেগম অর্থনীতিতে এমএ পাস করে তার বাসার কাছেই একটি বৃটিক কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানায় ১০ জন মহিলা শ্রমিক কাজ করেন। তিনি নিজেই ব্যবসার উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম বছর ৩ লক্ষ টাকা মুনাফা হলেও তিনি তার ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। এ ব্যবসার ঝুঁকি তাকে এককভাবে বহন করতে হয়। /ফলমোহন কলেজ, দিলেট । প্রশ্ন নং ১/

ক. একক মালিকানা কারবার কী?

খ. উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকা কী প্রধান?

গ. শাহানা বেগমের প্রতিষ্ঠান কোন মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা করো।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ, ঝুঁকি ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ করলে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।

ত্র উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ।

উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজটি সঠিকভাবে যে ব্যক্তি পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধন— এ তিনটি উপকরণের সমন্বয় সাধন করেন সংগঠক। উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষ শ্রমিক নির্ধারণ করেন এবং উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন।

গ্র মালিকানার ভিত্তিতে উদ্দীপকের শাহানা বেগমের কারখানাটি একমালিকানা কারবার।

একমালিকানা কারবার একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। মালিক নিজেই এ ব্যবসায়ের সব মূলধন বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়ের সব মূনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। ঝুঁকিও একাই বহন করেন।

উদ্দীপকে শাহানা বেগম বৃটিক কারখানা স্থাপন করে কারবারকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি নিজ দক্ষতায় একজন উদ্যোক্তা হয়েছেন। তিনি একাই কারখানাটি পরিচালনা করেন। কাজে পুঁজিও তিনি নিজেই বিনিয়োগ করেন। তিনি যেহেতু একাই সব পুঁজি বিনিয়োগ করেন তাই কারখানার সম্পূর্ণ মুনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। এসব বৈশিষ্ট্য একমালিকানা কারবারের সাথে সামজস্যপূর্ণ।

সূতরাং বলা যায়, মালিকানার ভিত্তিতে শাহানা বেগমের কারখানাটি একমালিকানা কারবার।

য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শাহানা বেগমের স্থাপন করা প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ও সেবাকর্মের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এ অবস্থায় শাহানা বেগমের মতো সংগঠক এদেশের জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে। এদেশের সংগঠকগণ তার (শাহানা বেগম) মতো কমংস্থানের ব্যবস্থা করে এদেশে বেকার সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘ্ব করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে দেশে আরও এমন উদ্যোক্তা হওয়ার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়, ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহন করা সংগঠনের অন্যতম দায়িত্বপূর্ণ কাজ। শাহানা বেগম এই ঝুঁকি বহন করছেন বলেই তিনি একজন সংগঠক হতে পারছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা পূরণের জন্য শাহানা বেগমের মতো প্রতিষ্ঠিত আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মানসিকতা সংগঠকদের থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, শাহানা বেগম তার কারবার ১ বছর পরিচালনা করার পর তার ৩ লক্ষ টাকা মুনাফা হলেও তিনি ব্যবসা আরও সম্প্রসারণ করেন। এতে তার ঝুঁকির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের বুটিক পণ্যের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উচিত ব্যবসা সম্প্রসারণ করে দেশের চাহিদা পূরণ করে তাদের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা। তাহলে পণ্যের বাজার আরো বিস্তারলাভ করবে। এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। যা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পোলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তুরান্বিত হবে। সূতরাং বলা যায়, শাহানা বেগমের মতো প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য-বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আন ১০৫ মি. X এবং তার ১০ জন বন্ধু মিলে গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করল। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন প্রদান করেছে এবং তাদের মধ্যে চুক্তি হলো তারা কেউ নিজ শেয়ার অন্য কাউকে বিক্রি বা হস্তান্তর করবে না এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবে। কিন্তু মি. X তার শেয়ার তার বড় ভাইকে বিক্রি করে দেয়াতে অন্য বন্ধুরা সরকারি অনুমোদন নিয়ে কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে নিবন্ধন করল। তারা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিম্বান্ত নিল। কাল্টনফেট কলেজ, যশোর বিক্রের

ক. সংগঠন কাকে বলে?

খ. একক মালিকানা কারবার পরিচালনা করা সহজ হয় কেন? ২

 উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি প্রথম অবস্থায় কোন ধরনের সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

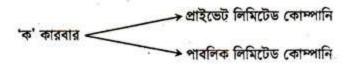
৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনের ঝুঁকিবহন যে ব্যক্তি উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তাকে সংগঠক বলে। বা একমালিকানা কারবার পরিচালনা করা সহজ।
কোনো ব্যক্তি এককভাবে ব্যবসায় গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, মূলধন সরবরাহ,
ঝুঁকি ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ
করলে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায়ে
মালিক একজন বিধায় মালিক এককভাবে সিম্পান্ত গ্রহণ করেন।
সিম্পান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে অন্য কারো সাথে আলোচনা করতে হয়
না। তাই এক মালিকানা ব্যবসায়ে দুত সিম্পান্ত গ্রহণ করে সহজেই
ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়।

ז সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

সৃর্জনশীল ৪ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন **>৩৬** নিচের চিত্রটি <mark>লক্ষ</mark> কর এ<mark>বং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।</mark>



[अतकाति वित्रभाग करनज । अश्र नः ১०/

- ক. পিপিপি কী?
- খ. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কী ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে 'ক' কারবার বলতে কোন ধরনের কারবারের কথা বলা হয়েছে বৈশিষ্ট্যসহ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ, উক্ত কারবারের মূলধন সংগ্রহের উপায় বিশ্লেষণ করো।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা PPP বলা হয়।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক মালিকানা কারবার বা সংগঠন গড়ে ওঠে। একজন মালিক কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে তাকে একমালিকানা কারবার বলে। ব্যক্তি একজন থাকে বলে তাকে এক মালিকানা কারবার বলা হয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এ প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান ও দায়ভার ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়।

া উদ্দীপকে 'ক' কারবার বলতে যৌথ মূলধনী কারবারের কথা উদ্লেখ করা হয়েছে। কয়েকজন ব্যক্তি যৌথভাবে মূলধন সংগ্রহ করে কারবার পরিচালনা করলে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। যৌথ মূলধনী কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদন করা যায়। এ কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- আইনে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হয়।
 কতিপয় লোক স্বেচ্ছায় আইন মেনে কোম্পানি গঠন করে। আবার
 কেউ শেয়ার কিনে এর সদস্য হতে পারে। আবার তা বিক্রি করে
 বিদায়ও নিতে পারে।
- কোম্পানির সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে এ সংখ্যা সর্বনিয় ২ ও সর্বোচ্চ ৫০ এবং পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিয় ৭ ও সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবন্ধ।
- শেয়ার হোভারগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে পরিচালক পর্ষদ নিয়োণ করে এবং পর্যদের সিন্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালিত হয়।
- শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশের ওপরও কোম্পানির অর্জিত মুনাফার কর ধার্য করা হয়।
- ৫. আইনের মাধ্যমে গঠিত কোম্পানি আইনের মাধ্যমেই বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে।

য ব্যবসা শুরু করার জন্য যৌথ মূলধনী কারবার মূলধন সংগ্রহ করে।
সর্বোচ্চ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের জন্য এ কারবার
সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করে, যাকে অনুমোদিত মূলধন
বলে। এ মূলধনের যে পরিমাণ শেয়ার ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায়
করা হয়, তাকে আদায়কৃত মূলধন বলে।

কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের প্রধান উৎস শেয়ার বিক্রি। এ ধরনের ব্যবসায় অনেক শেয়ার থাকে, সেগুলো বিক্রি করে অনেক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যায়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের প্রতি শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানাতে হয়।

তা ছাড়া বিক্রীত শেয়ারের অর্থ অপ্রতুল মনে হলে কোম্পানি ঋণপত্র বিক্রি
করে অর্থ সংগ্রহ করে। কোম্পানির লাভ-লোকসান যা-ই হোক না কেন,
ঋণপত্রের মালিকদের নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়। অনেক সময় ঋণ
গ্রহণ করেও যৌথ মূলধনী কারবার মূলধন সংগ্রহ করে। কারবারের চলতি
মূলধন বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা
কোম্পানি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পুরণ করা হয়।

আবার, বছর শেষে অর্জিত মুনাফার সবটাই শেয়ারহোভারদের মাঝে বন্টন না করে কিছু অংশ কারবারে পুনর্বিনিয়োগের জন্য রেখে দেওয়া হয়। পরিচালকমণ্ডলীর সিন্ধান্তক্রমে এই মুনাফার অংশবিশেষ বা পুরোটাই কারবারে খাটানো হয়।

প্রা > ৩৭ যোগেশ বাবু একজন কাঠমিন্তি। বরিশালের বান্দ রোডে তার কাঠের কারখানা। ৬—৭ জন কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং যোগেশ বাবুর একক সিন্ধান্তে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। অর্জিত মুনাফা নিজেই ভোগ করেন। কিন্তু তার প্রতিবেশী আবুল মিয়া ১০ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়ে অনুরূপ একটি কারখানা গড়ে তুলেছেন।

/मतकाति रातिभाग करमक । श्रम नः २/

- ক. সংগঠন কী?
- খ. যৌথ মূলধনী কারবার বলতে কী বোঝায়?
- গ. যোগেশ বাবুর কাঠের কারখানা কোন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ, আবুল মিয়ার প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগেশ বাবুর প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ত্রী উৎপাদন বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সাধন এবং কারবার পরিচালনার কাজকে সংগঠন বলে।

য মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সিমালিতভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে সীমাবন্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে কারবার প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তাকে যৌথমূলধনী কারবার বলে।

যৌথমূলধনী কারবারের মূলধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত থাকে। এর প্রত্যেকটি একককে 'শেয়ার' বলে। যারা এ শেয়ার ক্রয় করে তাদেরকে 'শেয়ারহোন্ডার' বলা হয় এবং তারাই কোম্পানির মালিক বা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। দেশের কোম্পানি আইন অনুযায়ী এ কারবারকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হয়।

প যোগেশ বাবুর কাঠের কারখানাটি একটি একমালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

একমালিকানা কারবার একক ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়।
যেকোনো ব্যক্তি নিজের উদোগে স্বন্ধ পরিমাণ অর্থ নিয়ে এ কারবার শুরু
করতে পারেন। তবে প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে
পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। এ ধরনের ব্যবসায়
মালিক নিজেই সব মুনাফা ভোগ করেন এবং ঝুঁকিও একাই বহন করেন।
উদ্দীপকের যোগেশ বাবু সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে একটি কাঠের
কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে তিনি ৬ - ৭ জন কর্মচারী নিয়োগ দেন।
কারখানাটি তার একক সিম্প্রান্তে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অর্জিত
মুনাফা যোগেশ বাবু একাই ভোগ করেন। কাজেই বলা যায়, যোগেশ
বাবুর প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি একটি একমালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

ত্র উদ্দীপকের যোগেশ বাবু একমালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং তার প্রতিবেশি আব্দুল মিয়া ১০ জন সদস্য নিয়ে একটি অংশীদারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। নিচে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো— ক্র মালিকানা কারবারে একজন মাত্র মালিক। নিজেই মূলধন সংগ্রহ করে নিজে অথবা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কাজে পরিচালনা করে। অন্যদিকে, পরিচিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে মূলধন সংগ্রহ করে কারবার পরিচালনায় নিয়োজিত হলে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। এ কারবার মূলত পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

এক মালিকানা কারবারে মালিক একজন হওয়ায় যেকোনো বিষয়ে অতি দুত সিন্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। তাই উৎপাদন পরিচালনায় কোনো জটিলতা বা দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায় না। কিব্লু অংশীদারি কারবারে অধিক সদস্য থাকায় যা সময় মতের মিল হয় না। ফলে দুত সিন্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হয় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। এছাড়া এক মালিকানা কারবারে মালিক নিজেই ব্যবসার সমস্ত মুনাফা ভোগ করে থাকলে অংশীদারি কারবার অর্জিত মুনাফা চুক্তির ভিত্তিতে সদস্যদের মাঝে বর্ণিত হয়। চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসার মূলভিত্তি যেখানে এক মালিকানা কারবার সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মালিকের ইচ্ছা ও সিন্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কাজেই বলা যায়, যোগেশ বাবু ও আবুল মিয়া উভয়ই কাঠের কারখানা গড়ে তুললেও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপরের পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

প্রশা >৩৮ মাহমুদ একটি ডেইরি ফার্মের মালিক ও ডেইরি ফার্মের পুঁজি এবং ঝুকি সে একই বহন করে। পরিচালনা সংক্রান্ত সে সকল সিম্প্রান্ত সে একাই নিয়ে থাকে। সিরকারি হরণজা কলেল, মুলিণঙ্কা । প্রশান ৮/

- ক. NGO কী?
- থ. অংশীদারি কারবার বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপকের মাহমুদের ফার্মটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ, মাহমুদের ফার্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেসরকারি উদ্যোগে যে সংগঠন সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে এনজিও বলে।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সিমালিত মালিকানায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। চুক্তিতে অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব, সরবরাহকৃত মূলধন ও কারবারের লাভ-লোকসান, আনুপাতিক সংশ্লিষ্টতা, অর্থ-সংগ্রহ ও নতুন অংশীদার গ্রহণের ব্যাপারে শর্ত ইত্যাদি বিষয় উদ্বেখ থাকে। ন্যূনতম ২ জন ও সর্বাধিক ২০ জন্য ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারেন। দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব অসীম। ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ১০ জন্য সদস্য থাকতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহমুদের ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়— তার প্রতিষ্ঠিত ডেইরি ফার্মটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

মাহমুদ তার বর্ণিত কারখানাটির একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসায় পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। তার কারখানাটির লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজে বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই ভোগ করেন। আর লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার কারখানাটির একমাত্র মালিক, তাই কারবারের কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিম্প্রান্ত নিতে পারেন। সিম্প্রান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দুত গ্রহণ করতে পারেন। তার বুটিক ব্যবসায় ঝুঁকি আছে। সবরকম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন।

ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাহমুদ তার বুটিক কারখানাটির একমাত্র মালিক হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় মাহমুদের ডেইরি ফার্মটি একটি মালিকানা কারবার।

যা মাহমুদের এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ—

- ব্যবসায় শুরু প্রক্রিয়া: সরকারের প্রচলিত আইন মেনে সামান্য মূলধন নিয়েই এ ব্যবসায় শুরু করা যায়।
- ২. মালিকানা ও ঝুঁকি: এ ব্যবসায় একজন মালিক নিজেই মূলধন সংগ্রহ করে কর্ম নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। এজন্য উৎপাদনে উপাদান সমন্বয়্যজনিত জটিলতা বা দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায় না। তবে মালিক একজন হওয়ায় একাই সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করে থাকেন।
- মূলধন সরবরাহ: মালিক নিজের তহবিল হতে মূলধন সরবরাহ করতে পারেন আবার ঝনের মাধ্যমেও মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।
- দুত সিম্পান্ত গ্রহণ: মালিক একজন হওয়ায় যেকোনো বিষয়ে অতি
 দ্রত সিম্পান্ত গ্রহণ করতে পারেন।
- ৫. এককভাবে মুনাফা ভোগ; এর্প কারবারে মালিক একজন হওয়ায় সে কারবারের সম্পূর্ণ মুনাফা নিজেই ভোগ করতে পারেন।
- প্রত্যক্ষ সম্পর্ক: ব্যবসায় পরিসর ছোট হওয়ায় মালিকের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।
- দায় অসীম: অন্য কারো ওপর ব্যবসায়ের দায় দায়িত্ব হস্তান্তর করা

 যায় না বলে অসীম দায় একক মালিক নিজেকেই বহন করতে হয়।
- ৬. আকার ও মুনাফা ভোগ: মালিক একাই মূলধন সরবরাহ করে এবং
 মূলধনের পরিমাণ কম এবং ব্যবসায়ের আয়তনও আকারে ছোট
 হয়। এককভাবে অর্জিত মুনাফা মালিক একাই ভোগ করেন।
- গোপনীয়তা: মালিক ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যবসার বিষয় জানতে পারে না বলে গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

সূতরাং মাহমুদ সাহেবের একমালিকানা ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে গঠন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রা >০৯ রাহেলা বেগম একটি বুটিক কারখানার মালিক। এ কারখানার সকল উপকরণ সে নিজে সরবরাহ করে। কারখানার লাভ-লোকসানও সে একা বহন করে। তার এ ব্যবসায় সফলতা দেখে তার মতো অনেক নারী এ ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়েছে।

[क्रान्टिन(यन्टे भारतिक स्कुल এङ करलख, जाशनाराम, बुलना । श्रप्त नर ७/

- ক, সরকারি প্রতিষ্ঠান কী?
- খ. সংগঠন বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপকের রাহেলা বেগমের কারখানাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।৩
- ঘ, রাহেলা বেগমের কারখানার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর।

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক যেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয় তাকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে।

য উৎপাদনের চতুর্থ তথা শেষ উপকরণ হচ্ছে সংগঠন। উৎপাদনের জন্য ভূর্মি, শ্রম, মূলধন সংগ্রহ, সংযোজন ও নিয়োগ করার প্রচেষ্টা ও নিপুণতাকে সংগঠন বলে।

সংগঠন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ, সিম্পান্ত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ঝুঁকি গ্রহণ, শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমবিভাগ, ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদন করে। তাছাড়া সংগঠন উৎপাদনের এমন একটি কার্যকর উপাদান, যা অন্যান্য উপাদানগুলোকে কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল করে গড়ে তুলে।

 মালিকানার ভিত্তিতে উদ্দীপকের রাহেলা বেগমের কারখানাটি একমালিকানা কারবার।

একমালিকানা কারবার একক ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। মালিক নিজেই এ ব্যবসায়ের সব মূলধন বিনিয়োগ করে, ব্যবসায়ের সব মূনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। ঝুঁকিও একাই বহন করেন।

উদ্দীপকে রাহেলা বেগম বুটিক কারখানা স্থাপন করে কারবারকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি নিজ দক্ষতায় একজন উদ্যোক্তা হয়েছেন। তিনি একাই কারখানাটি পরিচালনা করেন। কাজে পুঁজি তিনি নিজেই

9

বিনিয়োগ করেন। তিনি যেহেতু একাই সব পুঁজি বিনিয়োগ করেন তাই কারখানার সম্পূর্ণ মুনাফা তিনি একাই ভোগ করেন। এসব বৈশিষ্ট্য এক মালিকানা কারবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, মা্লিকানার ভিত্তিতে রাহেলা বেগমের কারখানাটি একমালিকানা কারবার।

ঘ উদ্দীপকের রাহেলা বেগমের বুটিক কারখানাটি একটি একমালিকানা কারবার।

যে কারবারে একজনমাত্র মালিক থাকে, মালিক নিজেই ব্যবসায়ের উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং এর লাভ লোকসানের জন্যও তিনি দায়ী থাকেন, তাকে একমালিকানা কারবার বলা হয়। নিচে একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো-

সরকারের প্রচলিত আইন মেনে সামান্য মূলধন নিয়েই এ ব্যবসা শুরু করা যায়, এ প্রতিষ্ঠানে একজনমাত্র মালিক থাকে এবং মালিক নিজেই মূলধন সংগ্রহ করে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। এ প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন হওয়ায় সকল প্রকার ঝুঁকি একাই বহন করে থাকেন। মালিক একজন হওয়ায় যে কোনো বিষয়ে দুত সিম্পান্ত গ্রহণ করতে পারে। মালিক একজন হওয়ায় সে কারবারের সম্পূর্ণ মুনাফা একাই ভোগ করে থাকেন। ব্যবসায়ের পরিসর ছোট হওয়ায় মালিকের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। মালিক ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যবসার বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে না বলে গোপনীয়তা রক্ষা পায়। একক মালিক ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর এ ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল। একমালিকানা ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে গঠন, পরিচালনা, নিয়ত্রণ ইত্যাদির দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

উদ্দীপকের রাহেলা বেগমের বৃটিক কারখানাটি একটি এক মালিকানা কারবার, এ কারখানার উৎপাদনের সকল উপকরণ সে নিজেই সংগ্রহ করে। কারখানার লাভ-লোকসানও সে একাই বহন করে। যেকোনো বিষয়ে সিন্ধান্ত গ্রহণ তার উপরেই নির্ভর করে এবং কারখানার স্থায়ীত্বও তার ওপর নির্ভর করে। তাই বলা যায়, রাহেলা বেগমের কারখানাটি একটি একমালিকানা কারবার। সূতরাং একমালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ রাহেলা বেগমের কারখানায়ও বিদ্যমান।

প্রশ্ন > 80 আরিফ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩টি পুকুর লিজ নিয়ে মৎস্য চাষ শুরু করে। ৪জন শ্রমিক নিয়োগ করে আরিফ বছর শেষে সফল মৎস্য চাষি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। অন্যদিকে তার বন্ধু জালাল ও রনি নিজেদের মূলধন একত্রিত করে একটি কাপড়ের দোকান দিল। তারা মূলধনের ভিত্তিতে মুনাফা ভাগ করে নেয়ার সিম্পান্ত নেয়। সরকারি কমার্স কলেজ, চইগ্রাম । প্রশ্ন বং ১০/

- ক, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কী?
- খ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন?
- গ্র উদ্দীপকের আরিফ কোন ধরনের সংগঠন ব্যাখ্যা করো।
- আরিফের সংগঠনের সাথে জালাল ও রনির সংগঠনের পার্থক্য আলোচনা করো।

 ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে।

বা রাষ্ট্রায়ত প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মজুরি নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী। তাই শ্রমিকরা অধিক উৎপাদনে কোনোর্গ আগ্রহ দেখায় না। ফলে উৎপাদন দ্রাস পায়। তাছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারে প্রায়ই লোকসান হয়। কারণ কর্মচারীদের অদক্ষতা ও কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত কারবার ব্যয়বহুল ও অলাভজনক হয়। এভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আরিফের ব্যবসার যে ধরনের কথা বলা হয়েছে, সে বিবেচনায় বলা যায়— তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাটি হলো একটি একমালিকানা কারবার।

আরিফ তার খামারের একমাত্র মালিক এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসার পুঁজি ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করেন। আরিফ তার খামারের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না তা তিনি নিজে বহন করেন। লাভ হলে তিনি তা একাই ভোগ করেন। আর লোকসান হলে তার দায়ভার তিনি একাই বহন করেন। যেহেতু তিনি তার খামারের একমাত্র মালিক, তাই কারবারের কোনো ব্যাপারে তিনি এককভাবে সিম্পান্ত নিতে পারেন। সিম্পান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কারো সাথে আলাপ করতে হয় না বলে, তিনি তা দুত গ্রহণ করতে পারেন। তার খামার কাজের ঝুঁকি আছে। সবরকম ঝুঁকি তিনি একাই বহন করেন। ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরিফ তার খামারের একমাত্র মালিক হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সহজেই রক্ষা করতে পারেন। তিনি ক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। ফলে ক্রেতাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেন।

আরিফের সংগঠন হলো একমালিকানা কারবার এবং জালাল ও রনির সংগঠন হলো অংশীদারি কারবার। একমালিকানা কারবারের সাথে অংশীদারি কারবারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

যে কারবারে মাত্র একজন মালিক থাকে তাকে একমালিকানা কারবার বলে।
অপরদিকে, পরস্পর পরিচিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাদের মূলধন
একত্রিত করে চুক্তিবন্ধ হয়ে যে কারবার প্রতিষ্ঠা করে তাকে অংশীদারি
কারবার বলে। একমালিকানা কারবার এককভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত
হয়; কিন্তু অংশীদারি কারবার অংশীদার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।
একমালিকানা কারবারে দায় অসীম থাকে কিন্তু অংশীদারি কারবারে দায়
অংশীদাররা সমভাবে বন্টন করে নেয়।

উপরের পার্থক্যের আলোকে বলা যায়, আরিফের সংগঠন হলো একমালিকানা কারবার; যা কেবল তার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু জালাল ও রনির সংগঠন হলো অংশীদারি কারবার, যেখানে তারা সন্মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। তাছাড়া আরিফের কারবারের দায় অসীম; অন্যদিকে জালাল ও রনির দায় অসীম হলেও তাদের লাভ-লোকসান চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

প্রমা ► 85 রহিম তার ১৫ জন বন্ধুকে নিয়ে একটি সমবায় গড়ে তোলেন। যার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন এবং নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করা। সমবায়ের মাধ্যমে জমি ক্রয়, কারখানা স্থাপন ও ঋণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যায়। পরবর্তীতে কারবারটির কর্ম পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধনের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করার মাধ্যমে বৃহৎ মূলধন সংগ্রহের পাশাপাশি সদস্য সংগ্রহ করে। বিক্রম করার মাধ্যমে বৃহৎ মূলধন সংগ্রহের

- ক. NGO কী?
- খ্য সংগঠককে কেন উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়?
- রহিমের প্রথম উদ্যোগের সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উদ্যোগ দুটির সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করো।

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেসরকারি উদ্যোগে যে সংগঠন সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে NGO বলে।

য সংগঠক উৎপাদনের সকল উপাদানকে সংগ্রহ করে উৎপাদনকে সফল করে।

উৎপাদনক্ষেত্রে কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৌলিক সিন্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ সংগঠকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা নির্ধারণ করেন। সংগঠক উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান করেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, অব্যাহতভাবে উৎপাদন চালিয়ে যান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করেন। তার এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে গঠিত কারবারের মুনাফা অর্জন করে ও ব্যবসায় টিকে তাকে। এসব কারণে সংগঠককে উৎপাদনের চালিকাশক্তি বলা হয়।

উল্লীপকে রহিমের প্রথম উদ্যোগের সংগঠনটি হচ্ছে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবার। নিচে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হলো।

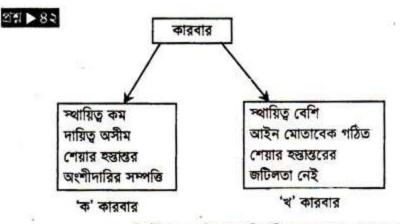
কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায়, সমান অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে যে কারবার গঠন করে তাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা কারবার বলে। এ কারবারের কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন– সমবায় কারবার গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ কারবারে উৎপাদন ও ভোক্তা উভয়েই স্বার্থ হননকারী মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সমবায় কারবারে শ্রমিকরাই মালিক। এজন্য এখানে অন্য কারবারের মতো মালিক ও শ্রমিকরের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে বিরোধ ও সংঘাত নেই। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জন নয়। এটি সমাজের নিঃস্ব, অবহেলিত ও বেকার লোকদের মর্যাদার সাথে বেচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই পরস্পারের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়।

মব্যে প্রতিবোগতার পারবতে সহবোগতার মনোতাব দেবা বার। সূতরাং সমবায় প্রতিষ্ঠানের এসব বৈশিষ্ট্যই রহিম ও তার বন্ধুদের নিয়ে। গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়।

য উদ্দীপকে রহিম ও তার বন্ধুরা মিলে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা হলো সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করা হলো।

ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব নিয়ে সন্মিলিতভাবে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তা হচ্ছে সমবায় প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, বহু সংখ্যক লোক সন্মিলিতভাবে মূলধন যোগান দিয়ে যখন যৌথভাবে ব্যবসায় শুরু করে, তখন তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। সমবায় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ হচ্ছে— সমবায় কারবারে সদস্যদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির नक्ष्म मृनधन वृष्धित প্রচেষ্টা नक्ष्म করা যায়। সেই উদ্দেশ্য তারা অধিক সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। সমিতির সদস্যদের মধ্যে সমবন্টনের নীতি কার্যকর হয়। সমবায়ের মূলনীতি হচ্ছে স্বনির্ভর এবং স্বায়ত্তশাসন যা অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। এর আর একটি বড় সুবিধা হচ্ছে শ্রমিক মালিকের সুসম্পর্ক विमामान थात्क। कल উৎপাদনে কোনো রূপ বিদ্ন সৃষ্টি হয় না। তবে এ কারবারে যেকোনো অবস্থার দুত সিন্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাছাড়া পরিচালনায় অদক্ষতা, মূলধনের অভাব, সীমিত কার্যক্ষেত্র ও মূলধনের অভাব থাকায় সমবায় কারবার তার লক্ষ্য অর্জনে অনেক সময় ব্যর্থ থাকে। অন্যদিকে যৌথ মূলধনী কারবারে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলে উৎপাদন কাজ পরিচালনায় অসুবিধা হয় না। এ কারবার দক্ষ পরিচালকের সাথে সাথে দক্ষ কর্মচারীর সমাবেশ ঘটে। ফলে ভারি যন্ত্রপাতি ও উন্নত কলাকৌশল ব্যবহার দ্বারা উন্নত মানের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে পরিচালক ও অংশীদারদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, সাংগঠনিক জটিলতা, দুনীতি ও স্বজনপ্রীতি, সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি অসুবিধা থাকায় স্বার্থ অংশীদারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। এতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত সুবিধা অসুবিধার ভিত্তিতেই সমবায় ও যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালিত হয়ে থাকে।



(ट्रिक्ट खारमक डेक गांधायिक विमानस, ठाका । क्रश्न नर ১১/

ক. সংগঠন কাকে বলে?

খ. NGO-এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে 'ক' কারবারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'ক' অপেক্ষা 'খ'
কারবারটি অধিক যুক্তিযুক্ত — বিশ্লেষণ করো।

 ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে।

বেসরকারি উদ্যোগে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
যেসব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে এনজিও বলা হয়।
সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সরকারি উদ্যোগের
পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধিই এনজিওগুলোর মূল কাজ।
পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতে পরিবর্তনের
ধারাকে নেওয়া এবং এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সম্পৃক্ততা
আরও বৃদ্ধি করাই এনজিও-এর কাজ।

বা উদ্দীপকে 'ক' কারবারটি হচ্ছে একটি অংশীদারি কারবার। যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়। নিচে অংশীদারি কারবারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো: সাধারণত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি কারবারের সূত্রপাত ঘটে এবং সকল অংশীদার ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের ভার বহন করে। এতে সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ২০ জন সদস্য থাকতে পারে। তবে ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। এ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদার কারবারের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হন। একজনের ব্যর্থতায় ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে স্বাইকে সমানভাবে এর দায় নিতে হয়। অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসায়ে প্রত্যেক সদস্যের দায় অসীম। অংশীদারি কারবার আইনগতভাবে বৈধ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত বলে কোনো অংশীদার তার অংশ অন্যদের সম্মতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করতে পারে না। এ ছাড়া এ কারবারের অর্জিত মুনাফা চুক্তিপত্র অনুযায়ী, অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। অংশীদারদের মধ্যে কেউ মারা গেলে বা পাগল হয়ে গেলে বা দেউলিয়া হয়ে পড়লে উক্ত কারবার বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এ ধরনের কারবারের স্থায়িত্ব খুব কম।

উদ্দীপকের 'ক' কারবারটি হচ্ছে অংশীদারি কারবার এবং 'খ' কারবারটি হচ্ছে যৌথ মূলধনী কারবার। অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যৌথ মূলধনী অর্থাৎ 'খ' কারবারটি অধিক যুক্তিযুক্ত। পরস্পর পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে যে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাই অংশীদারি কারবার। অপরদিকে বহুসংখ্যক ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় গঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে যৌথ মূলধনী কারবার বলা হয়। অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যৌথ মূলধনী কারবার, অংশীদারি কারবার অপেক্ষা অধিক ভূমিকা রেখে থাকে। অংশীদারি কারবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। তাই প্রাথমিক মূলধনের যোগানও কম হয়। এ ধরনের কারবারে শেয়ার হস্তান্তরের

মূলধনের যোগানও কম হয়। এ ধরনের কারবারে শেয়ার হস্তান্তরের সুযোগ থাকে না বা মূলধন বাড়ানোর জন্য ইচ্ছা করলেই অংশীদারের সংখ্যা বাড়ানো যায় না। এ জন্য কারবারের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ বা সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত থাকে। সীমিত উৎপাদনশীলতার কারণে এ ধরনের কারবারে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে, যৌথ মূলধনী কারবারে বহুসংখ্যক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। তাছাড়া শেয়ার হস্তান্তরের সুযোগ থাকে বলে যৌথ মূলধনী কারবারে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যায়। শেয়ার হোন্ডারদের -অনুপস্থিতিতে কারবার পরিচালনা করা যায় বলে যৌথ মূলধনী কারবারের স্থায়িত্ব অংশীদারি কারবারের তুলনায় বেশি হয়। তাই যৌথ মূলধনী কারবারে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে এ ধরনের কারবারে অধিকসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। সূতরাং, উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, অংশীদারি কারবার অপেক্ষা যৌথ মূলধনী কারবারে অধিক উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ অধিক উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'ক' অপেক্ষা 'খ' কারবারটি অধিক যুক্তিযুক্ত।



অধ্যায়-৭: সংগঠন

अया	श-नः गर्गठन			क लहानाम कामनाम क नमनाम कामनाम
২৩১.	অর্থনীতিতে সংগঠনের	অর্থ কী? (অনুধাবন)	303	 বৌথ মূলধনী কারবার একমালিকানা কারবার এনজিও কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? জোন)
		রণ	५०५.	 একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান
	উৎপাদন বাজারজ			 একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান
	গ্র উপকরণগুলোর এ	।কত্রীকরণ ও তাদের মধে	ध्य	
- 12	সমন্বয়সাধন			ত্তি একটি সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রতিষ্ঠান
	সুদক্ষ শ্রমিক নিয়ে	กา	a	ন্ত্রি একটি শ্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান
২৩২.	উদ্যোত্তাকে কে 'Captain of the industry' বা			অংশীদারি কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী? (জ্ঞান)
	'শিক্সাধিনায়ক' বলেছে	ন? (জ্ঞান)		🚳 বহু সংখ্যক অংশীদার
	ক্ত হ্যানি	🕲 এল, রবিন্স		 অংশীদারদের দায়িত্ব অসীম
	त्राभूष्यंनञ्ञन		3	অংশীদারদের দায়িত্ব সীমিত
200		ন শব্দ থেকে এসেছে	57	প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী
	(জ্ঞান) [বরগুনা সরকারি ব রাজশাহী]	কলেজ, নিউ গড. ডিগ্ৰি কলেৎ	২88.	অংশীদারি করবারে কতজন সদস্য থাকে? (জ্ঞান) [রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, মতিঝিল মডেল
	📵 গ্রিক শব্দ	 কারসি শব্দ 		স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
	लाणिन भक्	🕲 হিবু শব্দ	3	⊕ ২ থেকে ২০ ⊕ ৫ থেকে ২৫
২৩8.	কোনটি সংগঠকের ব	চাজ নয়? (জ্ঞান) [সরকা	রি	१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
1	সৈয়দ হাতেম আলী কলে		₹8€.	न्।नजम् २ जन धवः সর্বোচ্চ ২০ जन व्यक्ति
	 উপকরণ সংগ্রহ ব 			ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চুক্তিবন্ধ হলে তাকে কী
	পরিকল্পনা প্রণয়ন			বলে? (জ্ঞান) আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ,
	প্রব্যের বাজারজাত			नद्रित्रःमी]
	সুদের হার নির্ধারণ		a	অংশীদারি কারবার
२७७.	ভূমি, শ্রম, মূলধন	প্রভৃতি উপাদানকে এক	ত্ৰ	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
	করে তাদের কাজের য	মধ্যে সমন্বয় সাধন করা	ক	 পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
	কী বলে? (জ্ঞান) ঠিাকুর	গৌও সরকারি কলেজ		ত্বিএকক মালিকানা কারবার
	উৎপাদন	উপযোগ	২৪৬.	বেলাল ও রোকন একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের
	সংগঠন	🕲 মূলধন	1	সদস্য। তাদের প্রতিবেশি বন্ধু দিয়ন অংশীদার
२७७.	মালিকানার ভিত্তিতে	ব্যবসায় সংগঠনকে ক	न्न	হতে চায়। লিয়ন অংশীদার হতে পারে কীসের
* **	ভাগে ভাগ করা যায়:	(জ্ঞান) সামসুল হক খা	ন	ভিন্তিতে? (প্রয়োগ)
	স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]			কু চুক্তির ভিত্তিতে
	📵 ২ ভাগে	ৰ ৩ ভাগে		 সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে
	প ৪ ভাগে	ত্ত ৫ ভাগে	য	 প্রতিবেশি সম্পর্কের ভিত্তিতে
209.		চান পরিচালনা করেন বে	57	📵 বন্ধু সম্পর্কের ভিত্তিতে
40 II	(জ্ঞান) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরক			বাংলাদেশে কত সালের কোম্পানি আইন
	भानिक	📵 উদ্যোক্তা		প্রচলিত? (জ্ঞান)
	ল শ্রমিক	🕲 প্রশাসন	3	১৯১৩ সালের১৯৩২ সালের
206		াচীন রূপ কোনটি? (জ্ঞান	Control of the contro	🗇 ১৯৯৪ সালের 📵 ২০০১ সালের
400.	[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]			যে ব্যবসায় শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ
	একমালিকানা			করা হয়?
	বৌথ মূলধনী		@	 যৌথ মূলধনী কারবার অংশীদারি কারবা
	2000 C.			 প্রসমবায় কারবার বি রাষ্ট্রীয় কারবার
২৩৮.	একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কার ওপর নির্জরশীল? (জ্ঞান)			যৌপ মূলধনী কারবার কয় প্রকার? (জ্ঞান)
	সরকারের	🕲 মালিকের		⊛ ୧ୁ ଏ ଓ ଏଃ ଏହେ ଏ
	প্র নেতার	ত্ম আইনের	3 200.	यौष मृन्धनी कांत्रवात अथम काषात्र हानू खा? (छान)
₹80.	উৎপাদনের উপকরণ স	হ্যাহের প্রক্রিয়াকে কী বঙ্গে	17	কৃটেনেকৃআমেরিকায়
	(জ্ঞান) নিট্র ডেম কলেজ,	णका)		গ্ ফ্রান্সে ব্র জার্মানে ব
50	⊕ সংগঠন	🜒 সংগঠক	203.	. যৌধ মৃশধনী কারবারে যারা কারবারের অংশ
	🗇 মূলধন	সমন্বয় সাধন	⊕	ক্রয় করেন তাদেরকে কী বলে? (অনুধাবন)
285.	জহ্বি তার কয়েকজন	বন্দুকে সজো নিয়ে এক	0	পরিচালক
		। তাদের এ ব্যবসা		অংশীদার (Share holder)

প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের কারবারের উদাহরণ?

(প্রয়োগ)

প্রি সদস্য

ছ কর্মী

૨૯૨ .	ফ্রাসি শব্দ 'Entrepreneur' এর বাংলা	i. গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি
	প্রতিশব্দ হলো— (জ্ঞান)	ii. বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি
	 সংগঠক সংগঠন 	iii. সহায়ক সেবা কার্যক্রম নিচের কোনটি সঠিক?
124020000	 ব্যবস্থাপক	
২৫৩.	দেশের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোন	1 (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	কারবারকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হয়? (জ্ঞান)	0
	[নিউ গভ, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]	২৬৩, ব্র্যাকের শিক্ষাপন্ধতি হলো— (অনুধাবন)
	একক মালিকানা	i. উদ্ভাবনিমূলক শিক্ষা পত্থতি
	ন্ত যৌথ মূলধনী ত্ব রাষ্ট্রীয় মালিকানা 🚳	ii. কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী
ર¢8.	যৌথ মূলধনী কোম্পানির মালিকানা লভ্যাংশ	iii. গতানুগতিক ও বৈচিত্ৰহীন
	পার কীভাবে? (অনুধাবন) [শহীদ বীর উত্তম লেঃ	নিচের কোনটি সঠিক?
	আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]	(a) i (c) iii
	 কুন্তি অনুযায়ী প্রার অনুপাতে 	⊕ ii ଓ iii
	প সমান অনুপাতেপ আইন অনুযায়ী	নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উন্তর দাও:
२०७.	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মালিক কে? (জ্ঞান)	রহিম মিয়া ও তার বন্ধু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে .
=	সরকার সরকার নায়েব সচিব মত্রী	স্বেচ্ছায় চুক্তিবন্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করে।
રલ્હ.	NGO এর পূর্ণ নাম কী? (জ্ঞান) [সামসুল হক খান	চুক্তিতে উল্লেখ থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের দায় দায়িত্ব,
5/1 3 (0)(0)	म्कून এन करनज, जाका; गार मधनूम करनज,	সরবরাহকৃত মূলধন ও প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান তারা
	রাজশাহী; বরগুনা সর্কারি কলেজ]	সমানভাবে ভাগ করে নেবে। [মৌলভীবাজার সরকারি
	Not Govt. organization	कल्ला
	Non Government organization None Govt. Organization	২৬৪. রহিম ও তার বন্ধু কোন ধরনের কারবার গড়ে
	None Govt. Organization None Govt. Organization	তোলে? (প্রয়োগ)
309	বাংলাদেশে প্রথম NGO প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?	 প্রক মালিকানা প্র অংশীদারি
-\u	(জ্ঞান) [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এড কলেজ, ঢাকা]	ন্য যৌথ মূলধনী ত্র সমবায় ব্র
	 ভ. মুহাম্মদ ইউনুস ৰ আবিদ হাসান 	২৬৫. রহিম ও তার বন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারবারের
	ন্ত্র হাজী শরিয়তুল্লাহ	সুবিধা হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
	স্যার ফজলে হাসান আবেদ	i. সম দায়িত্ব
SOF	বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম এনজিওর নাম কী?	ii. সহজ পদ্ধতি
140.	(জ্ঞান) মতিঝিল মডেল স্কুল এড কলেজ, ঢাকা	iii. স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা
	 ক্র্যাক ব কেয়ার প কারিতাসত্ত্ব আশা 	নিচের কোনটি সঠিক?
50%	উদ্যোক্তার কার্যাবলি হলো— (অনুধাবন)	® i ଓ ii ଓ iii
14.0.	i. উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণ	® i ଓ iii
	ii. উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৬ ও ২৬৭নং প্রশ্নের উত্তর
	iii. ঝুঁকি বহন ও আয় বণ্টন	माष्ठ:
	নিচের কোনটি সঠিক?	जनाव नजतून रैननाम ১०,००० টাকা मृनधन निरा
	iii Di (B) iii (B)	একটি নার্সারি গড়ে তোলেন এবং ফুলের চারা বিক্রি
	(1) ii (3 iii (1) iii (1) iii (1)	করে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনেন। কিন্তু এ বছর
260.	সংগঠনের কাজ হলো— (অনুধাবন) [নিউ গড.	রৌদ্রে অনেক চারা মারা যায়। পূর্বের সঞ্চিত আয় দিয়ে নার্সারি সম্প্রসারণ করেন। (সামসুল হক খান স্কুল এন্ড
	ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]	करनाज, राजा
	i. বাজারজাতকরণ	২৬৬. জনাব নজরুল ইসলামের ব্যবসা কোন ধরনের?
	ii. ঝুঁকি গ্রহণ iii. বিক্রয় করা	(প্রয়োগ)
	নিচের কোনটি সঠিক?	 ব্যক্তিগত একমালিকানা
	iii 9 i 19 iii 19 i 18	প্ৰসমবায় ক্তি সামাজিক
	(T) ii (S iii (S iii) (T)	२७१. जनाव नजबून ইসলাম এর ব্যবসায় অসুবিধা
২৬১.	এনজিওদের বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)	হলো— (উচ্চতর দঞ্চতা)
	i. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	i. ञ्रह्म भूलधन
	ii. স্কুদ্রঝণ কার্যক্রম পরিচালনা করে দারিদ্য বিমোচন	ii. সিম্পান্ত গ্রহণে বিলম্ব
	iii. সরকারের সহযোগী হিসেবে বেকারত্ব দূর করা	iii. ঝুঁকির আধিক্য
	নিচের কোনটি সঠিক?	নিচের কোনটি সঠিক?
	iii vi 📵 ii vi 📵	iii 😵 i 😵
	(T) ii (S iii (S iii))))))))))	1 i 4 iii 1 ii 4 iii 1
રહર.	ব্যাকের কার্যক্রমের ভাগগুলো হলো—	

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৮: খাজনা

প্ররাচ১ জনাব মুনিরুজ্জামান এর ছোট একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে হাইওয়ে তৈরি হওয়ায় তার জমির দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে তিনি উচ্চ দামে জমিটি বিক্রয় করে দূরবতী এলাকায় কম দামের জমি কয় করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের নয় একর জমি চাষাবাদের জন্য ভাড়া নেন। প্রথম তিন একর জমির মোট আয় ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় তিন একর জমির মোট আয় ৮,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তিন একর জমির মোট আয় ৬,০০০ টাকা। প্রত্যেক প্রকার জমিতে ফসল চাষের মোট বায় ৬,০০০ টাকা।

[ज. ता., मि. ता., त्रि. ता., श. ता. '३४ । अत्र नः ४/

ক, নিম খাজনা কী?

থ, খাজনা ও দামের সম্পর্ক লিখ।

গ. উদ্দীপকে জনাব মুনিরুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয়কে কোন ধরনের আয় বলা যায় তা যুক্তিসহ লিখ।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রয়ের উত্তর

ক মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে নিজ খাজনা বলে।

র রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ খাজনা দেওয়ার ফলে ফসলের দাম বাড়ে না বরং দাম বৃদ্ধির ফলেই খাজনার উদ্ভব হয়।

ডেভিড রিকার্ডো মনে করেন, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে শুধু উৎপাদন খরচ উঠে মাত্র, তথা এর উদ্বৃত্ত কোনো আয় হয় না। তাই প্রান্তিক জমির খাজনা দিতে হয় না। অর্থাৎ, প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খাজনা নামে কোনো ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই দাম বৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় এবং দাম বেশি হলেও খাজনাও বেশি হয়। আবার, তা কম হলে খাজনাও কম হয়। দাম ও খাজনার মধ্যে সরাসরি বা সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মনিবুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয়কে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। নিচে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। সাধারণত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কোনো এলাকার শিল্প, কারখানা, রাস্তাঘাট, শিক্ষপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ইত্যাদির উন্নতি হলে সে এলাকায় জমির চাহিদা বেড়ে যায় এবং জমির মূল্য আগের চেয়ে বেশি হয়। এর ফলে জমির মালিকগণ অতিরিক্ত আয় ভোগ করে। কিন্তু এই বর্ধিত আয়ের জন্য তাকে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এভাবে জমির মালিক বিনা খরচ বা পরিশ্রমে যে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব মনিবুজ্জামানের ছোট একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে হাইওয়ে তৈরি হওয়ায় তার জমির দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এই সুযোগে তিনি জমি উচ্চ দামে বিক্রি করে অন্য এলাকায় কম দামে জমি ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন। এতে তার যে অতিরিক্ত আয় হয়েছে, তার জন্য তাকে কোনো ব্যয় করতে হয়নি। শুধু ওই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি হওয়ার কারণে তার এই অতিরিক্ত আয় হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মনিবুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয় হলো অনুপার্জিত আয়।

য নিচে উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হলো।

ডেভিড রিকার্ডো মনে করেন, খাজনা হচ্ছে জমির মালিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান। এ ক্ষমতা বলতে তিনি জমির উর্বরা শক্তিকেই নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, সব জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়, এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমি রয়েছে। এর উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের ওপরই খাজনা নির্ভর করে। রিকার্ডোর মতে, যে জমির উৎপাদন খরচ ও আয় পরস্পর সমান সের্পু জমিকে 'খাজনাবিহীন জমি' বা 'প্রান্তিক জমি' বলা হয়। সূতরাং বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের জন্য খাজনার সৃষ্টি

হয়। এজন্য তিনি খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা পার্থক্যজনিত প্রাপ্তি' (Producer surplus or differential return) বলে অভিহিত করেন। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব মনিরুজ্জামানের চাষাবাদকৃত প্রথম তিন একর জমির মোট আয় ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় তিন একর জমির মোট আয় ৮,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তিন একর জমির মোট আয় ৬,০০০ টাকা। প্রত্যেক প্রকার জমিতে চাষের মোট ব্যয় ৬,০০০ টাকা। সুতরাং ১ম তিন একর জমির খাজনা = (১২,০০০ – ৬,০০০) টাকা

= ৬,০০০ টাকা। ২য় তিন একর জমির খাজনা = (৮,০০০ – ৬,০০০) টাকা = ২,০০০ টাকা।

৩য় তিন একর জমির খাজনা = (৬,০০০ – ৬,০০০) টাকা

এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় তিন একর জমিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাই হলো ওই সব জমির খাজনা। ৩য় তিন একর জমিতে কোনো উদ্বৃত্ত না থাকায়, এ জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি। তাই উদ্দীপকের প্রদৃত্ত তথ্যের আলোকে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶২ চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:



-11-12 011-11 0 041 11-1

[ता. त्वा., कु. त्वा., इ. त्वा., व. त्वा. '५४ । अस वर ४/

ক. নিম খাজনা কী?

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়?

 গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন খাজনা তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করো।

 ঘ. উদ্দীপকে চাহিদা রেখা পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক খাজনার উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ঐ উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম খাজনা বলে।

র জমির সীমাবন্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবন্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

ত্র উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বটির প্রকাশ ঘটেছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয়

বৃদ্ধি সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিছু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা জমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখনই জমির চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে চিত্রের সাহায্যে খাজনার এ আধুনিক তত্ত্বটিরই প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের চিত্রে SS জমির যোগান রেখা কে D_oD_o জমির চাহিদা রেখা E_o বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে জমির চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান এবং খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত খাজনার হার হলো OA_o একক এবং অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ হলো OSE_oA_o একক।

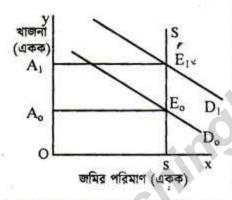
ত্রী উদ্দীপকে চাহিদা রেখা পরিবর্তন তথা চাহিদা রেখা D_0D_0 থেকে D_1D_1 হলে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণত জমির জোগান স্থির রেখে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে খাজনা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা হ্রাস পেলে খাজনা হ্রাস পায়।

জমির যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের চিত্রে জমির চাহিদা রেখা D₀D₀ জমির যোগান রেখা SS-কে E₀ বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার OA₀ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনা OSE₀A₀ একক নির্ধারিত হয়েছে।

এখন উদ্দীপক অনুসারে ধরা যাক, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের

আগমন তথা জনসংখ্যা বৃন্ধির ফলে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এখন জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃন্ধি পাওয়ার দরুন D₀D₀ চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D₁D₁ চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। D₁D₁ রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা



SS-কে E₁ বিন্দুতে ছেদ করে। এ অবস্থায় নতুন ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হয় OA₁ একক এবং খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয় OSE₁A₁ একক।

সুতরাং বলা যায়, জমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রে খাজনার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব পড়বে।

ক. অৰ্থনীতিতে খাজনা কী?

খ. অনুপার্জিত আয় কীভাবে উদ্ভব হয়?

ণ. উদ্দীপক অনুসারে মোট খাজনা নির্ণয় করো।

 ঘ. কৃষি খামারটির নিট খাজনা নির্ণয় করে মোট খাজনার সাথে পার্থক্য লেখ।

৩ নং প্রয়ের উত্তর

ক অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পর্দ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে খাজনা বলে।

জমির চাহিদা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়।

কোনো এলাকায় শহর প্রসারিত হলে বা নতুন শহর-বন্দর গড়ে উঠলে কিংবা শিল্পকারখানা স্থাপিত হলে সে এলাকার জমির দাম বেড়ে যায়। আবার, স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের উল্লয়ন পরিকল্পনাধীনে যদি কোনো এলাকার রাস্তাঘাট, শিক্ষপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ইত্যাদি গড়ে উঠে তবে সে এলাকার জমির গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে কোনো অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম ছাড়াই জমির মালিকের আয় বাড়ে। এভাবে অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়।

্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট খাজনা নির্ণয় করা যায়, যা নিচে সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হলো-

ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে মোট যে আয় হয়, তাকে মোট খাজনা বলে। কাজেই, মোট খাজনা = নিট খাজনা + সুদ + মজুরি + কর + মুনাফা।

উদ্দীপকৈ লক্ষ করা যায়, একটি কৃষি খামারে জমি ব্যবহারের জন্য আয় ৩,০০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ ২,০০০ টাকা, প্রাপ্য মজুরি ১,৪০০ টাকা, প্রদত্ত কর ১,৬০০ টাকা এবং মুনাফা ৪,০০০ টাকা। কাজেই, মোট খাজনা = (৩,০০০ + ২,০০০ + ১,৪০০ + ১,৬০০ + ৪,০০০) টাকা = ১২,০০০ টাকা। অর্থাৎ, মোট খাজনার পরিমাণ হলো ১২,০০০ টাকা।

বিচে কৃষি খামারটির নিট খাজনা নির্ণয় করে মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

মোট খাজনা থেকে আনুষজ্ঞািক খরচ বাদ দিলে যা থাকে, তাই হলো
নিট খাজনা। অর্থাৎ, শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে অর্থ
দিতে হয়, তাকে নিট বা অর্থনৈতিক খাজনা বলে।
উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিট খাজনা হলো:

= মোট খাজনা — আনুষজ্ঞািক খরচ

= ১২,০০০ - (২,০০০ + ১,৪০০ + ১,৬০০ + ৪,০০০) টাকা

= ১২,০০০ — ৯,০০০ টাকা

= ৩,০০০ টাকা

নিট খাজনা ও মোট খাজনার মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ:

নিট খাজনা মোট খাজনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই মোট খাজনা বৃহৎ
 ও নিট খাজনা ক্ষুদ্র ধারণা।

 শুধু জমি ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হলো নিট খাজনা। অন্যদিকে, নিট খাজনা ও আনুষ্ঠিজাক খরচের সমষ্টি হলো মোট খাজনা।

ত. নিট খাজনা = মোট খাজনা — (মজুরি + সুদ + মুনাফা)। কিন্তু,
 মোট খাজনা = নিট খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

তাই সংজ্ঞাগত ও আকারগত পার্থক্যের কারণে নিট এবং মোট খাজনার পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ 8 সহিদুল ও আইয়ুব আলী জাল ও নৌকা দিয়ে সানিয়াজান নদীতে মাছ ধরে। হঠাৎ নদীতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সহিদুল ও আইয়ুব আলী চেয়েছিলো নতুন জাল ও নৌকা কিনবে। তা এ স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়নি। তাই তাদের কাছে যেসব জাল ও নৌকা ছিল সেগুলো দিয়ে মাছ ধরে অনেক আয় করা সম্ভব।

ক. খাজনা কী?

খ, অনুপার্জিত আয় কীভাবে সৃষ্টি হয়?

গ্. জাল ও নৌকার ক্ষেত্রে কোন ধরনের খাজনার উদ্ভব হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দীর্ঘমেয়াদে জাল ও নৌকা থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে
 কি? বিয়েষণ করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে খাজনা বলে।

য দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন তথা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হয়।

কোনো এলাকায় বা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, অতিরিক্ত শিল্প, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি ঘটলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ করে বহুগুলে বেড়ে যায়। ফলে এসব জমির মালিকগণ পূর্বের চেয়ে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে। তবে এ বর্ধিত পরিমাণ আয়ের জন্য তাকে কোনো অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয় না। সাধারণত এরূপ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যই অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হয়। গ্র উদ্দীপকটি সানিয়াজান নদীতে হঠাৎ করে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা বৃদ্ধিতে সেখানে নিম খাজনার উদ্ভব হয়েছে।

ষল্পকালে মানবস্ট মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে এর মালিকগণ অতিরিক্ত যে আয় করতে পারেন, তাকে নিম খাজনা বলে। মানব সৃষ্ট এসব মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক হলেও স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক। অস্থিতিস্থাপক এরুপ মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে যা অর্জিত হয় তাই হলো নিম খাজনা।

সানিয়াজান নদীতে হঠাৎ করে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা বেড়ে যায়। এজন্য সহিদূল ও আইয়ুব আলীর জাল ও নৌকা থেকে প্রচুর আয় হয়। জাল ও নৌকা এক ধরনের মূলধনী দ্রব্য। এগুলো তৈরি করতে সময় লাগে বলে স্বল্পকালে এর যোগান অস্থিতিস্থাপক। তাই স্বল্পকালে চাইলেই এর যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু দীর্ঘকালে এর যোগান চাহিদামাফিক বাড়ানো অনেক সহজ। নৌকা ও জালের চাহিদা স্বল্পকালে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এর যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়। এজন্য এ থেকে অতিরিক্ত আয় হয়। এর্প অতিরিক্ত আয়ই হলো নিম খাজনা। সূতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নৌকা ও জালের আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধির দরুন নিম খাজনার উদ্ভব হয়েছে।

য সহিদুল ও আইয়ুব আলী সানিয়াজান নদীতে মাছ ধরে। এ কাজে তারা নৌকা ও জাল ব্যবহার করে। হঠাৎ নদীতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সহিদুল ও আইয়ুব আলী চেয়েছিল নতুন জাল ও নৌকা কিনবে। তা এ স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়ন। এখন তাদের জাল ও নৌকা থেকে স্বল্প সময়ে অতিরিক্ত আয় হয়। কিয়ু দীর্ঘময়াদে এ থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে না। কেননা, দীর্ঘকালে জাল ও নৌকার যোগান স্থিতিস্থাপক।

ম্বল্পকালে মানবস্ট মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত আয় উপার্জন হয় অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে। ম্বল্পকালে মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লেও যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘকালে চাহিদার সাথে সাথে যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য যোগান বাড়ানো যায়। তাই ম্বল্পকালে এরূপ মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত আয় করা গেলেও দীর্ঘকালে তা সম্ভব হয় না।

সহিদুল ও আইয়ুব আলীর জাল ও নৌকার ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাদের এ মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর স্বল্পকালীন চাহিদা বাড়ার ফলে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে যোগানও বাড়াতে হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদে এসব দ্রব্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদে সহিদুল ও আইয়ুব আলীর জাল ও নৌকা থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন ►৫ মি. 'M' এর অনেক সম্পদ। তিনি বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় জড়িত। তিনি তার ভবনসমূহ ভাড়া দিয়ে মাসে ২০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ ১৫,০০০ টাকা পান। তার গ্রামের জমি চাষাবাদের বিনিময়ে তাকে চাষিরা ১,০০০ টাকা দেন। সরকার তার এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও পার্ক করার সিম্পান্ত নিয়েছে। এখন তার ভবন ও যন্ত্রপাতি হতে প্রতি মাসে যথাক্রমে ২৫,০০০ ও ২০,০০০ টাকা আয় হয়।

ক. অর্থনৈতিক খাজনার সংজ্ঞা দাও।

- শ্রু ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণে কেন খাজনার উদ্ভব
 হয়?
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে মি. 'M' এর মোট খাজনা ও নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিল্প পার্ক স্থাপনে ঐ এলাকায় অনুপার্জিত আয়ের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। 8

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

ক্রমন্ত্রাসমার্ন প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমন্ত্রাসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উদ্ভব হয়।

উদ্দীপকের ভিত্তিতে মি. 'M' এর মোট খাজনা ও নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

মি. 'M' এর মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয়:

কোনো জমি, বাড়ি, গাড়ি প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারী তার মালিককে চুক্তি অনুসারে যে অর্থ প্রদান করে তাই হলো মোট খাজনা। এ হিসেবে মি. 'M' এর মাসিক মোট খাজনার পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা যায়:

ভবন ভাড়া বাবদ আয় ২০,০০০ টাকা যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ আয় ১৫,০০০ টাকা

গ্রামের জমি চাষাবাদ করতে

দেওয়া বাবদ আয় ১,০০০ টাকা

মোট খাজনা

৩৬,০০০ টাকা

মি. 'M' এর নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয়:

মানুষের সৃষ্ট ঘর-বাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে সীমাবন্ধ থাকে বলে এসব হতে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাই হলো নিম খাজনা। এ হিসেবে মি. 'M' এর মোট খাজনার পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা যায়:

শিল্প পার্ক স্থাপনের ফলে ভবন থেকে অতিরিক্ত আয় ২৫,০০০ টাকা যন্ত্রপাতি থেকে অতিরিক্ত আয় ২০,০০০ টাকা

विक्रमाण स्वरंक जाणबंक ज

20,000 0141

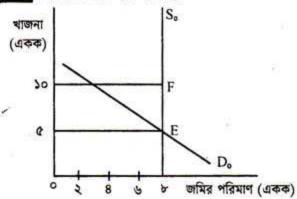
মোট নিম খাজনা

৪৫,০০০ টাকা

.: মোট খাজনা, ৩৬,০০০ টাকা এবং নিম খাজনা ৪০,০০০ টাকা।

কানো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি নিফাশন ও পয়ংবন্দোবস্ত আধুনিকীকরণ, ব্যবসা কেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে সে স্থানের জমির মালিক বাড়তি পরিশ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থ অর্জন করে। এ আয়ই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্দীপকে মি. 'M' এর এলাকায় সরকার শিল্প পার্ক স্থাপনের পূর্বেও রাস্তাঘাট নির্মাণ, অফিস–আদালত স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদির দরুন সেখানে জমির দাম বেড়েছিল। নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে ঐ এলাকায় ইতোমধ্যে অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হচ্ছিল। এখন ঐ এলাকায় সরকারের শিল্প পার্ক স্থাপনের সিন্ধান্তের ফলে জমির দাম পূর্বাপেক্ষা বাড়বে। ফলে ঐ এলাকায় অনুপার্জিত আয় আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ অতিরিক্ত আয় করতে সক্ষম হবে। সূতরাং বলা যায়, মি. 'M' এর এলাকায় শিল্প পার্ক স্থাপনের দরুন অনুপার্জিত আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়বে।

প্রশ্ন ▶৬ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:



/5. त्वा. '391 क्रम नः so/

ক, নিম খাজনা কী?

- খ. খাজনা দামকে প্রভাবিত করে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে E বিন্দুতে অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।৩
- ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপরিউক্ত চিত্রে কোন ধরনের প্রভাব
 পড়বে বলে তুমি মনে কর? চিত্র অভকনপূর্বক ব্যাখ্যা করো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

᠌য়য়কালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ওই
উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে
তাকে নিম খাজনা বলে।

খাজনা দামকে প্রভাবিত করে কি না তা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই এবং এর ফলে জমির কোনো যোগান দামও থাকে না। সূতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না।

কিন্তু জমির নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন ব্যব্তের অংশে পরিণত হয় এবং দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো 'এক উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হলে তা বিকল্প কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে জমির যোগান দাম জমি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই তার মালিককে প্রদান করতে হয় এবং তা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দামকে প্রভাবিত করে।

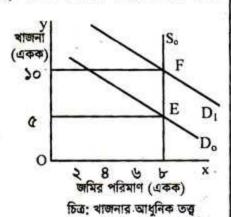
আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিছু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা জমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখনই জমির চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে চিত্রের স্বাহায্যে খাজনার এ আধুনিক তত্ত্বটিরই প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের চিত্রে S_o জমির যোগান রেখা এবং D_o জমির চাহিদা রেখা E বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে জমির চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়েছে এবং খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত খাজনার হার হলো ৫ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ হলো ৪০ একক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপরিউক্ত চিত্রের D₀ রেখা পরিবর্তন হয়ে D₁ হবে। অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, জমির চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের চিত্রে জমির চাহিদা রেখা D₀ এবং জমির যোগান রেখা S₀-কে E বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার ৫ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনা ৪০ একক নির্ধারিত হয়েছে।

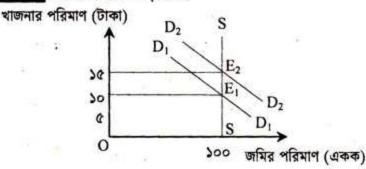
এখন উদ্দীপক অনুসারে ধরা যাক, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের

আগমন তথা জনসংখ্যা
বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা
বেড়ে গেল। এখন জমির
যোগান স্থির থাকা অবস্থায়
জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার
দরুন Do চাহিদা রেখা
ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে
D1 চাহিদা রেখায় পরিণত
হয়েছে। এ অবস্থা
উদ্দীপকের রেখাচিত্রের ওপর
ভিত্তি করে নতুনভাবে অভিকত



রেখাচিত্রে জমির পরিবর্তিত চাহিদা রেখা D₁ দ্বারা দেখানো হয়েছে। D₁ রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা S₀-কে F বিন্দুতে ছেদ করে। এ অবস্থার নতুন ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হয় ১০ একক এবং খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৮০ একক।

সুতরাং বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রে খাজনার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব পড়বে। প্রর > ৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ্ করো:



श्चि. त्वा. ५१। अभ नः ४।

ক. নিট খাজনা কী?

খ. খাজনা কি দামের অন্তর্ভুক্ত?

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

 ঘ. জমির চাহিদা D₁ থেকে D₂ তে বৃদ্ধি পেলে খাজনার উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

খাজনার আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় যে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। যার ফলে জমির কোনো যোগান দামও থাকে না। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না।

অন্যদিকে জমির নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন ব্যয়ের অংশ এবং দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হলে তা অন্য কোনো বিকল্প কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে জমির যোগান দাম জমি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই তার মালিককে প্রদান করতে হয় এবং যা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দামের সাথে যুক্ত হয়।

প্র উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো ভূমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন- নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার, জমিতে সেচ প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ছাদে সবজি চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা ভূমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভূমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখন ভূমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। D₁D₁ হলো জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা এবং S হলো জমির যোগান রেখা। জমির সামাজিক যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় এটা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।

জমির চাহিদা রেখা (D₁D₁) এবং যোগান রেখা SS পরস্পর E₁ বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য জমির পরিমাণ ১০০ একক ও খাজনা ১০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা তত্ত্বের এ ব্যাখ্যা উপরিল্লিখিত খাজনার আধুনিক তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, জমির চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। চিত্রে জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা D_1D_1 জমির যোগান রেখা SS কে I_1 বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার ১০ টাকা এবং জমির পরিমাণ ১০০ একক।

এখন ধরা যাক, শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের আগমন, জমিতে বসতি স্থাপন ইত্যাদি কারণে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে D_1D_1 চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D_2D_2 চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। D_2D_2 রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা SS কে E_2 বিন্দৃতে ছেদ করে। এ অবস্থায় নতুন ভারসাম্যে খাজনার হার নির্ধারিত হয় ১৫ টাকা। এক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে খাজনার হার ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে D_1D_1 চাহিদা রেখা D_2D_2 চাহিদা রেখায় পরিণত হওয়ায় নতুনভাবে খাজনা নির্ধারিত হয় ১৫ টাকা, যা পূর্বে ছিল ১০ টাকা। তাই জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায়ও চাহিদা বৃদ্ধির দরুন খাজনা বেড়েছে।

প্রশ্ন ►৮ ২০১২ সালে মি. 'X' বাসা ভাড়া নিতে গেলে বাসার মালিক নিম্নাক্ত ভাড়া ধার্য করেন। বাসা ব্যবহারের জন্য ২,০০০ টাকা, ঝুঁকির জন্য ১,০০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১,০০০ টাকা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ আরো ২,০০০ টাকা দিতে হবে। ২০১৪ সালে বাসাটির পাশে একটি কারখানা স্থাপিত হলে মালিক মি. 'X' কে বাসা ব্যবহারের জন্য, ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করতে বলেন।

/য় বো. ১৭৪ প্রশ্ন নং ১/

ক. অনুপার্জিত আয় কী?

খ. ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক— ব্যাখ্যা করে।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা নির্ণয় করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোক নিম খাজনা এবং মোট খাজনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজম্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ফলে জমির চাহিদা বাড়লেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক যোগান হলো, যে উপকরণের যোগান বৃদ্ধি পায় না। ফলে চাহিদা বাড়লে কোনো উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে সর্বনিম্ন যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। অর্থাৎ জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবন্ধ এবং চাইলেই এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব না। এজন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভূমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয়।

ুদ্দির সীমাবন্ধ যোগানের ফলে ভূমি ব্যবহারকারী তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে। সূত্রের সাহায্যে মোট খাজনা = ভূমি ব্যবহারের জন্য দেওয়া অর্থ + ঝুঁকি বহনের মুনাফা + দেখাশোনার খরচ + অন্যান্য খরচ। অন্যাদিকে, শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বা নিট খাজনা বলা হয়। সূতরাং, অর্থনৈতিক খাজনা = মোট খাজনা – (ঝুঁকি বহনের মুনাফা + দেখাশোনার খরচ + অন্যান্য খরচ)।

উদ্দীপকে বাসা ব্যবহারের জন্য ২,০০০ টাকা, ঝুঁকির জন্য ১,০০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২,০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট খাজনা

= ২,০০০ টাকা + ১,০০০ টাকা + ১,০০০ টাকা + ২,০০০ টাকা

= ৬,০০০ টাকা

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক খাজনা

= ৬,০০০ টাকা – (১,০০০ টাকা + ১,০০০ টাকা + ২,০০০ টাকা)

= ৬,০০০ টাকা – ৪,০০০ টাকা

= ২,০০০ টাকা

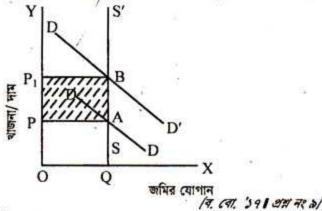
মোট খাজনা হলো খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ। কিন্তু অর্থনৈতিক খাজনা হলো মোট খাজনার অংশ। সূতরাং বলা যায়, মোট খাজনার মধ্যেই অর্থনৈতিক খাজনা বা নিট খাজনার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

ত্র উদ্দীপকের আলোকে নিম খাজনা ও মোট খাজনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপক অনুসারে বাসাটির পাশে একটি কারখানা স্থাপিত হলে মালিক মি. 'X' কে বাসা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করেন, এই ২,০০০ টাকাই অর্থনীতিতে নিম খাজনার আওতাভুত্ত। কেননা মানুষের সৃষ্ট কোনো উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে আয় হয়, তাকে নিম খাজনা বলে। আর উদ্দীপকে মোট খাজনার পরিমাণ হলো ৬,০০০ টাকা। ভূমির সীমাবন্ধ যোগানের ফলে ভূমি ব্যবহারকারী তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে, আর মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট যেসব উপকরণের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হলেও দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক এসব উপকরণ হতে প্রাপ্ত উদ্বত্ত আয়কে নিম খাজনা বলে। মোট খাজনার ধারণাটি সামগ্রিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত আর নিম খাজনার ধারণাটি আংশিক হিসেবে বিবেচিত। মোট খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালের জন্য প্রযোজ্য আর নিমখাজনা ধারণাটি শুধু স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য। রিকার্ডো মোট খাজনাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে এর বিশ্লেষণে পৃথক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। আর আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ নিম খাজনা আলোচনায় চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে দাম সৃষ্টি হয়, সেরূপ মূল্য তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমেই এর আলোচনা করেন। পৃথক তত্ত্ব হিসেবে এটি বিবেচনা করা হয়নি।

উল্লিখিত সম্পর্কগুলো মোট খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রর ১৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংগ্রিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক, অনুপার্জিত আয় কাকে বলে?

খ. কেন খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়?

গ. চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে লেখ।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র ভূমির মালিকের নিজম্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

য খাজনা ফসলের দাম নির্ধারণ করে না এবং খাজনা নিজেই ফসলের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ডেভিড রিকার্ডোর মতে, দাম বৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় এবং দাম বেশি হলে খাজনাও বেশি হয়। তাই খাজনা দেওয়া হয় বলে শাস্যের দাম বেশি হয় না কিন্তু শস্যের দাম বেশি হয় বলে খাজনা দিতে হয়। তিনি মনে করেন, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে শুধু খরচ উঠে মাত্র; এর উদ্বন্ত কোনো আয় হয় না। তাই প্রান্তিক জমির কোনো খাজনা দিতে হয় না। ফলে প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খাজনা নামে কোনো ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সূতরাং খাজনার ওপর ফসলের দাম নির্ভর করে না বরং খাজনাই ফসলের দামের ওপর নির্ভর করে। এপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ক্রানিপের চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সেখানকার জমির মালিক কোনো বাড়িত পরিশ্রম ও বিনিয়োণ ছাড়াই যে অতিরিক্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্দীপকের চিত্রে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে জমির যোগান ও (OY) লম্ব অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S'S হলো ১ জমির স্থির যোগান রেখা ও DD ও DD' হলো যথাক্রমে জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে DD রেখা SS' রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP। এখন দুত নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা রেখা DD উপরে ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে DD' রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SS' রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP। এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ছায়াবৃত PABP। ক্ষেত্রের সমান।

আ জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর যেসব কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো: কোনো এলাকায় দুত নগরায়ণের ফলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— ঢাকার অদূরে বসুন্ধরা মডেল, ডালাস সিটি, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে আশ-পাশের জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উদ্ভব ঘটেছে।

জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং তবে এর তারতম্যও ঘটে। অর্থাৎ অধিক উর্বর জমি হতে বেশি পরিমাণ খাজনা এবং কম উর্বর জমি হতে কম পরিমাণ খাজনার সৃষ্টি করে। জমির অবস্থানগত পুরুত্বের কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং এর তারতম্যও ঘটে। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের নিকটবর্তী হলে জমি ব্যবহারকারীদের নিকট তার চাহিদা বেশি থাকে। ফলে এসব জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটে।

ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা দিতে হয়। একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাণত একই হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমণ কমতে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমহাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। সূতরাং জমিতে ক্রমাণত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমণ হ্রাস পায় এবং একপর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয়। তখন শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক-উর্ধ্ব এককের উৎপাদন এবং প্রান্তিক এককের উৎপাদনের পার্থক্য খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়। সূতরাং জমির চাহিদা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।

প্রশা > ১০ অর্থনীতি ক্লাসে প্রফেসর আঃ মান্নান ছাত্রছাত্রীদের কাছে খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কে দৃটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সমস্ত সীমাবন্ধতা দূর করতে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এ তত্ত্বটি প্রদান করেন।

//দি. বো. ১৬ বিশ্ল বং প/

ক. অনুপার্জিত আয় কাকে বলে?

খ. জমিতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দর্ন খাজনার উদ্ভব হয়— ব্যাখ্যা করো।

গ. খাজনা নির্ধারণে ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের ধারণার পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কীভাবে খাজনা নির্ধারণের তত্ত্ব তুলে
 ধরেছেন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
 ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজম্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উত্তব হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতৈ থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমন্ত্রাসমান হারে কমে। অপর দিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উদ্ভব হয়। শ্ব খাজনা নির্ধারণের লক্ষ্যে দুটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যথা— ক. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব বা ক্লাসিক্যাল খাজনা তত্ত্ব এবং খ. আধুনিক খাজনা তত্ত্ব। নিচে খাজনা নির্ধারণে এই দুই প্রজন্মের অর্থনীতিবিদগণের ধারণার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হলো—

- ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো বলেন, 'খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।' অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।'
- ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি ও পরে
 নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হয়'। অপরদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের
 মতে, 'উর্বরতার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও কোনো জমি যদি
 চাষাবাদের জন্য অধিক সুবিধাজনক হয় তাহলেও ঐ জমি প্রথমে
 চাষ করা যেতে পারে'।
- ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'খাজনা দামের অংশ নয়'।
 অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, 'খাজনা বেশি হওয়ার
 কারণে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাজনা
 দামের অন্তর্ভক্ত হয়'।
- ৪. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ জমির উর্বরতা সবসময় একই রকম থাকে'। অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, 'ক্রমাতগত চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা যেমনি হ্রাস পায়, তেমনি উন্নত চাষ পদ্ধতি, সার, সেচ প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়'।

অতএব বলা যায়, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খাজনা নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে।

য আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন তা নিচে চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো।

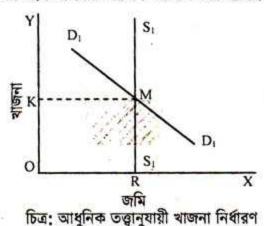
আধুনিক অর্থনীতিতে খাজনা বলতে অপ্রাচুর্যজনিত খাজনাকে (Scarcity rent) বোঝায়। এ খাজনার উদ্ভব তখনই হয়, যখন উৎপাদনের কোনো উপাদান তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে। তারা মনে করেন, খাজনা হলো একটি উপাদানের দাম। তাই অন্যান্য (যেমন-শ্রম) উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়, একইভাবে জমি ব্যবহারের দাম অর্থাৎ খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সমাজে মোট ভূমির পরিমাণ কখনো বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না।
ফলে ভূমির যোগান সামগ্রিকভাবে সীমাবদ্ধ। সে কারণে ভূমির যোগান
সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং এর যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল।
অপরদিকে, ভূমির চাহিদা নির্ভর করে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর।
অধিক ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে আসে বলে জমির
চাহিদাও কমে আসে। এ কারণে জমির চাহিদা রেখা বামদিক থেকে
ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা যে দাম নির্ধারিত হয় তাই অর্থনীতিতে খাজনা হিসেবে বিবেচিত।

আধুনিক খাজনা তত্ত্বটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। রেখাচিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে জমি ও (OY) লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে।

D₁D₁ ও S₁S₁ হলো
যথাক্রমে জমির চাহিদা
ও যোগান রেখা। চিত্রে
D₁D₁ রেখা S₁S₁
রেখাকে M বিন্দুতে
ছেদ করায় সেখানে
থাজনা নির্ধারিত হয়েছে
OK পরিমাণ।
থাজনার আধুনিক
তত্ত্বে এভাবেই খাজনা
নির্ধারিত হয়।



প্রা >১১ ইসমাইল সাহেবের একটি সাত তলা বাড়ি আছে। প্রতিমাসে তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০ হাজার টা<mark>কা</mark> পান। সম্প্রতি এলাকায় বেশ কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় বাড়ি ভাড়া বেড়ে যায়। ইসমাইল সাহেব বর্তমানে ৮০ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পান। /ম. বো. ১৬1 প্রম নং ৮/

ক. নিট খাজনা বলতে কী বোঝায়?

খ. খাজনা দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়- ব্যাখ্যা করো।

গ, বাড়ি ভাড়া বাবদ ইসমাইল সাহেবের আয় বৃদ্ধি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করো।৩

ঘ. দীর্ঘকালে ইসমাইল সাহেবের এ ধরনের আয় প্রযোজ্য হবে কি? বিশ্লেষণ করো।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

যা অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডের মতে, 'খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বন্ত'। এটি উৎপাদিত শস্যের দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। শস্যের দাম বাড়লে উৎপাদকের উদ্বন্ত হতে খাজনা বাড়ে। আবার শস্যের দাম কমলে এ উদ্বত্ত কমে বলে খাজনা কমে।

খাজনা শস্যের ব্যয় বা দাম নির্ধারণ করে না, বরং দামের দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়।

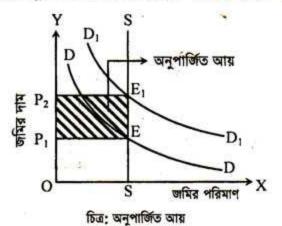
গ্র বাড়ি ভাড়া বাবদ ইসমাইল সাহেবের আয় বৃদ্ধি আমার পাঠ্যবইয়ের

যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হলো অনুপার্জিত আয়। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সাধারণভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। এ ধরনের আয়কে অনুপার্জিত বৃদ্ধি বলা হয়। কোনো এলাকার উন্নয়ন হলে (যেমন-অফিস-আদালত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিফ্চাশন ইত্যাদি) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণত শহরাঞ্চলে এমনটি ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে জমির মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এসব এলাকার জমির মালিকগণ তখন অতিরিক্ত আয় ভোগ করে, অপচ এ বাড়তি আয়ের জন্য তাদেরকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয় না। এভাবে কোনো চেষ্টা বা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত জমির মালিক তার জমি থেকে যে অতিরিক্ত আয় পেয়ে থাকে তাকেই অনুপার্জিত আয় বলে।

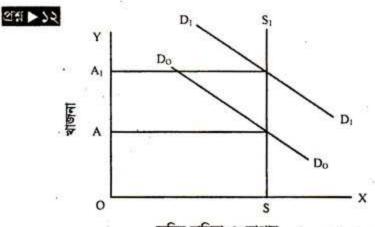
উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের একটি সাত তলা বাড়ি আছে। তিনি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০ হাজার টাকা পান। সম্প্রতি এলাকায় কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় ইসমাইল সাহেবের বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় বেড়ে ৮০ হাজার টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসমাইল সাহেবের অনুপার্জিত আয় হচ্ছে ৩০ হাজার টাকা।

য হাা, উদ্দীপক অনুসারে ইসমাইল সাহেবের আয় হলো অনুপার্জিত আয় হওয়ায় তা দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

নিজম্ব প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমির দাম বাড়লে জমির মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যদি কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন অথবা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেসব এলাকা ও তার আশেপাশের জমির চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়; এতে ভূমির মূল্য যথেষ্ট বাড়ে। অনুপার্জিত আয় নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-



চিত্রে জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS এবং DD চাহিদা রেখা E বিন্দুতে ছেদ করায় জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে P,। এখন কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির চাহিদা বাড়লে, জমির চাহিদা রেখা DD থেকে D₁D₁ এ স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে জমির দাম বেড়ে হয় OP₂। ফলে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ হয় P, P₂E₁E। <mark>কাজেই বলা যায়, ইসমাইল সাহেবের এলাকায় অফিস-আদালত গড়ে</mark> ওঠায় তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকবে বলে তার অনুপার্জিত আয় দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।



জমির চাহিদা ও যোগান 15. त्या. '36 1 अस मर २/

ক. মোট খাজনার সূত্রটি লেখো।

খ. অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে কেন খাজনা দেওয়া হয়?

ঽ গ. উদ্দীপকটি কোন খাজনা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে? বর্ণনা করো। 9

ঘ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি এবং উদ্দীপকের তত্ত্বটি কি একই? বিশ্লেষণ করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট খাজনার সূত্রটি হলো 🛠

মোট খাজনা = জমির বিশুন্ধ খাজনা + জমির মালিকের নিজ শ্রমের মজুরি + জমির মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ + জমির মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর 🛨 জমির মালিকের ঝুঁকি বহনের জন্য মুনাফা।

যে যেসব কারণে খাজনার উদ্ভব হয়, তার মধ্যে জমির অবস্থানগত পার্থক্য অন্যতম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, লোকবসতি আছে এমন বা শহরের কাছের জমিগুলোতে দূরের জমিগুলোর তুলনায় সহজেই যাতায়াত করা যায়। এজন্য এসব জমিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

তাছাড়া এসব জমিতে কৃষি উপকরণসমূহ নেওয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল আনারও খরচ কম হয়। এজন্য এসব জমি দূরের জমিগুলোর তুলনায় উদ্বন্ত আয় করে যা খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়। এসব কারণে অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্ব প্রকাশ করে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অন্যান্য উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, সেভাবে জমি ব্যবহারের দামও অর্থাৎ খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

জমির চাহিদা নির্ভর করে তার উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। জমিতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদন কম হয়। এ কারণে জমির চাহিদা রেখা উদ্দীপকে অঙ্কিত D₀D₀ রেখার অনুরূপ হয়। অন্যদিকে, জমি প্রকৃতির দান; তার পরিমাণ স্থির। এজন্য জমির দাম বাড়লে বা কমলে তার যোগাম বাড়ানো বা কমানো যায় না। এ অবস্থায় জমির যোগান রেখা উদ্দীপকে অভিকত লম্ব অক্ষের সমান্তরাল SS, রেখার অনুরূপ।

আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে খাজনা নির্ধারিত হয়। এ হিসেবে উদ্দীপকের চিত্রে যেখানে DoDo ও SS: রেখা দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে অর্থাৎ যেখানে জমির চাহিদা ও যোগান সমান হয়েছে, সেখানে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এ খাজনার পরিমাণ হলো OA।

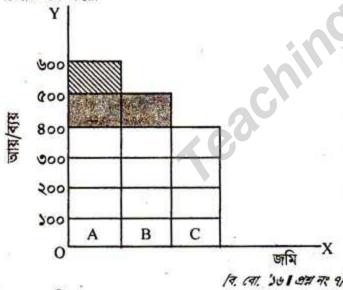
এখন যদি ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে ভূমির নতুন চাহিদা রেখা D_1D_1 ভূমির যোগান রেখা SS_1 কে পূর্বের বিন্দুর উপরে ছেদ করবে। ফলে খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হবে OA_1 । সূতরাং, ভূমির যোগানের সীমাবন্ধতার কারণে তার চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়বে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে।

য় উদ্দীপকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত তত্ত্বটি হলো খাজনার আধুনিক তত্ত্ব। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব আর এ খাজনা তত্ত্বটির মধ্যে যথেক্ট পার্থক্য রয়েছে।

রিকার্ডোর মতে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয়। এটি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূমির উৎপাদন মূল্যের পার্থক্যের সমান। অন্যদিকে, খাজনার আধুনিক তত্ত্ব মতে, খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যেকোনো উপাদান ব্যবহারের দাম। আবার, রিকার্ডোর মতে, কেবল ভূমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যে কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।

রিকার্ডো মনে করেন, ভূমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য খাজনার পার্থক্য দেখা দেয়। নিকৃষ্ট ভূমি তথা অনুর্বর ভূমির তুলনায় উর্বর থেকে উর্বরতার ভূমিগুলো অধিক থেকে অধিকতর ফসল দেয়। এজন্য উর্বরতাভেদে খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, ভূমির চাহিদার পার্থক্যের জন্য খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। জমির চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়ে, চাহিদা কমলে খাজনা কমে। আবার, রিকার্ডোর মতে, ভূমির অবস্থানগত পার্থক্যের জন্যও খাজনার সৃষ্টি হয়। শহরের কাছের ভূমি, দূরবতী ভূমিগুলোর তুলনায় কম খরচসম্পন্ন হওয়ায় অধিক ফসল দেয়। এজন্য সেখানে খাজনা দিতে হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, উপাদানের যোগান কেবল অস্থিতিস্থাপক হলেই খাজনার সূত্রপাত ঘটে। স্বুতরাং বলা যায়, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব এবং খাজনার আধুনিক তত্ত্ব এক নয় বরং এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন > ১৩ চিত্রটি লক্ষ করো



- ক. নিট খাজনা কী?
- খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়?
- গ. উপরের রেখাচিত্রে খাজনা নির্ধারণের কোন তত্ত্বটি তুলে ধরা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. চিত্রে খাজনার পরিমাণ কত এবং কীভাবে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে বিশ্লেষণ করো।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

খাজনা দেওয়ার প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা।
দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি
পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবন্ধ হওয়ায় জমির পরিমাণ বাড়ানো
যাচ্ছে না। তাছাড়া, জমির উর্বরতা পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব

হয়। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনাও বেশি হয়। আবার জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। মলত এসব কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

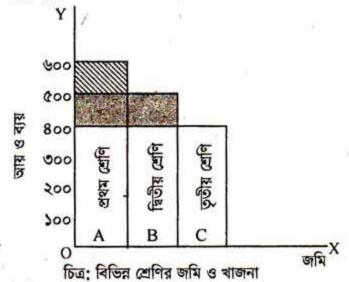
গ উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাচিত্রটি খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কিত ডেভিড রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করে।

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Principles of Political Economy and Taxation"-এ খাজনা সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন, তাই তাঁর নামানুসারে 'Recardian Theory of Rent' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি বলেন, খাজনা হচ্ছে জমির মালিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান। এ ক্ষমতা বলতে তিনি জমির উর্বরা শক্তিকেই নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, সব জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়, এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমি রয়েছে। এর উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের উপরই খাজনা নির্ভর করে। রিকার্ডোর মতে, যে জমির উৎপাদন খরচ ও আয় পরস্পর সমান সের্প জমিকে 'খাজনাবিহীন জমি' বা 'প্রান্তিক জমি' বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের জন্য খাজনার সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বন্ত বা পার্থক্যজনিত প্রাপ্তি' বলে অভিহিত করেন।

উদ্দীপকের চিত্রে OA, AB ও BC কে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমি হিসেবে ধরা হলো। তিন শ্রেণির জমিরই উৎপাদন ব্যয় সমান এবং তা চিত্র অনুযায়ী ধরা যাক ৪০০ টাকা। এখানে,

প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা = (৬০০ – ৪০০) টাকা = ২০০ টাকা।
দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = (৫০০ – ৪০০) টাকা = ১০০ টাকা
তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪০০ – ৪০০) টাকা = ০ টাকা
এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণির জমিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাই
হলো ঐসব জমির খাজনা। ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উদ্বৃত্ত না থাকায়,
এ জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি।
উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটি এভাবে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি তুলে ধরেছে।

ক্রি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে খাজনার পরিমাণ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হলো—



উপরের চিত্রে OX অক্ষে জমির শ্রেণি এবং OY অক্ষে আয় ও ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিকে যথাক্রমে OA, AB ও BC হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।

প্রদত্ত চিত্রে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশের জন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সকল চাধযোগ্য জমি সম আয়তনবিশিষ্ট হলেও উর্বরতার দিক থেকে ভিন্ন। এ হিসেবে অধিক উর্বর জমি OA কে ১ম শ্রেণির জমি, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমি AB কে ২য় শ্রেণির জমি এবং ৩য় শ্রেণির জমি BC কে প্রান্তিক জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল জমিতে চাধের খরচ ধরা হয়েছে ৪০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণির জমিতে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে (৬০০ – ৪০০) টাকা = ২০০ টাকা। ২য় শ্রেণির জমিতে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে (৫০০ – ৪০০) টাকা = ১০০ টাকা এবং ৩য় শ্রেণির জমিতে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে (৫০০ – ৪০০) টাকা =

বিভিন্ন জমির উর্বরতা শক্তি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণে রিকার্ডো জমিকে ১ম, ২য় ও ৩য় এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ১ম শ্রেণির জমি উর্বরতার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট এবং উৎপাদন বেশি হয়, ফলে খাজনাও বেশি প্রদান করতে হয়। ২য় শ্রেণির জমি উর্বরতার প্রেক্ষিতে মধ্যম ও উৎপাদন ১ম শ্রেণির জমির তুলনায় কম হয় ফলে খাজনাও অপেক্ষাকৃত কম প্রদান করতে হয় এবং ৩য় শ্রেণির জমি উর্বরতার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট বলে ধরা হয়। এ শ্রেণির জমিতে আয়-বয়য় সমান হয় বলে কোনো উদ্বন্ত থাকে না, ফলে খাজনাও প্রদান করতে হয় না।

প্রশা > ১৪ জনাব সেলিম মিয়া তার কৃষিজমি 'স্বাধীন বাংলা' কৃষি খামারকে চুক্তিভিত্তিক প্রদান করেন। এক্ষেত্রে চুক্তির শর্তপুলো হচ্ছে, তিনি জমি ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকা, মূলধনের সুদ বাবদ ২,০০০ টাকা, তার প্রাপ্য মজুরি ১,৪০০ টাকা, সরকারকে জমির কর বাবদ প্রদান করার জন্য ১,৫০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ২,০০০ টাকা পাবেন।

(ঢাকা কলেজ বিশ্ল নং ১)

ক. অর্থনীতিতে খাজনা কী?

খ. অনুপার্জিত আয় ও নিট খাজনা কেন একই অর্থে ব্যবহার হতে পারে না?

গ. উদ্দীপকে তথ্য অনুযায়ী, মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, কোন পরিস্থিতিতে মোট খাজনা ও নিট খাজনা একই হবে? উদ্দীপকের তথ্য থেকে নিট খাজনা নির্ণয়পুর্বক বিশ্লেষণ করো।

১৪ নং প্রয়ের উত্তর

ক ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

নিম খাজনা স্বল্পকালে উপস্থিত থাকলেও দীর্ঘকালে এর কোনো অন্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অনুপার্জিত স্বল্প ও দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকতে পারে বিধায় অনুপার্জিত আয় ও নিম খাজনা একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। সাধারণত, মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপাদান হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে নিম খাজনা বলে। পক্ষান্তরে, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে জমির মালিক বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ ব্যতীত স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত খাজনা বা আয় পায় তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। কাজেই বলা যায়, অনুপার্জিত আয় এবং নিম খাজনা অর্থনীতির দৃটি পৃথক ধারণা।

ত্র উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী নিচে মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান বিশিষ্ট (ভূমি) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক
সম্পদের ব্যবহারের তাদের মালিককে প্রদেয় মোট অর্থকে মোট খাজনা
বলে। অর্থাৎ ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে মোট
যে আয় হয়, তাকে মোট খাজনা বলে। তাই মোট খাজনা = নিট খাজনা
+ মজুরি + সুদ + মুনাফা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব সেলিম মিয়া তার কৃষিজমি 'স্বাধীন বাংলা' কৃষি খামারকে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দেন। এ জন্য তিনি উক্ত খামারের মালিকের নিকট হতে ৩,০০০ টাকা পাবেন। আর আনুষজ্যিক খরচ হিসেবে মূলধনের সুদ বাবদ ২,০০০ টাকা, মজুরি ১,৪০০ টাকা, কর বাবদ ১,৫০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ২,০০০ টাকা পাবেন। কাজেই মোট খাজনা = (৩,০০০ + ২,০০০ + ১,৪০০ + ১,৫০০ + ২,০০০) টাকা। = ৯,৯০০ টাকা।

.. নির্ণেয় মোট খাজনা হলো ৯,৯০০ টাকা।

য উদ্দীপক অনুযায়ী, আনুষজ্ঞাক খরচ শূন্য হলে মোট খাজনা ও নিট খাজনা একই হবে।

সাধারণত মোট খাজনা হতে আনুষজ্ঞািক খরচ তথা মূলধনের সুদ, মজুরি, কর, মুনাফা প্রভৃতি বাদ দিলে নিট খাজনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিট খাজনা = মোট খাজনা — আনুষজ্ঞািক ব্যয়।

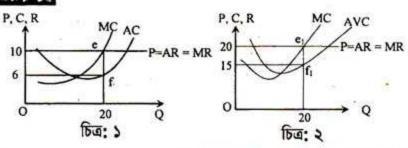
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুদ = ২,০০০ টাকা, মজুরি = ১,৪০০ টাকা, কর = ১,৫০০ টাকা এবং মুনাফা = ২,০০০ টাকা। কাজেই আনুষজ্যিক ব্যয় = (২,০০০ + ১,৪০০ + ১,৫০০ + ২,০০০) টাকা = ৬,৯০০ টাকা।

∴ নিট খাজনা = (৯,৯০০ — ৬,৯০০) টাকা ['গ' নং হতে মোট খাজনা = ৬,৯০০ টাকা]

= ৩,০০০ টাকা।

অর্থাৎ জনাব সেলিম মিয়ার ক্ষেত্রে নিট খাজনা হলো ৩,০০০ টাকা।
আবার, আনুষজ্ঞিক খরচ শূন্য হলে নিট খাজনা ও মোট খাজনা উভয়ই
৩,০০০ টাকা হতো তথা সমান হতো। তাছাড়া জমির অবস্থানগত দিক
থেকে মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
যেমন— বাজারসংলগ্ন জমির শস্য বাজারজাত করার জন্য কোনো
পরিবহন ব্যয় নেই। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আনুষজ্ঞিক
খরচ শূন্য হলে মোট খাজনা ও নিট খাজনা একই হতে পারে।





|ताजरेक रेंडता मरडम करमज, जाका | श्रम नर कै/

ক. অনুপার্জিত আয় কী?

খ. অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেয়া হয়?

গ. চিত্র-২ এর সাহায্যে নিম খাজনা নির্ণয় করো।

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ হতে প্রাপ্ত খাজনা দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্পণ করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র ভূমির মালিকের নিজম্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

যেসব কারণে খাজনার উদ্ভব হয়, তার মধ্যে জমির অবস্থানগত পার্থক্য অন্যতম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, লোকবসতি আছে এমন বা শহরের কাছের জমিগুলোতে দূরের জমিগুলোর তুলনায় সহজেই যাতায়াত করা যায়। এ জন্য এসব জমিতে পরিচালিত কৃষিকাজ তত্ত্বাবধানের খরচ অপেক্ষাকৃত কম।

তাছাড়া এসব জমিতে কৃষি উপকরণসমূহ নেয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল আনারও খরচ কম। এ জন্য এসব জমি দূরের জমিগুলোর তুলনায় উদ্বৃত্ত আয় করে যা খাজনা হিসেবে দেয়া হয়। এসব অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেয়া হয়।

্য উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-২ এর সাহায্যে নিচে নিম খাজনা নির্ণয় করা হলো।

মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট স্বল্পকালে সীমাবন্ধ যোগান বিশিষ্ট উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন— কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা প্রভৃতি) হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিম খাজনা বা উপ-খাজনা। সূত্রাকারে, নিম খাজনা = মোট আয় — মোট পরিবর্তনীর বয়য়। অর্থাৎ, মোট আয় হতে মোট পরিবর্তনীয় বয়য় বাদ দিলে নিম খাজনা পাওয়া যায়। উদ্দীপকে চিত্র-২ এ লক্ষ করা যায়, 20 একক উৎপাদনে গড় আয় 20 টাকা। তাই মোট আয় = (20 × 20) টাকা

= 400 টাকা

আবার, 20 এককে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় 15 টাকা। তাই মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (20 × 15) বা 300 টাকা।

∴ নিম খাজনা = (400 – 300) টাকা

= 100 টাকা।

ঘ উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ হতে প্রাপ্ত খাজনাছয় যথাক্রমে মোট খাজনা ও নিম খাজনা। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো। ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে সম্পদের মালিক যে অর্থ পায়, তাকে খাজনা বা মোট খাজনা বলে। অন্যদিকে, মানুষের তৈরি বাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকাল সীমাবন্ধতার কারণে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়, তাকে নিম খাজনা

বলে নিম খাজনা শুধু স্বল্পকালে প্রযোজ্য হলেও মোট খাজনা স্বল্পকাল ও নির্মকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয়।

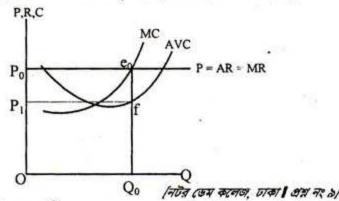
উক্লিপকে চিত্র-১ এ লক্ষ করা যায়, 20 একক উৎপাদনে গড় আয় 10 টাকা। তাই মোট আয় = (20 × 10) টাকা = 200 টাকা। আর 20 এককে গড় ব্যয় ৬ টাকা। সুতরাং মোট ব্যয় = (20 × 6) বা 120 টাকা।

∴ মোট খাজনা = মোট আয় – মোট বায় = (200 – 120) টাকা

= 80 টাকা

অন্যদিকে, চিত্র-২ এ লক্ষ করা যায় নিম খাজনা 100 টাকা ('গ' নং হতে)। আবার মোট খাজনার উৎস ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান চিরস্থায়িভাবে সীমাবন্ধ। কিন্তু নিম খাজনার উৎস মানব সৃষ্ট উপাদানের যোগান স্বল্পকালীন সীমাবন্ধ। অর্থাৎ, নিম খাজনা একটি স্বলমেয়াদি ধারণা। দীর্ঘকালে এর অন্তিত্ব থাকে না। এ জন্য বলা হয়, স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মুনাফা, কিন্তু দীর্ঘকালে এটা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ।

প্ররা > ১৬ নিমের চিত্রটি লক্ষ কর, তৎসংগ্লিফী প্রশ্নের উত্তর দাও:



- ক. নিট খাজনা কী? •
- খ. ব্যক্টিক অর্থে ভূমির যোগান স্থিতিস্থাপক-বুঝিয়ে লেখ।
- গ, চিত্র হতে নিম খাজনার পরিমাণ দেখাও।
- ঘ. চিত্রে কী পরিবর্তন করলে খাজনা ধারণাটি সকল সময়ে সকল দ্রব্যের জন্য প্রযোজ্য হবে? আলোচনা করো।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

বা ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, জমির যোগান স্থিতিস্থাপক এবং জমি বিকল্প ব্যবহারযোগ্য। এক্ষেত্রে, যে সুযোগ ব্যয়ের সৃষ্টি হয়, তা উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরে ফসলের দাম নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে খাজনা দামকে প্রভাবিত করে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘকাল অন্যান্য উপকরণের মতো ভূমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার, জমিতে সেচ প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ছাদে সবজি চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক।

ণ উদ্দীপকের চিত্রে নিম খাজনার (Quasi Rent) বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ম্বল্পকালে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন— কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, দালানকোটা প্রভৃতি) হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাই নিম খাজনা।

সূত্রাকারে, নিম খাজনা = মোট আয় – মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় OR = TR – TVC

এখানে QR = নিম খাজনা (Quasi Rent)

TR = মোট আয় (Total Revenue)

TVC = মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (Total Variable Cost).

উদ্দীপকের চিত্রে OX ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও OY লম্ব অক্ষে
দাম, আয় ও ব্যয় নির্দেশিত হয়েছে। OP হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম।

P = AR = MR রেখা দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও
প্রান্তিক আয়ের সমতা দেখানো হয়েছে। Me রেখা প্রান্তিক ব্যয় রেখা ও

AVC রেখা মন্ত্রকালীন পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্দেশ করে।

চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু eo। কেননা eo বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত MR = MC ও AR>AVC পালিত হয়েছে। তাই স্বল্পকালে OPo দামে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OOe।

এক্ষেত্রে, মোট আয় (TR) = P × Q = OPo × OQo

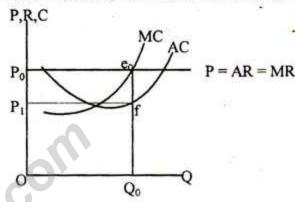
= OQoEoPo

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) = AVC × Q = OP₁ × OQo = OQofP₁

অতএব, নিম খাজনা (QR) = মোট খাজনা (TR) = মোট পরিবর্তনীয় খাজনা (TVC)

- $= OQoeoPo = OQofP_1$
- = P₁P₀e₀f (নিম খাজনা)

য় উদ্দীপকে চিত্রে AVC-এর স্থানে AC রেখা অঙকন করলে খাজনা ধারণাটি সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। নিচে আলোচনা করা হলো—



চিত্র: খাজনা নির্ধারণ

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যের জন্য ভূমি হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। এক্ষেত্রে এ খাজনা ধারণাটি স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সূত্রাকারে, খাজনা = TR —/TC

বা, খাজনা = AR - AC

চিত্রে OQo হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, OPo উৎপাদিত দ্রব্যের দাম। চিত্রে Eo ভারসাম্য বিন্দু কেননা Eo বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয়শর্ত P>AC শর্ত পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল

 ${
m OP_o}$ দামে উৎপাদনের পরিমাণ ${
m OQo}$ ।

এক্ষেত্রে মোট আয় $(TR) = P \times Q$ = $OPo \times OQo$

 $= OP_0e_0Q_0$ মোট ব্যয় (Tc) = AVC \times Q = $OP_1 \times OQ_0$ = OP_1FQ_0

খাজনা = TR -- TC

 \Rightarrow OP₀e₀Q₀ - OP₁fQ₀

= P₁Poe_of (খাজনার পরিমাণ)

সূতরাং AVC এর স্থানে AC রেখা স্থানান্তর করলে খাজনা ধারণাটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রশা > ১৭ রাসেল সাহেবের X ফ্যাক্টরিতে A পণ্য উৎপাদিত হয়। এতে প্রতি একর্ক পণ্যের পরিবর্তনীয় ব্যয় ৮ টাকা, গড় ব্যয় ১২ টাকা। পণ্যের দাম ১০ টাকা। কিন্তু শাহেদ সাহেবের y ফ্যাক্টরিতে B পণ্যের একক প্রতি গড় খরচ ৯ টাকা বিক্রয় মূল্য ১১ টাকা।

[िकावुननिमा नुन स्कून এक करमण, ठाका । अभ नः ४/

ক, খাজনা কী?

খ. ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণেই খাজনার উৎপত্তি হয়— বৃঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপক হতে নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. A ও B পণ্যের ক্ষেত্রে উল্লিখিত খাজনার ধারণাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে খাজনা বলে।

ক্রমগ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমন্ত্রাসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উদ্ভব হয়।

শ্বিদীপকের আলোকে নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয়
পাওয়া যায়, তাকেই নিম খাজনা বলে। স্বল্পকালে মানুষের তৈরি
যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, যানবাহন, দালানকোঠা ইত্যাদির চাহিদা
বাড়লে যোগান সাথে সাথে বাড়ানো যায় না। কারণ এদের যোগান
সময় বৃদ্ধি সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন- শহরে লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে
আবাসিক সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে নতুন
বাড়ি ঘর তৈরি না করা পর্যন্ত শহরে অবস্থিত বাড়ি-ঘরগুলো যে
অতিরিক্ত আয় করে তাই নিম খাজনা।

সূতরাং নিম খাজনা = মোট খাজনা - মোট পরিবর্তনীয় খাজনা

= TR - TVC

এক্ষেত্রে উদ্দীপকের তথ্য মতে, A পণ্যের ক্ষেত্রে,

মোট আয় (TR) = P × Q

= 70 × 7

= ১০ টাকা

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) = ৮ টাকা

∴ A পণ্যের নিম খাজনা = TR – TVC

= 70 - 4

= ২ টাকা

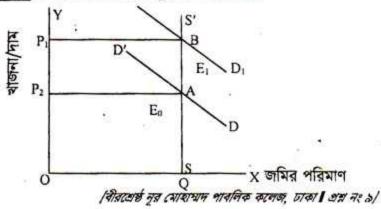
∴ উদ্দীপকের আলোকে A পণ্যের ক্ষেত্রে ২ টাকাই হলো অতিরিক্ত আয় বা নিম খাজনা।

য উদ্দীপকে A পণ্যের ক্ষেত্রে নিম খাজনা এবং B পণ্যটি খাজনা কে নির্দেশ করে। নিচে খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য দেওয়া হলো।

ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে বাড়ির মালিক যে অর্থ পায় তাকে খাজনা বলে। অন্যদিকে, মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, কলকারখানা, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে সীমাবন্দ্র থাকে বলে এসব উপকরণ থেকে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলে। খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য। নিম খাজনা শুধু স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য। দীর্ঘকালে এর অস্থিত্ব নেই। স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে যেকোনো সময়ের জন্য খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের একটি আবশ্যকীয় অংশ। অন্যদিকে, স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মুনাফা, যা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়। খাজনা ও নিম খাজনা উভয়ই যোগানের সীমাবন্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে খাজনার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। আর নিম খাজনা একটি স্বল্পমেয়াদি ধারণা হওয়ায় স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মুনাফা কিত্র দীর্ঘকালে এটা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ।

উদ্দীপকে, A পণ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিম খাজনার পরিমাণ দাঁড়ায় 2 টাকা, অন্যদিকে, B পণ্যের একক প্রতি গড় ব্যয় ৯ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য বা দাম ১১ টাকা হওয়ায় খাজনা দাঁড়ায় ১১ – ৯ = ২ টাকা। এখানে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। খাজনা হলো উৎপাদন খরচের পর উদ্বৃত্ত আয়।

সূতরাং উপরিউল্লিখিত পার্থক্য গুলোই A ও B পণ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যা নিম খাজনা ও খাজনাকেই নির্দেশ করেছে। প্রস > ১৮ চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. নিট খাজনা কী?

খ. ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক ব্যাখ্যা করো।

চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে লেখ।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

কু শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নিট খাজনা বলে।

ত্র উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জমির চাহিদা বাড়লেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক যোগান হলো, যে উপকরণের যোগান বৃদ্ধি পায় না।
ফলে চাহিদা বাড়লে কোনো উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে
সর্বনিম্ন যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। অর্থাৎ জমির
যোগান অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবন্ধ এবং চাইলেই এর পরিমাণ বৃদ্ধি
করা সম্ভব না। এ জন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিককে
জমি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এর্প বৈশিষ্ট্যের
জন্যই ভূমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয়।

উদ্দীপকের চিত্র হতে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়।
কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র
ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক
বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম ও বিনিয়োগ
ছাড়াই যে অতিরিক্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। চিত্রে এ
বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে OX ভূমি অক্ষে জমির যোগান ও OY লম্ব অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে SS' হলো জমির স্থির যোগান রেখা ও DD' ও D₁D হলো জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে DD' রেখা SS' রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP₂। এখন দুত নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা DD' উপরে স্থানান্তরিত হয়ে D₁D' রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SS' রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP₁। এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় P₂P₁BA পরিমাণ। উদ্দীপ্রকের আলোকে চিত্রে P₂P₁BA পরিমাণ হলো অনুপার্জিত আয়।

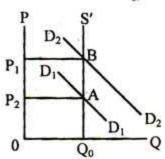
ত্ব জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও যেসব কারণে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

কোনো এলাকায় দুত নগরায়ণের ফলে সেখানাকার জমির দাম হঠাৎ বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- ঢাকার অদূরে বসুন্ধরা মডেল, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে আশে পাশের এলাকায় জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উদ্ভব হয়েছে। জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। জমির অবস্থানগত গুরুত্ব ও তারতম্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের নিকটবতী হলে জমি ব্যবহারকারীদের নিকট এর চাহিদা বেশি থাকে। ফলে এসব জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটে।

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা হয়। একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত একই হারে শ্রম ও মলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। সূতরাং জমিতে ক্রমাগত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়।

সূতরাং জমির চাহিদা ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে।

প্রস্না > ১৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



|न्गायनाम जारेंडिग्राम करमज, विमगींड, ठाका । अन्न नः ४/

- ক, মোট খাজনা কাকে বলে?
- খ, খাজনা কেন দেয়া হয়? ব্যাখ্যা করো।
- গ. চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. খাজনা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

🚁 জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত মোট অর্থকে মোট খাজনা বা চুক্তিবন্ধ খাজনা বলে।

📆 খাজনা দেওয়ার প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবন্ধ হওয়ায় জমির পরিমাণ বাড়ানো যাচ্ছে না। তাছাড়া, জমির উর্বরতা পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনাও বেশি হয়। আবার জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। মূলত এসব কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

🚰 উদ্দীপকের চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সেখানকার জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম ও বিনিয়োগ ছাড়াই যে অতিরিক্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্দীপকের চিত্রে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে জমির যোগান ও (OY) লঘ অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S'Oo হলো জমির স্থির যোগান রেখা ও D_1D_1 ও D_2D_2 হলো যথাক্রমে জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে D₁D₁ রেখা SQ₀ রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP2। এখন দুত নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা রেখা D₁D₁ উপরে ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D₂D₂' রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SQo রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP,। এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় P2ABP1 ক্ষেত্রের সমান।

ঘ্র জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর যেসব কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো: কোনো এলাকায় দুত নগরায়ণের ফলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— ঢাকার অদুরে বসুন্ধরা মডেল, ডালাস সিটি, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে আশ-পাশের জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উদ্ভব ঘটেছে।

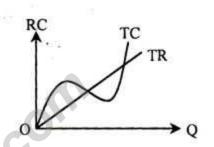
জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং তবে এর তারতম্যও ঘটে। অর্থাৎ অধিক উর্বর জমি হতে বেশি পরিমাণ খাজনা এবং কম উর্বর জমি হতে কম পরিমাণ খাজনার সৃষ্টি করে। জমির অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং এর তারতম্যও ঘটে। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের নিকটবতী হলে জমি ব্যবহারকারীদের নিকট তার চাহিদা বেশি থাকে। ফলে এসব জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটে।

ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা দিতে হয়। একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত একই হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমন্ত্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। সূতরাং জমিতে ক্রমাগত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায় এবং একপর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয়। তথন শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক-উর্ধ্ব এককের উৎপাদন এবং প্রান্তিক এককের উৎপাদনের পার্থক্য খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়।

সূতরাং জমির চাহিদা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।

2위 ▶ २०

২



|णका क्यार्भ करनज । श्रा नः क्र|

- ক, খাজনা কাকে বলে?
- খ. অনুপার্জিত আয় কী?
- গ্, উদ্দীপকটি খাজনার কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে কর? ব্যাখ্যা করো'।
- ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে খাজনা নির্ধারণ করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

큛 সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

যা জমির মালিক অনেক সময় কোনো বাড়তি খরচ বা পরিশ্রম ছাড়াই অতিরিক্ত আয় ভোগ করে থাকে। যেমন— শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং এলাকার রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি হলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে যায়। বস্তুত, জমির মালিকের নিজম্ব কোনো বিনিয়োগ বা পরিশ্রম ছাড়াই জমির এরূপ মৃল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অথবা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজই মূল্য বেঁড়ে যাওয়ার কারণ। এভাবে জমির মালিকগণ বিনা খরচে বা বিনা পরিশ্রমে যে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে তাকে অনুপার্জিত আয় (Unearned Income) বলা হয়।

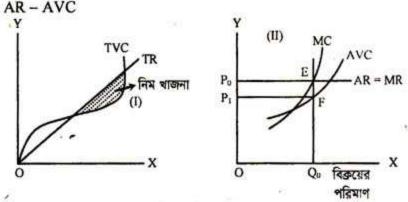
🛐 উদ্দীপকের চিত্রে নিম খাজনার ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

মনুষ্য নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনীতিতে নিম খাজনা বা উপ-খাজনা বলা হয়। অর্থাৎ নিম খাজনা স্বল্পকালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং তা এমন আয়কে নির্দেশ করে, যা কেবল স্থির উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, OQ (ভূমি) অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে আয় (R) ও ব্যয় (C) দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, TR ও TVC-এর মধ্যবর্তী ব্যবধান দেখানো হয়েছে। যেখানে TR ও TVC হলো যথাক্রমে মোট আয় রেখা ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রটি নিম খাজনার সাথে সম্পর্কিত।

ব্র উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রের সাহায্যে নিচে নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত মোট আয় (TR) থেকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) বাদ দিলে নিম খাজনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিম খাজনা = TR – TVC, =



চিত্ৰ: নিম খাজনা

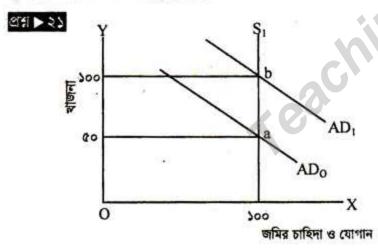
মোট আয় (TR)-কে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় আয় (AR) পাওয়া যায়। যা Π নং চিত্রে Π Π দেখানো হয়েছে। আবার, মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে Π দ্বারা ভাগ করলে গড়

পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC) পাওয়া যায়। I নং চিত্রে :::::: চিহ্নিত

অংশে TR > TVC হওয়ায় তা নিম খাজনাকে নির্দেশ করে। আবার, II নং চিত্রে OQo উৎপাদনে বা বিক্রয়ের পরিমাণে AR>AVC শর্ত পালিত হয়। এক্ষেত্রে নিম খাজনার পরিমাণ হলো (AR-AVC) = EQo - FQo = EF (গড় আয় ও ব্য়য়র ভিত্তিতে) আর মোট আয় ও ব্য়য়র ভিত্তিতে নিম। খাজনা-

= TR - TVC $= OP_o \times OQ_o - OP_1 \times OQ_o$ $= OP_0EQ_o - OP_1FQ_o$ $= P_oP_1FE$

সূতরাং খাজনার পরিমাণ PoP1FE।



(जावमुन कामित त्यांना भिष्टि करनज, नत्रभिःभी । अस नः ४/

- ক. নিম খাজনা কী?
- খ. অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে কেন খাজনা দেওয়া হয়?
- গ. খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সাথে উদ্দীপকের তত্ত্বটি কী একই?
 বিশ্লেষণ করো।
 ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

কা মানুষ নির্মিত রিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনীতিতে নিম খাজনা বলে।

যে যেসব কারণে খাজনার উদ্ভব হয়, তার মধ্যে জমির অবস্থানগত পার্থক্য অন্যতম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, লোকবসতি আছে এমন বা শহরের কাছের জমিগুলোতে দূরের জমিগুলোর তুলনায় সহজেই যাতায়াত করা যায়। এ জন্য এসব জমিতে পরিচালিত কৃষিকাজ তত্ত্বাবধানের খরচ অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া এসব জমিতে কৃষি উপকরণসমূহ নেয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল আনারও খরচ কম। এ জন্য এসব জমি দূরের জমিগুলোর তুলনায় উদ্বৃত্ত আয় করে যা খাজনা হিসেবে দেয়া হয়। এ জন্য বলা হয় অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেয়া হয়।

শ্রী উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
সীমাবন্ধ যোগান বিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে তাকেই অর্থনীতির পরিভাষায় খাজনা বলে। উদ্দীপকে ভূমি অক্ষে (ox) জমির চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (oy) খাজনা পরিমাপ করা হয়েছে। জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় যোগান রেখা লম্ব অক্ষ্যের সমান্তরাল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ জমির চাহিদার ওপর নির্ভর করবে। জমির প্রাথমিক চাহিদা যখন ADo তখন a বিন্দুতে খাজনার পরিমাণ হবে (১০০×৫০) = ৫০০০ টাকা। আবার যখন জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ADı হয় তখন b বিন্দুতে ভারসাম্য স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ হবে (১০০×১০০) = ১০০০০ টাকা। এভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে জমির খাজনাও বৃদ্ধি পায়।

যা উদ্দীপকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত তত্ত্বটি হলো খাজনার আধুনিক তত্ত্ব। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব আর এ খাজনা তত্ত্বটির মধ্যে যথেন্ট পার্থক্য রয়েছে।
বিকার্জের মতে খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্ধৃত আয় । এটি উৎকর্ষী ও

রিকার্ডোর মতে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয়। এটি উৎকৃষ্ট ও
নিকৃষ্ট ভূমির উৎপাদন মূল্যের পার্থক্যের সমান। অন্যদিকে, খাজনার
আধুনিক তত্ত্ব মতে, খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যেকোনো
উপাদান ব্যবহারের দাম। আবার, রিকার্ডোর মতে, কেবল ভূমির ক্ষেত্রেই
খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অস্থিতিস্থাপক
যোগানবিশিষ্ট যে কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।

বোগানবিশিষ্ট যে কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।
রিকার্জো মনে করেন, ভূমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য খাজনার পার্থক্য দেখা দেয়। নিকৃষ্ট ভূমি তথা অনুর্বর ভূমির তুলনায় উর্বর থেকে উর্বরতার ভূমিগুলো অধিক থেকে অধিকতর/ ফসল দেয়। এ জন্য উর্বরতাভেদে খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, ভূমির চাহিদার পার্থক্যের জন্য খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। জমির চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়ে, চাহিদা কমলে খাজনা কমে। আবার, রিকার্জোর মতে, ভূমির অবস্থানগত পার্থক্যের জন্যও খাজনার সৃষ্টি হয়। শহরের কাছের ভূমি, দূরবতী ভূমিগুলোর তুলনায় কম খরচসম্পন্ন হওয়ায় অধিক ফসল দেয়। এ জন্য সেখানে খাজনা দিতে হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, উপাদানের যোগান কেবল অস্থিতিস্থাপক হলেই খাজনার সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং বলা যায়, রিকার্জোর খাজনা তত্ত্ব এবং খাজনার আধুনিক তত্ত্ব। এক নয় বরং এদের মধ্যে যথেক্ট পার্থক্য বিদ্যুমান।

প্রন ১২২ মি. সাব্বির বললেন যে, শুধু জমি নয়, যে সকল উপকরণের যোগান সীমিত সেসব উপকরণ হতেই খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, খাজনা কেবল ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বসুড়া । প্রশ্ন নং ১/

ক. নিম খাজনা কী?

খ, খাজনা কেন দেয়া হয়?

গ. মি. সাব্বির খাজনা সংক্রান্ত কোন তত্ত্বটির কথা বলেছেন বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. সাব্বিরের চিন্তার সাথে খাজনা সংক্রান্ত ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির তুলনা করো।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ওই উপকরণটি তার ন্যুনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম খাজনা বলে।

ত্র জমির সীমাবন্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

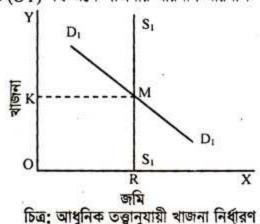
2

কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবন্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

উদ্দীপকে মি: সাব্বির খাজনা-সংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন বলে আমি মনে করি। নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো— তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে। নিচে খাজনার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো— আধুনিক খাজনা তত্ত্বের মূলবন্তব্য অনুসারে, খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা ভূমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল হয়।

নিচে চিত্রের সাহায্যে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো— আধুনিক খাজনা তত্ত্বটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। রেখাচিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে জমি ও (OY) লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ পরিমাপ

করা হয়েছে। D₁D₁
ও S₁S₁ হলো
যথাক্রমে জমির
চাহিদা ও যোগান
রেখা। চিত্রে D₁D₁
রেখা S₁S₁ রেখাকে
M বিন্দুতে ছেদ
করায় সেখানে খাজনা
নির্ধারিত হয়েছে OK
পরিমাণ।

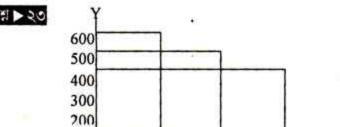


উদ্দীপকে মি. সাব্বিরের ক্ষেত্রেও একই চিত্র ফুটে উঠেছে। জমির পরিমাণ স্থির এবং যে সকল উপকরণের যোগান সীমিত সেসব উপকরণ হতে যে খাজনা পাওয়া যায় তা আধুনিক খাজনা তত্ত্বের সাথে সজাতিপূর্ণ।

যা উদ্দীপকে মি. সাব্বির খাজনা-সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। যা খাজনার ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের থেকে ভিন্ন। নিচে খাজনা নির্ধারণে এই দুই প্রজন্মের অর্থনীতিবিদগণের ধারণার পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো-

- ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো বলেন, 'খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।' অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'প্রথম উৎকৃষ্ট জমি ও পরে
 নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হয়।' অপরদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের
 মতে, 'উর্বরতা দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও কোনো জমি যদি
 চাষাবাদের জন্য অধিক সুবিধাজনক হয় তাহলেও ওই জমি প্রথমে
 চাষ করা যেতে পারে।
- ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'খাজনা দামের অংশ নয়'।
 অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদের মতে, 'খাজনা বেশি হওয়ার
 কারণে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাজনা
 দামের অন্তর্ভুক্ত হয়।'
- ৪. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ জমির উর্বরতা সবসময় একই রকম থাকে। অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবদের মতে, 'ক্রমাগত চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা যেমনি হ্রাস পায়, তেমনি উন্নত চাষ পদ্ধতি, সার, সেচ প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।'

অতএব বলা যায়, ক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খাজনা নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে।



|वगुषा क्याकिनस्यके भावसिक म्कूस ७ करनक । श्रम नर ७/

- ক, খাজনা কী?
- খ, খাজনা কেন দেওয়া হয়?

0

গ. উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা নির্ধারণের যে তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।

১ম শ্রেণি A ২য় শ্রেণি B ৩য় শ্রেণি C

জমির শ্রেপি

 ঘ. উদ্দীপকের কোন শ্রেণির জমির খাজনা কত তা নির্ধারণ করে এবং ব্যাখ্যা করো।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

থ জমির সীমাবন্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাছে। কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবন্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাচিত্রটি, খাজনা নির্ধারণে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে।

রিকার্ডোর মতে, যে জমিতে উৎপাদিত ফসলের দাম এবং উৎপাদন ব্যয় সমান হয় তাকে প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি বলে। প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন হয় তার মূল্যই হলো খাজনা। তাই খাজনা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা পার্থক্যজনিত লাভ।

চিত্রে OA, AB ও BC-কে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমি হিসেবে ধরা হলো। তিন শ্রেণির জমিরই উৎপাদন ব্যয় সমান যা চিত্র অনুযায়ী ধরা যাক ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে

প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা = (৬০০ – ৪০০) = ২০০ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = (৫০০ – ৪০০) = ১০০ টাকা। তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪০০ – ৪০০) = ০ টাকা।

এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণির জমিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাই হলো ওই সব জমির খাজনা। ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উদ্বৃত্ত না থাকায় এ জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি।

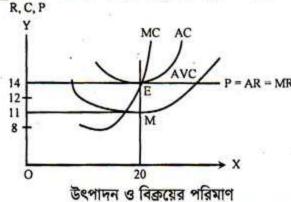
যা উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রের মাধ্যমে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে।

রিকার্জোর মক্তে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত যা জমি থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায়। চিত্রে ১ম শ্রেণির খাজনার পরিমাণ ২০০ টাকা, ২য় শ্রেণির খাজনার পরিমাণ ১০০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ প্রান্তিক জমির খাজনার পরিমাণ হলো ০ (শূন্য) টাকা। প্রাপ্ত এ খাজনা চিত্রে নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে:

উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশের জন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সকল চাষযোগ্য জমি সমআয়তন বিশিষ্ট হলেও উর্বরতার দিক থেকে ভিন্ন। এ হিসেবে অধিক উর্বর জমি OA কে ১ম শ্রেণির জমি, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমি AB কে ২য় শ্রেণির জমি এবং ৩য় শ্রেণির জমি BC কে প্রান্তিক জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল জমিতে চাষের খরচ

ধরা হয়েছে ৪০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা নির্ধারিত হয়েছে (৬০০ – ৪০০) টাকা = ২০০ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা নির্ধারিত হয়েছে = (৫০০ – ৪০০) = ১০০ টাকা। তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা হলো = (৪০০ – ৪০০) = ০ টাকা। চিত্রে খাজনার এ বিষয়টি ছায়াবৃত্ত অঞ্চল দ্বারা দেখানো হয়েছে। С আয়তক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্র A ও B ক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে যে ছায়াবৃত্ত অংশ পাওয়া যায় তাই A ও B শ্রেণির জমির খাজনা।

প্রস় ১২৪ চিত্রটি লক্ষ কর এবং চিত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:



|वानन्मस्यास्न करनज, यग्नयनिश्स । श्रञ्ज नर ১১/

ক. খাজনা কী?

- খ. নিট খাজনা হচ্ছে শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহারের মূল্য ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক হতে নিম খাজনা নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপক হতে মুনাফা ও মোট স্থির ব্যয় নির্ণয় করো।

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

বিট বা অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে শুধুমাত্র জমি ব্যবহারের দামই থাকে।

অর্থনীতিতে শুধু অস্থিতিস্থাপক উপকরণ (যেমন-জমি) ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে নিট খাজনা বলে। এর্প খাজনাকে বিশুন্ধ বা অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়। সুতরাং নিট বা অর্থনৈতিক খাজনা = মোট খাজনা - (মূলধনের নিয়োগবাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদন্ত কর + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা)। অতএব অস্থিতিস্থাপক বা জমি ব্যবহার বাবদ প্রদেয় অর্থ হলো নিট খাজনা।

প্র উদ্দীপকের চিত্রে নিম খাজনার (Quasi Rent) বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ম্বল্পকালে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন-কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা প্রভৃতি) হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাই নিম খাজনা।

সূত্রাকারে, নিম খাজনা — মোট আয় - মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় QR = TR - TVC

এখানে, QR = নিম খাজনা (Quasi Rent),

TVC = মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (Total Variable Cost)

উদ্দীপকের চিত্রে OX ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও OY লম্ব অক্ষেদাম, আয় ও ব্যয় নির্দেশিত হযেছে। OP হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম। AR = MR রেখা দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতা দেখানো হয়েছে। AC রেখা গড় ব্যয়, MC রেখা প্রন্তিক ব্যয় ও AVC রেখা পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্দেশ করে।

চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু E। কেননা E বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত MR = MC ও MR < MC পালিত হয়েছে। তাই 14 টাকা দামে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ 20 একক।

এক্ষেত্রে, মোট আয় (TR) = OP × OQ

 $= 14 \times 20$

= 280 টাকা

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) = AVC × Q = = 11 × 20 = 220 টাকা

অতএব, নিম খাজনা (OR) = মোট খাজনা (TR) – মোট পরিবর্ততীয় খাজনা (TVC)

= 280 - 220

= 60 টাকা পরিমাণ নিম খাজনা

য় উদ্দীপক হতে মুনাফা ও মোট স্থির ব্যয় নির্ণয় করা যায়-আমরা জানি,

भूनाका $(\pi) = TR - TC$

তাহলে TR = P × Q

 $= 14 \times 20$

= 280

 $TC = AC \times Q$

 $= 14 \times 20$ = 280

তাহলে ফার্মের মুনাফা π = 280 -280

= 0

ফার্মটি স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। চিত্রে 20 উৎপাদনে শুরে E বিন্দুতে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত MR = MC এবং অতিরিক্ত শর্ত P = AC পালিত হওয়ায় E বিন্দুতে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

মোট স্থির ব্যয় নির্ণয় :

8

উদ্দীপদের চিত্রে মোট স্থির ব্যয় নির্ণয়ের জন্য ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়;

14 টাকা দামে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ 20 হলে মোট ব্যয়-

$$(TC) = AC \times Q$$
$$= 14 \times 20$$

= 280 টাকা

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) = $AVC \times Q$

 $= 11 \times 20$ = 220

 $\therefore TC = TVC + TFC$

বা, TFC = TC - TVC

= 280 - 220

= 60 টাকা

∴ উদ্দীপকের ফার্মের মোট স্থির ব্যয় = 60 টাকা।

প্রশ্ন >২৫ X, Y ও Z ব্যক্তি পৃথকভাবে তাদের দুই বিঘা করে জমিতে ধান উৎপাদনে ৩০০০ টাকা খরচ করেন। তারা ধান বিক্রি করে যে অর্থ পান তা যথাক্রমে ৯০০০ টাকা, ৬০০০ টাকা এবং ৩০০০ টাকা।

[मिनाजपुत अतकाति करमज, मिनाजपुत। श्रप्त नः वः।

ক. নিম খাজনা কী?

খ. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে খাজনার পরিমাণ পরিবর্তন হয় কি

গ. উদ্দীপকের আলোকে খাজনা নির্ধারণের তত্ত্বটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় যদি ৩০০০ টাকা হতো তাহলে কি অবস্থা হতো? বিশ্লেষণ করো। 8

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ওই উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম খাজনা বলে।

ত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
সাধারণত কোনো জমির আয় ও ব্যয়ের ব্যবধানই হলো ঐ জমির
খাজনা। অর্থাৎ, অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে ভূমি ও অন্যান্য
উপকরণ ন্যুনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত দাম পাওয়া যায়,
তাই খাজনা। আর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে এই অতিরিক্ত দাম
পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। ফলশ্রুতি খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি
পায়। তাই বলা যায়, জমির বা উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে
খাজনার পরিমাণ পরিবর্তন হয়।

প্র উদ্দীপকের ভিত্তিতে রিকার্জোর খাজনা তত্ত্বটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

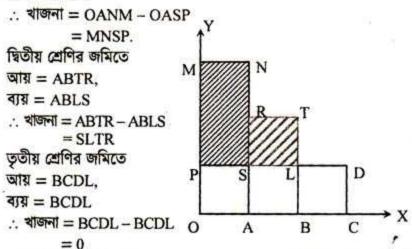
উদ্দীপকের x, y ও z ব্যক্তি পৃথকভাবে প্রত্যেকে ৩০০০ টাকা ব্যয় করে ধান উপাদন করে আয় করেন যথাক্রমে ৯০০০,৬০০০ ও ৩০০০ টাকা। অতএব, x ব্যক্তি বা প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা = ৯০০০ - ৩০০০ = ৬০০০ টাকা

y ব্যক্তি বা দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = ৬০০০ – ৩০০০ = ৩০০০ টাকা z ব্যক্তি বা তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = ৩০০০ – ৩০০০ = ০ টাকা এক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির জমি হলো প্রান্তিক জমি বা খাজনাবিহীন জমি। পাশের চিত্রে আনুভূমিক অক্ষে জমির পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে আয়/উৎপাদন এবং খরচ পরিমাপ করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণির জমিতে,

আয় = OANM,

ব্যয় = OASP

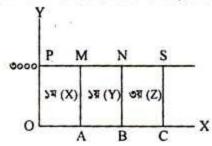


এটিই খাজনাবিহীন জমি। ছায়াকৃত অঞ্চল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জমিরঁ খাজনার পরিমাণ নির্দেশ করছে।

ত্য উদ্দীপকের আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় যদি ৩০০০ টাকা হতো তাহলে কোনো খাজনার উদ্ভব হতো না।

চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতাই খাজনা উদ্ভবের প্রধান কারণ।
তাছাড়া জমির উর্বরাশক্তি ও অবস্থানগত পার্থক্য এবং জমিতে
ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি দুত কার্যকর হওয়ায় খাজনা দিতে
হয়। কেননা এসব কারণে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে জমির ন্যূনতম যোগান
দামের চেয়ে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়। আর যে জমির উৎপাদিত ফসল
হতে আয় ও উৎপাদন বয়য় সমান হয়, তাকে প্রান্তিক জমি বলে। এ
ধরনের জমি হতে কোনো খাজনা সৃষ্টি হয় না।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, x, y ও z ব্যক্তি পৃথকভাবে তাদের দুই বিঘা জমিতে ধান চাষে প্রত্যেকের ব্যয় ৩০০০ টাকা হলেও আয়ের ভিন্নতা রয়েছে। যার ফলে ('গ' নং হতে) x ও y ব্যক্তিকে খাজনা দিতে হয়। কিন্তু এখন যদি প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ৩০০০ টাকা হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ (৩০০০ – ৩০০০) বা ০ শূন্য হয়। অর্থাৎ, তাদের আয় প্রান্তিক জমির সমান হওয়ায় কোনো জমিরই খাজনার উদ্ভব হয় না।



চিত্ৰ: প্ৰান্তিক জমি

উদ্দীপকের আলোকে অভিকত চিত্রে দেখা যায় যে, প্রথম জমি তথা X ব্যক্তির খাজনা = OPMA – OPMA = 0

২য় জমি তথা Y ব্যক্তির খাজনা = AMNB – AMNB

এবং ৩য় জমি তথা Z ব্যক্তির খাজনা = BNSC – BNSC

= 0

∴ সুতরাং বলা যায়, আয় ও ব্যয় সমান হওয়ায় প্রত্যেকের আয় ৩০০০ টাকা হলে কোনো খাজনার উদ্ভব হবে না।

প্রর ১২৬ উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করার জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের চাহিদা করে। এগুলোর যোগান সীমাবন্ধ বলে উৎপাদনকারীরা এগুলো ন্যূনতম যোগান দাম অপেক্ষা বেশি দামে ক্রয় করে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে। এগুলোর ন্যূনতম যোগান দাম অপেক্ষা অতিরিক্ত দামকে আমরা এক বিশেষ নামে জানি।

|बारमाम डेबिन भार भिशु निरक्डन स्कूल ७ करलज, शारैवान्या 🛭 श्रम नर क|

ক, নিট খাজনা কাকে বলে?

খ. অনুপার্জিত আয় কীভাবে উদ্ভব হয়?

গ. উদ্দীপকে যা আমরা বিশেষ নামে জানি বলে বলা হয়েছে তা কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

ঘ. উদ্দীপকে যা আমরা বিশেষ নামে জানি তা কী কী কারণে উদ্ভব
 হতে পারে? বিশ্লেষণ করো।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

থ জমির চাহিদা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়।

কোনো এলাকায় শহর প্রসারিত হলে বা নতুন শহর-বন্দর গড়ে উঠলে কিংবা শিল্পকারখানা স্থাপিত হলে সে এলাকার জমির দাম বেড়ে যায়। আবার, স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে যদি কোনো এলাকার রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা–বাণিজ্য কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ইত্যাদি গড়ে উঠে তবে সে এলাকার জমির গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে কোনো অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম ছাড়াই জমির মালিকের আয় বাড়ে। এভাবে অনুপার্জিত আয়ের উদ্ভব হয়।

গ্র উদ্দীপকে নিম খাজনার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

নিম খাজনা অর্থনীতিতে একটি নতুন ধারণা। নিম খাজনাকে প্রায় খাজনা বা আধা খাজনাও বলা হয়। ভূমি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের দ্বারা যে উদ্বৃত্ত আয় হয়, তা ভূমির মালিকানা হতে অর্জিত আয়ের সাথে সাদৃশ্য বলে এটিকে প্রায় খাজনা বা নিম খাজনা বলে। নিম খাজনা = মোট খাজনা — মোটা পরিবর্তনীয় ব্যয়। স্বল্পকালে মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, যানবাহন, দালানকোঠা ইত্যাদির চাহিদা বাড়লে যোগান সাথে সাথে বাড়ানো যায় না। কারণ এদের যোগান বাড়ানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন- শহরে অবস্থিত বাড়ি-ঘরগুলো যে অতিরিক্ত আয় করে তাই নিম খাজনা।

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করার জন্য ভূমি, শ্রম, সূলধন ও সংগঠনের চাহিদার যোগান সীমাবদ্ধ বলে উৎপাদনকারীরা গুেলো ন্যূনতম যোগান দাম অপেক্ষায় বেশি দামে ক্রয় করে উৎপাদনে ব্যবহারের বিষয়টি নিম খাজনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

য় উদ্দীপকে নিম খাজনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে। নিচে নিম খাজনা উদ্ভবের কারণ আলোচনা করা হলো—

মানুষ নির্মিতি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা ম্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনীতিতে নিম খাজনা বলে। অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে নিম খাজনা বা 'উপ খাজনা' ধারণাটি প্রবর্তন করেন। মার্শালের মতে, ম্বল্পমেয়াদে সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট মনুষসৃষ্ট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ থেকে অর্জিত আয়ের কারণে নিম খাজনা হয়। বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজি দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক তাই ম্বল্পকারে এদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যসমূহ হতে অধিক আয় সম্ভব হয়।

ভূমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য রয়েছে। উর্বরতার দিক হতে বিবেচনা করলে দেখা যায় কোনো জমি উর্বর এবং কোন জমি অনুর্বর। অনুর্বর জমির তুলনায় উর্বর জমি হতে বেশি খাজনা পাওয়া যায়। আবার অনুর্বর জমি হতে কোনো খাজনা পাওয়া যায় না। ভূমি প্রকৃতির দান। এর যোগান সম্পূর্ণ সীমাবন্ধ। এমতাবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সজ্ঞো সজ্ঞো ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে খাজনার উদ্ভব হয়। ভূমির যোগান যদি চাহিদার তুলনায় সীমাবন্ধ না হতো তাহলে নিম খাজনা দেয়ার প্রয়োজন হতো না। উপরের আলোচনায় বলা যায় যে, এভাবে নিম খাজনার উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন > ২৭ মেথেদি হাসান মুরাদ সাহেবের একটি ৮ তলা বাড়ি আছে।
প্রতিমাসে তিনি বাড়ি ভাড়া বাবাদ ৭০ হাজার টাক পান। সম্প্রতি
এলাকায় বেশ কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে উঠায় বাড়ি ভাড়া
বেড়ে যায়। মেথেদি হাসান মুরাদ বর্তমানে ৯৫ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া
পান।

/ক্যাক্টনেফেট কলেজ, কুমিলা । প্রশ্ন বং ১/

ক. খাজনা বলতে কী বোঝায়?

খ. জমিতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দর্ন খাজনার উদ্ভব হয়— ব্যাখ্যা করো।

গ. বাড়িভাড়া বাবাদ মেহেদি হাসান মুরাদ সাহেবের আয় বৃদ্ধি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করো। ৩

 ঘ. দীর্ঘকালে মেহেদি হাসান মুরাদ সাহেবের এ ধরনের আয় প্রযোজ্য হবে কি? বিশ্লেষণ করো।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে জমি বা সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে খাজনা বলে।

ব্য ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়।

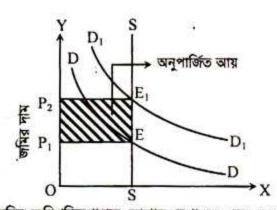
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমন্ত্রাসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উদ্ভব হয়।

বাড়ি ভাড়া বাবদ মেহেদি হাসান মুরাদ সাহেবের আয় বৃদ্ধি অর্থনীতির যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হলো অনুপার্জিত আয়। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সাধারণভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। এ ধরনের আয়কে অনুপার্জিত বৃদ্ধি বলা হয়। কোনো এলাকার উন্নয়ন হলে (যেমন— অফিস-আদালত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণত শহরাঞ্চলে এমনটি ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে জমির মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এসব এলাকার জমির মালিকগণ তখন অতিরিক্ত আয় ভোগ করে, অথচ এ বাড়তি আয়ের জন্য তাদেরকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয় না। এভাবে কোনো চেন্টা বা অতিরিক্ত বায় ব্যতীত জমির মালিক তার জমি থেকে যে অতিরিক্ত আয় পেয়ে থাকে তাকেই অনুপার্জিত আয় বলে।

উদ্দীপকের মেহেদি হাসান মুরাদ সাহেবের একটি ৮ তলা বাড়ি আছে। তিনি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৭০ হাজার টাকা পান। সম্প্রতি এলাকায় কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় মেহেদি হাসান মুরাদের বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় বেড়ে ৯৫ হাজার টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে মেহেদি হাসান মুরাদের অনুপার্জিত আয় হচ্ছে ২৫ হাজার টাকা।

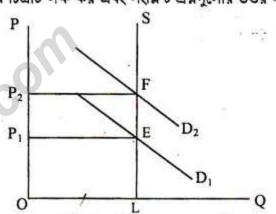
য হাঁ, উদ্দীপক অনুসারে মেহেদি হাসান মুরাদ সাহেবের <mark>আ</mark>য় অনুপার্জিত হওয়ায় তা দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

নিজম্ব প্রচেম্টা ও বিনিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমির দাম বাড়লে মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যদি কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন অথবা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেসব এলাকা ও তার আশপাশের জমির চাহিদা অম্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, এতে ভূমির মূল্য যথেষ্ট বাড়ে। অনুপার্জিত আয় নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্রে জমির অম্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS এবং DD চাহিদা রেখা E বিন্দৃতে ছেদ করায় জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে P_1 । এখন কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির চাহিদা বাড়লে, জমির চাহিদা রেখা DD থেকে D_1D_1 এ স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে জমির দাম বেড়ে হয় OP_2 । ফলে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ হয় $P_1P_2E_1E$ । কাজেই বলা যায়, মেহেদি হাসান মুরাদ সাহেবের এলাকায় অফিস্ আদালত গড়ে ওঠায় তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকবে বলে তার অনুপার্জিত আয়ে দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন ▶২৮ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



|जान-जायिन এकारक्षि स्कून এक करनज, ठीमभूत । अस नर ४/

ক, অনুপার্জিত আয় কী?

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়?

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি খাজনার কোন ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ঘ, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি এবং উদ্দীপকের তত্ত্বটি কি একই? বিশ্লেষণ কর।

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

য জমির সীমাবন্ধ যোগান ও- উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবন্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। উর্বর জমিতে খাজনা বেশি এবং কম উর্বর জমিতে খাজনার পরিমাণ কম।

া উদ্দীপকের চিত্রটি খাজনার আধুনিক তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অন্যান্য উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয় সেভাবে খাজনাও চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে খাজনা নির্ধারিত হয় বলে উদ্দীপকের চিত্রে D_1 ও SS রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এ অবস্থায় খাজনার পরিমান OP_1 । এখন যদি ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে ভূমির নতুন চাহিদা রেখা D_2 ভূমির যোগান রেখা SS-কে পূর্বের বিন্দুর উপরে ছেদ করবে। ফলে খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হবে OP_2 ।

সুতরাং, ভূমির যোগানের সীমাবন্ধতার কারণে তার চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়বে। এভাবে উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্বকে নির্দেশ করে। ত্র উক্তিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত তত্ত্বটি হলো খাজনার ত্র ধূনিক তত্ত্ব। রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব আর এ খাজনা তত্ত্বটির মধ্যে হথেট পার্থকা রয়েছে।

রিকার্ডোর মতে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয়। এটি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূমির উৎপাদন মূল্যের সমান। অন্যদিকে, খাজনার আধুনিক তত্ত্বে, খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক যোগান বিশিষ্ট যেকোনো উপাদান ব্যবহারের দাম। আবার রিকার্ডোর মতে, কেবল ভূমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যেকোনো উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।

রিকার্ডো মনে করেন; ভূমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য খাজনার পার্থক্য দেখা দেয় নিকৃষ্ট ভূমি বা অনুর্বর ভূমির তুলনায় উর্বর ভূমিতে অধিকতর ফসল দেওয়ায় খাজনায় পার্থক্য দেখা যায়। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, ভূমির চাহিদার পার্থক্যের জন্য খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। জমির চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়ে, চাহিদা কমলে খাজনা কমে। আবার, রিকার্ডোর মতে, খাজনার অবস্থান গত পার্থক্যের জন্যও খাজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আধুনিক খাজনাতত্ত্বে, উপাদানের যোগান কেবল অস্থিতিস্থাপক হলেই খাজনার সূত্রপাত ঘটে।

সূতরাং বলা যায়, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব এবং আধুনিক খাজনা তত্ত্ব এক নয় বরং এদের মধ্যে যথেক্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রা ১২৯ সোনিয়া আক্তার মনপুরা গ্রামের একজন কৃষাণী। তিনি ৩ একর জমির মালিক। তার প্রথম একর জমি নদী অববাহিকায় অবস্থিত, যা বেশ উর্বর। এই জমিতে তিনি ৬০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারেন। তার দ্বিতীয় একর জমির মাটি তুলনামূলকভাবে কম উর্বর। এই জমিতে তিনি ৪৬ মণ ধান উৎপাদন করতে পারেন। তার তৃতীয় একর জমি কিছুটা অনুর্বর, যা চাষ করে তিনি ৩০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারেন। তিনি প্রতিটি জমি চাষাবাদ বাবদ ১৫,০০০ টাকা করে ব্যয় করেন। বাজারে প্রতি মণ ধানের দাম ৫০০ টাকা।

ক. নিম খাজনা কী?

- খ. নগরায়ণের ফলে জমির দাম বৃদ্ধি কোন ধরনের আয়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. সূচির সাহায্যে প্রতিটি জমির খাজনা পরিমাপ কর 📗
- ঘ, উদ্দীপকে প্রদত্ত ক্ষেত্রটি অর্থনীতির কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিম খাজনা হলো স্বন্ধকালে মানুষের সৃষ্ট উপকরণ হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়।

নগরায়ণের ফলে জমির দাম বৃদ্ধি হলো অনুপার্জিত আয়।
ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ব্যতীত ভূমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে
যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যেমন- নগরায়ণের
ফলে জমির দাম বৃদ্ধি পেলে ভূমির মালিক কোনো বিনিয়োগ বা শ্রম
প্রদান ছাড়াই অতিরিক্ত আয় পেয়ে থাকে। তাই একে অনুপার্জিত আয়
বলা হয়।

 উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে সূচির সাহায্যে নিচে প্রতিটি জমির খাজনা নির্ণয় করা হলো।

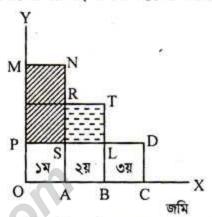
অর্থনীতিতে খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সেই অংশ, যা জমির ব্যবহারের জন্য মালিককে দিতে হয়। অর্থাৎ, কোনো জমির খাজনা হলো মোট আয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পার্থক্য।

খাজনা সচি:

জমির শ্রেণি	উৎপাদনের পরিমাণ (Q) (মণ)	প্রতি মণ ধানের দাম (P) (টাকা)	মোট আয় (TR = Q × P) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা	খাজনা (R = TR – TVC) (টাকা)
2ম	60	000	00000	\$6000	76000
২য়	86	600	20000	76000	8000
৩য়	90	600	20000	20000	0

উদ্দীপকে ও সূচিতে লক্ষ করা যায়, সোনিয়া আক্তার তার প্রথম একর জমি থেকে 60 মণ উৎপাদন করেন। মণ প্রতি ধানের বাজার দাম 500 টাকা হওয়ায় এই জমি হতে সোনিয়া আক্তারের আয় TR = (500 × 60) বা 30000 টাকা। এই চাষাবাদে তার খরচ হয় 15000 টাকা। তাই ১ম শ্রেণির জমির খাজনা হলো, R = (30000 – 15000) বা 15000 টাকা। একইভাবে ২য় ও ৩য় জমি হতে প্রাপ্ত খাজনা যথাক্রমে 8000 টাকা এবং 0 (শূন্য) টাকা।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি অর্থনীতির রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিচে বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো। ১৯০০ সালে প্রকাশিত ডেভিড রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে বলা হয়, খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সেই অংশ, যা জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়। রিকার্ডোর মতে, চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতাই খাজনা উদ্ভবের কারণ।

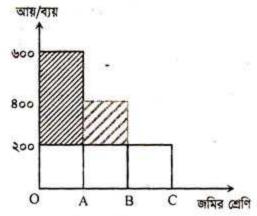


চিত্র: রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিতে যথাক্রমে 60 মণ, 46 মণ ও 30 মণ ধান উৎপাদিত হয়। প্রতি মণ ধানের দাম 500 টাকা এবং প্রতি জমির ব্যয় 1500 টাকা, ফলে ১ম জমির খাজনা (60 × 500 – 15000) বা (3000 – 15000) বা 1500 টাকা। যা উপরের চিত্রে MNSP দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখানে চিত্রানুযায়ী ১ম জমির খাজনা = OANM – OASP = MŃSP। একইভাবে, ২য় জমির খাজনা = ABTR – ABLS = RTLS এবং ৩য় জমির খাজনা = BCDL – BCDL = 0 (শূন্য)। এই ৩য় জমির খাজনা শূন্য হওয়ায় রিকার্ডোর মতে এই জমিটি প্রান্তিক জমি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত কৃষাণী সোনিয়া আক্তারের জমিতে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩০ চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/ठळेळाय करनज । अभ नः ४/

- ক. নিম খাজনা বলতে কী বোঝায়?
- খ. ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণেই খাজনার উৎপত্তি হয়— ব্যাখ্যা করো।
- গ. চিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির জমির খাজনা পরিমাপ করো। ৩
- ঘ, সকল শ্রেণির জমির উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা হলে চিত্র অনুসারে প্রান্তিক জমি থাকবে কি? কেন?

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে নিম খাজনা বলে।

0

ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমন্তাসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উদ্ভব হয়।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাচিত্রটিতে খাজনা নির্ধারণে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে। এ তত্ত্বের আলোকে চিত্র অনুসারে বিভিন্ন জমির খাজনা পরিমাপ করা যায়।

রিকার্ডোর মতে, যে জমিতে উৎপাদিত ফসলের দাম এবং উৎপাদন ব্যয় সমান হয় তাকে প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি বলে। প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন হয় তার মূল্যই হলো খাজনা। তাই খাজনা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বা পার্থক্যজনিত লাভ।

উদ্দীপকের চিত্রে তিন ধরনের জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধরা যাক, OA, ও BC যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমি। উক্ত তিন শ্রেণির জমিরই উৎপাদন বায় সমান। চিত্রানুযায়ী এই উৎপাদন বায় ২০০ টাকা। উল্লিখিত বায়ে ১ম শ্রেণির জমির আয় ৬০০ টাকা। ২য় শ্রেণির জমির আয় ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে,

১ম শ্রেণির জমির খাজনা = ৬০০ — ২০০ = ৪০০ টাকা

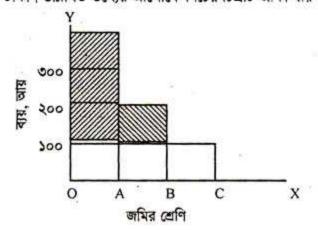
২য় শ্রেণির জমির খাজনা = ৪০০ — ২০০ = ২০০ টাকা

৩য় শ্রেণির জমির খাজনা = ২০০ - ২০০ = o টাকা।

উপরে ১ম ও ২য় শ্রেণির জমিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তা হলো ৪০০ টাকা ও ২০০ টাকা, যা ওইসব জমির খাজনা। ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় ওই জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি।

য উদ্দীপকের চিত্রটি দ্বারা রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি নির্দেশ করা হয়েছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী চিত্রের সকল শ্রেণির জমির উৎপাদন ব্যয় ২০০ টাকা থেকে কমে ১০০ টাকা হলে প্রান্তিক জমি থাকবে। কারণ রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন ব্যয় এবং আয় সমান হয়।

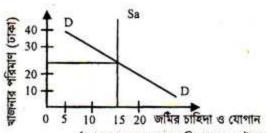
যে জমি চাষ করে উৎপাদনকারী কেবল উৎপাদন খরচ উঠাতে পারে তাকে প্রান্তিক জমি বা খাজনাবিহীন জমি বলা হয়। রিকার্ডোর মতে, সব জমির উর্বরাশক্তি সমান নয়। উর্বরতার দিক দিয়ে কোনো জমি উৎকৃষ্ট, আবার कार्ता जिम निकृष्टे। এরপ উৎকৃষ্ট ও निकृष्टे जिमत উৎপन्न कमलात পার্থক্যের ওপরই খাজনার পমিরাণ নির্ভর করে। প্রান্তিক জমিতে কোনো উদ্বত্ত থাকে না বলে এ জমির জন্য কোনো খাজনা দিতে হয় না। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি কতগুলো অনুমিত শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– ১. জমির যোগান সীমাবন্ধ ২. বিভিন্ন জমির উর্বরতার পার্থক্য ৩. ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর ইত্যাদি। উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে রিকার্ডো জমিকে ১ম. ২য় ও ৩য় এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। ১ম শ্রেণির জমিকে উৎকৃষ্ট, ২য় শ্রেণির জমিকে মধ্যম এবং ৩য় শ্রেণির জমিকে তিনি নিকৃষ্ট বলে ধরে নিয়েছেন। উদ্দীপকের চিত্রটিতে এই তিন শ্রেণির জমি বিদ্যমান এবং ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় যত হবে ৩য় শ্রেণির জমির আয় ঠিক ততই হবে। পরবর্তীতে ২য় ও ১ম শ্রেপির জমির আয় ক্রমহাসমান হারে বৃদ্ধি পাবে। উদ্দীপক অনুসারে উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা হলে ৩য় শ্রেণির জমির আয়ত্ত হবে ১০০ টাকা। ধরা যাক, একই ব্যয়ে হয়েও ১ম শ্রেণির আয় হয় যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ৪০০ টাকা। উল্লিখিত তথ্যের আলোকে নিচের চিত্রটি আঁকা যায়—



চিত্রটিতে সকল শ্রেণির উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা। ১ম শ্রেণির জমির (OA) খাজনা (৪০০ – ১০০) বা ৩০০ টাকা। ২য় শ্রেণির জমির (AB) খাজনা (২০০ – ১০০) বা ১০০ টাকা এবং ৩য় শ্রেণির জমির খাজনা (১০০ – ১০০) বা ০ টাকা।

এখানে, ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় এর খাজনা শূন্য (০) হয়। অর্থাৎ জমিটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি। তাই বলা যায়, সকল শ্রেণির জমির উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা হলে চিত্র অনুসারে প্রান্তিক জমি থাকবে।

এখ ▶০7



|भारत वाष्ट्राचा भतकाति करमण, ठाउँधाम । श्रप्त नः ১०/

ক. নিম খাজনা বলতে কী বোঝ?

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়?

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনসংখ্যা বৃশ্ধির ফলে উপরিউক্ত চিত্রে কোন ধরনের প্রভাব
 পড়বে বলে তুমি মনে করো? চিত্র অজ্জনপূর্বক ব্যাখ্যা করো। 8

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ওই উপকরণটি তার ন্যুনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম খাজনা বলে।

স্থ জমির সীমাবন্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

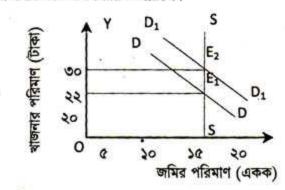
খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাছে। কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবন্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

প্র উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো ভূমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার, জমিতে সেচ প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ছাদে সবজি চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু খাজনার দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা ভূমির চাহিদার ওপর নির্ভরণীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভূমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখন ভূমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির চাহিদা ও যোগানের পরিমাণএবং লম্ব অক্ষে থাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। DD হলা জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা এবং Sa হলো জমির যোগান রেখা। জমির সামাজিক যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় এটা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। জমির চাহিদা রেখা (DD) এবং যোগান রেখা Sa পরস্পর E, বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য জমির পরিমাণ ১৫ একক ও খাজনা ২২ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা তত্ত্বের এ ব্যাখ্যা উপরিল্লিখিত খাজনার আধুনিক তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে। ত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপরিউক্ত চিত্রের DD_0 রেখা পরিবর্তন হয়ে D_1D_1 হবে। অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, জমির চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের চিত্রে জমির চাহিদা রেখা DD এবং জমির যোগান রেখা Sa -কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার ২২ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনা ৩৩০ একক নির্ধারিত হয়েছে।



এখন উদ্দীপক অনুসারে ধরা যাক, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের আগমন তথা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এখন জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন DD চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D_1D_1 চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা উদ্দীপকের রেখাচিত্রের ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে অজ্জিত রেখাচিত্রে জমির পরিবর্তিত চাহিদা রেখা D_1D_1 রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। D_1D_1 রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা Sa-কে E_2 বিন্দুতে ছেদ করে। এ অবস্থায় নতুন ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হয় ৩০ একক এবং খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত্ হয় ৪৫০ একক।

সুতরাং বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রে খাজনার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব পড়বে।

প্রা > ত মানায়েম সাহেবের একটি বাড়ি আছে। তিনি বাড়ি হতে প্রতিমাসে ভাড়া বাবাদ ৭০ হাজার টাকা পান। সম্প্রতি এলাকায় বেশ কিছু অফিস-আদালত স্থাপিত হওয়ায় বাড়ি ভাড়া বেড়ে যায়। উনি বর্তমানে ১ লক্ষ টাকা ভাড়া পান। /ক্সবাজার সরকারি কলেজ । প্রশ্ন নং ৭/

- ক. খাজনা কী?
- খ. খাজনা দামকে প্রভাবিত করে কী? যুক্তি দাও।
- গ, মোনায়েম সাহেবের আয় বৃদ্ধির বিষয়টি কোন ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দীর্ঘকালে মোনায়েম সাহেবের এ ধরনের আয় প্রয়োজ্য হবে
 কি? বিশ্লেষণ কর।
 ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবন্ধ যোগান বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে খাজনা বলে।

থ ভেভিড রিকার্ডোর মতে, খাজনা উৎপাদন খরচের অংশ নয়; খাজনা হলো উৎপাদন খরচের উদ্বৃত্ত আয়। খাজনা ফসলের দাম নির্ধারণ করে না এবং খাজনা নিজেই ফসলের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

দাম বৃশ্বির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় এবং দাম বেশি হলে খাজনাও বেশি হয়। তাই রিকার্ডোর অভিমত হলো খাজনা দেওয়া হয় বলে খাজনাও বেশি হয় না কিন্তু শস্যের দাম বেশি হয় বলে খাজনা দিতে হয়। তিনি মনে করেন, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে শুধু খরচ উঠে মাত্র; এর উদ্বন্ত কোনো আয় হয় না। তাই প্রান্তিক জমির কোনো খাজনা দিতে হয় না। ফলে প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খাজনা নামে কোনো বয়য় অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সুতরাং খাজনার ওপর ফসলের দাম নির্ভর করে না বরং খাজনাই ফসলের দামের ওপর নির্ভর করে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা দ্বারা দাম প্রভাবিত হয়।

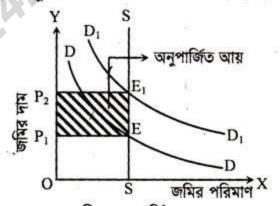
গা বাড়ি ভাড়া বাবদ মোনায়েম সাহেবের আয় বৃদ্ধি আমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হলো অনুপার্জিত আয়।

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সাধারণভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। এ ধরনের আয়কে অনুপার্জিত বৃদ্ধি বলা হয়। কোনো এলাকার উন্নয়ন হলে (যেমন-অফিস-আদালত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিক্ষাশন ইত্যাদি) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণত শহরাঞ্চলে এমনটি ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে জমির মান বহুগুলে বৃদ্ধি পায়। এসব এলাকার জমির মালিকগণ তখন অতিরিক্ত আয় ভোগ করে, অথচ এ বাড়তি আয়ের জন্য তাদেরকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয় না। এভাবে কোনো চেন্টা বা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত জমির মালিক তার জমি থেকে যে অতিরিক্ত আয় পেয়ে থাকে তাকেই অনুপার্জিত আয় বলে।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের মোনায়েম সাহেবের বাড়ি ভাড়া ৭০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১ লক্ষ টাকা হওয়ার বিষয়টি অনুপার্জিত আয় ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

য হাঁ, উদ্দীপক অনুসারে মোনায়েম সাহেবের আয় হলো অনুপার্জিত আয় হওয়ায় তা দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

নিজম্ব প্রচেম্টা ও বিনিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমির দাম বাড়লে জমির মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যদি কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন অথবা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেসব এলাকা ও তার আশেপাশের জমির চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়; এতে ভূমির মূল্য যথেষ্ট বাড়ে। অনুপার্জিত আয় নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্ৰ: অনুপার্জিত আয়

চিত্রে জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS এবং DD চাহিদা রেখা E বিন্দৃতে ছেদ করায় জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে P₁। এখন কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির চাহিদা বাড়লে, জমির চাহিদা রেখা DD থেকে D₁D₁ এ স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে জমির দাম বেড়ে হয় OP₂। ফলে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ হয় P₁ P₂E₁E। কাজেই বলা যায় ইসমাইল সাহেবের এলাকায় অফিস-আদালত গড়ে

কাজেই বলা যায়, ইসমাইল সাহেবের এলাকায় অফিস-আদালত গড়ে ওঠায় তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকবে বলে তার অনুপার্জিত আয় দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন > ৩৩

জমির শ্রেণি	প্রদত্ত আয় (টাকা)	প্রদত্ত ব্যয় (টাকা)	উদ্বন্ত (টাকা)
১ম · ·	৬০০	800	200
২য়	870	800	40
৩য়	800	800	0

|यमनरयाञ्च करनका, त्रिरनरि । अञ्च नः २/

ক. অনুপার্জিত আয় কী?

খ. খাজনাই জমির মালিককে আগ্রহী করে?

 প্রদত্ত সূচিতে খাজনার পরিমাণ কত এবং কীভাবে তা নির্ধারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

 ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিটি খাজনা নির্ধারণের কোন তত্ত্বটিকে তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা করো।

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

😎 ভূমির মালিকের নিজম্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ব্যতীত ভূমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে মালিকের যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। -

স্ব জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে খাজনা দেওয়া হয়, আর এই খাজনাই জমির মালিককে আগ্রহী করে।

খাজনার প্রধান কারণ হলো জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবন্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণেও খাজনার উদ্ভব ঘটে। অপেক্ষাকৃত্ উর্বর জমির খাজনা বেশি <mark>হয়।</mark> আর জমিতে এই খাজনার কারণেই জমির মালিক লাভবান হয়। অতএব বলা যায়, খাজনাই জমির মালিককে আগ্রহী করে।

ক্রিউদ্দীপকের প্রদত্ত সূচি খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো-১ম শ্রেণির জমির খাজনা = (৬০০-৪০০) টাকা = ২০০ টাকা ২য় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪৮০-৪০০) টাকা = ৮০ টাকা ৩য় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪০০-৪০০) টাকা = ০ টাকা খাজনা হচ্ছে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান এক্ষেত্রে ক্ষমতা বলতে জমির উর্বরা শক্তিকেই নির্দেশ করে। জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়। উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের উপর খাজনা নির্ভর করে। জমি থেকে ফসল বাবদ যে আয় হয় তা থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে খাজনা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সূচিতে প্রতিটি শ্রেণির জমির উৎপাদন ব্যয় ৪০০ টাকা। ১ম শ্রেণির জমি থেকে মোট আয় হয় ৬০০ টাকা এবং মোট ব্যয় ৪০০ টাকা। তাই ১ম শ্রেণির জমির খাজনা ২০০ টাকা। অনুরূপভাবে ২য় ও তৃতীয় শ্রেণির জমির আয় যথাক্রমে, ৪৮০ ও ৪০০ টাকা এবং ব্যয় ৪০০ টাকা। তাই ২য় শ্রেণির জমির খা<mark>জনা ৮০ টাকা এবং ৩</mark>য় শ্রেণির জমির খাজনা o টাকা। এক্ষেত্রে ৩য় শ্রেণির জমি প্রান্তিক জমি।

য় উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিটি খাজনা নির্ধারণে রিকার্ডো খাজনা তত্ত্বটিকে তুলে ধরেছে।

খাজনা তত্ত্বে রিকার্ডো বলেন, 'খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সেই অংশ যা জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়। তার মতে, 'চাহিদা তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতাই খাজনা উদ্ভবের কারণ।' তাছাড়া জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য এবং জমিতে ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি দ্রুত কার্যকরি হওয়ায় খাজনা দিতে হয়। জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের কারণে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের পার্থক্য ঘটে। সে জন্য খাজনার পরিমণেও কম বেশি হয়। আর যে জমির উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ এবং খরচ সমান হয় তাকে প্রান্তিক জমি বলে। এরপ জমির আয় ও ব্যয় সমান বলে খাজনা দিতে হয় না।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিতে তিন শ্রেণির জমির খাজনার তথ্য দেওয়া হয়েছে। সকল জমির উৎপাদন ব্যয় ৪০০ টাকা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জমি থেকে আয় যথাক্রমে ৬০০, ৪৮০ ও ৪০০ টাকা। তালে তিন শ্রেণির জমির খাজনা হলো-

১ম শ্রেণির জমির খাজনা = (৬০০-৪০০) টাকা = ২০০ টাকা ২য় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪৮০-৪০০) টাকা = ৮০ টাকা ৩য় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪০০-৪০০) টাকা = ০ টাকা উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, দ্বিতীয় শ্রেণির জমির অপেক্ষায় প্রথম শ্রেণির জমির আয় বেশি। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণির জমি সর্বোৎকৃষ্ট তাই খাজনাও বেশি। তৃতীয় শ্রেণির জমিতে দেখা যায় আয় এবং ব্যয় সমান। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণির জমির কোনো খাজনা নেই। সূতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সূচিটি রিকার্ডো খাজনা তত্ত্বকে অনুসরণ করে।

প্রসা>৩৪ রানীগঞ্জের গ্রামের বাজারে শফি মিয়ার দুটি দোকান কোঠা আছে। তিনি প্রতি মাসে দুটি দোকান কোঠা ভাড়া বাবাদ ৬ হাজার টাকা তোলেন। সম্প্রতি বাজারের রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ এখানে অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে শফি মিয়া আগের চেয়ে বেশি ভাড়া পান। শফি মিয়ার দোকান কোঠা ভাড়া বাবদ বর্তমান আয় ১০ হাজার টাকা।

ক, নিম খাজনা বলতে কী বোঝ?

খ. দাম নির্ধারণে খাজনারও ভূমিকা রয়েছে— ব্যাখ্যা করো।

গ. শফি মিয়ার দোকান ভাড়া বাবদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত আয় কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত? তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দীর্ঘকালে শফি মিয়ার এ ধরনের আয় প্রযোজ্য হবে কী? বিশ্লেষণ করো।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

😨 মানব সৃষ্ট স্বল্পকালে সীমাবন্ধ যোগান বিশিষ্ট উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন– কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা প্রভৃতি) হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলে।

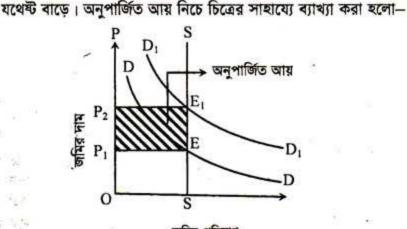
য অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর মতে, 'খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত'। এটি উৎপাদিত শস্যের দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। শস্যের দাম বাড়লে উৎপাদকের উদ্বত্ত হতে খাজনা বাড়ে। আবার শস্যের দাম কমলে এ উদ্বত্ত কমে বলে খাজনা কমে।

সূতরাং, খাজনা শস্যের ব্যয় বা দাম নির্ধারণ করে না, বরং দামের দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বাড়ি ভাড়া বাবদ শফি মিয়ার আয় বৃদ্ধি আমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হলো অনুপার্জিত আয় (Unearned Income)। দৈশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সাধারণভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। এ ধরনের আয়কে অনুপার্জিত বৃদ্ধি (Unearned Increment) বলা হয়। কোনো এলাকার উন্নয়ন হলে (যেমন- অফিস-আদালত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিম্কাশন ইত্যাদি) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণত শহরাঞ্চলে এমনটি ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে জমির মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এসব এলাকার জমির মালিকগণ তখন অতিরিক্ত আয় ভোগ করে, অথচ এ বাড়তি আয়ের জন্য তাদেরকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয়নি। এভাবে কোনো চেষ্টা বা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত জমির মালিক তার জমি থেকে যে অতিরিক্ত আয় পেয়ে থাকে তাকেই অনুপার্জিত আয় বলে।

উদ্দীপকের শফি মিয়ার দুইটি দোকান কোঠা আছে। তিনি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০ হাজার টাকা পান। সম্প্রতি এলাকায় কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে উঠায় শফি মিয়ার বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় বেড়ে ৬ হাজার টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে শফি মিয়ার অনুপার্জিত আয় হচ্ছে ৪ হাজার টাকা।

যা উদ্দীপক অনুসারে শফি মিয়ার আয় হলো অনুপার্জিত আয়। হাঁা, দীর্ঘকালে (Long run) এ ধরনের আয় প্রযোজ্য হবে। নিজম্ব প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমির দাম বাড়লে জমির মালিক যে অতিরিক্ত আয় লাভ করে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যদি কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন অথবা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেসব এলাকা ও তার আশপাশের জমির চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়; এতে ভূমির মূল্য

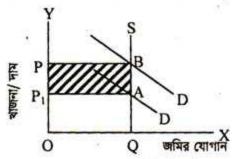


জমির পরিমাণ চিত্ৰ: অনুপার্জিত আয়

চিত্রে জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS এবং DD চাহিদা রেখাকে E [সদনমোহন কলেজ, সিলেট 🛚 প্রশ্ন নং ৩/ বিন্দুতে ছেদ করায় জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে P₁। এখন কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি করেণে জমির চাহিদা বাড়লে, জমির চাহিদা রেখা DD থেকে DD_1 এ স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে জমির দাম বেড়ে হয় OP_2 । ফলে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ হলে P_1 P_2E_1E ।

কাজেই বলা যায়, শফি মিয়ার অনুপার্জিত আয় দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

প্রা >৩৫ নিমের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



|कान्छिनयन्ते करनज, गरमात्र । अञ्च नः ४/

- ক. অনুপার্জিত আয় কাকে বলে?
- খ. খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয় কেন?
- গ. চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
- ছ. জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে?—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করে।
 ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজম্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

থা খাজনা ফসলের দাম নির্ধারণ করে না; বরং খাজনা নিজেই ফসলের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ডেভিড রিকার্ডোর মতে, দাম বৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় এবং দামু বেশি হলে খাজনাও বেশি হয়। খাজনা দেওয়া হয় বলে শস্যের দাম বেশি হয় না। কিন্তু শস্যের দাম বেমি হয় বলে খাজনা দিতে হয়। তিনি মনে করেন, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে শুধু খরচ উঠে, এর উদ্ধৃত্ত কোনো আয় হয় না। তাই প্রান্তিক জমির কোনো খাজনা দিতে হয় না। তাই খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ত্রী উদ্দীপকের চিত্র হতে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়। জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম ও বিনিয়োগ ছাড়াই যে অতিরিপ্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্দীপকের চিত্রে অনুপার্জিত আয়েল ধারণাটি দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষেজমির যোগান এবং (oy) লম্ব অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S হলো জমির স্থির যোগান রেখা এবং DD ও DD হলো যথাক্রমে জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে DD রেখা SS রেখাকে A রিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP,। এখন দুত নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা রেখা DD উপরে ডানদিকে স্থানান্তরিত DD রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SŚ রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP। এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়েল পরিমাণ দাঁড়ায় ছায়াবৃত্ত PABP। ক্ষেত্রে সমান।

জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর যেসব কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে
পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

কোনো এলাকায় দুত নগরায়ণের ফলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— ঢাকার অদূরে বসুন্ধরা মডেল, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে উঠার ফলে আশপাশে জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উদ্ভব ঘটেছে।

জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। যেমন—
অধিক উর্বর জমি হতে বেশি খাজনা এবং কম উর্বর জমিতে হতে কম
পরিমাণ খাজনার সৃষ্টি হয়। জমির অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে
খাজনার উদ্ভব হয়। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের
নিকটবতী হলে জমি ব্যবহার কারীদের নিকট তার চাহিদা বেশি থাকে।
ফলে এসব জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটে। ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন
বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা দিতে হয়। একই পরিমাণ

জমিতে ক্রমাণত একই হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। সূতরাং, জমিতে ক্রমাণত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ স্তাস পায় এবং এক পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয়। এ জন্য বলা যায়, জমির চাহিদা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে খাজনার উদ্ভব হয়।

প্রায় > ৩৬ মামুন একজন কৃষক। বর্তমানে কলা চাষ লাভজনক হওয়ায় তিনি কলা উৎপাদন করেন। কিন্তু তার নিজের কোনো জমি নাই। অন্যের জমি লিজ নিয়ে কলা চাষ করেন। তিনি পরিপ্রমী হওয়ায় প্রচুর কলা উৎপাদনে সক্ষম। তাকে দেখে অনেকে কলা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে চাষ করতে শুরু করেন। কিন্তু মামুনের মতো কলা উৎপাদনে সক্ষম হয়নি। এ জন্য মামুন তার লিজ নেওয়া জমির পার্শ্ববর্তী জমি লিজ নিতে গেলে জমির মালিকরা বেশি খাজনা দাবি করেন। সিরকারি বরিশাল কলেছ। প্রায় নং ৪/

- ক. খাজনা কী?
- খ. নিম খাজনা বলতে কী বোঝায়?
- গ. কলার দাম বাড়লে কী খাজনা বাড়বে? ব্যাখ্যা করো।
- মামুনের লিজ নেওয়া জমির খাজনা কীভাবে নির্ধারিত হবে তা
 তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ত্ব খাজনা বলতে সাধারণত জমি, বাড়ি, দোকানপাট ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তি মোতাবেক এসবের মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বোঝায়।

ব অধ্যাপক মার্শাল নিম খাজনা ধারণাটির প্রবক্তা। মার্শাল বলেন, 'মানুষের সৃষ্ট বাড়িম্বর, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান ম্বল্পকালে সীমাবন্ধ বলে এসব হতে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলা হয়।'

আধুনিক অর্থনীতিবিদ পি. এ. স্যামুয়েলসন (P.A. Samuelson) বলেন, 'যেকোনো উপকরণের যোগার্ন যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে তাহলে তার আয়কে নিম খাজনা বলে।' নিম খাজনা একটি স্বল্পকালীন আয় এবং দীর্ঘকালে তা লোপ পায়। নিম খাজনা হলো মোট আয় ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বিয়োগ ফল।

কলার দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে কারণ খাজনা জমিতে উৎপাদিত দুব্যের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

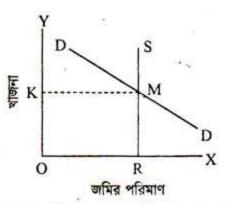
রিকার্ডোর মতে, খাজনা হলো উৎপাদনের উদ্বৃত্ত। অর্থের অজ্ঞে প্রকাশ করলে বলা যায়, উদ্বৃত্ত ফসলের উৎপন্ন মূল্যই হলো খাজনা। তাই ফসলের দাম বাড়লে উদ্বৃত্ত ফসলের উৎপন্ন মূল্যও বাড়ে। যার ফলে খাজনা বাড়ে। এক্ষেত্রে কলার দাম বাড়লে খাজনা বাড়বে কিনা তা উদাহরণের সাহায্যে দেখা যেতে পারে।

ধরা যাক, মামুনের লিজ নেওয়া জমিতে কলার উৎপাদন খরচ সবসময়ই ২,০০০ টাকা। ১ম বার কলা বিক্রি করে আয় হলো ২,৬০০ টাকা। তখন খাজনা হলো (২,৬০০ — ২,০০০) টাকা বা ৬০০ টাকা। ২য় বার কলার দাম বাড়ায় তা বিক্রি করে আয় হয় ৩,০০০ টাকা। এবার খাজনা হবে (৩,০০০—২,০০০) টাকা অর্থাৎ ১,০০০ টাকা। এখানে দেখা যায়, কলার দাম বাড়ায় খাজনা বাড়ছে।

য মামুনের লিজ নেওয়া জমির খাজনা নির্ধারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, খাজনা হলো একটি উপাদানের দাম।
তাই অন্যান্য উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া
প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেভাবে জমির দাম অর্থাৎ খাজনাও জমির
চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

জমির চাহিদা নির্ভর করে তার উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। অধিক ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে আসলে জমির চাহিদাও কমে আসে। এ জন্য লিজে নেওয়া জমির চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হবে। চিত্রে DD হলো মামুনের লিজ নেওয়া জমির চাহিদা রেখা অন্যদিকে, জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক। খাজনা বাড়লে বা কমলে জমির যোগানের কোনো পরিবর্তন করা যায় না। তাই জমির যোগান রেখা উল্লঘ্ব হয়।
চিত্রে SR হলো লিজ
দেওয়া জমির যোগান
রেখা। চিত্রে DD রেখা
SR রেখাকে M বিন্দুতে
ছেদ করেছে; এখানে
জমির চাহিদা ও যোগান
পরস্পর সমান হয়েছে।
তাই এ বিন্দুতে খাজনা
নির্ধারিত হয়েছে MR তথা



OK পরিমাণ। তাই বলা যায়, মামুনের লিজ নেওয়া জমির খাজনা হলো
OK পরিমাণ।

প্রা > ৩৭ আসলাম সাহেব একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন। বাড়ির পাশের কলেজে এবার নতুন করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র চালু হওয়ায় বাড়ির মালিকরা বেশি ভাড়া দাবি করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত পরীক্ষাথীরা বাসা ভাড়া নিলে আসলাম সাহেবের কিছু বাড়িতি আয় হবে।

(সরকারি বরিশাল কলেজ । প্রশ্ন নং ১/

ক. অর্থনৈতিক খাজনা কী?

নিট খাজনা শুধু ভূমি ব্যবহারের সুযোগ ব্যয়—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আসলাম সাহেবের বাড়ি ভাড়ার আয় অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ সেটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত ধারণার সাথে রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল বন্তব্যের কোন মিল পাওয়া যায় কী? ব্যাখ্যা করো। 8

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাঁকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

নিট খাজনা শুধু ভূমি ব্যবহারের সুযোগ ব্যয়।
অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে
যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নিট খাজনা বলে। অর্থাৎ, নিট
খাজনা = মোট খাজনা — (মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য
মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদন্ত কর + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য
মুনাফা)। যেহেতু নিট খাজনা পরিমাপ করার সময় মোট খাজনা হতে
অন্যান্য ব্যয় বাদ দেওয়া হয় সেহেতু নিট খাজনা দ্বারা শুধু ভূমি
ব্যবহারের ব্যয়কেই নির্দেশ করে। তাই নিট খাজনা বলতে ভূমি
ব্যবহারের সুযোগ ব্যয়কেই নির্দেশ করা হয়

বিষয়টি অর্থনীতির অনুপার্জিত ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।
কোনো দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে; অর্থনৈতিক উরতি হলে,
সাধারণভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি
পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে
অনুপার্জিত আয় বলে। কোনো এলাকার উরয়ন হলে (যেমন— রাস্তাঘাট,
যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিম্কাশন ইত্যাদি) অথবা
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে
জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণত শহরাজ্বলে এমনটি ঘটতে দেখা যায়।
এর ফলে জমির মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এসব এলাকার জমির মালিকগণ
তখন অতিরিক্ত আয় ভোগ করে, অথচ এ বাড়তি আয়ের জন্য তাদেরকে
কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয়নি। এভাবে কোনো চেষ্টা
বা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত জমির মালিক তার জমি থেকে যে অতিরিক্ত আয়
পেয়ে থাকে, তাকেই অনুপার্জিত আয় বলে।

উদ্দীপকের আসলাম সাহেবের এলাকায় কলেজে, পরীক্ষাকেন্দ্র চালু হওয়ায় অর্থাৎ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে বাড়ি ভাড়া পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। তার এ ধরনের আয় বৃদ্ধিকে অনুপার্জিত আয় বলা যায়।

যা উদ্দীপকে নির্দেশিত ধারণাটির সাথে রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল বস্তব্যের মিল পাওয়া যায়।

রিকার্ডো তার খাজনা তত্ত্বের মূল বক্তব্যে বলেন, "খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সেই অংশ যা জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়। তার মতে, চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের ম্বল্পতাই খাজনা উদ্বরের কারণ। তাছাড়া জমির উর্বরাশন্তি ও অবস্থানগত পার্থক্য, জমিতে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি দুত কার্যকর হওয়া ইত্যাদি কারণে খাজনা দিতে হয়। তবে সব জমিতে সমান খাজনা দেওয়া হয় না। জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের কারণে এর খাজনার পরিমাণও ভিন্ন হয়। য়ে জমির উর্বরা শক্তি বেশি সে জমির চাহিদাও বেশি এবং খাজনাও বেশি। রিকার্ডো এ ধরনের জমিকে প্রথম শ্রেণির জমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া চাহিদা ও খাজনা ভেদে ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিও রয়েছে।

উদ্দীপকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে আসলাম সাহেবের এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এলাকার বাড়ির ভাড়াও বেড়েছে। এর্প ভাড়া বৃদ্ধির কারণে আসলাম সাহেবের আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। এ বিষয়টি রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের ১ম শ্রেণির জমির খাজনা বৃদ্ধির বিষয়টির সাথে সামগুস্যপূর্ণ। কারণ উর্বরা শক্তি বেশি হওয়ায় ১ম শ্রেণির জমির চাহিদা বেশি, তাই খাজনাও বেশি। কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের অনুপার্জিত আয় ধারণাটির সাথে রিকার্ডো তত্ত্বের মূল বক্তব্য সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশা >৩৮ A = জমির খাজনা + মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদন্ত কর + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মূনাফা। B = A - (মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি জন্য মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদন্ত কর + ঝুঁকি গ্রহণের মূনাফা)।

|সফিউদিন সরকারি একাডেমি এত কলেজ, গাজীপুর 🕽 প্রশ্ন নং ১/

ক. নিম খাজনা কী?

খ. খাজনা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপককে A ও B দ্বারা চিহ্নিত ধারণা দুটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ হতে অর্জিত আয়কে নিম খাজনা বলে।

যে যেসব দ্রব্য মৌলিক ও প্রকৃতি প্রদত্ত এবং যোগান অস্থিতিস্থাপক তাদের ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী মালিককে যে অর্থ প্রদান করে তাকে অর্থনীতিতে 'খাজনা' বলা হয়।

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, উৎপাদনের যেসব উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক সেসব উপকরণের ন্যূনতম যোগান দাম অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাই খাজনা।

ণ উদ্দীপকের 'A' দ্বারা চিহ্নিত ধারণাটি হলো মোট খাজনা। অন্যদিকে 'B' দ্বারা চিহ্নিত ধারণাটি হলো নিট খাজনা।

মনে করি, মোট খাজনা = ১০০০ টাকা পক্ষান্তরে, যদি ১০০০ টাকার মধ্যে সুদ বাবদ ১৫০, মজুরি ১৫০, কর বাবদ ২০০ ও মুনাফা ৩০০ টাকা ধরা হয়। তবে

নিট খ্যজনা = ১০০০ - (১৫০ + ১৫০ + ২০০ + ৩০০) টাকা

= ১০০০ – ৮০০ টাকা

= ২০০ টাকা

জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।

মূলত খাজনার দুটি অংশ হলো মোট খাজনা ও নিট খাজনা। জমির ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদানকৃত মোট অর্থকে মোট খাজনা বলে। আর নিট খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক উপাদান ব্যবহার বাবদ প্রদত্ত অর্থ। অর্থনীতিতে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, তাকে নিট খাজনা বলে। এর্প খাজনাকে আবার বিশুস্থ বা অর্থনৈতিক খাজনাও বলা হয়।

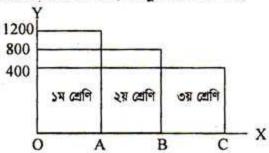
উদ্দীপকের 'A' দ্বারা চিহ্নিত ধারণাটি হলো মোট খাজনা। অন্যদিকে,
'B' দ্বারা চিহ্নিত ধাণাটি হলো নিট খাজনা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মোট
খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
জমি বা বাজি ব্যবহাবের জন্য ভাজাটিয়া জমির মালিককে বা বাজিওয়ালাকে

জমি বা বাড়ি ব্যবহারের জন্য ভাড়াটিয়া জমির মালিককে বা বাড়িওয়ালাকে যে অর্থ প্রদান করে, তাকে মোট খাজনা বলে। অপরদিকে মোট খাজনা থেকে মূলধনের জন্য দেয় সুদ, দেখাশোনার জন্য খরচ এবং ঝুঁকি গ্রহণের মূনাফা বাদ দিলে যে আয় অবশিষ্ট থাকে তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। মোট খাজনার মধ্যে জমি ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের জন্য দেয় অর্থ থাকে; যেমন : মূলধনের সুদ, ঝুঁকি বহনের মুনাফা ইত্যাদি। অপরদিকে, অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

মোট খাজনা হিসাবের সময় ভূমিসহ অন্যান্য উপাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ একত্রে যোগ করতে হয়। অপরদিকে, অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবের সময় মোট খাজনা থেকে ভূমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ বাদ দিতে হয়।

অর্থনৈতিক খাজনা মোট খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই মোট খাজনা সব সময়ই অর্থনৈতিক খাজনার চেয়ে বেশি হয়। অপরদিকে অর্থনৈতিক খাজনা মোট খাজনার একটি অংশমাত্র। তাই অর্থনৈতিক খাজনা সব সময়ই মোট খাজনার চেয়ে কম হয়। মোট খাজনা = অর্থনৈতিক খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা। অপরদিকে, নিট খাজনা = মোট খাজনা — (মজুরি + সুদ + মুনাফা)। মোট খাজনা একটি বৃহত্তর ধারণা। অপরদিকে, অর্থনৈতিক খাজনা মোট খাজনা অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্রতর ধারণা।

প্রম ⊳৩৯ নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



[मतकाति स्त्रगङ्गा करमङ, युमिगङ । अत्र नः ठ]

- ক. খাজনা কাকে বলে?
- খ. খাজনা কি দামের অন্তর্ভুক্ত?
- গ. উপরের খাজনা নির্ধারণের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেখানে খাজনার কোন তত্ত্বটি তুলে ধরা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।
- চিত্রে বর্ণিত খাজনা তত্ত্বের সাথে আধুনিক খাজনা তত্ত্বের পার্থক্য দেখাও।

 ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাজনা হলো সাধারণত জমি, বাড়ি, দোকানপাট ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তি মোতাবেক এসবের মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়।

খাজনার আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় যে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। যার ফলে জমির কোনো যোগান দামও থাকে না। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না।

কিন্তু জমির নির্দিষ্ট ব্যবহারের বেলায়, ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন ব্যয়ের অংশ এবং দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হলে তা অন্য কোনো বিকল্প কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে জমির যোগান দাম জমি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই তার মালিককে প্রদান করতে হয় এবং যা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দামের সাথে যুক্ত হয়।

প্রী উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাচিত্রটি, খাজনা নির্ধারণের রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে।

রিকার্জোর মতে, যে জমিতে উৎপাদিত ফসলের দাম এবং উৎপাদন ব্যয় সমান হয় তাকে প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি বলে। প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন হয় তার মূল্যই হলো খাজনা। তাই খাজনা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা পার্থক্যজনিত লাভ।

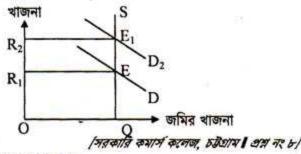
চিত্রে OA, AB ও BC-কে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমি হিসেবে ধরা হলো। তিন শ্রেণির জমিরই উৎপাদন ব্যয় সমান যা চিত্র অনুযায়ী ধরা যাক ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা = (১২০০ - ৪০০) = ৮০০ টাকা।
দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = (৮০০ - ৪০০) = ৪০০ টাকা।
তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = (৪০০ - ৪০০) = ০ টাকা।
এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে জমিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাই
হলো ওইসব জমির খাজনা। ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উদ্বৃত্ত না থাকায়
এ জমির কোনো খাজনা নেই, এটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি।

যা খাজনা নির্ধারণের লক্ষ্যে দুটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যথা— ক. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব বা ক্লাসিক্যাল খাজনা তত্ত্ব এবং খ. আধুনিক খাজনা তত্ত্ব। চিত্রে বর্ণিত খাজনা তত্ত্ব তথা রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সাথে আধুনিক খাজনা তত্ত্বের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো—

- ১. ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো বলেন, 'খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির আদি ও অক্ষর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।' অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না বরং সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না।
- ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি ও পরে
 নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হয়। অপরদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের
 মতে, 'উর্বরতার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও কোনো জমি,যদি
 চাষাবাদের জন্য অধিক সুবিধাজনক হয় তাহলেও ওই জমি প্রথমে
 চাষ করা যেতে পারে।
- ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'খাজনা দামের অংশ নয়'।
 অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, 'খাজনা বেশি হওয়ার
 কারণে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাজনা
 দামের অন্তর্ভুক্ত হয়।'
- ৪. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ জমির উর্বরতা সবসময় একই রকম থাকে। অপরপক্ষে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, 'ক্রমাগত চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা যেমনি হ্রাস পায়, তেমনি উন্নত চাষ পন্ধতি, সার, সেচ প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।

অতএব, বলা যায়, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খাজনা নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪০ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



- ক. নিট খাজনা কাকে বলে?
- খ. অনুপার্জিত আয় কেন অর্জিত হয়?
- গ. উদ্দীপকের চিত্র হতে খাজনা নির্ধারণ কর।
- ঘ্র উদ্দীপকটি কোন তত্ত্বের ইঞ্জিত বহন করে— ব্যাখ্যা কর।

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে নিট খাজনা বলে।

ৰ জমির চাহিদা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য অনুপার্জিত আয় অর্জিত হয়।

কোনো এলাকায় শহর প্রসারিত হলে বা নতুন.শহর-বন্দর গড়ে উঠলে কিংবা শিল্পকারখানা স্থাপিত হলে সে এলাকায় জমির দাম বেড়ে যায়। আবার, স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে যদি কোনো এলাকার রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ইত্যাদি গড়ে উঠে তবে সেই এলাকার জমির গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে কোনো অর্থ ব্যয় ছাড়াই জমির মালিকের আয় বাড়ে। এভাবে অনুপার্জিত আয় হয়। উদ্দীপকের চিত্র থেকে খাজনা নির্ধারণ করা হলো—
ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে। ভূমির যোগান সীমাবন্ধতার কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়। চিত্রে, ভূমি অক্ষে ভূমির পরিমাণ তথা ভূমির চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে খাজনা নির্দেশ করে। D = ভূমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা, QS = ভূমির যোগান রেখা। ভূমির সামাজিক যোগান অস্থিতিস্থাপক। তাই এটা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল।

ভূমির চাহিদা রেখা D এবং যোগান রেখা QS পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য ভূমির পরিমাণ QQ এবং খাজুনার পরিমাণ QE বা QR1।

এখন যদি ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে D_2 নতুন চাহিদা রেখা পূর্বের QS যোগান রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে নতুন ভারসাম্য খাজনার পরিমাণ হবে QE_1 বা QR_2 । এখানে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাজনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হলো ভূমির অপ্রতুলতা। এ তত্ত্বানুযায়ী খাজনাকে অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা (scarcity rent) বলা হয়। অপরিবর্তনীয় যোগান বিশিষ্ট উপাদান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হলেই খাজনার উদ্ভব হয় বলে খাজনাকে অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা বলে।

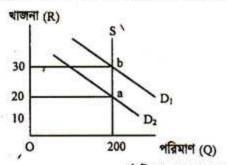
আজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অন্যান্য উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, সেভাবে জমি ব্যবহারের দামও অর্থাৎ খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। জমির চাহিদা নির্ভর করে তার উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। জমিতে ক্রমন্তাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে উপকরণ নিয়োগ্রের তুলনায় উৎপাদন কম হয়। এ কারণে জমির চাহিদা রেখা উদ্দীপকে, অভিকত D রেখার অনুরূপ হয়। অন্যাদিকে, জমি প্রকৃতির দান; তার পরিমাণ স্থির। এ জন্য জমির দাম বাড়লে বা কমলে তার যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। এ অবস্থায় জমির যোগান রেখা উদ্দীপকে অভিকত লম্ব অক্ষের সমান্তরাল QS রেখার অনুরূপ।

আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে খাজনা নির্ধারিত হয়। এ হিসেবে উদ্দীপকের চিত্রে যেখানে D ও QS রেখা দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে অর্থাৎ যেখানে জমির চাহিদা ও যোগান সমান হয়েছে, সেখানে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এ খাজনার পরিমাণ হলো OR1।

এখন যদি ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে ভূমির নতুন চাহিদা রেখা D_2D_2 ভূমির যোগান রেখা QS-কে পূর্বের বিন্দুর উপরে ছেদ করবে। ফলে খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হবে QR_2 । সূতরাং, ভূমির যোগানের সীমাবন্ধতার কারণে তার চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়বে।

এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে।

প্ররা ১৪১ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্লের উত্তর দাও:



|निवेत एवं करमञ्ज, यग्नयनिश्ह । श्रेश नः ८/

- ক. অনুপার্জিত আয় কী?
- খ. খাজনা উৎপত্তির কারণ কী?
- গ. উদ্দীপকের চিত্রটি খাজনার কোন তত্ত্বকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা করো।
- ছ, জমির চাহিদা D₁ থেকে D₂ হলে খাজনার ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম ও বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুর্পাজিত আয় বলে।

খাজনা উৎপত্তি হওয়ার প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবন্ধ হওয়ায় জমির পরিমাণ বাড়ানো যাচ্ছে না। তাছাড়া, জমির উর্বরতা পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনাও বেশি হয়। আবার জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে। মূলত এসব কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্ব প্রকাশ করে।

খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অন্যান্য উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, সেভাবে জমি ব্যবহারের দামও অর্থাৎ, খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। জমির চাহিদা নির্ভর করে তার উৎপাদন ক্ষমতার উপর। জমিতে ক্রমন্ত্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদন কম হয়। এ কারণে জমির চাহিদা রেখা উদ্দীপকে অজ্ঞিত রেখা D_2D_2 রেখার অনুরূপ। অন্যদিকে, জমি প্রকৃতির দান, তার পরিমাণ স্থির। এজন্য জমির যোগান রেখা উদ্দীপকে অজ্ঞিত লম্ব অক্ষের সমান্তরাল SS রেখার অনুরূপ।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। D_2D_2 হলো জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা এবং SS হলো জমির যোগান রেখা। যা a বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য জমির পরিমাণ 200 একক এবং খাজনা 20 টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

উদ্দীপকে চিত্রে খাজনা তত্ত্বের এ ব্যাখ্যা উপরিউল্লিখিত খাজনার আধুনিক তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই প্রদর্শিত চিত্রটি আধুনিক খাজনা তত্ত্বকে সমর্থন করে।

ত্ব উদ্দীপকে প্রদন্ত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, জমির চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। চিত্রে জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা D_2D_2 জমির যোগান রেখা SS-কে a বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার 20 টাকা এবং জমির পরিমাণ 200 একক।

এখন ধরা যাক, শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের আগমন, জমিতে বসতি স্থাপন ইত্যাদি কারণে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে চাহিদা D_2D_2 রেখা স্থানান্তরিত হয়ে D_1D_1 চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। D_1D_1 রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা SS-কে b বিন্দুতে ছেদ করে। এ অবস্থায় নতুন ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হয় 30 টাকা। এক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে খাজনার হার 10 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা রেখা D_1D_1 চাহিদা রেখায় পরিণত হওয়ায় নতুনভাবে খাজনা নির্ধারিত হয় 30 টাকা যা পূর্বে ছিল 20 টাকা। তাই জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায়ও চাহিদা বৃদ্ধির দরুন খাজনা বেড়েছে।



অধ্যায়-৮: খাজনা

২৬৮. ভূমি ব্যবহারের জন্যে ভূমির মালিক কী পার?

প্রাজনা ন্ত্র মজুরিপ্রাজনাপ্রস্থাপ্রস্থাপ্রস্থা</ भूनाकाभून ২৬৯. সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলেছেন কে? (জ্ঞান)

জর্জ স্টিগলার

মার্শাল

জায়ান রবিস

📵 ডেভিড রিকার্ডো

২৭০. অর্থনীতিতে খাজনা বলতে কোন খাজনাকে বুঝার? (জ্ঞান) মিতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ,

মোট খাজনা

ৰ) নিট খাজনা

নিম খাজনা

ন্ব চুক্তিবন্ধ খাজনা

২৭১. খাজনার ধ্রুপদী উদাহরণ কোনটি? (জ্ঞান)

📵 খনি 😮 জমি উর্বরতা
 কর
 কর

২৭২. প্রকৃতির বদান্যতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয়— এটি কাদের ধারণা? (জ্ঞান)

আলফ্রেড মার্শালের

 অধ্যাপক পিগুর

২৭৩. খাজনা দেওয়ার জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হলো— (অনুধাবন) [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, णका

মালিকের মুনাফা
 সরকারের নীতিমালা

২98. TR - TVC = 취?

কি নিম খাজনা

মাট খাজনা

ল নিট খাজনা

ত্ত্ব অনুপার্জিত খাজনা 🔞

२१৫. 'क' দেশে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। জমির ব্যবহারের জন্যে কী দিতে হয়? (প্রয়োগ)

🕸 কর

ভাড়া

গ্ৰ খাজনা

📵 উৎপাদনের অংশ

২৭৬. ভূমি ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারী ভূমির मोनिकक नर्वनाकूला य वावशत्रमुना क्षेत्रान করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান) [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

> ক চুক্তিবন্ধ খাজনা অর্থনৈতিক খাজনা

নির্ধারিত খাজনা
 মোট খাজনা

২৭৭. কেবল ভূমি ব্যবহারের জন্যে কোন খাজনা দেওয়া হয়? (জ্ঞান)

কি মোট খাজনা

ৰিট খাজনা

নিম খাজনা

ত্বি উপ খাজনা

২৭৮. निট খাজनা মোট খাজনার কীরূপ? (জ্ঞান) [ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকা]

পরিবর্তক

অংশবিশেষ

পরিচালক

ত্ব মধ্যে থাকে না

২৭৯. জমি ব্যবহারকারী জমিটি ব্যবহারের জন্য ৫ টাকা, মালিককে সুদ ২ টাকা, মজুরি ২ টাকা, मुनाका शिराय > টाका निष्ट्र । এতে জমিটির মোট খাজনা কত প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ) [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

📵 ৭ টাকা

ৰে ৫ টাকা

প ৯ টাকা

থি ১০ টাকা

আমজাদের মোট খাজনা থেকে সুদ, মজুরি ও মুনাফা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই খাজনা, এ খাজনার সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ) আইডিয়াল স্কুল এভ কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

🕸 মোট খাজনা

বিশৃদ্ধ খাজনা

কুবিদ্ধ খাজনা
 কুবিদ্ধ খাজনা
 কুবিদ্ধে খাজ

২৮১. কোন ধারণাটির সাথে 'পরিবর্তনশীল ব্যয়' সম্পর্কিত? (অনুধাবন) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

স্বল্পকাল

ি নিম খাজনা

পি মোট খাজনা

বিট খাজনা

২৮২. যন্ত্রপাতির যোগানের সীমাবম্বতা কীরূপ? (জ্ঞান)

ক্সিপিতিস্থাপক

ক্ষণস্থায়ী

ব্যয়বহুল

দীর্ঘস্থায়ী

২৮৩. নিম খাজনার আরেকটি নাম কী (জ্ঞান)

মুনাফা খাজনা

বিনিময় খাজনা

উপ খাজনা

ছিবন্ধ খাজনা

২৮৪. অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো কোন দেশের नागत्रिक ছिलन? (छान)

३:ल्याङ

আমেরিকা

ক ইতালি

📵 গ্রিস

0

২৮৫. জমির যোগান দাম নেই কেন? (জ্ঞান)

জমি প্রকৃতির দান

 জমি সর্বত্র দেখা যায়

জিস ক্রয়-বিক্রয় করা যায়

জমি উৎপাদনশীল

২৮৬. প্রান্তিক জমির খাজনা কেমন? (জ্ঞান)

প্রকাত্মক

श्रम्ग

প্রপাত্মক

ত্বি নিম খাজনা

২৮৭. খাজনার বহুল প্রচলিত তত্ত্বটির প্রবক্তা কে? (জ্ঞান)

ডেভিড রিকার্ডো
 অধ্যাপক মার্শাল

🔞 টমাস ম্যালথাস 🏻 🕲 স্যামুয়েলসন

ூ ২৮৮. ডেভিড রিকোর্ডো প্রদন্ত খাজনার সূত্র কোনটি? (জ্ঞান) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

Rent = TR - TC > 0

Rent = TR - TC < 0</p>

 $\Re \text{ Rent} = A_E - T_E > 0$

 $Rent = A_E - T_E < 0$

২৮৯. নিম খাজনার উদ্ভাবক কে? (জ্ঞান) [সামসূল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; নিউ গড, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী]

ডেভিড রিকার্ডো

 মার্শাল

জর্জ স্টিগলার

জায়ান রবিনস

ⓓ

২৯০. প্রান্তিক জমির খাজনা কেমন? (অনুধাবন) [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

🚳 ধনাত্মকন্ত শূন্য 🛮 🕥 ঝণাত্মকন্ত অসীম 🔇

২৯১.	রিকার্ডোর মতে, কোন জমির খাজনা দিতে হয়		নিচের কোনটি সঠিক	7	
	না? (জ্ঞান) [মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ]		⊕ i vs ii		
	🔞 নিম্ন 📵 উচ্চ 🕥 মধ্যম 🕲 প্রান্তিক 🔞		- 1977 17 18	(T) i, ii v9 iii	1
282.	যে জমিতে উৎপাদিত ফসন্সের পরিমাণ ও খরচ	902.		· (অনুধাবন) [রাজউক উত্ত	
100 M	সমান হয় তাকে কোন জমি বলে? (অনুধাবন)	•	মডেল কলেজ, ঢাকা		
353	 প্রান্তিক জমি প্রান্তিক জমি 		i. স্বল্পকালে যোগান		
	গ্ৰ খাস জমি		ii. দীর্ঘকালে যোগান		
২৯৩.	আধুনিক খাজনা তত্ত্বে খাজনা কিসের দ্বারা		iii. প্রাকৃতিকভাবে সী		
	নির্ধারিত হয়? (অনুধারন)	22	নিচের কোনটি সঠিক		
	 ভূমির চাহিদা = ভূমির যোগান 		⊕ i ଓ ii	ii v ii	-500
	ভূমির চাহিদা > ভূমির যোগান		1 i iii		0
	 ভূমির চাহিদা < ভূমির যোগান 	900.	নিম খাজনা হলো—	(অনুধাৰন) [সরকারি সৈয়	म
	 ভূমির চাহিদা ≥ ভূমির যোগান বি		হাতেম আলী কলেজ, ব	त्रेगान)	
288.	উপকরণের দৃষ্টি কোন থেকে খাজনা কত	- 2	i. MR = SMC ii. TR < TVC	::: TD TVC	
	প্রকার? (জ্ঞান) সামসূল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ,		নিচের কোনটি সঠিক:		
	ঢাকা		⊕ i ଓ ii	(i & iii	
	ক ২ প্রকারপ ৩ প্রকার		(f) ii (g) iii -	(B) i,ii (S) iii	0
	 পি ৪ প্রকার পি ৫ প্রকার বি বি	12			
২৯৫.	ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান কির্প?	908		মাধ্যমে নির্ধারিত হয়-	-
	(জ্ঞান) সিরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ,		(অনুধাবন) i. জমির খাজনা	ः हेल्लन ह्ना	
63	বরিশাল]			॥. ७९१म ४४)	
	 অম্থিতিম্থাপক কিল্লাল্যাল্য ও নাল্য কলা 		iii. ভারসাম্য দাম নিচের কোনটি সঠিক		
	গ্র বিকল্প ব্যবহারযোগ্য গ্র দাম শূন্য				
২৯৬.	Rent does not enter into price' (4		® i ଓ ii	(ii (iii	-
	বলেছেন? (জ্ঞান)		⊕ i ଓ iii	(1) i, ii (3 iii	•
	 রিকার্ডো পি. এ. স্যামুয়েলসন মার্শাল এডাম স্মিথ 	900		সৃষ্টির কারণ হলো-	_
	1975 B		(অনুধাবন)		
२७१.	কোন মতবাদে বলা হয়— 'খাজনা দামের	200	 जनসংখ্যা वृष्टि भत्रकाति উन्नয়न 	oraca	
	অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)		iii. প্রাকৃতিক কারণ	7.44M	
	 রিকার্ডো মতবাদে		নিচের কোনটি সঠিক	12	
	 ক্রাসিক্যাল মতবাদে ত্তি নিউ ক্লাসিক্যাল মতবাদ ত্ত্বি 		(i) 0 ii	ાં છે છે.	
২৯৮.	Progress and Poverty এপের শেখক কে? (জ্ঞান)		(T) ii (S iii	(i)	Q
	রিকার্ডোরিকার্ডোরেকার্ডা	MAKE		्रि i, ii ଓ iii	_
	ন্যাশলস্যামুয়েলসন			০ ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও: জন্যে ৫০০০ টাকায় ভা	
২৯৯.	খাজনা মূলত (অনুধাবন)			জন্যে ৫০০০ চাকার ভা কি জমির মালিকের শ্রমে	
	i. ভূমি ব্যবহারের মূল্য		[[[[[[]]]]] [[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]	त সৃদ ২০০ টাকা, মুনা	
	ii. ভূমি থেকে উৎপাদনের একটি অংশ			র বাবদ ৯০০ টাকা দিল	
	iii. জমি, বাড়ি, দোকান ঘর			রের জন্যে কত টাকা নি	
	নিচের কোনটি সঠিক?	000,	थाजना मिन? (श्राया)		10
	(B) i (G) iii		১০০০ টাকা	প্ত ২০০০ টাকা	
**************************************	(9 i 4 iii (9 i, ii 4 iii (10)		প্র ৪০০০ টাকা	® ৫০০০ টাকা	9
900 .	মোট খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে—	1800		নায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল–	•
	(অনুধাৰন) : মলধনের সদ :: শ্রমের মজেরি	004.	, নাপেক নোট বাজ (উচ্চতর দক্ষতা)	नात्र अउठ्रेड कर्त्वाह्य	
	i. মূলধনের সুদ ii. শ্রমের মজুরি iii. ঝুঁকি বহনের মুনাফা		i. জমির বিশুদ্ধ খা	জনা	
	নিচের কোনটি সঠিক?		ii. মোট পরিবর্তন ব		
	® i ଓ ii	5)	iii. মজুরি, সুদ, মুনা		
	1 ii 4 iii		নিচের কোনটি সঠিক		
1901	निम श्राष्ट्रना— (अनुधावन)		® i & ii	જો તે જે iii	
503.	i. MR = SMC ii. TR < TVC		(f) ii (g iii	® i, ii 'S iii	0
	iii. TR – TVC		U V	9 i, ii v iii .	

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৯: সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

প্রস ►১ C = 50 + 0.75Y; I = 100 যেখানে, C = ভোগ ব্যয়; I = বিনিয়োগ ব্যয়

[जा. त्वा., मि. त्वा., मि. त्वा., य. त्वा. '३४ । अभ नः ४/

- ক, সামগ্রিক আয় কাকে বলে?
- খ. দু'খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের উপাদান দুটো লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় করো। ৩
- র্ঘ, উদ্দীপকে উদ্লিখিত বিনিয়োগ দ্বিগুণ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের সম্পর্ক নির্দেশ করো।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে।

খ দু'খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের দু'টি উপাদান হলো— ১. ভোগ ব্যয় ও ২. বিনিয়োগ ব্যয়।

কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য জনগণ যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে দেশের মোট ভোগ ব্যয় বলে। আর, বিনিয়োগ ব্যয় হলো বিদ্যমান মূলধনসামগ্রী বা উৎপাদিত সম্পদের সাথে অনুরূপ নতুনসামগ্রী যোগ করার জন্য ব্যয়িত অর্থ।

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয়
নির্ণয় করা হলো:

দু'খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে যে স্তরে দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হয়, সেই স্তরে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y₀) নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে ভোগ সমীকরণ, C = 50 + 0.75Y

বিনিয়োগ সমীকরণ, 1=100

এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রানুসারে,

Y = C + 1

বা, Y = 50 + 0.75Y + 100 [মান বসিয়ে]

বা, Y-0.75Y = 150

বা, 0.25Y = 150

 \overline{A} , $Y = \frac{150}{0.25}$

বা, Y = 600

 $Y_0 = 600$

অর্থাৎ, উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Yo) হলো 600 একক।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত বিনিয়োগ দ্বিগুণ তথা 200 একক করা হলে জাতীয় আয় $\frac{5}{3}$ গুণ বাড়বে তথা 1000 একক হবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও জাতীয় আয় সমমুখী সম্পর্ক নির্দেশ করবে।

কোনো দেশে বিনিয়োগ বাড়লে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আবার, বিনিয়োগ কমলে জাতীয় আয় হ্রাস পায় অর্থাৎ, বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা হলে মোট বিনিয়োগ ব্যয় দাঁড়ায় (100 × 2) বা 200 একক। এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রানুসারে,

Y = C + I

বা, Y = 50 + 0.75Y + 200

বা, Y - 0.75Y = 50 + 200

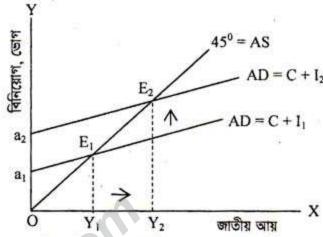
বা, 0.25Y = 250

 $41, Y = \frac{250}{0.25}$

বা, Y = 1000

 $Y_0 = 1000$

অর্থাৎ, বিনিয়োগ ব্যয় 100 একক থেকে বাড়িয়ে 200 একক করা হলে জাতীয় আয় 600 একক থেকে বেড়ে 1000 একক হয়।



চিত্র: বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের মধ্যকার সম্পর্ক

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপরে অঙ্কিত চিত্রে লক্ষ করা যায়, বিনিয়োগ (I_1) 100 একক থেকে বেড়ে বিনিয়োগ (I_2) 200 একক হলে সামগ্রিক আয় রেখা AD উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে জাতীয় আয় (Y_1) 600 থেকে বেড়ে (Y_2) 1000 হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে রলা যায়, বিনিয়োগ ব্যয় ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন > ধরা যাক, একটি দেশের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা।
মোট বিনিয়োগ ব্যয় ২০০ কোটি টাকা। মোট সরকারি ব্যয় ও সেবাকর্ম
ক্রয়ের জন্য ৫০ কোটি টাকা। প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয়
২০ কোটি টাকা এবং দেশের অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি
টাকা।

(রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১১/

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে?

খ, সঞ্জয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বৈর করো।

ঘ. উদ্দীপকে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে কি? মতামত দাও।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে।

হাঁ, সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি। আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে। মূলত সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে মানুষের সঞ্চয় বাড়বে। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগ সম্ভব হলে উৎপাদন, আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

নিচে উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) নির্ণয় করা হলো। সাধারণত ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় যোগ করে GDP পাওয়া যায়। আর GDP -এর সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে GNP পাওয়া যায়। এখানে, নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ বিবেচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে, এ দুয়ের বিয়োগফলকে বোঝায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, দেশটির মোট ভোগ ব্যয় (C) ৫০০ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ২০০ কোটি টাকা এবং মোট সরকারি ব্যয় ও সেবাকর্ম ক্রয়ের জন্য ব্যয় (G) ৫০ কোটি টাকা। কাজেই GDP = (৫০০ + ২০০ + ৫০) কোটি টাকা = ৭৫০ কোটি টাকা।

আবার, প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি টাকা। কাজেই নিট উপাদান আয় = (২০ – ১০) কোটি = ১০ কোটি টাকা। সুতরাং GNP = (৭৫০ + ১০) কোটি টাকা = ৭৬০ কোটি টাকা।

তথা ২০ কোটি টাকা হলে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় আয় (GNP) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। সাধারণত নিট উপাদান আয় ধনাত্মক হলে GDP এর চেয়ে GNP বেশি হয় এবং ঋণাত্মক হলে GDP এর চেয়ে GNP কম হয়। কিন্তু নিট উপাদান আয় গৃন্য হলে তথা বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় ও দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় সমান হলে GNP ও GDP উভয়ই একই হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে GNP = GDP হয়। 'উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ২০ কোটি টাকা এবং বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা এবং বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় ১০ কোটি টাকা। তাই GDP এর চেয়ে GNP ১০ কোটি টাকা বেশি হয়। কিন্তু এখন যদি দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ করা হলে নিট উপাদান আয়

 $= \{20 - (20 \times 2)\}$

= (20 - 20)

= 0

তাই এ অবস্থায় GDP ও GNP উভয়ই ৭৫০ কোটি টাকা হবে। অর্থাৎ GNP = GDP হবে।

প্রশ্ন > ০১৫-১৬ অর্থবছরে 'A' দেশের ভোগব্যয় (C) ১০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৬০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ৫০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় (M) ৪০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় (X) ২০ কোটি টাকা।

| তা. বো. '১৭ বিপ্লা বং ১০

ক, দ্বৈত গণনার সমস্যা কী?

খ. প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়?

গ্র উদ্দীপকের আলোকে ব্যয় পর্ম্বতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. যদি বন্ধ অর্থনীতি বিবেচিত হয় তাহলে কি জাতীয় আয় একই হবে? আলোচনা করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র জাতীয় আয় গণনার সময় চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার সাথে মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা গণনা করলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তাই দ্বৈত গণনার সমস্যা।

প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের (GNP) এর অন্তর্ভুক্ত।
কোনো দেশের নাগরিক দ্বারা দেশের ভেতরে ও বাইরে যে চূড়ান্ত
দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়, চলতি মূল্যে তাদের সমষ্টিকে GNP বলে। মোট
জাতীয় আয়ের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি
ব্যক্তি ও সংস্থার উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদেশে
বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন
বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই প্রবাসীদের আয় GNP-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো: সাধারণত জাতীয় আয় তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। যথা— ১. উৎপাদন পদ্ধতি; ২. ব্যয় পদ্ধতি এবং ৩. আয় পদ্ধতি। ব্যয়ের দিক থেকে একটি খোলা অর্থনীতির (Open Economy) জাতীয় আয় হলো ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়ের সমষ্টির সাথে নিট রপ্তানির যোগফল। অর্থাৎ, মোট জাতীয় আয়, GNI = C + I + G + X, যেখানে, C = ভোগব্যয়, I = মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় এবং $X_n =$ নিট রপ্তানি {মোট রপ্তানি আয় — মোট আমদানি ব্যয় (X - M)}। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'A' দেশের ভোগব্যয় ১০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় ৬০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় ৫০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় ৪০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় ২০ কোটি টাকা। কাজেই, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'A' দেশটির জাতীয় আয়, (GNI) = ১০০ + ৬০ + ৫০ + (২০ — ৪০) কোটি টাকা

= (২১০ - ২০) কোটি টাকা

= ১৯০ কোটি টাকা।

অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'A' দেশটির ব্যয় পর্ন্ধতিতে জাতীয় আয় (GNI) হলো ১৯০ কোটি টাকা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশটির আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি আয় কম হয়, ফলে দেশটির অর্থনীতি বন্দ্র অর্থনীতি (Closed Economy) হিসেবে বিবেচিত হলে জাতীয় আয় পূর্বের তুলনায় বাড়বে। বন্দ্র অর্থনীতি বলতে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকে না। অর্থাৎ, বন্দ্র অর্থনীতিতে আমদানি বা রপ্তানি অনুপস্থিত থাকে। তাই ব্যয়ের দিক থেকে বন্দ্র অর্থনীতির জাতীয় আয়, GNI = C + I + G.

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'A' দেশটির আমদানি ব্যয় ৪০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় ২০ কোটি টাকা। কাজেই, উত্ত অর্থবছরে 'A' দেশের বাণিজ্য ঘাটতি (৪০-২০) বা ২০ কোটি টাকা। আর এই ঘাটতি দেশের অভ্যন্তরীণ আয় থেকে মেটানো হয় বলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। এখন যদি দেশটিতে বন্ধ অর্থনীতি বিবেচিত হয়, তাহলে এই ঘাটতি ব্যয় বহন করতে হবে না। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় বেশি হবে। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বন্ধ অর্থনীতি বিবেচনায় জাতীয় আয়, GNI = (১০০ + ৬০ + ৫০) কোটি টাকা = ২১০ কোটি টাকা।

এখানে স্পক্ষতই লক্ষ করা যায়, বন্ধ অর্থনীতির GNI (২১০ কোটি টাকা) অপেক্ষা মুক্ত অর্থনীতির GNI (১৯০ কোটি টাকা) কম। অর্থাৎ, 'A' দেশটিতে বন্ধ অর্থনীতি বিবেচিত হলে জাতীয় আয় (২১০-১৯০) বা ২০ কোটি টাকা বেশি হয়। আবার, যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত থাকত, তাহলে বন্ধ অর্থনীতিতে জাতীয় আয় কম হতো। তবে, ফ্লেন নিট রপ্তানি শূন্য হয় তথা আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় সমান হয়, তখন বন্ধ ও খোলা উভয় অর্থনীতিতে জাতীয় আয় একই থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ একটি তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিম্নরূপ:

C = 1.00 + 0.75Y, I = 100, G = 150.

/ता. ता. '३१। अत्र नर ३/

ক. NNP এর পূর্ণরূপ লেখ।

খ. সম্ভূয়ের সাথে বিনিয়োগ কীভাবে সুম্পর্কিত?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩ ঘ. সরকারি ব্যয় ৫০ টাকা হ্রাস করা হলে ভারসাম্য আয়ের ওপর

কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক NNP-এর পূর্ণরূপ হলো Net National Product.

সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়াগ ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত।
আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাই
হলো সঞ্চয়; আর সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন
ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হলো বিনিয়োগ। সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি;
এ জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবন্ধ। সময়ের ব্যবধানে
একসময় সঞ্চয়ই বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। তাই বর্তমানের সঞ্চয়কে
ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের
উদ্ভব ঘটে, যার জন্য সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। তবে, সুদের হার
বিবেচনায় আনলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক হয় বিপরীত।

া একটি তিন খাতবিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে যে স্তরে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হয় সে স্তরের আয়কেই ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে। উদ্দীপকে যে ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হলো:

ভোগ সমীকরণ C = 100 + 0.75Yবিনিয়োগ সমীকরণ $I = I_o = 100$ টাকা
এবং সরকারি ব্যয় $G = G_o = 150$ টাকা
এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের সূত্রানুসারে— Y = C + I + G হলে = 100 + 0.75Y + 100 + 150 [সূত্রে মান বসিয়ে] = 350 + 0.75Y

বা Y - 0.75Y = 350

ৰা 0.25Y = 350

 $\overline{\text{al}}, Y = \frac{350}{0.25}$ $\overline{\text{al}}, Y = 1400$

 $\dot{Y} = 1400$ টাকা, যেখানে \dot{Y} হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়

∴ উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) হলো 1400 টাকা।

ব একটি তিন খাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্ত ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো 1400 টাকা। এখন, উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় ৫০ টাকা ব্রাস করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো: Y = C + I + G

= 100 + 0.75Y + 100 + 100 [এখানে, G = 150 = 100] = 300 + 0.75Y

- 300 T 0.73 I

বা, Y – 0.75Y = 300

বা, 0. 25Y = 300

বা,
$$Y = \frac{300}{0.25}$$
 বা, $Y_1 = 1200$

Y₁ = 1200 টাকা

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো $\overline{Y}_1 = 1200$ টাকা $< \overline{Y}$ সুতরাং, সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হ্রাস পাবে।

প্রশা ► ে একটি দেশে ৩টি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। দ্রব্য ৩টি হচ্ছে তুলা, সুতা ও ধান। এই ৩টি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য প্রতিমণ যথাক্রমে ৩ মণ, ৬,০০০ টাকা, ২ মণ, ১৫,০০০ টাকা এবং ২০ মণ, ১,০০০ টাকা। উক্ত দেশের জনগণের বিনিয়োগ ১০,০০০ এবং সরকারি ব্যয় ১০,০০০ টাকা।

ক, জাতীয় আয় কী?

খ. কোন অবস্থায় GDP = GNP ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

 যদি ভোগের পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা হয় তবে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো।

 ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI) বলে।

থ একটি দেশের আমদানি-রপ্তানি শূন্য অবস্থায় মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) সমান হয়। কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যই হলো GDP। আবার, দেশের ভেতরে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিই হলো GNP। অর্থাৎ, GNP = GDP + (X - M)। কিন্তু বন্ধ অর্থনীতিতে কোনো প্রকার আমদানি-রপ্তানি তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত না হওয়ায় (X - M) = 0 হয়। এক্ষেত্রে উক্ত অর্থনীতিতে GNP = GDP + (0) বা GNP = GDP পরিলক্ষিত হয়।

ত্র উদ্দীপকে যে তথ্যাদি আছে তার আলোকে বলা যায়, এক্ষেত্রে জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য উৎপাদন পশ্বতি ব্যবহার করা আবশ্যক। উৎপাদন পশ্বতি অনুসারে কোনো একটি আর্থিক বছরে দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার প্রতিটির পরিমাণকে নিজ নিজ গড় বাজার দাম দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত অর্থমূল্যের সমষ্টিই হলো জাতীয় আয়। এ পশ্বতিতে নিম্নোক্তভাবে দেশটির জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো:

জাতীয় আয় = $\sum (X_1P_1 + X_2P_2 + + X_nP_n)$

এখানে $X_1, X_2,, X_n$ হলো উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের পরিমাণ এবং $P_1, P_2,, P_n$ হলো যথাক্রমে ঐসব দ্রব্যের গড় বাজার দাম। নিচে প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো:

এক্ষেত্রে $X_1 =$ তুলার পরিমাণ ও P_1 তার গড় বাজার দাম

 $X_2 =$ সূতার পরিমাণ ও P_2 তার গড় বাজার দাম

ও $X_3 =$ ধানের পরিমাণ ও P_3 তার গড় বাজার দাম ধরলে, উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের জাতীয় আয় হবে—

জাতীয় আয় = $X_1P_1 + X_2P_2 + X_3P_3$

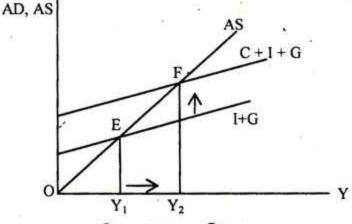
= ৩ মণ × ৬,০০০ টাকা + ২ মণ × ১৫০০০ টাকা + ২০ মণ × ১০০০ টাকা

= (১৮,০০০ + ৩০,০০০ + ২০,০০০) টাকা

= ७४,००० টाका।

যা অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বাড়ে।

বন্ধ অর্থনীতিতে মূলত জাতীয় আয় নির্ভর করে ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়ের ওপর। তাই অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়ের যেকোনো একটির পরিবর্তন হলেই জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটে।



চিত্র: ভারসাম্য জাতীয় আয়

চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় Y ও লম্ব অক্ষে AD ও AS পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে লক্ষ করা যায়, প্রথম দিকে সরকারি ও বিনিয়োগ ব্যয় যথাক্রমে ১০০০০ ও ১০০০০ টাকা।

কাজেই জাতীয় আয় Y1 = (১০০০০ + ১০০০০) টাকা

= ২০০০০ টাকা।

এখন, ভোগ ব্যয় যদি ৭০০০০ টাকা হয়, তাহলে জাতীয় আয়, Y2 = (১০০০০+১০০০০+৭০০০০) টাকা

= ৯০০০০ টাকা।

পরিশেষে বলা যায়, ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রসা>৬ 'A' ও 'B' যথাক্রমে মুক্ত অর্থনীতি ও আবদ্ধ অর্থনীতির দেশ। 'B' দেশের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ শূন্য। 'A' দেশের অর্থনৈতিক তথ্যাবলি নিম্নরূপ—

মোট বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় মোট বেসরকারি ভোগ ব্যয় মোট সরকারি ব্যয় মোট আমদানি ব্যয় মোট রপ্তানি আয় ৫০০ কোটি টাকা ৬০০ কোটি টাকা ১০০০ কোটি টাকা ৭০০ কোটি টাকা ৯০০ কোটি টাকা

/कृ. ता. '391 अम नर 30/

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী?

- খ. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মোট অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো।
- গ. 'A' দেশের ২০১৭ সালের মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের অর্থনীতির সাথে 'B' দেশের অর্থনীতির তুলনা করে, কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণ করো। ৪ ৬নং প্রশ্লের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP) বলে।

য় হাঁা, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মোট অপেক্ষকের মধ্যে সুস্পইট পার্থক্য বিদ্যমান।

ক্র উদ্দীপকে একটি মুক্ত অর্থনীতির দেশ তথা 'A' দেশের ২০১৭ সালের মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। প্রদন্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ব্যয় পম্পতিতে (Expenditure Method) দেশটির ২০১৭ সালের মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো:

একটি উন্মুক্ত অর্থনীতিতে ব্যয় পন্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র হলো: GNI = C + I + G + (X - M)

যেখানে GNI = মোট জাতীয় আয়, C =মোট বেসরকারি ভোগ ব্যয়, I =মোট বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয়, G =মোট সরকারি ব্যয়, X =মোট রপ্তানি আয় ও M =মোট আমদানি ব্যয় । এ হিসেবে নিচে 'A' দেশের ২০১৭ সালের মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো:

GNI = C + I + G + (X - M)

- = ৫০০ কোটি টাকা + ৬০০ কোটি টাকা + ১০০০ কোটি টাকা + (৯০০ কোটি টাকা – ৭০০ কোটি টাকা)
 - = ২১০০ কোটি টাকা + ২০০ কোটি টাকা
 - = ২৩০০ কোটি টাকা।

অতএব, ২০১৭ সালে 'A' দেশের মোট জাতীয় আয় হলো ২৩০০ কোটি টাকা।

য উদ্দীপকের 'A' দেশটি হলো একটি মুক্ত অর্থনীতির দেশ। আর 'B' দেশের অর্থনীতি হলো একটি বন্ধ অর্থনীতি। বিভিন্ন দিক থেকে এ দুটি অর্থনীতির মধ্যে তুলনা করা যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে 'A' দেশ ঐসব দ্রব্য উৎপাদন করে যেগুলো উৎপাদনে তার তুলনামূলক খরচ কম এবং সেগুলোর বিনিময়ে এমন সব দ্রব্য আমদানি করে যেগুলোর উৎপাদনে তুলনামূলক খরচ

বেশি পড়ে। এভাবে দেশটি তার সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠ উপায়ে ব্যবহার করতে ও উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়। 'B' দেশ এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। 'A' দেশ বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে লাভ ও বাণিজ্যে টিকে পাকার জন্য নিজ দ্রব্যের মান উন্নয়ন ও খরচ হ্রাসে সদা সচেষ্ট থাকে। এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ে, উৎপাদিত দ্রব্য গুণে ও মানে সমৃন্ধ হয়। দেশটি বাণিজ্যের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তা দিয়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করে। এ সুবিধার ফলে তার শিল্পোন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন তুরান্বিত হয়। সাধারণত 'B' দেশের ক্ষেত্রে এসব সুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। বৈদেশিক বাণিজ্যরত 'A' দেশ যেসব ভোগদ্রব্য উৎপাদন করে না তা অন্য দেশ থেকে আমদানি করে ভোক্তাসাধারণের বিভিন্নমুখী চাহিদা পুরণের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। অন্যদিকে 'B' দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবর্তমানে এসব সুবিধা হাতছাড়া করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই 'A' দেশ অন্য দেশের উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি, ঋণ ও সাহায্য হিসেবে বৈদেশিক পুঁজি লাভ ও বাড়তি জনশক্তি রপ্তানি করে বেকার সমস্যা লাঘব করতে পারে। সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে 'B' দেশের অর্থনীতির চেয়ে 'A' দেশের অর্থনীতি উত্তম।

প্রশ্ন > ৭ জাতীয় আয়

$$Y = C + I = AD_1$$
 (i)
 $Y = C + I + G = AD_2$ (ii)
 $45^0 = AS$ (iii)

যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, <math>G = সরকারি ব্যয়, AD = সামগ্রিক চাহিদা, AS = সামগ্রিক যোগান।

/ह. त्वा. '391 अत्र नः e/

ক, জিডিপি কী?

খ, সঞ্জয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক হতে (i) ও (iii) নং সমীকরণ ব্যবহার করে জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের চিত্র অঙকন করো।

উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য অর্জন কি

সম্ভব? চিত্রে বিশ্লেষণ করো।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

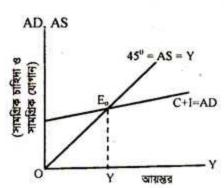
ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বলা হয়।

য সঞ্জয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি; এজন্য সঞ্জয় ও বিনিয়োগ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখা হয় তাই হলো সঞ্জয়। আর সঞ্জিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ করাই হলো বিনিয়োগ। সময়ের ব্যবধানে একসময় সঞ্জয়ই বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়; তাই বর্তমানের সঞ্জয়ক ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা যায়। সঞ্জয় থেকে বিনিয়োগের উদ্ভব হয়, যার ফলে সঞ্জয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। তবে সুদের হার বিবেচনায় আনলে, সঞ্জয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীত হয়ে পড়ে।

া অর্থনীতিবিদ জে. এম. কেইনস্ এর মতে, যে আয়স্তরে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I)-এর সমষ্টি সামগ্রিক আয় (AS)-এর সমান হয়, আর সেই আয়স্তরের আয়কেই ভারসাম্য আয়স্তর বলে। এমন ধারণার ভিত্তিতে উদ্দীপকের আলোকে (i) ও (iii)

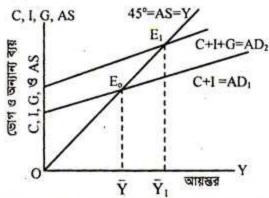
নং সমীকরণ অর্থাৎ C + I = AD₁ এবং 45° = AS সমীকরণ ব্যবহার করে নিচে জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের চিত্র অঙকন করা হলো—
চিত্রে ভূমি অক্ষে আয়স্তর ও লম্ব অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান পরিমাপ করা হলো।
45° রেখাটি সামগ্রিক যোগান



(AS) রেখা ও C + I দ্বারা সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) নির্দেশিত। চিত্রানুযায়ী, দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে E_o বিন্দুতে AD ও AS রেখার সমতা দ্বারা ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। E_o বিন্দুতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ হলো Y।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত চিত্রে যে ভারসাম্য জাতীয় আয়ম্ভর

(Y) নির্ধারিত হয়েছে সেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের পূর্ণ নিয়োগ অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে অর্থাৎ সেখানে অপূর্ণ নিয়োগ থেকে যেতে পারে। সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক ব্যয়ের ঘাটতির জন্য এমন হয়; এ অবস্থায় সরকারি ব্যয়ের দ্বারা সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি করে পূর্ণ নিয়োগ স্তরের ভারসাম্য আয়স্তর অর্জন সম্ভব। চিত্রের সাহায্যে উদ্দীপকের আলোকে পূর্ণ নিয়োগ অর্জনসহ ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর নির্ধারণ বিশ্লেষণ করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে আয়স্তর ও লম্ব অক্ষে ভোগ (C), বিনিয়োগ (I), সরকারি ব্যয় (G) এবং সামগ্রিক যোগান (AS) পরিমাপ করা হলো। এ অবস্থায় কেইনসের ধারণানুযায়ী পূর্ণ নিয়োগস্তর অর্জনের জন্য সমাগ্রিক ব্যয়ে সরকারি ব্যয় (G) অন্তর্ভুক্ত করলে নতুন সামগ্রিক ব্যয় হবে $AD_2 = C + I + G$ । এখন AD_2 রেখা AS রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর \overline{Y}_1 নির্ধারিত হয়। এটি হলো পূর্ণ নিয়োগ সম্পর্কিত ভারসাম্য আয়স্তর।

প্রসা ১৮ দেওয়া আছে, S = -50 + 0.5Y এবং I = 100

যেখানে S = সঞ্চয়, Y = জাতীয় আয়, I = বিনিয়োগ

कि. ता. 391 अम नर 30/

ক. সামাজিক আয় কাকে বলে?

খ. GNP'র তুলনায় NNP অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- গ. উপরের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো।
- ঘ. বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০ টাকা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী ধরনের পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জনসাধারণ উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে একটি আর্থিক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে সামাজিক আয় বলে।

বা কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র GNP থেকে পাওয়া যায় না। কারণ সারা বছর ধরে মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যা ক্ষয় হয় তা GNP থেকে বাদ দেওয়া হয় না। কিন্তু GNP থেকে অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিয়ে NNP পাওয়া যায়। তাই NNP দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র প্রকাশ করে। এ জন্যই GNP-এর তুলনায় NNP অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্র সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) এর সমতা অর্থাৎ S = I সূত্র দ্বারা যে কোনো সময়ে একটি দেশের ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়। ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রানুসারে—

বা, 0.5Y = 150

Y = 300 টাকা

যেখানে Y হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়।

য কোনো অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে বলে এমনটি হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের পরিমাণ 100 টাকা হওয়ায় ভারসাম্য জাতীয় আয় নিণীত হয়েছে 300 টাকা। এখন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 200 টাকা হলে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিমোক্তভাবে নির্ধারণ করা যায়:

ভারসাম্য অবস্থায়,
$$S=I$$
 বা, $-50+0.5Y=200$ [সূত্রে মান বসিয়ে] বা, $0.5Y=250$ বা, $\overline{Y}_1=500$ টাকা

এখন পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় $\overline{Y} = 300$ টাকা; নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় $\overline{Y}_1 = 500$ টাকা অতত্রব, ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাত্রা:

$$\vec{Y}_1 - \vec{Y} = (500 - 300)$$
 টাকা = 200 টাকা

সূতরাং বলা যায়, বিনিয়োগ 100 টাকা বাড়ায় ভারসাম্য জাতীয় আয় বাড়ে 200 টাকা। অর্থাৎ ভারসাম্য জাতীয় আয় পরিবর্তনের ধরন ইতিবাচক।

প্রস্ন ⊳৯ একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ—

Y = C + I + G I = 30, G = 70C = 50 + 0.8Y

(य.ता. ५१। अस नर ५५)

ক. GDP এর সংজ্ঞা দাও।

215-95

খ, GNP ও GDP এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অজ্জন করো।

ঘ. সরকারি ব্যয় আরো 50 টাকা বৃদ্ধি করলে পরিবর্তিত আয় ও
ভোগ নির্ণয় করো।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

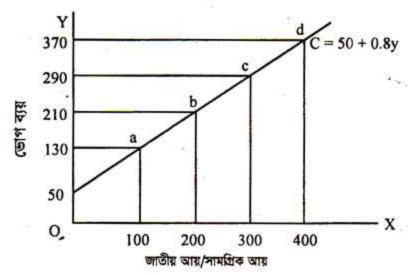
ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP) বলে।

বিNP ও GDP-এর মধ্যকার সম্পর্ক নিচে উল্লেখ করা হলো—
GNP-এর ক্ষেত্রে কেবল দেশের নিজস্ব জনগণের অবদান রয়েছে। কিন্তু
GDP-তে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের কথা বলা হয় এবং সেই
উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশিদের মূলধন ও বিনিয়োগজনিত অবদান থাকে।
এছাড়াও GNP তে GDP অন্তর্ভুক্ত। তাই GDP-এর তুলনায় GNP একটি
প্রসারিত ধারণা। GNP ও GDP কখনো সমান আবার কখনো অসমান
হয়। এই অসমতার কারণ হিসেবে রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের ব্যবধানকে
উল্লেখ করা যায়। সুতরাং, GNP = GDP + (X – M)

এক্ষেত্রে, X = M হলে, GNP = GDP হয়। আবার, X > M হলে, GNP > GDP হয়। আবার, X < M হলে, GNP < GDP হয়।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত ভোগ সমীকরণের আলোকে নিচে ভোগ রেখা অঙকন করা হলো। এ রেখা অঙকন করতে গিয়ে Y এর বিভিন্ন মানের জন্য C-এর মান নির্দেশ করে একটি ভোগ সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙকন করা হলো—

Y	C = 50 + 0.8Y		
100	130		
200	210		
300	290		
400	370		



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় বা সামগ্রিক আয় ও লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। যখন Y = 100, তখন C = 130 যা চিত্রে a বিন্দু দারা নির্দেশিত। আবার, Y = 200, 300 ও 400 অবস্থায় C হয় যথাক্রমে 210, 290 ও 370 যা আবার যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দারা নির্দেশিত। এখন জাতীয় আয়/সামগ্রিক আয় ও ভোগ ব্যয় নির্দেশক বিন্দুগুলো যুক্ত করে C রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে অভিকত ভোগ রেখা।

য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আয়ের পরিবর্তন হয়, আর আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগেরও পরিবর্তন হয়। নিচে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে উদ্দীপক অনুসারে পরিবর্তিত আয় ও ভোগ নির্ণয় করা হলো— সরকারি ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধির পূর্বের আয় ঃ Y = C + I + G

বা, Y = 50 + 0.8Y + 30 + 70 [মান বসিয়ে পাই]

 $\overline{4}$, Y = 150 + 0.8Y

বা, Y - 0.8Y = 150

বা, .2Y = 150

ৰা, $Y = \frac{150}{.2}$

 $Y_0 = 750$

আয় Yo = 750 ভোগ সমীকরণে বসিয়ে ভোগ পাই,

C = 50 + 0.8Y

= 50 + 0.8 (750) = 650

এখন, সরকারি ব্যয় (G) = 70। এই ব্যয় আরো 50 টাকা বৃদ্ধির ফলে নতুন সরকারি ব্যয় (G) হবে – 70 + 50 = 120

আবার, Y = C + I + G

বা, Y = 50 + 0.8Y + 30 + 120

41, Y = 200 + 0.8Y

41, Y - 0.8Y = 200

বা, .2Y = 200

বা, $Y = \frac{200}{.2}$

 $Y'_0 = 1000$

এখন, সরকারি ব্যয় আরো 50 টাকা বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত আয় (Y'0) 1000 ভোগ সমীকরণে বসিয়ে পরিবর্তিত ভোগ পাই—

C = 50 + 0.8Y

=50 + 0.8 (1000) = 850

সূতরাং, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আয় ও ভোগ উভয়েরই পরিবর্তন হয়।

প্রন ১০ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করছে। আবার, বাংলাদেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি করছে। অন্যদিকে, উপকরণসমূহ অবাধে বিভিন্ন দেশে চলাচল করছে। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় আয় বাড়ছে। বি. বো. ১৭ । প্রস্ন বং ১০)

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কাকে বলে?

- খ. GNP নির্ণয়ের সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয়? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে GNP ও GDP-এর মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নির্ণয় করবে?
- ঘ. কখন GNP, GDP-এর তুলনায় সমান, বেশি বা কম হয়?

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলা হয়।

GNP নির্ণয়ের সময় নিম্নোক্ত কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়: ফৈত গণনার ভুল এড়ানোর জন্য GNP এর মধ্যে মধ্যবর্তী দ্রব্য বাদ দিয়ে কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য ধরা হয়। দেশের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু দেশের ভেতরে অবস্থানরত বিদেশিদের অর্জিত আয় ধরা হয় না। GNP পরিমাপের সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়, কেননা সরকার কর্তৃক আরোপিত পরোক্ষ কর দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বা দামের অংশ নয়।

জ উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাছে। আবার, বাংলাদেশ আমদানির মূল্য পরিশোধ করছে যা বিদেশে চলে যাছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপকরণসমূহের অবাধ চলাচলের ফলে কিছু বিদেশি উপকরণ এ দেশে বিনিয়োজিত আছে। এসব কিছুই GNP ও GDP কে প্রভাবিত করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে GNP ও GDP এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হলো:

কোনো দেশে সাধারণত এক বছরে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি হলো GNP। অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি হলো GDP।

GNP হিসাবের সময় দেশে বসবাসকারী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানকারী দেশি নাগরিকদের উৎপাদন বা আয় ধরা হয়; কিন্তু দেশের ভেতরে বিদেশিদের বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, GDP হিসাবের সময় দেশের ভেতরে দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার্ম অর্থমূল্য ধরা হয়, কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী দেশি নাগরিকদের সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়। GNP-এর ক্ষেত্রে কেবল দেশের জনগণ বা নাগরিকদের আর্থিক সামর্থ্যের অবদান থাকে। কিন্তু GDP-তে একটি দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছাড়াও বিদেশি বিনিয়োগের অবদান থাকে।

এভাবে উদ্দীপকের আলোকে GNP ও GDP-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

আ একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিকদের দ্বারা যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP বলে। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে দেশের নাগরিক ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের মোট অর্থমূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। GNP ও GDP-এর সংজ্ঞাদ্বয় ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, GNP, GDP থেকে বেশি, কখনো তার সমান বা কখনো তার চেয়ে কম হয়ে পড়ে।

একটি বন্ধ অর্থনীতিতে যেখানে কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য নেই ও বৈদেশিক লেনুদেন হয় না সেখানে GNP ও GDP পরস্পর সমান হয়। কিন্তু একটি মুক্ত অর্থনীতিতে যেখানে বৈদেশিক লেনদেনের সম্পর্ক থাকে সেখানে GNP ও GDP সমান নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের পার্থক্য নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। সমীকরণের সাহায্যে বলা যায়,

GNP = C + I + G + (X - M)

X = M হলে, X - M = 0 হয়, সেক্ষেত্রে GNP = GDP

X> M হলে, X - M> 0 হয়, তখন GNP > GDP

X< M হলে, X - M< 0 হয়, তখন GNP < GDP

সূতরাং, অবস্থা বিশেষে GNP, GDP এর তুলনায় সমান, বেশি বা কম হয়ে থাকে। প্রম >১১ মনে করো একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরপ—

 $\dot{C} = 100 + 0.5Y$, I = 200.

(ज. ता. '361 अम नः ४/

ক. NNI-এর সংজ্ঞা দাও।

- খ. GNI এবং GDP-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
- গ, উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো। ৩
- ম. সরকারি ব্যয় ২০০ টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিয়েষণ করো।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) একটি দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসমূহের বাজার মূল্যের সমষ্টি থেকে মূলধনসামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে যা থাকে তাকে NNI বা নিট জাতীয় আয় বলে।

বা GNI ও GDP এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে GNI হিসাবের সময় দেশে বসবাসকারী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের উৎপাদন বা আয় ধরা হয়। কিন্তু দেশের ভেতরে বিদেশিদের বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, GDP হিসাবের সময় দেশের ভেতরে দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য ধরা হয়; কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী দেশি নাগরিকদের সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়।

া সঞ্জয় (S) ও বিনিয়োগ (I)-এর সমতা অর্থাৎ S = I সূত্র দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়।

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের জন্য উদ্দীপকে প্রদত্ত ভোগ সমীকরণ থেকে নিম্নরূপভাবে সঞ্চয় সমীকরণ নির্ণয় করা যায়—

S = Y - C

এখানে S = সঞ্চয়, Y = আয় এবং C = ভোগ

$$= Y - 100 - 0.5Y$$

$$= -100 + (1 - 0.5) Y$$

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয়ের সূত্রানুসারে-

S = 1

$$\sqrt{1}$$
, $-100 + (1 - 0.5)Y = 200$

[মান বসিয়ে]

$$41, -100 + 0.5Y = 200$$

বা, 0.5Y = 300

বা,
$$Y = \frac{300}{0.5}$$

∴ Y = 600, অর্থাৎ, উক্ত অর্থনীতির ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো Y = 600।

্য একটি দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো—

Y = C + I

উক্ত সূত্র অনুযায়ী, ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো $\overline{Y}=600$

এখন একটি তিন খাতের অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো—

Y = C + I + G

সে হিসেবে উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী,

Y = C + I + G

= 100 + 0.5Y + 200 + 200

41, Y - 0.5Y = 500

বা, 0.5Y = 500

বা, $\vec{Y}_1 = 1000$

যেখানে $\overline{Y}_1 = 1000$ টাকা সরকারি ব্যয় যুক্ত হওয়ার পর ভারসাম্য জাতীয় আয়।

এখানে $\Delta Y = \overline{Y}_1 - \overline{Y}$ [$\Delta Y =$ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন]

= 1000 - 600 = 400

সূতরাং বলা যায়, সরকারি ব্যয় 200 টাকা যুক্ত হওয়ার পর ভারসাম্য জাতীয় আয় 400 টাকা বৃদ্ধি পাবে। প্রম ►১২ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের ভোগব্যয় (C) আনুমানিক ৬০ হাজার ৫০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ বায় (I) ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং সরকারি বায় (G) ২৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। /য়. বো. ২০১৬ । প্রয় বং ৮/

ক. জিডিপি কী?

খ, ভোগ কি আয়ের ওপর নির্ভরশীল? মতামত দাও।

গ. উদ্দীপক হতে বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় নির্ণয় করো।

ঘ. সরকারি ব্যয় অতিরিক্ত ৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে উদ্দীপকে ভারসাম্য অবস্থার ওপর কোন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হবে? চিত্রের সাহায্যে ধারণাটি আলোচনা করো। 8

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে জিডিপি বলা হয়।

য সাধারণত ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

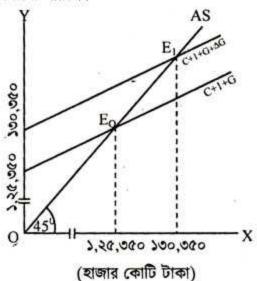
ভোক্তার আয় বাড়লে তার ভোগ বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ কমে।
তবে কখনো কখনো অন্যান্য বিষয় যেমন— সম্পদ, সুদের হার, সঞ্চয়,
প্রদর্শন প্রভাব ইত্যাদি দ্বারা ভোগ প্রভাবিত হয়। তাছাড়া, ভোক্তা কোনো
সময় অর্থহীন হয়ে পড়লেও অতীত সঞ্চয় বা দান-খয়রাত থেকেও ভোগ
করে। সুতরাং বলা যায়, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে ভোগ সরাসরি
আয়ের ওপর নির্ভর করে।

প্রকটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি হলো সামগ্রিক ব্যয়। সামাজিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবার জন্য ব্যয়ই হলো সামগ্রিক ব্যয়। একটি তিন খাতবিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের তিনটি পক্ষ থাকে, যথা— পরিবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম এবং সরকার। সে হিসেবে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I) এর সাথে সরকারি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G) যোগ করলে সামগ্রিক ব্যয় (AE) পাওয়া যায়। অর্থাৎ, AE = C + I + G

= (৬০,০৫০ + ৪০,০০০ + ২৫,৩০০) কোটি টাকা [সূত্রে মান বসিয়ে] = ১,২৫,৩৫০ কোটি টাকা।

∴ উদ্দীপকে বিশ্ব অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যয় = ১,২৫,৩৫০ কোটি টাকা।

য উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যানুসারে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর নির্ধারিত হয় ১,২৫,৩৫০ কোটি টাকা, যেখানে সামগ্রিক ব্যয়, সামগ্রিক যোগান বা আয়ের সমান হয়। এ অবস্থা অঙ্কিত চিত্রে E_o বিন্দুতে দেখানো হয়েছে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় বা সামগ্রিক যোগান এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে E, বিন্দুতে সামগ্রিক ব্যয় রেখা C + I + G সামগ্রিক যোগান বা আয় রেখা AS কে E, বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর ১,২৫,৩৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

এখন সরকারি ব্যয় ৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে নতুন সামগ্রিক ব্যয় রেখা $C+I+G+\Delta G$ সামগ্রিক আয় রেখা AS কে E_1 বিন্দৃতে ছেদ করে। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য আয়স্তর ১,৩০,৩৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করলে পূর্বের ভারসাম্য আয়স্তরের পরিবর্তন ঘটবে এবং নতুন ভারসাম্য আয়স্তর বৃদ্ধি পাবে। চিত্রে দেখা যায়, সরকারি ব্যয় ৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য আয়স্তর ৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

প্রা ১১০ নিম্নে সামপ্রিক আয় (Y), মোট সঞ্চয় (S) ও মোট বিনিয়োগ (I)- এর সূচি দেওয়া হলো। সূচিটি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপুলোর উত্তর দাও:

সামগ্রিক আয় (Y) (কোটি টাকায়)	মোট সঞ্জয় (S) (কোটি টাকায়)	মোট বিনিয়োগ (I) (কোটি টাকায়)	
, 000	¢o.	700	
800	200	700 -	
000	200	300	

/मि. त्या. '३७ । अश्र नः ४/

- ক, জাতীয় আয় কী?
- বিনিয়োগ সঞ্বয়ের ওপর নির্ভরশীল—ব্যাখ্যা করো।
- গ. উপরিউক্ত সূচি হতে সঞ্জয় রেখা <mark>অঙ্কন করো</mark>।
- ঘ. সূচির আলোকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য আয়ন্তর নির্ধারণ করো।

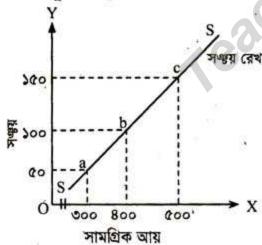
১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে।

য বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল।

আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে। মূলত সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে মানুষের সঞ্চয় বাড়বে ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগে সম্ভব হলে উৎপাদন, আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

গ্য উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে একটি সঞ্চয় রেখা অঙকন করা হলো—

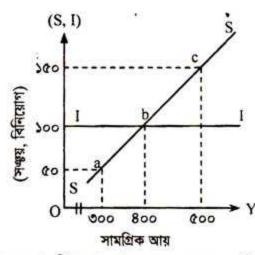


চিত্রে, OX ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় (Y) এবং OY লঘ্ব অক্ষে সঞ্চয় (S) নির্দেশিত।

সূচিতে দেখা যায়, সামগ্রিক আয় যখন ৩০০ কোটি টাকা তখন সম্প্রয় হলো ৫০ কোটি টাকা চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সামগ্রিক আয় বেড়ে ৪০০ ও ৫০০ কোটি টাকা হলে; সম্প্রয় হয় যথাক্রমে ১০০ ও ১৫০ কোটি টাকা; যা যথাক্রমে ৮ ও c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন সামগ্রিক আয় ও মোট সম্প্রয়সূচক a, ৮ ও c বিন্দুগুলো যুক্ত করে SS রেখা টানা হয়েছে। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে অভিকত সম্প্রয় রেখা।

য উদ্দীপকে প্রদৃত সূচির আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারণ করা যায়।

বিনিয়োগকে স্বয়মূত বা স্থির ধরা হলে, যে আয়ের ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান, সেই পরিমাণ আয়কে ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় (Y) ও লম্ব অক্ষে মোট সঞ্চয় (S) ও মোট বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রে SS হলো সঞ্চয় রেখা এবং (II) হলো বিনিয়োগ রেখা।

ভারসাম্য আয়স্তরের সূত্রানুযায়ী, সামগ্রিক আয় (Y)-এর যে স্তরে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরস্পর সমান হয় সেখানে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়। চিত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা ৮ বিন্দুতে পরস্পরকেছেদ করার মাধ্যমে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় ৪০০ কোটি টাকা। ৪০০ কোটি টাকার কম আয়স্তরে S < I এবং ৪০০ কোটি টাকার বেশি আয় স্তরে S > I হয়। একমাত্র ৪০০ কোটি টাকা আয়ের ক্ষেত্রে S = I হওয়ায় ৮ বিন্দুতে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়েছে।

প্রশ় > ১৪ জাতীয় আয় (Y) = ΣC + ΣI + ΣG; যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় ৷ বি. বো. ১৬ I প্রয় নং ৮/

- ক. মোট জাতীয় আয় কী?
- খ. নিট জাতীয় আয় তুমি কীভাবে পরিমাপ করবে?
- গ, উদ্দীপকটি জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পশ্ধতি নির্দেশ করে?
- ঘ. জাতীয় আয় পরিমাপের এ পশ্বতি উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর কি না মতামত দাও।

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধনের ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে। উৎপাদনক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় অধিক হয়ে থাকে। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই হলো নিট জাতীয় আয়।

সমীকরণের সাহায্যে— NNI = GNI – DC যেখানে,

NNI = Net Naitonal Income

GNI = Gross National Income

DC = Depreciation Cost

প্র উদ্দীপকটি জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পস্থতি নির্দেশ করে।

ব্যয় পন্ধতিতে সামগ্রিক আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল প্রকার ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে জনগণ ও সরকারের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে কোনো দেশের মোট যে ব্যয় হয় তাকে ভোগ ব্যয় বলে। আবার, মূলধন বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যয় বলে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয় 'আয়ের সমীকরণটিতে ∑C হচ্ছে মোট ভোগ ব্যয়। যা একটি দেশের জনসাধারণ কর্তৃক ভোগের জন্য ব্যয়। পরবর্তী অংশে ∑া উল্লেখ করা হয়েছে। যা দিয়ে মোট্ বিনিয়োগ ব্যয়কে বোঝানো হয়। বেসরকারি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা এ বিনিয়োগ করে থাকে। তাছাড়া ∑G ছারা মোট সরকারি ব্যয়কে বোঝানো হয়েছে। আধুনিক যুগে সরকার জাতীয় আয়ের একটি অংশ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে।

সুতরাং, যদি ব্যয় পর্ম্বতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তবে $\Sigma C + \Sigma I + \Sigma G$ এর সমষ্টি নেওয়া প্রয়োজন।

য ব্যয় পন্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা বেশ জটিল। উন্নত দেশে ব্যয় পন্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য জনসাধারণের ব্যয় সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া গেলেও উন্নয়নশীল দেশে ঐসব তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া বেশ কঠিন। নিচে এ সম্পর্কে মতামত দেওয়া হলো—

প্রথমত, যে পন্ধতিতেই জাতীয় আয় পরিমাপ করা হোক না কেন, তার কার্যকারিতা প্রধানত নির্ভর করে— নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্তের ওপর। উন্নয়নশীল দেশে দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সামগ্রিক আয় গণনা ও হিসাবের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় নির্ধারণ করা জটিল বিষয়। এছাড়া এ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।

তৃতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদনকারীরা নিজেরাই ভোগ করে ফেলে। এ ভোগ ব্যয়ের অর্থ মূল্যে প্রকাশিত হয় না।

চতুর্থত, উন্নয়নশীল দেশে জনসাধারণ নানা কারণে তাদের প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব গোপন রাখে। ফলে ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে গেলে এ গোপন ব্যয়ের সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না। পশ্বস্থমত, উৎপাদনকারী যেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে তার মূল্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ঐসব দ্রব্যের জন্য একক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ঐ সব দ্রব্যের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের বিভিন্ন রকম ব্যয় হয়।

উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও আয় পদ্ধতি অধিক প্রচলিত দুটি পদ্ধতি। তাছাড়া উপরিউক্ত ত্রুটিগুলো থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যয় পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

প্রা ১৫ ২০১৪ সালে 'A' দেশে জনগণের ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় ৩০০ কোটি টাকা। দেশটির সরকার জনগণের কল্যাণে উক্ত বছর ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এছাড়া আমদানি দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেশটি ৬০০ কোটি টাকা পরিশোধ করে এবং রপ্তানি বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা আয় করে। 'B' দেশের বাসিন্দা মি. 'X' উচ্চ বেতনে 'A' দেশের একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতি বছর তার পরিবারের জন্য নিজ দেশে টাকা প্রেরণ করেন। /সি: বো. ২০১৬। প্রশ্ন বং ৮/

ক. এনএনআই-এর সংজ্ঞা দাও।

খ. সঞ্জয়ের সাথে বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো।

ণ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের ২০১৪ সালের জিএনআই নির্ণয় করো।

ঘ. মি. 'X' এর অর্জিত আয় 'A' দেশ ও 'B' দেশের জিডিপি-কে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো।

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) একটি দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসমূহের বাজার মূল্যের সমষ্টি থেকে মূলধনসামগ্রির ব্যবহারজনিত ব্যয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে যা থাকে তাকে এনএনআই বলে।

শ সম্প্রের সাথে বিনিয়োগ সরাসরি এবং নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।
আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাই
হলো সম্প্রয়। এ সময় সম্প্রয় যখন অতিরিক্ত মূলধন সংযোজনের কাজে
ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলা হয় বিনিয়োগ। সুতরাং, সম্প্রয় থেকেই
বিনিয়োগের সৃষ্টি হয়। দেশে অধিক সম্প্রয় হলে তা অধিক মূলধন
সংযোজনের কাজে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ তা বিনিয়োগ বাড়ায়।

্র্য উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে 'A' দেশের ২০১৪ সালের জিএনআই নির্ণয় করা হলো—

জিএনআই পরিমাপে ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে, দেশে প্রাপ্ত দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য জনগণের মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারের ব্যয় (G) এর সমষ্টি নিতে হয়। তবে একটি খোলা অর্থনীতিতে জিএনআই পরিমাপের সময় রপ্তানি (X) ও আমদানি (M) ব্যয়ের ব্যবধান তথা (X-M) ও যুক্ত করা প্রয়োজন। সে হিসেবে একটি খোলা অর্থনীতিতে ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী, ২০১৪ সালে 'A' দেশের জিএনআই = C + I + G + (X – M)

= [৫০০ + ৩০০ + ৪০০ + (৩৫০ – ৬০০)] কোটি টাকা

= ৯৫০ কোটি টাকা।

∴ উদ্দীপক অনুযায়ী, ২০১৪ সালে 'A' দেশটির জিএনআই-এর পরিমাণ হলো ৯৫০ কোটি টাকা।

মি. X এর অর্জিত আয় 'A' দেশের জিডিপির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং এক্ষেত্রে 'B' দেশের জিডিপির পরিমাণ কমবে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে জিডিপি বলা হয়। জিডিপি হিসাবের সময় দেশের অভ্যন্তরে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবাকর্মকে ধরা হয়, কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন ও আয় ধরা হয় না। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে মোট যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যই হচ্ছে জিডিপি। এ ধারণার আলোকে, জিডিপি = নির্দিষ্ট সময়ে দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মোট বাজার মূল্য + সে দেশে বিদেশিদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন ও আয় – বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিক কর্তৃক অর্জিত উৎপাদন বা আয়।

জিডিপি পরিমাপের উপরিউক্ত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'A' দেশে 'B' দেশের কর্মরত নাগরিক মি. X এর অর্জিত আয় 'A' দেশের জিডিপি গণনার সময় তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ হিসেবে 'A' দেশের জিডিপির পরিমাণ বেশি হবে। আবার 'B' দেশে জিডিপি পরিমাপের সময় ঐ দেশের জিডিপি থেকে মি. X এর পাঠানো অর্থ/টাকা বাদ যাবে। ফলে 'B' দেশের জিডিপির পরিমাণ কমবে।

প্রা ১১৬ 'D' দেশের (২০১৬-২০১৭) অর্থবছরের ভোগ ব্যয় (C)
৫৫০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৩০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয়
(G) ১০০ কোটি টাকা এবং ঐ বছরের মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয়
৩৩০ কোটি টাকা।

| ব্যক্ত কলেজ | প্রশ্ন নং ১০|

ক. 'বন্ধ অর্থনীতি' কাকে বলে?-

খ. প্রবাসীদের আয় জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন?

গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করো।

উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, নিট জাতীয় আয় নির্ণয়পূর্বক
 মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় নিট জাতীয় আয়ের ওপর কীভাবে
 প্রভাব বিস্তার করবে?
 বিশ্লেষণ করো।
 ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য বিবেচনার বহির্ভূত থাকে তথা আমদানি ও রপ্তানি অনুপস্থিত থাকে, তাকে বৃদ্ধ অর্থনীতি বলে।

প্রবাসীরা নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কর্মরত থাকে বিধায় তাদের আয় নিজ দেশের GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে দেশি-বিদেশি জনগণ মিলে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যু ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। আর প্রবাসীরা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে কর্মরত। তাই GDP-এর সংজ্ঞা অনুসারে তাদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং তাদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্র উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিচে ব্যয় পন্ধতিতে মোট জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো।

ব্যয় পর্ন্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সব জনগণ যে পরিমাণ ব্যয় করে, উক্ত ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। থেমন-ব্যক্তি ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G) যোগ করে বন্ধ অর্থনীতিতে মোট জাতীয় আয় (GNI) পাওয়া যায়।

:: GNI = C + I + G

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'D' দেশের (২০১৬-২০১৭) অর্থবছরের C = ৫৫০ কোটি টাকা, I = ৩০০ কোটি টাকা এবং G = ১০০ কোটি টাকা।

:. GNI = (৫৫০ + ৩০০ + ১০০) কোটি টাকা

বা, GNI = ৯৫০ কোটি টাকা।

নির্ণেয় মোট জাতীয় আয় ৯৫০ কোটি টাকা।

উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, নিট জাতীয় আয় (NNI) নির্ণয় করে মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় (CCA) কীভাবে NNI-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সাধারণত একটি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য মোট জাতীয় আয় (GNI) থেকে CCA বাদ দিয়ে NNI নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ NNI =

উদ্দীপক অনুযায়ী, 'D' দেশে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় বা CCA হলো ৩৩০ কোটি টাকা।

:. NNI = GNI - CCA

ৰা NNI = (৯৫০ – ৩৩০) কোটি টাকা ['গ' নং হতে GNI = ৯৫০ কোটি টাকা]

বা NNI = ৬২০ কোটি টাকা।

∴ NNI = ৬২০ কোটি টাকা।

অর্থাৎ, 'D' দেশটির বিবেচ্য অর্থবছরে নিট জাতীয় আয় হলো ৬২০ কোটি টাকা।

সাধারণত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি এবং মেরামত বাবদ কিছু অর্থ এলাউন্স হিসেবে রেখে দেয় বা ব্যয় করে এর্প ব্যয়কে CCA বলা হয়। যা মূলত অন্যান্য উপকরণের প্রাপ্ত আয়ের অংশ নয়। এ জন্য একে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অর্থাৎ GNI থেকে CCA বাদ দেওয়া হয়। তাই NNI দ্বারা একটি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। তাছাড়া NNI দ্বারা মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা যায়। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় নিট জাতীয় আয়ের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রসা ১১৭ কোন অর্থনীতিতে ভোগ অপেক্ষক C = 100 + 0.75Y, বিনিয়োগ ব্যয় I = I₀ = 50 । /দক্ষীপুর সরকারি কলেজ । প্রশ্ন নং ১০/

ক, জাতীয় আয় কী?

খ. সরকারি ব্যয় হ্রাস পেলে সামগ্রিক ব্যয়ের ওপর কী প্রভাব পড়ে? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় নির্ণয় কর।

ঘ. যদি অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয় G = G₀ = 100 যুক্ত হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়ে?

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার চলতি বাজারমূল্যকে জাতীয় আয় বলে।

সরকারি ব্যয় দ্রাস পেলে সামগ্রিক ব্যয়ও দ্রাস পাবে।
তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ (I) ও সরকারি
ব্যয় (G) এর সমষ্টি হলো সামগ্রিক ব্যয় (AE)। অর্থাৎ AE = C + I +
G। তাই সরকারি ব্যয় দ্রাস পেলে সামগ্রিক ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কমবে।
এক্ষেত্রে AE রেখা নিচে ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে। তাই বলা যায়,
সরকারি ব্যয় দ্রাস সামগ্রিক ব্যয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প নিচে উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী; সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় নির্ণয় করা হলো।

মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। তাই আয় হতে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে সঞ্চয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, S = Y - C

বা, S = Y - (100 + 0.75Y) [উদ্দীপক হতে C = 100 + 0.75Y]

 \overline{A} , S = Y - 100 - 0.75Y

 $\overline{\text{Al}}$, S = -100 + 0.25 Y

উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, বিনিয়োগ ব্যয় । = 50। এখন, ভারসাম্য অবস্থায় বিনিয়োগ ব্যয় ও সঞ্জয় পরস্পর সমান হয়। তাই.

S = I

 $\sqrt{100} + 0.25Y = 50$

বা, 0.25Y = 50 + 100

বা, 0.25Y = 150

বা, $Y = \frac{150}{0.25}$

বা, Y = 600

∴ Y₀ = 600 একক।

Y এর মান ভোগ অপেক্ষক C = 100 + 0.75Y-এ বসিয়ে পাই,

C = 100 + 0.75Y

 $= 100 + 0.75 \times 600$

= 100 + 450

= 550

কাজেই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় 600 একক এবং ভোগ ব্যয় 550 একক।

য় উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি ব্যয় 100 একক অর্থনীতিতে যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃশ্ধি পাবে।

একটি বন্ধ অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হলে ভারসাম্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ, Y = C + I + G হলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য অর্জিত হয়। উদ্দীপক অনুযায়ী, তথ্যের আলোকে 'গ' নং ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়েছে 600 একক। এখন, সরকারি ব্যয়, G = 100 যুক্ত হলে অর্থনীতিতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হবে।

Y = C + I + G

41, Y = 100 + 0.75Y + 50 + 100

বা, Y - 0.75Y = 250

বা, (1 – 0.75)Y = 250

বা, 0.25Y = 250

ৰা, $Y = \frac{250}{0.25}$

0.23

বা, Y = 1000

∴ Y = 1000 একক।

অর্থাৎ, সরকারি ব্যয় যুক্ত হওয়ায় নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয়, $\overline{Y}=1000$ একক। যা পূর্বের ভারসাম্য জাতীয় আয় $\overline{Y}=600$ একক অপেক্ষা (1000-600) বা 400 একক বেশি। পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রশা > ১৮ মনে কর একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ:

C = 100 + 0.5y, I = 200

|न्गायनाम बारेंडिग्राम करमज, बिमगाँउ, जाका । श्रप्त नः ०/

2

ক. GNP-এর সংজ্ঞা লিখ।

খ্ "বিনিয়োগ সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল" ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় <mark>ক</mark>রো।

ঘ. সরকারি ব্যয় ২০০ টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কিরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

ক্রেনে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) ক্রুতকৃত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে GNP (Gross National Product) বলা হয়।

🗷 হ্যা, সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি।

তারের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন বলে। সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষত্রে বিনিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে। মূলত সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে মানুষের সঞ্চয় বাড়বে। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগ সম্ভব হলে উৎপাদন, আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভর্গীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো:

উদ্দীপকে একটি দু'খাত বিশিষ্ট অর্থনীতি নির্দেশিত হয়েছে। দু'খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে যে স্তরে দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I)-এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হয়, সেই স্তরে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y_0) নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে ভোগ সমীকরণ, C = 100 + 0.5Y

বিনিয়োগ সমীকরণ, I = 200

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রানুসারে,

Y = C + I

বা, Y = 100 + 0.5Y + 200; [মান বসিয়ে]

বা, Y - 0.5Y = 300

বা, 0.5Y =-300

ৰা, $Y = \frac{300}{0.5}$

.: Y = 600

অর্থাৎ উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y_0) হলো 600 টাকা।

ঘ উদ্দীপকের দু'খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয় 200 টাকা যুক্ত হলে আলোচ্য অর্থনীতিটি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে এবং ভারসাম্য জাতীয় আয়ের (Yo) পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

একটি তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G)-এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকটি লক্ষ করলে দেখা যায়,

ভোগ সমীকরণ, C = 100 + 0.5Y

বিনিয়োগ সমীকরণ, I = 200

পরবর্তীতে সরকারি ব্যয় 200 টাকা যুক্ত হলে, সরকারি ব্যয় সমীকরণ, G = 200

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের সূত্রানুসারে-

Y = C + I + G

41, Y = 100 + 0.5Y + 200 + 200

বা, Y - 0.5Y = 500

বা, 0.5Y = 500

ৰা, $Y = \frac{500}{0.5}$

.: Y = 1000

অর্থাৎ সরকারি ব্যয় 200 টাকা যুক্ত হওয়ার পর উন্নীত তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y₀) হয় 1000 টাকা। কিন্তু ইতোমধ্যে উদ্দীপকের দু'খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় (Y₀) নির্ধারণ করা হয়েছিল 600 টাকা। অর্থাৎ দু'খাত থেকে তিন খাতবিশিষ্ট

অর্থনীতি হওয়াতে ভারসাম্য আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই আয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় (1000 – 600) বা 400 টাকা।

সূতরাং উপরের আন্দোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে সরকারি ব্যয় 200 টাকা যুক্ত হলে অর্থনীতিটি দু'খাত থেকে তিন খাতবিশিন্ট অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং 400 টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বের 600 টাকা ভারসাম্য জাতীয় আয় থেকে 1000 টাকায় উন্নীত হবে।

প্রনা > ১৯ একটি তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিমন্ত্রপ :

C = 100 + 0.75y

I = 100

G = 150 /िकवाबुननिया नुन य्कूम क्रफ करमञ, जाका । क्षेत्र नर ১०/

ক, সামগ্রিক আয় কী?

খ. জিডিপি ও জিএনপি কী একই ধারণা?

গ, উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর।

ঘ. সরকারী ব্যয় 50 টাকা প্রাস করা হলে ভারসাম্য আয়ের উপর কী প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত একটি অর্থিক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে।

যা জিডিপি ও জিএনপির ধারণা ভিন্ন।

জিডিপি হচ্ছে কোনো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি। অন্যদিকে, জিএনপি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থান করে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপন্ন করে তার আর্থিক মূল্য। জিএনপি হিসাবের সময় বিদেশীদের অর্জিত আয় বাদ দেওয়া হয় কিন্তু জিডিপি এর বেলায় দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের অর্জিত আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জিএনপি হিসাবের ক্ষেত্রে বিদেশে বসবাসরত নাগরিকদের অর্জিত আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে জিডিপি হিসাবের সময় তা বাদ দেওয়া হয়। তাই জিডিপি এর তুলনায় জিএনপি একটি প্রসারিত ধারণা।

উদ্দীপকে তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়
 কীভাবে নিরূপণ করা যায় নিম্নে তা দেখানো হলো-

তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে নিম্নাক্ত অনুমিত শর্ত গ্রহণ করা হয়। (ক) তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতি বিবেচ্য (খ) স্বল্পকাল বিবেচ্য (গ) আর্থিক মজুরি ও দামস্তর স্থির (ঘ) বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয় স্বয়ম্ভত। উল্লিখিত অনুমতি শর্তের আলোকে আবন্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য অর্জনের ধারণাটি দেওয়া হলো-

তিনখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে,

দেওয়া আছে,

C = 100 + .75Y

I = 100

G = 150

ভারসাম্য জাতীয় আয়, Y = C + I + G

বা, Y = 100 +.75Y + 100 + 150

বা, Y - .75Y = 350

বা, Y(1-0.75) = 350

বা, 0.25Y = 350

ৰা, $\overline{Y} = \frac{350}{0.25}$

 $\vec{x} = 1400$

∴ ভারসাম্য জাতীয় আয় 🛛 = 1400

য় উদ্দীপকে তিনখাত বিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্যের আলোকে ইতিমধ্যে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়েছে 1400 টাকা। এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করলে ভারসাম্যের উপর কী প্রভাব পড়বে তা নিচে দেখানো হলো-

দেওয়া আছে,

C = 100 + .75Y

I = 100

G = 150 – 50 = 100 [∴50 টাকা স্থাসে]

এখন, উদ্দীপক অনুযায়ী 50 টাকা হ্রাস করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিম্নরুপভাবে নির্ধারণ করা হলো-

∴ তিনখাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,

Y = C + I + G

বা, Y = 100 +.75Y + 100 + 100

বা, Y - .75Y = 300

বা, Y(1- .75) = 300

বা, 0.25y = 300

 $\overline{1}$, $Y = \frac{300}{26}$

 $\vec{y}_1 = 1200$

এক্ষেত্রে ভারসাম্য জাতীয় আয় দাঁড়ায় 1200 টাকা যা পূর্বের ভারসাম্য 1400 টাকা থেকে কম। সুতরাং সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করলে জাতীয় আয় হ্রাস পাবে।

প্রা ▶২০ দেওয়া আছে, C = 80 + 0.6 Y I = 200, G = 100

|जिका कमार्म करनल । अभ नः ३०।

ক. জিডিপি কাকে বলে?

খ. GNP ও NNP-এর মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।

গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় নির্ণয় করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক আর্থিক বছরে) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বলা হয়।

যা মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) থেকে মূলধন ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়
CCA বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন NNP পাওয়া যায়। তাই GNP
তে CCA অন্তর্ভুক্ত থাকলে NNP তে তা অন্তর্ভুক্ত হয় না।
GNP পরিমাপ করা সহজ হলেও তা ছারা একটি দেশের অর্থনৈতিক

GNP পরিমাপ করা সহজ হলেও তা দ্বারা একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু NNP দ্বারা একটি দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র সম্পর্কে জানা যায়।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ
ব্যয় নির্ণয় করা হলো

-

তিনখাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে, ভারসাম্য অবস্থায় দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I), ও মোট সরকারি ব্যয় (G), এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হয়। অর্থাৎ, ভারসাম্য অবস্থায়,

Y = C + I + G

দেওয়া আছে.

4, Y = 80 + .6Y + 200 + 100 C = 80 + 0.6Y

ৰা, Y - 0.6Y = 380

1 = 200

বা, Y(1-.6Y) = 380

G = 100

41, 0.4Y = 380

ৰা, $Y = \frac{380}{.4}$

বা, Y = 950

 $: \bar{Y} = 950$

এখন Y এর মান ভোগ সমীকরণে বসিয়ে পাই,

 $C = 80 + 0.6 \times 950$

বা, C = 80 + 570

বা, C = 650

 $C_0 = 650$

অর্থাৎ, নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় যথাক্রমে 950 টাকা ও 650 টাকা। ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী বিনিয়োগ ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো দেশে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে ভোগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। প্রশ্নানুযায়ী, বিনিয়োগ ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধি পেলে নতুন বিনিয়োগ ব্যয় হয়, $I_1 = (200 + 50)$ বা, 250 টাকা। এখন ভারসাম্যের শর্তানুযায়ী,

 $Y = C + I_1 + G$

41, Y = 80 + 0.6Y + 250 + 100

বা, Y - 0.6Y = 430

বা, (1-0.6)Y = 430

বা, 0.4Y = 430

বা, $Y = \frac{430}{0.4}$

বা, Y = 1075

 $\therefore \vec{Y}_1 = 1075$

এখন Y এর মান ভোগ সমীকরণে বসিয়ে পাই,

 $C = 80 + 0.6 \times 1075$

বা, C = 80 + 645

বা, C = 725

 $C_1 = 725$

কাজেই ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় (1075 - 950) বা 125 টাকা এবং ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় (725 - 650) বা 75 টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধি দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রয় ১২১ মি. আলী মত প্রকাশ করলেন যে, বিনিয়োগ বাড়াতে হলে সঞ্চয় বাড়ানো জরুরি। আর বিনিয়োগ বৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। সামগ্রিক বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য জাতীয় আয় নির্ধারণ প্রয়োজন। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় বের করা যায়।

(সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১০)

ক, সামগ্রিক ব্যয় কী?

খ. আয় বাড়লে ভোগব্যয় কেন বাড়ে? – ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ ব্যাখ্যা করো।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। এগুলোর জন্য ভোক্তা সাধারণ, বিনিয়োগকারী ও সরকার যে ব্যয় করতে প্রস্তুত তার সমষ্টিই হলো সামগ্রিক ব্যয় (Aggregate Expenditure)।

যা সাধারণত ভোগ আয়ের উপর নির্ভরশীল, তাই আয় বাড়লে ভোগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

ভোক্তার আয় বাড়লে তার ভোগ বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ কমে।
তবে কখনো কখনো অন্যান্য বিষয় যেমন-সম্পদ, সুদের হার, সঞ্চয়,
প্রদর্শন প্রভাব ইত্যাদি দ্বারা ভোগ প্রভাবিত হয়। তাছাড়া, ভোক্তা কোনো
সময় অর্থহীন হয়ে পড়লেও অতীত সঞ্চয় বা দান-খয়রাত থেকেও ভোগ
করে। সূতরাং বলা যায়, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে ভোগ সরাসরি
আয়ের ওপর নির্ভর করে এবং আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

শুলু সঞ্জয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি, এজন্য সঞ্জয় ও বিনিয়োগ ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি। আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন বলে। কাজেই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে করাকে বিনিয়োগ বলে।

মূলত সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে মানুষের সঞ্চয় বাড়বে। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগ সম্ভব হলে উৎপাদন, আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

যা উদ্দীপকে ভারসাম্য আয় নির্ধারণে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, যা ভারসাম্য আয় নির্ধারণের ব্যয় পশ্বতিকে নির্দেশ করে। নিচে আলোচনা করা হলো-

ব্যয় পশ্ধতি প্রথম প্রচলন করেন অধ্যাপক আরভিং ফিশার। ব্যয় পশ্ধতিতে সামগ্রিক আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল প্রকার ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে জনগণ ও সরকারের মোট ভোগ (C) ও বিনিয়োগ ব্যয়কে (I) বোঝায়। এ পশ্ধতিতে সামগ্রিক আরু পরিমাপ করতে হলে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তা পাওয়া বেশ কঠিন। এ কারণে এ পশ্ধতি বাস্তবে ব্যবহৃত হয় না।

সমীকরণের সাহায্যে : Y = C + I + G; সমীকরণকে তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতি বা 'বন্ধ অর্থনীতি' বলে।

এখানে, C = মোট ভোগ ব্যয়, I = মোট বিনিয়োগ ব্যয় এবং G = সরকারি ব্যয়।

দেশটি যদি বৈদেশিক বাণিজ্যে (আমদানি ও রপ্তানি) লিপ্ত থাকে, তখন ব্যয় পন্ধতিতে জাতীয় আয় হবে Y = C + I + G (X - M); এখানে X = রপ্তানির পরিমাণ এবং M = আমদানির পরিমাণ। অর্থনীতির এর্প অবস্থাকে 'মুক্ত অর্থনীতি' বা চার খাতবিশিষ্ট অর্থনীতি বলে। এক্ষেত্রে Net Factor Payments Inflow এর বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। উৎপাদন পন্ধতির সাথে ব্যয় পন্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিক্রেতার প্রাপ্ত উৎপন্ন মূল্য ও সমাজের মোট ব্যয় পরস্পর সমান হয়। যুক্তরাস্ট্রে

প্রাপ্ত ডৎপন্ন মূল্য ও সমাজের মোট বায় পরস্পর সমান হয়। যুক্তরান্ত্রে উৎপাদন পন্ধতির সাথে ব্যয় পন্ধ্তিকেও অনুসরণ করা হয়।
সূতরাং উদ্দীপকে ভারসাম্য আয় নির্ধারণের ব্যয় পন্ধতির কথা উল্লেখ
করা হয়েছে।

প্রশা>২২ ভোগ সমীকরণ, C = 200 + 0.9Y এবং বিনিয়োগ সমীকরণ, I = 200 এবং G = 300।

|वाश्याम উष्किन भाष भिश्र निरक्छन स्कून ७ करनवा, गाउँवान्या 🛚 अथ नः ८।

- ক. ভোগ কাকে বলে?
- খ. সুয়ম্ভত ভোগের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের ভোগ সমীকরণ থেকে ভোগ রেখা অংকন কর।
- ঘ. উদ্দীপকের তথ্যগুলোর দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় বিশ্লেষণ কর।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

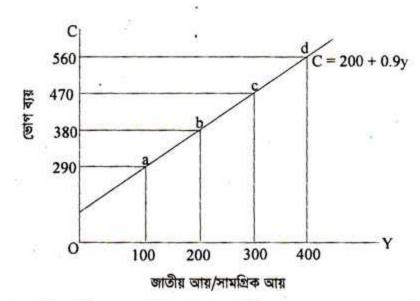
ক কোনো অভাব পূরণের জন্য ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে অর্থনীতিতে ভোগ বলে।

ভাগ অপেক্ষক C = a + b, এখানে a হল স্বয়মূত ভোগ, যা আয় শূন্য হলেও বজায় থাকে।

'a' এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা : ভোগ অপেক্ষক C=a+bY। এখন ধরি Y=0 অতএব C=a। স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও ভোগ ব্যয়, শূন্য হয় না অর্থাৎ Y=0 হলে C>0 হবে। কারণ মানুষ এ সময় অতীত সঞ্জয় দ্বারা ভোগ অব্যাহত রাখবে। সূত্রাং a=0 হতে পারে না। a অবশ্যই ধনাত্মক হবে।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত ভোগ সমীকরণের আলোকে নিচে ভোগ রেখা অঙকন করা হলো। এ রেখা অঙকন করতে গিয়ে Y এর বিভিন্ন মানের জন্য C এর মান নির্দেশ করে একটি ভোগ সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙকন করা হলো-

Y	C = 200 + 0.9 Y
100	290
200	380
300	470
400	560



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় বা সামগ্রিক আয় ও লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। যখন Y = 100, তখন C = 290 যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার, Y = 200, 300 ও 400 অবস্থায় C হয় যথাক্রমে 380, 470, ও 560 যা আবার যথাক্রমে b, c, ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন জাতীয় আয়/সামগ্রিক আয় ও ভোগ ব্যয় নির্দেশক বিন্দুগুলো যুক্ত করে C রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে অভিকত ভোগ রেখা।

য উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো-

তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে যে স্তরে দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হয়, সেই স্তরে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y_o) নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে ভোগ সমীকরণ, C = 200 + 0.9Y বিনিয়োগ সমীকরণ, I = I_o = 200 টাকা এবং সরকারি ব্যয় G = G_o = 300 টাকা এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয়ের সূত্রানুসারে

বা, Y = C + I + G

 $\overline{4}$, Y = 200 + 0.9Y + 200 + 300

বা, Y = 700 + 0.9Y

বা, Y - 0.9Y = 700

বা, 0.1Y = 700

 $41, Y = \frac{700}{0.1}$

বা, Y = 7000

 $\bar{Y} = 7000$ টাকা, যেখানে \bar{Y} হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়।

∴ উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় য় হলো 7000 টাকা।

প্রশা > ২০ একটি দেশের অর্থনীতিতে বছরে 6600 একক দ্রব্য উৎপাদিত হয় যার প্রতি এককের দাম 2 টাকা। ঐ দেশের অর্থনীতিতে অবচয়জনিত ব্যয় 240 টাকা, পরোক্ষ কর 132 টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় 600 টাকা, ভোগ ব্যয় 5100 টাকা, সরকারি ব্যয় 858 টাকা, নিট রপ্তানি 42 টাকা। আবার উৎপাদন ব্যয় হিসেবে মজুরি 4500 টাকা, খাজনা 360 টাকা, সুদ 720 টাকা ও মুনাফা 648 টাকা প্রদান করতে হয়।

/ব্যাড়া ক্যাউন্দেই পাবানিক স্কুল ও কলেজ । প্রশা নং ১০/

ক. মাথাপিছু আয় কি?

খ. GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য লিখ?

গ. উদ্দীপক হতে GNP ও NNP নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে উৎপাদন পশ্বতি, আয় পশ্বতি ও ব্যয় পশ্বতিতে সামগ্রিক আয় নির্ণয় কর।

ক একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া তাই সে দেশটির মাথাপিছু আয়।

GNP ও GDP এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে GNP হিসাবের সময় দেশে বসবাসকারী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের উৎপাদন বা আয় ধরা হয়। কিন্তু দেশের ভেতরে বিদেশিদের বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, GDP হিসাবের সময় দেশের ভেতরে দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য ধরা হয়; কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী দেশি নাগরিকদের সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়।

পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP বলে।

আমরা জানি,

ব্যয় পন্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদনের সূত্রটি হলো: মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = C + I + G + (X-M)

এখানে, মোট ভোগ ব্যয় (C) = 5100 টাকা

মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) = 600 টাকা

মোট সরকারি ব্যয় (G) = 858 টাকা

নিট রপ্তানি (X - M) = 42 টাকা।

 $\therefore \text{ GNP} = 5100 + 600 + 858 + 42 = 6600$

নিট জাতীয় আয় (NNP) নির্ণয় : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত (Capital Consumtion Allowance - CCA) বা অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে। সমীকরণের সাহায্যে,

NNP = GNP - CCA

= 6600 - 240 [উদ্দীপকের মান বসিয়ে]

= 6360 টাকা।

∴ উদ্দীপকের দেশটির GNP হলো 6600 টাকা এবং NNP হলো 6360 টাকা।

য উদ্দীপকের তথ্য হতে উৎপাদন পদ্ধতি, আয় পদ্ধতি এবং ব্যয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় নির্ণয় করা যায়। নিচে এসব পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হলো-

এক্ষেত্রে উদ্দীপকে x = 6600 এবং; p = 2 হলে, জাতীয় আয়-GNI = 6600×2

= 13200 টাকা

আর পন্ধতি (Income method): একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) কোনো দেশে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত উপকরণসমূহের অর্জিত আয় যোগ করে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কারণ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মালিকগণ ভূমি থেকে খাজনা, শ্রম থেকে মজুরি, মূলধন থেকে সুদ এবং সংগঠন থেকে মুনাফা অর্জন করে। তাই ভূমির খাজনা, শ্রমের মজুরি, মূলধনের সুদ এবং সংগঠনের মুনাফার যোগফল হলো জাতীয় আয়।

জাতীয় আয় = (মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা + হস্তান্তর পাওনা)

 $GNI = (R + W + I + \pi + TP)$

এখানে, GNI = মোট জাতীয় আয়, R =খাজনা; W =মজুরি; I =সুদ; $\pi =$ মুনাফা; TP =হস্তান্তর পাওনা ।

:. GNE = (360 + 4500 + 720 + 648) = 6228 টাকা

ব্যয় পশ্ধতি (Expenditure method) : একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের সব নাগরিক যে পরিমাণ ব্যয় করে উক্ত ব্যয়গুলো যোগ করে জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I), এবং সরকারি ব্যয় (G) যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় <mark>আ</mark>য় = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি

GNI = C + I + G + (X-M)

এখানে, GNI = মোট জাতীয় আয়, C = মোট ভোগ ব্যয়, I = মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়, X - M = নিট রপ্তানি ।

∴ GNI = 5100 + 600 + 858 + 42 = 6600 টাকা

∴অতএব উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে উৎপাদন আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে একটি দেশের সামগ্রিক আয় নির্ণয় করা যায়।

প্রা ► ২৪ C = 100 + .025y, I = 100, G = 200 যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।

|आनन्म (पारुन करमज, परापनित्र । श्रा नः ठ/

ক, সামগ্রিক আয় কাকে বলে?

গানবাল হয় কেন্ত

থ. স্বয়ম্ভূত ভোগ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন?

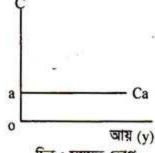
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩ ঘ. যদি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০০ টাকা হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কি পরিবর্তন হবে? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার মোট অর্থমূল্যকে সামগ্রিক আয় বলে।

য়া স্বয়ম্ভূত ভোগ আয়ের উপর নির্ভর করে না বলে তা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

যে ভোগ ব্যয় আয়ের উপর নির্ভর করে না, এমন নির্দিষ্ট ভোগ ব্যয়কে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় বলে। আয় শূন্য (০) হলেও এই ভোগ ব্যয় বজায় থাকে। সাধারণত স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় স্বল্পকালে বজায় থাকে। চিত্রে স্বয়ম্ভূত ভোগ রেখা (Ca) দেখানো হয়েছে। এটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।



চিত্র : স্বয়ম্ভূত ভোগ

গ একটি তিনখাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে যে স্তরে সমাজের মোট ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হয়, সে স্তরের আয়কেই ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে। উদ্দীপকে যে ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় দেওয়া আছে তর ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হলো:

ভোগ সমীকরণ, C = 100 + .25Y

বিনিয়োগ সমীকরণ, I = Io = 100 টাকা

এবং সরকারি ব্যয়, $G = G_0 = 200$.

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের সূত্রানুসারে—

Y = C + I + G $\overline{\mathbf{a}}$

= 100 + .25Y + 100 + 200 [সূত্রে মান বসিয়ে]

=400 + .25Y

বা, Y - .25Y = 400

41, 0.75Y = 400

 $\overline{\mathbf{q}}$, $Y = \frac{400}{0.75}$

 $\dot{Y} = 533.33$ টাকা, যেখানে (\dot{Y}) হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়।

উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) হলো 533.33 টাকা।

ঘ একটি তিন খাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে মোট ভোগ বায় (C), মোট বিনিয়োগ বায় (I) ও সরকারি বায় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্ত ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো 533.33 টাকা। এখন উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি বায় বৃন্ধি পেয়ে ৩০০ টাকা হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিয়রূপভাবে নির্ধারণ করা হলো-

Y = C + I + G

= 100 + .25Y + 100 + 300 [এখানে সরকারি ব্যয় G = 300]

= 500 + .25Y

বা, Y- .25Y = 500

বা, 0.75Y = 500

বা, $Y = \frac{500}{75}$

∴ $\overline{Y}_1 = 666.66$ টাকা [সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার পর ভারসাম্য জাতীয় আয়] এখানে, $\Delta Y = Y_1 - Y$

=666.66-533.33

= 133.33 টাকা

সূতরাং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে 300 টাকা হলে জাতীয় বেড়ে 666.66 টাকা হয়।

প্রশ্ন > ২৫ মিঠু এইচএসসি পাশ বেকার যুবক। কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ভাল চাকরি লাভ করে। তার প্রেরিত অর্থ দ্বারা তার বার্বা দেশে একটি বিশ্কিট তৈরির কারখানা স্থাপন করেন এবং কারখানায় ২৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছে।

/ক্ষরণালার সরকারি কলেজ । প্রশ্ন নং ৮/

ক. GDP কী?

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কিভাবে সম্পর্কিত?

গ. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের আয় জাতীয় আয়ের কোন খাতভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

 ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়্তন সম্ভব কিনা? তোমার যুক্তি দাও।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মৃল্যুকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।

য সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগ ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত।

আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাই হলো সঞ্চয়; আর সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হলো বিনিয়োগ। সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি; এ জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবন্ধ। সময়ের ব্যবধানে একসময় সঞ্চয়ই বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। তাই বর্তমানের সঞ্চয়কে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের উদ্ভব ঘটে, যার জন্য সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। তবে, সুদের হার বিবেচনায় আনলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক হয় বিপরীত।

গ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের আয় মোট জাতীয় আয় (GNI) এর অন্তর্ভুক্ত।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক আর্থিক বছরে) বাংলাদেশে উৎপাদিত সব রকম দ্রব্য ও সেবার রাজার দামের সমষ্টি নিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অন্যকথায়, একটি আর্থিক বছরে যেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার প্রতিটির পরিমাণকে তাদের নিজ নিজ দাম দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত অর্থমূল্যের সমষ্টি নিলে এখানকার জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এভাবে জাতীয় আয় হিসাব করতে গিয়ে বিদেশ থেকে উপার্জিত অর্থ জাতীয় আয়ে যোগ করতে হয়। উদ্দীপকের মিঠু মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিক। তাই তার উপার্জিত অর্থ বা রেমিটেন্স হিসেবে বাংলাদেশে আসে তা মোট জাতীয় আয়ে (GNI) অন্তর্ভুক্ত হবে।

য হাঁ, উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

কারিগরি প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত গুণ বা দক্ষতাকে জাগ্রত করে তার সদ্ব্যবহার করতে পারে। এতে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মে ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং উক্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নিজের অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখার সুযোগ পায়। এভাবে কারিগরি শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ব্যক্তি তার নিজের এবং সমাজের বেকারত্ব দূর করে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়।

উদীপকে মিঠু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এবং দেশে পাঠায়। উক্ত টাকায় তার বাবা একটি বিস্কৃট কারখানা স্থাপন করলে সেখানে আরো কিছু বেকার যুবকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে মিঠু তার নিজের অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজের অবস্থা পরিবর্তনেরও বিশেষ অবদান রাখছে। যার ফলে তার এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

কাজেই বলা যায়, উপর্যুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ তথা মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

প্রমান হও জাতীয় আয় (Y) = C + I + G; যেখানে C =ভোগ ব্যয়, I =বিনিয়োগ ব্যয়, G =সরকারি ব্যয়। /মদনমোহন কলেজ, সিলেট I প্রশ্ন নং a/

ক. GDP কী?

খ. জাতীয় আয়ই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচায়ক?

গ. উদ্দীপকটি জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পন্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জাতীয় আয় পরিমাপের এ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর কি না মতামত দাও।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা তার ভৌগোলিক সীমানার ভিতর যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

কানো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে জাতীয় আয়।
কোনো দেশে বিভিন্ন খাতে প্রতি বছর কী পরিমাণ সম্পত্তি ব্যবহার করে কত
পরিমাণ উৎপাদন করা হয় বা উৎপাদন হলেও এর ব্যয় বা মুনাফা কেমন,
এগুলো যেমন জাতীয় আয়ের মাধ্যমে জানা যায় তেমনি এর মাধ্যমে দেশের
জনগণের মোট আয়ও জানা যায়। আর কোনো দেশের জনগণের মোট আয়
মূলত দেশটির সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতারই বহিঃপ্রকাশ। তাই জাতীয় আয়কে
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মানদণ্ড বলা হয়।

উদ্দীপকে জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতি নির্দেশ করে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের সব নাগরিক যে
পরিমাণ ব্যয় করে উক্ত ব্যয়গুলো যোগ করে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়।
অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I), সরকারি ব্যয় (G)
যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। সূতরাং ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় =
মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি।

Y = C + I + G, এটি একটি ত্রি-ঘাত বিশিষ্ট অর্থনীর্তির সমীকরণ।
যোগের Y = জাতীয় আয়, C = মোট ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়
এবং G = সরকারি ব্যয় এখানে দেখা যায় যে, জাতীয় আয় নির্ণয় করতে
মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় যোগ করার
মাধ্যমে জাতীয় আয় গণনা করা হয়েছে। সূতরাং উদ্দীপকটি জাতীয় আয়
পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতি নির্দেশ করে।

ব্যয় পশ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা বেশ জটিল। উন্নত দেশে ব্যয় পশ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য জনসাধারণের ব্যয় সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া গেলেও উন্নয়নশীল দেশে ঐসব তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া বেশ কঠিন। নিচে এ সম্পর্কে মতামত দেওয়া হলো—

যে পন্ধতিতেই জাতীয় আয় পরিমাপ করা হোক না ক্রেন, তার কার্যকারিতা প্রধানত নির্ভর করে— নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্তের ওপর। উন্নয়নশীল দেশে দূর্বল প্রশাসনিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় না। সামগ্রিক আয় গণনা ও হিসাবের ক্ষেত্রে ক্যাক্ষতিজনিত ব্যয় নির্ধারণ করা জটিল বিষয়। এছাড়া এ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।

উন্নয়নশীল দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদনকারীরা নিজেরাই ভোগ করে ফেলে। এ ভোগ ব্যয়ের অর্থ মূল্যে প্রকাশিত হয় না। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশে জনসাধারণ নানা কারণে তাদের প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব গোপন রাখে। ফলে ব্যয় পম্পতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করতে গেলে এ গোপন ব্যয়ের সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয় না। উৎপাদনকারী যেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে তার মূল্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ঐসব দ্রব্যের জন্য একক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ঐ সব দ্রব্যের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের বিভিন্ন রকম ব্যয় হয়।

উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে উৎপাদন পশ্বতি ও আয় পশ্বতি অধিক প্রচলিত দুটি পশ্বতি। তাছাড়া উপরিউক্ত ত্রুটিগুলো থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যয় পশ্বতির প্রচলন রয়েছে।

প্রন ▶২৭ ভোগ্য সমীকরণ : C = 50 + 0.5Y, I₀ = 50

|निर्देत एक्य करमज, ठाका । अर्थ नर ५०/

ক. সামগ্রিক আয় কাকে বলে?

খ. GDP ও GNI কী একই অর্থ প্রকাশ করে? বুঝিয়ে লিখ।

গ. $S = I_0$ এর সমতা সাপেক্ষে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর $I \circ$

ঘ. স্বয়মূত বিনিয়োগ 50 হতে বৃদ্ধি পেয়ে 150 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর।

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে।

ব্র GDP ও GNI কখনই একই অর্থ প্রকাশ করে না; বরং আলাদা আলাদা অর্থ প্রকাশ করে।

GNI ও GDP-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে GNI হিসাবের সময় দেশে বসবাসকারী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের উৎপাদন বা আয় ধরা হয়। কিন্তু দেশের ভেতরে বিদেশিদের বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, GDP হিসাবের সময় দেশের ভেতরে দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য ধরা হয়, কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী দেশি নাগরিকদের সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়।

প সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I)-এর সমতা অর্থাৎ S=I সূত্র দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যায়।

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের জন্য উদ্দীপকে প্রদত্ত ভোগ সমীকরণ থেকে নিম্নরূপভাবে স্ঞ্যুয় সমীকরণ নির্ণয় করা যায়—

S = Y - C

এখানে, S = সঞ্চয়; Y = আয় এবং C = ভোগ

= -50 + (1 - 0.5)Y

= -50 + 0.5Y

এখানে, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের সূত্র অনুসারে—

41, -50 + 0.5Y = 50

41, 0.5Y = 50 + 50

বা,
$$Y = \frac{100}{0.5}$$

 $\dot{Y} = 200$ অর্থাৎ উদ্ভ অর্থনীতির ভারসাম্য আয় হলো $\dot{Y} = 200$

কানো অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে বলে এমনটি হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের পরিমান 50 টাকা হওয়ায় ভারসাম্য জাতীয় আয় নিণীত হয়েছে 200 টাকা। এখন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 150 টাকা হলে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিয়োক্তভাবে নির্ধারণ করা যায়:

ভারসাম্য অবস্থায়, S = I

41, -50 + 0.5Y = 150 [সূত্রে মান বসিয়ে]

বা, 0.5Y = 200

বা, Y₁ = 400 টাকা

এখন, পূর্বের ভারসাম্য জাতীয় আয় = \overline{Y} = 200 টাকা;

নতুন ভারসাম্য জাতীয় $\overline{Y}_1 = 400$ টাকা। অতএব, ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃশ্ধির মাত্রা

 $\Delta \dot{Y} = (400 - 200)$ টাকা

= 200 টাকা

সূতরাং বলা যায়, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ 100 টাকা বাড়ায় ভারসাম্য জাতীয় আয় বাড়ে 200 টাকা। অর্থাৎ ভারসাম্য জাতীয় আয় পরিবর্তনের ধরণ ইতিবাচক।

প্রর ▶২৮ মনে কর, একটি তিনখাত বিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিম্নর্প:

C = 100 + 0.75Y

I = 200

G = 150 /मात जाभुरजार मतकाति करमज, ठाँछाम । अभ नः १/

ক. প্রান্তিক ভোগ প্রবর্ণতা কাকে বলে?

খ. কোন অবস্থায় GDP ও GNP সমান হয়— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগের পরিমাণ নির্ণয় কর।

 ঘ. সরকারি ব্যয়্ম আরো ৫০ টাকা বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগের কী ধরনের পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা কর।

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ এবং ভোগের পরিবর্তনের পরিমাণ, এ দুয়ের অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলে।

একটি বন্ধ অর্থনীতিতে যেখানে কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য নেই ও বৈদেশিক লেনদেন হয় না, সেখানে GNP ও GDP পরস্পর সমান হয়। GDP ও GNP-এর সংজ্ঞাদ্বয় ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, GNP ও GDP থেকে কখনো বেশি, কম বা সমান হতে পারে। মূলত যে অর্থনীতি কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য নেই তথা বন্ধ অর্থনীতিতে GDP = GNP হয়।

সমীকরণের সাহায্যে,

GNP = C + I + G + (X - M)

এক্ষেত্রে, X = M হলে X - M = 0 হয়, অর্থাৎ GNP = GDP সূতরাং যেখানে বা যে অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য অনুপস্থিত

যেখানে GDP = GNP হয়।

ু একটি তিন খাতবিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে যে স্তরে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (1) ও সরকারি ব্যয় (G)-এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হয় সে স্তরের আয়কেই ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে। অন্যদিকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের মাধ্যমে বা জাতীয় আয়ের পরিমাণ ভোগ সমীকরণে বসিয়ে ভোগ ব্যয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে যে ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় নির্ধারণ করা হলো; ভোগ সমীকরণ C = 100 + 0.75

বিনিয়োগ সমীকরণ I = I_o = 200 টাকা এবং সরকারি ব্যয় G = G_o = 150 টাকা এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের সূত্রানুসারে— Y = C + I + G হল = 100 + 0.75Y + 200 + 150 [সূত্রে মান বসিয়ে] =450+0.75Y41, Y - 0.75Y = 450বা 0.25Y = 450 বা, $Y = \frac{450}{0.25}$ বা, $\overline{Y} = 1800$

 $\bar{Y}=1800$ টাকা, যেখানে \bar{Y} হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়

∴ উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয়় আয় (Ÿ) হলো 1800 টাকা।

আয় $\bar{Y} = 1800$, ভোগ সমীকরণে বসিয়ে পাই, C = 100 + 0.75Y

 $= 100 + 0.75 \times 1800$

C = 1450

∴ C = 1450 টাকা

 উদ্দীপকের দেশে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে 1800 এবং 1450 টাকা।

য একটি তিন খাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগের ব্যয় (1) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ভারসাম্য জাতীয় আয় ভোগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্ত ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো 1800 এবং ভোগের পরিমাণ 1450 টাকা।

এখন, উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধি করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিম্নরুপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

Y = C + I + G

= 100 + 0.75Y + 200 + 200 [এখানে, G = 150 + 50 = 200]

= 500 + 0.75Y

বা, Y - 0.75Y = 500

বা, 0.25Y = 500

বা, $Y = \frac{500}{0.25}$

Y₁ = 2000 টাকা

এখন ভারসাম্য আয় হলো $\overline{Y}_1 = 2000$ টাকা

 $\bar{Y} = 1800$ টাকা [পূর্বের ভারসাম্য আয়]

সরকারি ব্যয় আরো 50 টাকা বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত আয় (\bar{Y}_1) = 2000 ভোগ সমীকরণে বসিয়ে পরিবর্তিত ভোগ পাই-

C = 100 + 0.75Y

= 100 + 0.75 (2000)

= 1600 টাকা

.: সুতরাং সরকারি ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ও ভোগ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ▶২৯ একটি তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিমন্ত্রপ:

C = 75 + 0.5Y, I = 50, G = 100

|क्रान्छैनरयन्छै करनाज, कृषिद्या स्मानिवाम । श्रन्न नर ५०।

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় কী?

খ. প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়?

 উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। 9

ঘ, সরকারি ব্যয় ২৫ টাকা হ্রাস করা হলে ভারসাম্য আয়ের উপর কী প্রভাব পড়বে, উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভর করে না এমন নির্দিষ্ট ভোগ ব্যয়কে স্বয়ঃমুত ভোগ ব্যয় বলে।

য প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের (GNP) এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো দেশের নাগরিক দ্বারা দেশের ভেতরে ও বাইরে যে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়, চলতি মূল্যে তাদের সমষ্টিকে GNP বলে। মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি ব্যক্তি ও সংস্থার উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদেশে বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই প্রবাসীদের আয় GNP-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

🗿 একটি তিন খাতবিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে যে স্তরে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হয় সে স্তরের আয়কেই ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে। উদ্দীপকে যে ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকায়ি ব্যয় দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হলো:

ভোগ সমীরকণ C = 75 + 0.50Y

বিনিয়োগ সমীকরণ $I = I_0 = 50$ টাকা

এবং সরকারি ব্যয় G = Go = 100 টাকা

এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয় সূত্রানুসারে—

Y = C + I + G

= 75 + 0.50Y + 50 + 100

= 225 + 0.50Y

বা, Y - 0.50Y = 225

বা, 0.50Y = 225

বা, Y = 450

 $\bar{Y}=450$ টাকা, যেখানে \bar{Y} হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়

∴ উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় (Ÿ) হলো 450 টাকা

য একটি তিন খাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে মোট ভোগ ব্যয় (C). মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G)-এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হলে ভারস্কাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্ত ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো 450 টাকা।

এখন, উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 25 টাকা হ্রাস করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

Y = C + I + G

= 75 + 0.50Y + 50 + 75 [এখানে, G = 100 - 25 = 75]

= 200 + 0.50y

ৰা, Y - 0.50Y = 200

বা, 0.50Y = 200

বা, $Y = \frac{200}{0.50}$

বা, Y₁ = 400

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় হলো $\overline{Y}_1 = 400$ টাকা $< \overline{Y}$ সূতরাং সরকারি ব্যয় 25 টাকা হ্রাস করলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হ্রাস পাবে।

প্রস় ১৩০ বাংলাদেশে ২০১৮ সালে ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G) ছিল যথাক্রমে ৮০ হাজার ৫০ কোটি টাকা, ৫০ হাজার কোটি টাকা এবং ৩০ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

/ज्ञाकडेक डेंडज़ा घरडन करनल, जाका 🛚 প্রশ্ন नং ১०/

ক. স্বয়ম্ভত ভোগ কী?

খ. সঞ্জয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

গ্. বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয় কত হবে তা উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় করো।

ঘ. যদি সরকারি ব্যয় ৬০ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের উপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করো।

2

ক যে ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয় এমন নির্দিষ্ট ভোগ ব্যয়কে স্বয়ম্ভুত ভোগ বলে।

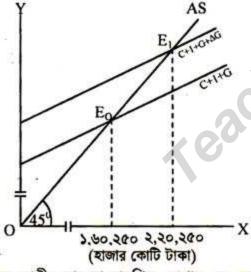
যা মানুষ তার আয়ের যে অংশ ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়, তাই হলো সঞ্চয়। আর সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

সাধারণভাবে বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সঞ্চয় সরাসরি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আবার, সুদের হার বিবেচনায় আনলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে,বিপরীত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের ২০১৮ সালের সামগ্রিক ব্যয় নিচে নির্ণয় করা হলো।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের
বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি হলো সামগ্রিক ব্যয়। সামাজিক অর্থনীতির
দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উৎপাদিত মোট ব্যয় ও সেবার জন্য ব্যয়ই
হলো সামগ্রিক ব্যয়। একটি তিন খাতবিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক
ব্যয়ের তিনটি পক্ষ থাকে, যথা- পরিবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম
এবং সরকার। সে হিসেবে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ
ব্যয় (I) এর সাথে সরকারি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G) যোগ
করলে সামগ্রিক ব্যয় (AE) পাওয়া যায়। অর্থা, AE = C + I + G
= ৮০,০৫০+৫০,০০০+৩০,২০০ কোটি টাকা [সুত্রে মান বসিয়ে]

= ১,৬০,২৫০ কোটি টাকা।
 ∴ উদ্দীপকে বন্ধ অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যয় = ১,৬০,২৫০ কোটি টাকা।

য উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যানুসারে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর নির্ধারিত হয় ১,৬০,২৫০ কোটি টাকা, যেখানে সামগ্রিক ব্যয়, সামগ্রিক যোগান বা আয়ের সমান হয়। এ অবস্থা অভিকত চিত্রে Eo বিন্দৃতে দেখানো হয়েছে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় বা সামগ্রিক যোগান এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে E, বিন্দুতে সামগ্রিক ব্যয় রেখা C + I + G সামগ্রিক যোগান বা আয় রেখা AS কে E, বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর ১,৬০,২৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

এখন সরকারি ব্যয় ৬০,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে নতুন সামগ্রিক ব্যয় রেখা $C + I + G + \Delta G$ সামগ্রিক আয় রেখা AS-কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য আয়স্তর ২,২০,২৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করলে পূর্বের ভারসাম্য আয়স্তরের পরিবর্তন ঘটবে এবং নতুন ভারসাম্য আয়স্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রা >৩১ 'A' দেশের একটি অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য ভোগব্যয় বাবদ ৭০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় বাবদ ৪০০ কোটি টাকা এবং সরকারের ব্যয় হয় ৩০০ কোটি টাকা। দেশটিতে কিছু কিছু পণ্য উৎপাদন হয়না যা আমদানি বাবদ ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। আবার কিছু পণ্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য রপ্তানি হয় যার মূল্য দাঁড়ায় ৩০ কোটি টাকা। দিনাজপুর সরকারি কলেল। প্রশ্ন নং ১০/

ক. GDP কাকে বলে?

খ. GDP ও GNP কি সবসময় একই হয়?

উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত হবে?

ঘ. উদ্দীপকের দেশটি যদি বন্ধ অর্থনীতি হয় তবে কি ধরণের
সমস্যার সমাখীন হবে? ব্যাখ্যা কর।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP) বলে।

ব GDP ও GNP সবসময় একই হয় না।

GNP তে কেবল দেশের নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর GDP হলো দেশের অভ্যন্তরের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আয়ের সমষ্টি। তাই GNP + GDP (X - M)। যেখানে Xn = (X - M) হলো নিট রপ্তানি। অর্থাৎ, GDP এর সাথে নিট রপ্তানি আয় যোগ করে GNP পাওয়া যায়। তাই আমদানি বয়য় ও রপ্তানি আয় সমান হলে তথা নিট রপ্তানি শূন্য হলেই কেবল GNP ও GDP সমান হয়। অন্যথায়, GNP ও GDP অসমান হয়। কাজেই বলা যায়, GDP ও GNP সর্বদা একই হয় না।

প্র উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ব্যয় পর্ন্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো:

সাধারণত জাতীয় আয় তিনটি পন্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। যথা— ১. উৎপাদন পন্ধতি, ২. ব্যয় পন্ধতি এবং ৩. আয় পন্ধতি। ব্যয়ের দিক থেকে একটি খোলা অর্থনীতির জাতীয় আয় হলো ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়ের সমষ্টির সাথে নিট রপ্তানির যোগফল। অর্থাৎ, মোট জাতীয় আয়, $GNI = C + I + G + X_n$

যেখানে, C = ভোগব্যয়, I = মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় এবং $X_n =$ নিট রপ্তানি $\{$ মোট রপ্তানি আয় — মোট আমদানি ব্যয় $(X - M)\}$ ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একটি অর্থবছরে 'A' দেশের ভোগব্যয় ৭০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় ৪০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় ৩০০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় ৫০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় ৩০ কোটি টাকা। কাজেই, উক্ত অর্থবছরে 'A' দেশটির জাতীয় আয়, (GNI)

= ৭০০ + ৪০০ + ৩০০ + (৩০ — ৫০) কোটি টাকা

= (১৪০০ — ২০) কোটি টাকা

= ১৩৮০ কোটি টাকা।

অর্থাৎ উক্ত অর্থবছরে 'A' দেশটির ব্যয় পদ্ধতিতে GNI হলো ১৩৮০ কোটি টাকা।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশটির আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি আয় কম হয়, ফলে দেশটির অর্থনীতি বন্ধ অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হলে জাতীয় আয় পূর্বের তুলনায় বাড়বে।

বন্দ্ধ অর্থনীতি বলতে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকে না। অর্থাৎ, বন্দ্ধ অর্থনীতিতে আমদানি বা রপ্তানি অনুপস্থিত থাকে। তাই ব্যয়ের দিক থেকে বন্দ্ধ অর্থনীতির জাতীয় আয়, GNI = C + I + G.

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে 'A' দেশটির আমদানি ব্যয় ৫০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় ৩০ কোটি টাকা। কাজেই, উক্ত অর্থবছরে 'A' দেশের বাণিজ্য ঘাটতি (৫০—৩০) বা ২০ কোটি টাকা। আর এই ঘাটতি দেশের অভ্যন্তরীণ আয় থেকে মেটানো হয় বলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। এখন যদি দেশটিতে বন্ধ অর্থনীতি বিবেচিত হয়, তাহলে এই ঘাটতি ব্যয় বহন করতে হবে না। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় বেশি হবে। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বন্ধ অর্থনীতি বিবেচনায় জাতীয় আয়, GNI = (৭০০ + ৪০০ + ৩০০) কোটি টাকা = ১৪০০ কোটি টাকা।

এখানে স্পন্টতই লক্ষ করা যায়, বন্ধ অর্থনীতিতে GNI (১৪০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা মুক্ত অর্থনীতির GNI (১৩৮০ কোটি টাকা) কম। অর্থাৎ, 'A' দেশটিতে বন্ধ অর্থনীতি বিবেচিত হলে জাতীয় আয় (১৪০০ — ১৩৮০) বা ২০ কোটি টাকা বেশি হয়। আবার, যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বন্ত থাকত, তাহলে বন্ধ অর্থনীতিতে জাতীয় আয় কম হতো। তবে, যখন নিট রপ্তানি শূন্য হয় তথা আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় সমান হয়, তখন বন্ধ ও খোলা উভয় অর্থনীতিতে জাতীয় আয় একই থাকবে।

প্ররা >৩২ নিমের সামগ্রিক আয় (Y), মোট সঞ্চয় (S) ও মোট বিনিয়োগ (I) এর একটি সূচি দেওয়া হলো। সূচিটি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সামগ্রিক আয় (Y) (কোটি টাকায়)	মোট সঞ্চয় (S) (কোটি টাকায়)	মোট বিনিয়োগ (I) (কোটি টাকা)
90	¢	30
80	70	70
¢0	26	30

(मूमिनृद्यिमा मतकाति मश्नि। करनाय, मग्नमनिश्ह । अञ्च नः ७)

- ক, ব্যয়যোগ্য আয় কী?
- খ. 'বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল'—ব্যাখ্যা কর।
- গ. উপরোক্ত সৃচি হতে সঞ্চয় রেখা অঙকন কর।
- ঘ. সূচির আলোকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারণ কর।

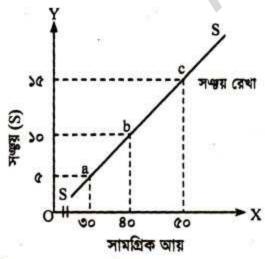
৩২ নং প্রয়ের উত্তর

ক ব্যাক্তিগত আয়ের যে অংশ ভোক্তা বা ব্যক্তি নিজ ভোগের জন্য ব্যয় করতে পারে তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে।

ন্থা বিনিয়োগ সঞ্জয়ের ওপর নির্ভরশীল।

আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে
সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন
ক্ষেত্রে নিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে। মূলত সঞ্চয় থেকেই
বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের
অনুকূল পরিবেশ থাকলে মানুষের সঞ্চয় বাড়বে ফলে বিনিয়োগের
পরিমাণও বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগ সম্ভব হলে উৎপাদন, আয়
ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক
নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে একটি সঞ্চয় রেখা অভকন করা হলো:

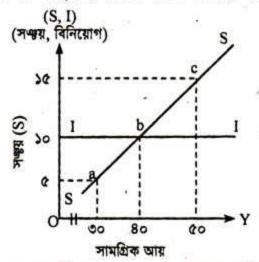


চিত্রে, ভূমি অক্ষে (OX) সামগ্রিক আয় এবং লম্ব অক্ষে (OY) সঞ্চয় (S) নির্দেশিত।

সূচিতে দেখা যায়, সামগ্রিক আয় যখন ৩০ কোটি টাকা তখন সঞ্জয় হলো ৫ কোটি টাকা চিত্রে যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সামগ্রিক আয় বেড়ে ৪০ ও ৫০ কোটি টাকা হলে; সঞ্জয় হয় যথাক্রমে ১০ ও ১৫ কোটি টাকা; যা যথাক্রমে ৮ ও ৫ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন সামগ্রিক আয় ও মোট সঞ্জয়সূচক a, ৮ ও ৫ বিন্দুগুলো যুক্ত করে SS রেখা টানা হয়েছে। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে অভিকত সঞ্জয় রেখা।

য়া উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য আয়ন্তর নির্ধারণ করা যায়।

বিনিয়োগকে স্বয়স্তুত বা স্থির ধরা হলে, যে আয়ের ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান, সেই পরিমাণ আয়কে ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় (Y) ও লঘ্ব অক্ষে মোট সঞ্চয় (S) ও মোট বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙকন করা হয়েছে। চিত্রে SS হলো সঞ্চয় রেখা এবং (II) হলো বিনিয়োগ রেখা।

ভারসাম্য আয়স্তরের সূত্রানুযায়ী, সামগ্রিক আয় (Y)-এর যে স্তরে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরস্পর সমান হয় সেখানে ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়। চিত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা ৮ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করার মাধ্যমে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় ৪০ কোটি টাকা। ৪০ কোটি টাকার কম আয়স্তরে S < I এবং ৪০ কোটি টাকার বেশি আয় স্তরে S > I হয়। একমাত্র ৪০ কোটি টাকা আয়ের ক্ষেত্রে S = I হওয়ায় ৮ বিন্দুতে ভারসাম্য আয়স্তর ১০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

প্রার ▶৩৩ ডোগ অপেক্ষক, C = 150 +0.8y বিনিয়োগ ব্যয়, I = 50

সরকারি ব্যয়, G = 30 /जारमून कामित शाक्षा निष्टि करनज, नतिनःभी । अप्र नः ১/

ক. জাতীয় আয় কী?

- খ. 'প্রান্তিক ভোগ প্রবৃণতা ধনাত্মক কিন্তু একের চেয়ে কম'—
 বুঝিয়ে শিখ।
- গ, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো।
- সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে ভারসাম্য জাতীয়

 আয়ের কোন পরিবর্তন হবে কি নাং বিশ্লেষণ করো।

 ৪

৩৩ নং প্রমের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে।

বা দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের অপর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান ধনাত্মক, কিন্তু একের চেয়ে কম অর্থাৎ O < MPC < 1. এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের আয় বাড়ার সাথে সাথে ভোগ ব্যয়ও বাড়ে তবে আয় যে হারে বাড়ে তার চেয়ে কম হারে বাড়ে। কারণ দীর্ঘকালে মানুষ তার আয়ের একাংশ সঞ্চয় করে।

জ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো-

তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে যে স্তরে দেশের মোট ভোগ ব্যয় (C) মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং মোট সরকারি ব্যয় (G)-এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y)-এর সমান হয়। সেই স্তরে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y_0) নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে ভোগ সমীকরণ, C = 150 + 0.8 Y

বিনিয়োগ ব্যয়, I = 50

সরকারি ব্যয়, G = 30

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রানুসারে,

Y = C + I + G

বা, 150 + 0.8Y + 50 + 30

41, Y - 0.8Y = 150 + 50 + 30

বা, Y (1-0.8) = 230

বা, Y × 0.2 = 230

 $\overline{4}$, $Y = \frac{230}{0.2}$

∴ Y = 1150

সুতরাং ভারসাম্য জাতীয় আয় Y = 1150 একক।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের যে পরিবর্তন হবে তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় (30 × 2) = 60। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,

 $Y = C + I + G_1$

বা, Y=150+0.8Y+50+60

বা, Y - 0.8Y = 150+ 50 + 60

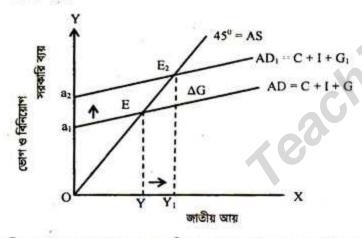
বা, Y (1-0.8) = 260

বা, Y × 0.2 = 260

ৰা, $Y = \frac{260}{0.2}$

 $Y_1 = 1300$

অর্থাৎ সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ (60) করা হলে জাতীয় আয় বেড়ে 1300 একক হয়।



চিত্রে লক্ষ করা যায়, সরকারি ব্যয় (G) 30 একক থেকে বেড়ে 60 একক (দ্বিগুণ) হওয়ায় সামগ্রিক আয় রেখা

AD উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে AD_1 হয় যা AS রেখাকে E_2 বিন্দুতে ছেদ করে। সরকারি ব্যয় বৃন্ধির ফলে ভারসাম্য বিন্দুর পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন ভারসাম্য বিন্দু হয় E_2 । এক্ষেত্রে জাতীয় আয় বেড়ে $(Y_1 = 1300)$ হয়।

প্রা > 08 ২০১৪-২০১৫ অ্র্থবছরে সালমানের দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারা যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার দামের সমষ্টি ৬০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, তার দেশের মোট জাতীয় আয় ৭০ বিলিয়ন ডলার।

/সরকারি বরিশাল কলেজ । প্রা নং ৫/

ক, সামগ্রিক আয় কী?

খ. জিডিপি আর জিএনপি কী একই ধারণা? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ৬০ বিলিয়ন ডলারকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

উন্ত উৎপাদন সবসময় মোট জাতীয় আয় থেকে কম হয়—
 ব্যাখ্যা করো।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় (Aggregate Income) বলে।

য জিডিপি এবং জিএনপি দুটি পৃথক ধারণা।

GDP ও GNP এর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো GNP হিসাবের সময় দেশে বসবাসকারী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের উৎপাদন বা আয় ধরা হয়। কিন্তু দেশের ভেতরে বিদেশিদের বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় বাদ দেওয়া হয়। আবার GDP হিসাবের সময় দেশের ভেতরে দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য ধরা হয়। কিন্তু বিদেশি নাগরিকদের সৃষ্ট উৎপাদন বাদ দেওয়া হয়। তাই GDP ও GNP ধারণা দৃটিকে এক বলা যায় না।

গ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত ৬০ বিলিয়ন ডলারকে অর্থনীতির ভাষায় মোট দেশজ উৎপাদন বলা হয়।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা তার ভৌগোলিক সীমানার ভেতর যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি (GDP) বলে। জিডিপি হিসাবের সময় দেশের অভ্যন্তরে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদিত সবরকম দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মকে ধরা হয়। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় জিডিপির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

উদ্দীপকে সালমানের দেশে একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সমগ্র জনগোষ্ঠী ও অন্য সংস্তাসমূহ দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার বাজার দামের সমষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানে বিদেশে অবস্থানরত দেশী নাগরিকের সৃষ্ট আয়ের কথা বলা হয়নি। তাই উদ্দীপকের উল্লিখিত ৬০ বিলিয়ন ডলারকে GDP বা দেশজ উৎপাদন বলা হয়।

যা সালমানের দেশের উৎপাদন অর্থাৎ GDP সবসময় মোট জাতীয় আয় GNI থেকে কম হয়।

একটি সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের জনগণ দেশের ভেতর ও বাইরে নিযুক্ত থেকে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তাকে GNP বলে। GNP এর আর্থিক মূল্যকে GNI-বলে। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবল দেশের ভেতরে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে GDP বলে। সালমানের দেশের GNP তে দেশের সকল নাগরিকের ভোগ ব্যয় (C). বিনিয়োগ ব্যয় (I), সরকারি ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X – M) অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে, GDP তে দেশে অবস্থানরত সকল জনগণ ও সরকারের C, I ও G অন্তর্ভুক্ত হয়। GDP তে বৈদেশিক খাত বিবেচনায় আনা হয় না বলে এই খাতের আয় অনেক সময় GNP থেকে কম দেখায়। আমদানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যবধানের কারণে GNP ও GDP-এর মধ্যে কখনও সমতা আবার কখনও অসমতা দেখা দেয়। যেমন— যদি অর্থনীতি বন্ধ হয় তবে X = 0 ও M = 0 হওয়ার কারণে GNP = GDP হয়। মুক্ত অর্থনীতিতে X – M = 0 বা X_n = 0 হলে GNP = GDP হয়। ঐ একই অর্থনীতিতে X < M হলে অর্থাৎ রপ্তানি আমদানির চেয়ে কম হলে GNP < GDP হয়। আবার X > M হলে অর্থাৎ রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশি হলে GNP > GDP হয়।

সূতরাং, বলা যায়, GDP সবসময় GNP বা GNI থেকে কম হয়।

প্রাম ১৩৫ মোশারেফ সাহেবের মাসিক আয় ১৮,০০০ টাকা। এ টাকা থেকে তিনি বর্তমান ভোগের জন্য ১৩,০০০ টাকা থরচ করেন। বাকি টাকা তিনি জমা রাখেন। এ জমানো টাকা তিনি পরবর্তীতে তার প্রতিষ্ঠিত পোন্ট্রি ফার্মে বিনিয়োগ করেন। এ ফার্ম থেকে অর্জিত আয় দিয়ে তিনি ফার্মটি আরও সম্প্রসারিত করেন এবং এতে তার মোট আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/ক, ভোগ কী?

খ. সরকারি ব্যয় বলতে কি বোঝায়?

গ. মোশারেফ সাহেবের টাকা জমা করা এবং জমাকৃত টাকা কাজে, নিয়োগ করার বিষয়টি অর্থনীতির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

উক্ত বিষয় দুটি যে ধারণাগুলো নির্দেশ করে তাদের মধ্যে
 পার্থক্য লেখ।
 ৪

কানো অভাব পূরণের জন্য ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে অর্থনীতিতে ভোগ বলে।

ব্য কোন দেশের সরকার তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য যে ব্যয় করে তা হলো সরকারি ব্যয়।

সরকার তার দেশের ভেতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণসাধন, সর্বোপরি দুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। মূলত এসব ব্যয়ের যোগফলকেই সরকারি ব্যয় বলে। এককথায় রাষ্ট্রের বহুমুখী ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার যে ব্যয় করে তাই হলো সরকারি ব্যয়।

া মাশারেফ সাহেবের টাকা জমা করা হলো সঞ্চয় এবং জমাকৃত টাকা কাজে নিয়োগ করা হলো বিনিয়োগ। নিচে উভয় ধারণা সম্পর্কে বাখ্যা করা হলো—

অর্থনীতিতে সঞ্চয় বলতে ভোগ ব্যয়ের উদ্বন্ত অংশকে বোঝায়। ব্যক্তির ভোগ ব্যয় যদি বেশি হয় তাহলে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়; আর ভোগ বয়য় কম হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি হয়। সূতরাং বলা যায়, বয়য়য়োগ্য আয় থেকে মোট ভোগ বয়য় বাদ দিলে যা থাকে তাই সঞ্চয়। সঞ্চয়কে নিয়োক্তভাবে প্রকাশ করা যায়; S = Y - C যেখানে, S = সঞ্চয়; Y = বয়য়য়োগ্য আয়, C = ভোগ

অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে বোঝায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদনসামগ্রী যা আছে তার সাথে নতুন যন্ত্রপাতি ও নির্মাণক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয়, কাঁচামালের বাড়তি মজুদ ও অন্যান্য উৎপাদন প্রাসজিক জিনিসপত্র যোগ করা। বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

উদ্দীপকে মোশারেফ সাহেব ফার্ম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তথা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার সঞ্জিত অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। যার ফলে তার ফার্মের উৎপাদন আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ও তার মোট আয়ও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সবকিছুর মূলে থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে সঞ্জয়।

য আলোচ্য উদ্দীপকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের যে উপস্থিতি রয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ আয়ের উছ্ত অংশ যা বর্তমানে ভোগ করা হয় না, তাকে সঞ্চয় বলে। পক্ষান্তরে, অর্থনীতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভে যে পরিমাণ মূলধন দ্রব্য ও সরঞ্জাম হাতে থাকে, এর সাথে ঐ সময়ের ব্যবধানে যে পরিমাণ নতুন দ্রব্য যুক্ত হয়, তাই বিনিয়োগ। কোনো ব্যক্তির আয় হতে বয়য় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই সঞ্চয়। পক্ষান্তরে, নতুন উৎপাদন ও আয়বৃন্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, উৎপাদন সামগ্রী ও কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য যে বয়য় করা হয়, তাকে বিনিয়োগ বলে।

অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দুটি মৌলিক ধারণা। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও সুদের বেলায় তাদের মধ্যে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। তবে সার্বিকভাবে সঞ্চয় না হলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হবে না।

প্রস় >৩৬ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের ভোগব্যয় (C) আনুমানিক ৬০ হাজার ৫০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৪০ হাজার কোটি টাকা এভং ব্যয় (G) ২৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

|जान-जामिन धकारकमि स्कून थक करनज, ठाँमभूत । अश्र नर ১०/

ক. GDP কী?

খ. ভোগ কী আয়ের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপক হতে বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়্ম নির্ণয় কর।
 সরকারি বয়য় অতিরিক্ত ৫০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে
উদ্দীপকে ভারসায়য় অবস্থার উপর কী ধরনের পরিবর্তন সচিত

উদ্দীপকে ভারসাম্য অবস্থার উপর কী ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়? চিত্রের সাহায্যে ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকর্মের অর্থ মূল্যের সমষ্টিকে জিভিপি বলা হয়।

যা সাধারণত ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

ভোক্তার আয় বাড়লে তার ভোগ বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ কমে।
তবে কখনো কখনো অন্যান্য বিষয় যেমন— সম্পদ, সুদের হার, সঞ্চয়,
প্রদর্শন প্রভাব ইত্যাদি দ্বারা ভোগ প্রভাবিত হয়। সুতরাং বলা যায়,
অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে ভোগ স্বাস্তির আয়ের ওপর নির্ভর করে।

প একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি হলো সামগ্রিক ব্যয়। সামাজিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবার জন্য ব্যয়ই হলো সামগ্রিক ব্যয়।

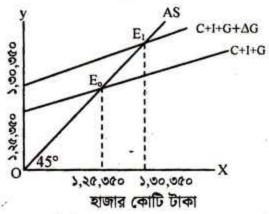
একটি তিনখাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের তিনটি পক্ষ থেকে, যথা— পরিবার, ফার্ম এবং সরকার। সে হিসেবে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I) এর সাথে সরকারি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G) যোগ করলে সামগ্রিক ব্যয় (AE) পাওয়া যায়।

∴ সামগ্রিক ব্যয়, (AE) = C + I + G

= (60,050 + 40,000 + 25300) কোটি টাকা = 1,25,350 কোটি টাকা

.: উদ্দীপকে বন্ধ অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যয় = 1,25,350 কোটি টাকা।

য় উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুসারে, ২০১৪ সালে বাংলাদেশের ভারসাম জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় ১,২৫,৩৫০ কোটি টাকা। যেখানে সামগ্রিক আয় ও ব্যয় সমান। এ অবস্থা অভিকত চিত্রে Eo বিন্দুতে দেখানো হয়েছে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে Eo বিন্দুতে সামগ্রিক ব্যয় রেখা C+I+G সামগ্রিক যোগান বা আয় রেখা AS কে Eo বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর ১,২৫,৩৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছে। এখন সরকারি ব্যয় ৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে নতুন সামগ্রিক ব্যয় রেখা $C+I+G+\Delta G$ । সামগ্রিক আয় রেখা AS কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য আয়স্তর ১,৩০,৩৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়।

সূতরাং বলা যায়, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করলে পূর্বের ভারসাম্য আয়স্তরের পরিবর্তন ঘটবে এবং নতুন ভারসাম্য আয়স্তর বৃদ্ধি পাবে। চিত্রে দেখা যায়, সরকারি ব্যয় অতিরিক্ত ৫০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য আয়স্তর ৫,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।



অধ্যায়-৯: সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

- ৩০৮. মুরাদ হোসেন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি মালয়েশিয়ায় একটি কোম্পানিতে কর্মরত। তার আয় হিসাব এদেশের কোন খাতে যোগ হবে? (প্রয়োগ)
 - ক ব্যক্তিগত আয়ে
 - জিডিপি
 - প্র এনএনআই
- জিএনআই
- ৩০৯. দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)
 - ভৌগোলিক সীমানা
 ভাতীয়তা
 - প্রাকৃতিক সম্পদ
 খিনজ সম্পদ
- ৩১০. কোনটি সামগ্রিক ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ? (জান)
 - ব্যক্তিগত আয়
- 🕲 সরকারি ব্যয়
- পামরিক ব্যয়
- পারিবারিক ব্যয়
- ৩১১. প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ কোনটির সাথে সম্পর্কিত? (জ্ঞান) (রাজবাড়ী সরকারি কলেজ)
- ৩১২. GDP এর পূর্ণরূপ কী? প্রিশ্ন নং ৬)
 - Gress Domestic Product
 - Gross Domestic Product
 - Gross Depreciation Product
 - Gross Dominative Product
- ৩১৩, জাতীয় আয় কী? (অনুধাবন)
 - এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সেবাকার্যের মূল্য
 - প্রব্য ও সেবাকার্যের বিক্রয়লম্ব অর্থ
 - দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক মূল্য
 - 📵 রপ্তানি দ্রব্যের দ্বারা অর্জিত অর্থ
- ৩১৪. বিদেশে অবস্থানরত দেশি নাগরিকদের আয় সামগ্রিক আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়? (অনুধাবন) [নিউ গড়, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
 - 📵 জি এন আই
- জিডিপি
- প্র এনএনিপ
- জিএনপি 0
- নাগরিক। ৩১৫. নাসরিন বাংলাদেশের আমেরিকা একটি কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। তার আয় বাংলাদেশে কোন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে? (প্রয়োগ) [সরকারি সৈয়দ হাতেম অ্লী কলেজ, বরিশাল
 - ব্যক্তিগত আয়
 - জিএনআই
 - ণ্য জিডিপি
 - থি এনএনআই
- ৩১৬. CCA বলতে নিচের কোনটিকে বুঝানো হয়?
 - (জ্ঞান) [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এড কলেজ, ঢাকা] মূলধন ব্যবহারজনিত মুনাফা
 - মূলধন ব্যবহারজনিত আয়
 - মৃলধন ব্যবহারজনিত অবচয় বয়য়
 - 🔞 মূলধন ব্যবহারজনিত উৎপাদন

- ৩১৭. GNI থেকে কী বাদ দিলৈ NNI পাওয়া যায়? (জান) [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 - অবচয় জনিত বয়য় ﴿ নিট উৎ।পাদন বয়য়
 - ব্যয়সায়ের ক্ষতিমধ্যবতী দ্রব্য
- ৩১৮. GDP এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান) [নিউ গভ, ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
 - Gress Domestic Product
 - Gross Depreciation Product
 - Gross Domestic Product
 - Gross Dominative Product
- ৩১৯. GDP=? (জ্ঞান) ডি. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকা
 - ⊕ C+I+G ⊕ C+I+Z ⊕ Y+C+I ⊕ I+Y+G ⊕
- ৩২০. NNP থেকে কী বাদ দিলে নিট জাতীয় আয় পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
 - 🚳 প্রত্যক্ষ কর
- 🕲 পরোক্ষ কর
- ব্যবসায়িক কর
- 📵 অবচয় ব্যয়
- ৩২১. CCA বলতে নিচের কোনটিকে বুঝানো হয়? (অনুধাবন)
 - মূলধন ব্যবহারজনিত মুনাফা
 - মূলধন ব্যবহারজনিত আয়
 - মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় বয়য়
 - মূলধন ব্যবহারজনিত উৎপাদন
- ৩২২. আয় পন্ধতিতে জাতীয় আয় কী?
 - খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা
 - খाजना + विनित्सां + भूनां + भून
 - বিনিয়োগ + মুনাফা + সুদ + ভোগ
 - 🕲 মুনাফা + সুদ + মজুরি + ভোগ
- ৩২৩. সামগ্রিক আয়ের সমীকরণ কোনটি? (জ্ঞান)

 - Y = C + I
- \P Y = C + NNI
- ৩২৪. একটি দেশের অর্থনীতি কয়টি খাতে বিভক্ত? (জ্ঞান)
 - পুই খাতে
- ৰ তিন খাতে
- প) চার খাতে
- পাঁচ খাতে
- ৩২৫. সম্বয় কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)
 - 🕸 ভোগ
- বিনিয়োগ
- গু আয়
- থ মূলধন
- ৩২৬. স্বয়ম্ভূত ভোগ বলতে কী বোঝায়? [শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী] (জ্ঞান)
 - আয় বৃদ্ধির চেয়ে ভোগ বেশি বৃদ্ধি
 - আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা ভোগ কম হারে বৃদ্ধি
 - আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য হবে
 - 🔞 আয় শূন্য হলেও কিছু পরিমাণ ভোগ থাকবে
- ৩২৭. কোন ভোগ ব্যয় আয় থেকে স্বাধীন? সামসূল হক খান স্কুল এভ কলেজ, ঢাকা] (অনুধাবন)
 - স্বয়য়ৄত ভোগ ব্য়য় ﴿ প্ররোচিত ভোগ বয়য়
 - ভাগ্য পণ্য আয়ের জন্য ব্যয়
 - সরকারি ভোগ ব্যয়

➂

৩২৮.	বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)	৩৩৮. C = a + by একটি ষম্পকালিন ভোগ অপেক্ষক
114	अ भग उप्पामनभूनाका नाज	[খ্রীমজাল সরকারি কলেজ] (অনুধাবন)
	 অধিক দামে বিক্রয় ছি পণ্য ও সেবা বন্টন 	i. a ≐ স্বল্পভোগ
500	'Investment Expenditure' বলতে কী	ii. $b = MPC$
٠٠.	বোঝায়? (অনুধাবন)	iii. y = ঘারা আনয় বুঝায়
	 স্বয়য়ৢত বিনিয়োগ ব্য়য় 	নিচের কোনটি সঠিক?
	বিনিয়োগ ব্য়য়	⊕ i
	গু প্ররোচিত বিনিয়োগ ব্যয়	® ñ ♥ i
	_	(9) i, ii (3) iii
	[10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10] - (10]	কানটিই নয়
600 .	সঞ্চয়ের ইচ্ছা দ্রাস পায় কেন? [আইডিয়াল স্কুল	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩৩৯ ও ৩৪০ং প্রশ্নের উন্তর
	এভ কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা (অনুধাবন)	দাও:
	 সুদের হার বাড়লে 	মি. জন একজন বিদেশি যুবক। সে বাংলাদেশে একটি
	সুদের হার কম থাকা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালায়। আবার বাংলাদেশি যুবক
•	ত্ত্ব করের হার কম থাকা	শাকিল সৌদি আরবে চাকরি করে দেশে প্রচুর অর্থ
	ত্ত্ব জীবনযাত্রার মান কম থাকা	পাঠায়।
oo3.	কোন মতবাদ অনুসারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৩৩৯. মি. জনের উপার্জিত অর্থ এদেশের কোন হিসাবের
	পরস্পর সমান? (জ্ঞান)	সাথে যুক্ত হবে? (প্রয়োগ)
	মার্কসীয়ক্ কেইনসীয়	মোট জাতীয় উৎপাদনে
	কিশারীয়বি এরিস্টটলীয়	 নিট জাতীয় উৎপাদনে
৩৩২.	বিনিয়োগ কাকে বলে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড	মোট দেশজ উৎপাদনে
	কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা] (অনুধাবন)	ন্টে লাতীয় উৎপাদনে 🚳
	 মৃলধন দ্রব্যের ভোগকে 	৩৪০, শাকিলের আয় যুক্ত হবে বাংলাদেশের— (উচ্চতর
	ৰ মূলধন দ্রব্যের হাসকে	मक्छा)
		i. মোট দেশজ উৎপাদনে
	ত্ব মূলধন দ্রব্যের হস্তান্তরকে	ii. মোট জাতীয় উৎপাদনে
999.	সকল ব্যক্তি বা পরিবারের চলতি আয়কে কি বলে?	iii. মোট জাতীয় আয়ে
1135	[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ] (জ্ঞান)	নিচের কোনটি সঠিক?
	® GNP ® PI ® PDI ® NNI ■	ii & i & ii &
998	বন্ধ অর্থনীতিতে কয়টি খাত থাকে? সিরকারি	ரு ii பேர் இர், ii பேர்
	সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল (জ্ঞান)	উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪১ ও ৩৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
	৩টি ৩ট ৩ ३ ७ ३ ७ ३ ७ ३ ७ ३ ७ ३ ७ ३ ७ ३ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ७ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४	কাশিমপুর গ্রামে মোট পনেরটি কারখানা চালু রয়েছে।
	প ৪টি প ৫টি ক	গত বছর সব কারখানার মোট সঞ্চয় বিশ কোটি টাকা।
990	আর বাড়লে সঞ্চয় কী হয়? (জ্ঞান)	এলাকার কারখানা মালিকরা মনে করেন এই সঞ্চয়
	ভারসাম্যথীনভারসাম্যথীন	উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে।
	গু বাড়ে জু স্থিতিশীল গ্র	৩৪১. কাশিমপুরের কারখানাগুলোর সঞ্চয়কে কোন
	আবন্ধ অর্থনীতির সূত্র কোনটি? (অনুধাবন)	ধরনের সঞ্চয় বলা হয়? (প্রয়োগ)
000.	(a) AB = C + I + G (b) Y = C + I + G	 ব্যক্তিগত
	 প AD = AS প AD = C + I + G সামগ্রক আয় পরিমাপের পন্ধতি হলো— 	 প সরকারি ত্বি আধাসরকারি
004.	(অনুধাবন) (সামসূল হক খান স্কুল এভ কলেজ,	৩৪২. কাশিমপুরের কারখানাগুলোর মালিকদের
2	णिका	সম্প্রয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে—
	i. আয় পদ্ধতি	(উচ্চতর দক্ষতা)
	ii. ব্যয় পদ্ধতি	i. সঞ্চয়ের ইচ্ছা
	iii. উৎপাদন পদ্ধতি	ii. সামাজিক নিরাপত্তা
	নিচের কোনটি সঠিক?	iii. बाग्र
	(a) i (a) ii (b) ii (b) ii (b) ii (c) iii (c)	নিচের কোনটি সঠিক?
		iii 8 i 6 ii 8 i 6
	n i giii n ii giii	ரு ii ଓ iii 📵 i, ii ଓ iii 🔞

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১০: মুদ্রা ও ব্যাংক

প্রর ▶১ 'X' নামক দেশটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রমের সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্যের ওপর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করে।

[ज. ता., मि. ता., मि. ता., य. ता. '३४ । अस नः ३०/

- ক. মুদ্রার চাহিদা কাকে বলে?
- খ. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের মূল্য দ্রাস পেলে দ্রব্যমূল্যের কীর্প পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ২
- X দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির পিছনে বাণিজ্যিক ব্যাংকই দায়ী"— ব্যাখ্যা করো।
- ঘ, উক্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত নীতি দুটি কীভাবে কার্যকরী হবে বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার চাহিদা বলে।

আ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের মূল্য দ্রাস পেলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণত, অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে অর্থের মূল্য প্রাস করা হলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, অর্থের মূল্য অর্ধেক করা হলে অর্থের যোগান দ্বিগুণ হবে। আর, অর্থের যোগান ও দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরও দ্বিগুণ হবে। কাজেই বলা যায়, অর্থের মূল্য ও দ্রব্যমূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই অর্থের মূল্য প্রাস পেলে দামস্তর বাড়বে।

'X' দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির পিছনে বাণিজ্যিক ব্যাংকই দায়ী'।
 এই বিষয়টি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

ফিশারের বিনিময় সমীকরণ হতে জানা যায়, অর্থের যোগানের সাথে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর সমমুখী সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়বে। যেখানে, অর্থের যোগান হলো প্রচলিত নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা যেমন— চেক, বিনিময় বিল, ঋণপত্র ইত্যাদির সমষ্টি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'X' দেশটিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। অর্থাৎ, দেশটিতে ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা তথা ব্যাংক ঋণ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলপ্রতিতে দেশটির মুদ্রার মোট যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। সূতরাং বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রমের ফলে 'X' দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটির মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করলে মুদ্রাস্ফীতি দ্রাস পাবে।

কোনো দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। তাই, মুদ্রাস্ফীতির মতো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ মুদ্রা যোগানের অন্যতম অংশ হওয়ায় ব্যাংক হার বাড়ানো হলে: 'X' দেশটিতে অর্থের যোগান হাস পাবে। ফলশ্রুতিতে দামন্তর হাস পাবে। আবার, খোলা বাজারে সরাসরি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ঋণপত্রের ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাদের বাণিজ্যিক

ব্যাংকগুলোর চেক কেটে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করে। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত থেকে আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানের ক্ষমতা প্রাস্থ পায়। তথা দেশটিতে অর্থের যোগান গ্রাসের মাধ্যমে দামস্তর প্রাস্থ পায়। কাজেই বলা যায় 'X' দেশটির মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার ও ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ►২ 'ক' দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 5000, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা (M') = 3000, উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলন গতি (V ও V') = 4, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ (T) = 4000। সময়ের পরিবর্তনে 'ক' দেশের বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার যোগান দ্বিগুণ হলো।

(তা. ৰো., দি. ৰো., সি. ৰো., য. ৰো. ১৮ । প্রশ্ন নং ১১/

- ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?
- খ. 'বাংলাদেশ ব্যাংক'কে কেন কেন্দ্ৰীয় ব্যাংক বলা হয়?
- গ. ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর (P) নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক আরভিং ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

কন্দ্রীয় ব্যাংকের যাবতীয় দায়িত্ব 'বাংলাদেশ ব্যাংক' পালন করায় একে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক, যেটি দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। 'বাংলাদেশ ব্যাংক' বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক এবং এই ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একক ক্ষমতার অধিকারী। তাই, 'বাংলাদেশ ব্যাংক'কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

া নিচে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর (P) নির্ণয় করা হলো। ফিশারের বিনিময় সমীকরণ হতে পাওয়া যায়,

এখানে,

M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

M' = ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা

V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি

V' = ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি

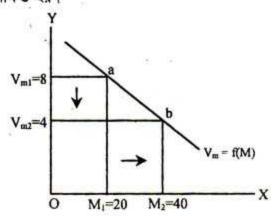
T = দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়ের
পরিমাণ

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, M = 5000, M' = 3000, V = 4, V' = 4 এবং T = 4000 হলে

দামস্তর (P) =
$$\frac{5000 \times 4 + 3000 \times 4}{4000}$$
$$= \frac{32000}{4000} = 8$$

অতএব ফিশারের বিনিময় সমীকরণের আলোকে উদ্দীপকের প্রদত্ত তত্ত্বের আলোকে, নির্ণেয় দামস্তর, P = 8 একক।

য অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, অর্থের যোগান বাড়ানো হলে অর্থের মূল্য ফ্রাস পায় এবং অর্থের যোগান কমানো হলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয়, অর্থের প্রচলন গতি ও দ্রব্যসামগ্রী লেনদেনের পরিমাণ স্থির থেকে অর্থের যোগান যে হারে ও যেদিকে পরিবর্তিত হয়, সাধারণ দামস্তরও সেই হারে ও সেই দিকে পরিবর্তিত হয়। তাই অর্থের মূল্যও একই হারে কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, অর্থের যোগানের সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র: অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের মধ্যকার বিপরীত সম্পর্ক উপর্যুক্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, অর্থের যোগান M_1 (20 একক) থেকে M_2 (40 একক) হলে অর্থের মূল্য V_{m1} (8 একক) থেকে কমে V_{m2} (4 একক) হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।

প্রম > ত মি. 'X' একজন অর্থনীতি বিষয়ের প্রভাষক। তিনি শ্রেণিকক্ষে
মুদ্রার মূল্য ও দামস্তরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন
বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এর বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যটি হলো, "মুদ্রার
ক্রয়ক্ষমতা ও দামস্তর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।" মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ
হলে দ্রব্যের দামস্তর দ্বিগুণ হয় কিন্তু মুদ্রার মূল্য অর্ধেক হয়।

[ता. ता., कृ. ता., ठ. ता., त. ता. 'sb I अम नः s)

ক. বিহিত মুদ্রা কী?

খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটির সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো।

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রার পরিমাপ চারগুণ হলে মুদ্রার মূল্য কত হবে? একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো। 8

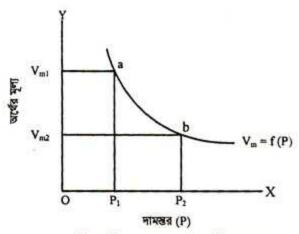
৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

য ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে মুদ্রার যোগান কমাতে চায় তখন ঋণের পরিমাণ কামোনার জন্য ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয় বলে তারা তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদহার বাড়ায়। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ নিলে অর্থের যোগান কমে যায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রা যোগান বাড়াতে চেয়ে ব্যাংক হার কমিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কম সুদের হারে অধিক ঋণ দিতে সাহায্য করে।

প্র উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটি অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত।



চিত্র: ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়' অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক হয় সমমুখী ও সমানুপাতিক এবং অর্থের মূল্যের সাথে সম্পর্ক হয় বিপরীতমুখী। সূতরাং তত্ত্বানুসারে বলা যায়, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট সময় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। এ অবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর হবে অর্ধেক এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। সুতরাং বলা যায়, ফিশারের তত্ত্বানুযায়ী, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে এমন সম্পর্কই প্রকাশ পায়। চিত্রে দেখা যায়, দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হলে অর্থের মূল্য V_{m2} থেকে বেড়ে V_{m1} হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বস্তব্যে ফিশারের বিনিময় তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

য উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রার পরিমাণ চারগুণ হলে মুদ্রার মূল্য এক-চতুর্থাংশ হবে। নিচে বিষয়টি একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বিনিময় সমীকরণ হলো MV=PT বা $V=\frac{PT}{M}$ এখানে, M= মুদ্রার পরিমাণ, V= মুদ্রার মূল্য বা প্রচলন গতি, P= দামস্তর এবং T= লেনদেনের পরিমাণ।

ধরি, M = 125, P = 40 এবং T = 25

তাহলে,
$$V = \frac{40 \times 25}{125} = 8$$

এখন, P ও T স্থির রেখে অর্থের পরিমাণ (M) কে 4 গুণ করা হলে অর্থের মূল্য,

$$V = \frac{40 \times 25}{4 \times 125} = 2$$
 হবে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য $\frac{1}{4}$ গুণ হবে।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিশারের অর্থের বিনিময় তত্ত্ব অনুসারে লেনদেন ও দামস্তর স্থির রেখে অর্থের পরিমাণ যত গুণ করা হলে অর্থের মূল্য এক-তর্তমাংশ হবে। অর্থাৎ মূদ্রার পরিমাণ 4 গুণ (চারগুণ) করা হলে মুদ্রার মূল্য 1/4 গুণ (এক-চতুর্থাংশ) হবে।

প্রন ► 8 মি. করিম একটি ব্যাংকে চাকরি করেন থাকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তার ভাই মি. সালাম অপর একটি ব্যাংকে চাকরি করেন থা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণদান করে।

ক. অর্থের মূল্য কী?

থ. মুদ্রা কি শুধু 'বিনিময়ের মাধ্যম' হিসেবেই কাজ করে?

গ. মি. করিম ও মি. সালাম কোন ধরনের ব্যাংকে কাজ করেন? ৩

ঘ় মি. করিমের ব্যাংকৈর চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আলোচনা করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়।

যু মুদ্রা হলো সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম।
তবে, বর্তমানে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও আরো অন্যান্য কাজ করে।
যেমন— মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন, স্থাণিত লেনদেনের মান,
ঝণের ভিত্তি ইত্যাদি। তাই বলা যায়, মুদ্রা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে
কাজ করে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. করিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এবং মি. সালাম বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এই ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো নোট প্রচলন করা এবং এর মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. করিম যে ব্যাংকে কর্মরত, সেটি মুদ্রা বাজারের অভিভাবক এবং নোট প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। তাই সংজ্ঞানুসারে বলা যায়, মি. করিম যে ব্যাংকে কাজ করেন, সেটি দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে, মি. সালাম যে ব্যাংকে চাকরি করেন, সেটি জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। তাই বলা যায়, মি. সালাম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন।

মি. করিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করেন। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করা হলো:

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করা। এ জন্য ব্যাংকটি প্রচলিত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা বাজারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ ব্যাংক দেশে মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিময় হার নির্ধারণ ও বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে।
- মূদ্রা সরবরাহের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক মূদ্রা বাজারের মূদ্রা সরবরাহ নিয়য়্রণ করে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঋণ নিয়য়ণ করা। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক হার নির্ধারণ, ঋণের বরাদ্দকরণ, নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদি পত্থতি অবলম্বন করে থাকে।

মি. করিমের ব্যাংকটি উপরিউক্ত কার্যাবলি পূরণ ছাড়াও জনকল্যাশে আর্ও অনেক কার্য সম্পাদন করে।

প্রাচ । 'ক' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাকে তার বাবা প্রতি
মাসে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতেন। একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে
'ক' এর জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংকের মাধ্যমে তার বাবা টাকা পাঠাতে
পারলেন না। অতঃপর তিনি পাশের দোকান থেকে ছেলেকে টাকা
পাঠালেন।
| ক্যা, বো. '১৭৪ কয় নং ১০|

ক. আমানত কাকে বলে?

- খ. দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে পাশের দোকানের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পৃষ্ধতির সুবিধাসমূহ লেখ। ৩
- সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতি ও দোকানের পদ্ধতির মধ্যে
 তুলনামূলক আলোচনা করো।
 ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্জয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে নগদ অর্থ গচ্ছিত রাখে তাকে আমানত বলে।

প্র দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কিন্তু বিপরীত।

অর্থের মূল্য পরিবর্তন বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তকে বোঝায়।
এক একক অর্থের পরিবর্তে যদি পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া
যায়, তবে বুঝতে হবে অর্থের মূল্য বৃন্ধি পেয়েছে। আবার এক একক
অর্থের পরিবর্তে যদি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে
বুঝতে হবে অর্থের মূল্য দ্রাস পেয়েছে। দ্রব্যের মূল্য দ্রাস পেলে এক
একক অর্থের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা বেশি এবং দ্রব্য মূল্য বৃন্ধি পেলে এক
একক অর্থের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়। সূতরাং
দ্রব্যমূল্য বৃন্ধি পেলে অর্থের মূল্য দ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য দ্রাস পেলে
অর্থের মূল্য বৃন্ধি পায়।

ক' এর বাবা পাশের দোকানের মাধ্যমে ছেলেকে যে পশ্বতিতে টাকা পাঠালেন তা মোবাইল ব্যাংকিং বলে পরিচিত। টাকা পাঠানোর এ পশ্বতি তথা মোবাইল ব্যাংকিং এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে; সেগুলো নিম্নরূপ:

মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে দূত অর্থ প্রেরণ, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে করা সম্ভব। এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়ার কোনো দরকার নেই; বাড়ি, অফিস কিংবা যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসের টিকিট কাটা ইত্যাদি দুততার সাথে করা হয় বলে কোনো হয়রানি বা বাড়তি খরচ ছাড়াই কাজ্জিত কাজটি যথাসময় করা সম্ভব। তাছাড়া এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ পাঠানো যায়। এছাড়াও এ ব্যাংকিং সুবিধার একটি বড় দিক হচ্ছে আর্থিক লেনদেনে বাহ্যিক নিরাপত্তা বিধান। আজকাল ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন এবং দূরে বা কাছ কোথাও বহন করা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। এ ব্যাংকিং সুবিধার সাহায্যে অর্থ পাঠানো এবং গ্রহণ উভয়ই নিরাপদ। সূতরাং বলা যায়, মোবাইল ব্যাংকিং পন্ধতির যথেক্ট সুবিধা রয়েছে।

যা সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতি তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত দোকানের পদ্ধতি তথা মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি দুটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যাংকিং পদ্ধতি। নিচে এ দুটি ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পশ্ধতি হলো একটি চিরাচরিত ও অতি-পরিচিত ব্যাংকিং পশ্ধতি, যেখানে মোবাইল ব্যাংকিং পশ্ধতি হলো একটি আধুনিক ব্যাংকিং পশ্ধতি। সাধারণ ব্যাংকিং পশ্ধতিতে একজন গ্রাহককে ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেন করতে হলে বিভিন্ন নিয়ম মেনে ব্যাংকে একটি এ্যাকাউন্ট খুলে ব্যাংকের গ্রাহক হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং পশ্ধতিতে এরূপ কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। এ পশ্ধতিতে গ্রাহক তার মোবাইল ফোনের নম্বরটিকে একাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাংকের সার্ভারের সহায়তায় টাকা-পয়সা লেনদেন করতে পারে। তাছাড়া সাধারণ ব্যাংকিং পশ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেন করার জন্য স-শরীরে ব্যাংকের কোনো একটি শাখায় উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েও মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে।

সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে দূরে কাউকে টাকা পয়সা পাঠাতে সময় লাগে; কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দুত ও কম ব্যয়ে টাকা পাঠানো যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' এর বাবা জরুরি প্রয়োজনে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ছেলেকে দ্রুত টাকা পাঠাতে পারলেন। আবার সাধারণ ব্যাংকিং পন্ধতিতে ব্যাংকের একজন গ্রাহককে তার এ্যাকাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি, ঋণ চাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংকে হাজির হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং পন্ধতিতে তাকে এ হয়রানির শিকার হতে হয় না। ঘরে বসেই তিনি তার এ্যাকাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি জানতে ও ঋণ পেতে পারেন।

তুলনামূলক বিচারে তাই বলা যায়, 'ক' এর বাবার অনুসৃত ব্যাংকিং পশ্ধতি প্রচলিত সাধারণ ব্যাংকিং পশ্ধতি থেকে উন্নত, সুবিধাজনক ও নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶৬ অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে
M = 100, V = 5 এবং T = 10

এখানে M = বিহিত মুদ্রা, T = লেনদেনের পরিমাণ;

P = দামস্তর ও V = প্রচলন গতি। /দি. বো. '১৭ বিশ্ল নং ৯/ ক. অর্থ কী?

- খ. জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা ছাস পায়— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে M এর মান 200 হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো।

বা বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলা হয়।

অর্থের চাহিদা ও আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, তাকে অর্থের চাহিদা বলে। এখন জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ, লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। আবার মানুষ ভবিষয়ৎ অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার জন্যও অর্থ জমা রাখে। তাই আয় বেশি হলে সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাও বাড়ে। কাজেই বলা যায়, জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা শ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

ত্র অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার তার অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব প্রকাশের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যে সমীকরণের সাহায্য নেন তা বিনিময় সমীকরণ নামে পরিচিত। সমীকরণটি নিম্নরূপ:

MV = PT

বা,
$$P = \frac{MV}{T}$$

এখানে, M = বিহিত মুদ্রা, T = লেনদেনের পরিমাণ,

P = দামস্তর ও V = মুদ্রার প্রচলন গতি

এ সমীকরণে দেখা যায়, M, V ও T এর মান জানা থাকলে P এর মান সহজেই নির্ণয় করা যায়। এ হিসেবে উদ্দীপকে M, V ও T এর যে মানগুলো দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে P এর মান নিম্নরুপভাবে নির্ণয় করা হলো:

$$P = \frac{MV}{T} = \frac{100 \times 5}{10}$$
 [সমীকরণে মান বসিয়ে]
= $\frac{500}{10} = 50$

∴ দামস্তর, (P) = 50

অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি (V) ও বাণিজ্যিক লেনদেন (T) এর পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণ (MV) এর সাথে দামস্তর (P) এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক। তখন দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য (Vm) এর সম্পর্ক হয় বিপরীত। এ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হয়। এখন উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্যের প্রেক্ষিতে অর্থের পরিমাণ 100 থেকে 200 অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর তার প্রভাব নিচের ছকে দেখানো হলো:

М	v	Т	$P = \frac{MV}{T}$	$Vm = \frac{1}{P}$
100	5	10	$P = \frac{100 \times 5}{10} = 50$	$Vm = \frac{1}{50} = 0.02$
200	5	10	$P = \frac{200 \times 5}{10} = 100$	$Vm = \frac{1}{100} = 0.01$

উপরের টেবিলে দেখা যায়, V ও T স্থির অবস্থায় M বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। তখন অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়।

সুতরাং, বলা যায়, উদ্দীপকে M এর মান 200 অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হবে।

প্রশ্ন > 9 'B' দেশের একটি ব্যাংক সে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান। এটি নোট প্রচলন করে। অনেক সময় অর্থের পরিমাণ কাজ্জিত স্তরে না থাকলে বিভিন্ন পম্পতি প্রয়োগ করে ব্যাংকটি অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

[দি. বো. ১৭ বি প্রশ্ন নং ১০]

ক. অর্থের মূল্য কী?

হাইদা আমানত হচ্ছে ব্যাংক মুদ্রা— ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' দেশের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির ঋণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সফল হাতিয়ার কোনটি? বিশ্লেষণ করো। ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলে।

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট আমানত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চেক, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। একে ব্যাংক মুদ্রা বলে। আর চাহিদা আমানত হলো এমন আমানত যার অর্থ চাহিবা মাত্র উত্তোলন করা যায়। এই আমানত ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। তাই চাহিদা আমানতকে ব্যাংক মুদ্রা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, চাহিদা আমানত হচ্ছে ব্যাংক মুদ্রা।

া উদ্দীপকে উন্নিখিত 'B' দেশের ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিচে ব্যাংকটির ধরন ব্যাখ্যা করা হলো।

ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, বরং জনস্বার্থে ও দেশের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে নজর রেখে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। এ ব্যাংক অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এ ব্যাংক দেশে একটি উন্নত ও স্থিতিশীল মুদ্রা বাজার গড়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি তদারকি করে ও তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ অর্থের যোগানের অন্যতম উপাদান হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান নিয়ন্তরণের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের আন্ত:দেনাপাওনার দুত নিষ্পত্তির জন্য নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এ ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর আর্থিক সংকটকালে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

সূতরাং বলা যায়, B দেশের ব্যাংকটি এমন একটি ব্যাংক যা উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালির দিক থেকে অন্য সর্ব ব্যাংক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত B দেশের ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সফল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাংক হার নীতি।

ব্যাংক হার বলতে এমন একটি হারকে বোঝায়, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পুনঃবাট্টা করে। এই ব্যাংক হার হ্রাস বা বৃদ্ধির ফলে বাজারে ঋণের পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে তথা ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বা হুন্ডি বাট্টা করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি সুদ দিতে হয়। এর ফলে সুদের হার বেশি হওয়ায় ঋণগ্রহীতারা কম ঋণ গ্রহণ করে। ফলে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার কমিয়ে দেয়। কারণ ব্যাংক হার কম হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলপ্রতিতে দেশে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে খোলা বাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা ইত্যাদি। তবে এই হাতিয়ারগুলো আংশিকভাবে কার্যকর। তাছাড়া এই হাতিয়ারগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণে ধীর গতিতে কার্যকর হয়। সুতরাং সকল হাতিয়ারগুলোর ব্যবহারিক তাৎপর্যে অন্যান্য হাতিয়ারের তুলনায় ব্যাংক হার বেশি কার্যকর।

প্রা >৮ মতি ও তুহিন দুটি আলাদা ব্যাংকের কর্মকর্তা। তাদের ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর তারা কথা বলছিল। মতি বর্লল, প্রতি বছর ঈদের আগে আমাদের ব্যাংক পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন নোট বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে বাজারে ছাড়ে। গত বছর মুদ্রাস্ফীতির সময় খোলাবাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তুহিন বলল, আমাদের ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষক, ব্যবসায়ি, শিল্পতি স্বার কাছে ঋণ বিতরণ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও আমাদের ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

/কু. বো. ১৭ বি প্রা বং১১/

- ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে?
- খ. অর্থের পরিমাণের ওপর অর্থের মূল্য নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মতির ব্যাংকের তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করো।
- ঘ. দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে মতি ও তুহিনের ব্যাংকের মধ্যে
 কোনটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
 ৪

ক দৈনন্দিন লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

আ অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে, অর্থের পরিমাণ বা যোগানের ওপরই অর্থের মূল্য নির্ভর করে এবং অর্থের যোগানের পরিবর্তন হলে অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের পরিমাপের সাথে অর্থের মূল্য সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে কমে। আর অর্থের যোগান যে হারে কমে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হলে এর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

া উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মতি যে ব্যাংকে কার্যরত ঐ ব্যাংকটি হলো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিচে উদ্দীপকের আলোকে মতির ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করা হলো:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের মুদ্রাব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট প্রচলন করা। এটি তার একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলনকৃত্বত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য বাত্বিদেশিক মূদ্রা রিজার্ভে রাখে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসৃষ্ট ঋণ মুদ্রার যোগানের অন্যতম উপাদান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। দেশে মুদ্রার বিপুল যোগানের কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক এগুলো ক্রয় করলে তাদের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে গেলে ঋণদানের ক্ষমতাও কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক দেশেরই ব্যাংকিং নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত মতির ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তুহিনের ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে তুহিনের ব্যাংক তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে মতির ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

কোনো দেশে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মুদ্রার যোগান কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণ মুদ্রার যোগানের অন্যতম অংশ হওয়ায় তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উপায়ে তার এ দায়িত্ব পালন করে মুদ্রা বাজারকে স্থিতিশীল ও মুদ্রাস্থীতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলাকে নগদ তহবিল সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে।

মিশ্র অর্থনীতির দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের মূলধনের চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত জরুরি; কারণ এখানে বেশির ভাগ উন্নয়ন কর্মকান্ড বেসরকারি খাতেই পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে দেশের শেয়ার বাজারকে তার নেতৃত্বে গতিশীল রাখে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের স্বার্থে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

সূতরাং বলা যায়, দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে মতি ও তুহিনের ব্যাংকের মধ্যে মতির ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। क. भूषात भूना की?

খ. নগদ জমার অনুপাত কীভাবে মুদ্রার সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে ব্যাংক থেকে মামুন সাহেব ঋণ নিয়েছেন সেই ব্যাংকের প্রধান তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মামুন সাহেব ও ফয়সাল সাহেব যে দু'টো
ব্যাংকের সাথে সম্পৃত্ত সেই দুটো ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য
আছে কি? মূল্যায়ন করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাই হলো মুদ্রার মূল্য।

বিক্রেন্সিয় ব্যাংক নগদ জমার হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ সংকোচন বা সম্প্রসারণ করে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তখন ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ কমে গেলে তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমে; এ অবস্থায় বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে গেলে মুদ্রার যোগান কমে। আবার নগদ জমার অনুপাত কমানো হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কম পরিমাণ নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় বলে তাদের ঋণদানের ক্ষমতা বাড়ে; তখন ঋণের পরিমাণ তথা মুদ্রার সরবরাহ বাড়ে। নগদ জমার অনুপাত এভাবে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্র উদ্দীপকে উল্লিখিত যে ব্যাংক খেকে মামুন সাহেব ঋণ নিয়েছেন তা হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রধান তিনটি কার্যাবলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় বা উদ্ধৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। আমানত তিন রকম যথা: চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত। ব্যাংক, চলতি আমানতের অর্থ চাওয়ামাত্র আমানতকারীকে ফেরত দেয়। এ জন্য এক্ষেত্রে কোনো সুদ দেওয়া হয় না। সঞ্চয় আমানত থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থ উঠানো যায়, যখন স্থায়ী আমানত থেকে কেবল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই অর্থ উঠানো যায়। ব্যাংক, সঞ্চয়ী আমানতের জন্য অল্প হারে এবং স্থায়ী আমানতের জন্য অল্প হারে এবং

বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঋণ প্রদান করা। এ ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজ এমনকি ভোগের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত জামানতের বিপরীতে সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো নোট প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও তার প্রদত্ত চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এ ব্যাংক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র, হুভি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

য উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মামুন সাহেব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার বন্ধু ফয়সাল সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। এ দুটি ব্যাংকের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে; কিন্তু কোনো দেশে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকতে পারে। কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে, যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এর্প কোনো ক্ষমতা নেই, তবে তারা যে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে তা সীমিত পর্যায়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন, মুনাফা অর্জন নয়। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের নিকট হতে কখনো অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে না এবং জনসাধারণকে ঋণও প্রদান করে না। কিন্তু বাণিজ্যিক বাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কারবার করে না; কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বা প্রধান। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর অধীন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করে।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মামুন সাহেব ও ফয়সাল সাহেব যে দুটো ব্যাংকের সাথে সম্পৃত্ত সে দুটো ব্যাংকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রর ►১০ অর্থের যোগান ও দামস্তর সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের ছকে দেয়া হলো:-

অর্থের যোগান (M) (কোটি টাকা)	দামস্তর (P) (টাকা)
200	· ·
200	30
900	26

19. CAT. 391 CH 7: 35/

- ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?
- খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
- উদ্দীপকের আলোকে দামন্তর ও অর্থের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. অর্থের যোগান ১০০ কোটি টাকা হতে ২০০ কোটি টাকায় বৃশ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রয়ের উত্তর

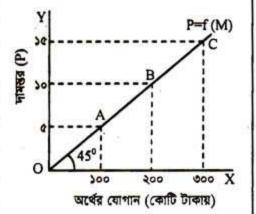
কু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

আ অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেয়।

দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণদানে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ প্রদান করে অথবা বন্ড ও সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দুর্দিনে তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে। এরূপ ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

ত্রী উদ্দীপকের দামস্তর (P) ও অর্থের যোগান (M)-এর মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে P = f(M) রেখা তথা দামস্তর রেখা অঙ্কন করা

হয়েছে। রেখাটির বিভিন্ন বিন্দুতে আনুভূমিক ও লছ দূরত্ব সমান হওয়ায় তা 45° রেখায় পরিণত হয়েছে। ফলে রেখাটি অর্থের যোগান ও দামস্তরের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক ভূলে ধরে। চিত্রে দেখা যায়, যখন অর্থের যোগান ১০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০ কোটি এবং ২০০

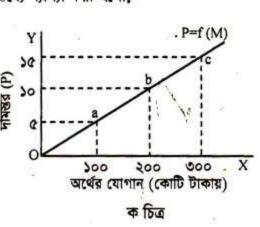


কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০০ কোটি টাকা হয় তখন দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে বেড়ে যথাক্রমে ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা এবং ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা হয়।

সুতরাং বলা যায়, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে বাড়ে এবং অর্থের যোগান কমলে দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে কমে।

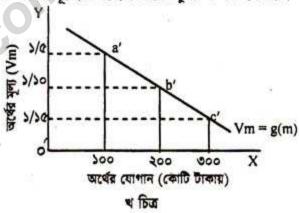
আ অর্থের যোগান ১০০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। নিচে তা উদ্দীপকের আলোকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রদত্ত 'ক' ও 'খ' উভয় চিত্রেই ভূমি অক্ষে অর্থের যোগান 'ক' চিত্ৰে লঘ (M), (P) অক্ষে দামস্তর এবং 'খ' চিত্রে অক্ষে মুদ্রার মূল্য পরিমাপ কবা 'ক' रस्राइ চিত্ৰে f(M)তথা দামস্তর রেখা 45⁰ ও উধ্বমুখী হওয়ায় তা



অর্থের যোগান ও দামস্তরের মধ্যে সরাসরি ও সমানুপাতিক সম্পর্ক দেখায়। 'খ' চিত্রে Vm=g (M) তথা অর্থের মূল্যরেখা নিম্নমুখী হওয়ায় তা অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখায়। 'ক' চিত্রে দেখা

याग्र, অর্থের বৃদ্ধি যোগান পেয়ে 200 কোটি টাকা থেকে 200 কোটি টাকা ও কোটি 900 টাকা হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫ টাকা থেকে



১০ টাকা ও ১৫ টাকা হয়; কিন্তু এ অবস্থায় 'খ' চিত্রে অর্থের মূল্য যথাক্রমে ১/৫ থেকে কমে ১/১০ ও ১/১৫ হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু অর্থের মূল্য প্রাস পায়। সূতরাং উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থের যোগান ১০০ কোটি থেকে হতে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে যাবে।

প্র: ►১১ একটি দেশের মুদ্রা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ। মোট বিছিত অর্থের পরিমাণ = ৩০০ কোটি, অর্থের প্রচলন গতি = ২০, ব্যাংক অর্থের পরিমাণ = ১০০ কোটি এবং ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি = ৫, মোট বাণিজ্যের পরিমাণ = ১৩০ একক। । । । । । বাং নং ১০।

- ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী?
- খ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো।
- বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি যথাক্রমে ৫ ও
 ১০ বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রা ও মুদ্রার মূল্য নির্পণযোগ্য
পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

প্রত্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্বক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমতে থাকে।

যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বাড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করা হলো—
 আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি হলো:

$$MV + M'V' = PT$$
 বা $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

যেখানে M = xনাট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V = xতের প্রচলন গতি, M' = xতিক অর্থের পরিমাণ, V' = xতিক অর্থের প্রচলন গতি, Y = xতিনের পরিমাণ এবং Y = xতিন সমান্তর।

এখন, ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} = \frac{200 \times 20 + 200 \times 0}{200}$$
 [সমীকরণে মান বসিয়ে]
$$= \frac{8000 + 000}{200} = 00$$

উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) = ৫০

বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি যথাক্রমে ৫ ও ১০ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে, দামস্তর বৃদ্ধি পেলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবে বা অর্থের মূল্য কমে যাবে।

পূর্বে বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) এর পরিমাণ ২০ এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') এর পরিমাণ ৫ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) এর পরিমাণ ৫ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') এর পরিমাণ ১০ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হওয়ায় P এর নিয়োক্ত মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{900 \times 2\ell + 300 \times 3\ell}{390}$$
 [সমীকরণে মান বসিয়ে]
$$= \frac{9\ell00 + 3\ell00}{390} = 95.29$$

দামস্তর পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে। মূল্যস্ফীতির প্রভাবে নিম্নাক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হবে:

মুদ্রাস্ফীতি হলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ লাভবান হয়। কারণ, দামস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় না, ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ক্রেতা ও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা পূর্বের তুলনায় সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এছাড়াও দামস্তর বৃদ্ধির ফলে রপ্তানির পরিমাণ কমে যায় এবং আমদানির পরিমাণ বেড়ে যায়। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে। সূতরাং, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়।

ভাষা > 75

PT = MV + M' V' যখন, P = দামস্তর

T = ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি

M' = ব্যাংক সৃষ্ট ঋণপত্রের পরিমাণ

V' = ব্যাংক সৃষ্ট ঋণপত্রের প্রচলন গতি

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক. অর্থের যোগান কাকে বলে?

খ. অর্থের চাহিদাকে কেন অপরিবর্তিত ধরা হয়?

গ. M ও M' এর সাথে P ও অর্থের মূল্যের (V_m) সম্পর্ক নির্পণ করো।

ঘ় উদ্দীপকে বর্ণিত সমীকরণটি ব্যাখ্যা করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে।

ব্য অর্থের চাহিদা বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় তাকে বোঝায়।

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা মূলত ক্রয়-বিক্রয় এর পরিমাণ (T) ও তার দামস্তর (P) এর ওপর নির্ভর করে। তাই P কে T দিয়ে গুণ করলে একটি দেশের মোট অর্থের চাহিদা পাওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য অর্থের চাহিদাকে অপরিবর্তিত ধরা হয়।

আর্থনীতিবিদ ফিশার তার অর্থের বিনিময় সমীকরণে অর্থের যোগান (MV + M'V') ও অর্থের চাহিদা (PT') সমান ধরে বলেন যে, স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T), বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) ও ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') এবং বিহিত মুদ্রা (M)-এর সাথে ব্যাংকসৃষ্ট ঋণপত্র (M') এর অনুপাত স্থির থাকে। সে ক্ষেত্রে M ও M'-এর পরিবর্তনের সাথে দামস্তর (P) ও একই দিকে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে M ও M' এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে Pও দ্বিগুণ হবে এবং মুদ্রার মূল্য (V_m) হবে অর্ধেক। পক্ষান্তরে M ও M' এর পরিমাণ অর্ধেক হলে P অর্ধেক এবং V_m দ্বিগুণ হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক M = 25, V = 4, M' = 25, V' = 4 ও T = 10

তাহলে
$$P = \frac{(25 \times 4) + (25 \times 4)}{10} = 20$$
 এবং $V_m = \frac{1}{20} = 0.05$ হয় ।

এখন যদি M ও M' বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয় তাহলে

$$P = \frac{(50\times4) + (50\times4)}{10} = \frac{400}{10} = 40 \text{ এবং } V_m = \frac{1}{40} = 0.025 \text{ হয় } 1$$

য় উদ্দীপকে বর্ণিত সমীকর্রণটি হলো অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের বিখ্যাত বিনিময় সমীকরণ। এ সমীকরণের মাধ্যমে ফিশার তার বিখ্যাত অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যক্ত করেন। তত্ত্বটি হলো—

অর্থের পরিমাণ তথা তার যোগানের পরিবর্তনের জন্যই দামস্তর ও অর্থের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বৃদ্ধি বা দ্রাস পায়, দামস্তরও সে অনুপাতে বৃদ্ধি বা দ্রাস পায় এবং অর্থের মূল্য সে অনুপাতে দ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। সূতরাং দামস্তর ও অর্থের মূল্য প্রচলিত অর্থের যোগানের ওপর নির্ভর করে। এসব কারণে ফিশার তার সমীকরণের অর্থের যোগান (MV + M'V') ও অর্থের চাহিদা (PT) সমান ধরে বলেন যে, স্বল্পললে T, V ও V' এবং M-এর সাথে M'-এর অনুপাত স্থির থাকে; সেক্ষেত্রে M ও M'-এর পরিবর্তনের সাথে Pও একই দিকে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

সূতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে M ও M'-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে Pও
দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। পক্ষান্তরে M ও M'-এর
পরিমাণ অর্ধেক হলে P অর্ধেক ও মূদ্রার মূল্য দ্বিগুণ হবে।

গাণিতিক উদাহরণ, ধরা যাক—

M	V	M'	V	T	$P = \frac{MV + M'V'}{T}$	$V_m = \frac{1}{P}$
50	10	50	10	20	$P = \frac{500 + 500}{20} = 50$	$V_m = \frac{1}{50} = 0.02$
100	10	100	10	20	$P = \frac{1000 + 1000}{20} =$	$V_{\rm m} = \frac{1}{100} = 0.01$
25	10	25	10	20	$P = \frac{250 + 250}{20} = 25$	$V_m = \frac{1}{25} = 0.04$

প্রদত্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, V, V' ও T স্থির অবস্থায় M ও M'
 বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়, তখন অর্থের
 মূল্য অর্থেক হয়। আবার, M ও M' হ্রাস পেয়ে অর্থেক হলে দামস্তরও
 ত্রাস পেয়ে অর্থেক হয় তখন অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। সুতরাং
 এ উদাহরণ ফিশারের সমীকরণের যথার্থতা প্রমাণ করে।

/त. त्वा. '391 श्रम नः 33/

প্রনা ১৩ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা এবং প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ ১০%। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি রিজার্ভের হার বৃদ্ধি করে ২০% করেছে। /ঢা. বো. '১৬। প্রানং ১/

ক. অনলাইন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়?

- খ. মুদ্রার যোগান বলতে কী শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো।
- ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রিজার্ভের হার বৃন্ধির ফলে ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে করো। 8

১৩ নং প্রস্নের উত্তর

ক অনলাইন ব্যাংকিং হলো কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারনেট সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাংকিং, যেখানে একজন গ্রাহক তার কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত ওয়েবসাইট এর দ্বারা তার ব্যাংক এ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে।

মুদ্রার যোগান বলতে শুধু চাহিদা আমানতকেই নির্দেশ করে না।
মুদ্রার যোগান ধারণাটি যখন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা একটি
দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং
ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়। আর বৃহত্তর অর্থে
মুদ্রার যোগান হলো একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত কারেঙ্গি
ও ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টি।
সুতরাং, মুদ্রার যোগান বলতে কেবল চাহিদা আমানতকে নির্দেশ করে
না। চাহিদা আমানত মুদ্রার যোগানের একটি উপাদান মাত্র।

প কোনো দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মিলে প্রাথমিক আমানতের বহুগুণ আমানত তথা ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সহযোগে তার ২০,০০০ টাকার প্রাথমিক আমানতের ওপর ভিত্তি করে বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। নিচের সূচিতে ঋণ সৃষ্টির এ হিসাব দেখানো হলো:

সূচি: n সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি (টাকায়)

বাণিজ্যিক ব্যাংক	প্রাথমিক চাহিদা আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	সৃষ্ট আমানত	
Α	20,000	2,000	36,000	
В	35,000	3,500	36,200	
С	<i>১৬,</i> २००	১,৬২০	28,000	
:]			:	
n	000	000	000	
মোট ২,০০,০০০		20,000	3,50,000	

উপরিউত্ত সূচি অনুযায়ী, প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বৈধ রিজার্ভ ১০% ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত জ্যামিতিক সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়:

$$= 20,000 + 20,000 \left(\frac{20}{30}\right) + 20,000 \left(\frac{20}{30}\right)^2 + \dots + \frac{2000}{300}$$

$$= 50,000 \left\{ 7 + \left(\frac{70}{9}\right) + \left(\frac{70}{9}\right)_{5} + \dots + \left(\frac{70}{9}\right)_{N-7} \right\}$$

$$50,000 \left(\frac{70}{9}\right)_{N-7}$$

$$= 20,000 \left[\frac{3}{3 - \frac{1}{30}} \right] = 20,000 \left[\frac{3}{\frac{1}{30}} \right] = 20,000 \times 30$$

= ३ ०० ००० विका

অতএব, সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ হলো: ২,০০,০০০ টাকা; যার মধ্যে ঋণ ৯০% তথা ১,৮০,০০০ টাকা। ত্র কোনো দেশের বাণিজ্যিক ঝাংকগুলো মিলে প্রাথমিক আমানতের বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িছে দিলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। তখন দেশে অর্থের যোগান কমে গেলে তা মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবন্ধ রিজার্ভ ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০% করলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা প্রভাব ফেলবে। উদ্দীপক অনুযায়ী. প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বিধিবন্ধ রিজার্ভ ২০% ধরে ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির একটি হিসাব নিচের সূচিতে দেখানো হলো:

সৃচি: n সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সৃষ্টি (টাকায়)

বাণিজ্যিক ব্যাংক	প্রাথমিক চাহিদা আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	্সৃষ্ট আমানত	
Α	20,000	8,000	36,000	
В	36,000	0,200	25,400	
С	32,800	2,000	٥٥,২80	
n 000		000	000	
মোট ১,০০,০০০		20,000	50,000	

উপরিউক্ত সূচি অনুযায়ী, প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বৈধ রিজার্ভ ২০% ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত জ্যামিতিক সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়:

$$= 20,000 + 20,000 \left(\frac{8}{a}\right) + 20,000 \left(\frac{8}{a}\right)^2 + \dots +$$

$$40,000\left(\frac{a}{6}\right)_{n-1}$$

$$= 20,000 \left\{ 2 + \frac{8}{\alpha} + \left(\frac{8}{\alpha} \right)^2 + \dots + \left(\frac{8}{\alpha} \right)^{n-2} \right\}$$

$$= 20,000 \left[\frac{3}{3 - \frac{8}{6}} \right] = 20,000 \left[\frac{3}{\frac{3}{6}} \right] = 20,000 \times 6$$

= ১,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং বলা যায়, বিধিবন্ধ রিজার্ভের হার ১০% থেকে ২০% করায় দেশে মোট ঋণের পরিমাণ কমবে এবং তা মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন > ১৪ ২০০৫ সালে বাংলাদেশে ১ কেজি আলুর দাম ছিল ১০ টাকা। বর্তমানে ১ কেজি আলুর মূল্য ২৫ টাকা। এর্প সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি এবং নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া ঋণের রেশনিং ও বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন করে। একইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ পরিস্থিতিতে আমানতের ওপর বৈধ রিজার্ভ অনুপাত ১৮% হতে ২০% এ উরীত করে।

- খ. লেনদেনজনিত চাহিদা মুদ্রার চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? বুঝিয়ে লেখ।
- গ. উদ্দীপক হতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো চিহ্নিত করো। ৩
- উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়াবলি অর্থের মূল্যের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করো।
 ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ব্যবসায়িক লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন কেনাকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাই হলো মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা। জনসংখ্যা বাড়লে অধিক দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য অধিক নগদ মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। আবার দেশের ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে লেনদেনের জন্য নগদ মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। তাছাড়া মানুষের জীবনযাত্রার মানোল্লয়ন, সৌখিন দ্রব্য ও সেবাদির চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও নগদ মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। সুতরাং বলা যায়, লেনদেনজনিত চাহিদা মুদ্রার চাহিদাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকটি পাঠ করে জানা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ কোনো দেশের অর্থের যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অর্থের যোগানের এ উপাদানটি বেশি হয়ে পড়লে তা মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ায়। তাই মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা হ্রাসের উদ্দেশ্যে অর্থের যোগান কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

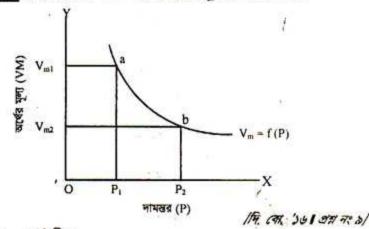
বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে তার মধ্যে রয়েছে— ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় এবং নগদ জমার হার পরিবর্তন। হাতিয়ারগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঐগুলো একযোগে ব্যবহার করে। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হলে অর্থের যোগানও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করে তার মধ্যে রয়েছে ঋণের রেশনিং ও বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এসব হাতিয়ার ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করলেও এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকপুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে সহযোগিতা করার জন্য তাদের আমানতের বৈধ রিজার্ভের অনুপাত অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন সাধন করে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়াবলি অর্থের মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। এজন্য ব্যাংকগুলোকে তাদের মক্কেলদেরকে প্রদেয় ঋণের ওপর সুদের হার বাড়াতে হয়। সুদের হার বাড়ায় ঋণগ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। ফলে অর্থের যোগান কমে বলে দামন্তর কমে; এ অবস্থায় অর্থের মূল্য বাড়ে। তখন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে। আবার, বাংলাদেশ ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ঋণপত্রের ক্রেতারা তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক কেটে বাংলাদেশ ব্যাংককে ঝণপত্রের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ চেকের অর্থ তার কাছে গচ্ছিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত থেকে আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তারা কম পরিমাণ ঋণ দেয়ার ফলে অর্থের যোগান কমে। তখন দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ জমার হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তখন ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ এবং ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অর্থের যোগান কমে; তখন দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঋণের রেশনিং করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক, ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত খাতের সংখ্যা বাড়ায়। ঋণগ্রহীতাদেরকে শ্রেণিভেদে ঋণের পরিমাণ কমায় এবং বিভিন্ন ধরনের লগ্নিপত্রের জামিনে ঋণদানের সর্বোচ্চ সীমা দ্রাস করে। আবার, ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বন্ধকী ঋণের নগদাংশ বাড়িয়ে দেশে ঋণের প্রসার কমায়।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়াবলি দেশে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে অর্থের যোগান হ্রাস করে। অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাসের কারণে অর্থের মূল্য বাড়ে। প্রস ▶১৫ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক, অৰ্থ কী?

- খ. 'সুদের হার হ্রাস পেলে অর্থের ফকটা চাহিদা বৃদ্ধি পায়'— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. অর্থের মূল্য Vm, থেকে Vm হলে বাজার ব্যবস্থায় কোনোরূপ প্রভাব পড়বে কি না, তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

যা কিছু বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপ ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলা হয়।

সুদের হার কম হলে অর্থের ফটকা চাহিদা বেশি হয়, কারণ তখন নগদ অর্থ ধার দিয়ে আয় অপেক্ষা ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত হার বেশি হয়। কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে।

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাই হলো মুদ্রার ফটকা চাহিদা। অর্থের ফটকা চাহিদা বাজার সুদের হারের ওপর নির্ভর করে। বাজারে সুদের হার বেশি হলে ফটকা অর্থের চাহিদা কম হয়; কারণ তখন ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফা অপেক্ষা অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়। সুতরাং বলা যায়, সুদের হার হ্রাস পেলে অর্থের ফটকা চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

গ্র উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটিতে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তার মাধ্যমে আসলে অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়' অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক হয় সমমুখী ও সমানুপাতিক এবং অর্থের মূল্যের সাথে সম্পর্ক হয় বিপরীতমুখী। সূতরাং তত্ত্বানুসারে বলা যায়, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট সময় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। এ অবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর হবে অর্থেক এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। প্রদত্ত চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে এমন সম্পর্কই প্রকাশ পায়। চিত্রে দেখা যায়, দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হলে অর্থের মূল্য V_{m_2} থেকে বেড়ে V_{m_1} হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে ফিশারের বিনিময় তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

যা অর্থের মূল্য V_{m_1} থেকে V_{m_2} হলে বাজার ব্যবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

বাজারব্যবস্থা বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ভারসাম্য দামও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আর নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় চলে। এ অবস্থায় বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমবে। তখন চাহিদা কমলে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হবে। ফলে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের কিছু অংশ অবিক্রীত থেকে যাবে। এতে বিক্রেতাদের ক্ষতি হবে; কারণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় কিংবা যোগান দেয়া হয়, বিক্রি করে লাভ করার জন্য। এ অবস্থায় অবিক্রীত দ্রব্য বিক্রি ও পুরাতন ক্রেতাদের ধরে রাখার জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দর্ন দাম কমবে। এ অবস্থায় পুরাতন চাহিদা ও নতুন যোগানের সমতাস্থলে আবার নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

উপরে উল্লিখিত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্রে অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে কমে V_{m2} হলে, দামন্তর P_1 থেকে বেড়ে P_2 হবে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমায় দামন্তর বাড়বে। তখন চাঁহিদা ও যোগানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

সূতরাং বলা যায়, অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে V_{m2} হলে বাজারব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে। এ প্রভাব দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

প্রস ▶১৬ একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ–

মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ (M) = ২০০ অর্থের প্রচলন গতি (V) = ১০ ব্যাংক অর্থের পরিমাণ (M') = ১০০ ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি (V') = ৫ লেনদেনের পরিমাণ (T) = ১০০

/कृ. त्वा. '३७ । क्या नः ३/

- क. भूमा की?
- খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক হার কীভাবে কাজ করে?
- গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) নির্ণয় করো।
- ঘ. ব্যাংক অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাকেই মুদ্রা বলা হয়।

কন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। এজন্য তাদের প্রদেয় ঋণের ওপর সুদের হার বাড়াতে হয়। সুদের হার বাড়লে ঋণ-গ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। ফলে দেশে ঋণের পরিমাণ কমে। একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে ব্যাংক হার কমায়। এর ফলে বণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের সুদের হার কমায়। তখন ঋণ চাহিদা বাড়লে তার অধিক পরিমাণে ঋণ দিতে পারে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক হার এভাবে কাজ করে।

া একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য দেয়া থাকলে অর্থনীতিবিদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময় সমীকরণ থেকে দামস্তর (P) নির্ণয় করা সম্ভব।

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV + M'V' = PT \text{ of } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে M = x + 10 বিহিত অর্থের পরিমাণ, V = 0র্থের প্রচলিত গতি, M' = 3াংক অর্থের পরিমাণ, V' = 3াংক অর্থের প্রচলিত গতি T = 6লেনদেনের পরিমাণ এবং P = 6 দামস্তর

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M' V'}{T}$$

$$= \frac{200 \times 30 + 300 \times C}{300} [সমীকরণে মান বসিয়ে]$$

$$= \frac{2000 + 000}{300} = \frac{2000}{300} = 20$$

∴ উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) = ২৫

য অর্থের মূল্য বলতে তার ক্রমক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক এক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দার্মস্তরের বিপত্নত সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ ব যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয়, দামস্তর ও সেই হতে সেইদিকে পরিবর্তিত হয়; তাই মুদ্রার মূল্যও একই হারে কিন্তু বিপত্নত দিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর ব্যাংক অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

পূর্বে ব্যাংক অর্থ (M') এর পরিমাণ ১০০ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ২৫। এখন ব্যাংক অর্থ (M') এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০০ হওয়ায় (P) এর নিম্নোক্ত মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{200 \times 30 + 200 \times C}{300} [সমীকরণে মান বসিয়ে]$$

$$= \frac{2000 + 3000}{300} = \frac{2000}{300} = 200$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ২৫ থেকে বেড়ে ৩০ হওয়ায় দামস্তর বৃশ্বি

পেয়েছে:
$$\frac{\alpha}{2\alpha} \times 200 = 20\%$$

দামস্তর ২০% বাড়ায় বলা যায় অর্থের মূল্য ২০% কমেছে। সুতরাং ব্যাংক অর্থের পরিমাণ বাড়ায় অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

প্রা ১১৭ "ঠকাঠকির দিন শেষ। এখন বেতন পাই মোবাইল ফোনে বাপ-মারে গ্রামে টাকা পাঠাই মোবাইল ফোনে। পাইয়াও যায় যখন তখন কোনো অসুবিধা হয় না। দিন বদলাইছে।" । হৈ বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং এ

- ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী?
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কোন ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি ইঞ্জাত করে? ব্যাখ্যা করো।
- উল্লিখিত ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে
 অনেক বেশি সুবিধাজনক
 বিশ্লেষণ করে মন্তব্য লেখ। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মুদ্রা ও মুদ্রার মূল্য নির্পণযোগ্য পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের অর্থবাজার এবং ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র ব্যাংক।

এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে সরকারের এবং অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংক তাদের নগদ সঞ্চয়ের একটি অংশ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং দুর্দিনে তাদেরকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে পুনঃবাট্টা সুবিধা প্রদান করে থাকে। অন্যান্য ব্যাংকের হুন্ডি ভাঙিয়ে দেয়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রতি
 ইজিাত করা হয়েছে।

মোবাইলের সাহায্যে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নামই মোবাইল ব্যাংকিং। মোবাইলের ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যে সব ব্যাংকের সব স্থানে ঐ ব্যাংকের শাখা নেই সেসব স্থানে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা যায়। নগদ অর্থের লেনদেন বা স্থানান্তর যদিও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কিন্তু মানুষ খুব দুততার সাথে অর্থ স্থানান্তর করতে চায়। সেক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহককে এ সুবিধা দেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা স্থানান্তরে যখন কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং কার্যক্রমটি অতি সহজ ও দুত করেছে এই মোবাইল ব্যাংকিং।

Short Massage services (SMS) এর মাধ্যমে ব্যাহকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে এটাকে (SMS) ব্যাহকিংও বলা হয়। 'bKash' (বিকাশ) মোবাইল ব্যাহকিং এর উদাহরণ।

প্রতি মাসে নিয়মিত যাদের টাকা গ্রামের বাড়িতে পাঠাতে হয় এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সবচেয়ে নিরাপদ ও দুত এবং সহজ পদ্ধতি। বিশেষ করে এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত মহিলাদের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং পদ্ধতি। খুব দুত ও নিরাপদ মুদ্রা স্থানান্তরে এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

ভারিখিত মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক। মোবাইল ব্যাংকিং এর সুবিধাগুলো হলো—মোবাইল ব্যাংকিং একটি অত্যন্ত সহজ এবং আধুনিক পন্ধতি। তাছাড়া এই ব্যাংকিং হলো শাখাবিহীন ব্যাংকিং। যে স্থানে কোনো ব্যাংকের শাখা নেই, কিন্তু এই ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঐ ব্যাংকের নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমে একাউন্ট খোলা ও টাকা উত্তোলন করা যায় মোবাইল ব্যাংকিং এর কার্যক্রম ব্যবহার করে জনসাধারণের সহজেই হিসাবের স্থিতি যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময়ে করতে পারে। এই

ব্যাংকিং এ খরচ খুব কম হয়। ফলে সকলে এ ব্যাংকিং কার্যক্রমের সেবা

গ্রহণ করতে পারে।
মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমটি অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়েও বেশি
সহজ। এ ধরনের ব্যাংকিং খুব নিরাপদ এবং জালিয়াতের সম্ভাবনা খুব
কম থাকে। আবার, এই পম্পতিতে যখন কোনো লেনদেন হয় তখনও
এর মাধ্যমে আমানতকারীকে জানানো হয়। মোবাইল ব্যাংকিং কে
হাতের মুঠোয় ব্যাংকিং বলে অভিহিত করা হয়। এ ব্যাংকিং সেবার
মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটা
ইত্যাদি দূততরভাবে করা সম্ভব। মোবাইল ব্যাংকিং এ মোবাইলেরমাধ্যমে একাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি, হিসাব স্থানান্তর, লেনদেন, ঋণ
চাওয়া প্রভৃতি কাজ করা যায়।

প্রন > ১৮ সাবা সদ্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান, যা দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। সাবার বন্ধু নিশাও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যারা জনগণের অর্থ আমানত রাখে ও স্কল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

/চ. বো. ১৬ বিপ্ল নং ১/

ক. আরডিং ফিশারের সম্প্রসারণকৃত সমীকরণটি কী?

মাবাইল ব্যাংক কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ করেছে?২
 উদ্দীপকের আলোকে সাবার প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি

গ. উদ্দীপকের আলোকে সাবার প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাবা ও নিশার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? তোমার মতামত দাও।

১৮ নং প্রয়ের উত্তর

আরভিং ফিশারের সম্প্রসারণকৃত সমীকরণটি নিয়রূপ :

 $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

মাবাইল ব্যাংকিং এ, ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে অর্থ প্রেরণ, ক্রীত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে সহজে ও দূত করা যায়।

এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকের কোনো শাখায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়ি, অফিস কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা যায়। এসব ছাড়াও এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন, বাসে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটা ইত্যাদি দুততর করা সম্ভব।

সাবা যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে পরিচিত। উদ্দীপকের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি কার্যাবলি হলো— নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের পরামর্শদাতা ও প্রতিনিধিত্ব করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো, দেশের জনগণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনানুযায়ী, নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করা। এটি এ ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচলনের জন্য ব্যাংকটি প্রচলনকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্থর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারে অভিভাবক। সেজন্য এ ব্যাংক দেশে একটি উন্নত মুদ্রা বাজার গড়া ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি তদারকি এবং তাদেরকে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে।

এ ব্যাংক সরকারকে বাজেট, মূদ্রা, বাণিজ্য ও রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাহায্য করে। মূদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া এ ব্যাংক দেশে-বিদেশে সরকারের পক্ষে সকল আর্থিক লেনদেন, দেনা-পাওনা নিম্পত্তি ও চুক্তি সম্পদান করে। সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে এ ব্যাংক সরকারের মালিকানাধীন সব সোনা, রূপা ও বৈদেশিক মূদ্রা সংরক্ষণ করে। তাছাড়া এ ব্যাংক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ও আয় জমা রাখে এবং সরকারের নির্দেশনানুযায়ী তা বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের জন্য প্রদান করে।

য উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সাবা যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করেন সেখানে নিশা বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মরত। উদ্দীপকের আলোকে সাবা ও নিশার প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়:

সাবা যে ব্যাংকে চাকরি করেন তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হওয়ায় মুদ্রা বাজারের মুরবির হিসেবে কাজ করে। দেশের মুদ্রা বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ ব্যাংক এখানে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজনে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে। অন্যদিকে, নিশা যে ব্যাংকে কর্মরত তা দেশের মুদ্রা বাজারের একজন সদস্য। মুদ্রা বাজারে কার্যরত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব এ ব্যাংকের নেই।

সাবার ব্যাংকটি সরকারের ব্যাংক। এটি সরকারের কর-রাজস্ব ও আয় সংরক্ষণ করে। এটি সরকারের নির্দেশনানুযায়ী, এ কর-রাজস্ব ও আয় বিভিন্ন থাতে ব্যয়ের জন্য প্রদান করে। এ ব্যাংক সরকারকে বাজেট, মূদ্রা, বাণিজ্য ও রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া এ ব্যাংক দেশে ও বিদেশে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সকল আর্থিক লেনদেন, দেনা-পাওনা নিম্পত্তি ও চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু নিশা যে ব্যাংকে চাকরি করেন তার এসব দায়-দায়িত্ব নেই। এ ব্যাংক সরকারকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দেয় না; অর্থসংক্রান্ত কোনো নীতি প্রণয়নে এ ব্যাংকের ভূমিকা নেই।

সাবার ব্যাংকটি দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের মোট আমানতের একটি বিশেষ অংশ নিজের কাছে জমা রাখে; কিছু জনসাধারণ অর্থ আমানত রাখে না। কিছু নিশার ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের আমানত খোলা। সাবার ব্যাংকটি জনসাধারণকে কোনো ঋণ প্রদান করে না; অবশ্য সরকারের প্রয়োজন হলে বিনা সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। কিছু নিশার ব্যাংকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো জনসাধারণকে ঋণ দান করে।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে সাবার ও নিশার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রান ১৯৯ রহিম একজন ব্যাংকার। তার দুই বন্ধু কৃষি কাজ করে।
একদিন তার দুই বন্ধু রহিমের কাছে কৃষি ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে
চাইলে, রহিম বলল সে এমন এক ব্যাংকে চাকরি করে যা সাধারণ
জনগণকে ঋণ দেয় না। এই ব্যাংক নোট প্রচলন এবং সরকারের ব্যাংকে
হিসাবে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে যা অন্য ব্যাংক করে না। বিভিন্ন পন্থা
অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণও নিয়ন্ত্রণ করে।

/ব. বো. ২০১৬ া প্রানং ১/৮

- ক. মুদ্রার সংজ্ঞা দাও।
- খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলাবাজার নীতির কার্যক্রম লেখ।
- গ. রহিম যে ব্যাংকে চাকরি করে সেই ব্যাংকের দুইটি কাজের বিবরণ দাও যা অন্য ব্যাংক করে না।
- ঘ. রহিমের ব্যাংক কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে তা বিশ্লেষণ করো।

ক যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে এবং দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক, স্থাগিত লেনদেনের মান, তারল্যের মান, এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে তাকেই মুদ্রা বলা হয়।

য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো খোলা বাজার নীতি কার্যক্রম।

किसीय वाश्तक स्थाना वाजात नीिं मुंजात कार्यकरी रय। यथा- (i) ঋণপত্র ক্রয় এবং (ii) ঋণপত্র বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তখন বাজার থেকে সর্রকারি ঋণপত্র ক্রয় করে। এভাবে খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রম্বের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্ব রহিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করে এবং সেই ব্যাংক নোট প্রচলন এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান ও অন্যতম প্রধান কাজ হলো নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা। কাগজি মূদ্রা প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হয়। নোটের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মোট কাগজি মুদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ র্ম্বণ, রৌপ্য অথবা বৈদেশিক মূদ্রা রিজার্ভ রাখে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে সেজন্য নোট প্রচলনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনবোধে কাগজি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের মূদ্রা বিনা সুদে জমা রাখে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক প্রতিনিধিরপে বিভিন্ন উৎস হতে সরকারের পাওনা আদায় করে এবং বিভিন্ন খাতে দেনা পরিশোধ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব-নিকাশ করে ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সূতরাং বলা যায়, রহিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করে এবং এই ব্যাংক নোট প্রচলন এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

য রহিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলঘ্ধন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অতিরিম্ভ ঋণ সৃষ্টির জন্য দেশের মুদ্রাস্ফীতি অথবা ঋণ সৃষ্টির স্বল্পতার কারণে দেশের মুদ্রাসংকোচন দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন- ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হলো ব্যাংক হার পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের সংকোচন ঘটাতে চায় তখন ব্যাংকের হার বৃদ্ধি করে। আবার, যখন ঋণের প্রবাহ বাড়াতে চায় তখন ব্যাংক হার হ্রাস করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে এবং যখন ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তখন বাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক হাতিয়ার হচ্ছে নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন। প্রত্যেক দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রচলিত নিয়মানুসারে মোট আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ আকারে জমা রাখতে হয়। এই নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ঋণদান ক্ষমতা বাড়াতে বা হ্রাস করতে পারে।

সূতরাং বলা যায়, রহিম যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরি করে তা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন পদ্ধতিটি অন্যান্য পন্ধতিগুলোর চাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকরী।

প্রস্লা ▶২০ একটি অর্থনীতির মুদ্রাবাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ: মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = 800 মুদ্রার প্রচলন গতি (V) = ২০ ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ (M') = ২০০ ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি (V') = ১০ লেনদেনের পরিমাণ = ২০০ मि. ता. २०३७। अत्र नः के ক. বিহিত মুদ্রা কী?

ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকে প্রভাবিত করে? উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) নির্ণয় করো।

মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মুদ্রার মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? মূল্যায়ন করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র দৈনন্দিন লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে তাই হলো বিহিত মুদ্রা।

য ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে মুদ্রার যোগান কমাতে চায় তখন ঋণের পরিমাণ কামোনার জন্য ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয় বলে তারা তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদহার বাড়ায়। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ নিলে অর্থের যোগান কমে যায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রা যোগান বাড়াতে চেয়ে ব্যাংক হার কমিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কম সুদের হারে অধিক ঋণ দিতে সাহায্য করে।

🔞 উদ্দীপকে একটি দেশের অর্থ বাজার সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া আছে এবং তার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ ফিশার প্রদত্ত অর্থের বৈনিময় সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর (P) নির্ণয় করা হলো। আমরা জানি, ১

ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV + M'V' = PT \operatorname{d} P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ,

 $V = \chi DIS \ \Delta DP = \gamma DIS \ \Delta DP =$

 $M' = \sigma y \approx \gamma \pi \pi \pi$

V' = ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি, <math>T = লেনদেনের পরিমাণ এবং

P = দামস্তর।

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} = \frac{800 \times 20 + 200 \times 20}{200}$$

$$=\frac{5,000+2,000}{200}=\frac{20,000}{200}=00$$

∴ উদ্দীপকের আলোকে নির্ধারিত দামস্তর (P) = ৫০।

যে মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মুদ্রার মূল্য কমবে। অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক বিপরীত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয়, দামস্তরও সেই হারে সেদিকে পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় তাই মুদ্রার মূল্য একই হারে, কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো: পূর্বে বিহিত মূদ্রা (M) এর পরিমাণ ৪০০ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন বিহিত মূদ্রা (M) এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮০০ হওয়ায় P এর নিম্নোক্ত নতুন মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$
$$= \frac{800 \times 20 + 200 \times 20}{200}$$

$$= \frac{36,000 + 2,000}{200} = \frac{36,000}{200} = 30$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ৫০ থেকে বেড়ে ৯০ হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে: $\frac{80}{60} \times 200 = 60\%$

দামস্তর ৮০% বাড়ায় বলা যায়, মুদ্রার মূল্য ৮০% কমেছে। সুতরাং বিহিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় মুদ্রার মূল্য কমেছে।

প্ররা ১২১ দেওয়া আছে,

$$M = 200$$
, $V = 4$, $M_1 = 100$, $V_1 = 4$, $T = 25$

| । जिला करनाम । अम नर ३३/

ক. অর্থের চাহিদা কাকে বলে?

- খ. 'অনলাইন ব্যাংকের গঠন প্রক্রিয়া, মোবাইল ব্যাংকের গঠন প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন'— ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে, অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, দামস্তর নির্ণয় করো।
- ঘ. উদ্দীপকে অন্যান্য উপাত্ত স্থির থেকে M ও M₁-এর মান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? — উদ্দীপক অনুযায়ী, অর্থের মূল্য নির্ণয়পূর্বক তা বিশ্লেষণ করো।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে জমা রাখতে চায়, তাকে অর্থের চাহিদা বলে।

বা ব্যাংকিং সুবিধা ও গঠন প্রক্রিয়া দিক থেকে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং থেকে আলাদা।

অনলাইন ব্যাংকিং হলো কম্পিউটার-ভিত্তিক ইন্টারনেট সহায়ক ব্যাংকিং এবং এই ব্যবস্থায় একজন গ্রাহক একই ব্যাংকের যেকোনো শাখার মাধ্যমে তার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। অন্যদিকে, মোবাইল ব্যাংকিং হলো এমন এক পন্ধতি যার মাধ্যমে কোনো গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইলের দ্বারা SMS এর মাধ্যমে অতিদুত আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। এ জন্য অনলাইন ব্যাংকিং-এ ইন্টারনেট ও কম্পিউটার থাকা আবশ্যক। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং-এ ইন্টারনেটের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই বলা হয়, অনলাইন ব্যাংকিং গঠন প্রক্রিয়া, মোবাইল ব্যাংকিং গঠন প্রক্রিয়ার থেকে ভিন্ন।

প নিচে উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, দামস্তর নির্ণয় করা হলো।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদা (PT) এবং অর্থের যোগান (MV + M_IV_I) সমান হয়। ফিশারের বিনিময় সমীকরণ—

 $PT = MV + M_1V_1 \longrightarrow (i)$

এখানে, P = দামস্তর, T = দ্রব্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ, <math>M =বিহিত মুদ্রার পরিমাণ, V =বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি, $M_1 =$ ঋণপত্র এবং $V_1 =$ ঋণপত্রের প্রচলন গতি।

উদ্দীপক অনুযায়ী, M = 200, V = 4, $M_1 = 100$, $V_1 = 4$ এবং T = 25 হলে (i) নং সমীকরণ হতে পাই,

 $P \times 25 = 200 \times 4 + 100 \times 4$

বা, $P \times 25 = 800 + 400$

বা, P × 25 = 1200

বা, $P = \frac{1200}{25}$

বা, P = 48 : P = 48

∴ নির্ণয়ে দামস্তর, P = 48 একক।

ত্র উদ্দীপকের অন্যান্য উপাত্ত স্থির থেকে M ও M, এর মান তথা অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্থের মূল্য অর্থেক হবে।

ফিশারের মতে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য ব্যস্তানুপাতিক। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্য ঐ একই হারে কমে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

উদ্দীপকের অন্যান্য উপাত্ত স্থির রেখে $M \odot M_1$ দ্বিগুণ তথা M=400 এবং $M_1=200$ করা হলে ফিশারের অর্থের বিনিময় সমীকরণ হতে অর্থের মূল্য (V_m) নির্ণয় করা যায়।

 $PT = MV + M_1V_1$

বা, 48 x 25 = 400 x V_m + 200 x V_m [P = 48 'গ' নং হতে এবং V₁ = V = V_m]

বা, 1200 = (400 + 200) × V_m

বা, 1200 = 600 × V_m

বা, $\frac{1200}{600} = V_{\pi}$

বা, 2 = V_m

∴ V_m = 2, যা, V = V₁ = 4 এর অর্ধেক।

অর্থাৎ অর্থের মূল্য অর্থেক হয়। পরিশেষে বলা যায়, অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হবে।

প্রন ১২২ 'A' দেশে মোট অর্থের যোগান ২৫০০ ডলার, অর্থের প্রচলন গতি ২ এবং মোট লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ১০০। দেশটিতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি থাকা সত্ত্বেও দেশটির বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্প্রসারণমূলক ঋণনীতি অনুসরণ করে যা অর্থনীতি তথা জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। /রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা । প্রার্থ বং ১১/

क. जनमारेन ग्राश्किश की?

খ. অর্থের ফটকা কারবার চাহিদা ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

গ. দেশটির দামস্তর ও অর্থের মূল্য উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় করো।

 শ্বাণিজ্যিক ব্যাংকের এর্প নীতি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিমাণগত ঋণনিয়য়ৣণ পদ্ধতি বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে"— ব্যাখ্যা করো।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

কিছু বাড়তি লাভের আশায় ঋণপত্রে অর্থ খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে। আর এই ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, তাকে ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা বলে।

সাধারণত সুদের হারের সাথে মুদ্রার ফটকা চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, বাজারে সুদের হার বেশি হলে ফটকা মুদ্রার চাহিদা কম হয়। কারণ বেশি সুদের হারের সময় ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়।

া উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিচে মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বের সাহায্যে 'A' দেশটির দামস্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয় করা হলো।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুসারে ভারসাম্য অবস্থায় অর্থের চাহিদা (PT) ও অর্থের যোগান (MV) সমান হয়। অর্থাৎ, MV = PT হয়। যেখানে, M = অর্থের পরিমাণ, V = অর্থের প্রচলন গতি, T = লেনদেনের পরিমাণ ও P = দামস্তর।

উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী,

MV = PT এখানে, বা, $2500 \times 2 = P \times 100$ M = 2500বা, $P = \frac{2500-2}{100}$ V = 2বা, P = 50 T = 100

∴ P = 50

∴ নির্ণেয় দামস্তর 50 একক এবং অর্থের মূল্য (V) 2 একক।

উদ্দীপক অনুযায়ী 'A' দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্প্রসারণমূলক
ঋণনীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিমাণগত নীতির ব্যাংক হার
হাতিয়ারটি বেশি কার্যকরী।

ব্যাংক হার বলতে এমন একটি হারকে বোঝায়, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পুনঃবাট্টা করে। এই ব্যাংক হার দ্রাস বা বৃস্পির ফলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃস্পি বা দ্রাস ঘটে তথা ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বা হুভি বাট্টা করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি সুদ দিতে হয়। এর ফলে সুদের হার বেশি হওয়ায় ঋণগ্রহীতারা কম ঋণ গ্রহণ করে। ফলে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ দ্রাস পায়। আবার দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হার কমিয়ে দেয়। কারণ ব্যাংক হার কম হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলশুতিতে দেশে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য হাতিয়ার হিসেবে

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে খোলা বাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা ইত্যাদি। তবে এই হাতিয়ারগুলো আংশিকভাবে কার্যকর। তাছাড়া এই হাতিয়ারগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণে ধীর গতিতে কার্যকর হয়। সূতরাং সকল হাতিয়ারগুলোর ব্যবহারিক তাৎপর্যে অন্যান্য হাতিয়ারের তুলনায় ব্যাংক হার তথা পরিমাণণত নীতি বেশি কার্যকর।

প্রশা ১২০ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা এবং বৈধ রিজার্জ ২০%। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সম্প্রতি রিজার্ডের হার ১০% হ্রাস করেছে।

(নিটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১/

ক. মুদ্রার মূল্য কী?

- খ. অর্থের প্রচলন গতি জাতীয় আয় বৃন্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? বুঝিয়ে লিখ।
- উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় কর।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়।

আ অর্থের প্রচলন গতি দেশের ভিতরে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব চাজাা ও গতিশীল রাখে বলে মুদ্রার যেখান বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক টাকার নোট দিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রয়োজনে পাঁচ বার হাত বদল করে। ফলে ওই নির্দিষ্ট সময়ে ওই মুদ্রার প্রচলন গতি হলো পাঁচ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো এক টাকার নোটের পরিমাণ পরিবর্তিত না হয়েই অধিক লেনদেনে ভূমিকা রেখেছে। ফলে অর্থের প্রচলন গতি ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মানুষের ব্যক্তিগত আয়েও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। সূতরাং অর্থের প্রচলন গতি প্রতিটিব্যক্তির ব্যক্তিগত ভূমিকা রেখে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

া উদ্দীপকে তথ্য ব্যবহার করে নিচে সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা এবং বিধিবন্ধ রিজার্ভ ২০% ধরে ব্যাংকের ঋণু সৃষ্টির একটি হিসাব নিচের সূচিতে দেখানো হলো:

সূচি: n সংখ্যক ৰাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সৃষ্টি (টাকায়)

বাণিজ্যিক ব্যাংক	প্রাথমিক চাহিদা আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	সৃষ্ট আমানত	
A	20,000	8,000	36,000	
В	36,000	9,200	132,800	
С	25,400	2,000	\$0,280	
-):	:	: :	: _	
n 000		000	000	
মোট	3,00,000	20,000	+ 50,000	

প্রাথমিক আমানত ২০০০০ টাকা

বৈধ রিজার্ভ =
$$20\% = \frac{20}{100} = \frac{2}{10}$$

অতিরিক্ত রিজার্ড =
$$\left(1 - \frac{2}{10}\right) = \frac{8}{10}$$
 যা দ্বারা ঋণ সূজ্ন হয়।

ঋণ সূজনের পরিমাণ (AC) =
$$2000 + 20000 \left(\frac{8}{10}\right) + 20000$$

$$\left(\frac{8}{10}\right)^2 = 20000 \left(\frac{8}{10}\right)^3 + এভাবে n- তম।$$
ব্যাংক পর্যন্ত ঋণ সৃজন চলবে।

একেত্রে AC = 20000 ×
$$=$$
 $\frac{1}{\left(1 - \frac{8}{10}\right)}$

$$=20000 \times \frac{1}{2}$$

= 10,00,000 টাকা।

সূতরাং বৈধ রিজার্ভ ২০% হলে ঋণ সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ হবে ১,০০,০০০ টাকা, যার মধ্যে ৮০% তথা ৮০,০০০।

ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সম্প্রতি রিজার্ভের হার ১০% হ্রাস করেছে।

নিচের সূচিতে ঋণ সৃষ্টির এ হিসাব দেখানো হলো:

সূচি: n সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি (টাকায়)

বাণিজ্যিক ব্যাংক	প্রাথমিক চাহিদা আমানত	রিজার্ভের পরিমাণ	সৃষ্ট আমানত
A	- ২০,০০০	2,000	35,000
В	٥٥٥, ١٥٥	2,500	36,200
С	36,200	3,6200	28,000
:	:		:
n	n doo		000
মোট	2,00,00	20,000	3,50,000

উপরিউত্ত সূচি অনুযায়ী প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ১০% ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত জ্যামিতিক সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

উদ্দীপকে প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা

বৈধ রিজার্ভ =
$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

অতিরিক্ত রিজার্ভ =
$$\left(1 - \frac{1}{10}\right) = \frac{9}{10}$$
 যা খরচ ঋণ সৃজন হয়।

.. ঋণ সৃজনের পরিমাণ (AC) =
$$20000 + 20000 \left(\frac{9}{10}\right) + 20000$$

$$\left(\frac{9}{10}\right)^2 + 2000$$
 এভাবে n - তম ব্যাংক পর্যন্ত ঋণ সৃজন করবে।

এক্ষেত্রে (AC) =
$$20000 \times \left(1 - \frac{9}{10}\right)$$

$$= 20000 \times \frac{1}{\frac{1}{10}} = 20000 \times 10 = ২,০০,০০০ টাকা$$

সূতরাং বলা যায়, বিধিবন্ধ রিজার্ভের হার ২০% থেকে ১০% করায় দেশে মোট ঋণের পরিমাণ বাড়বে। ফলে জনগণ আগের থেকে বেশি ঋণ পাবে এবং আর্থিক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। সূতরাং দেশে বিনিয়োগ বাড়লে বেকারত্ব দ্রাস পাবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে।

প্র ১২৪ M = 200, V = 5, T = 20 এখানে M = বিহিত মুদ্রা, V = প্রচলন গতি, T লেনদেনের পরিমাণ, P = দামস্তর,

। छिकातुननिमा नृन म्कून এङ करनज, जाका । अन्न नर ১১/

- क. जननारेन ग्राश्किः की?
- খ. খোলাবাজার নীতি কীভাবে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ কমাতে কাজ করে?
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় কর।
- ঘ. উদ্দীপকে M এর মান 400 হলে অর্থের মূল্যের উপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ কর।

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনলাইন ব্যাংকিং হলো কম্পিউটার ভিত্তিক ইন্টারনেট সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাংকিং, যেখানে একজন গ্রাহক তার কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত ওয়েবসাইটের দ্বারা তার ব্যাংক গ্রাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে।

ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো খোলা বাজার নীতির কার্যক্রম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার নীতি দুভাবে কার্যকর হয়, যথা—
ঋণপত্র ক্রয় এবং ঋণপত্র বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের
পরিমাণ কমাতে চায় তখন বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে।
ঋণপত্রের ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর
ওপর চেক কেটে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয়
ব্যাংক এ চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত থেকে
আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে
গেলে ঋনের পরিমাণ কমে। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার
নীতি ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ কমাতে কাজ করে।

গ অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার তার অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব প্রকাশের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যে সমীকরণের সাহায্য নেন তা বিনিময় সমীকরণ নামে পরিচিত।

সমীকরণটি নিম্নরূপ: MV = PT

বা,
$$P = \frac{MV}{T}$$

এখানে, M =বিহিত মুদ্রা, T =লেনদেনের পরিমাণ, P =দামন্তর ও V =মুদ্রার প্রচলন গতি।

এ সমীকরণে দেখা যায়, M, V ও T এর মান জানা থাকলে P এর মান সহজেই জানা যায়, এ হিসেবে উদ্দীপকে M ও V ও T এর মানগুলো দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে P এর মান নিম্নরূপে নির্ণয় করা হলো–

$$P = \frac{MV}{T}$$
 의 생 대 (전) 의 전 (전) 의

∴দামস্তর (P) = 50

সূতরাং উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে এটিই নির্ণেয় দামস্তর।

ঘ অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি (V) ও বাণিজ্যিক লেনদেন (T) এর পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণ (MV) এর সাথে দামস্তর (P) এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক। তখন দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য (Vm) এর সম্পর্ক হয় বিপরীত। এ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হয়। এখন উদ্দীপকে উদ্লিখিত বিভিন্ন তথ্যের প্রেক্ষিতে অর্থের পরিমাণ 200 থেকে 400 হলে অর্থাৎ দ্বিগুন হলে অর্থের মূল্যের ওপর তার প্রভাব নিচের ছকে দেখানো হলো—

М	V	T	$P = \frac{MV}{T}$	$Vm = \frac{1}{P}$
200	5	20	$P = \frac{200 \times 5}{20} = 50$	$Vm = \frac{1}{50} = 0.02$
400	5	20	$P = \frac{400 \times 5}{20} = 100$	$V_{m} = \frac{1}{100} = 0.01$

উপরের টেবিলে দেখা যায়, V ও T স্থির অবস্থায় M বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। তখন অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়ে অর্থেক হয়।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে M এর মান 400 হলে অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হবে।

প্রশৃচ্ব ফার্খ কুয়েতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। সে তার উপার্জনের একটি অংশ দেশে পাঠায়। আবার বাংলাদেশে জাপানি নাগরিক মি. তাকিও একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়।

| रीतरक्ष नुत्र त्यारायाम भावनिक करनज, जाका । अत्र नर ५०/

- ক, জাতীয় আয় কী?
- খ. সরকারি ব্যয় বরতে কী বোঝায়?
- গ. ফারুখ এর আয় বাংলাদেশের যে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে সেটি ব্যাখ্যা করো।

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় আয় হলো, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি।

ব্দু কোনো দেশের সরকার তার দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য যে ব্যয় করেন, তা সরকারি ব্যয়।

সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা; দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা, অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন প্রভৃতির লক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এসব ব্যয়ের সমষ্টিই হচ্ছে সরকারি ব্যয়।

ফারুখ এর আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত
 হবে।

মোট দেশজ উৎপাদন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয় হিসাব করার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমানা বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল দেশীয় নাগরিকদের আয়ের সমষ্টি যুক্ত করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় ফারুখ কুয়েতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে এবং তার উপার্জনের একটি অংশ দেশে পাঠায়। ফারুখের এ আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. ফারুখের আয় GNI এবং মি. তাকিও এর আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা তার ভৌগোলিক সীমানার ভিতর যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। অন্যদিকে, দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিক উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার চলতি বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয় বা GNI।

উদীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ শ্রমিক ফারুখ কুয়েতে কাজ করে উপার্জনের একটি অংশ সে দেশে পাঠায়। ফারুখের এ আয় দেশের GNI তে অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন জাপানি নাগরিক মি, তাকিও। তার এ আয় এদেশের GDP তে অন্তর্ভুক্ত হবে। সাধারণ্ত GDP হিসাবের সময় ভৌগোলিক সীমানা বিবেচনায় নেওয়া হয় যা GNI হিসাবের সময় বিবেচনায় আনা হয় না। আবার GDP গণনার ক্ষেত্রে দেশে অবস্থানরত দেশি ও বিদেশি উভয় নাগরিকদের আয়ের সমষ্টি যুক্ত করা হয়। কিন্তু GNI গণনার ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল দেশীয় নাগরিকদের আয়ের সমষ্টি যুক্ত করা হয়। কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. ফারুখের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে এবং মি. তাকির আয় দেশজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।

প্রর >২৬ লবিবা ও শামীমা দুই বান্ধবী। লবিবা যে ব্যাংকে চাকরি করেন সেই ব্যাংকটিকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তার বান্ধবী শামীমা অপর একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণদান করে।

| वीत्रत्यर्ष्ठ नृत्र त्याशम्यम भावनिक करमज, जाका 🛚 अभ नः ১১/

- ক. অৰ্থ কী?
- খ. দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
- গ. লাবিবা আহমেদ কোন ধরনের ব্যাংকে চাকরি করেন? উক্ত ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. লাবিবা ও তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুমি কী কী পার্থক্য খুঁজে পাও? মতামত ব্যক্ত করো।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

যা বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলা হয়।

অর্থের চাহিদা ও আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে য়ে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, তাকে অর্থের চাহিদা বলে। এখন জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ লেনদেন-জনিত অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। আবার মানুষ ভবিষ্যৎ অনিশ্রতা মোকাবিলা করার জন্যও অর্থ জমা রাখে। তাই আয় বেশি হলে সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাও বাড়ে। কাজেই বলা যায়, জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

গ্র উদ্দীপকে লাবিবা আহমেদ যে ব্যাংকে কাজ করেন তা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। উক্ত ব্যাংকের কার্যাবলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো— কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে নোট ও ধাতব মূদ্রা প্রচলন করা। এজন্য ব্যাংকটি প্রচলিত নোটের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ, রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজাভ রাখে। দেশের অর্থনীতির সৃষ্ঠ বিকাশের লক্ষ্যে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সংগঠক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের সময় ঋণ প্ৰদানে ব্যৰ্থ হলে বা অন্য কোথাও থেকে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ সংগ্ৰহ করতে না পারলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে অর্থ প্রদানের কাজ করে। যা মূলত ঋণদানের শেষ আগ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনে সরকারকেও এ ব্যাংক সাহায্য প্রদান করে থাকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক হার পরিবর্তন, ঋণের বরাদ্দকরণ, নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি করে থাকে।

লাবিবা আহমেদের ব্যাংকটি উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও জনকল্যাণে আরও অনেক কাজ সম্পাদন করে।

য উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, লাবিবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তার বান্ধবী শামীমা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। এ দুটি ব্যাংকের মধ্যে যেসব পার্থক্য দেখা যায় তা আলোচনা করা হলো— পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একট়ি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। কিব্রু বাণিজ্যিক ব্যাংক একাধিক হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিব্রু বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন, মুনাফা অর্জন নয়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে কখনো অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে না এবং জনসাধারণকে ঋণ প্রদানও করে না। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ প্রদান করে মুদ্দাফা অর্জন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক আরু বাণ্ডিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন।

সুঁতরাং বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি প্রতিষ্ঠান যথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, যেখানে লাবিবা ও শামীমা চাকরি করেন। এ দুটি ব্যাংকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রয় ▶ ২৭ মি. তুহিন ও মি. আকিব দুজনেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মি. তুহিনের প্রতিষ্ঠানটি মি. আকিবের প্রতিষ্ঠানের অধীন। মি. তুহিনের প্রতিষ্ঠানটি জনগণের আমানত সংগ্রহ করে এবং ঋণ বিতরণ করে। আর মি. আকিবের প্রতিষ্ঠানটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন হাতিয়ায় প্রয়োগ করে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার চেন্টা করে থাকে।

ক. দামস্তর বলতে কী বোঝ?

খ. অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

গ. মি. তুহিন ও আকিবের প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লিখ।

ঘ, দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মি, আকিবের প্রতিষ্ঠানটির কী কী হাতিয়ার ব্যবহার করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের গড় দামকে সাধারণ দামস্তর বলা হয়।

আ অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্যের ব্যস্তানুপাতিক বিদ্যমান।
এক একক অর্থের বিনিময়ে যে পণ্য বা সেবাকর্ম ক্রয়্ম করা যায় তাকে
অর্থের মূল্য বলে। এটি অর্থের পরিমাণের সাথে সমানুপাতিক ও বিপরীত
সম্পর্ক। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।
আর অর্থের পরিমাণ অর্ধেক করা হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. তুহিন ও মি. আকবরের কর্মরত প্রতিষ্ঠান দুটি যথাক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিচে এদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো।

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন, মুনাফা অর্জন নয়। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। ২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের নিকট হতে কখনো অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে না এবং জনসাধারণকে ঋণও প্রদান করে না। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। ৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কারবার করে না; কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূণ কাজই হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. তুহিনের ব্যাংকটি জনগণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ বিতরণ করে। তাই এই ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। অন্যদিকে, মি. আকবরের ব্যাংকটি মুদ্রা বাজারে অভিভাবক হিসেবে কাজ করে এবং ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর, বাণিজ্যিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে উপরের উল্লিখিত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান।

মি. আকবর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক
নিম্নাক্ত হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ
করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টির জন্য দেশের
মুদ্রাস্ফীতি অথবা ঋণ সৃষ্টির স্বল্পতার কারণে দেশের মুদ্রাসংকোচন দেখা
দেয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বিভিন্ন
ব্যবস্থা, যেমন-ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, নগদ জমার
অনুপাত পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হলো ব্যাংক হার পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের সংকোচন ঘটাতে চায় তখন ব্যাংকের হার বৃদ্ধি করে। আবার যখন ঋণের প্রবাহ বাড়াতে চায় তখন ব্যাংকের হার বৃদ্ধি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে এবং যখন ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তখন বাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্তরণের সর্বাধৃনিক হাতিয়ার হচ্ছে নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন। প্রত্যেক দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলাকে প্রচলত নিয়মানুসারে মোট আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ আকারে জমা রাখতে হয়। এই নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ঋণদান ক্ষমতা বাড়াতে বা প্রাস্ত করতে পারে।

কাজেই বলা যায়, মি. আকতারের প্রতিষ্ঠান তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করা উচিত।

প্রস় ▶২৮ মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ = ৫০ একক অর্থের প্রচলন গতি = ১০ একক

বাংক অর্থের পরিমাণ = ১০০ একক ব্যাংক অর্থের পরিমাণ = ১০০ একক ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি = ৫ একক এবং মোট বাণিজ্যের পরিমাণ = ১০০ একক

|पारमूम कामित्र (याद्या त्रििंग करमज, नश्त्रिश्मी । अञ्च नः १/

ক, অর্থের মূল্য কী?

খ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে?

গ. দামস্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয় করো।

ঘ. বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি যথাক্রমে ১০ ও ১৫ একক বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো।

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার বা অর্থের মূল্য বলে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্বক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমতে থাকে।

যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বাড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দামস্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয়
 করা হলো—

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি হলো— MV + M'V' = PT

ৰা,
$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে

M =মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V =অর্থের প্রচলন গতি, M' =ব্যাংক অর্থের পরিমাণ, V' =ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি, T = লেনদেনের পরিমাণ এবং P =দামস্তর।

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে উদ্দীপকের মানসমূহ বসিয়ে পাই— $P = \frac{MV + M'V'}{T}$ $= \frac{(eo \times 3o) + (3oo \times e)}{3oo} = \frac{eoo + eoo}{3oo} = \frac{3ooo}{3oo}$ ∴ দামস্তর, (P) = 3o

∴ অর্থের মূল্য v_m = = = = = = = 0.১ অতএব, উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর ১০ এবং অর্থের মূল্য ০.১।

বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি যথাক্রমে ১০ ও ১৫ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে, দামস্তর বৃদ্ধি পেলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবে বা অর্থের মূল্য কমে যাবে।

পূর্বে বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) এর পরিমাণ ৫০ এবং ব্যাংক সৃষ্ট
মুদ্রার প্রচলন গতি (V') এর পরিমাণ ৫ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত
হয়েছিল ১০০। এখন বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V) এর পরিমাণ ১০
বৃদ্ধি পেয়ে ২০ এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি (V') এর পরিমাণ
১৫ বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হওয়ায় P এর নিয়োক্ত মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{(eo \times 2o) + (200 \times 2o)}{200}$$
 [সমীকরণে মান বসিয়ে]
$$= \frac{2000 + 2000}{200} = 200$$

দামস্তর পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে। মূল্যস্ফীতির প্রভাবে নিম্নাক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হবে:

মূদ্রাস্কীতি হলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ লাভবান হয়। কারণ, দামস্তর বৃশ্বির সাথে সাথে উৎপাদন শ্বরচ বৃশ্বি পায় না, ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে দামস্তর বৃশ্বির ফলে ক্রেতা ও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা পূর্বের তুলনায় সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এছাড়াও দামস্তর বৃশ্বির ফলে রপ্তানির পরিমাণ কমে যায় এবং আমদানির পরিমাণ বেড়ে যায়। সর্বোপরি মুদ্রাস্কীতির ফলে ধন বৈষম্য বৃশ্বি পেয়ে ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়, যা সামাজিক বিশৃঞ্জলা ডেকে আনতে পারে। সূতরাং, মুদ্রাস্কীতির প্রভাব অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়।

প্রশ্ন > ২৯ অর্থবাজার সম্পর্কিত তথ্য:
মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ = ৪০০
অর্থের প্রচলন গতি = ১০
ব্যাংক অর্থের পরিমাণ = ২০০
ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি = ৫

লেনদেনের পরিমাণ = ১০০ /সরকারি জাজিজুল হক কলেজ, বসুড়া 🛭 প্রশ্ন নং ১১/

ক. অর্থ কী? খ. দ্রব্যমূল্য স্থৃন্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে?

ব্যাখ্যা করো। গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো।

ঘ. ব্যাংক অর্থের পরিমাণ বাড়ালে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

২৯ নং প্রলের উত্তর

ক যা বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলা হয়।

ব্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর ঋণাত্বক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমতে থাকে।

যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন এক একক অর্থ দ্বারা আণের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বাড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আণের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। জ উদ্দীপকে একটি দেশের অর্থ বাজার সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া আছে এবং তার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ ফিশার প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর (P) নির্ণয় করা হলো।

আমরা জানি,

ফিশরের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV + M'V' = PT \operatorname{d} P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ,

 $V = y_D \cdot x_D \cdot$

M' = ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ,

V' = ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি,

T = লেনদেনের পরিমাণ এবং

P = দামস্তর।

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পকিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$
$$= \frac{800 \times 50 + 200 \times ?}{100} = ?0$$

∴উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নির্ধারিত দামস্তর (P) = ৫০

ব্যাংক অর্থের পরিমাণ বাড়লে মুদ্রার মূল্য কমবে। অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিন্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। আর অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক বিপরীত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সেই হারে পরিবর্তিত হয়। তাই মুদ্রার মূল্য একই হারে, কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর বিহিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো (উত্তর দানের সুবিধার্থে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ ধরা হলো-

পূর্বে বিহিত মুদ্রা M' এর পরিমাণ 200 হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন ব্যাংক মুদ্রা (M) এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০০ হওয়ার P- এর নিম্নাক্ত নতুন মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{800 \times 50 + 200 \times Q}{100}$$
8000

200

= 40

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ৫০ থেকে বেড়ে ৬০ হওয়ার দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে:

$$\frac{60}{70} \times 200 = 50$$

দামস্তর ২০% বাড়ায় বলা যায়, মুদ্রার মূল্য২০% কমেছে। সুতরাং ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় মুদ্রার মূল্য কমেছে। যা বিপরীত সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

প্রশা ►৩০ অর্থনীতির ক্লাসে স্যার বলেন, নিচের তথ্যের ভিত্তিতে প্রশাপুলোর উত্তর দাও:

M = 200, V = 5, T = 20

এখানে, M = বিহিত মুদ্রা

V = মুদ্রার প্রচলন গতি

T = লেনদেন বা উৎপাদনের পরিমাণ

P = দামম্ভর

|वगुड़ा क्यांचैनस्यके भावनिक म्कून ७ करमख 🛚 श्रप्त नः ।

ক. মুদ্রার মূল্য কী?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে?

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ফিশারের বিনিময় সমীকরপের মাধ্যমে দামস্তর নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকের M এর মান 400 হলে দামস্তরের উপর কির্প প্রভাব
পড়বে ব্যাখ্যা কর।

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য ব সেবা ক্রয় করা যায় তাই হলো মুদ্রার মূল্য।

বি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিক্ট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয়। প্রজন্য তাদের প্রদেয় ঋণের ওপর সুদের হার বাড়াতে হয়। সুদের হার বাড়লে ঋণ-গ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। ফলে দেশে ঋণের পরিমাণ কমে একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে ব্যাংক হার কমায়। গ্রহাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বাজার নীতি, নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন নীতি প্রয়োগ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋদ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় হার এভাবে কাজ করে।

গ্র অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার তার অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব প্রকাশের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যে সমীকরণের সাহায্যে নেন তা বিনিমহ সমীকরণ নামে পরিচিত। সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$$MV = PT$$

ৰা
$$P = \frac{MV}{T}$$

এখানে, M =বিহিত মুদ্রা, T = লেনদেনের পরিমাণ, P =দামস্তর ও V =মুদ্রার প্রচলন গতি

এ সমীকরণে দেখা যায়, M, V ও T এর জানা থাকলে P এর মান সহজেই নির্ণয় করা যায়। এ হিসেবে উদ্দীপকে M, V ও T এর ফে মানগুলো দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে P এর মান নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হলো:

$$P = \frac{MV}{T}$$

 $=\frac{200 \times 5}{20}$ [সমীকরণে মান বসিয়ে]

 $=\frac{1000}{20}$

= 50

∴দামস্তর (P) = 50

য অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি (V) ও বাণিজ্যিক লেনদেন (T) এর পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণ (MV) এর সাথে দামস্তর (P) এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক। এ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হয়। এখন উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন তথ্যের প্রেক্ষিতে অর্থের পরিমাণ 200 থেকে 400 অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর তার প্রভাব নিচের ছকে দেখানো হলো:

М	V	T	$P = \frac{MV}{T}$	$V_m = \frac{1}{P}$
200	5	20	$P = \frac{200 \times 5}{20} = 50$	$V_m = \frac{1}{50} = 0.02$
400	5	20	$P = \frac{400 \times 5}{20} = 100$	$V'_{m} = \frac{1}{100} = 0.01$

উপরের টেবিলে দেখা যায়, V ও T স্থির অবস্থায় M বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামন্তর বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। তখন অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়।

সুতরাং, বলা যায়, উদ্দীপকে M এর মান 200 থেকে 400 অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্থেক হবে। প্রনা>ত> 'A' ও 'B' দুইটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। 'A' প্রতিষ্ঠানটি 'B' প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে থাকে। 'B' প্রতিষ্ঠানটি আবার ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে থাকে। বেটির তদারকি 'A' প্রতিষ্ঠানটি করে থাকে। 'A' প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় তহবিদের উদ্বন্ত তত্ত্বাবধানের কাজও করে থাকে। '

ক. অর্থের মূল্য কাকে বলে?

খ. চাহিদা আমানতই কি অর্থ সরবরাহের উপাদান?

গ. 'A' প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।৩

ঘ. 'A' ও 'B' প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যাবলীর মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। 8

/मिनाजभूत मतकाति करमज । अन्न नर ১১/

৩১ নং প্রয়ের উত্তর

ক্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়।

চাহিদা আমানত মুদ্রার মতো কাজ করে বলে তা অর্থ সরবরাহের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ব্যাংকে গচ্ছিত এমন আমানতকে চলতি আমানত বলা হয়, যা গ্রাহক চাওয়ামাত্র ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। এ ধরনের আমানত যারা ব্যাংকে রাখে তারা যেকোনো সময় নগদ অর্থে রূপান্তর করতে পারে বা লেনদেন কাজে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ, চলতি আমানত মুদ্রার মতোই কাজ করে। এজন্যই মূলত চলতি আমানতকে মুদ্রার যোগানের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

া উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিচে এর কার্যাবলি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের মুদ্রাব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট প্রচলন করা। এটি তার একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলনকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ডে রাখে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসৃষ্ট ঋণ মুদ্রার যোগানের অন্যতম উপাদান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। দেশে মুদ্রার বিপুল যোগানের কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক এগুলো ক্রয় করলে তাদের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে গেলে ঋণদানের ক্ষমতাও কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক দেশেরই ব্যাংকিং নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটি যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক। নিচে এদের মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে; কিন্তু কোনো দেশে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকতে পারে। কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে, যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারি মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ, করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এর্প কোনো ক্ষমতা নেই, তবে তারা যে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে তা সীমিত পর্যায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন, মুনাফা অর্জন নয়। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের নিকট হতে কখনো অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে না এবং জনসাধারণকে ঋণও প্রদান করে না। কিন্তু বাণিজ্যিক বাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কারবার করে না; কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো জনসাধারণকৈ

বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বা প্রধান। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর অধীন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করে।

প্রশা > তথ A, B, C, D এ রকম বিভিন্ন ব্যাংকগুলোর নামমাত্র সুদে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণের ফল হলো দাম্ভরের অস্বাভাবিক বৃন্ধি। বিষয়টি লক্ষ্য করে Z ব্যাংক জমার অনুপাত ও ব্যংক হার বৃন্ধি করে এবং খোলা বাজার নীতি অনুসরন করে দামস্ভর স্বাভাবিক করার চেন্টা করে।

|आरमाम केंकिन भार भिभू निरक्छन न्कूम ७ करमळ, शारेवान्या । अप्र नः ১১/

क. ই-ब्राश्किः की?

খ. মুদ্রা কী শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে— ব্যাখ্যা কর।

গ. কীভাবে A, B, C, D ব্যাংকগুলো মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে? ব্যাখ্যা কর।

য় ব্যাংক যেভাবে A, B, C, D ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে

 দামস্তর স্বাভাবিক করছে তার বিশ্লেষণ দাও।

 ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

যে ব্যাংকিং ব্যবসায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকি কার্যক্রম
পরিচালিত হয়, তাকে ই-ব্যাংকিং বলে।

মূদ্রা হলো সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম।
তবে, বর্তমানে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও আরো অন্যান্য কাজ করে।
যেমন— মূল্যের পরিমাপক, সঞ্জয়ের বাহন, স্থাণিত লেনদেনের মান,
খাণের ভিত্তি ইত্যাদি। তাই বলা যায়, মুদ্রা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে
কাজ করে না।

ক্র উদ্দীপকের A, B, C, D ব্যাংকগুলো হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংকগুলো যেভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

ফিশারের বিনিময়ে সমীকরণ হতে জানা যায়, অর্থের যোগানের সাথে দ্রব্যবসামগ্রীর দামস্তর সমমুখী সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়বে। যেখানে, অর্থের যোগান হলো প্রচলিত নোট ও ধাতব মুদ্রা এবং ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা যেমন- চেক, বিনিময় বিল, ঋণপত্র ইত্যাদির সমষ্টি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, A, B, C, D বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। অর্থাৎ দেশটিতে ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা তথা ব্যাংক এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলপ্রতিতে দেশটির মুদ্রার মোট যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রমে ফলে উদ্দীপকের দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে।

য উদ্দীপকে 'Z' ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর A, B, C, D হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। উদ্দীপকে 'Z' ব্যাংক জমার অনুপাত ও ব্যাংক হার এবং খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করে A, B, C, D ব্যাংকগুলোর দামস্তর স্বাভাবিক করছে।

কোনো দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। তাই, মুদ্রাস্ফীতির মতো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক হার এবং নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋন মুদ্রা যোগানের অন্যতম অংশ হওয়ার ব্যাংক হার বাড়ানো হলে; দেশটিতে অর্থের যোগান ব্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে দামস্তর ব্রাস পাবে। আবার, খোলা বাজারে সরাসরি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ঋণপত্রের ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুরোর চেক কেটে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করে। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত থেকে আদায় করে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানের ক্ষমতা

হ্রন্থ পায়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি পরিমাণ নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় বলে তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমে। এভাবে দিশটিতে অর্থের যোগান হ্রাসের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস পায়।

কাজেই বলা যায় কোনো দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলা বাজার, ব্যাংক হার ও ব্যাংক জমার অনুপাত পরিবর্তন নীতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

প্রায় ১৩০ 'ক' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাকে তার বাবা প্রতি
মাসে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতেন। একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে
ক এর জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংকের মাধ্যমে তার বাবা টাকা পাঠাতে
পারলেন না। অতঃপর তিনি পাশের দোকান থেকে ছেলেকে টাকা
পাঠালেন।

(ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিলা। প্রশ্ন নং ১১/

ক. আমানত কাকে বলে?

- খ. দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তনের সম্পর্ক্ ব্যাখ্যা কর।
- উদ্দীপকের আলোক পাশের দোকানের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পদ্ধতির সুবিধাসমূহ লেখ।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্ভয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে হিসাব খুলে তাকে আমানত বলে।

ত্র দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্য পরবর্তনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কিন্তু বিপরীত।

অর্থের মূল্য পরিবর্তন বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পবিরর্তনকে বোঝায়।
এক একক অর্থের পরিবর্তে যদি পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া
যায়, তবে বুঝতে হবে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এক একক
অর্থের পরিবর্তে যদি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে
বুঝতে হবে অর্থের মূল্য হাস পেয়েছে। দ্রব্যের মূল্য হাস পেলে এক
একক অর্থের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা বেশি এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে এক
একক অর্থের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়। সূতরাং
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য হাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য হাস পেলে
অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

া 'ক' এর বাবা পাশের দোকানের মাধ্যমে ছেলেকে যে পশ্বতিতে টাকা পাঠালেন তা মোবাইল ব্যাংকিং বলে পরিচিত।

যে পদ্ধতিতে মোবাইল দ্বারা SMS-এর মাধ্যমে অতি দুত আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে। টাকা পাঠানোর এ পদ্ধতি তথা মোবাইল ব্যাংকিং এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে দুত অর্থ প্রেরণ, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে করা সম্ভব। এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়ার কোনো দরকার নেই, বাড়ি, অফিস কিংবা যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসের টিকিট কাটা ইত্যাদি দুততার সাথে করা হয় বলে কোনো হয়রানি ছাড়াই কাজ্জিত কাজটি যথাসময় করা সম্ভব। তাছাড়া এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে এর হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ পাঠানো যায়। এছাড়াও এ ব্যাংকিং সুবিধার একটি বড় দিক হচ্ছে আর্থিক লেনদেনের বাহ্যিক নিরাপত্তা বিধান। আজকাল ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন এবং দুরে বা কাছ কোথাও বহন করা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। এ ব্যাংকিং সুবিদার সাহায্যে অর্থ পাঠানো এবং উভয়ই নিরাপদ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে পাশের দোকানের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পর্ন্থতি বা মোবাইল ব্যাংকিং পর্ম্বতির যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে।

য উদ্দীপকে উল্লিতি সাধারণ ব্যাংকিং পর্ম্বতি এবং মোবাইল ব্যাংকিং পর্ম্বতি দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। নিচে এ দুটি ব্যাংকিং পর্ম্বতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

বাণিজ্যিক ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো একটি চিরাচরিত ও অতি-পরিচিত ব্যার্গক্তি পদ্ধতি, যেখানে মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো একটি আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি। সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একজন গ্রাহককে ব্যাংকের সংঘ আর্থিক লেনদেন করতে হলে বিভিন্ন নিয়ন মেনে ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুলে ব্যাংকের গ্রাহক হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এবুল কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক তার মোবাইল ফোনের নম্বরটিকে একাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাংকের সার্ভারের সহায়ত্ত হ টাকা-পয়সা লেনদেন করতে পারে। তাছাড়া সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেন করার জন্য স-সুরীরে ব্যাংকের কোনে একটি শাখায় উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যম্ব একজন গ্রাহক ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েও মোবাইল ফোনের সাহায়ে আর্থিক লেনদেন করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' এর বাবা জরুরি প্রয়োজনে মোবাইল ব্যাংক্রি এর মাধ্যমে ছেলেকে দুত টাকা পাঠাতে পারলেন। আবার সাধারল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকের একজন গ্রাহককে তার অ্যাকাউল্টের সর্বশেষ স্পিতি, ঋণ চাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংকে হাজির হতে হয় কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং, পদ্ধতিতে তাকে এ হয়রানির শিকার হতে হয় না। ঘরে বসেই তিনি তার এ্যাকাউল্টের সর্বশেষ স্থিতি জানতে পারেন তুলনামূলক বিচারে তাই বলা যায়, 'ক' এর বাবার অনুসৃত ব্যাংক্রি পদ্ধতি প্রচলিত সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতি থেকে উন্নত, সুবিধাজনক ভ্রানিরাপদ।

প্রনা > 08 'ক' দেশে এমন একটি ব্যাংক আছে যা দেশের সক্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ, দেশের মুদ্রা প্রচলন এবং সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ব্যাংকটি ব্যাংক হারের পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি ও নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্ত> ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের ঋণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যাপন একাডেমী ক্ষুল এত কলেজ, চাঁদপুর । প্রশ্ন নং ≱

ক, অৰ্থ কী?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করে 🕏

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় উল্লিখিত পন্ধতিগুলের
কোনো ভূমিকা আছে কি? বিশ্লেষণ করো।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপার.
মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ভ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তাকে অর্থ বলে।

য অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুর ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেয়।

দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটের সময় বিভিন্ন উৎস্থেকে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। কেন্দ্রীর ব্যাংক অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোভে ঋণদানে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ প্রদানকরে অথবা বন্ত ও সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিত ব্যাংকগুলোর দুর্দিনে তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে। এর্প ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়ম্থল বলা হয়।

া উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ক' দেশের ব্যাংক তথ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি ও নগদ জমার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ কোনো দেশের অর্থের যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অর্থের যোগানের এ উপাদানটি বেশি হয়ে পড়লে তা মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ায়। তাই মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা প্রাস্তে উদ্দেশ্যে অর্থের যোগান কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক হার বাড়িয়ে দেয়। আবার যখন দেশে ঋণের প্রবাহ বাড়াতে চায় তখন ব্যাংক

হার হ্রাস করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে এবং যখন ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তখন বাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক হাতিয়ার হচ্ছে নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন। প্রত্যেক দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রচলিত নিয়মানুসারে মোট আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগ<mark>দ আকা</mark>রে জমা রাখতে হয়। এই নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা বাড়াতে বা হ্রাস করতে পারে।

সুতরাং ঋণ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন পন্ধতিটি অন্যান্য পন্ধতিগুলোর চাইতে অধিক কার্যকরী।

বি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি ও নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোনো দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। তাই মুদ্রাস্ফীতির মতো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকহার, খোলাবাজার নীতি, নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ মুদ্রা যোগানের অন্যতম অংশ হওয়ায় ব্যাংক হার বাড়ানো হলে অর্থের যোগান হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে দামস্তর হ্রাস পাবে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ঋণপত্রের ক্রেতারা তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক কেটে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ পত্রের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ চেকের অর্থ তার কাছে গচ্ছিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত থেকে আদায় করে এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তারা কম পরিমাণ ঋণ দেওয়ার ফলে অর্থের যোগান কমে। তখন দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। তখন ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ এবং ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অর্তের যোগান কমে। তখন দামন্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো দেশে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে অর্থের যোগান হ্রাস করে। অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর দ্রাসের কারণে অর্থের মূল্য বাড়ে।

প্রশ্ন >৩৫ বিহিত মূদ্রার পরিমাণ = ৫০ বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি = ১০ ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ = ৪০

ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি = ১০

লেনদেনের পরিমাণ = ২০ ক. চাহিদা আমানত কী? |मधीपुत मतकाति करनक । अन्न नः ১১/

- খ. মূদ্রা কীভাবে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বাতিল করে?
- গ. উদ্দীপক অনুসারে প্র<mark>দত্ত অর্থনীতিতে দামস্তর পরিমাপ কর। ৩</mark>
- ঘ. উদ্দীপক অনুসারে অর্থের যোগান দ্বিগুণাকারে বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা

৩৫ নং প্রয়ের উত্তর

ক মুদ্রার মোট যোগান থেকে জনগণের হাতের মুদ্রা ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই হলো চাহিদা আমানত।

যুদা বিনিময়ের মাধ্যমে এ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বাতিল করে।

মুদ্রার প্রধান ও প্রাথমিক কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা, যা সর্বজন গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে দ্রব্য বিনিময় প্রথার মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মানদন্ড না থাকায় দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। কিন্তু মুদ্রা সকল দ্রব্য, সেবা ও সম্পদের মূল্য নির্ধারণে সাধারণ মানদশু হিসেবে কাজ করে। এজন্য লেনদেন বা বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সহজতর করেছে, যা মূলত দ্রব্যবিনিময় প্রথাকে বাতিল করে।

গ্র উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, নিচে অর্থনীতিতে দামস্তর পরিমাপ করা

সাধারণত একটি দেশের অর্থনীতিতে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে দামস্তর নির্ণয় করা যায়। উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, বিহিত মুদ্রার পরিমাপ, M = 50; বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি, V = 10; ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার পরিমাপ, M1 = 40; ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন গতি, V₁ = 10 এবং লেনদেনের পরিমাণ, T = 20।

এখন, দামস্তর P হলে ফিশারের বিনিময় সমীকরণ অনুসারে,

 $MV + M_1V_1 = PT$

বা, $50 \times 10 + 40 \times 10 = P \times 20$

বা, $500 + 400 = P \times 20$

বা, 900 = P × 20

ৰা, $P = \frac{900}{20}$

বা, P = 45

∴ P = 45

অর্থাৎ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অর্থনীতিতে দামস্তর, P = 45 একক।

যা উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, অর্থের যোগান দ্বিগুণাকারে বৃদ্ধি পেলে দামস্তর দ্বিগুণাকারে বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থের মূল্য একই হারে দ্রাস পাবে। নিচে তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুসারে, অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সে হারে পরিবর্তিত হবে। আর দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ দামস্তর দ্বিগুণ বাড়লে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হ্রাস পাবে।

এখন, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের যোগান দ্বিগুণ করা হলে তথা M ও M, যথার্কমে 100 ও 80 হলে ফিশারের অর্থের विनिभग्न नभीकत्रण अनुयाग्री,

 $MV + M_1V_1 = PT$

বা, $100 \times V + 80 \times V = 45 \times 20$

[অর্থের মূল্য; V = V₁ = V ধরে]

বা, V × (100 + 80) = 900

বা, V × 180 = 900

ৰা, $V = \frac{900}{180}$

বা, V = 5

 \therefore V = 5

অর্থাৎ অর্থের মূল্য, V = 5; যা প্রদত্ত অর্থের মূল্য (10) এর অর্থেক। कार्जिंहे वना यारा, অर्थित यांशान द्विश्वाकारत वृष्टि পেनে অर्थित मृना দ্বিগুণাকারে দ্রাস পাবে।

প্রস্ন ▶৩৬ দীপা ও তুলি দুই বান্ধবী। লেখাপড়া শেষ করে দীপা এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিল যেটি দেশের মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে তুলিও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে যেটি প্রধানত জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পতি সবার কাছে ঋণ বিতরণ করে। */স্যার আশুতোষ সরকারি কলেল, চর্টগ্রাম l প্রশ্ন নং ১১/*

ক. অর্থের মূল্য কী?

খ, জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়— ব্যাখ্যা

গ, দীপা ও তুলি কি একই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর, তুলির চাকরিরত প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা দীপার চাকরিরত প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ক্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলে।

অর্থের চাহিদা ও আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, তাকে অর্থের চাহিদা বলে। এখন জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। আবার মানুষ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার জন্যও অর্থ জমা রাখে। তাই আয় বেশি হলে সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাও বাড়ে। কাজেই বলা যায়, জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়।

ত্র উদ্দীপকে উব্লিখিত দীপা ও তুলি আলাদা আলাদা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। দীপা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তুলি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এই ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো নোট প্রচলন করা এবং এর মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে স্কল্পমেয়াদি ঝণ দিয়ে থাকে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, দীপা যে ব্যাংকে কর্মরত, সেটি মুদ্রা বাজারের অভিভাবক এবং নোট প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। তাই সংজ্ঞানুসারে বলা যায়, দীপা যে ব্যাংকে কাজ করেন, সেটি দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে, তুলি যে ব্যাংকে চাকরি করেন, সেটি জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং স্কল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। তাই বলা যায়, তুলি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন। সূতরাং দীপা ও তুলি একই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে না। বরং আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে।

ত্র উদ্দীপকে তুলির কর্মরত ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি। নিচে উত্তরের সপক্ষে আমার যুক্তি দেওয়া হলো— বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বন্ধসুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে, অধিক সুদে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ আদায়, পরিশোধ স্থানান্তরসহ বিভিন্ন

ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।
উদ্দীপকে তুলির ব্যাংকটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও
পরিচালিত। এটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে
সহায়তা করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। অপরপক্ষে দীপার
ব্যাংকটি নোট ও মুদ্রা ছাপায় এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, যা কেন্দ্রীয়
ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাংকের চেয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত স্বল্পদ জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এক্ষত্রে এ ব্যাংক জনগণের আমানত দ্বারা তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। একই সাথে বিনিয়োগ বৃন্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেশের অর্থনীতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে দীপার কর্মরত ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা দেশের জন্য নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মূলধন গঠন বা ঘাটতি খাতে ঋণ সুবিধা প্রদান করে না। তবে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূতরাং এ কথা বলা যায় যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক উভয় ব্যাংকই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্ররা > ৩৭ কোনো একটি সমাজে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) 2000. বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি (V)5, ঋণপত্রের পরিমাণ (M') 1000. ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V')2 এবং লেনদেনের পরিমাণ (T) 1000. একক। বিশালনা আইডিয়াল কলেজ, বিনাগিও, ঢাকা । প্রায় বং ⇒

ক. কেন্দ্ৰীয় ব্যাংক কাকে বলে?

খ, অসীম বিহিত মূদ্রা দ্বারা যেকোনো বড় অঙ্কের লেনদেন কর যায় — ব্যাখ্যা করো।

গ. ফিশারের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে উদ্দীপক হতে অর্থের মূল্য নির্ণয় করো।

ঘ. অর্থের পরিমাণ ২ গুণ করলে দ্রব্যের দাম ২ গুণ এবং অর্থের মূল্য অর্থেক হবে কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর 🔨

ক যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ও সমগ্র ব্যাংকিং ষ্ক্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রত করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

বিনিময়ের যে মাধ্যম সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বিহিত মুদ্রা দুই প্রকার। যথা- সসীম বিহিত মুদ্রা ও অসীম বিহিত মুদ্রা। এই দু'ধরনের মুদ্রার মধ্যে অসীম বিহিত মুদ্রা দ্বার যেকোনো বড় অঙকের লেনদেন করা যায়।

বাংলাদেশে ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। এ মুদ্রা পরিশোধ করে আইনের মাধ্যমে জনগণ যত ইচ্ছা স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে পারে। এ ধরনের মুদ্রা দ্বার যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। তাই বলা যায়, অসীম বিহিত মুদ্রা দ্বারা যেকোনো বড় অঙ্কের লেনদেন করা যায়।

আর্থের মূল্য বলতে তার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে. তাই হলো তার মূল্য। ফিশারের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে উদ্দীপক হতে অর্থের মূল্য নির্ণয় করা হলো-

আরভিং ফিশার নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। ফিশারের বিনিময় সমীকরণটি হলো:

যেখানে, P = দামস্তর, M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ, V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি, M' = ঋণপত্রের পরিমাণ, V' = ঋণপত্রের প্রচলন গতি, T = দ্রব্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ।

ফিশারের মতে, দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত ও সমানুপাতিক। অর্থাৎ অর্থের মূল্য $V_m = \frac{1}{P}$ ।

উদ্দীপকের সমাজে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ, M = 2000 একক এবং বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি, V = 5 একক। ঋণপত্রের পরিমাণ, M' = 1000 একক এবং ঋণপত্রের প্রচলন গতি, V' = 2 একক। সমাজে মোট লেনদেনের পরিমাণ 100 একক। সুতরাং ফিশারের সমীকরণ অনুযায়ী দামস্তর

আবার, যেহেতু দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। সুতরাং অর্থের মূল্য,

$$V_m = \frac{1}{P} = \frac{1}{120} = 0.0083$$

অর্থাৎ, অর্থের মূল্য 0.0083 একক।

য অর্থের পরিমাণ 2 গুণ করলে ফিশারের তত্ত্ব অনুযায়ী দ্রব্যের দাম (P) 2 গুণ এবং অর্থের মূল্য (V_m) অর্ধেক হবে। অর্থের মূল্য বলতে তার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের (P) বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। ফিশারের তত্ত্বানুযায়ী অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয়, দামস্তরও সেই হারে সেদিকে পরিবর্তিত হয়; তাই অর্থের মূল্য একই হারে কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়।

ফিশারের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদা (PT) এবং যোগান (MV + M'V') সমান হয়। তার মতে, স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T) স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতি (V) এবং ঋণপত্রের প্রচলন গতি (V') স্থির থাকে। ফলে অর্থের পরিমাণ (M ও M') যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সে হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান 2 গুণ হলে দামস্তরও 2 গুণ হবে। আবার, যেহেতু দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত ও সমানুপাতিক, সেহেতু দামস্তর 2 গুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ইতোমধ্যে দামন্তর ও অর্থের মূল্য নির্ণয় করা হয়েছে। এর পরিমাণ যথাক্রমে 120 একক ও 0.0083 একক। এখন অর্থের যোগান অর্থাৎ বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) ও ঋণপত্রের পরিমাণ (M') 2 গুণ করলে অর্থাৎ যথাক্রমে 4000 একক ও 2000 একক হলে ফিশারের বিনিময় সমীকরণ অনুযায়ী দামস্তর

$$\begin{split} P &= \frac{MV + M'V'}{T} = \frac{(400 \times 5) + (2000 \times 2)}{100} = \frac{20000 + 4000}{100} \\ &= \frac{24000}{1000} = 240$$
 একক।
এবং অর্থের মূল্য, $V_m = \frac{1}{P} = \frac{1}{240}$

এবং অথের মূল্য,
$$V_m = \frac{1}{P} = \frac{1}{240}$$

= 0.0042 একক।

সুতরাং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, অর্থের পরিমাণ 2 গুণ করলে দ্রব্যের দাম 2 গুণ এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। উদ্দীপকের সমাজে শুরুতে দামস্তর ও অর্থের মূল্য ছিল যথাক্রমে 120 একক ও 0.0083 একক। কিন্তু অর্থের পরিমাণ 2 গুণ করার পর দামস্তর ও অর্থের মূল্য হয় যথাক্রমে 240 একক ও 0.0042 একক। অর্থাৎ দামস্তর 2 গুণ ও অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়েছে।

প্রশ্ন >৩৮ একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ : বিহিত অর্থের পরিমাণ (M) = 200 অর্থের প্রচলন গতি (V) = 10 ব্যাংক অর্থের পরিমাণ (M') = 100 ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি (V') = 5 লেনদেনের পরিমাণ (T) = 100

|कन्नवानात मतकाति करनज**।** श्रप्त नः ठ/

ক. মোবাইল ব্যাংকিং কী?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) নির্ণয় কর।

ঘ, ব্যাংক অর্থের পরিমান দ্বিগুণ করা হলে অর্থের মূল্যের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সেবার মাধ্যমে একজন গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

য অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেয়।

দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটের সময় বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঝণদানে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ প্রদান করে অথবা বন্ড ও সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দুর্দিনে তহবিলের যোগান দিয়ে থাকে। এরূপ ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

🗿 একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য দেয়া থাকলে অর্থনীতিবিদ ফিশারের প্রদত্ত অর্থের বিনিময় সমীকরণ থেকে দামস্তর (P) নির্ণয় করা সম্ভব।

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিমরূপ:

$$MV + M'V' = PT$$
 of $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

যেখানে M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V = অর্থের প্রচলিত গতি, M' = ব্যাংক অর্থের পরিমাণ, V' = ব্যাংক অর্থের প্রচলিত গতি T = লেনদেনের পরিমাণ এবং P = দামস্তর

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M' V'}{T}$$
= $\frac{200 \times 20 + 200 \times C}{200}$ [সমীকরণে মান বসিয়ে]
= $\frac{2000 + 000}{200} = \frac{2000}{200} = 20$

∴উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) = ২৫

যা অর্থের মূল্য বলতে তার ক্রমক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয়, দামস্তর ও সেই হারে সেইদিকে পরিবর্তিত হয়; তাই মুদ্রার মূল্যও একই হারে কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর ব্যাংক অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

পূর্বে ব্যাংক অর্থ (M) এর পরিমাণ ১০০ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ২৫০। এখন ব্যাংক অর্থ (M') এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০০ হওয়ায় (P) এর নিম্নোক্ত মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M' V'}{T}$$

$$= \frac{200 \times 20 + 200 \times C}{200} [সমীকরণে মান বসিয়ে]$$

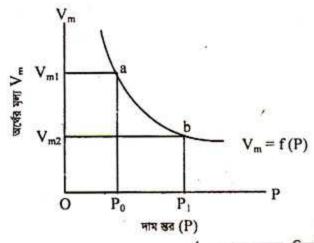
$$= \frac{2000 + 2000}{200} = \frac{2000}{200} = 200$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ২৫০ থেকে বেড়ে ৩০ হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি

পেয়েছে:
$$\frac{\alpha}{2\alpha} \times 200 = 20\%$$

দামস্তর ২০% বাড়ায় বলা যায় অর্থের মূল্য ২০% কমেছে। সুতরাং ব্যাংক অর্থের পরিমাণ বাড়ায় অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন ⊳৩৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



|यमनस्यास्न करनजः, त्रिरमर्छै । अञ्च नः ८/

- क. मुमार मृना वनाट की वाय?
- খ. দ্রব্যমূল্যই অর্থমূল্যকে প্রভাবিত করে?
- উদ্দীপকের চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করে।
- ঘ. অর্থের মূল্য Vm_1 থেকে Vm_2 হলে বাজার ব্যবস্থায় কোনোরূপ প্রভাব পড়বে কি না, তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়।

অর্থমূল্য অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে নির্দেশ করে বলে দ্রব্যমূল্য অর্থমূল্যকে প্রভাবিত করে। যখন দ্রব্যমূল্য কমে তখন একই একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য বাড়ে। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লে এক একক অর্থ দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় বলে সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে। তাই বলা যায়, দ্রব্যমূল্যই অর্থমূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

সুদের হার কম হলে অর্থের ফটকা চাহিদা বেশি হয়, কারণ তখন নগদ অর্থ ধার দিয়ে আয় অপেক্ষা ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত হার বেশি হয়। কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে।

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাই হলো মুদ্রার ফটকা চাহিদা। অর্থের ফটকা চাহিদা বাজার সুদের হারের ওপর নির্ভর করে। বাজারে সুদের হার বেশি হলে ফটকা অর্থের চাহিদা কম হয়; কারণ তখন ঋণপত্রে থেকে প্রাপ্ত মুনাফা অপেক্ষা অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়। সুতরাং বলা যায়, সুদের হার হ্রাস পেলে অর্থের ফটকা চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

 উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটিতে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে তার মাধ্যমে আসলে অর্থনীতিবিদ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বানুযায়ী, 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়' অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক হয় সমমুখী ও সমানুপাতিক এবং অর্থের মূল্যের সাথে সম্পর্ক হয় বিপরীতমুখী। সুতরাং তত্ত্বানুসারে বলা যায়, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট সময় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। এ অবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ এবং অর্থের মূল্য অর্থেক হবে। আবার অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর হবে অর্ধেক এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। সূতরাং বলা যায়, ফিশারের তত্ত্বানুযায়ী, দামস্তর ও অর্থের মূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। প্রদত্ত চিত্রে অর্থের মূল্য ও দামস্তরের মধ্যে এমন সম্পর্কই প্রকাশ পায়। চিত্রে দেখা যায়, দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হলে অর্থের মূল্য V_{m2} থেকে বেড়ে V_{m1} হয়। সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে ফিশারের বিনিময় তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে।

য অর্থের মূল্য V_{m1} থেকে V_{m2} হলে বাজার ব্যবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

ৰাজারব্যক্তথা বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত ঘারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আর নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় চলে। এ অবস্থায় বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমবে। তখন চাহিদা কমলে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হবে। ফলে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের কিছু অংশ অবিক্রীত থেকে যাবে। এতে বিক্রেতাদের ক্ষতি হবে; কারণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় কিংবা যোগান দেয়া হয়, বিক্রি করে লাভ করার জন্য। এ অবস্থায় অবিক্রীত দ্রব্য বিক্রি ও পুরাতন ক্রেতাদের ধরে রাখার জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম কমবে। এ অবস্থায় পুরাতন চাহিদা ও নতুন যোগানের সমতাস্থলে আবার নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

উপরে উল্লিখিত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্রে অর্থের মূল্য Vm_1 থেকে কমে Vm_2 হলে, দামস্তর P_1 থেকে বেড়ে P_2 হবে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমায় দামস্তর বাড়বে। তখন চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নতুন ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

সুতরাং বলা যায়, অর্থের মূল্য Vm_1 থেকে Vm_2 হলে বাজারব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে। এ প্রভাব দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

প্রস্ন ▶ ৪০ নিম্নের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ:

Y = C + I + G

I = 30.G = 70

C = 50 + 0.8Y
ক. GDP-এর সংজ্ঞা দাও।
খ. সঞ্চয়ের ওপর বিনিয়োগ নির্ভরশীল হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অঙকন করো।
ঘ. সরকারি ব্যয় আরো ৫০ টাকা বৃদ্ধি করলে পরিবর্তিত আয় ও ভোগ নির্ণয় করো।

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।

য বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল।

আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে। আর এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বলে। মূলত সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের সৃষ্টি। অন্যান্য অবস্থা স্থির এবং দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে মানুষের সঞ্চয় বাড়বে ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়বে। আবার ফলপ্রসূ বিনিয়োগ সম্ভব হলে উৎপাদন, আয় ও সঞ্চয় বাড়বে। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত ভোগ সমীকরণের আলোকে নিচে ভোগ রেখা অঙকন করা হলো। এ রেখা অঙকন করার জন্য y-এর বিভিন্ন মানের জন্য C-এর মান নির্দেশ করে একটি ভোগ সূচি তৈরি করা হলো এবং তার ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙকন করা হলো—

	Y		C = 50 + 0.8 Y	
	100		130	
	200		210	
300			290	
	400		370	
*2	Y 370 290 210		C=50+0.8y	383

জাতীয় আয়

প্রদত্ত চিত্রে, ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। যখন, Y = 100, তখন, C = 130 যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার, Y = 200, 300 ও 400 অবস্থায় C হয় যথাক্রমে 210, 290 ও 370 যা b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত এখন জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয় নির্দেশক বিন্দু গুলো যুক্ত করে C রেখাটি টানি। এটিই হলো উদ্দীপকের আলোকে প্রাপ্ত ভোগ রেখা।

য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আয়ের পরিবর্তন হয়, আর আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগেরও পরিবর্তন হয়। নিচে বিষয়টি বর্ণনার মাধ্যমে উদ্দীপক অনুসারে পরিবর্তিত আয় ও ভোগ নির্ণয় করা হলো— ভারসাম্য জাতীয় আয়, Y = C + I + G

বা, Y = 50 + 0.8Y + 30 + 70 [মান বসিয়ে পাই]

বা, Y - 0.8Y = 150

বা, Y (1-0.8) = 150

বা, 0.2P = 750

∴ Y = 750

আয় Y = 750 ভোগ সমীকরণে বসিয়ে ভোগ পাই,

C = 50 + 0.8Y

=50+0.8(750)

=50+600

=650

এখন, সরকারি ব্যয় (G) = 70 টাকা। এই ব্যয় আরো 50 টাকা বৃদ্ধির ফলে নতুন সরকারি ব্যয় (G) হবে = 70 + 50 = 120 টাকা। এই অবস্থায় নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে.

Y = C + I + G

 \P , Y = 50 + 0.8Y + 30 + 120

বা, Y - 0.8Y = 200

বা, 0.2P = 200

বা, Y = 1000

.. Y = 1000

এখন সরকারি ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত আয় (Y) = 1000, ভোগ সমীকরণে বসিয়ে পরিবর্তিত ভোগ পাই

C = 50 + 0.8Y

=50+0.8(1000)

= 850

সুতরাং বলা যায়, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আয় ও ভোগ উভয়েরই পরিবর্তন হয়।

প্রা ► 85 নিমের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
মি. করিম একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যাকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।
তার ভাই মি. সালাম অপর একটি ব্যাংকে চাকরি করেন, যা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মদ্যমেয়াদি ঋণদান করে।

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর বিশ্লা বাং ৪/

ক. অর্থের মূল্য কী?

খ. মুদ্রা কী শুধু 'বিনিমরে মাধ্যম' হিসেবেই কাজ করে?

গ. মি. করিমের ব্যাংকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করো।

ঘ. মি. করিম ও মি. সালাম কী ধরনের ব্যাংকে কাজ করেন? বিশ্লেষণ করো।

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়।

মুদ্রা হলো সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম।
বর্তমানে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বহুল প্রচলিত। এটি ছাড়াও
আরো অন্যান্য কাজ যেমন মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন, স্থাণিত
লেনদেনের মান, মূল্য স্থানান্তরের বাহন, ঋণের ভিত্তি হিসেবে ও কাজ
করে। তাই মুদ্রা কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে না।

মি. করিম যে ব্যাংকে কাজ করেন তা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করা হলো— প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করা। দেশের অভ্যন্তরে নোট চালু করার একচেটিয়া অধিকার বাংলাদেশে উপর ন্যন্ত করা হয়েছে। এজন্য ব্যাংকটি প্রচলিত নোট মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে এ ব্যাংক দেশে মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিময় হার নির্ধারণ এবং বাণিজ্যিক ও অন্যান্য

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। তৃতীয়ত, মুদ্রা সরবরাহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকর দেশে দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান নীতির পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যম কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার নীতি, ব্যাংক হার নির্ধারণ, ঋণের বরাদ্দকরণ, নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

মি. করিমের ব্যাংকটি উপরিউল্লিখিত কাজগুলো ছাড়াও জনকল্যাণে আরও অনেক কাজ সম্পাদন করে থাকে।

য উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. করিম কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এবং মি. সালাম বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এই ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো— নোট প্রচলন করা এবং এর মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে রাখে এবং চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এ ব্যাংকের কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. করিম যে ব্যাংকে কাজ করেন, সেটি মুদ্রা বাজারের অভিভাবক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। এটি দেশের নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী হওয়ায় মি. করিমের ব্যাংকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে, তাঁর ভাই মি. সালাম যে ব্যাংকে চাকরি করেন তা জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বন্ধ ও মধ্যমেয়াদি ঋণদান করে। তাই মি. সালামের ব্যাংকটিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. করিম ও মি. সালাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করেন। যা একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন।

প্রন ▶ 8২ মুদ্রা আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মুদ্রা কেবল বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে না, এটি মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন। মানুষের সামাজিক ও মনস্তান্ত্রিক জীবনেও এর ভূমিকা কম নয়।

(সরকারি বরিশাল কলেজ । প্রশ্ন নং ৭/

ক. মুদ্রা কী?

খ. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ।

গ. মূল্যের পরিমাপক ও সম্প্রয়ের বাহন হিসেবে মুদ্রার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

 ঘ. 'বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে করেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময়'—এ উক্তিটি মূলায়ন করে।

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকেই বিহিত মুদ্রা বলা হয়।

ব্ব যে মুদ্রা দেশের জনসাধারণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে। বিহিত মুদ্রা বলে।

বাংলাদেশ সরকার ও সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব অর্থ প্রচলন করেছে সেগুলো বিহিত মুদ্রা হিসেবে পরিচিত। এসব মুদ্রা বাংলাদেশের নাগরিকগণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে। গ্রহণের সীমার দিক থেকে বিহিত মুদ্রাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— অসীম বিহিত মুদ্রা এবং সসীম বিহিত মুদ্রা।

া মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে মুদ্রার কার্যাবলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল এবং দীর্ঘকালে সংরক্ষণ উপযোগী না হওয়ায় সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থকেই অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। আবার এমন কিছু দ্রব্য আছে (য়র্ণ, র্পা) যেগুলো মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটে। এমতাবস্থায় সঞ্চিত দ্রব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে অর্থের মূল্যের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকায় সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থকেই অধিক নিরাপদ ও সুবিধাজনক বলা যায়। তাই অর্থ সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট বাহন হিসেবে কাজ করে।

আবার দ্রব্য বিনিময় প্রথায় মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মানদণ্ড না থাকার বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। কিন্তু অর্থ সকল দ্রব্য, সেবা বা সম্পদের মূল্য পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করায় বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও লেনদেন-সহজতর হয়েছে। কাজেই বলা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট বাহন ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করায় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে।

য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে করেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। নিচে উক্তিটি বিশ্লেষণ করা হলো—

মুদ্রার প্রচলনের ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথার প্রধান সমস্যা তথা অভাবের অমিল সমস্যাটি দূর হয়েছে। ফলে ব্যবসায়িক লেনদেন সহজ, নিরাপদ ও গতিশীল হয়েছে। তাছাড়া যেকোনো দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, সমাজে প্রতিটি মানুষের অবস্থান, সামাজিক মান-মর্যাদা, প্রতিপত্তি সবক্ছুই এখন অর্থের মানদন্ডে নির্ধারিত হয় যা বিনিময় প্রথার মাধ্যমে কঠিন ছিল। আবার, অর্থের মাধ্যমে সহজেই সঞ্চয় করা যায়, কারণ এটি অধিকতর স্থায়ী ও নিরাপদ।

অতীতে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় অর্থাৎ মুদ্রা আবিষ্কারের পূর্বে অভাবের অমিল, দ্রব্যের আভিজাত্যতা, মূল্য পরিমাপে অসুবিধা, সঞ্চয়ের অসুবিধা ইত্যাদির কারণে সাধারণ মানুষকে অনেক কন্ট, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার শিকার হতে হতো। কালক্রমে মুদ্রার প্রচলনের পর এসকল সমস্যা দূর হওয়ার মানুষের জীবনধাত্রা তথা সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সহজ, সরল ও গতিশীল হয়ে ওঠে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আবিষ্কৃত বস্তুটি তথা মুদ্রা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যাবলিকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। ফলে বর্তমান অর্থনীতি অতীতের তুলনায় অনেক গতি লাভ করেছে।

প্রর ▶৪৩ আরাফাত বিবিএ-এর একজন ছাত্র। সে তার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেছে নিল। সেখানে কাজ করতে গিয়ে সে জানতে পারল, একটি দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে, যেটি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তালিকাভুক্ত করে ঋণদান ও বিভিন্ন সময়ে উপদেশ দিয়ে থাকে।

[अतकाति नतिभाग करमः । अश नः ४/

- ক, ঋণ নিয়ন্ত্রণের পন্ধতি কয়টি?
- ক্লিয়ারিং হাউজ সম্পর্কে লিখ।
- গ. আরাফাত উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকের কী কী বৈশিষ্ট্য জানতে পেরেছে তা লিখ।
- ঘ. আরাফাত উক্ত ব্যাংকের যে কার্যাবলি তুলে ধরেছে তা ব্যাখ্যা করো।

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি দুটি। যথা- ১. পরিমাণগত পদ্ধতি ও ২. গুণগত পদ্ধতি।

ক্লিয়ারিং হাউজ এর আভিধানিক অর্থ 'নিষ্পত্তি স্থল।'
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের
নিষ্পত্তি স্থলকে নিকাশঘর বা ক্লিয়ারিং হাউজ বলে। এ ব্যবস্থার
মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ তাদের মধ্যকার সব দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে
থাকে। পৃথিবীর সব দেশেই এ নিকাশঘর ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতিটি
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে ব্যাংকিং
ব্যবস্থা তথা আর্থিক লেনদেন আরো গতিশীল হয়। বাংলাদেশে এ
দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

া উদ্দীপকের আরাষ্টাত ইন্টার্নশিপের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেছে নেয়। এ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো। মুদ্রা বাজারের শীর্ষে থেকে দেশের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে যে, ব্যাংক, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রা বা নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার ভোগ করে যা অন্য কোনো ব্যাংকের নেই। এ দ্বারা দেশে ঋণের

সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের পক্ষে

লেনদেনের কাজ নিয়ন্ত্রণ, সরকারকে অর্থসংক্রান্ত উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। যেহেতু সরকারের জন্য কাজ করে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফ সর্বোচ্চকরণ নয়; বরং জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণই এর প্রধান লক্ষ্য। উদ্দীপকের আরাফাত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ইন্টার্নশিপ করতে গিয়ে উপরিউন্থ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষ করে।

দেশের অর্থবাজারের প্রধান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হতে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর ও গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো একটি দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক। একটি দেশে একটি মাত্র ব্যাংক থাকে যা দেশের স্বার্থে শক্তিশালী মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সদা তৎপর থাকে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা দেয় ও তাদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পূর্ণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাই সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে ও নির্ধারণে এ ব্যাংক বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া এ ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

উপরিউক্ত কার্যক্রমগুলো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ, নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

প্রনা ▶88 একটি অর্থনীতির মুদ্রাবাজার সম্পর্কিত তথ্য নিম্নর্প মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ = 800 অর্থের প্রচলন গতি = ২০

অবের প্রচেশন গাও = ২০ ব্যাংক মানুর পরিমাণ — ১০

ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ = ২০০

লেনদেনের পরিমাণ = ২০০ /সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম 🕽 প্রশ্ন নং ৬/

ર

- ক. বিহিত মুদ্রা কী?
- খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রার যোগানকৈ প্রভাবিত করে?

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনগত বাধ্য থাকে তাই হলো বিহিত মুদ্রা।

যা ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে মুদ্রার যোগান কমাতে চায় তখন ঋণের পরিমাণ কামোনার জন্য ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ দিতে হয় বলে তারা তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদহার বাড়ায়। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতারা কম পরিমাণ ঋণ নিলে অর্থের যোগান কমে যায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে মুদ্রার যোগান বাড়াতে চেয়ে ব্যাংক হার কমিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কম সুদের হারে অধিক ঋণ দিতে সাহায্য করে।

ট্রনীপকে একটি দেশের অর্থবাজার সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া আছে এবং তার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ ফিশার প্রদত্ত অর্থের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর (P) নির্ণয় করা হলো।
আমরা জানি,

ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিম্নরূপ:

MV + M'V' = PT বা $P = \frac{MV + M'V'}{T}$ যেখানে M =মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V =মুদ্রার প্রচলন গতি, $M' = ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ, \ V' = ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি, \ T = লেনদেনের পরিমাণ এবং \ P = দামস্তর ।
এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত
তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—
<math display="block">P = \frac{MV + M'V'}{T}$ $= \frac{800 \times 20 + 200 \times 20}{200}$ $= \frac{b,000 + 8,000}{200} = \frac{32,000}{200} = 60$

∴ উদ্দীপকের আলোকে নির্ধারিত দামস্তর (P) = ৫০।

মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মুদ্রার মূল্য কমবে। অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক বিপরীত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হয়, দামস্তরও সেই হারে সেদিকে পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় তাই মূল্যর মূল্য একই হারে, কিন্তু বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর বিহিত মূল্যর পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো: পূর্বে বিহিত মূল্য (M) এর পরিমাণ ৪০০ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন বিহিত মূল্য (M) এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮০০ হওয়ায় P এর নিম্নোক্ত নতুন মান পাওয়া যায়:

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$
= $\frac{b00 \times 20 + 200 \times 20}{200}$
= $\frac{26,000 + 8,000}{200} = \frac{20,000}{200} = 200$

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ৫০ থেকে বেড়ে ২০০ হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি

 $\frac{80}{50} \times 200 = 56.59\%$

দামস্তর ৬৬.৬৭% বাড়ায় বলা যায়, মুদ্রার মূল্য ৬৬.৬৭% কমেছে। সুতরাং বিহিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় মুদ্রার মূল্য কমেছে।

প্রশ্ন ▶৪৫ 'A' দেশের মুদ্রাবাজার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:
A দেশের বিহিত মুদ্রার পরিমাণ (M) = ৩০০ কোটি, ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা
(M') = ২০০ কোটি, উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলন গতি (V I V' = 10,
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T) = 100 একক।

|निएत एक करनज, यग्नयनिश्व | अञ्च नः ४/

ক. কেন্দ্ৰীয় ব্যাংক কী?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পশ্বতিসমূহ লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর নির্ণয় করো।

বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্যের ওপর কী প্রভাব
পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক, যেটি দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো হলো— ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি, খোলা বাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন ব্যাংক হার বাড়ায়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রদানযোগ্য ঋণের ওপর সুদ বাড়ে। তখন ঋণের চাহিদা কমলে ঋণের পরিমাণও কমে যায়। এতে জনগণের হাতে অর্থের যোগান হ্রাস পায় বিপরীত অবস্থায় কেন্দ্রীয ব্যাংক, ব্যাংক হার কমিয়ে দেয়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় ও নগদ জমার অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

শ্র উদ্দীপকে একটি দেশের অর্থ বাজার সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া আছে এবং তার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ ফিশার প্রদত্ত অর্থের বিনিময় সমীকরনের সাহায্যে দামন্তর নির্ণয় করা হলো।

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি নিম্নর্প : MV + M'V' = PT

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে,

M = মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

V = মুদ্রার প্রচলন গতি

M'= ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ

V' = ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন গতি

P'= দামস্তর

এখন ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{900 \times 30 + 300 \times 30}{300}$$

$$= \frac{9000 + 3000}{300}$$

= 00

∴ উদ্দীপকের আলোকে নির্ধারিত দামস্তর (P) = ৫০।

যা নোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মুদ্রার মূল্য কমবে। অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসেবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক বিপরীত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সেই হারে সেদিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

পূর্বে বিহিত মুদ্রা (M) এর পরিমাণ ৩০০ কোটি হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন বিহিত মুদ্রা (M) এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০০ হওয়ায় P এর নিম্নাক্ত নতুন মান পাওয়া যায়—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$\frac{600 \times 50 + 600 \times 50}{500}$$

$$= \frac{6000 + 6000}{500}$$

- 00

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ৫০ থেকে বেড়ে ৮০ হওয়ায়, দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০
৫০ × ১০০ = ৬০%। দামস্তর ৬০% বাড়ায় বলা যায়, মুদ্রার মূল্য ৬০% কমেছে। কাজেই বিহিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় মুদ্রার মূল্য কমে।

প্রস্ন ▶ 88 একটি দেশের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, দেশে প্রচলিত বিহিত মুদ্রার পরিমাণ ২০০; বিহিত মুদ্রার প্রচলিত গতি ১০; ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ ১০০, ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের প্রচলন গতি ৫ এবং দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০। সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা । প্রশ্ন বং ৬/

ক. বিহিত মুদ্রা বলতে কী বোঝায়?

খ. অর্থের যোগানের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক কীর্প- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের অর্থনীতির দামস্তর নির্ণয় করো।

ঘ, উদ্দীপকের অর্থনীতির কেবলমাত্র বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দামস্তর নির্ণয় করে এর ফলাফল ব্যাখ্যা করে। 8

কু বাঁবসায়িক লেনদেনে জনগণ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

য অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের মতে, অর্থের পরিমাণ বা যোগানের ওপরই অর্থের মূল্য নির্ভর করে এবং অর্থের যোগানের পরিবর্তন হলে অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী। অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে কমে। আর অর্থের যোগান যে হারে কমে অর্থের মূল্যও ওই একই হারে বাড়ে। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

া উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে অর্থনীতির দামস্তর নির্ণয় করা হলো-

আমরা জানি, ফিশারের সম্প্রসারিত বিনিময় সমীকরণটি হলো:

$$MV + M'V' = PT \operatorname{d} P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

যেখানে M = xমাট বিহিত অর্থের পরিমাণ, V = xর্থের প্রচলন গতি, M' = x্যাংক অর্থের পরিমাণ, V' = x্যাংক অর্থের প্রচলন গতি, X' = x

এখানে ফিশারের বিনিময় সমীকরণে অর্থবাজার সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যসমূহের মান বসিয়ে পাই-

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$
=\frac{200 \times 10 + 100 \times 5}{50} [সমীকরণে মান বসিয়ে]
=\frac{2000 + 500}{50}
=\frac{2500}{50}
= 50

∴ P = 50

উদ্দীপকের আলোকে দামস্তর (P) 50

যা মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে মুদ্রার মূল্য কমবে। অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। সে হিসাবে এক একক অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তাই হলো তার মূল্য। অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক বিপরীত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ বা যোগান যে হারে এবং যে দিকে পরিবর্তিত হয়। দামস্তরও সেই হারে সেদিকে পরিবর্তিত হয়। এমন ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থের মূল্যের ওপর বিহিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রভাব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

পূর্বে বিহিত M মুদ্রার পরিমাণ ২০০ হওয়ায় দামস্তর (P) নির্ধারিত হয়েছিল ৫০। এখন বিহিত বিহিত মুদ্রা (M) এর পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০০ হওয়ায় (P) এর নতুন মান পাওয়া যায়।

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{800 \times 30 + 300 \times C}{CO} [সমীকরণে মান বসিয়ে]$$

$$= \frac{8000 + COO}{CO}, = \frac{8COO}{CO} = 50, \therefore P = 50$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (P) ৫০ থেকে বেড়ে ৯০ হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি

পেয়েছে:
$$\frac{80}{40} \times 300 = 60\%$$

দামস্তর ৮০% বাড়ায় বলা যায়, মুদ্রার মূল্য ৮০% কমেছে। সুতরাং বিহিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় মুদ্রার মূল্য কমেছে।

প্রশ্ন ▶ 89 'X' দেশের অর্থনীতিতে, ভোগ অপেক্ষক, C = 100 + 0.5Y বিনিয়োগ ব্যয়, I = 200 এবং সরকারি ব্যয়, G = 300

(जिका मिछि करमज । अन्न नः के/

ক. প্ররোচিত বিনিয়োগ কী?

খ. GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর ও চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে সরকারি ব্যয় (G) হ্রাস করে ২০০ করা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? — ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মূলত আয়ের স্থাস-বৃদ্ধি দ্বারা যে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয়, তাকে প্ররোচিত বিনিয়োগ বলে।

খ GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

GDP-তে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের কথা বলা হয় এবং সেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশিদের মূলধন ও বিনিয়ােশ্রজনিত অবদান থাকে। অন্যদিকে GNP এর ক্ষেত্রে কেবল দেশের নিষ্কৃষ্ণ জনগণের অবদান রয়েছে। এছাড়াও GNP তে GDP অন্তর্ভুক্ত। তাই GDP এর তুলনায় GNP একটি প্রসারিত ধারণা। GNP ও GDP কখনো সমান আবার কখনো অসমান হয়। এই অসমতার কারণ হিসেবে রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের ব্যবধানকে উল্লেখ করা যায়। এজন্যই GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

ব একটি তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে যে স্তরে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় (C), মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হয়, সে স্তরের আয়কেই ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে। উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিচে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হলো।

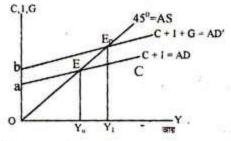
এখন, ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের সূত্রানুসারে,

$$Y = C + 1 + G$$

 $Y = 100 + 0.5Y + 200 + 300$
বা, $Y - 0.5Y = 600$
বা, $0.5Y = 600$

∴ Y = 1200 ∴ এটিই ভারসাম্য জাতীয় আয়

ভারসাম্য অর্জনের ধারণাটি নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে, ভোগ ও বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে E বিন্দুতে প্রাথমিক ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। যদি তখন অর্থনীতিতে বেকারত্ব বিদ্যমান থাকে তখন সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে। এ অবস্থায় C+I+G এর সাপেক্ষে E_0 বিন্দুতে AS কে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর Y_1 এ নির্ধারিত হয়।

সূতরাং E বিন্দুতে ভারসাম্য জাতীয় আয়কে পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে।

য সরকারি ব্যয় হ্রাস পেলে আয়ের পরিবর্তন হয়, আর আয় হ্রাস পেলে ভোক্তারও আয় পরিবর্তন হয়।

একটি তিন খাত বিশিষ্ট বন্ধ অর্থনীতিতে মোট ভোগ ব্যয় (C). মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I) ও সরকারি ব্যয় (G) এর সমষ্টি জাতীয় আয় (Y) এর সমান হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়েছে 1200 টাকা। এখন, পূর্বের সরকারি ব্যয় (300) ফ্রাস করে 200 করা হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় নতুনভাবে নিরূপণ করা হলো— Y = C + I + Gat, Y = 100 + 0.5Y + 200 + 200at, Y = -0.5Y = 500

বা, 0.5Y = 500 বা, Y = 1000

 $\therefore \bar{Y}_1 = 1000$

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় $\bar{Y}_1 = 1000$ টাকা $< \bar{Y} = 1200$

.. সরকারি ব্যয় হ্রাস পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হ্রাস পাবে।

প্রন > ৪৮ বিশ্বের প্রতিটি দেশেই উৎপাদন কাঠামোর সাথে অর্থের যোগান সামঞ্জস্য রাখার জন্য একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এজন্য ব্যাংকটি দেশের বিদ্যমান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পন্ধতি গ্রহণ করে, যথা– ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, রিজার্ভের হার পরিবর্তন, ঋণের রেশনিং, ভোগ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ, প্রচারণা ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা যা ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পন্ধতি নামেও পরিচিত। উল্লিখিত দৃটি পন্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যেক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করলেও কার্যকারিতার দিক থেকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পন্ধতিকে অনেকেই দক্ষ বলে মনে করে।

| अत्रकाति (वर्गम (तारकमा करनज, तः भुत । श्रम नः ১১/

क. মোবাইল ব্যাংকিং की?

খ. মুদ্রার উল্লেখযোগ্য দৃটি কাজ লিখ।

গ. উদ্দীপক অবলম্বনে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি পৃথক কর।

 ঘ. 'পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্তরণ পত্থতি অপেক্ষা গুণগত ঋণ নিয়ন্তরণ পত্থতি অধিক দক্ষ'— বিশ্লেষণ কর।
 ধ

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোবাইল ব্যাংকিং হলো এক প্রকার পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা তার ব্যবহৃত মোবাইল ডিভাইস দ্বারা SMS এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারে।

খ মুদ্রার উল্লেখযোগ্য দুটি কাজ হলো—

বিনিময়ের মাধ্যমে: অর্থের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থই বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। তাই এর দ্বারা যে কোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়।

মূল্যের পরিমাপক: দ্রব্য বিনিময় প্রথায় মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মানদণ্ড না থাকায় বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। কিন্তু অর্থ সকল দ্রব্য, সেবা বা সম্পদের মূল্য পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে বিধায় বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও লেনদেন সহজতর হয়েছে।

পরিক্রিপকে ঋণ নিয়ন্ত্রপের পরিমাণগত পদ্ধতি বলতে ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, রিজার্ভের হার পরিবর্তনকে বোঝায়। অন্যদিকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে, ঋণের রেশনিং, ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচারণা ও প্রত্যক্ষ আদেশকে বোঝায়।

১. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি: বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারের সাথে ব্যাংক হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাংক হার এবং সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রদানযোগ্য ঋণের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারও বৃদ্ধি পায়, ফলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়।

খোলা বাজার নীতি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যে নীতির মাধ্যমে ঋণ-পত্রের ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়, তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

নগদ জমার হার পরিবর্তন; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট হারে আমানতের যে অংশ জমা রাখতে হয়, তাকে নগদ জমার হার বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণপ্রদানের পরিমাণ কমাতে চায়, তখন এ নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়। ২. গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণের রেশনিং : নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ স্থির করে দেয়। প্রত্যেক আবেদনকারী কী পরিমাণ ঋণ পাবে, ঋণদানের ক্ষেত্রে কোনো পরিমাণগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কি-না, জামানতের বিপরীতে কী পরিমাণ ঋণ পাবে এসব কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে।

ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানে অনেক দেশে স্থায়ী ভোগদ্রব্য ক্রয়ের জন্য কিন্তিতে দাম পরিশাধের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তির সংখ্যা বেশি হলে, দাম পরিশোধের সময় বেশি প্রদান করলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যক্ষ আদেশ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু মুদ্রাবাজারের শীর্ষে অবস্থান করে, তাই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণদান সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মানতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে বিভিন্ন শান্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

ঘ পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অপেক্ষা গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দক্ষ' —কথাটি যথার্থ বলে আমি মনে করি। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো— অ পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণদাতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ পন্ধতির দ্বারা সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ পদ্ধতিতে ঝুঁকি আছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে গিয়ে দেশে মন্দা চলে আসতে পারে। কারণ এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণ গ্রহীতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ পন্ধতির দ্বারা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব্ সামগ্রিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কমে না বরং ক্ষেত্র বিশেষে ভোগ কমতে পারে। তাই মুদ্রাস্ফীতি আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরবর্তীকালে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা যুক্তরাশ্ট্রে লক্ষ্য করা যায়। এ পদ্ধতির সাহা<mark>য্যে</mark> কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাত শক্তিশালী হয়। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে অনুরত দেশে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কোন পন্ধতির কার্যকারিতা অধিক, এর উত্তরে বলা যায়, পন্ধতি দুটি একে অপরের প্রতিযোগী নয়। দুটি পন্ধতির সমন্বয়েই ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্য

প্রদা ▶ 8৯ একটি দেশে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ M = ১০০০০। ব্যাংকে সৃষ্ট মুদ্রা M₁ = ৫০০০ উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলন গতি ২ এবং ক্রয় বিক্রয়ের দ্রব্যের পরিমাণ T = ১০০। /গ্রাদন্দ মোহন কলেল, মামনাসিংহ । প্রশ্ন নং ১০/

সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়। তবে সংগ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের উপর পন্ধতি দুটির

क. भूषा की?

তুলনামূলক কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

খ. ব্যাংক হার কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে?

গ. উদ্দীপক হতে দামস্তর নির্ণয় কর।

2

 ঘ. যদি উভয় প্রকার অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়, দামস্তারের ওপর কী প্রভাব পড়বে— ব্যাখ্যা কর।

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও সকলের নিকট সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাকেই মুদ্রা বলা হয়।

ব্যাংক হারের পরিবর্তন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকা হার বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি ব্রাস করতে পারে। ব্যাংকগুলো ঋণপত্রের খরচ বেশি পড়ে বিধায় বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কম ঋণ গ্রহণ করে। ফলে তাদের ঋণ প্রদান ক্ষমতা সংকোচিত হয়ে আসে। এমতাবস্থায় বেসরকারি ভোগ ও বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস হেতু সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। মূল্যস্তর হ্রাস পায়। অর্থাৎ ব্যাংক হার বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে।

গ সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের গ এর উত্তর দেখ।

য সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের ঘ এর উত্তর দেখ।



অধ্যায়–১০: মুদ্রা ও ব্যাংক ৩৫৪. মুদ্রার যোগানের উপাদান নয় কোনটি? (জ্ঞান) 📵 জনগণের হাতের মুদ্রা ৩৪৩. বিক্রেতা কোন দ্রব্যের মাধ্যমে কী গ্রহণ করে? ভাহিদা আমানত (জ্ঞান) [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, গ্ৰ ঋণপত্ৰ ঢাকা মেয়াদি আমানত 🚳 চেক 📵 সম্মান 例 মুদ্রা 🔞 ধাতব 🚳 ৩৫৫. মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব কে প্রদান করেন? (জ্ঞান) ৩৪৪. মুদ্রা কী? (জ্ঞান) [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, কিং ফিশার আরভিং পিসার মতিঝিল, ঢাকা] আরভিং ফিশার ত্ব আরভিং ফিচার বিনিয়োণের মাধ্যম দেনা-পাওনা ৩৫৬. অধ্যাপক ফিসারের বিনিময় সমীকারণ হলো-পি বিনিময় প্রথা খ ক্রয় ক্ষমতা (জ্ঞান) [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, টাকা] ৩৪৫. সবচেয়ে তরল সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান) [নিউ গড MV=PT M=P ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী] MIVIY=PT (1) Y=C 🕸 জমি বাড়িঘর ৩৫৭. MV = PT সমীকারণটি উপস্থাপন করেন কে? প্রপ্রাতি 📵 টাকা পয়সা 0 (জ্ঞান) [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা] ৩৪৬. বিহিত মুদ্রা কী? (জ্ঞান) 🚳 রবাটসন 📵 আরভিং ফিশার কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রা জ জি.ক্রাউথার 📵 কেইনস্ ঝণ পরিশোধের টাকা ৩৫৮. M = 2000, V = 2, T হলে P = ? (জ্ঞান) ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা] বিদেশ থেকে আগত অর্থ ৩৪৭. বিহিত মুদ্রা কত প্রকার? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল ৩৫৯. ফিশারের বিনিময় সমীকরণের PT দ্বারা কী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা বুঝানো হয়েছে? (জ্ঞান) [বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ] 30 ⊕ ২ **9** 8 (B) (B) 🐵 অর্থের চাহিদা ৩৪৮. কোনটি বিহিত মুদ্রা? (জ্ঞান) [ঢাকা সিটি কলেজ] ভামস্তর ক্ত ব্যাংক চেক 📵 নগদ অর্থ প্রত্থের যোগান **ল** প্রাইজবন্ড ব্যাংক ড্রাফট সঞ্জিত মুদ্রার পরিমাণ ৩৪৯. সরকারি আইন দ্বারা যে মুদ্রা প্রচলিত তাকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? (জ্ঞান) কোন মুদ্রা বলে? (জ্ঞান) কি ব্যাংক অব বাংলাদেশ প্রতীক মুদ্রা প্রামাণিক মৃদ্রা শেষ্টি ব্যাংক অব বাংলাদেশ প্রিচ্ছিক মুদ্রা 📵 বিহিত মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক ৩৫০. রহিম করিমের কাছে ১০ হাজার টাকা পাবে। করিম তাকে ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা ও ৩৬১. যুক্তরাশ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? (জ্ঞান) ৫ টাকার ধাতব মূদ্রা দিয়ে মোট টাকাটা দিলো। [বেগম বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা] কিন্তু রহিম তা প্রত্যাখ্যান করলো। তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক দি মিডল্যান্ড ব্যাংক এগুলো কোন মুদ্রা? (প্রয়োগ) খারাপ মুদ্রা পুরানো মুদ্রা ত্ত ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম প্রসীম বিহিত মুদ্রা ব্র অচল মুদ্রা ৩৬২: কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংক ৩৫১, বাংলাদেশে কোন ধরনের মুদ্রাকে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর যৌক্তিক কারণ, भूजी वना रहा? (छान) কোনটি? (অনুধাবন) আিইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, প্রামাণিক মুদ্রা কাগজি মুদ্রা মতিঝিল, ঢাকা 📵 ব্যাংক হিসাব মুদ্রা 🏻 🕙 পাতব মুদ্রা भूनाका नियञ्ज পামস্তর নিয়য়প **७৫२. कान धर्तान पूजांत्र निजञ्च कान मृ**ष्ण ति ? অর্থের যোগান নিয়য়্রণ(ছ) ক্রয় ক্ষমতা নিয়য়্রণ ৩৬৩. প্রত্যেক দেশের <mark>অর্থব্যবস্থা</mark>কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতীক মুদ্রা কাগজী মুদ্রা কোন ব্যাংক? (জ্ঞান) বিরগুনা সরকারি কলেজ ণ্য ঐচ্ছিক মুদ্রা প্রামাণিক মুদ্রা वािणाक वााःकतािणाक वााःक ৩৫৩. আমানত কী? (জ্ঞান) কেন্দ্রীয় ব্যাংক इिंग्लामि व्याः কারো কাছে মূল্যবান গচ্ছিত জিনিস ৩৬৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি? (জ্ঞান) ব্যবসায়ের জন্য বিনিয়োগয়োগ্য অর্থ [বেগম বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা] ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ মুদ্রা সংরক্ষণ বি নাট প্রচলন

প্রাণ নিয়ন্ত্রণ

🕲 মুদ্রা বাজার পরিচালনা 🕲

ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত জামানত

৩৬৫.	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি কোনটি? (জ্ঞান) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]	জ ii ও iii জ i, ii ও iii তি ৩৭৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার
	আমানত গ্রহণখণ দান	করতে পারে— (অনুধাবন) [ঢাকা কমার্স কলেজ]
	 নাট প্রচলন ত্বিল বাট্টাকরণ ক্বিল বাট্টাকরণ 	i. ব্যাংক হার পন্ধতি ii. খোলা বাজারনীতি
৩৬৬.	বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি কোনটি? (অনুধাবন) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]	iii. রিজার্ভ অনুপাত পঙ্গ্রতি নিচের কোনটি সঠিক?
	 অবলেখক বিনিয়োগ নিয়য়ৢল 	ii v iii v iii 🐨
- 2	 পুরুষানান সংরক্ষণ কুমুদ্রাবাজার পরিচালনা কুমুদ্রাবাজার পরিচালনা 	જી i ઉ iii 🕲 i, ii ઉ iii 🔞
७५१.	কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক? (জ্ঞান) নিটর ভেম	৩৭৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য হলো — (অনুধাবন)
	कलिख, एाका]	i. মূদ্রা প্রচলন
	কি দি মিডল্যান্ড	ii. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য
	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	iii. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার
	ণ্য ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম	নিচের কোনটি সঠিক?
147	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড	iii 🕏 ii 🐨 iii 🐨
७५४.	'নিকাশ ঘর' বলা হয় কোন ব্যাংককে? (জ্ঞান)	ரு i ଓ iii ் இ i, ii ଓ iii இ
	 বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষি ব্যাংক 	৩৭৭, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার
	ণ্য শিল্প ব্যাংক ব্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্য	করতে পারে— [ঢাকা কমার্স কলেজ]
৩৬৯.	'অর্থ যা করে তাই অর্থ' এটি করি উক্তি? (জ্ঞান)	i. ব্যাংক হার পশ্বতি
	[সামসূল হক খান স্কুল এড কলেজ, ঢাকা]	ii. খোলা বাজারনীতি
	 অর্থনীতিবিদ ওয়াকার রবার্টসন 	iii. রিজার্ভ অনুপাত পদ্ধতি
	গ্র র্বাচন্দ্র	নিচের কোনটি সঠিক?
		ii & ii & iii &
	• • • •	ூ i பே ்ப்ப் இ i, ii பே iii இ
640 ,	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধানত ঝণ নিয়ন্ত্রণ পন্থতি	৩৭৮, বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো— [নিউ গড়
	কয়টি? (জ্ঞান) [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]	ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী
		i. नाउँ श्रुष्टनन क्রा ii. ঋণ श्रुपान
943.	পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়টি	iii. সঞ্চয় জমা রাখা
	হাতিয়ার ব্যবহার করে? (জ্ঞান) বিরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ]	নিচের কোনটি সঠিক?
	ⓐ ১টি ﴿ ২টি ﴿ ৩টি ﴿ ৮টি ﴾	iii 8 i 6 iii 8 i 6
1995	আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে কোনটি এগিয়ে?	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	वाजनारी प्रतकाति महिला कर्लज	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩৭৯ ও ৩৮০নং প্রশ্নের
	अन्थाकानीन गुाःकि	উত্তর দাও।
	য় ই-ব্যাংকিং	ড. এস. এন. সেন তার বইয়ে 'ব্যাংকিং সমাজের নেতা'
	প্রানাইল ব্যাংকিং	নিয়ে একটি নিবন্ধন লিখেছেন। এতে বলা হয়েছে, এ
	দ্বি চিরাচরিত ব্যাংকিং সেবা	নেতা অনেকটা সূর্যের মতো, যাকে কেন্দ্র করে অন্যরা আবর্তিত ও শাসিত হয়। এর আলো আর শক্তিতেই
999	বিহিত মুদ্রা বলতে বুঝায়— (অনুধাবন)	তারা আলোকিত ও শক্তিশালী হয়।
	i. যে মুদ্রার নিজম্ব কোন মূল্য নাই	৩৭৯. ড. সেন তার বইয়ে কোন ব্যাংকের কথা
	ii. সবাই গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে	वार्षाहमः (अरबान)
	iii. সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত	 क किसीय व्याश्क क न्याश्न व्याश्क
	নিচের কোনটি সঠিক?	 বিশ্ব ব্যাংক ত্বিশ্ব ব্যাংক ত্বিশ্ব ব্যাংক ত্বিশ্ব ব্যাংক ত্বিশ্ব ব্যাংক
9	ii v ii 🖲 ii v i	৩৮০. ড. সেনের ব্যাংকটির ক্ষেত্রে বলা যায়— (উচ্চতর
3.5	(1) i (3) iii (1) iii (1) (1)	प्रकार
o98.	বেলাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মহাপরিচালক। এ	i. এটি দেশের প্রধান ব্যাংক
	ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— (অনুধাবন)	ii. অর্থ ব্যবস্থার অভিভাবক
	[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]	iii. ঋণদান ও আদায়ের মাধ্যমে জনগণের সাথে
	i. এটি অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ	জড়িত
20	ii. এটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে	নিচের কোনটি সঠিক?
	iii. এটি স্বল্পমেয়াদি ঝণ দেয়	iii & ii &
	নিচের কোনটি সঠিক?	ரு i ଓ iii ரு i, ii ଓ iii ் ф
	⊕ i ଓ ii •	